

শিখ-ইতিহাস

[শিখ জাতির উৎপত্তি হইতে শতদ্রু নদীর তীরে যুদ্ধ পর্যন্ত]

দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত



নবপত্র প্রকাশন/কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক : প্রশ্ন বহু
নবপত্র প্রকাশন
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট/ কলিকাতা-৭৬

মুদ্রাকর : মহামায়া রায়
সনেট প্রিন্টিং হাউস
১৯ গোয়াবাগান স্ট্রীট/ কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ : অজয় গুপ্ত

গ্রন্থকারের ভূমিকা

যথোপযুক্ত পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিতে অক্ষম, অথচ কঠোর কর্মক্ষেত্রে সাধারণের সমক্ষে পরিশ্রমের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিতে উৎসুক সে ক্ষেত্রে পাঠকগণের নিকট দেখান কর্তব্য,—কিন্তু, কিউপায়ে সঠিক উপাদান প্রাপ্ত হইয়া, অবশেষে ত্রায় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে, লর্ড অকল্যান্ডের অযাচিত অহুগ্রহে, গ্রন্থকার, কর্ণেল ওয়েডের সহকারিত্ব পদ প্রাপ্ত হন। কর্ণেল ওয়েড লুইসিয়ানায় ‘পোলিটিকাল এজেন্টের’ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; পজাব এবং আফগানিস্থানের সামন্তবর্গের সহিত বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সম্বন্ধ সংক্রান্ত সমস্ত কার্য নির্বাহের ভার তাঁহার উপর অর্পিত ছিল। ফিরোজপুর সহরের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্ত, তাঁহার একজন ইঞ্জিনিয়ারের আবশ্যক হয়। ফিরোজপুরের জায়গীরদারের কোন উপযুক্ত উত্তরাধিকারী না থাবায়, সেই ক্ষুদ্র সহর বৃটিশ গবর্ণমেন্টের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল; এক্ষণে সামরিক রীতি অনুসারে সেই সহরের দৃঢ়তা সম্পাদন আবশ্যক হইল। উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে কর্ণেল ওয়েডের অভিপ্রায়, তৎকালীন প্রধান সেনাপতি সার হেনরি ফেন অহুমোদন করেন। কিন্তু সামান্য প্রাচীর দ্বারা ঐ নগর বেষ্টিত করা অপেক্ষা অপর কোন উপায় অবলম্বন শ্রেয়: বলিয়া মনে হয়। তবে এই সময়ে সা হুজাকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয়ে শিখ-গবর্ণমেন্টের সহিত একমত হইবার জন্ত, বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ফিরোজপুরের দৃঢ়তা সম্পাদন কিছুদিনের জন্ত স্থগিত রাখেন। এই হেতু ফিরোজপুর অনেক দিন পর্যন্ত সামান্য সেনানিবাস রূপেই পরিণত ছিল; এবং সেই সেনানিবাস অস্থায়ী দস্যাদলের আক্রমণ হইতে যুদ্ধোপকরণাদি রক্ষা করিতে কচিং সমর্থ হইত।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মহরোজ রণজিত সিংহের সহিত লর্ড অকল্যান্ডের যখন সাক্ষাৎ হয়, গ্রন্থকার তথায় উপস্থিত ছিলেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সাহাজাদা তাইমুর এবং কর্ণেল ওয়েডের সহিত তিনি পেশোয়ারেও গমন করিয়াছিলেন; তাঁহারা যখন জোর করিয়া খাইবার-পাশ গিরিসঙ্কট অতিক্রম পূর্বক কাবুলের পথে অগ্রসর হন, গ্রন্থকার সেই সময়ে তাঁহাদের সহিত বিদ্যমান ছিলেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের লুইসিয়ানা জেলার শাসনভার গ্রন্থকারের হস্তে অর্পিত হয়। ঐ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে সীমান্ত প্রদেশের নতুন এজেন্ট মিষ্টার ক্লার্ক কর্তৃক মনোনীত হইয়া, কর্ণেল সেন্টন এবং তাঁহার সাহায্যকারী সেনাদলের সহিত গ্রন্থকার পেশোয়ারে গমন করেন। কর্ণেল ছইলারের পরিচালিত, দোস্ত মহম্মদ

খাঁর শরীর রক্ষক সৈন্তদলের সহিত গ্রন্থকার পেশোয়ার হইতে কিরিয়া আসেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থকার কিরোজপুর জেলার মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন; ঐ বৎসরের শেষ ভাগে পুনরায় তিনি মিঃ ক্লার্কের স্থপারীশে তিব্বত গমন করেন। জাম্মুর অধিকারী রাজা লাসার চীনদের যে রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি প্রত্যাপণ করিয়াছেন কিনা, এবং লুদাক প্রভৃতি স্থানে ব্রিটিশ-বাণিজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিনা তাহা পরিদর্শন করাই তাঁহার তিব্বৎ যাত্রার উদ্দেশ্য। এক বৎসর পরে গ্রন্থকার তিব্বত হইতে প্রত্যাগত হন। দোস্তু মহম্মদ যখন লুখিয়ানা সহরে লর্ড এলেনবরার সহিত সাক্ষাত করেন, গ্রন্থকার তথায় বর্তমান ছিলেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে কিরোজপুর সহরে লর্ড অকল্যান্ডের সহিত শিখ-সামন্তগণের সাক্ষাৎকালেও গ্রন্থকার উপস্থিত ছিলেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থকার আশালা সহরে বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হন; ঐ বৎসরের মধ্যভাগ হইতে ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত, গ্রন্থকার কর্ণেল রিচমন্ডের সাক্ষাৎ সহকারী (পার্সোনাল এসিস্ট্যান্ট) কর্মচারীর কার্য করিয়াছিলেন। রিচমন্ড মিঃ ক্লার্কের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ঐ পদে মেজর ব্রডফুট যখন নির্বাচিত হন, সেই সময়ে এবং ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের অধিকাংশ কাল পলাতক সিদ্ধিয়ানদিগের সংক্রান্ত কার্যত্বত্রে গ্রন্থকার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিকানীর ও যশন্বীরের রাজপুতগণের এবং দাউদপোত্র-দিগের মধ্যে রাজ্যের সীমা লইয়া যে বিরোধ উপস্থিত হয় ঐ সময়ে তৎপরিদর্শনের ভারও গ্রন্থকারের উপর হস্ত ছিল। শিখ-যুদ্ধ আরম্ভ হইলে সার চার্লস নেপিয়র গ্রন্থকারকে তাঁহার সৈন্তদলে যোগদানের জন্ত নিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ফিরুসহরের যুদ্ধের পর গ্রন্থকার লর্ড গান্ধার প্রধান কার্যালয়ে আহত হইয়াছিলেন। অবশেষে যখন লুখিয়ানার দিকে সৈন্তদল অগ্রসর হইতে থাকে তখন গ্রন্থকার সার হ্যারি স্মিথের সাহচর্যে আদিষ্ট হন; এই প্রকারে গ্রন্থকার বাদোয়ালের সংঘর্ষে এবং আলিওয়ালের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। সোত্রাওনের যুদ্ধে জয়লাভের অংশভাগী বলিয়াও গ্রন্থকার আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করেন। সেই যুদ্ধজয়ের প্রসিদ্ধ দিনে গ্রন্থকার গবর্নর-জেনারেলের, এইডিক্স-এর পদে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। অবশেষে গ্রন্থকার প্রধান সেনাপতির প্রধান কার্যালয়ে কর্মভার প্রাপ্ত হন। অতঃপর লাহোর-সৈন্ত বিদ্রোহী হইলে গ্রন্থকার লর্ড হার্ডিঞ্জের সহিত তাঁহার শিবিরে শিমলা পাহাড়ে গমন করেন। সেই স্থান হইতেই ভূপাল যাত্রার পথ প্রশস্ত হয়। গ্রন্থকারের প্রতি গবর্নর জেনারেল সম্ভষ্ট হইয়া, ভূপাল রাজ্য এবং তদন্তর্বর্তী প্রদেশ সমূহের 'পোলিটিকাল এজেন্টের' পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি গ্রন্থকারের প্রতি আশাতীত অল্পগ্রহ প্রদর্শন করেন।

গ্রন্থকার প্রায় আট বৎসর কাল শিখ জাতির মধ্যে বসবাস করিয়াছিলেন। তাহাদের

ইতিহাসে সেই সময়টি বিশেষ প্রসিদ্ধ। নানা অবস্থায় সকল সম্প্রদায়ের সহিত গ্রন্থকারের বিশেষ মেশামিশি হইয়াছিল। সে সময়ে সামান্ত প্রদেশ সংক্রান্ত সমস্ত কাগজ পত্র তিনি যথেষ্টভাবে দেখিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে শতাব্দী নদীর পার্শ্ববর্তী প্রদেশের সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সম্বন্ধ বিষয়ে এবং প্রধানতঃ পঞ্জাবের সামরিক শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে একটি বিবরণী লিখিবার ভার গ্রন্থকারের উপর অর্পিত হয়। সেই সময়ে এই ইতিহাস লিখিবার কল্পনা গ্রন্থকারের মনে উদয় হইয়াছিল; তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ঐ ইতিহাস রচনার উপাদান তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। গ্রন্থকার এক্ষণে সেই ইতিহাস সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছেন।

মালব দেশে গ্রন্থকারের অবস্থিতি অনেকাংশে গ্রন্থকারের পক্ষে শুভসূচক হইয়াছিল। এই সময়েই গ্রন্থকার এই গ্রন্থ রচনার সুবিধা প্রাপ্ত হন; মধ্যভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে সকল শিখ যোদ্ধাজাতি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাঁহাদের প্রকৃতি ও পদ্ধতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের পক্ষেও এই সময়েই গ্রন্থকারের অবসর হইয়াছিল।

সিহোর, ভূপাল।

৯ই ডিসেম্বর, ১৮৪৮

শিখ-ইতিহাস প্রসঙ্গে

শিখ হলেন তাঁরা, যারা গুরু নানকের (১৪৬৯-১৫৩৮) শিষ্য। লাহোরের ৫৬ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে তালওয়ান্দি গ্রামে গুরু নানকের জন্ম। এখন এই গ্রাম নানকানা নামে পরিচিত। বিদ্যালয়-শিক্ষার প্রতি বিরাগসম্পন্ন নানক ছোট থেকেই নির্জনতা ও সাধুসঙ্গ প্রার্থনা করতেন। মাত্র ৯ বছর বয়সেই তিনি উপবীত গ্রহণে অসম্মতি জানান। ফার্সীদক্ষ গুরু নানক কিছুকাল গুদামরক্ষকের কাজে নিযুক্ত থেকে বনবাসী হন এবং তীর্থভ্রমণে নানা দেশ ভ্রমণ করেন। ভ্রমণান্তে তিনি কর্তারপুরে এসে বসবাস করেন এবং ধর্মপ্রচার ও দীক্ষাদানে ব্যাপৃত হন। এখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। শিষ্য অঙ্গদকে পরবর্তী গুরু হিসাবে মনোনীত করে যান।

গুরু নানকের ধর্মের প্রধান শিক্ষা ছিল ঈশ্বর এক, গুরু নির্ভরতা এবং নামজপ। ঈশ্বর সত্য, শ্রষ্টা, নির্ভীক, শত্রুহীন, অমর, স্বপ্রকাশ, মহান ও দাতা। শিষ্যগণকে নিরন্তর তাঁর নাম জপ করার আদেশ দিয়ে যান। গুরু হল সমুদ্র বিশেষ এবং গুরুর শিষ্য শিখগণ হলেন নদী—উভয়ের মিলনেই মহত্ত্বলাভ ঘটতে পারে। নামজপ শিখকে অক্ষয় স্বর্গবাসের অধিকারী করে। মূর্তি-পূজার প্রশ্রয় না দিলেও তিনি স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্য ও কর্মফলে বিশ্বাসী ছিলেন। যে কোনো ধর্মের আচারপ্রিয়তা তাঁর কাছে নিন্দনীয় ছিল। হিন্দু মুসলমানের ধর্মগত ও সামাজিক মিলনপ্রয়াসী নানকের শিষ্যরা এসেছিলেন উভয় সম্প্রদায় থেকেই। বস্তুতপক্ষে নানকের মৃত্যুর (১৫৩৮) পর থেকেই শিখ-সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিত্ব ‘গুরু’ নামে অভিহিত হতে থাকেন। অঙ্গদ (১৫৩৮-৫২), অমরদাস (১৫৫২-৭৪), রামদাস (১৫৭৪-৮১), অর্জুন (১৫৮১-১৬০৬), হরগোবিন্দ (১৬০৬-৪৫), হর রাই (১৬৪৬-৬১), হর কিষণ (১৬৬১-৮৪) এবং গুরু গোবিন্দ সিংহ (১৬৭৫-১৭০৮) ক্রমে যে গুরু পরম্পরা তা শিখ সম্প্রদায়কে একটি বিশিষ্ট জাতিতে সংগঠিত করে। বস্তুতপক্ষে সন্তগুরু রামদাসকে (৪র্থ গুরু) সম্রাট আকবর পরিত্রস্ত করতেন এবং তাঁর প্রদত্ত জমিতেই পরবর্তীকালে বিখ্যাত অমৃতসর মন্দির গড়ে ওঠে।

গুরু অঙ্গদ গুরুমুখী ভাষা ও লিপিকে খোঁচাচিত গুরুত্ব দেওয়ার পর নানকের স্বত্বিকথা সংকলনে উঠেগাঁ হন। এ বিষয়ে নানকসঙ্গী বালা তাঁকে যথার্থ সহায়তা করেন। পঞ্জাবী ভাষায় প্রথম গুরুকীর্তি হল গুরু অঙ্গদ-কৃত এই স্বত্বি-সংকলন। বিনামূল্যে আহার সরবরাহের জ্ঞান লঙ্ঘনরথানার প্রতিষ্ঠা গুরু অঙ্গদের তৃতীয় উল্লেখযোগ্য কীর্তি। কারণ শিখদের মধ্যে ঐক্যস্থাপনে এই উদ্যোগ সর্বাংশে উপযোগী হয়েছিল। শিখেরা এখন জানলেন যে একটা সাধারণ উদ্দেশ্য দান করা মহৎ কর্তব্যবিশেষ। এটাই সত্য ধর্মোচরণ তাও জানলেন। ফলে শিখ সম্প্রদায় প্রথম স্বগঠিত হবার সুযোগ পেল।

গুরু অমরদাসকে যখন গুরু হিসাবে অঙ্গদ মনোনীত করে গেলেন তখন তিনি গুরু নানকের বাণী নিয়ে শিখদের মধ্যে পুনঃপ্রচারে ব্যাপৃত হলেন। তিনি অবশ্য শিখদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যই সবিশেষ সচেষ্ট হলেন এবং তাঁর বিপক্ষদের পরাস্ত করলেন। বিপক্ষ উদাসী সম্প্রদায় তাঁর বশীভূত হল। শিখদের সংখ্যা বাড়তে থাকল। সুবিধার জন্য তিনি বাইশটি মঞ্জতে বিভক্ত করলেন। মঞ্জ হল গদি বিশেষ। প্রতিটি মঞ্জের প্রধান হলেন এক একজন ধর্মাত্মা শিখ।

কিন্তু গুরুদের প্রভাব বৃদ্ধি এবং শিখদের শক্তি বৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি যত্নশীল হলেন প্রথম গুরু রামদাস। এজন্য তিনি কর্তারপুরে নানক প্রতিষ্ঠিত ধর্মশালা এবং অমরদাস প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দওয়ান গ্রাম প্রতিষ্ঠার চৌহদ্দীকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিলেন অমৃতসর শহর স্থাপন করে। আগেই বলেছি সম্রাট আকবর তাঁকে এক পুঙ্খবিনী সমেত পাঁচশো বিঘা জমি প্রদান করেছিলেন মাত্র সাতশো আকবরী মুদ্রার বিনিময়ে। আকবরের মিত্রতার সঙ্গে তিনি বহু পার্বত্য সামন্ত জমিদারদের সঙ্গেও মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন। লাহোরের রাজ্যপাল মির্জা জাফর বেগ এবং তাঁর পুত্র তাহির বেগ তাঁর ভক্ত হয়ে পড়েন। এই সব সখ্যতা গুরু রামদাসের জনপ্রিয়তার পরিধি বিস্তারে এবং শিখধর্মের প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করল।

শিখদের এই বিশিষ্ট পরিচিত শিখধর্মের তত্ত্বতঃ প্রতিষ্ঠা এনে দিল গুরু অর্জন-এর সংগঠন শক্তির প্রভাবে। তিনিই প্রথম ‘আদিগ্রন্থ’ গ্রন্থসাহেব সংকলনে উদ্যোগী হন। দ্বিতীয় গুরুর সংকলিত নানক-স্মৃতিগ্রন্থ সংকলনের পর এটিই সারা শিখবিশ্বে সমাদৃত প্রধান গ্রন্থ। অর্জন দেবের জীবনের বৃহৎ অংশ এই মহৎ সংকলন কাজে ব্যয়িত হল। বেদ, বাইবেল বা কোরাণের সমতুল্য হল এই আদিগ্রন্থ।

শুধু তাই নয় অমৃতসর সহরকে শিখদের মন্ডায় পরিণত করে দিলেন গুরু অর্জন। নির্মিত হল অল্পম হরমন্দির। অমৃতসর হল শিখদের প্রধান কর্মক্ষেত্র। তাঁর উদ্যোগেই মাঝার জাঁঠেরা শিখধর্ম গ্রহণে তৎপর হল। তরল তারণ শহর নির্মিত হল। অর্জনদেব এবারে রাজস্ব-প্রদান নিয়ম গঠন করে একটা অধোষিত শিখ সাম্রাজ্য গঠন করলেন। দানপ্রথা বিধিবদ্ধ হল। মসন্দ বা সমাহর্তারা নিযুক্ত হলেন এজন্তে। কুসংস্কারকে দূরীভূত করে শিখধর্মকে উদারভিত্তি প্রদান তাঁর আধ্যাত্মিক সংস্কার সনুহের মধ্যে অগ্রতম ছিল। তুর্কী থেকে ঘোড়া কিনে এনে শিখদের মধ্যে সামরিক শক্তি বর্ধন করার প্রসারেও তিনি তৎপর হন। বস্তুতঃ পক্ষে অর্জনদেবের নেতৃত্বে শিখ জাতি অনেকখানি এগিয়ে গেল।

এটাই আবার কালও হল। এই এগিয়ে যাওয়া আকবর পরবর্তী মোগল সম্রাটদের না-পসন্দ ছিল। যুবরাজ খুররোর বিরাগভাজন হয়ে পড়লেন অর্জন। সংগঠন থেকে শিখজাতিকে এবার সংঘর্ষের সংকটের অভিমুখে যাত্রা করতে হল। স্বয়ং গুরু অর্জনকেই ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর অকথ্য অত্যাচারের পর (১৬০৬)। সপ্তদশ শতকের সূচনা শিখদের পক্ষে শান্তির বাণী বহন করে আনল

না। যদিও অর্জন-তনয় হরগোবিন্দ অবশ্য তাঁর খেলোয়াড়ি মনোভাব আর মধুর ব্যক্তিত্ব দিয়ে জাহাঙ্গীরের প্রশংসা অর্জন করে নিলেন, তবুও তাঁকে আটক করে গোয়ালিয়ারে নির্বাসিত করলেন সম্রাট। এর পর থেকে নির্বাসন, হত্যা, বেআইনী শোষণ, নারকীয় অত্যাচারের অভিজ্ঞতা শিখজাতির পরবর্তী ভাগ্য নির্ধারণ করতে লাগল।

গুরু গোবিন্দ সিংহের পদতলে বসে থাকতেনযে ধার্মিক বৃদ্ধটি, সেই মান সিংহ হলেন শহীদ। একই ভাগ্য ছিল পঁচিশ বছরের তরতাজা যুবক তারু সিংহেরও। বালক হকীকৎ রাইকেও সেই পথেরই অহুগামী হতে হল। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই।

কিন্তু এর ফলেই ষষ্ঠ গুরু অর্জন-তনয় হরগোবিন্দকে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতেই হল। পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে তিনি কৃতসংকল্প হলেন। আর প্রতিজ্ঞা করলেন শিখজাতিকে অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি দিতে। এজ্ঞা তিন তিনার তাঁকে মোগলবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হল। যুদ্ধে একাধিকবার জয়লাভ করলেও শেষ অবধি কিরাতপুরের পার্বত্য অঞ্চলে তাঁকে আশ্রয়গোপন করে থাকতে হয়। এখানেই তাঁর মৃত্যু হল। প্রকৃতপক্ষে হরগোবিন্দই ছিলেন প্রথম শিখগুরু যাঁকে সামরিক জীবন যাপন করতে হয়েছিল।

হরগোবিন্দের পৌত্র হর রাই এবং তাঁর পুত্র হরকিষণ তেমন উল্লেখযোগ্য ছিলেন না। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে হরকিষণের মৃত্যুর পর গুরু হরগোবিন্দের ঐশ্বর্য্যবান বা কনিষ্ঠ পুত্র শিখ সম্প্রদায়ের নবম গুরু তেগ বাহাদুর বাকলার ২২ জন সোধির গুরুত্বের দাবী নস্তাৎ করে মাখমচাঁদের সাহায্যে গুরুপদে আসীন হন। কিন্তু তাঁর না ছিল সামরিক বুদ্ধি না ছিল সাংগঠনিক শক্তি। তীর্থ ও প্রচারে তাঁর দিন কাটে। কিন্তু তবুও মোগল সম্রাটের রোষবহি থেকে তিনি দূরে থাকতে পারে নি। তাঁকে ধরে ঔরঙ্গজীবের কাছে নিয়ে আসা হলে সম্রাট তাঁকে হয় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে না হয় অলৌকিক কিছু দেখাতে বলেন। তেগ বাহাদুর অস্বীকার করেন। অতএব নিদারুণ অত্যাচার সহ করার পর তাঁকে মৃত্যু বরণ করতে হয়। তবে তাঁর আত্মোৎসর্গ শিখদের মধ্যে প্রতিরোধ গ্রহণের সংকল্প গড়ে তোলে।

তেগ বাহাদুরের একমাত্র পুত্র, দশম তথা অন্তিম শিখগুরু গুরু গোবিন্দ সিংহের সময় থেকেই গুরুদের প্রাধাত্য হ্রাস, প্রতিদানীয়া সম্প্রদায়সমূহের উদ্ভব এবং ঔরঙ্গজীবের ধর্মনীতি শিখজাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল সংকটের সৃষ্টি করে। গুরু গোবিন্দকে তিনটি প্রত্যক বিষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হতে হল। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ, ইসলাম ধর্মে দীক্ষাদানের প্রবণতারোধ এবং সামরিক ছত্রছায়ায় শিখদের সংগঠন—তিনটি লক্ষ্য পূরণে তিনি ব্যাপৃত হন। ফলে ‘খালসার’ (পবিত্র) উদ্ভব ঘটে। তবুবারিই তাঁর কাছে ঐকী শক্তির সমতুল হয়ে পড়ে। ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কেশগড়ের সম্মেলনে তিনি তাঁর জ্ঞাত জীবনদানে প্রস্তুত—এমন ‘পঞ্চ পিয়ারা’কে নিয়ে শিখধর্মের

মধ্যে নতুনত্বের সঞ্চার করেন। নানকের 'চরণ পাছল' পরিবর্তিত হয় অমৃত পাছল। তাঁর দীক্ষিত সম্প্রদায় খালসা নামে পরিচিত হয়ে 'ওয়া গুরুজীকা খালসা, ওয়া গুরুজীকা কতহ' নাতি ঘোষণা করে। বংশ জাতি নির্বিশেষে সকলেই 'সিংহ' হবেন (এই রীতি অত্যাধিক বহমান)। খালসাই গুরু, গুরুই খালসা—নীতির ফলে ব্যক্তিগুরুর মহিমা হ্রাস পেয়ে সম্প্রদায়গুরুর মহিমা বৃদ্ধি পেল। জীবনযাত্রার মধ্যে সংঘম আনয়নের জন্তে তামাক সেবন নিষিদ্ধ হল। কেশ, কচ্ছ, কঙ্কণ, কুপাণ ও কঙ্কতিকা (চিরুনী) আবশ্যিক হল। অস্ত্রব্রতী ত্যাগ করে অসিব্রতী গ্রহণও আবশ্যিক হল। ধর্ম সম্প্রদায় পরিণত হল সামরিক সম্প্রদায়ে।

১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে তিনি জন্ম থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত অবস্থিত পার্বত্য রাজ্য-দেবর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এক আফগানের হাতে মৃত্যুর (১৭০৮) পূর্বে তিনি বান্দাকে (মনে রাখতে হবে গুরুর পদ অবলুপ্ত হয়েছে) সামরিক নেতার পদে বৃত্ত করেন। ধর্মের ভার দেন পঞ্চ শিখের উপর।

বান্দা গুরু গোবিন্দের কাছে পাঁচটি শিক্ষা পেয়েছিলেন নারী সঙ্গ না করে পবিত্র জীবন যাপন কর। সত্য-চিন্তা, সত্য-কথন ও সত্যকর্মে নিযুক্ত থাক, নিজেকে খালসার ভৃত্য মনে করে সেইমত কাজ কর। কোনো সম্প্রদায় গঠন করো না এবং জয়লাভ যেন তোমার মধ্যে রাজকীয় অহঙ্কার সৃষ্টি না করে। শিখগণ বান্দার নেতৃত্বে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হলেন। শিরহিন্দের মুঘল সেনাপতি গুরু গোবিন্দের শিশু-পুত্রগণকে যে নির্মমভাবে হত্যা করে বান্দার প্রাণে তার যন্ত্রণা জাগরুক ছিল। প্রতি-শোধম্পূর্ণ বান্দার আক্রমণে শিরহিন্দ ছারখার হয়ে যায়। বান্দার বিরুদ্ধে বাহাদুর শাহ এবং মুন্ইম খাঁ দুজনেই এগিয়ে গেলেন। লোহগড় দুর্গে বান্দাকে অবরোধ করলেন তাঁরা, কিন্তু বান্দা চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেলেন বান্দার মতই দেখতে এক অহুচরের স্বকৌশল আত্মদানের সাহায্যে। এর মধ্যে ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দের বাহাদুর শাহের মৃত্যু হল। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র জাহাঙ্গীর শাহের এগারো মাসের অপরিণত রাজ্য লাভের পর কবরুখসিয়র সিংহাসনে বসলে তাঁর সঙ্গেও বান্দার বিরোধিতার অবসান হল না। শেষ পর্যন্ত বান্দাকে পরাস্ত হতে হল। সাধারণ শিখদের উপর অত্যাচার চলতেই থাকল। খালসা অবশ্য তাতে দমে গেল না।

এর প্রত্যক্ষ ফল দেখা গেল নাদির শাহ-এর আক্রমণের পর ইরাবতী নদীর তীরে দালিওয়াল-এ একটি দুর্গ নির্মাণ-এ। শিখরা আবার পুনঃসংগঠিত হলেন। এই সংগঠনের কাজ পূর্ণ হল আহমদ শাহ আবদালীর পুনঃপুনঃ আক্রমণ—বিশেষ করে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের (১৭৬১) পর পঞ্জাবে মোগল শাসনের অবসানে ও শিখ অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। নতুন আশা ও সাহসে শিখেরা উজ্জীবিত হলেন। গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করে তাঁরা আবদালীর পশ্চাদ্-ধাবন করলেন। দেশোদ্ধার হল বটে, কিন্তু ঐক্যবদ্ধ শাসনব্যবস্থা সংগঠনের পূর্ণ শক্তি তখনও তাঁরা অর্জন

করেননি। ১২টি মিসল-এ বিজিত ভূখণ্ডকে ভাগ করে নব শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন হল আহলুওয়ালিয়া, ভাঙ্গী, ডালিওয়ালিয়া, কয়জুলাপুরিয়া, কানহেয়া, করোয়া সিংঘিয়া, নাকাই, নিহাং, নিশানওয়ালী, ফুলকিয়া, রামঘরিয়া এবং হুকারচুকিয়াতে। এসময়ে রণজিং সিংহের মতো প্রবল ব্যক্তিত্বের আশ্রয়ে এসে এই বিভক্ত সাম্রাজ্য ঐক্যবদ্ধ হবার সুযোগ পেল। পঞ্জাবের হুকারচুকিয়া মিসল-এর এই নেতা মাত্র বারো বছরে মিসলের নেতা হন।

কাবুলের জমানশাহ পঞ্জাব আক্রমণ করতে এসে রণজিং সিংহের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। সাহসী এই তরুণের শৌর্যে মুগ্ধ জমান শাহ তাঁকে বন্ধুত্ব বরণ করে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করলেন। রণজিং সিংহ এবার লাহোর দখল করলেন (১৭৯৯)। জম্মুর রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নিলেন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে জয় করে নিলেন হত অমৃতসর। এবারে নিজে 'মহারাজ' উপাধি নিয়ে স্বনামে মুদ্রা প্রচার করলেন। শতজ্ঞ নদীর পূর্বদিকস্থ মিসলগুলির অন্তর্কলহের সুযোগে দেখানো বিস্তার করে দিলেন স্বীয় আধিপত্য। ফলে শতজ্ঞ থেকে পেশোয়ার, কাশ্মীর থেকে মুলতান পর্যন্ত একটি স্বয়ং-শাসিত রাজ্য গড়ে উঠল। একাজ খুব সহজ হয়নি। ইংরেজের প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে। বিচক্ষণ ও দূরদর্শী রণজিং সিংহ ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করে নিলেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে এটিকে নতুন করে পুনরুন্মোদিত করে নেওয়া হয়। শতজ্ঞ নদী উভয়ের রাজ্য সামা নির্ধারণ করতে থাকল। পঞ্জাব কেশরীর নেতৃত্বে এক বিরাট শিখরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল। অনভিজ্ঞ রাজনীতিবিদদের হাতে এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী শিখ সেনাপতিদের কলহে তা বিপর্যস্ত হল। অচিরে মাত্র চার বছরের ব্যবধানে ছুটি শিখ যুদ্ধের আবির্ভাবে স্বনির্ভর শিখরাজ্যের চক্র যেন ভেঙ্গে পড়ল।

॥ ২ ॥

আমাদের এই দুইটিতে পাঠক শিখ যুদ্ধের বিস্তারিত ইতিহাস দেখতে পাবেন। সেকারণে যথাসংক্ষেপেই এই যুদ্ধদ্বয়ের একটি বিবরণী আমরা এখানে পেশ করতে চাইছি।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে রণজিং সিংহের মৃত্যুর পর শিখরাজ্যে যথেষ্ট গোলমাল দেখা দিতে লাগল। জ্যেষ্ঠপুত্র শের সিংহ ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে আততায়ীর হাতে নিহত হলে ৫ বছরের শিশুপুত্র দলীপ সিংহকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে রাজমাতা জিন্দ কাউর (জিন্দন) অছিপদে নিযুক্ত হলেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার মহারাজাকে অছিপদ থেকে বিতাড়িত করে নতুন অছিপরিষদ নির্মাণ করে রাজ্য শাসনের ব্যবস্থা করে। এর পূর্বেই ইংরেজদের সঙ্গে শিখদের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধই প্রথম শিখযুদ্ধ নামে পরিচিত। মাত্র তিনমাস স্থায়ী এই যুদ্ধের তীব্রতা কম ছিল না। মুড়কি (১৮ই ডিসেম্বর ১৮৪৫), ফিরোজগাহ (২১-২২শে ডিসেম্বর), আলিওয়াল (২৮শে জানুয়ারী

১৮৪৬) এবং সোত্রাওন (১০ই ফেব্রুয়ারী ১৮৪৬)-এর চারটি যুদ্ধে প্রধানত শিখসেনা-পতিদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে শিখেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হল। শেষ যুদ্ধে বিজয়ী ব্রিটিশদের অধিনায়কত্ব দেন গভর্নর-জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ। নতুন চুক্তি সম্পাদিত হল। এই লাহোর চুক্তির জন্ম শতক্রম নদীর তীরবর্তী সমস্ত রাজ্যকে ইংরেজের হাতে তুলে দিতে হল। দিতে হল শতক্রম ও বিপাশার মধ্যবর্তী জলন্ধর দোয়াব অঞ্চলকেও। আরও দিতে হল পঞ্চাশ লক্ষ মূদ্রা। জম্মু ও কাশ্মীরের জন্ম এককোটি টাকা চাওয়া হলে শিখদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হল না। ঐ পরিমাণে টাকার বিনিময়ে তখন কাশ্মীর বিক্রি হয়ে গেল গোলাপ সিংহের (জম্মুর রাজ্যপাল) কাছে। শিখের সামরিক শক্তি মাত্র বিশ হাজার পদাতিক এবং বারো হাজার অশ্বারোহীতে হ্রাস ঘটানো হল। বছর না ঘুরতেই আবার ইংরেজ এই লাহোর চুক্তি সংশোধনে তৎপর হল যাতে আরও আট বছর ব্রিটিশ সৈন্য উপদ্রুত অঞ্চলে থাকতে পায়। রেসি-ডেন্ট হেনরি লরেন্স council of Regency-এর সভাপতি হলেন। শিখ নেতারা এই চুক্তি খুবই অসম্মানজনক ভাবে লাগলেন। মূলতানে বসানো হল দুজন নামকে ওয়াস্তে শিখ উত্তরাধিকারকে। দুজন ব্রিটিশ অফিসার গেলেন তাঁদের তত্ত্বাবধানে। কিন্তু এপ্রিল ১৮৪৮-এ তাঁদের হত্যা করা হল। ইংরেজ ভাবলেন এটা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ স্বরূপ। অতএব তাঁরা মূলতানের অধিকার গ্রহণ করলেন।

দ্বিতীয় শিখযুদ্ধও ছিল স্বল্পস্থায়ী। এই যুদ্ধে শিখেরা পুনশ্চ সংঘবদ্ধ হয়ে ব্রিটিশ-দের বিরুদ্ধে যুদ্ধবাজী করেন ১৩ই জানুয়ারী ১৮৪৯ তারিখে। যুদ্ধ হল চিলিয়ানওয়াল নামক একটি স্থানে। প্রচণ্ড যুদ্ধ করেও শিখেরা (আফগানদের সহায়তায়) ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সম্পূর্ণ পরাস্ত হল। এবার তাদের মেনে নিতে হল ব্রিটিশের সার্বভৌম প্রভুত্ব।

এদিকে দলীপ সিংহ ও রাজমাতা জিন্দ কাউর ব্রিটিশের বেতনভোগী মাত্র হয়ে পড়েছেন। দলীপকে প্রায় অবরুদ্ধ অবস্থায় কতগুড়ে জন লগিনের তত্ত্বাবধানে স্থানান্তরিত করা হল। দলীপ, কেন জানিনা, খৃষ্টধর্মের প্রতি অমুরক্ত হয়ে পড়েন। মার্চ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ সরকার পরের বছরে তাঁকে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দিলেন। পুনশ্চ তাঁর মধ্যে দেশপ্রেম জেগে উঠল এবং পুনরায় রাজ্য ক্ষিরে পাবার মানসে সরকার বাহাদুরের কাছে আবেদন জানালেন। আবেদন পূরণ হল না। হতাশ দলীপ সিং কোভে ইংল্যান্ড ভ্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে মার্চ ১৮৫৬-তে ভারতের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন। কিন্তু এডেনে তাঁকে আটক করে বলা হল ভারতের পথে তাঁর যাওয়া নিষেধ। অতএব তিনি পারী নগরে গেলেন। খৃষ্টধর্ম ত্যাগ করলেন এবং পুনর্বার শিখ-ধর্মকে বরণ করে নিলেন। রাজ্য প্রাপ্তির জন্ম দৃঢ়সংকল্প হয়ে তিনি করাসী সরকারের সহায়তা প্রার্থনা করে হতাশ হলেন। রাশিয়া অবশ্য তাঁর ইচ্ছা কতকাংশে সমর্থন করলেন। সংবাদপত্রে রচনার দ্বারা ভারতীয় জনমত সংগঠনের চেষ্টাও তিনি করলেন। কিন্তু সফলকাম না হয়ে পারীতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৮৯৩)।

॥ ৩ ॥

শিখজাতির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস নিয়ে সমসাময়িক কালেই নানা ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ইংরেজ এবং আরও পরে অন্যান্য জাতির ঐতিহাসিকগণও শিখ-ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। আদিগ্রন্থ, গুরুবিলাস, নানকের জন্মসমনী, বিচিত্র নাটক, বরণ প্রভৃতি গুরুমুখী ভাষায় রচিত বই ছাড়াও পারসী ভাষায় তারিখ-ই-করিম, দাবিস্তান-ই-মাজাহিব, ইবরত নামা, মুণ্টাখিব-উল-বাব, তারিখ-ই-মহম্মদ শাহী, মাসীর-অল-উমর, সের-অল-মুতাক্করীণ, রিসালা-ই-নানক প্রভৃতি পারসী ভাষায় লিখিত গ্রন্থে এই ইতিহাসের বিভিন্নমুখী বিবরণ আছে।

ইংরেজিতে রচিত অনেকগুলি বই গুরুমুখী বা পারসী ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীর অনুবাদ বিশেষ। গ্রন্থাদ বাই-এর 'রহত নামার' (১৬৯৫) অনুবাদ করেন সর্দার আতর সিংহ (১৮৭৬), সৈয়দ গুলাম হুসেন খানের তেগবাহাভুরের ভ্রমণকাহিনীর (১৭৮০) অনুবাদও তিনি করেন একই খ্রীষ্টাব্দে।

ইংরেজি রচিত অন্যান্য বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

- (ক) J. T. Wheeler-এর Early records of British India.
- (খ) George Forster রচিত A journey from Bengal to England-এর দুটিখণ্ড (১৭৯৮)।
- (গ) William Franklin রচিত Memoirs of George Thomas (১৮০৩)।
- (ঘ) Jhon Malcolm রচিত A Sketch of the Sikhs (১৮০৫)। বইটি ভক্তমাল-রচিত খালসানামার উপর ভিত্তি করে রচিত।
- (ঙ) H. T. Prinsep-এর Origin of the Skish Power (১৮৩৪)।
- (চ) Baron Charles Hugel-রচিত Travels in Kashmir and Punjab (১৮৩৬)।
- (ছ) W. G. Osborn—Court and Camp of Ranjit Singh. লেখক লর্ড অকল্যান্ডের সামরিক সচিব ছিলেন এবং ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্জাব পরিদর্শন করেন।
- (জ) Steinbach রচনা করে The Punjab (১৮৪৫) তাঁর ৯ বছরব্যাপী শিখ চাকুরীর অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে। এতে পঞ্জাবে আদি ইতিহাস সংক্ষিপ্ত আকারে মাত্র আলোচিত।
- (ঝ) 'সে তুলনায় W. L. M'gregor-এর History of the sikhs (১৮৫৬) বিস্তারিত কিন্তু সর্বত্র নির্ভরযোগ্য নয়।
- (ঞ) ইংরেজ রচিত শ্রেষ্ঠ বইটি হল J. D. Cunningham-এর History of the Sikhs (পরে আরো আলোচনা করছি)।

(ট) লাহোরের রাজ-চিকিৎসক J. M. Honighbergher রচনা করেছিলেন *Thirty-five years in the East* (১৮৫২) ।

(ঠ) ভারতীয় লেখকদের মধ্যে ইংরেজি ভাষায় শ্রেষ্ঠ বই *History of the Punjab* রচনা করেছিলেন সৈয়দ মহম্মদ লতিফ (১৮১১) ।

(ড) শিখযুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ আছে Gough এবং A. Linner-রচিত *The Sikhs and Sikh Wars* (১৮১৭) বইটিতে ।

(ণ) খুব গভীর এবং বিস্তারিত না হলেও স্মরণার্থ্যতার দিক দিয়ে ভাল বইটি রচনা করেন J. J. H. Gordon 'The Sikhs' নামে (১৯০৪) ।

সম্প্রতিকালের ইংরেজি বইগুলির মধ্যে অধ্যাপক তেজা সিংহের বিভিন্ন বই এবং গোকুল চাঁদ নারায়ণের *Glorious History of Sikhism* শ্রেষ্ঠ ।

॥ ৪ ॥

এর মধ্যে কানিংহামের বইটি জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ এ বই পড়েছিলেন যেমন, তেমনি বহু বাঙালী পাঠকের কাছে শিখ ইতিহাসের আকর গ্রন্থ হিসাবে ঐটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। আমাদের বর্তমান বইটির উৎসও কানিংহামের বইটি ।

জেনারেল স্তার জোসেফ ডেভি কানিংহাম (Cunningham, Josheph Davey (১৮১২-৫১) ভারতে আসেন ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। এর এক বছর আগেই তাঁর ভাই স্তার আলেকজান্ডার কানিংহাম (১৮১৪-৯৩) ভারতে আসেন একজন ক্যাডেট হিসাবে এবং বড়লার্ট লর্ড অকল্যান্ডের এডিকং নিযুক্ত হন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এঞ্জিনিয়ারিং শাখার কর্মচারী হিসাবে প্রথম শিখযুদ্ধে যোগ দেন (১৮৪৬) ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ার পদমর্যাদায়। দ্বিতীয় শিখযুদ্ধেও (১৮৪৮-৪৯) তিনি অংশগ্রহণ করেন। প্রচীন ভারত সম্পর্কে তিনি বেশ কয়েকটি মূল্যবান বই লিখে গেছেন ।

জোসেফ কানিংহাম ভারতে আসেন Bengal Engineers-এর একজন অধিকারিক হিসাবে। পঞ্জাবে তিনি বিভিন্ন পদমর্যাদায় চাকুরীরত থাকেন। রণজিং সিংহের সঙ্গে আমীর দোস্ত-এর সাক্ষাৎকারের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন ১৮৪৬-এর প্রথম শিখ যুদ্ধেও এবং আলিওয়াল ও সোব্রাওন এর যুদ্ধ সচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন! কলে পঞ্জাব ও তাঁর অধিবাসীদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানবার সুযোগ তাঁর ঘটেছিল। উদারমণ্ড এই মাহুঘটির ইতিহাসবোধ ছিল পরিচ্ছন্ন। তাঁর অভিজ্ঞতা ও ইতিহাসবুদ্ধির ফসল হল তাঁর *History of the Sikhs* বইটি। এর ফল খুব একটা ভাল-হয়নি তাঁর পক্ষে। কারণ প্রথম শিখযুদ্ধে দুজন শিখ সেনা-পতিকে ইংরেজ সরকার কিনে নিয়েছিল ইত্যাকার সত্য মস্তব্য তাঁকে সরকারের বিরাগ-ভাজন করে তুলেছিল। কলে তাঁর পদাবনতি ঘটে চূড়ান্ত রকমের। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে অপরিণত বয়সে আশালায় তাঁর মৃত্যু ঘটে ।

॥ ৫ ॥

শিখ ইতিহাস দীর্ঘকাল ধরে বাংলা সাহিত্যেও আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে গৃহীত হয়েছে, তবে রাজপুতানার ইতিহাস যে পরিমাণে হয়েছে সে পরিমাণে আদৌ নয়। যতদূর অল্পসন্ধান করতে পেরেছি ‘বিবিধার্থ সংগ্রহ’ পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই এর সূচনা হয়। ১৭৭৩ শকের (১৮৫১ খ্রীঃ) ১ম পর্বের ১ম সংখ্যাতেই ‘শিখ ইতিহাস’ নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পরের বছর তৃতীয় পর্বের ২৯শ সংখ্যায় মুদ্রিত হয় ‘মহারাজা রঞ্জিত সিংহের জীবনবৃত্তান্ত’ নামে একটি নিবন্ধ। পরবর্তীকালে অগ্ন্যান্ত পত্র-পত্রিকায় শিখ সম্প্রদায় নিয়ে নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। এর মধ্যে ‘ভারতী’ অগ্রভূম। দীনেন্দ্র কুমার রায় শিখ ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মনীতি নিয়ে একটি প্রবন্ধ রচনার পর পাঁচটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে ‘শিখধর্মের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি’ নামে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। ‘শিখ সম্প্রদায়ের অধ্যাপন’ ও ‘শিখ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা’ প্রবন্ধদ্বয়ের দ্বারা তাঁর ১৩০১-২ বর্ষব্যাপী শিখচর্চার ফসল তিনি সম্পূর্ণ করেন। ব্রজসুন্দর সাংঘালও তিনটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে (১৩১৩ ব.) শিখ-স্বাধীনতার প্রায় ষাট পৃষ্ঠাব্যাপী বিবরণ রচনা করেন। এর বিশ বছর আগেই (১২৯৩ বঃ), শ্রীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় রচনা করেন ‘পঞ্জাব ভ্রমণ’ ধারাবাহিকভাবে। এছাড়া এই পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই জ্ঞানেন্দ্র মোহন দত্ত অনূদিত ‘সুখমনী’, দেবেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘শিখ পরিচয়’, বরদাকান্ত মিত্রের ‘শিখ যুদ্ধের ইতিহাস’, বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘গুরু গোবিন্দ সিংহ’, শরৎ কুমার রায়ের ‘শিখগুরু ও শিখজাতি’, যতীন্দ্রনাথ সমাদারের ‘শিখের কথা’, তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘গুরু গোবিন্দ সিংহ’ প্রভৃতি বইয়ের সমালোচনাও পত্রস্থ হয়।

উল্লেখিত বইগুলি ছাড়াও কুমুদিনী মিত্রের ‘শিখের বিপ্লব’, মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের ‘পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ’, মহেন্দ্রনাথ বসুর ‘নানক প্রকাশ’ অর্থাৎ গুরু নানকের জীবন চরিত্র ও শিখধর্মের ইতিবৃত্ত সার’, গোবুল দাস অনূদিত ‘সুখমনী’ এবং দীনেশচন্দ্র বর্মণ-এর ‘শিখের আত্মহাতি’ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কুমুদিনী বসু (মিত্র)-এর আরও একটি বই, শিখের বলিদান’। এটির ৪র্থ সংস্করণ এবং ‘শিখের বিপ্লব’-এর ৬ষ্ঠ সংস্করণ আমরা দেখেছি। মহেন্দ্র গুপ্তের বইটির ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে। দীনেশচন্দ্র বর্মণের বইটি (১৯৩১) ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়^১। এ ছাড়া শরৎ কুমার রায়ের ‘শিখগুরু ও শিখজাতি’র ভূমিকা লিখে দেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। অনবদ্য সে ভূমিকা।

ছোটদের জন্য ‘ছোটদের নানক’ রচনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত (১৯৩৪) এবং তার আগেই ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ‘গুরু গোবিন্দ সিংহ’ রচনা করেন যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

সাম্প্রতিককালে রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিমানবিহারী মজুমদারের ‘শিখজাতি’ এবং ন্যাশানাল বুক ট্রাষ্ট প্রকাশিত গোপাল সিং-এর (গুরুনেক সিং কর্তৃক অনূদিত ‘গুরু গোবিন্দ সিংহ’ (১৯৬৯) উল্লেখের দাবী রাখে ।

পঞ্জাবের ভক্তি সাহিত্য দীর্ঘকাল বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছে । শিখ ভজ্ঞন ‘এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর । তেরো চরণপর সির নারো...’ এবং ‘বারৈ বারৈ রম্যবীণা বারৈ’ থেকেই রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন ‘এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর । মস্তক নমি তব চরণ-’পরে ।’ এবং ‘বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে’ । দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরও দ্বিতীয় ভজ্ঞনটি অবলম্বন করে কবিতা রচনা করেন । প্রবাসী পত্রিকার চৈত্র ১৩১৬ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন ‘শিবাজী ও গুরু গোবিন্দ সিংহ’ প্রবন্ধ । এ ছাড়া ‘বীরগুরু’ ও ‘শিখ স্বাধীনতা নিয়ে ছুটি প্রবন্ধ রচনা করেন বালক পত্রিকাতেও । মানসী কাব্যের ‘গুরু গোবিন্দ’ ও ‘নিফল উপহার’ কবিতা, ‘কথা’ কাব্যের ‘শেষ শিক্ষা’ ‘প্রার্থনাতীত দান’ ‘বন্দাবীর’ প্রভৃতি কবিতাও রবীন্দ্রনাথ শিখ-চর্চার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ।

॥ ৬ ॥

অবশেষে আমরা দুর্গাদাস লাহিড়ীর প্রসঙ্গ আলোচনা করে আমাদের এই পরিচিতি অংশ শেষ করবো । ইতিহাস-মনস্ক এই প্রখ্যাত সাহিত্যিক নদীয়া জেলার নবাবপের সন্নিকটস্থ চকব্রাহ্মণ গড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন সম্ভবত ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে । গ্রামের পাঠশালায় বিভাগীক্ষার পর বাবার সঙ্গে কলকাতায় এসে বিভাগসাগর স্থাপিত মেট্রো-পলিটন কলেজে ভর্তি হন এবং বিভাগসাগরের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হন । তাঁর প্রবর্তনাতাই দুর্গাদাস সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন । সে সময়ের সংবাদপত্র ও ‘সোমপ্রকাশ’, ‘নববিভাকর’, ‘স্বলভসমাচার’ প্রভৃতি সাময়িক পত্রে তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হত । অবশেষে ১২৯৪ বঙ্গাব্দে তিনি নিজেই ‘অম্বুসন্ধান’ পত্রিকা প্রকাশ করেন । পরে নিযুক্ত হন ‘বঙ্গবাসী’ পত্রিকার সম্পাদনা-কর্মেও । ‘রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টস’ তাঁকে ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রতিিনিধি হিসেবে লণ্ডনে আমন্ত্রণ করে পাঠালেও শেষ পর্যন্ত তিনি সেখানে যান নি । তাঁর সাহিত্যচর্চার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখ যোগ্য বাংলা হরকে মূল অম্বুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ ‘চতুর্বেদ’ প্রকাশ । ৮ খণ্ডে রচিত ‘পৃথিবীর ইতিহাস’ এবং কবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সহ সংগীত সংকলন ‘বাঙালীর গান’ (১৩১২) তাঁর অগ্র ছুটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ।

এ ছাড়া ‘দাদশনারী’ ‘নির্বাণ জীবন’, ‘ভারতে দুর্গোৎসব’, ‘চুরি জুয়াচুরি’, ‘জাল ও শিখ—খ

খুন', 'স্বাধীনতার ইতিহাস', 'রাণী ভবানী', 'বৈষ্ণব পদলহরী', 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' তাঁর রচিত ও সম্পাদিত বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাণী ভবানীর' (১৩১৬) মাত্র পনের দিনের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অপর ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজা রামকৃষ্ণ' প্রকাশিত হয় ১৩১৭ সালে। তৃতীয় উপন্যাসটি ছিল 'লক্ষণসেন',। আগের দুটি উপন্যাসের জনপ্রিয়তার জন্মে ১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত এই উপন্যাসটির চাহিদাও বেড়ে যায়। লেখক হিসাবে তাঁর এই খ্যাতি সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করে। এর প্রমাণ জয়কুমার বর্ধন রায় তাঁকে তাঁর 'অদৃষ্টচক্র' উপন্যাসের একটি ভূমিকা লিখে দিতে বলেন ও তিনি লিখেও দেন।

তাঁর অন্তিম কীর্তি 'শিখ ইতিহাস' প্রণয়ন। লেখকের মৃত্যুর (১৯৩২) ৫৫ বছর পরে। বর্তমান গ্রন্থটি প্রকাশ করে বর্তমান প্রকাশক প্রিয়ভাজন প্রমুখ বহু সাংস্রতিক জিজ্ঞাসার একটা চাহিদা পূরণ করলেন। শিখ ইতিহাস সম্পর্কে আমার অমুসন্ধিসার কথা জেনে তিনি আমাকে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখে দিতে অনুরোধ করেন। সে কাজ আমি সবিনয়ে সম্পাদন করলাম এই ভরসাতেই যেমূল বইটিই নিজের যোগ্যতায় একালের পাঠকদের কাছে তাঁর স্মর্যাদায় উপস্থিত হবে।

বারিদবরণ ঘোষ

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেশের বিবরণ এবং অধিবাসিগণ।

বিষয়

১—২০

শিখ-রাজ্যের ভৌগলিক সীমা, পরিমাণ ইত্যাদি, শিখ-রাজ্যের জল-বায়ু এবং উৎপন্ন দ্রব্য; লুদাকের শত্রুদি ও শাল-রেশম, মূলতানের রেশম, নীল ও কার্পাস, মধ্য পঞ্জাবের কৃষ্যবর্ণ স্থাপনাদি; পয়ঃপ্রণালী খননার্থ পারশ্ব দেশীয় যন্ত্রাদি; উচ্চতর সমতল ভূমির শর্করা, কাশ্মীরের শাল ও শ্রাক্ষন; পেশোয়ারের চাউল ও গম; পার্বত্য প্রদেশজাত মাদক দ্রব্য, রক্ত এবং নানাবিধ ধাতু, অধিবাসিগণ; তাহাদের জাতি এবং বংশ, জাতিগণের উপনিবেশ স্থাপন এবং মুসলমান ধর্মের প্রতিষ্ঠা, তিব্বত দেশীয় তাতার জাতি; প্রাচীন হুদু'র জাতি; গিলগিটের তুর্কমান জাতি, কাশ্মীরিগণ,—তাহাদের প্রতিবেশী,—‘কুকা’, ‘বাহা’ ও ‘গুজার’ প্রভৃতি জাতি; গুজার ও জাঙ্গু জাতিদ্বয়; ইউসফজায়ী, আফ্রিদি প্রভৃতি জাতি; ভুজিরি এবং অন্যান্য আফগান জাতি; মধ্য-সিন্ধু, দেশীয় বেলুচি, জাঠ এবং রায়েন প্রভৃতি; মধ্য দেশীয় জুন, ভুটি এবং কাখি জাতি; নিম্ন কাশ্মীরের পার্বত্য দেশীয় ‘চিব’ ও ‘বাহো’ জাতি, দক্ষিণ দেশীয় জোহায়া এবং পুজা জাতি; হিমালয়ের অধিবাসীগণ ও কানৈটগণ হিমালয়ের কোলি জাতি, মধ্য সমতল ভূমির জাঠ জাতি—গুজার, রাজপুত ও ডোগ্রা প্রভৃতি অন্যান্য জাতির সহিত তাহাদের সংমিশ্রণ, কয়েকটি প্রধান জাতির আপেক্ষিক অল্পপাত, জনপদ সমূহের ক্ষত্রিয় ও উরোর জাতি, আশ্রয়-হীন চাক্কারগণ, শিখ রাজ্যে প্রবর্তিত বিবিধ ধর্মমত, লুদাকের লামা প্রবর্তিত ধর্মাবলম্বী বৌদ্ধগণ; বালটির সিয়া মতাবলম্বী মুসলমান সম্প্রদায়; কাশ্মীর পেশোয়ার ও মূলতানের স্মি শ্রেণীর মুসলমান সম্প্রদায়, ব্রাহ্মণ ধর্মাবলম্বী পার্বত্য জাতি সমূহ, মধ্য প্রদেশের মুসলমান ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিমিশ্রিত শিখ জাতি, মুসলমান জনপদের হিন্দুবাসিনীগণ; ভাতিন্দার চতুর্দিকবর্তী গ্রাম্য অধিবাসীদিগের মধ্যে বিমিশ্র শিখ জাতি; পতিত ও সমাজ বহির্ভূত বিবিধ

জাতি—স্থানীয় দেবতা ও প্রত্যাঙ্গিষ্ট দেবদেবী উপাসকগণ ; জাতি ও ধর্মের স্বাভাবিক বিশেষত্ব ও ক্রিয়া, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম, বাহ্যিক,—আন্তরিক গুণ-বিশিষ্ট নহে—তথাপি নূতন ধর্মের প্রবর্তনায় বা সংস্কার সাধনে বাধা প্রদানে সক্ষম ; কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইলেও মুসলমানধর্ম বিশেষ উদ্ভেজক ; প্রত্যেকেই আপনাপন ধর্মে সম্বৃত, কেহই খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হইতে কোন মতেই সম্মত নহে, শিখধর্ম জীবনী-শক্তি প্রদানক্ষম, সর্কর্যক এবং সর্ব-শাসনোপযোগী নীতি, পরিশ্রমী এবং সংসাহসী জাতিগণ, রায়েন এবং অপরাপর কয়েকটি জাতি কৃষিজীবী হিসাবে জাতিগণের অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে ; কৃষিজীবী রাজপুতগণ, পশুপালক এবং লুণ্ঠাকারী বেলুচি জাতি ; পরিশ্রমী এবং পরিমিতাচারী ক্ষত্রিয় ও উরোরা জাতি ; শিল্পনিপুণ ভারু এবং উত্তমহীন কাশ্মীরী জাতি, অবিমিশ্র রাজপুত জাতি ; মিত্যব্যায়ী ও কদাচারী তিব্বতীয়গণ ; তাহাদের মধ্যে বহু পতিত্ব প্রথার আবশ্যকতা, পশুপালক এবং শান্তিপ্রিয় জুন ও কাথি জাতি, জাতি সমূহের আংশিক উপনিবেশ স্থাপন ; উপনিবেশ স্থাপনের আবশ্যকতা ; “বেলোচি” জাতির সিঙ্কু নদের নিকটবর্তী প্রদেশ, এবং দাউদপোড়দিগের শতদ্রু নদীর নিকটবর্তী প্রদেশ উপনিবেশ স্থাপন, ‘ডোবার’ ‘জাহিয়া’ এবং ‘মেটাম’গণের উপনিবেশ স্থাপন ; ধর্মাস্তর গ্রহণ ; তিব্বতে ইসলাম ধর্মের বিস্তৃতি ; প্রধানতঃ নগর এবং সহরসমূহে ইসলাম ধর্ম প্রচার, হিমালয়ের কোন কোন প্রদেশে লামাগণ প্রবর্তিত বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতি ; সমভুল ক্ষেত্রের অরণ্য প্রদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিস্তৃতি, কৃষককুল এবং শিল্পিগণ কর্তৃক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পরিত্যাগ ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাচীন ভারতের ধর্মমত,—আধুনিক সংস্কার ও

পরিবর্তন,—নানক প্রচারিত ধর্ম,—

১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত,—

বিষয়

২১—৫২

ভারতবর্ষ এবং তাহার ক্রমিক শাসনকর্তৃগণ—বৌদ্ধগণ, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণ, মুসলমানগণ এবং খ্রীষ্টিয়ানগণ, বৌদ্ধধর্মের সহিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংঘর্ষে বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতি, ব্রাহ্মণ্যধর্মের অভ্যুদয়ও বিশেষত, বৌদ্ধধর্মের উপর ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিজয় লাভ, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের একতা ও প্রভাবের লোপ, বহু ঈশ্বর উপাসনা সম্বন্ধে শঙ্করাচার্যের নিয়ম প্রণালী, ৮০০—১০০০। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উপর বৌদ্ধ ধর্মের কার্যকারিতা, শঙ্করাচার্য কর্তৃক “ভিক্ষুক” সম্প্রদায় সংগঠন এবং তৎকর্তৃক শৈব ধর্মের প্রাধান্য বিস্তার, ১০০০—১২০০। রামানন্দ কর্তৃক অগ্ন্যস্ত্র সম্প্রদায় সংগঠন ; এবং তৎকর্তৃক বিষ্ণুই রক্ষাকর্তা ঈশ্বর বলিয়া প্রচার,, ধর্ম-শিক্ষকগণ বা সম্প্রদায় বিশেষের নেতৃগণ আপনাদিগকে অভ্যাস্ত বলিয়া প্রচার করেন ; নাস্তিকতা এবং নিরীশ্বরবাদের বিস্তৃতি, নৈতিক ক্রিয়াকলাপেও মায়ার প্রাধান্য, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পতন, আরবগণ কর্তৃক প্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ ; কিন্তু তদ্বিষয়ে লোকের অনগ্রহুভূতি, তুর্কমানগণ কর্তৃক মুসলমান ধর্মে নবীন উদ্দীপনা আনয়ন, ১০০১।—মামুদ কর্তৃক ভারত আক্রমণ, ১২০৬।—ইবেক সম্প্রদায়ের অধীনে হিন্দুস্থান স্বতন্ত্র একটি মুসলমান রাজ্যে পরিণত হয়, ভারতীয় ভাষাপন্ন বিজয়ী মুসলমানগণ, মুসলমান ধর্মের প্রভাব এবং কার্যকারিতা, জনসাধারণের ধর্ম বিশ্বাস বিচলিত, ১৪০০ শতাব্দীর প্রাঞ্চাল—রামানন্দ কর্তৃক বারাণসী ধামে সর্বসামঞ্জস্যবাক্ত এক সম্প্রদায় সংগঠন, রামানন্দ কর্তৃক বীরপুরুষদিগের মধ্যে স্থাপন, গোরক্ষনাথ কর্তৃক পঞ্জাবে এক ধর্ম স্থাপন, কঠোর উপাসনার প্রভাব সম্বন্ধে তাঁহার মত ; শিবকেই ঈশ্বরে স্বরূপ মনে করিরা গ্রহণ করায় তৎকর্তৃক ধর্ম সম্প্রদায়ের পার্থক্য বিধান।

১৪৫০।—রামানন্দের শিষ্য কবির কর্তৃক বেদ এবং কোরাণের উপর আক্রমণ, তাঁহার মতে প্রত্যেক জাতির মাতৃভাষাই ঈশ্বর আরাধনার উপায়ান্তর স্বরূপ,

কিন্তু তৎকর্তৃক সন্ন্যাসাশ্রমের সমর্থন, ১৫৫০।—চৈতন্য কর্তৃক বঙ্গদেশে ধর্ম-সংস্কার; ভক্তির কার্যকারিতা সম্বন্ধে তাঁহার পক্ষপাতিত্ব; তৎকর্তৃক সাংসারীশ্রমের সমর্থন, ১৫০০-১৫৫০।—দাক্ষিণাত্যে বঙ্গভূমি কর্তৃক চৈতন্য ধর্মের বিস্তৃতি, তৎকর্তৃক রিবাহ সংস্কার রহিত করণের চেষ্টা, পূর্বস্বত্ব সংস্কারের পক্ষপাতিত্ব এবং বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের উৎপত্তি; নানকের ধর্মমত সর্বসামঞ্জস্য-ব্যঞ্জক এবং গভীর চিন্তাপূর্ণ, ১৪৬৯-১৫৩৮।—নানকের জন্ম এবং বাল্য-জীবন, নানকের মানসিক উত্তেজনা, নানকের ধর্ম প্রচার, ৭০ বৎসর বয়সে নানকের মৃত্যু, নানকের ধর্মনীতির শ্রেষ্ঠত্ব, ঈশ্বরত্ব, নানক কর্তৃক মুসলমান এবং হিন্দুগণকে সমভাবে সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরের আরাধনায় আহ্বান, বিশ্বাস, ভক্তি, বিনয় এবং সৎকার্যের আবশ্যিকতা, কেবল সাধারণ জ্ঞানে কিংবা দৃষ্টান্তচ্ছলে নানক কর্তৃক ব্রহ্মণ্য-দর্শন গ্রহণ, মহাম্মদের ধর্মপ্রচার এবং হিন্দু অবতাঃগণের ধর্ম প্রচার নানক কর্তৃক সমভাবে গ্রহণ, অস্বাভাবিক শক্তিতে নানকের অবিশ্বাস, নানক কর্তৃক সন্ন্যাস ধর্মের নিরুৎসাহিতা, নানক কর্তৃক মুসলমান এবং হিন্দুগণের মধ্যে সাম্যভাব স্থাপন, নানক কর্তৃক তাঁহার অমৃত-চরগণের সম্পূর্ণরূপে ভ্রম নিরসন, প্রধানতঃ নীতি এবং ধর্ম বিষয়ে নানকের সংস্কার সাধন, শিখদিগকে কিংবা শিষ্ণুগণকে নানক ভিন্ন সম্প্রদায়ের গ্রাম্য নৃতন সামাজিক-বন্ধনে আবদ্ধ করেন নাই, —বরং একটি সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ হওয়ার বিরুদ্ধে নানক সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন, নানক কর্তৃক অঙ্গদকে তাঁহার উত্তরাধিকারী বা মানব জাতির উপদেষ্টা মনোনয়ন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিখগুরু বা শিক্ষকগণ; গোবিন্দ কর্তৃক

শিখধর্মের সংস্কার সাধন।

১৫২৯-১৭৭৬

বিষয়

৫৩—১০২

অঙ্গদ কর্তৃক নানকের প্রশস্ত মত পরিপোষণ, ১৫৫২।—অঙ্গদের মৃত্যু, উমার দাসের উত্তরাধিকারিত্ব; উদাসী হইতে শিখগণকে বিভিন্ন করণ, সতীদাহ সম্বন্ধে তাঁহার মত, ১৫৭৪।—উমার দাসের মৃত্যু, রামদাসের উত্তরাধিকারিত্ব এবং তৎকর্তৃক অমৃতসর প্রতিষ্ঠা, ১৫৮১।—রামদাসের মৃত্যু, অঙ্গুনের

উত্তরাধিকারিহ এবং তৎকর্তৃক নানকের মতের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধিকরণ ; তৎকর্তৃক অমৃতসর শিখদিগের পবিত্র সহর নামে পরিচিত হওন, “আদিগ্রন্থ” সংকলন, প্রচলিত পূজোপকরণ সমূহ তৎকর্তৃক নিয়মিত কর বা “টাইথ” রূপে পরিণত হওন ;—তৎকর্তৃক শিখদিগকে ব্যবসাবাণিজ্যে নিয়োগ, অর্জুন কর্তৃক চণ্ড সার শত্রুভাব বর্জন, ধসরুর বিদ্রোহে অর্জুনের যোগদান, ১৬০৬।—অর্জুনের কারাদণ্ড ও মৃত্যু, শিখধর্মের বিস্তৃতি ; গুরুদাসের বুলের রচনাবলী, নানকের ধর্মনীতি অল্পসারে জনসাধারণের উদ্ভেজনা বৃদ্ধি,—তাঁহার প্রকৃত ইতিহাস পৌরাণিক তত্ত্বমূলক উত্তরাধিকারিহ বিষয়ে বহু বাদ-বিসম্বাদের পর, হরগোবিন্দের গুরু-পদ লাভ ; চণ্ড সার নিধন সাধন, হরগোবিন্দ শিখদিগকে অশ্ব-শস্ত্রে কুসজ্জিত করিয়া আপনি তাহাদের সামরিক নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, শিখধর্মের ক্রম পরিবর্তন, হিন্দু-ধর্মভ্যাগী ব্যক্তিদিগের সহিত শিখ-ধর্মের সম্পূর্ণ পার্থক্য-বিধান, হর গোবিন্দের প্রতি জাহাঙ্গীরের অসন্তোষ বৃদ্ধি, হর গোবিন্দের কারাদণ্ড, হর গোবিন্দের মুক্তি, ১৬২৮।—জাহাঙ্গীরের মৃত্যু, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধে হর গোবিন্দের যোগদান, হরিয়ানায় হরগোবিন্দের নিভৃত বাস ;—পঞ্জাবে প্রত্যাগমন ; তাঁহার বন্ধু পায়েণ্ডা খাঁকে যুদ্ধে হত্যা করণ, ১৬৪৫।—হর গোবিন্দের মৃত্যু ;—তাঁহার চিতাশয্যায় শিখগণের আশ্রয়ভাগ, সাম্রাজ্যের মধ্যে শিখ সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, হর গোবিন্দের সম্বন্ধে কতকগুলি গল্প, হর গোবিন্দের দার্শনিক মত, হর রায় কর্তৃক গুরুপদ লাভ, হর রায় কর্তৃক রাজনৈতিক পক্ষ গ্রহণ, ১৬৬১।—হর রায়ের মৃত্যু, হর কিশোরের উত্তরাধিকারিহ, ১৬৮৪।—হর কিশোরের মৃত্যু ; নবম গুরু তেগ বাহাদুর, রাম রায় কর্তৃক গুরুপদের দাবী করণ, কিয়দ্দিনের জঘ্ন তেগ বাহাদুরের বঙ্গদেশে পরিভ্রমণ, তেগ বাহাদুরের পঞ্জাবে প্রত্যাবর্তন, তেগ বাহাদুরের উচ্ছৃঙ্খল জীবন—দিল্লীতে উপস্থিত হইতে বাধ্য হওন, ১৬৭৫।—তেগ বাহাদুরের প্রাণ-সংহার, তাঁহার চরিত্র এবং প্রভাব, গুরুদিগের “সাক্ষা পাদসা” উপাধি, গোবিন্দের গুরুপদ প্রাপ্তি, কয়েক বৎসর গোবিন্দের নিভৃত বাস ;—গোবিন্দের চরিত্রের পরিপুষ্টি, ১৬৯৫।—নানকের ধর্ম মতের সংস্কার সাধনের চেষ্টা, এবং মুসলমানদিগের ক্ষয়প্রভাবে মুসলমান শক্তি এবং মুসলমান ধর্মে বাধা প্রদান, গোবিন্দের মত ও উদ্দেশ্য, গোবিন্দের ধর্মপ্রচার পদ্ধতি, গোবিন্দ পৃথিবীর যাবতীর ধর্মকে কু-সংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া প্রচার করেন, এবং তৎকর্তৃক নূতন ধর্মের প্রবর্তন, গোবিন্দ কর্তৃক নানক প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায়ের সংস্কার সাধন

সম্বন্ধে একটি গল্প, গোবিন্দ প্রবর্তিত ধর্ম-নীতি, ‘খালসা’ সম্প্রদায়, ঈশ্বর প্রতিকৃতির উপাসনা বৃথা। ঈশ্বর অদ্বিতীয়। মনুষ্য মাত্রেই সমান; পৌত্তলক ধর্মের উচ্ছেদ-সাধন আবশ্যক; মুসলমানদিগকে বিনাশ করিতে হইবে, ‘পহাল’ বা ‘সিংহ’ সম্প্রদায়ের শিখদিগের মন্ত্রদীক্ষা, ‘শিখ’ অথবা ‘সিংহ’দিগের বাহ্যিক স্বাতন্ত্র্যব্যাজক নিদর্শন, জল দ্বারা পরিশুদ্ধি; নানকের প্রতি ভক্তি; এবং “গুরুর জয় হউক” শব্দে জয়ধ্বনি উচ্চারণ, মস্তক-মুণ্ডনে নিষেধাজ্ঞা প্রচার; “সিংহ” উপাধি, অস্ত্রের প্রতি ভক্তি, গোবিন্দের আক্রমণ কালে মোগল সাম্রাজ্যের বিশেষত্ব এবং অবস্থা, আকবর, আওরঙ্গজেব, মহারাজীন্দ্র বীর শিবাজী; গুরু গোবিন্দ, প্রকাশ্য বাধা প্রদানে গোবিন্দের মন্ত্রণা, — তাঁহার সামরিক আবাসস্থান; হিমালয়ের পাদদেশস্থ পার্বত্য সামন্তগণের সহিত যোগদান; ধর্মোপদেষ্টারূপে গোবিন্দের প্রভুত্ব প্রভাব, নাহন এবং নালাগড়ের রাজার সহিত গোবিন্দের কলহ, বাদসাহের সৈন্তের বিরুদ্ধে গোবিন্দ কর্তৃক কালুরের রাজা এবং অগ্রান্ত সামন্তগণকে সাহায্য প্রদান, ১৭০১।—গোবিন্দের কার্যকলাপে পার্বত্য সামন্তগণের সন্দেশ বৃদ্ধি, এবং তৎকালে সম্রাটের উদ্বেগ, আনন্দপুরে গোবিন্দের বিৎপাৎ; গোবিন্দের সম্মানগণের পলায়ন; কিন্তু পরিশেষে ধৃত ও নিহত হওন, —গোবিন্দের চুমকৌড় পলায়ন, চুমকৌড় হইতে গোবিন্দের প্রস্থান, মুক্তসরে অহুসরণকারিগণকে বাধা প্রদান এবং ক্রুত-কার্যতা লাভ;—ভাতিন্দার সন্নিকটস্থ দমদমায় গোবিন্দের বিশ্রাম; গোবিন্দ কর্তৃক “বিচিহ্ন নাটুক” রচনা, —আওরঙ্গজেব গোবিন্দের সাক্ষাৎকার লাভে আহ্বান, —আওরঙ্গজেবের প্রতি গোবিন্দের ঘৃণাব্যাজক উত্তর প্রদান, —আওরঙ্গজেবের মৃত্যু; বাহাহুর সাহের সিংহাসন প্রাপ্তি। গোবিন্দের দাক্ষিণাত্যে গমন, গোবিন্দের সম্রাটের কর্মচারী পদ লাভ, ১৭০৮।—নরহস্তার হস্তে গোবিন্দ সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হন, —গোবিন্দের মৃত্যু;—উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত শিষ্যগণের প্রতি গোবিন্দের উপদেশ; ঈশ্বরের হস্তে “খালসা” সমর্পণ, অকালে গোবিন্দের মৃত্যু হইল বটে; কিন্তু তাঁহার পরিশ্রম নিফল হয় নাই. ১৭০৮।—সংস্কার-প্রাপ্ত হিন্দুদিগের উপর নবভাবের প্রভাব-প্রসার বিস্তৃতি —ভারতবাসীর পক্ষে প্রকাশ্যরূপে হইলেও, তাহা বৈদেশিকগণের বোধগম্য নহে, কিছুকালের জন্ত বান্দা কর্তৃক গোবিন্দের উত্তরাধিকারিত্ব লাভ, বান্দার উত্তরপ্রদেশ গমন এবং সারহিন্দ অধিকার, লাহোর অভিযুগে বাদসাহের অভিযান, ইতিমধ্যে বান্দার জাম্মু অভিযুগে গমন,

লাহোরে বাহাদুর সার মৃত্যু, ফেরোকসার হস্তে জাহান্দার সার মৃত্যু ; ফেরোকসার সম্রাট পদ প্রাপ্তি, বান্দার, অধীনে শিখদিগের পুনরাবির্ভাব এবং সারহিন্দে সম্রাট প্রদেশ লুণ্ঠন, বান্দার পরাজয় এবং কারাবন্ধন, দিল্লীতে বান্দার প্রাণদণ্ড, বান্দার ধর্মমত সমূহ সকলে গ্রহণ করিয়াছে বটে ; কিন্তু বান্দার স্মৃতির প্রতি কেহই সম্মান প্রদর্শন করে না, বান্দার মৃত্যুতে শিখদিগের প্রতি ঘোর অত্যাচার এবং তাহাদের নিরুৎসাহ, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ; নানক, উমার দাস, অজুর্ন, হর গোবিন্দ এবং গোবিন্দ সিং ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিখদিগের স্বাধীন রাজ্য

১৭১৬-১৭৬৪

বিষয়।

১০৩-১২৬

১৭৩৮।—মোগল সাম্রাজ্যের অবনতি ; নাদির সা, মহারাজার প্রভৃতি জাতি, মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনে শিখদিগের পুনরাবির্ভাব, দৃঢ় ধর্মবিশ্বাস বলে শিখদিগের একতা-বন্ধন, ১৭৩৮—১৭৩৯।—শিখদিগের লুণ্ঠন-কারীর দল সৃষ্টি ; ১৭৪৫।—ইরাবতী নদীতীরে দালিওয়াল নামক স্থানে শিখদিগের দুর্গ নির্মাণ ; কিন্তু পরিশেষে তাহাদের ইতস্ততঃ প্রস্থান, ১৭৪৭—১৭৪৮।—আমেদ সার প্রথম বার ভারত আক্রমণ, ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস।—দারহিন্দ হইতে আমেদ সার প্রস্থান ; শিখগণ কতৃক আমেদ সার বিপর্যস্ত হওন, পঞ্জাবের শাসনকর্তা মীর মন্সুর, মীর মন্সুর বিশেষ দক্ষতার সহিত শাসন-দণ্ড পরিচালনা করেন ; এবং কাণ্ডা মল্ল ও আদিনা বেগ তাহার কর্মচারী নিযুক্ত হন, শিখদিগের পুনরাবির্ভাব ; জুলা সিং কর্তৃক “ডাল” বা খাল-সার সৈন্য সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ঘোষণা, ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগ।—মীর মন্সুর নিকট শিখদিগের পরাজয় ; আমেদ সার সিদ্ধনন্দ অতিক্রম ; আমেদ সার সহিত মীর মন্সুর সন্ধিস্থাপন, !—মুলতানের শাসনদণ্ড হস্তস্থলিত হওয়ার সম্ভাবনায় দিল্লীর সহিত মন্সুর যুদ্ধ ; মীর মন্সুর আমেদ সাকে স্বীকৃত রাজস্ব প্রদানে অসম্মত হন ; সেই হেতু আমেদ সা কর্তৃক তৃতীয় বার ভারত

আক্রমণ, ১৭৫২ খ্রী: এপ্রিল মাস।—আবদালীর লাহোর আক্রমণ, ১৭৫২।
—আবদালীর কর্তৃক মীর মমদুর পরাজয়; কিন্তু মীর মমদুরকে পঞ্জাবের শাসন কর্তৃত্ব প্রদান: শিখদিগের শক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধি, —আদিনা বেগের নিকট শিখদিগের পরাজয়; আদিনা বেগের সহিত শিখদিগের সন্ধি, ক্ষত্রধর জাতীয় জুশা সিং, ১৭৫২ খ্রী: শেষভাগ।—মীর মমদুর মৃত্যু; লাহোর পুনরায় দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইল, ১৭৫৬।—চতুর্থ বার আমেদ সার ভারত আক্রমণ; যুবরাজ তাইমুরের পঞ্জাবের শাসনকর্তৃত্ব, নাজিবুদ্দৌলার দিল্লী সৈন্যের সেনাপতিত্ব লাভ, অমৃতসর হইতে তাইমুর কর্তৃক শিখদিগের বিতাড়িত হওন, কিন্তু পরিশেষে আফগানগণের প্রস্থান; শিখদিগের লাহোর অধিকার এবং তাহাদের মূজাফ্ফন আরম্ভ, দিল্লীতে মহারাষ্ট্রীয়গণ, আফগানদিগের বিরুদ্ধে আদিনা বেগ কর্তৃক মারহাট্টাদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা, লাহোরে রাঘবের আগমন এবং আদিনা বেগকে পঞ্জাবের শাসনকর্তৃত্ব প্রদান, —আদিনা বেগের মৃত্যু, আমেদ সার পঞ্চম বার ভারত আক্রমণ, ১৭৬০।—আফগানগণ কর্তৃক দিল্লী অধিকার; মারহাট্টাগণ কর্তৃক দিল্লীর পুনরুদ্ধার, ১৭৬১ খ্রী: ৭ই জানুয়ারী।—পাণিপথের যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার; উত্তর ভারত হইতে মহারাষ্ট্রীয়গণের পলায়ন, রাজ্যে শিখদিগের অপ্রতিহত গতি; ১৭৬২।—ছুরত সিং কর্তৃক গুজরানওয়ালায় উদ্ধার সাধন এবং লাহোরে ছুরাণীদিগের অবরুদ্ধ হওন, অমৃতসরে শিখদিগের সম্মিলন; এবং শতদ্রু নদীর উভয় তীরস্থিত প্রদেশ সমূহ লুণ্ঠন, ষষ্ঠবার আমেদ সার ভারত আক্রমণ, ১৭৬২ খ্রী: ফেব্রুয়ারী।—“বালু ঘর” বা লুধিয়ানার সন্নিকটে শিখদিগের সাংঘাতিক পরাজয়, পাতিয়ালায় আলা সিং, লাহোরের শাসনকর্তা কাবুলী মল্ল, নানারূপ অভ্যাচারের পর, আমেদ সা আবদালীর প্রস্থান, শিখদিগের দলপুষ্টি ও বলবৃদ্ধি; কান্ডার লুণ্ঠন, ১৭৬৩ খ্রী: ডিসেম্বর।—সারহিন্দের সন্নিকটে আফগানদিগের পরাজয়, সারহিন্দ অধিকার এবং লুণ্ঠন; তৎপ্রদেশে শিখদিগের স্থায়ী অধিকার, ১৭৬৪।—দিল্লী কর্তৃক ভরতপুর অবরুদ্ধ হওয়ায় ততুদার সাধনে তৎপ্রদেশ “জাঠ”দিগকে শিখদিগের সাহায্য প্রদান, আমেদ সার সপ্তম বার ভারত আক্রমণ, এবং অনতিবিলম্বে তাঁহার প্রস্থান; শিখদিগের লাহোর অধিকার, অমৃতসরে শিখদিগের সভাবিবেশন,—শিখদিগের শাসক সম্প্রদায়

সংগঠন, শিখদিগের রাজনৈতিক প্রথা বা সম্প্রদায় ; শিখদিগের ঈশ্বর শাসনা-
নুযায়ী সন্ধিবদ্ধ জায়গীর প্রণালী, ১৭৬৫।—শিখদিগের “গুরুমাতা” বা প্রধান
প্রধান ব্যক্তিগণের সম্মিলন, শিখদিগের এই প্রথা কোন স্থায়ী নিয়ম-প্রণালী
মতে প্রতিষ্ঠিত নহে ; স্বতরাং অসম্পূর্ণ এবং ক্ষণস্থায়ী, শিখদিগের “মিছিল”
নামক সম্মিলন, “মিছিল” সমূহের নাম এবং উৎপত্তি বিবরণ, “মিছিল” বা
মিছিল-সম্প্রদায় সমূহের আপেক্ষিক ক্ষমতা-প্রতিপত্তি এবং প্রতিষ্ঠা লাভ,
“মিছিলের” আদিম অধিকার, শিখদিগের মোট সৈন্য সংখ্যা ; এবং “মিছিল”
সমূহের পরস্পর তুলনায় তাহাদের আপেক্ষিক শক্তি, “অকালি” সম্প্রদায়ের
উৎপত্তি বিবরণ এবং কার্য প্রণালীর রীতি-পদ্ধতি ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শিখ জাতির স্বাধীন রাজ্য স্থাপন হইতে রণজিৎ

সিংহের অভ্যুদয় এবং ইংরাজদিগের

সহিত মিত্রতা স্থাপন ।

১৭৬৫-১৮০৮-৯

বিষয় ।

১২৭—১৬৫

১৭৬৭।—আমেদ সার শেষ বার ভারত আগমনে শিখদিগের উত্তেজনা
বৃদ্ধি এবং তাহাদিগের উত্তোগ, পাতিয়ালায় উমার সিং, এবং কটোচের
রাজপুত্র সামন্তের আবদালির অধীনে সেনাপতি পদ গ্রহণ, আমেদ সার প্রস্থান
১৭৬৯।—শিখগণ কর্তৃক রোটাঁস বা রোহতক অধিকার, শিখগণ কর্তৃক
পঞ্জাবের নিম্নতর সমতলভূমি লুণ্ঠন ;—ভাওয়ালপুরের সহিত শিখদিগের সন্ধি,
কাশ্মীর আক্রমণে শিখদিগের উত্তোগ, ১৭৭০।—যমুনা এবং গন্ধার তীরবর্তী
স্থানে শিখগণ কর্তৃক নাজিবুদ্দৌলার বিপত্তি, “ভাজী” মিছিলের বান্দা
সিংহের প্রতিষ্ঠা লাভ, কান্ডার অধিকার, ১৭৭২।—মুলতান অধিকার, ১৭৭৪।
—জয় সিং কাণিয়া কর্তৃক বান্দা সিংহের প্রাণ সংহার, জয় সিং কাণিয়া এবং
জুলা সিং কুলালের আক্রমণে শ্রদ্ধাধর জাতীয় জুলা সিংহের পলায়ন, “কাণিয়া”

মিছিল কর্তৃক কাঙড়া অধিকার, ১৭৭১।—কাবুলের তাইমূর সা কর্তৃক মুলতানের পুনরুদ্ধার সাধন, ১৭২১।—তাইমূর সার মৃত্যু ; তাঁহার মৃত্যুতে শিখগণ কর্তৃক আটক পর্যন্ত বিস্তৃত পঞ্জাবের উত্তর বিভাগ অধিকার, ১৭৬৮-৭৮।—হরিয়ানায় “ফুলকিয়া” সম্প্রদায়ের আধিপত্য, ১৭৭১-৮০। “মালোয়া” শিখদিগের বিরুদ্ধে বাদসাহ সৈন্তের যুদ্ধাভিযান—আংশিক জয়লাভ, পাতিওয়ালার অমর সিংহের মৃত্যু, নাজিব উদ্দৌলার পুত্র জাতিবা খাঁ ; তাঁহার মন্ত্রিত্ব লাভের মন্ত্রণায় শিখগণ কর্তৃক সাহায্য দান, ১৭৮৫।—বাঘেল সিং ক্রোড়া সিংঘিয়ার অধিনায়কত্বে রোহিলখণ্ড এবং দোয়াবে শিখদিগের অত্যাচার, ১৭৮৫।—মিরাটে শিখদিগের পরাজয়, হিমালয়ের পাদদেশস্থিত রাজপুত অধিকৃত রাজ্যগুলিকে করদ-রাজ্য মধ্যে পরিগণিত করণ, ১৭৮৫।—জয় সিংহ কাণিয়ার প্রতিষ্ঠা লাভ, মাহা সিং স্থারচাকিয়ার অভ্যুদয়, ১৭৮৬।—কাণিয়া সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব লোপ, শ্রদ্ধধর জুশা সিংহের রাজ্য প্রাপ্তি ; কটোচের সংসার চাঁদকে কাঙড়া প্রত্যর্পণ, শিখজাতির মধ্যে মাহা সিংহের প্রতিষ্ঠা লাভ, মাহা সিংহের মৃত্যু, সা জামানের কাবুল-সিংহাসন প্রাপ্তি, অযোধ্যার উজীর এবং রোহিলাগণ কর্তৃক সা জামানকে ভারত আক্রমণের জন্ত আহ্বান, ১৭৯৮।—সা জামানের লাহোর আগমন, সার দ্বিতীয় বার ভারত আক্রমণ, রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয়, আফগান সম্রাটের নিকট হইতে রণজিৎ সিংহের লাহোর প্রাপ্তি, উত্তর ভারতের মহারাষ্ট্রীয়দিগের ক্ষমতা, শিখদিগের সহিত সিন্ধিয়ার সন্ধি স্থাপন, গোলাম কাদির কর্তৃক দিল্লী অধিকার এবং শিখদিগের ক্ষমতা হ্রাস, জেনারেল পেরণ কর্তৃক সিন্ধিয়ার প্রতিনিধিত্ব লাভ, সিন্ধিয়া এবং পেরণের অভিসন্ধি ; হোলকার এবং জজ টমাস কর্তৃক তাঁহাদের মন্ত্রণা ব্যর্থ, জজ টমাস কর্তৃক হাক্সি অধিকার, শিখদিগের সহিত টমাসের যুদ্ধ, লুধিয়ানা অভিমুখে টমাসের বাত্মা, সাহেব সিং বেদী কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত, হাক্সিতে টমাসের প্রস্থান, পরিশেষে তৎকর্তৃক দিল্লীর সন্নিকটস্থ সাকিন্দন অধিকার, ১৮০১।—পেরণের প্রস্তাবে টমাসের উপেক্ষা প্রদর্শন, পরিশেষে তদ্বিরুদ্ধে টমাসের অস্ত্র ধারণ, ১৮০২।—পেরণের নিকট টমাসের আত্ম সমর্পণ, ১৮০২-৩।—পেরণের অধিনায়কত্বে সারহিন্দে শিখদিগের মধ্যে মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা, রণজিৎ সিংহের সহিত পেরণের সন্ধি, সিন্ধিয়ার আগমনে শান্তি ভঙ্গ, ১৮০৩।—ইংরাজদিগের নিকট পেরণের পলায়ন ; ইংরাজগণের

সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের তাত্‌কালিক যুদ্ধ, শিখদিগের সহিত ইংরাজ জাতির প্রথম পরিচয়, বান্দার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার ফলে বাদশাহ কেরোক-সার দরবারে ইংরাজ বণিকদিগের অবস্থিতি, ১৭৭৫।—ক্লাইব এবং উমিচাঁদ, শিখদিগের আক্রমণ হইতে অশোধ্য রক্ষা করে ওয়ারেন হেস্টিংসের চেষ্টা, মহারাষ্ট্রীয়গণের বিরুদ্ধে শিখগণ কর্তৃক ইংরাজের সাহায্য প্রার্থনা, শিখদিগের সম্বন্ধে ইংরাজদিগের প্রথম ধারণা, কর্ণেল ফ্রাঙ্কলিন, পরিব্রাজক ফরেষ্টার, দিল্লীতে শিখগণ কর্তৃক লর্ড লেকের বাধা প্রাপ্ত হওন, সারহিন্দের শিখগণ কর্তৃক ইংরাজদিগের অধীনতা স্বীকার ; বিন্দ এবং কাইখালের সর্দারগণ, মহারাষ্ট্রীয়দিগের দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে সা আলমের মুক্তিলাভ, হোলকারের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ, ইংরাজ পক্ষে অধিকাংশ শিখের যোগদান, এবং রণনৈপুণ্য প্রদর্শন, শতদ্রু অভিযুখে হোলকারের প্রস্থান, পাতিওয়ালায় হোলকারের বিশ্রাম, অমৃতসরে তাঁহার অবস্থিতি ; রণজিৎ সিংহের সহিত মিত্রতা স্থাপনে তাঁহার অক্ষমতা, ইংরাজদিগের সহিত হোলকারের মিত্রতা স্থাপন, এবং দাক্ষিণাত্য যাত্রা, সারহিন্দের শিখগণ কর্তৃক ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপন, রণজিৎ সিং এবং ফতে সিং আলহওয়ালিয়ার সহিত সরাসরি সন্ধি প্রস্তাব, কটোচের সংসার চাঁদের প্রস্তাবে ইংরাজদিগের সম্মতি জ্ঞাপন, সারহিন্দের শিখগণ সম্পূর্ণরূপে ইংরাজদিগের অধীন এবং ইংরাজদিগের আশ্রয়ে রক্ষিত,—লর্ড লেকের সেইরূপ ধারণা, —কিন্তু তাহাদের সহিত সম্বন্ধের সর্ব বিষয়ে ঘোষণা প্রচারিত হয় নাই, কিংবা প্রচলিত নিয়মে তাঁহারা ইংরাজদিগের অধীন, পাঠান সম্প্রদায়ের ক্ষমতা হ্রাস, রণজিৎ সিং কর্তৃক সংসার চাঁদের ক্ষমতা পার্বত্য প্রদেশ সীমাবদ্ধ হওন, গুখাঁদিগের সহিত সংসার চাঁদের বিবাদ, —সা মামুদ কর্তৃক সা জামানের রাজ্যচ্যুতি এবং ছুরাণী সাম্রাজ্যের বল হ্রাস, সেই সুযোগে গজাবে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশে রণজিৎ সিংহের যাত্রা, হোলকারের আগমনে রণজিৎ সিংহের উত্তরাভিমুখে আগমন ; শিখদিগের “গুরুমাতা” বা জাতীয় সমিতির অধিবেশনে, কিন্তু শিখদিগের সে প্রথাও জীবনীশক্তি বিহীন এবং ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া প্রতীয়মান হইল, অবশেষে রণজিৎ সিং তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলেন ; সকলেই তাঁহারই আজ্ঞাধীন হইল, —সারহিন্দের শিখদিগের কার্যকলাপে রণজিৎ সিংহের বাধা প্রদান,

—রণজিৎ সিংহ কর্তৃক লুধিয়ানা অধিকার ; পাতিয়ালা হইতে রণজিৎ সিংহের নিকট উপঢৌকন প্রেরণ, সংসার চাঁদ এবং গুখাগণ, সংসার চাঁদ এবং তাঁহার সাহায্যকারী নালাগড়ের সামন্তের শতক্রুর উত্তরাভিমুখে পলায়ন— গুখাগণ কর্তৃক কাণ্ডা অধিকার, রণজিৎ সিংহ কর্তৃক কাণ্ডের পাঠান শাসন-কর্তার সিংহাসনচ্যুতি, আংশিকরূপে মূলতান অধিকার, ১৮০৭।—রণজিৎ সিংহের অধীনে মোকুমা চাঁদের কার্য গ্রহণ, ১৮০৭।—রণজিৎ সিংহের দ্বিতীয় বার শতক্রু অতিক্রম, —দালিওয়াল সম্প্রদায়ের শাসনকর্তার রাজ্য আক্রমণের জন্য রণজিৎ সিংহের ভয়ে ভীত সারহিন্দের সামন্তগণ, ১৮০৮।—সারহিন্দের শিখগণ কর্তৃক ইংরাজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা, ইংরাজগণ স্পষ্টতঃ কোন সাহায্য প্রদানে স্বীকৃত হইলেন না ;—তাহাতে সামন্তগণ রণজিৎ সিংহের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, ১৮০৮-৯।—করাসী আক্রমণের কালনিক মন্ত্রণা উপলব্ধি হওয়ায় শিখদিগের সম্পর্কে ইংরাজজাতির সাম্যনীতি অবলম্বন, সারহিন্দে সামন্তগণকে ইংরাজ কর্তৃক আশ্রয় প্রদান এবং রণজিৎ সিংহের সহিত ইংরাজদিগের মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা, ইংরাজপ্রতিনিধি মেট্‌কাকের লাহোর আগমন, যাহাতে ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয় সেরূপ কোন সন্ধি-সর্তে আবদ্ধ হইতে রণজিৎ সিংহের অসম্মতি জ্ঞাপন এবং শতক্রুর পরপারে রাজ্যাধিকারে রণজিৎ সিংহের তৃতীয়বার উত্তোগ, ১৮০৯।—শতক্রুর অভিমুখে ব্রিটিশ সৈন্তের যাত্রা, ইংরাজদিগের উদ্দেশ্য কতকাংশে সংঘত হওন ; শতক্রু তীরস্থ উত্তরপ্রদেশ সমূহে রণজিৎ সিংহের আধিপত্য সঙ্ঘর্ষে ইংরাজদিগের নির্বন্ধাতিশয্য, সন্ধি প্রস্তাবে রণজিৎ সিংহের সম্মতি প্রদান—ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন, সারহিন্দে শিখরাজগণের অধীনতা স্বীকারে এবং সারহিন্দে ইংরাজদিগের প্রাধান্য বিষয়ে যে সন্ধি হয়, তাহার সর্ব, ইংরাজদিগের আশ্রয়লাভে তাঁহারাই একমাত্র অধিকারী, সার ডেভিড অক্টারলোনি কর্তৃক সেই বিষয়ের প্রমাণ প্রদর্শন, আশ্রিত রাজগণের পরস্পর সঙ্ঘর্ষ, প্রাধান্য সংক্রান্ত সঙ্ঘ বিষয়ে এবং ভিন্ন জাতি সংক্রান্ত নীতি সঙ্ঘর্ষে ইংরাজদিগের সংশয়, প্রথমে যে নীতি অহুস্ত হয়, সেই নীতির ভ্রমমূলক ভিত্তি সঙ্ঘর্ষে সার ডেভিড অক্টারলোনির সরল স্বীকারোক্তি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রণজিৎ সিংহের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হইতে মূলতান,
কাশ্মীর এবং পেশোয়ার অধিকার ।

১৮০১—১৮২৩-২৪ ।

বিষয়

১৬৪—২০২

১৮০১।—সন্ধি সত্ত্বেও রণজিৎ সিংহের প্রতি ইংরাজদিগের অবিশ্বাস, ইংরাজ-দিগের প্রতি রণজিৎ সিংহের সন্দেহ, রণজিৎ সিংহ এবং ইংরাজদিগের পরস্পর অবিশ্বাস ক্রমশঃ বিদূরিত হইল, রণজিৎ সিংহ কর্তৃক কাওড়া অধিকার, এবং তৎকর্তৃক শতদ্রু পশ্চিম তীরে গুখাদিগের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, পঞ্জাব অধিকার সম্বন্ধে গুখা এবং ইংরাজদিগের মিলনের জন্ম, ইংরাজ প্রতিনিধির নিকট গুখা সেনাপতির প্রস্তাব উত্থাপন, ১৮১১।—নেপাল সেনাপতিকে বাধা প্রদানের জন্ম রণজিৎ সিং শতদ্রু অতিক্রম করিতে পারেন, তৎসম্বন্ধে রণজিৎ সিংহের নিকট ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অভিপ্রায় জ্ঞাপন, ১৮১৩।—শিখদিগের বিরুদ্ধে ইংরেজদিগের সন্ধি স্থাপনের জন্ম উমার সিং খান্নার প্রস্তাব উত্থাপন, ১৮১৪-১৫—ইংরাজ এবং গুখাদিগের যুদ্ধ, কটোচের সংসার চাঁদ, রণজিৎ সিং এবং ইংরাজগণ, ১৮০১-১০।—আফগানিস্থান হইতে সা হুজার বহিকার, রণজিৎ সিংহের অবিশ্বাস এবং মন্তব্য, ১৮১০।—সা হুজার সহিত মহারাজের সাক্ষাৎ হইল বটে; কিন্তু কোন বন্দোবস্ত স্থির হইল না, রণজিৎ সিংহের মূলতান আক্রমণ এবং ক্লতকার্যতা লাভে পরাস্ত, মূলতান আক্রমণের জন্ম ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা, ১৮১০-১২।—সা হুজা কর্তৃক পেশোয়ার এবং মূলতান আক্রমণ এবং কাশ্মীরে তাঁহার কারাদণ্ড, ১৮১১।—সা মামুদের সহিত রণজিৎ সিংহের সাক্ষাৎ, অল্প সা জামানের লাহোরে ক্ষণকাল বিজ্ঞান, ১৮১২।—সা হুজার পরিবারবর্গের লাহোরে প্রস্থান, সা হুজার নামে মহারাজের স্বার্থ-সাধন, কাবুলের উজীর ফতে খাঁর সহিত রণজিৎ সিংহের সাক্ষাৎ, —ফতে খাঁর সহায়তায় উজীরের কাশ্মীর আক্রমণ, ১৮১৩।—ফতে খাঁর কৌশলক্রমে শিখজাতি প্রভাবিত; ফতে খাঁ কর্তৃক মেহ্মদ অধিকার, রণজিৎ সিংহের আটক অধিকার; রণজিৎ সিংহের সহিত সা হুজার সম্মিলন, মোকুম চাঁদের নিকট কাবুলের উজীরের পরাজয় স্বীকার, ১৮১৩-১৪।—রণজিৎ সিংহের “কোহিনুর”

হীরক লাভ, —স। হুজার সাহায্যের জন্য রণজিৎ সিংহের অধীকার, রণজিৎ সিংহের সিদ্ধনন্দ অভিযুগে গমন, স। হুজার ভাগ্য বিপর্যয়, ১৮১৪।—স। হুজার পরিবারবর্গের লাহোর হইতে লুধিয়ানায় পলায়ন, স। হুজার কিস্তোয়ারে পলায়ন, ১৮১৫-১৬।—কাশ্মীর অধিকারে স। হুজার অক্ষমতা, এবং লুধিয়ানায় প্রস্থান, ১৮১৪।—কাশ্মীর অধিকারে রণজিৎ সিংহের চেষ্টা, কিন্তু তথায় পরাজিত হইয়া তাঁহার প্রত্যাবর্তন, ১৮১৫-১৬।—পার্বত্য প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন নরপত্তিগণের এবং সিদ্ধুর সন্নিকটবর্তী বহু রাজ্যের রণজিৎ সিংহের নিকট অধীনতা স্বীকার, ১৮১৮।—রণজিৎ সিং কর্তৃক মুলতান অধিকার, কাবুলের আমীর ফতে খাঁর নিধন সাধন, মামুদ আজিম কর্তৃক স। আইবুরের সিংহাসন প্রাপ্তি ঘোষণা, রণজিৎ সিংহের পেশোয়ার আক্রমণ, —জেহান দাদ খাঁকে পেশোয়ার অর্পণ, রণজিৎ সিংহের কাশ্মীর আক্রমণের মন্ত্রণা, ১৮১৯।—ইংরাজদিগের সহিত তর্ক-বিতর্কে রণজিৎ সিংহের কাশ্মীর আক্রমণ কিছুকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ, রণজিৎ সিংহ কর্তৃক কাশ্মীর অধিকার, —এবং তাহা লাহোর রাজ্যভুক্ত করণ, ১৮১৯—২০।—রণজিৎ সিং কর্তৃক ডেরাজাত অধিকার এবং তাহা লাহোর রাজ্যে সংযোজন, ১৮১৮—২১।—মহম্মদ আজীম খাঁর পেশোয়ার অধিকারের অভিপ্রায়, ১৮২২।—রণজিৎ সিং কর্তৃক সেই স্থানের রাজস্ব দাবীকরণ এবং রাজস্ব গ্রহণ, —কিন্তু রণজিৎ সিংহের উদ্দেশ্য সাধনে ইংরাজদিগের বাধা প্রদান; ওহাদানি নামক স্থানের স্বত্ব-স্বামিত্ব লইয়া ঋক্ষের সহিত বিবাদ-বিসম্বাদ; এবং তাহাতে ইংরাজদিগের সহিত রণজিৎ সিংহের তর্ক বিতর্ক, ১৮২৩।—শিখদিগের পেশোয়ার আক্রমণ, নৌশেরার যুদ্ধ, পেশোয়ার অধিকার, —এবং ইয়ার মামুদ খাঁকে পেশোয়ার প্রদান, মহম্মদ আজীম খাঁর মৃত্যু, ১৮২০—২৪।—রণজিৎ সিংহের সিদ্ধদেশে গমন, ১৮২৪।—কটোচের সংসার চাঁদের মৃত্যু, রণজিৎ সিংহের অপ্রতিহত ক্ষমতা ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা; অধিকাংশ রাজ্য বিজয়, ১৮১৮—২১।—বিবিধ কার্যাবলী। স। হুজা কর্তৃক শিকারপুর এবং পেশোয়ার আক্রমণ, ১৮২১।—সার হুজার লুধিয়ানায় আগমন, স। জমান কর্তৃক তৎপশ্চাদ্ভ্রমণ এবং লুধিয়ানায় স। জমানের অবস্থান, ১৮২০—২২।—নাগপুরের ভূতপূর্ব রাজা আপ্পা সাহেব, স। জমানের পুত্রের সহিত আপ্পা সাহেবের জল্পনা-কল্পনা, ১৮১৬—১৭।—হুয়-পুনের ভূতপূর্ব সামন্ত কর্তৃক ইংরাজদিগের আশ্রয় গ্রহণে রণজিৎ সিংহের মানসিক উত্তেজিত বৃদ্ধি, ১৮২০।—পঞ্জাবে পরিত্রাজক মুরজকট, রণজিৎ সিংহের

শাসন-ব্যবস্থা ; শিখদিগের অধিনায়ক হিসাবে তাঁহার শক্তি-সামর্থ্য, শিখ সৈন্ত, ১৮২২ ।—লাহোরে ফরাসী কর্মচারী, সৈন্তদল হিসাবে শিখ সৈন্তের স্বেচ্ছা, রাজপুত এবং পাঠানদিগের চরিত্রগত বিশেষত্ব, মারহাট্টা জাতির এবং গুর্খা-দিগের চরিত্রগত বিশেষত্ব, গুর্খাজাতি এবং মুসলমানগণ ব্যতীত, স্থায়ী ও নিয়মিত সৈন্তদল গঠনে ভারতীয় যোদ্ধাজাতির বীতশ্রুতা, বন্দুকধারী শিখ অস্বারোহী সৈন্ত, ১৭৮৩ ।—ফরাসীর কর্তৃক শিখ সৈন্তের বিশেষত্ব উপলব্ধি, ১৮০৫ ।—ম্যালকম কর্তৃক শিখ সৈন্তের বিশেষত্ব উপলব্ধি, ১৮১০ ।—সার ডেভিড অক্টারলোনি কর্তৃক শিখ সৈন্তের বিশেষত্ব, ইংরাজ এবং অপরাপর জাতির জাতীয় অস্ত্র-শস্ত্র ; ইংরাজ জাতির বিজয় লাভের ফলে গোলান্দাজ সৈন্তের বিশেষত্ব ভারতবাসী কর্তৃক উপলব্ধি, সৈন্তদলের মধ্যে স্থনিয়ম এবং স্থশৃঙ্খলা প্রবর্তনের জন্য রণজিৎ সিংহের পরিশ্রম, পরিশেষে রণজিৎ সিং স্থ-নিয়মবদ্ধ স্থায়ী পদাতিক ও অস্বারোহী সৈন্তদল গঠনে সমর্থ হন, ফরাসী কর্মচারিগণের আগমনের পূর্বে পঞ্জাবে ইউরোপীয় সামরিক রীতি-পদ্ধতি এবং সৈন্তদলের মধ্যে শৃঙ্খলা এবং স্থনিয়ম প্রবর্তন, ফরাসী কর্মচারিগণের কার্যপ্রণালী তথাপি রণজিৎ সিংহের পক্ষে সমূহ কার্যকরী এবং ফরাসী কর্মচারিগণের পক্ষে বিশেষ সম্মানজনক, রণজিৎ সিংহের বিবাহ এবং পারিবারিক সম্বন্ধ, রণজিৎ সিংহের পত্নী মেতাব কোর এবং তাঁহার ঋণ সদা কোর, ১৮০৭ ।—মেতাব কোরের পুত্র শের সিং তারা সিং ; কিন্তু কেহই তাঁহাদিগকে রণজিৎ সিংহের ঔরসজাত পুত্র বলিয়া স্বীকার করে না, ১৮১০ ।—সদা কোরের মনোমালিন্ত এবং তাঁহার শত্রুতাচরণ, ১৮০২ ।—খুজানের গর্ভে রণজিৎ সিংহের পুত্র খড়্গা সিংহের জন্মগ্রহণ, ১৮২১ ।—খড়্গা সিংহের পুত্র নাও নিহাল সিং, রণজিৎ সিংহের ব্যক্তিগত উচ্ছৃঙ্খলতাচরণ এবং তাঁহার ক্রটি-বিচ্যুতি । শিখ জাতির প্রতি এই ব্যক্তিগত দোষের আরোপ করা অবৈধ, রণজিৎ সিংহের অল্পগ্রহ-ভাজন ব্যক্তিগণ, ব্রাহ্মণ বংশীয় খুশাল সিং, জাম্মুর রাজপুত্রগণ, রণজিৎ সিংহের বিশ্বাসী কর্মচারী, ফকীর উজ্জীউদ্দীন, দেওয়ান সোহান মল্ল ; হরি সিং নালোয়া, কতে সিং আলহুওয়ালিয়া ; দেশা সিং মজিথিয়া ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মুলতান, কান্দী ও পেশোয়ার অধিকার

হইতে রণজিৎ সিংহের মৃত্যু

১৮২৪—১৮৩৯

বিষয় ।

২০৫—২৪৭

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের পর ইংরাজদিগের অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, ইংরাজদিগের সহিত শিখদিগের সম্বন্ধ পরিবর্তন, ১৮২৪—২৫।—বিবিধ কার্য, পেশোয়ার এবং নেপাল, সিন্ধুদেশ ভরতপুর, আলওয়ালিয়া সম্প্রদায়ের সামন্ত ফতে সিং, ১৮২৬।—রণজিৎ সিংহের পীড়া, এবং ইংরেজ ডাক্তার কর্তৃক তাঁহার চিকিৎসা, ১৮২৭।—গল্পমালা ; গবর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ট, ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্ট সংক্রান্ত কার্য-কলাপ নির্বাহের জন্য লাহোরে ইংরাজ প্রতিনিধি কাপ্তেন ওয়েড, শতদ্রু নদীর দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের স্বত্ব-স্বামিত্ব বিষয়ে তর্ক-মীমাংসা, আনন্দপুর, ওহাদানি, ফিরোজপুর প্রভৃতি, ১৮২০—২৮।—দীওয়ান সিং, এবং তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতৃগণের অভ্যুদয়, সংসার চাঁদের পরিবার মধ্যে হীরা সিংহের বিবাহ প্রস্তাব, সংসার চাঁদের বিধবা পত্নী এবং পুত্রের পলায়ন, ১৮২৯।—হীরা সিংহের বিবাহ, ১৮২৭।—সৈয়দ মহম্মদ সা গাজীর অধিনায়কত্বে পেশোয়ারে বিদ্রোহানল, সৈয়দ মহম্মদের জীবন বৃত্তান্ত, সৈয়দের ধর্মনীতি প্রচার, সৈয়দের তীর্থযাত্রা, রাজপুতানা এবং সিন্ধুদেশের মধ্য দিয়া কান্দাহার এবং পেশোয়ার পর্যন্ত সৈয়দের পরিভ্রমণ, ধর্মযুদ্ধে ইউসুফজায়গণকে আহ্বান, আকোরা নামক স্থানে শিখদিগের নিকট সৈয়দ আমেদের পরাজয় স্বীকার, ১৮২৯।—সৈয়দ মহম্মদের নিকট ইয়ার মামুদের পরাজয় ; এই যুদ্ধে ইয়ার মামুদের প্রাণত্যাগ, ১৮৩০।—সৈয়দ আমেদ সার সিদ্ধুদ অতিক্রম, সৈয়দ আমেদ পলায়ন করিতে বাধ্য হন ; কিন্তু মুলতানের মহম্মজ খাঁকে আক্রমণ করিয়া আমেদ তাঁহাকে পরাজিত করেন ; আমেদ কর্তৃক পেশোয়ার অধিকার, সৈয়দের প্রভুত্ব-প্রভাব হ্রাস, সৈয়দের পেশোয়ার পরিভ্রমণ, ১৮৩১।—পরিশেষে সৈয়দ আমেদের কান্দীর অভিযুগে গমন ; শিখসৈন্য কর্তৃক আমেদের পরাজয় এবং আমেদের প্রাণসংহার, রণজিৎ সিংহের সহিত বিভিন্ন

দেশের রাজগণের মিত্রতা স্থাপন ; বেলুচি জাতি, সা মামুদ, গোয়ালিয়রের বাইজী বাই, রুষ জাতি এবং ইংরাজ জাতি, সিমলায় গবর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, রণজিৎ সিংহের সহিত সাক্ষাতের প্রস্তাব ; বিভিন্ন কারণে উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্মতি জ্ঞাপন, ক্লাপারে গবর্ণর জেনারেল এবং রণজিৎ সিংহের পরস্পর সাক্ষাৎ, সিদ্ধুদেশ সম্বন্ধে রণজিৎ সিংহের উদ্বোধন, বাণিজ্য ব্যাপদেশে সিদ্ধুনদে বাণিজ্যপোত পরিচালনায় ইংরেজদিগের মজ্ঞা, সিদ্ধুদেশের আমীরগণের এবং শিখদিগের নিকট ইংরেজদিগের বাণিজ্য-বিষয়ক প্রস্তাব, রণজিৎ সিংহের উদ্দেশ্য এবং সন্দেহ, পঞ্জাবের দক্ষিণাংশ হইতে রণজিৎ সিংহ কর্তৃক “দাউদ-পোত্ৰ”গণের বহিকার সাধন, শিকারপুরে তাঁহার অধিকার স্বত্বই প্রবল বলিয়া রণজিৎ সিংহের ঘোষণা প্রচার, ১৮৩২ ।—ইংরাজ-দিগের দাবীকৃত বিষয়ে রণজিৎ সিংহের সম্মতি জ্ঞাপন, কিন্তু রণজিৎ সিং প্রচার করিলেন, ইংরাজদিগের বাণিজ্য-নীতি তাঁহার রাজনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার অন্তরায় স্বরূপ, ১৮৩৩—৩৫ ।—সা স্বজা কর্তৃক দ্বিতীয় বার আকগানিস্থান আক্রমণ, ১৮২৭ ।—ইংরাজদিগের নিকট সা স্বজা কর্তৃক প্রস্তাব উত্থাপন, ১৮৩১ ।—সিদ্ধিয়ানদিগের সহিত সা স্বজার সন্ধি প্রস্তাব, রণজিৎ সিংহের সহিত সা স্বজার সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব, সোমনাথের সিংহ-দ্বার এবং গো-হত্যা, ১৮৩২ ।—শিখজাতি এবং সিদ্ধিয়ানদিগের সহিত সা স্বজার পুনরায় সন্ধি প্রস্তাব উত্থাপন, সা স্বজার সিংহাসন পুনঃ-প্রাপ্তির চেষ্টায় ইংরাজদিগের সাহায্য প্রদানে সম্পূর্ণ ঔদাসিন্য, ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া দোস্ত মহম্মদ খাঁ কর্তৃক ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা, ১৮৩৩ ।—সিংহাসন অধিকারের জন্ত সা স্বজার/ষাভা, ১৮৩৩ ।—সা স্বজার নিকট সিদ্ধিয়ানদিগের পরাজয় স্বীকার, কান্দাহারে সা স্বজার পরাজয় ১৮৩৫ ।—সা স্বজার লুধিয়ানায় প্রত্যাবর্তন, ১৮৩৪ ।—সা স্বজার প্রতি রণজিৎ সিংহের অবিশ্বাস ; পেশোয়ার, লাহোর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া রণজিৎ সিংহের আপন ক্ষমতা বৃদ্ধি করণ, ১৮৩২—৩৬ ।—রণজিৎ সিং কর্তৃক হাজারী এবং ডেরাজাত অধিকার, ১৮৩৩ ।—সংসার চাঁদের পৌত্রের প্রত্যাবর্তন, ১৮৩৪—৩৬ ।—রণজিৎ সিং কর্তৃক কলিকাতায় প্রতিনিধি প্রেরণ, ১৮২১ ।—রণজিৎ সিং এবং লুদাক, ১৮৩৭—৩৫ ।—জাম্মুরাজগণ কর্তৃক লুদাক অধিকার, ১৮৩৫—৩৬ ।—রণজিৎ সিং পুনরায় শিকারপুর দাবী করেন ; সিদ্ধু, বিজয়ে তাঁহার মজ্ঞা, সন্ধি প্রস্তাব, রণজিৎ সিংহের উচ্চাভিলাষে ইংরাজ-দিগের অসন্তোষ বৃদ্ধি ইংরাজদিগের অসন্তোষ সম্বোধ, রাজ্য অধিকারের

কল্পনা রণজিৎ সিং কখনও পরিত্যাগ করেন নাই, ১৮৩১।—ইংরাজদিগের বাণিজ্য সংক্রান্ত এবং রাজনৈতিক নীতি, রণজিৎ সিং এবং সিদ্ধিয়ান দিগের মধ্যস্থতা অবলম্বনে ইংরাজদিগের দৃঢ় সংকল্প, রণজিৎ সিংহের ক্ষমতা সীমা-বদ্ধ করিতে ইংরাজদিগের অভিপ্রায় প্রকাশ, সিদ্ধিয়ানগণ অধৈর্য হইয়া উঠিল ; রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে সিদ্ধিয়ানদিগের অন্ত্রধারণের উদ্যোগ, রণজিৎ সিংহও তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমভাবে প্রস্তুত হইলেন ;—কিন্তু ইংরাজ প্রতিনিধির প্রার্থনায় রণজিৎ সিংহের বশ্বতা স্বীকার, তথাপি কোন ভাবী উদ্দেশ্যে রণজিৎ সিং রোজানের অধিকার পরিত্যাগ করিলেন না, পূর্বস্মৃতি ; ইংরাজ এবং বারুকজায়িগণ, ১৮২৯।—শিখদিগের আক্রমণের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ত সুলতান মহম্মদ খাঁ কর্তৃক ইংরাজদিগের বন্ধুত্ব এবং সাহায্য প্রার্থনা, ১৮৩২।—দোস্ত মহম্মদ কর্তৃক সুলতান খাঁর পদাঙ্ক অহুসরণ, সা সুলজার ভয়ে ভীত হইয়া, “বারুকজায়ী” সম্প্রদায় কর্তৃক পুনরায় ইংরাজদিগের সহিত সন্ধির প্রস্তাব, জব্বার খাঁ কর্তৃক পুত্রকে লুন্ডিয়ানায় প্রেরণ, ১৮৩৪।—ইংরাজদিগের নিকট দোস্ত মহম্মদের অধীনতা স্বীকার ; সা সুলজাকে পরাজিত করিয়া দোস্ত মহম্মদ কর্তৃক ইংরাজদিগের সন্দেহ অপনোদন ; দোস্ত মহম্মদের প্রতি ইংরাজদিগের বিশ্বাস স্থাপন, পেশোয়ার অধিকারের জন্ত দোস্ত মহম্মদের চেষ্টা, ইংরাজগণ সে কার্যে যোগদান করিতে অস্বীকৃত হন, ১৮৩৫।—পেশোয়ারে রণজিৎ সিং এবং দোস্ত মহম্মদ উভয়ই যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান, যুদ্ধ না করিয়া দোস্ত মহম্মদের প্রত্যাবর্তন, ১৮৩৬।—পারশ্ব সন্ধ্যাটের নিকট দোস্ত মহম্মদের সাহায্য প্রার্থনা ; কিন্তু ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতা বন্ধন এবং তাঁহাদিগের সাহায্য প্রাপ্তি দোস্ত মহম্মদ কর্তৃক প্রেষ্ঠ জ্ঞান করণ, কান্দাহারের শাসনকর্তৃগণ কর্তৃক ইংরাজদিগের নিকট সাহায্য প্রাপ্তির অভিপ্রায় ব্যক্ত করণ, রণজিৎ সিং কর্তৃক আমীরকে অহুসরণের চেষ্টা, ১৮৩৭।—আমীর যুদ্ধ করাই শ্রেয় বলিয়া মনে করেন, ১৮৩৭।—জামরুদের যুদ্ধ, —এই যুদ্ধে শিখদিগের পরাজয় এবং হরি সিংহের মৃত্যু হয় ; কিন্তু আফগানগণ প্রত্যাগমন করে, পেশোয়ার পুনরুদ্ধার কল্পে রণজিৎ সিংহের চেষ্টা, দোস্ত মহম্মদ এলু সা সুলজার সহিত রণজিৎ সিংহের সন্ধি, শিখ এবং আফগানদিগের মধ্যস্থতা অবলম্বনে ইংরাজদিগের সংকল্প, প্রধানতঃ রুঘিয়ার ভয়ে ভীত বলিয়া, তাঁহাদের এইরূপ প্রবৃত্তি, জেনারেল আর্লার্ডের কার্যকলাপে ইংরাজ দিগের অসন্তোষ বৃদ্ধি, নাও নিহাল সিংহের বিবাহ, সার হেনরি কেশের লাহোর আগমন,

শিখদিগের মধ্যে সামরিক উপাধি-প্রথা প্রতিষ্ঠা (The Sikh Military Order of the Star), রণজিৎ সিংহের উদ্দেশ্য; মিত্র এবং অতিশিগণের মনস্তত্ত্ব বিধান, তদ্বিষয়ের গল্পমালা, সিদ্ধনন্দে বাণিজ্য পোতা পরিচালনাকল্পে ইংরাজদিগের অভিসন্ধি; তাহাতে সা হুজাকে সিংহাসনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠা সংকল্পে মন্ত্রণা, ১৮৩৭-৩৮।—সার আলেকজেন্ডার বারগেসের কাবুল গমন, পারস্ত এবং রুশিয়ার অভিসন্ধিতে দোস্ত মহম্মদ যোগদান করেন, ইংরাজদিগের ভ্রমমূলক রাজনীতি, যেরূপ অবস্থা উপস্থিত তাহাতে কাবুল অভিযান প্রকৃতই সমীচীন বলিয়া বোধ হইয়াছিল, ১৮৩৮।—সা হুজাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা সংকল্পে বিবিধ বন্ধুত্বব্যঞ্জক কার্যকলাপ, রণজিৎ সিং তাহাতে প্রথমে অসন্তোষ প্রকাশ করেন; কিন্তু পরিশেষে তাহাতে সম্মত হন, ১৮৩৯।—রণজিৎ সিংহের মহত্বের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ, রণজিৎ সিংহের মানসিক অশান্তি এবং স্বাস্থ্য-ভঙ্গ, রণজিৎ সিংহের মৃত্যু, রণজিৎ সিংহের প্রতিভাবলে শিখদিগের সংস্কার সাধনের ফলে শিখদিগের রাজনৈতিক অবস্থা, খড়্গা সিংহকে সিংহাসনে স্থাপনের জন্ত ধীমান সিংহের কৌশল-জাল বিস্তার।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মহারাজ রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হইতে জোয়াহীর সিংহের মৃত্যু

১৮৩৯—১৮৪৫

বিষয়।

২৪৮—২৯৮

১৮৩৯।—শের সিংহ কর্তৃক লাহোর সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণি দাবী, কিন্তু নাও নিহাল সিং কর্তৃক রাজ্যের সমুদায় ক্ষমতা গ্রহণ, জাম্মুরাজগণের সহিত নাও নিহাল সিংহের স্বল্প কাল স্থায়ী সন্ধি স্থাপন, অল্পগ্রহ ভাঞ্জন প্রিয়পাত্র চৈৎ সিংহের জীবন সংহার, ১৮৪০।—কাপ্তেন ওয়েডের প্রস্থান, মিঃ ক্লার্কের প্রতিনিষিদ্ধ প্রাপ্তি, কাবুলের ইংরাজ সৈন্তের সাহায্য, বাণিজ্য সম্পর্কে ইংরাজ-দিগের সন্ধি সংস্থাপন, জাম্মু-রাজগণের ধর্মস সাধনে নাও নিহাল সিংহের

অভিসন্ধি, — আফগানিস্থান সম্বন্ধে ইংরাজদিগের সহিত ভর্ক মামাংসার নাও নিহাল সিংহের বাধা প্রাপ্তি, মহারাজ খজা সিংহের মৃত্যু, যুবরাজ নাও নিহাল সিংহের মৃত্যু, শের সিংহের সিংহাসন প্রাপ্তি, — কিন্তু খজা সিংহের বিধবা পত্নী কর্তৃক শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ, এবং শের সিংহের পদত্যাগ, দলীপ সিংহের জন্ম-বৃত্তান্ত এবং সিংহাসন লাভ সম্বন্ধে তাঁহার স্বত্ব-স্বামিত্ব, ইংরাজদিগের তাত্ক্ষালিক নিরপেক্ষতা, দোস্ত মহম্মদ কর্তৃক কাবুল অধিকারের চেষ্টা ; কিন্তু ইংরাজদিগের নিকট তাঁহার আত্ম-সমর্পণ, ১৮৬১। — ধীয়ান সিংহের সহকারিতায় শের সিংহের সৈন্যদলের সাহায্য লাভ, শের সিংহ কর্তৃক লাহোর আক্রমণ, চাঁদ কোরের বশতা স্বীকার ; শের সিংহের লাহোর সিংহাসন প্রাপ্তি, “সিদ্ধান-ওয়ালী” পরিবার, সৈন্যগণের উচ্ছৃঙ্খলতা ; সৈন্যদল দমনে কর্তৃপক্ষীয়গণের অক্ষমতা, শের সিংহের মনে ভীতি সঞ্চার, দেশে শাস্তি স্থাপনের জন্য ইংরাজ দিগের উদ্যোগ বৃদ্ধি, ইংরেজগণের সমক্ষে শিখদিগের নিকৃষ্টতা ; শিখজাতির প্রতি ইংরাজদিগের তাজিল্য প্রকাশ, অস্ত্র সাহায্যে শিখদিগকে বাধা প্রদানে ইংরেজদিগের দৃঢ় প্রতীজ্ঞা, সৈন্যগণের অশান্তি এবং বিশৃঙ্খলা ক্রমে বিদূরিত হইল ; কিন্তু ইংরেজদিগের প্রতি জনসাধারণের অবিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়াইল, পঞ্জাবের মধ্য দিয়া ম্যাজর ব্রডফুট কর্তৃক বৃটিশ সৈন্যদল গমনাগমনের পথ নির্দেশ, — এই কার্যে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে শিখগণ আরও উত্তেজিত হইল, সৈন্য ও রাজ্যের পরস্পর অবস্থাপরিবর্তন সৈনিক দল এবং লাহোর গমর্গমেণ্টের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ বিচ্যুতি, সৈন্যগণের সামরিক বিধি-বাবস্থা প্রভাবে “খালসার” প্রতিনিধি সম্প্রদায় গঠন, স্থলপথে বাণিজ্যের জন্য ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন, জাম্মুরাজের প্রতিনিধি জোরওয়ার সিং কর্তৃক ইসকান্দো অধিকার, জোরওয়ার সিং কর্তৃক চীন সম্রাটের রাজ্যে গারো নামক প্রদেশ অধিকার, — ৩৭প্রতি ইংরাজদিগের হস্তক্ষেপ, লাসা হইতে প্রেরিত চীন সম্রাটের সৈন্যদলের নিকট শিখদিগের পরাজয়, ১৮৪২। — চীন সৈন্য কর্তৃক গারো পুনরুদ্ধার, শিখজাতি এবং চীন দেশীয়দিগের মধ্যে পরস্পর সন্ধিস্থাপন, ১৮৪১। — সিঙ্কু-তীরস্থ প্রদেশ সমূহ অধিকারের জন্য জাম্মুরাজগণের দুরাভিলাষ, জাম্মুরাজগণের এই অভিলাষ ইংরেজ-নীতির বিরোধী, কাবুলে বিদ্রোহ আরম্ভ (১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে।), শিখদিগের প্রতি ইংরাজদিগের অবিশ্বাস সত্ত্বেও শিখদিগের নিকট ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা, ১৮৪২। — প্রতিশোধপরবশ সৈন্যদল, শাস্তি স্থাপনার্থ গোলাপ সিংহকে তৎস্থানে প্রেরণ, কাবুলের উদ্ধার সাধন,

জেললাবাদ এবং শিখ-রাজ্যের সীমানা-সম্পর্কে বাদ-প্রতিবাদ, শিখ মন্ত্রী এবং লাহোর সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারীর সহিত ফিরোজপুরে গবর্নর জেনারেলের সাক্ষাৎ লাভ, ১৮৪৩।—কাবুলে দোস্ত মহম্মদের পুনরাগমন, শের সিংহের উৎসেগ-অশান্তি, সিদ্ধানওয়াল সামন্তগণ এবং জাম্মুরাজগণের মধ্যে সন্ধি স্থাপন এবং সম্মিলন, অজিৎ সিং কর্তৃক শের সিংহের প্রাণ সংহার, অজিত সিং কর্তৃক দীওয়ান সিংহের জীবন সংহার; হীরা সিং কর্তৃক পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ, মহারাজ দলীপ সিংহের সিংহাসনে প্রাপ্তি, সৈন্যদলের ক্ষমতা বৃদ্ধি, রাজা গোলাপ সিং, সর্দার জোয়াহির সিং, কতে সিং তোয়ানা, ১৮৪৪।

—কাম্বোয়া সিং এবং পেশোয়ারা সিংহের বিদ্রোহ, জোয়াহির সিং, রাজা সূচৎ সিং কর্তৃক প্রভু লাভের চেষ্টা, সর্দার উত্তার সিং এবং ভাই বীর সিংহের বিদ্রোহ, মুলতানের শাসনকর্তার বশতা স্বীকার, ১৮৪৩।—গিলগিট অধিকার,

১৮৪৪।—হীরা সিং কর্তৃক ইংরাজদিগের প্রতি অবিশ্বাস জনসাধারণের মনে দৃঢ়বদ্ধ হওন, সিদ্ধদেশে অতিমুখে গমনের জন্ত আদিষ্ট বৃটিশ-সিপাহী সৈন্তের বিদ্রোহচারণ, মৌরান নামক পল্লী সম্বন্ধে ইংরাজদিগের সহিত বাদাম্ববাদ এবং তর্ক-মীমাংসা, সূচৎ সিং যে অর্থ গুপ্তভাবে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তদধিকার সম্পর্কে ইংরাজদিগের সহিত বাদ-প্রতিবাদ, হীরা সিং কর্তৃক, গুরু বা ধর্মোপদেষ্টা পণ্ডিত জালার পরামর্শ গ্রহণ, পণ্ডিত জালা এবং গোলাপ সিং, পণ্ডিত জালার উদ্বীপনায় শিখদিগের উত্তেজনা বৃদ্ধি হেতু রাণী মাতার অসন্তোষ বৃদ্ধি, হারা সিং এবং পণ্ডিত জালার পলায়ন; কিন্তু শিখগণ কর্তৃক গৃহ হইয়া তাহাদের প্রাণ বিনাশ, জোয়াহির সিং এবং লাল সিংহের প্রভু ক্ষমতা লাভ,

১৮৪৫।—জাম্মু অতিমুখে শিখ-সৈন্তের গমন, গোলাপ সিংহের বশতা স্বীকার এবং তাঁহার লাহোর আগমন, জোয়াহির সিংহের উজীর পদলাভ, ১৮৪৪।

—মুলতানের সোহান মন্দের নিধন সাধন, সোহান মন্দের পুত্র মুলরাজের দেওয়ান পদ প্রাপ্তি, ১৮৪৫।—লাহোরের প্রস্তাবিত সত্রে বাধ্য হইতে মুলরাজের সম্মতি জ্ঞাপন, পেশোয়ারা সিংহের বিদ্রোহ, পেশোয়ারা সিংহের বশতা স্বীকার, তাঁহার প্রাণ সংহার, শিখ-সৈন্তের অসন্তোষ এবং অবিশ্বাস বৃদ্ধি, জোয়াহির সিংহের হতবুদ্ধি, সৈন্যগণকর্তৃক জোয়াহির সিংহের প্রাণ-দণ্ডের আজ্ঞা প্রচার; এবং জোয়াহির সিংহের প্রাণদণ্ড, সৈন্য সম্প্রদায়ের একাধিপত্য লাভ, ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ সম্ভাবনায় লাল সিংহের উজীর পদ লাভ এবং ভেজ সিংহের সেনাপতি-পদ প্রাপ্তি।

নবম পরিচ্ছেদ

ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ । ১৮৪৪ — ৪৬ ।

বিষয় ।

২১১ — ৩৫৭

১৮৪১ ।—শিখ এবং ইংরাজদিগের পরস্পর যুদ্ধ সংঘটনের বিষয় শুনিবার জ্ঞাত ভারতীয় জন-সাধারণের উৎকর্ষা, ইংরাজদিগের আতঙ্ক, শিখদিগের ভয়, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি-সর্তের বিরুদ্ধাচরণে শতদ্রু অভিযুখে ইংরাজদিগের সৈন্য প্রেরণ, পেশোয়ার সম্বন্ধে ইংরাজদিগের মতামত ; ইংরাজগণ কর্তৃক শের সিংহকে সাহায্য প্রদানের অঙ্গীকার,—শিখদিগের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের উত্তেজনা বৃদ্ধি, তাত্‌কালিক ব্রিটিশ এজেন্ট কর্তৃক শিখদিগের প্রতি তাজ্জিল্যভাব প্রকাশে শিখদিগের আরও উত্তেজনা বৃদ্ধি, ম্যাজর ব্রডফুটের মতামত এবং উদ্দেশ্য ; উৎকর্ষক প্রকাশ্যভাবে শিখদিগের অসন্তোষমূলক কার্যকলাপ সম্পন্ন হওন, ম্যাজর ব্রডফুটের কার্যকলাপে শিখদিগের সহিত অবশ্যজ্ঞাবী যুদ্ধের পূর্বাভাস জ্ঞাপন, সার চার্লস নেপিয়ারের কার্যকলাপ, শিখগণ কর্তৃক অনিবার্য যুদ্ধের প্রকাশ্য প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ, লাহোরের সামন্তগণ বা প্রধান প্রধান ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিগণ কর্তৃক আপনাপন উদ্দেশ্য সাধনার্থ জনসাধারণকে নিযুক্ত করণ, শিখসৈন্তের নিধন-সাধন উদ্দেশ্যে লাহোর কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক ইংরাজের বিরুদ্ধে শিখদিগের উত্তেজনা বৃদ্ধি, শিখগণ কর্তৃক শতদ্রু অভিযাত্রা,—এতৎ সম্বন্ধে এই যুদ্ধের জ্ঞাত ইংরাজগণই সম্পূর্ণ দোষী, এখনও ইংরাজগণ কর্তৃক শিখদিগের প্রতি তাজ্জিল্য ভাব প্রকাশ, ইংরাজদিগের অসহায় অবস্থা, শিখদিগকে বাধা প্রদানের জ্ঞাত ইংরাজগণের আগমন, শিখদিগের সৈন্য সংখ্যা, শিখগণ কর্তৃক কিরোজপুর আক্রমণের সম্ভাবনা ; কিন্তু সেনাপতিগণের ষড়যন্ত্রে কিরোজপুর পরিত্যাগ, লাল সিং এবং ভেজ সিংহের উদ্দেশ্য, শিখদিগের যুদ্ধ-ক্ষেত্র, মুদকির যুদ্ধ, কুরুসহরের যুদ্ধ এবং শিখদিগের প্রস্থান, ইংরেজদিগের আতঙ্ক ও বিপদাশঙ্কা, ১৮৪৬ ।—শিখগণ কর্তৃক শতদ্রু নদী পুনরভিযাত্রা, এবং তাহাদিগের লুণ্ঠিয়ানা আক্রমণের উদ্ভোগ, বাদোয়ালের খণ্ড যুদ্ধ, শিখদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি এবং গোলাপ সিংহের লাহোর অভিযুখে গমনে বাধা হওন,

আলিওয়ালের যুদ্ধ, সন্ধিস্থাপনে শিখ-সামন্তগণের উৎকর্ষা ; যুদ্ধ মিটাইবার জন্য ইংরেজদিগের অভিলাষ, —তখন বন্দোবস্ত হইল,—ইংরেজগণ শিখ সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিবে এবং স্ব-জাতীয় এবং স্ব-দেশীয় ভ্রাতৃবৃন্দের ও লাহোর গবর্ণ-মেন্টের নিকট তাহারা কোনই সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না, শিখদিগের আত্ম-রক্ষণোপযোগী সুরক্ষিত দুর্গ, ১৮৪৬।—শিখদিগকে আক্রমণের জন্য ইংরেজ-দিগের মন্ত্রণা, স্ত্রাবাওনের যুদ্ধ, শতদ্রু নদী অবধি অতিক্রমণের সর্ব বন্দোবস্ত, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট মহারাজের অধীনতা স্বীকার ; এবং ইংরাজগণ কতৃক লাহোর অধিকার, সন্ধি সংস্থাপন, গোলাপ সিং, লাল সিং, পঞ্জাব ব্যবচ্ছেদ এবং গোলাপ সিংহের স্বাধীনতা লাভ, ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের আত্মসম্মতিক অতিরিক্ত ব্যবস্থা বন্দোবস্ত ; ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সাবালক না হওয়া পর্যন্ত নাবালক দলীপ সিংহের অভিভাবকতা করিবেন শিখগণ তখনও নিরুৎসাহিত হয় নাই, উপসংহার ; ভারতে ইংরেজদিগের পদ-সম্পাদ ।

উপসংহার ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের কারণ । ১৮৪৭—৪৮ ।

বিষয় ।

৩৫৮—৩৬৫

পূর্ব স্মৃতি, মুলরাজের দেওয়ানী পদ পরিত্যাগে সংকল্প, পদত্যাগের কারণ, রেসিডেন্ট লরেন্সের প্রতিজ্ঞা, ইংরেজের বিশ্বাসঘাতকতা, ব্রিটিশ সৈন্তের সাহায্যে খাঁ সিংহের দেওয়ানী পদ লাভের চেষ্টা, আহত ব্রিটিশ কর্মচারিণী, ইদগায় ব্রিটিশ পক্ষের অবস্থান ; মুলরাজকে আত্মসমর্পণের আদেশ ; মুলরাজের অস্বীকৃতি ও দলপুষ্টি, শিখগণের ব্রিটিশ পক্ষ পরিত্যাগ ; বিভীষিকায় ব্রিটিশ পক্ষের আত্মরক্ষার চেষ্টা ; উন্নত জনসাধারণ কর্তৃক ইদগা আক্রমণ, ইংরেজ কর্মচারি-
ণীর হত্যা ও খাঁ সিংহের বন্দিহ ; ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টেই হত্যাকাণ্ডের জ্ঞত দায়ী ; দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের সূচনা ; কার ক্রটীর কি পরিণাম ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের সূত্রপাত । ১৮৪৮ ।

বিষয় ।

৩৭০—৩৭৮

রেসিডেন্টের নিকট মুলতান দুর্ঘটনার সংবাদ প্রেরণ ; তৎকর্তৃক সৈন্ত প্রেরণের ব্যবস্থা, শিখ-সৈন্তের প্রতি অবিশ্বাস ; প্রধান সেনাপতির নিকট সৈন্ত সাহায্য প্রার্থনা, যুদ্ধারম্ভে প্রধান সেনাপতির অনভিমত ; গবর্ণর জেনারেলের সম্মতি জ্ঞাপন, লেক্টেন্যান্ট এডওয়ার্ডসের অভিযান, লেও অধিকার ; সৈন্ত মুলরাজ কর্তৃক বাধা প্রদানের সংবাদে এডওয়ার্ডসের জিরান্দ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ ; কটলাওয়ার সৈন্তদলের সহিত তাঁহার সম্মিলন ; শিখ-সৈন্তের প্রতি এডওয়ার্ডসের অবিশ্বাস. লেক্টেন্যান্ট এডওয়ার্ডসের কৃতকার্যতা, দেরাগাজি-খাঁ আক্রমণ

ভাওয়াল খাঁ কর্তৃক অভিরিক্ত সৈন্য সাহায্য প্রদান, উভয় পক্ষের সৈন্যবল, কিনারীর যুদ্ধ, কিনারীর যুদ্ধে ভাওয়ালপুর-সৈন্যের অকর্মণ্যতা, একদল বিদ্রোহীর পরাজয়, সুলতান যুদ্ধে জয়লাভ ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুলতান অধিকার । ১৮৪৮-১৮৫১ ।

বিষয় ।

৩৭৩—৩৭৮

মুলতানের বিবরণ, মুলতান আক্রমণের আয়োজন, সেনাপতি হুইশের ঘোষণা প্রচার, শের সিংহের ভাব-বিপর্যয় ও ইংরেজের প্রত্যাভর্তন, শের সিংহের ইংরাজ-পক্ষ পরিত্যাগ, মুলরাজের সহিত শের সিংহের সন্ধিলন ; শের সিংহ কর্তৃক হাজারে নামক স্থানে নূতন শিখ-যুদ্ধের আয়োজন, প্রায় তিন মাস কাল মুলতান অবরোধ স্থগিত থাকায়, উভয় পক্ষের বল সংগ্রহ, ডিসেম্বর মাসে ইংরেজ কর্তৃক মুলতান পুনরাক্রমণ ; ২৭ দিন ব্যাপী দারুণ সংঘর্ষ ; ৩০শে ডিসেম্বর ইংরেজের গোলাবর্ষণে হঠাৎ মুলরাজের বারুদখানা ভস্মীভূত, মুলরাজের আত্মসমর্পণ, মুলরাজের বিচার এবং নির্বাসন ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রামনগর ও চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ ।

১৮৪৮খ্রীঃ, অক্টোবর—১৮৪৯ খ্রীঃ, জাভুয়ারী ।

বিষয়

৩৭৯—৩৮৪

ছত্র সিংহের বিদ্রোহ, মেজর জর্জ লরেন্স প্রভৃতির কোহাটে পলায়ন ; কোহাটের শাসনকর্তা মুলতান মহম্মদ খাঁ কর্তৃক লরেন্স প্রভৃতিকৈ ছত্র সিংহের নিকট বিক্রয়, রামনগরে শের সিংহের সহিত ইংরেজের পক্ষের ঘোর যুদ্ধ, কিউরটন, ছাত্তেলক প্রভৃতির মৃত্যু ; শের সিংহের সৈন্যদল কর্তৃক রামনগর পরিত্যাগ, ছত্র সিংহের সহিত শের সিংহের সন্ধিলন, চিলিয়ানওয়ালা ইংরাজ পক্ষের সহিত

শিখ পক্ষের ঘোরসমর চিলিয়ানওয়ালায় ইংরাজ পক্ষের পরাজয় ; ঐ যুদ্ধের
জয়-পরাজয় সম্বন্ধে মত-পার্থক্য ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

পঞ্জাবের পরিণাম ।

১৮৪৯ - মার্চ ।

বিষয় ।

৩৮৫—৩৯১

চিলিয়ানওয়ালা যুদ্ধের পরিণাম, গুজরাটে শিখ-সৈন্য সমাবেশ ; ইংরাজ পক্ষের
বিপুল আয়োজন, শের সিংহের পরাজয়, গুজরাট যুদ্ধের ফলাফল, মেজর
লরেন্সের মৃত্তি ; শের সিংহের সন্ধির প্রস্তাব, শিখ সম্প্রদায়ের পরিণতি ; সন্ধি-
পত্র ; পঞ্জাবে ব্রিটিশ অধিকার ও ইংরেজের কোহিনুর লাভ. গবর্ণর-জেনারেলের
ঘোষণা, দলীপ সিংহের নির্বাচন ও বৃত্তির ব্যবস্থা ; তৎকর্তৃক ধর্মগ্রন্থ গ্রহণ ও
তঁাহার পরিণাম ; মন্তব্য ।

পরিশিষ্ট *

১—১০

* পূর্ববর্তী সংস্করণে ষষ্ঠ, চতুর্বিংশ ও পঞ্চবিংশ পরিশিষ্টে যথাক্রমে শিখ গুরুগণের,
লাহৌর রাজপরিবারের ও জাম্মু পরিবারের বংশাবলী সংশ্লিষ্ট ছিল না । সুতরাং এই
পুস্তকে পরিশিষ্টের ক্রমিক সংখ্যার পরিবর্তন হইয়াছে । অতএব পাদটীকায় উল্লেখিত
পরিশিষ্ট সংখ্যার সহিত বিষয়বস্তু মিলাইয়া পড়িতে হইবে ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেশের বিবরণ ও অধিবাসীগণ

[শিখ-অধিকৃত এবং তৎকর্তৃদ্বাধীন শাসিত রাজ্যের ভৌগোলিক সীমা—জলবায়ু ও উৎপন্ন দ্রব্যাদি—অধিবাসীগণ, তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন জাতি—বংশ;—জনসাধারণের ধর্ম;—জাতি ও ধর্মের বিশেষ লক্ষণ এবং পরিণাম;—ভিন্ন ভিন্ন জাতির আংশিক উপনিবেশ স্থাপন;—বিভিন্ন জাতির স্বধর্ম-ত্যাগ ও ধর্মাস্তর গ্রহণ]

খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ক্ষত্রিয়বংশ সম্ভূত শিখগুরু নানক এবং গোবিন্দ ধর্মসংস্কার ও সমাজস্বাধীনতা বিষয়ে স্ব স্ব মত প্রচার করিলে, লাহোর ও শতদ্রু নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী কৃষিজীবী জাতি অধিবাসীগণ সেই নবপ্রচারিত ধর্মমত অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের শিষ্টত্ব গ্রহণ করে। শিখ অর্থাৎ ‘শিখ সম্প্রদায়’ এক্ষণে একটি জাতিরূপে পরিণত। দিল্লী হইতে পেশোয়ার ও সিন্ধু হইতে কারাকোরাম পর্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে তাহাদের অধিকার ও আধিপত্য বিস্তৃত। এক্ষণে শিখ জাতির অধিকৃত রাজ্য উত্তর অক্ষাংশের অষ্টাবিংশতি ও ত্রিংশৎ সমান্তরাল রেখার (28th and 30th parallel of north latitude) এবং পূর্ব দ্রাঘিমার একসপ্ততি ও সপ্তসপ্ততি সংখ্যক মাধ্যম্নিন রেখার (71st and 77th meridians of east longitude) মধ্যবর্তী। পাণিপথ হইতে ‘খাইবার পাশ’ পর্য্যন্ত সাড়ে চারি শত মাইল পরিমিত একটি ভূমি-রেখা টানিলে, তাহার উপর দুইটি সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কিত হইতে পারে; রণজিৎ সিংহের বিজিত রাজ্য এবং শিখ-জাতির স্থায়ী উপনিবেশ সমূহ তাহারই অন্তর্গত।

শিখ-রাজ্য এইরূপে মধ্যবর্তী অক্ষাংশ সমূহের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বলিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার উত্তরবর্তী প্রদেশ-সমূহের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সমুদ্রের জলরেখা হইতে অনধিক উচ্চ প্রান্তর এবং দুই তিন মাইল উচ্চ পর্বতমালা সমাচ্ছন্ন থাকায় এই বিশাল শিখরাজ্যে প্রকৃতির আবর্তনে সর্বত্রই বিবিধ প্রকার জল-বায়ুর প্রভাব দৃষ্ট হয়, এবং স্বভাবজাত সর্ববিধ দ্রব্যই জন্মিয়া থাকে। লুণাকের নীচ দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং অসহনীয়; বৎসরাকি কাল স্থানটী তুষারাক্ষয় থাকে; নিতৃত প্রান্তরের নিস্তরুভাৱ ফলস্রোতের সঞ্চায় হয়, এবং কোন সজীব প্রাণী দৃষ্টিগোচর হয় না। এই পর্বতমালা-সমাচ্ছন্ন উচ্চ অল্পবর প্রদেশ শাল-পশম-উৎপন্নকারী রোমবিশিষ্ট ছাগলের

এক প্রসিদ্ধ। এই প্রদেশস্থ স্বল্পপরিসর ভূমিখণ্ডে উৎকৃষ্ট গম এবং যব প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই উচ্চ প্রান্তর হইতে মধ্যাহ্নেও নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়; অধিকতর এ স্থানের মৃদু বাতাসে কচিং বজ্র-নির্ঘোষ-ধ্বনি শ্রুত কর্ণ বিদীর্ণ হয়।^১ তিব্বত দেশের শীত এবং বায়ুচালিত হিমালী অপেক্ষা, মূলতানের উত্তাপ ও ধূলিক্ষণ্ড (dust storm) অধিকতর অসহনীয়। নগরটী নদীর তীরে রমণীয় স্থানে অবস্থিত বলিয়া রেশমজাত পণ্যাদি এবং গালিচার ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ উপযোগী। অদূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রোতস্থিনী বর্তমান থাকায় এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে গম, নীল এবং কার্পাস জন্মিয়া থাকে।^২ হিমালয়ের দক্ষিণ পাদদেশস্থ নিম্নভূমি সময়ে সময়ে বৃষ্টির ভলে প্রাবিত হয়। কিন্তু

১। সিন্ধু নদের প্রধান শাখা এবং সাজুকের (Shajuk) মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ পতিত ভূমিখণ্ডে শালের উপযোগী অতি উৎকৃষ্ট শাল-পশম প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। শতদ্রু নদীর উপত্যকা হইতে লুধিয়ানা ও দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে ১০০,০০০ টাকা, অথবা ১০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের একরূপ পশম উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে (১৮৪৪ সালের বঙ্গদেশীয় 'এসিয়াটিক সোসাইটীর' সমাচার পত্র, ২১০ পৃঃ—'Journal, Asiatic Society of Bengal' for 1844. p. 21.)। মুরক্রফ্ট গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, একমাত্র কান্দীরেই প্রায় ৭৫,০০০ পাউণ্ড মূল্যের পশম আমদানী হইয়াছে। (ভ্রমণ বৃত্তান্ত, দ্বিতীয় ভাগ, ১০৫ পৃঃ—'Travels', ii p. 115)। এইরূপে শতদ্রুর প্রান্তবর্তী দেশসমূহে শাল-পশমের ব্যবসায় সমগ্র দেশব্যাপী ব্যবসায়ের ন্যূনতম দশমাংশ মাত্র। মুরক্রফ্ট তিব্বত দেশের যব ও গমের চাষের প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বদিয়াছেন যে, তিনি তিব্বত দেশে যব শস্তের যে উৎকৃষ্ট জমি দেখিয়াছিলেন, সেগুলি অতুলনীয় শস্তক্ষেত্রে বুজাপি তাহার নমনপথে পতিত হয় নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, একজন ইংরেজ কৃষক বহুদূর ভ্রমণ করিয়াও একরূপ নমনতৃণাকর যব-গম-ক্ষেত্র কোথাও দেখিতে পারি কিনা সম্বন্ধহীন। ('Travels', 209, 280;—'ভ্রমণ বৃত্তান্ত', ২৬৯, ২৮০ পৃঃ।)

তিব্বতের উত্তরবর্তী অমর্যব ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রান্তর ও উপত্যকা এবং বালুকারাশির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়; কিন্তু ইহা সমূহে যে ব্যবসায়োপযোগী কাঁচা সোহাগা পাওয়া যায়, তাহার মূল্য, বহুমূল্য ধাতু অপেক্ষাও অত্যন্ত অধিক।

ইরানখন্দে 'চরস' নামে এক অত্যুৎকৃষ্ট মাদক দ্রব্য পাওয়া যায়; ভারতবর্ষে ইহার প্রচুর কাটতি। তখন অহিফেন হিমালয়ের পর পার্শ্বেও রপ্তানি হইত, এবং হিন্দু ও চীন দেশীয় ব্যবসায়িগণ এই দুই বিষতুল্য পণ্যের পরস্পর বিনিময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করিত।

তিব্বতের মধ্য দিগা কান্দীর এবং কাবুল পর্যন্ত, চা-ব্যবসায় প্রচলিত ছিল; তখন ভ্রাতৃত্ব স্থানেই ইহার উপযোগিতা উপলব্ধি হইত। আটপাউণ্ড ওজনের 'চার' ব্লক (block) গুণামুসারে ১২ ও ১৬ শিলিং হইতে ৩৬ ও ৪৮ শিলিং মূল্য বিক্রীত হইত (Moorcroft 'Travels', 350 and 351।—মুরক্রফ্টের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, ৩৫০ ও ৩৫১ পৃঃ।)

২। মূলতানের 'গম' শীতশস্ত্র; ইহার শস্ত (শ'স) দীর্ঘ ও গুরুভার। এই শস্ত রাজপুতানার এবং ব্রিটিশ অধিকারের সময় হইতে সিন্ধুদেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইত। মূলতানের শিল্পজাত কার্পেটের বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতস্বতঃ ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক নহে। রেশমজাত দ্রব্যাদির মূল্য কার্পেটের পাঁচগুণ অধিক; অথবা, ভাওরালপুরের শিল্পজাত দ্রব্যাদির মূল্য সমস্ত সর্বস্বত্ব ৪০০,০০০ চারি লক্ষ টাকা। কিন্তু সিন্ধুদেশের একটা রাজবংশ বিতাড়িত হওয়ার সময় হইতে, শিল্পজাত বস্ত্রাদির আমদানী যে প্রচুর পরিমাণে কমিয়াছে—তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। বঙ্গদেশজাত রেশম অপেক্ষা শস্ত, উজ্জ্বল এবং চাকচিক্যশালী বলিয়া, তৎপরিবর্তে আজকাল, বোখারার উর্গা-তন্তু (অপরিস্কৃত রেশম) ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দুয়ারাবৃত্ত প্রদেশ-সমূহে প্রায়শঃই বৃষ্টি হইতে দেখা যায় না, এবং মূলতান ও সিঙ্ক-নদের ভীরবর্তী স্থান সমূহে ইহাব কর্তোরতা আদৌ অল্পভূত হয় না। মধ্যপঞ্জাব বন-জঙ্গলাবৃত্ত, কিংবা পশ্চিমাঞ্চল-যোগ্য অল্পবর প্রান্তর-সমৃদ্ধ। বহু সংখ্যক নদনদীর প্রাচুর্য-হেতু এই প্রদেশটা মরুভূমিতে পরিণত হয় নাই; কিন্তু অনাট্রি এবং গ্রীষ্ম-ভিশ্য বিধায় স্থানটি হিংস্র জন্তুর বাসের অল্পযোগ্য, এবং গো-মেঘাদি গৃহ-পালিত গণ এই দেশেব মুখ্য সম্পদ। পর্বতমাল-সমৃদ্ধ সীমান্ত বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রেব ম্যে দিয়া সিঙ্কনদ এবং শাখানদীসমূহ প্রবহমান থাকায়, এ প্রদেশটা ভারতের অগ্রাঙ্গ স্থান অপেক্ষা অধিকতর উর্বর। জনাকীর্ণ সহরগুলি কার্পাস, বেশম ও পশম বয়নকারী হুনিপুণ শিল্পিগণে পবিপূর্ণ; এই প্রদেশে চর্ম, পশম এবং লৌহব্যবসায়ী বহুসংখ্যক হৃদক ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর উপবিভাগের ততি সন্নি-কটেই জল দৃষ্ট হয়, জল-সেচন প্রভৃতি কার্যে সাধারণতঃ পানস্র-দেশীয় যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখানে প্রচুর পরিমাণে শর্করা জন্মে। আখ্যাবার্ডের মধ্যে জমৃতসহরই ব্যবসা-নাগিজ্যের প্রধান কেন্দ্রস্থল; এখানকার সড়দাগরগণ এই মূল্যবান পণ্যদ্রব্যের বতকাংশ কাবুল ও সিন্ধুদেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করে।^৩ কাম্বীবের শিল্পীগণ, এবং তজ্যতা উপত্যকার কুম্ম, জাক্রাণ, প্রভৃতি বিবিধ পণ্য দ্রব্য সর্বত্রই প্রসিদ্ধ, কাম্বীরের শাল, দেশ-বিখ্যাত এবং উল্লেখযোগ্য।^৪ আটক ও পেশোয়ারের সমতল ক্ষেত্রে গড়ার ওভৃতি আদৌ

বিলাতী বস্ত্রাদির এবং বয়নোপযোগী কার্পাস হুত্রেব ব্যবহার (ন্যূনাধিক পরিমাণে) ভারতের সর্বত্রই প্রচলিত হইয়াছে; কিন্তু কেবলমাত্র পৃথিবীর ধনী ব্যক্তিরাই এই সমস্ত বিদেশী দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। ভাওয়ালপুরের তত্ত্বাবরণ কেবলমাত্র আঠার 'টন' কাপাস হুত্রেব কাপড় প্রস্তুত করে, কিন্তু সেই জেলায় অন্ততঃ তিনশত 'টন' পরিকৃত কাপাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। তজ্যতা অধিবাসিগণ কতক পরিমাণে ঐ কাপাস সঞ্চয় করিয়া রাখে, এবং অবশিষ্টগুলি বিক্রয়ার্থ রাজপুতানার প্রেরণ করে।

পঞ্জাবের নিয়ভুমিসমূহ এবং ভাওয়ালপুরে যথাক্রমে ৭৫০ এবং ১৫০ 'টন' নীল জন্মে। তজ্যতা হানে প্রতি পাউণ্ডের মূল্য ৯ হইতে ১৮ পেন্স মাত্র। উহা প্রধানতঃ খোরাসানেই অধিক পরিমাণে রপ্তানি হয়; হয় ত, ভারতজাত নীল কতক পরিমাণে পারস্ত উপসাগরের পথে ঐ দেশে প্রেরিত হয় বলিয়া, তজ্যতা স্থানসমূহে নীলের ব্যবসায় অনেকটা হ্রাস হইয়াছে। শিখজাতি এবং সিঙ্কনদের পার্শ্ববর্তী মুসলমানগণ নীলবর্ণের পোষাক পরিচ্ছন্ন বিশেষ পছন্দ করে বলিয়া, ঐ অঞ্চলে নীলের ব্যবসায় প্রচলিত হইয়া থাকিলে।

৩। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাব প্রদেশের আমদানী-রপ্তানী জব্বাদির ও আবগারীর শুক সর্বগুজ ২৪০,০০০ কি ২৫০,০০০ পাউণ্ড আদায় হয়। এই শুকের পরিমাণ রপ্তানি সংহের সমগ্র আয়ের অর্ধাৎ ৩,২৫০,০০০ পাউণ্ডের জরোদপাংশ।

৪। সি: মুরক্কট (Travel, II. 184, —জন্ম বৃত্তান্ত, দ্বিতীয় খণ্ড পৃ: ১৯৫) গণনা করিয়া দ্বির করিয়াছেন যে, কাম্বীরজাত শালের বাৎসরিক মূল্য ৩,০০,০০০ পাউণ্ড; কেবল মাত্র অপরিপূর্ণ বস্তুর মূল্যই যদি ৭৫,০০০ পাউণ্ড হয়, তাহার তুলনায় শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যের পরিমাণ কম বলিয়া বোধ হইত্রে (Travels, ii. 165, &c), অর্ধাৎ সহস্র অবের এতোকটীর বহনোপযোগী তিন শত পাউণ্ড ওজনের (প্রতি পাউণ্ড অর্ধসের) এতোক পাউণ্ডের মূল্য পাঁচ শিলিং (প্রতি শিলিং একপেন্স বার আনা)।

দেখিতে পাওয়া যায় না। বাবর অভ্যস্ত শিকারপ্রিয় ছিলেন; তাঁহার আগমনের সময় হইতেই এই প্রদেশে হিংস্র জন্তুর প্রভাব লোপ পাইয়াছে। অধুনা সেই সকল স্বদীর্ঘ প্রান্তর-ভূমি ধান, যব, গম, প্রভৃতি বহুমূল্য শস্তক্ষেত্র পরিশোভিত। পর্বতমালা হইতেও বহুবিধ ঔষধ, রক্ত এবং ফল সংগৃহীত হইতেছে। এই সমস্ত অতুল পর্বত পার্শ্বে স্বদীর্ঘ দেবদারু-বন এবং তাম্র-খনি দেখিতে পাওয়া যায়। সৈন্ধব লবণ এবং অপরিষ্কৃত লৌহের বিস্তৃত খনি এই বিশাল পর্বত-মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। সিদ্ধুনদ ও কাশ্মীরের মধ্যবর্তী উপত্যকাগুলি অতি মনোরম এবং স্বাস্থ্যকর; এই জন্তই মনে হয়, আসিয়াখণ্ডে এই প্রদেশ অতুলনীয়; সাময়িক আবহাওয়া ইউরোপীয়দিগের উপযোগী। এখানে বর্ষাকালের কঠোরতা আদৌ অল্পভূত হয় না; বরং তৎপরিবর্তে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের রমণীয় বসন্তবারি প্রাণ মন মোহিত করে।

শিখ অধিকৃত রাজ্যখণ্ডে নানা জাতীয় লোক বাস করিত। তাহাদের ভাষা, বংশ এবং ধর্ম পরস্পর বিভিন্ন ছিল। পুরাকালে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়,—এই দুই জাতিই প্রকৃত সভ্য জাতি বলিয়া অবিহিত হইত। তাহাদের আবাসভূমি—সেই আৰ্য্যাবর্তেব বিস্তৃত প্রান্তর,—দরিয়াস ও আলেকজন্দারের সময় হইতে বাবর এবং নাদের সাঁর সময় পর্য্যন্ত,—সময়ে সময়ে ‘পারসী’ এবং ‘সিদিক’ প্রভৃতি অসভ্য জাতি বর্জক নুষ্ঠিত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই বিভিন্ন আক্রমণকারীর অনেক নিদর্শন এখনও হয়ত দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহাদের মধ্যে আৰ্য্যাবর্তে মুসলমান জাতির প্রাচুর্য্য এবং উত্তর এসিয়া-খণ্ড হইতে ভারতভূমিতে জাঠ জাতির উপনিবেশ স্থাপন,—এই দুইটাই প্রধান উল্লেখযোগ্য। ‘গ্রীক’দিগের ‘গীতি’ (Getae) এবং চীনদেশীয়দিগের ‘ইউইচি’ (Yuechi) প্রভৃতি পৌরাণিক গল্প প্রসঙ্গে ‘জাঠ’ কিম্বা ‘চঙ্গ’বংশসম্ভূত ‘বহুদ’ বংশ-পর্য্যায় আলোচনা করিয়া, চীন কৃষিজীবী ও গ্রীকদিগের সহিত তাহাদের স্বতঃপ্রমাণিত সাদৃশ্য বিচারের আবশ্যক নাই; অথবা রণজংগ সিংহ ‘খাদকিখ’ বংশ-সম্ভূত কিনা,—তাহাও আলোচনা করিতে চাহি না। খৃষ্টীয় ধর্মের প্রথম যুগে আৰ্য্যাবর্তে হিন্দুধর্ম এবং সভ্যতার প্রাবল্য হেতু হিংস্র অসভ্য আক্রমণকারিগণও ক্রমে হ্রাস হইয়াছিল; প্রায় এক শতাব্দীর মধ্যেই ‘জাঠ’ জাতি ব্রাহ্মণদিগের ভাষা এবং ধর্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের শ্রায় আচার-ব্যবহার ও ধর্মাচরণ আরম্ভ করিয়াছিল। সিদ্ধুনদের দক্ষিণ তীরস্থ ‘জাঠ’ অধিবাসিগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে; এবং উত্তর খণ্ডের জাঠজাতি বহুদিন ধরিয়া প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্মের উপাসক ছিল। সম্প্রতি এই শোকেস্ত সম্প্রদায় এক নূতন জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে; এক্ষণে তাহারা ঈশ্বরের স্বরূপ এবং মানবের ঈশ্বর ও সমস্ত প্রচার করিতেছে; এবং বহুদিন হিন্দু ও মুসলমান নরপতির অধীন থাকিয়া এক্ষণে তাহারা এক অসীম প্রবল রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছে।^৫ বোধধর্ম

৫। অভিধান অনুসারে ‘জাঠ’ (Jat) শব্দে একটি ‘জাতি’, ‘বংশ’ অথবা ‘বিশেষ কোন একটি জাতি’ বুঝায়; কিন্তু ‘জাঠ’ (Jui) শব্দে ‘রীতি’, ‘জাতি’ এবং ‘কৃত্রিম কেশভঙ্গ’ বুঝা যায়। সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশে ইহার অর্থ ‘ভেড়ার লোম’ অথবা কেশরাশি। সিদ্ধু দেশের উত্তরাংশে ‘জাঠ’ (Jui) শব্দে অধুনা, উট্ট ও গো-সহিবাধি পালনকারী’ অথবা ‘মেঘ-পালক’ বুঝিতে হইবে; এ অঞ্চলের কৃষকজ্ঞেয় এই

লোপের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা,—সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে ; তাহাতে জনসাধারণের ভাষাও কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়াছে। মহম্মদের নতন ধর্মমত প্রচারিত হওয়ায় সমগ্র ভারতীয় সমাজ-বন্ধনও ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ভিন্নজাতীয় সমাজ বিজেতৃবৃন্দের নব-প্রচারিত ধর্মমত অপেক্ষা তাহাদের অসহ্যবাহারে, পরাজিত জাতি অধিকতর ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। এখনও ‘জাঠ’ এবং অন্যান্য জাতির মধ্যে, প্রজাপীড়কগণ ‘তুর্ক’ নামে অভিহিত হয় ; ‘তুর্ক’ এবং ‘পীড়নকারী’—একই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। গবিত রাজপুতজাতি কেবল-মাত্র মুসলমানদিগের নিকট বশতা স্বীকার করিয়াই নিষ্কৃতি লাভ করে নাই। তাহারা দাসত্বের স্বত্বচিহ্ন স্বরূপ তুরস্ক-দেশীয় মূত্রার অপর নাম—রাজকরদ্যোতক ‘তুর্কান’ (অথবা তুর্কদেশীয় মূত্রা) শব্দ আপন জাতীয় ভাবায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

জাতির অন্তর্গত নহে। পঞ্জাবে ‘জাঠ’ (Jut) বলিলে এখনও সাধারণতঃ ‘গ্রামবাসী’ অসভ্য বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য ব্যবসায়ী ও শিল্পীগণ ইহাতে তাহাদের রীতি-প্রকৃতি স্বতন্ত্র ; তাহাদের সংখ্যাও অত্যন্ত অধিক। প্রায় দুই শতাব্দী পূর্বে ‘দেবীস্থান’ রচয়িতা এই কথা বলিয়া গিয়াছেন (Dabistan, ii. 212—দেবীস্থান, দ্বিতীয় খণ্ড, ২১২ পৃঃ)। কিন্তু লাহোরের ‘জাঠ’ জাতি (Jut) এবং যমুনার পার্শ্ববর্তী ‘জ্যাঠ’ (Jat) সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ার, এই শব্দের ব্যবহার সীমাবদ্ধ হইয়াছে ; এক্ষণে সচরাচর এই শব্দে উহার কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়কেই বুঝায়। ‘জাঠ’গণ এক দিকে রাজপুতদিগের সহিত এবং অন্তর্দিকে আফগানদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ‘জাঠ’ জাতির শাখা-সম্প্রদায়গুলি পূর্ব অঞ্চলের ‘রাজপুত’ এবং পশ্চিমাঞ্চলে ‘আফগান’ ও ‘বেলুচি’ বলিয়াই অভিহিত হয়। অন্যান্য অসভ্য জাতির বংশাবলী আলোচনা করিলে নিম্নলিখিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, তাহারাও ‘আফগান’ কিংবা ‘রাজপুত’ অথবা ‘জাঠ’ জাতির অন্তর্ভুক্ত। এই ‘জাঠ’ বংশ রাজপুতানার ছত্রিশটি বিভিন্ন খেচ্চাচারী-রাজবংশের মধ্যে একটি এবং পরাক্রান্ত রাজবংশ ;—অনেক ইতিহাস-লেখক এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন (Tod's Rajasthan, 1. 106 ;—টডের ‘রাজস্থান’ প্রথম খণ্ড, ১০৬ পৃঃ) ; অধিকন্তু এই ‘জাঠ’ জাতি ‘চন্দ্রবংশসম্ভূত’ এবং ‘ভুটিয়া’দিগের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। পাতিয়ালার মহারাজও এইরূপ পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। ভারতবাসী নানা সম্প্রদায়ের অসংখ্য অধিবাসীগণ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি সঙ্কীর্ণ ; ইহার প্রমাণ এই যে, টড সাহেব ‘বার্ক’ (অথবা ‘ভীরক্’—Virks) নামক বিখ্যাত জাতিকে, ‘চালুক্য’ বংশীয় জাঠ জাতির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন (i, 100,—প্রথম খণ্ড, ১০০ পৃঃ)। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ‘কুক্যার’ এবং ‘কাকুর’ সম্প্রদায়ের জাঠ এবং ‘কুক্যার-কোকুর’ ও ‘কাকুর’ নামক আফগান জাতিও এই বংশসম্ভূত ; কিন্তু ‘গুক্যার’ জাতি এই তিন জাতির অন্তর্ভুক্ত নহে। উমার কোটের রাজপরিবার ‘প্রায়’ বা ‘শক্তি’ বংশ সম্ভূত (Rajasthan 1. 92. 93,—‘রাজস্থান’ প্রথম খণ্ড, ৯২, ৯৩ পৃঃ) ; কিন্তু হুমায়ূনের জীবনীলেখক, প্রায়ের রাজ ও তাহার অনুচরবর্গকে ‘জাঠ’ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন (Memoirs of Humayoon P. 45)। ভৌগোলিক সমিতির সমাচারপত্র-সম্পাদকগণ (Editor of the Journal of the Geographical Society, XIV, 207, note) বলেন,—প্রাচীন ও আদিম-সংস্কৃত শব্দ ‘জিরেস্তা’ শব্দ হইতে ‘জাঠ’ (Jut) শব্দ নিস্পন্ন, এবং ইহাতে ‘আদিম অধিবাসী’ বুঝায়। এইরূপ শব্দ-সাধনে সম্ভাব্যতঃ ‘গীতি’ এবং ‘ইউইচি’দিগের উপনিবেশ স্থাপন সম্বন্ধে প্রমাণিত বিষয়েও বিবাস স্থাপন করিতে প্রযুক্তি হয় না ; মধ্য এশিয়ার ‘জৈট্টা’ (Jettahs) জাতির সহিত তৈমুরলঙ্গের যুদ্ধাধি-বিষয়ে যে ঘটনাবলী বর্ণিত হইয়াছে,—তাহাও অস্বীকৃত প্রতীয়মান হয়।

‘জাঠ’দিগের কতকগুলি এসিদ্ধ শাখা পঞ্জাবে সিদ্ধ, দীন, ড্রাইচ, চাখে, সিধু, কুড়িয়াল ও গগাল প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়।

নুদাক এবং ক্ষুদ্র ভিকত নামক সিদ্ধনদের উচ্চতর উপত্যকা ভূমিখণ্ডে ‘ভুটি’ বংশই প্রধান এবং আদিম অধিবাসী। ইহারা প্রবল পরাক্রান্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ‘তাতার’ জাতির শাখা বিশেষ। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই সিদ্ধনদের অধঃপ্রদেশে অথবা গিলগিট ও চুলাস নামক স্থানে, ‘দার্দুশ’ (Durdoos) এবং ‘দাংঘারস’ (Dunghers) নামক ভিন্ন ভিন্ন জাতির ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান রহিয়াছে। ইসকারডো এবং গিলগিট উভয় স্থানেই এক মিশ্রিত জাতি দেখিতে পাওয়া যায়; তাহারা ‘পামের’ এবং ‘কাশকর’ প্রভৃতি বহুপ্রদেশস্থ অসভ্য ‘টুর্কম্যান’ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। কাশ্মীরের অধিবাসিগণ সময়ে সময়ে উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম হইতে প্রত্যাগত ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের ভাষা হিন্দুস্থানী; এবং তাহারা মুসলমান-ধর্মাবলম্বী। ‘তাতার’ জাতির সহিত নিকট সম্বন্ধ হেতু আদিম ‘কুশ’ অথবা ‘কচ’ জাতির আচার-ব্যবহারে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। কাশ্মীর হইতে সিদ্ধনদের পশ্চিম দিকস্থ পার্বত্য প্রদেশে ‘কাঙ্কা’ এবং ‘বুধা’ জাতি বাস করে; তাহাদের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। সিদ্ধুর নিকটবর্তী স্থান সমূহে ‘ইউসফজাই’ (Eusofzaees) এবং অগ্রাগ্র বহুসংখ্যক আকগান জাতি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন অগ্রাগ্র নির্জন উপত্যকাসমূহেও বহুসংখ্যক ‘গুজার’ জাতি বসবাস করে। এই ‘গুজার’ জাতির ঐতিহাসিক তথ্য এখনও নির্ণীত হয় নাই; ইহারা আরব দেশীয় ‘সৈয়দ’দিগের অথবা ‘আকগান’ এবং ‘টুর্কমান’ জাতীয় রাজ্যদিগের প্রজা বিশেষ।

কাশ্মীরের দক্ষিণ বিস্তৃত নদীর পশ্চিম হইতে সিদ্ধুতীরস্থ আটক ও কালবাগ পর্য্যন্ত পার্বত্য প্রদেশে ‘গুজার’, ‘গুজের’, ‘খাটির’, ‘আওয়ান’ এবং ‘জাঙ্কু’ প্রভৃতি বহু জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্প্রদায়-সমষ্টি সময়ে সময়ে হিন্দুজাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাদের ভাষা, ভাব ও প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে আবার ‘জুঙ্কু’—প্রধানতঃ গুজার জাতি, তদ্রূপ স্থানে বিশেষ সম্বলশালী। পেশোয়ার এবং তৎপার্শ্ববর্তী চতুর্দিকস্থ পার্বত্য প্রদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আকগান জাতি বাস করে; ইহাদের মধ্যে উত্তর ও পশ্চিম প্রদেশস্থ ‘ইউসফজাই’ ও ‘মুমাগণ’, মধ্যপ্রদেশস্থ ‘কুলিল’ ও অপরূপ সম্প্রদায়, এবং দক্ষিণ ও পূর্বদেশস্থ ‘আফ্রিদি’ ‘খুটুক’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কোহাটের দক্ষিণবর্তী পর্বত সমূহে এবং টাণ্ড ও বামুপ্রদেশে অবিমিশ্র অসংখ্য আকগান জাতি বাস করে; পশুপালক ‘ভুজিরি’ প্রভৃতি তন্মধ্যে প্রধান। এই প্রদেশে আর এক শ্রেণীর কৃষক জাতি দেখিতে পাওয়া যায়; তাহারা এই আকগান জাতির বংশধর বলিয়া পরিচিত। বস্তুতঃ সিদ্ধু নদের উত্তর পার্শ্বস্থিত পর্বত-মালায় এক একটা উপত্যকায় এক একটা স্বতন্ত্র জাতি বাস করে; তাহাদের কার্যকলাপ, ভাষা, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার—সকলই পরস্পর বিভিন্ন। সাধারণতঃ দেখা যায়, পূর্ববর্ণিত নিম্নোক্ত আদিম ‘দার্দু’ জাতি, একদিকে আকগান ও অত্রদিকে টুর্কমান কতৃক প্রায়শঃই উৎপীড়িত হইত।

কালাবাগের দক্ষিণ সিদ্ধুদের উভয় পার্শ্বস্থ স্থানসমূহে এবং মূলতানের চতুর্দিকস্থ অধিবাসী, কতক ‘বেলচ’ এবং কতক ‘জ্যাঠ’ সম্প্রদায়ভুক্ত ; ইহারা আবার ‘উরোরা’ এবং ‘রায়েন’ জাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। ‘হুলামান’ পর্বতশ্রেণীর নিকট স্থানসমূহে ‘প্রাকগান’ জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। সিদ্ধুদেশ এবং শতঙ্গর মধ্যবর্তী পতিত ক্ষেত্র সমূহে ‘জুন’, ‘ভুটিন’, ‘শিয়াল’, ‘কুরুল’, এবং ‘কাথি’ প্রভৃতি বহু সংখ্যক বিভিন্ন জাতীয় অধিবাসিগণ বাস করে ; পশুপালন এবং দহ্ম্য-বৃত্তি ইহাদের প্রধান ব্যবসায়। এই জাতিসমষ্ট, এবং শতঙ্গ ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্তী কাশ্মীরের দক্ষিণস্থ স্থানসমূহের ‘চিব’ ও ‘বুহাও’ জাতি এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসী। বিজেতা হিন্দু ও মুসলমানদিগের বশতা স্বীকার করিলেও ইহাদের আচার-পদ্ধতির কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। চন্দ্রবংশসমুদয় বসিয়া গর্বাদিত ‘ভুটিজাতি’ এবং আরও দুই একটি জাতিকে প্রাচীনকালের বিজ্ঞেত্বন্দ অথবা ঔপনিবেশিকগণের মধ্যে গণনা করা বাইতে পারে ; পরে ইহারা অধিকতর ক্ষমতাশালী কোন-না-কোন জাতির বশতা স্বীকার করিয়াছে। বস্তুত, এক সময়ে ‘ভুটি’ বা ‘ভাটা’ জাতি যে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমভাগে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল, - তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এই জাতি এক্ষণে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে ; কিন্তু যশদ্বীরের বালুকাকীর্ণ প্রান্তর সমূহে এখনও ইহাদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। শতঙ্গর পর্বতবর্তী ‘পাকপট্টনের’ চতুর্দিকে ‘উটু’ এবং ‘যোহিয়া’ সম্প্রদায়ের রাজপুতজাতির^৬ বাসস্থান। শতঙ্গর অধঃপ্রদেশসমূহে ‘লুঙ্গা’ জাতীয় কতকগুলি অধিবাসী দেখিতে পাওয়া যায় ; ইহারা এক সময়ে মূলতান এবং ‘উজ্জ’ প্রদেশে রাজত্ব করিত।

কাশ্মীর এবং শতঙ্গর মধ্যবর্তী পার্বত্য প্রদেশগুলি রাজপুতদিগের অধিকৃত। মুসলমান আক্রমণের সময় হইতে রণকুশল ভারতবাসিগণ একদিকে রাজপুতনায় ও বৃন্দেলখণ্ডের পর্বত সমূহে এবং অন্যদিকে হিমালয় গহবরে বিতাড়িত হইয়াছে। জাম্বু চতুর্দিকস্থ স্থান সমূহে এবং পূর্বদিকে গঙ্গা ও যমুনা পর্যন্ত বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রের লোকসংখ্যার অধিকাংশই এক প্রকার মিশ্রিত জাতি ; ইহারা ‘ডোগ্রা’ নামে অভিহিত ও রাজপুত বংশ বলিয়া গর্বিত। এখানে আরও কতকগুলি মিশ্রিত জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য ‘গাথি’ নামক জাতি ক্ষত্রিয় বলিয়া এবং ‘কোলি’ জাতি আদিম অধিবাসী বলিয়া পরিচিত। মধ্যভারতের অসত্য পার্বত্য জাতির সহিত ইহাদের

৬। টড বলেন,—এই ‘যোহিয়া’ বংশ এক্ষণে লোপ পাইয়াছে (Rajasthan, 1. 118—রাজস্থান, প্রথম খণ্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা)। সুত্তর এবং ভাওয়ারলপুরের মধ্যবর্তী শতঙ্গর উত্তর তীরস্থ স্থান সমূহে ঐরব্যাপাশী কুবিজীবি জোহিয়াগণ এখনও বাস করিতেছে ; কিন্তু অধুনা তাহারা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। টড উল্লিখিত ‘ডহিয়া’ (I, P114.) জাতি শতঙ্গর নিম্নতর ভূমিসমূহের অধিবাসী। ইহারা মুসলমান ও কুবিজীবি ; ইহারা ভক্ত্য হানে ‘ডেহে’ বা ‘ডাহোর’ এবং ‘ডাহার’ নামে অভিহিত হয়। ইহারা এবং অন্যান্য কতকগুলি জাতি কতকাংশে রাঠোরবংশীয় রাজপুতদিগের এবং কতকাংশে ‘বেলোচি’ বংশের বশতা স্বীকার করিয়াছে।

আচার পদ্ধতি, এমন কি ভাষারও বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তুবারাচ্ছয় স্থান সমূহে ‘ভুটি’ নামক এক মিশ্রিত জাতি বাস করে; কান্দহারের নিকটবর্তী স্থানে ও সহরগুলিতে, তদ্রূপে উপত্যকায় অত্র প্রকার মিশ্রিত জাতি দেখিতে পাওয়া যায়।

বিতস্তা (Jhelum) হইতে হান্দি, হিসার ও পাণিপথ পর্যন্ত বিস্তৃত প্রান্তর-সমূহের কেন্দ্রস্থলে এবং খুশাব ও প্রাচীন দিপালপুরের উত্তরদিকবর্তী সমতলক্ষেত্রে ‘জাঠ’ অধিবাসীই প্রধান। কিন্তু লাহোর ও অমৃতসরের চতুর্দিকে, গুজরাট হইতে শতদ্রুর উত্তর, এবং দক্ষিণদিকস্থ ভাতিন্দা নগর ও সুনাম পর্যন্ত শিখ-রাজ্য বিস্তৃত। পূর্বোক্ত অংশটা ‘মাঞ্চা’ অথবা মধ্যদেশ নামে এবং অপরটা মালয় নামে অভিহিত। মধ্য-ভারতের মালব দেশের সহিত উর্বরতা ও সজীবতার কল্পিত সাদৃশ্য হেতু, ইহা ‘মালব’ নামে প্রসিদ্ধ। দক্ষিণ এবং পশ্চিমের ‘ভুটি’ ও ‘ডোবার’ এবং পূর্বদিকের ‘রায়েন’, ‘রড’ এবং অত্রাণ জাতীয় বহুসংখ্যক অধিবাসী পরস্পর মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। ‘গুজার’ এবং ‘ভুটি’ ভিন্ন অত্রাণ রাজপুত জাতি সর্বত্রই বহুল পরিমাণে বর্তমান রহিয়াছে। কোনও কোনও নগর ও গ্রামে ‘পাঠান’ নামক অপর এক সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠানদিগের মধ্যে ‘কুস্তুর’ নামক স্থানের অসংখ্য অধিবাসিগণ বহুকাল পর্যন্ত অসীম ক্ষমতাশালী ছিল, এবং রাহণের রাজপুতগণ তদ্রূপ স্থানে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই মধ্য প্রদেশস্থ সমগ্র কৃষিজীবী অধিবাসিগণকে সমান দশ ভাগে বিভক্ত করিলে দেখা যায় যে, ‘জাঠ’গণের সংখ্যাই সেই ভাগ-সমষ্টির চারি ভাগেরও অধিক; গুজারদিগের সংখ্যা একভাগ; নূনাত্মক অবিমিশ্র রাজপুতদিগের সংখ্যা—এই দশ ভাগের দুই ভাগ মাত্র। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন-স্থান-প্রত্যাগত মুসলমান-দিগের সংখ্যা এক ভাগেরও কম। বস্তুত সমগ্র লোক সমষ্টির তৃতীয়াংশ অধিবাসী, মুসলমান ধর্মাবলম্বী বলিয়া অনুমিত হয়।^৭

৭। শতদ্রু এবং যমুনার মধ্যবর্তী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ১০৩০ খানি গ্রামসমষ্টিতে সর্বশুদ্ধ ৪১টি বিভিন্ন জেলীর কৃষিজীবী সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানগুলি ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদিগের কর্তৃত্বাধীনে ছিল। বিভিন্ন কৃষিজীবী সম্প্রদায় নিম্নলিখিত অনুপাত অনুসারে বিভিন্ন গ্রামসমূহে বাস করিত। যেখানে কোন এক সম্প্রদায় সমগ্র গ্রাম্য সম্প্রদায়ের এক অংশরূপে গৃহীত হয়, সেই ভগ্নাংশ সমূহও এই তালিকাভুক্ত হইল।

জাতি বা বংশ			গ্রাম সমষ্টি।
জাঠ	৪৪১
রাজপুত	১২৪
গুজার	১০২
গৈয়দ	১৭
শেখ	২৫
পাঠান	৪৮
মোগল	৫

অধিকন্তু প্রান্তি নগর ও প্রান্তি সহরে ধর্মপ্রচারক, সৈনিক, ব্যবসায়ী অথবা কারিকর সম্প্রদায় বাস করিত; এইরূপ প্রাদেশিক রাজধানীর সমগ্র বিভাগ-সমূহে পবিত্র ব্রাহ্মণ^৮

ব্রাহ্মণ	২৮
ক্ষত্রিয়	৬
রায়েন (অথবা আরায়েন)	৪৭
কুশো	১৯
মালি	১২
রড	৩৩
ডোবার (মুসলমান কিন্তু ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়)	২৮
কুলাল	৫
গোসাঞি ধর্ম প্রচারকগণ	৩
বৈরাগী	২
অস্তান্ত ২৪ শ্রেণীর বিভিন্ন সম্প্রদায়			
৪৬ খানি গ্রামে বাস করে।	৪৬

মোট ১০০০

এখনও ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসমূহ, আপনাপন বাসস্থান, বংশ এবং ধর্ম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হয় নাই; সমগ্র দেশের ইতিহাস সহজভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, এরূপ শ্রেণীবিভাগ সর্বতোভাবে প্রয়োজনীয়। গঙ্গার তীরবর্তী স্থানসমূহের রাজস্ব-জরিপের তালিকায় কতকগুলি বংশের বিষয় উল্লিখিত আছে; উহাতে অন্ততঃ প্রত্যেক গ্রামের প্রবল জাতিগুলির বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই তালিকা সংশোধিত এবং পরিবর্ধিত হইয়া অনুসন্ধানের এবং পুনরায় সংশোধনের জগৎ মুজিত হইয়াছিল।

পঞ্জাব এবং তম্বিকটবর্তী স্থানসমূহের শিখদিগের সংখ্যা সর্বশুদ্ধ ৫০০,০০০ নিরূপিত হইয়াছে। (Compare Burnes, Travels, i. 289. and Elphinstone, History of India, i, 295, note); কিন্তু এরূপ গণনায় ইহাদের সংখ্যা, নিরূপিত সংখ্যার তৃতীয়াংশ কি অর্ধেকাংশের কম বলিয়া অনুমিত হয়। এ সম্বন্ধে কোন সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না; সুতরাং সে বিষয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ করাও উচিত নহে। তবে শিখ সৈনিকগণের সংখ্যা কখনও ৭০,০০০ এর কম দেখা যায় নাই; সময়ে সময়ে তাহাদের সংখ্যা আড়াই লক্ষেরও অধিক বলিয়া বর্ণিত আছে। পরন্তু চল্লিশাগা ঘম্নার মধ্যবর্তী শিখ-সম্প্রদায় যে স্বধর্মাবলম্বী লোকসমূহের পূর্বোক্ত সংখ্যার অর্ধেক পরিমাণ লোক সংগ্রহ ও একত্রিত করিতে পারিত,—তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে কুখিজীবী শিখ জাতির কোন কোন সম্প্রদায় যে আদৌ অস্ত্রগ্রহণ করিত না, এবং অস্ত্রাস্ত্র পরিবারের অন্ততঃ একজন বয়সপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে জন্মি-জমা চাষ-আবাদের জন্ত যুদ্ধে বাইত না,—তাহা নিশ্চিত। এই হেতু সমগ্র শিখ জাতির লোক সংখ্যা,—স্ত্রীপুরুষ এবং পুত্র-কন্যা সহিত সর্বশুদ্ধ ১২ লক্ষ ৫০ হাজার কিবা ১৫ লক্ষ বলিয়া অনুমিত হয়।

সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমানের আনুপাতিক সংখ্যা সম্বন্ধে সাধারণতঃ অনেক মতবৈধ দৃষ্ট হয়। বাদশাহ জাহাঙ্গীর বলেন, (Memoirs, P 29,) হিন্দু ও মুসলমানের আনুপাতিক সংখ্যা ষষ্ঠাংশে ৫ ও ১; কিন্তু গঙ্গার উপত্যকার আধিবাসিগণের বর্তমান আনুপাতিক সংখ্যা অপেক্ষা ইহা অনেক পরিমাণে ভিন্ন। এলফিনষ্টোনের (History of India, ii, 238 and notes) মতে, সমগ্র দেশের লোক সংখ্যার পরস্পর আপেক্ষিক অনুপাত ষষ্ঠাংশে ৮ ও ১ মাত্র।

৮। পঞ্জাব ও গঙ্গার তীরবর্তী স্থান সমূহের ব্রাহ্মণগণ, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ন্যায় পণ্ডিত না হইলেও, সাধারণতঃ 'মিশ্র', 'মিত্র' অথবা 'মিথরা' নামে অভিহিত। এইরূপ কিংবদন্তী আছে এবং বহুদর্শী

অথবা প্রকৃত সৈয়দ বংশ, আকগান অথবা বুন্দেলা সৈন্যগণ, ক্ষত্রিয়, উরোরা এবং বাণিজ্য-ব্যবসায়ী বেণিয়াগণ, কান্দীয়ের বহুশিল্পীগণ, অথবা হিন্দুস্থানের যন্ত্রবিদ্যাবিশারদগণ এবং হীন জাতীয় বহুসংখ্যক নীচ ব্যবসায়ীগণ বসতি স্থাপন করিয়াছিল। এই সমস্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কোন সম্প্রদায়ই বিশেষ ক্ষমতাসালী কিংবা একতান্ত্রিক আদর্শ হয় নাই; ইহাদের সংখ্যাও এত অধিক ছিল না যে, পারিপার্শ্বিক অসভ্য জাতির উপর প্রভাব করিতে পারে। কিন্তু জাতিদিগের অবনতির পর, ক্ষত্রিয়গণই এই প্রদেশে বিশেষ ক্ষমতাসালী এবং অধ্যবসায়শীল বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।^২

ইতিহাসজ্ঞ অনেক ভারতবাসী অনুমান করেন যে, পুরাকালে মুসলমান আক্রমণকারিগণ এদেশে এই উপাধি প্রথম প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে সম্ভবতঃ বুঝা যায়, একেখরবাদী প্রতিমাভঙ্গকারিগণ, ব্রাহ্মণগণকে হর্যোগ্যপাসক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন।

২। পঞ্জাবের ক্ষত্রিয়গণ বংশমর্যাদা এবং জাতীয় পবিত্রতা এখনও রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এইরূপ গণ প্রচলিত আছে,—যে বোদ্ধ-জাতি পরশুরামকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছিল, ইহার তাঁহাদেরই বংশধর। পঞ্জাবের উত্তর ভাগ এবং দিল্লী ও হরিদ্বারের পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে ইহাদের সংখ্যা অনেক অধিক। কান্দী এবং পাটনা পর্যন্ত গঙ্গাতীরস্থ সহর সমূহে ক্ষত্রিয় জাতির বাস দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বঙ্গদেশে, মধ্যভারতে ও দাক্ষিণাত্যে তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প; এই স্থানসমূহে হর্ব ও চন্দ্রবংশসম্ভূত দুই একটি রাজপরিবার ভিন্ন আর কোন ক্ষত্রিয় জাতি দৃষ্টিগোচর হয় না। পঞ্জাবের মধ্যে প্রাচীন দীপালপুর ক্ষত্রিয়দিগের রাজধানী ছিল। ক্ষত্রিয়গণ প্রধানতঃ চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত;—(১) ‘চার জাতি’ অথবা চারিটি বংশ; (২) ‘বার জাতি’ অথবা বারটি বংশ; এবং (৩) ‘বারান জাতি’ বা বারান্নটি বংশ। (ক) শেঠ, (খ) মারোটা, (গ) ধূন্দা, এবং (ঘ) কাপুর প্রভৃতি চারিটি সম্প্রদায়ের চারি জাতি নামে অভিহিত। ইহাদের মধ্যে আবার প্রথমটি দুইটি এবং অবশিষ্ট তিনটি প্রত্যেক তিন তিনটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। বার জাতির শাখাগুলির মধ্যে চোপরা, চালোয়ার, টুমান, সাইগাল, কুকার, মাইতা প্রভৃতি প্রধান। ‘বারান জাতি’র মধ্যে বুল্কারি, মাইজাও, শেঠি, হরি, সানি, উরাদ, রাসিন, শোদি, বেদি, টিহান এবং বুলি প্রভৃতি কতকগুলি জাত বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

‘উরোরা’ জাতি ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্বানরী বা শূদ্রাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে,—এইরূপ দাবী করিয়া থাকে। দিল্লী হইতে ক্ষত্রিয়গণ বিতাড়িত হইয়া যখন প্রথমতঃ টাট্টা ও সিন্ধুদেশের অন্তান্ত্র প্রদেশে এবং পরিশেষে মূলতানে উপনিবেশ স্থাপন করে, সেই সময়ে ইহারাও বহুল পরিমাণে ‘উচ’ নামক স্থানে বসবাস করিতে থাকে। তাৎকালিক যুদ্ধে ক্ষত্রিয়গণ উরোরাগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করায়, উরোরাগণ সাহায্য করিতে অস্বীকার করে। এই কারণে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়দিগের প্ররোচনায় উরোরাগণের সমস্ত ধর্মকর্ম বন্ধ করিতে বাধ্য হন। এইরূপে উরোরাগণ ৩০০ তিন শত বৎসর কাল সমাজচ্যুত ছিল। তৎপরে দীপালপুরের ‘সিদ্ধভোজা’ ও ‘সিদ্ধ সীয়াস’ ইহাদিগকে পুনরায় হিন্দুসমাজভুক্ত করিয়া লন। শিকারপুরের হিন্দু-কুঠিওয়ালাগণ উরোরা সম্প্রদায়ভুক্ত, এবং বোখারা ও খোরাসানের হিন্দু ব্যবসায়ীগণও এই উরোরা বংশসম্ভূত,—পঞ্জাবীগণ ইহাই অনুমান করেন। উরোরাগণ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; (১) ‘উদ্রাদি’ অথবা উত্তরাংশের অধিবাসী, এবং (২) ‘দক্ষিণী’ অথবা দাক্ষিণাংশের অধিবাসী। এই ‘দক্ষিণী’র আবার ‘হুহানি’ নামে একটি প্রধান শাখা দেখিতে পাওয়া যায়।

নিম্ন পঞ্জাব এবং সিন্ধুনৈলীর সমগ্র হিন্দু ব্যবসায়ীগণ মুসলমান কর্তৃক ‘কেরার’ নামে অভিহিত হয়; উত্তর পঞ্জাবে ‘কেরার’ পক্ষ ‘ভীক’ অথবা ‘নীচ’ ও ‘দুগ্ধিত’ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, মূলতানে এই

গৃহশূন্য ইত্যন্তঃ ভ্রমণকারী অগাধ জাতির মধ্যে ‘চাম্বার’গণের সংখ্যাই অত্যন্ত অধিক, এবং ইহারা সর্বত্র স্থপরিচিত। ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা কর্তব্য। তুরস্ক দেশীয় ‘চিঙ্গানি’, রুশ-জাতীয় ‘টাইজান’ জর্মণীয় ‘জিগুয়েনার’, ইটালির ‘জিয়ারস’, স্পেন দেশীয় ‘নিটানো’ এবং ইংরেজদিগের ‘জিপ্সি’ প্রভৃতি জাতি এবং এই ‘চাম্বারগণ’ একই জাতীয় বলিয়া অনুমিত হয়। দিল্লীর চতুঃপার্শ্ববর্তী অধিবাসীগণ ‘কাজার’ নামে অভিহিত। কুলটা নর্তকী বালিকাগণ পাঞ্জাব প্রদেশে “কাজার” বলিয়া পরিচিত।

এই সমস্ত বিভিন্ন জাতির বংশ এবং ধর্ম বিভিন্ন; নচেৎ, পৃথক দুইটি জাতিকে সাধারণতঃ এক জাতি বলিয়া মনে হইত। লুদাকের অধিবাসীগণ ও অধীনস্থ রাজবংশ ‘লামা’ প্রচারিত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী; অধুনা বৌদ্ধধর্ম মধ্যভারতের সর্বত্রই বহুল পরিমাণে প্রচারিত। কিন্তু ইসকারদোর তিব্বতীয় জাতি, গিলগিটের ‘দাছু’, এবং বন্ধুর পার্বত্য প্রদেশের ‘কাক্কা’ এবং ‘বাহা’ গণ ‘সিয়া’ সম্রাটের মুসলমান। কাশ্মীর, কিস্টোয়ার, ভিম্বর, পাখলি এবং সিন্ধুনদ ও সাতপুরা পর্বত শ্রেণীর পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকবর্তী পর্বত-সমূহে ‘সুরি’ সম্রাটের মুসলমান বাস করে। পেশোয়ার, সিন্ধুনদের দক্ষিণবর্তী নিয়ডুমি, মুলতান এবং পিণ্ডান-খাঁ, চুনিয়ট ও দিপালপুর পর্য্যন্ত উত্তর দেশীয় অধিবাসীগণ মুসলমানধর্মাবলম্বী। কিস্টোয়ার ও ভিম্বারের পূর্বের হিমালয়ের অধিবাসীগণ ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী হিন্দুজাতি। উত্তর দিকে বৌদ্ধমতাবলম্বী কতকগুলি ঔপনিবেশিক এবং উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে কতকগুলি মুসলমান জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। মাফা এবং মালবের অধিকাংশ ‘জাঠি’ অধিবাসী ‘শিখ’ ধর্মাবলম্বী; কিন্তু বিস্তৃত এবং যমুনার মধ্যবর্তী সমগ্র লোকসংখ্যার আত্মমানিক তৃতীয়াংশ নানক ও গোবিন্দ-প্রচারিত নূতন ধর্ম গ্রহণ করে নাই। অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশের কতকগুলি মুসলমান এবং কতকগুলি ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী।

‘লে’ সহর ব্যতীত অগাধ প্রত্যেক সহরে, পেশোয়ার ও কাশ্মীরের অন্তর্গত মুসলমান অধিকৃত জেলার গ্রামসমূহে, এবং মাফা ও মালোয়ার অন্তর্গত শিখ-অধিকৃত জেলা-সমূহের

শব্দ ‘হিন্দু ও ব্যবসায়ী’ প্রভৃতি শব্দের স্থান-ব্যাঞ্জক। মধ্যভারতে ‘কেরার’ নামে এক জাতি বাস করিত; যদিও প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে এই কেরারদিগের একটি ভিন্ন জাতি গঠিত হইয়াছিল, তথাপি সেই সময় মধ্যভারতে ‘কেরার’ শব্দ চলিত কথায় ‘পার্বত্য’ অথবা ‘বস্ত্র’ বুঝাইত। অধ্যাপক উইলসন বলেন, প্রাচীন আদিম ‘কিরাদি’ ও ‘কেরার’,—একই জাতীয়। বস্তুতঃ, হিন্দুদিগের পাঁচটি ‘প্রহর’ অথবা ‘প্রদেশ’-সমূহের মধ্যে ‘কেরার’ অন্ততম। সেই পাঁচটি ‘প্রহর’ যথাক্রমে,—‘চীন প্রহর’, ‘বন প্রহর’, ‘ইন্দ্রপ্রহর’, ‘দাধন প্রহর’ এবং ‘কিরাত প্রহর’ নামে অভিহিত হয়। এই ‘কিরাত প্রহর’কে উজ্জয়িনী এবং উড়িষ্যার অন্তর্বর্তী প্রদেশে বলিয়া ভারতবাসীরা অনুমান করেন। (Compare Wilson, ‘Visnoo Pooran’, p. 175, note for the Keratas of that book) নারবুদার ব্রাহ্মণ্য-মতাবলম্বী গণগণ ‘রাজগণ’ নামে এবং অহিন্দুগণগণ ‘কিরিয়া গণ’ নামে পরিচিত। এই শব্দে ইহাদের অপরিবর্তনীয় শব্দ বুঝা যায়।

গ্রামসমষ্টিতে, প্রচুর পরিমাণে হিন্দুবাসসায়ী ও হিন্দু-দোকানী দৃষ্ট হয়। উত্তরদিকের সহরগুলিতে ক্ষত্রিয় জাতি এবং মূলতানে বহুসংখ্যক ‘উরোরা’ জাতি প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণগণ, মহারাজ্যীয় পণ্ডিতগণের এবং বাক্সালী বাবুদিগের বিজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের অনেকেই সরকারী কর্মচারী ; কিন্তু ক্ষত্রিয় ও উরোরাগণ সামান্য মুহুরী এবং করদাতা কৃষিক্রীবী। কেবলমাত্র মালব দেশে অর্থাৎ তাত্তিক্কা এবং স্থান্যের চতুর্দিকে অবিমিশ্র শিখ জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার লোকসমূহের কি পুরোহিত, কি সৈনিক, কি শিল্পী, কি দোকানী, কি কৃষক, সকলেই শিখ-সম্প্রদায়ভুক্ত,—এইরূপ জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে।

পঞ্জাবে এবং ভারতের সর্বত্র কতকগুলি নীচ জাতি বাস করে ; ব্রাহ্মণগণ ইহাদিগকে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন না, কিম্বা মুসলমানগণ কখনও তাহাদিগকে ধর্মাস্তর গ্রহণ করাইতে উত্থোগী হন নাই। তাহারা গ্রাম্য অথবা বনদেবতা কিম্বা বংশের আদিপুরুষের উপাসনা করে ; অথবা, কোন প্রস্তরমূর্তি মনুষ্য জাতির স্মৃতিকর্তার প্রতিক্রপ কল্পনা করিয়া, সেই প্রস্তরমূর্তিই পূজা করিয়া থাকে। এক্ষণে তাহাদের কতকগুলি সম্প্রদায়, আধুনিক হিন্দুসংস্কারকগণের উপদেশসমূহ অবগত হইয়া, আপনাদিগকে অত্যাশ্রয় শিখ-সম্প্রদায়ের মধ্যে এক একটা অপকৃষ্ট সম্প্রদায় বলিয়া অনুমান করে। হিমালয়ের যে সকল দূরবর্তী প্রদেশে মোল্লা, লামা কি ব্রাহ্মণগণ, কেহই বসতি স্থাপন করেন নাই,—সেই সমস্ত স্বদূর উপত্যকার অধিবাসিগণের কোন শিক্ষিত ধর্মোপদেশক ছিল না ; কিম্বা তাহারা কোন বিশেষ ধর্মমত ও বিশ্বাস করিত না। তাহারা প্রত্যেক উচ্চ গিরিশৃঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবীর উপাসনা করিত, এবং তুবারাচ্ছন্ন প্রতি পর্বতচূড়ায় অধিষ্ঠাত্রী উপাশ্রয় দেব-দেবীর মন্দির নির্মাণ করিত। ঈশ্বরের অমুগত ও আজ্ঞাবাহী ব্যক্তি, সময়ে সময়ে যে প্রহেলিকাময় বাক্যসমূহে ঈশ্বরের আজ্ঞা বিজ্ঞাপনার্থ আদিষ্ট হয়,—তাহারা তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিত। তাহাদের ধারণা এই যে, পর্বাদি-উপলক্ষে সমারোহ-যাত্রাকালে ‘দৈত্য’ কিবা ‘টিটানের’ প্রতিমূর্তি বহনসময়ে, দক্ষিণ ও বামস্বঙ্গে প্রতিমার আপেক্ষিক গুরুত্ব,—সৌভাগ্য-হর্ভাগ্য এবং স্বস্থ-ছঃস্থের পরিচায়ক।^{১০}

১০। পঞ্জাবে হিমালয়ের পাদদেশে ‘গুগা’ বা ‘গোগা’র অনেকগুলি মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। নীচ জাতীয় দরিদ্র ব্যক্তিগণই প্রাচীন বীর-পুরুষের স্মৃতি-চিহ্ন-স্বরূপ এই মন্দিরগুলিকে বিশেষ সম্মান করে। সেই বীর-পুরুষের জন্মবৃত্তান্ত এবং স্বাভাবিক আকৃতি নানারূপে বর্ণিত হয়। একটি গল্পে লিখিত আছে,—‘সেই বীর-পুরুষ গজনীয় অধিপতি ছিলেন ; অর্জুন এবং সুরজান নামক তাহার দুই সহোদরের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হয়, এবং সেই যুদ্ধে তিনি নিহত হন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! একটি পর্বত বিভক্ত হইল, এবং গুগা পুনরায় যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া পর্বত হইতে অধঃপাঠে বহির্গত হইলেন।’ আর একটি গল্পে বর্ণিত আছে,—‘গুগা রাজাওয়ারার মরুময় প্রদেশের ডার্ড-ভুরেরা নামক স্থানের অধিপতি ছিলেন।’ এই বীর পুরুষের সবন্ধে টড্ বাহা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত এই যুদ্ধান্তের অনেক বিবরে একান্ত দৃষ্ট হয় (Rajasthan, ii. 447)। টড্ বলেন, এই বীর মেঘদসৈনিকগণের সহিত যুদ্ধে নিহত হন।

দৈবপ্রাপ্ত পদমর্যাদা ও সমসাময়িক বী-শক্তির সাকল্যালাভ অপেক্ষা, জাতি ও ধর্মের বিশেষত্ব,—সর্বত্র বহুল পরিমাণে প্রয়োজনীয়। কিন্তু উৎপত্তি, বংশমর্যাদা, আচার-পদ্ধতি ও ধর্মসংস্কার প্রভৃতির প্রভাবের বিষয়, বিশেষরূপে আলোচনা করা নিম্নপ্রয়োজন। বুদ্ধ, ব্রহ্মা এবং মহাম্মদ প্রচারিত ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত এসিয়ার সর্বত্রই বিদ্যুতভাবে প্রচলিত ছিল; এই সমস্ত বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসে, সহস্র সহস্র লোকের প্রাত্যহিক আচার-ব্যবহারের বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এই সকল ধর্মমতে উপাসকগণকে উন্নত করিতে সমর্থ হয় নাই; তাহাদের ধর্ম এক্ষণে জীবনীশক্তিহীন। এখন এই ধর্মমতগুলিকে সামাজিক প্রথা ব্যতীত অপরিবর্তনীয় ধর্মরীতি বলিয়া আর কেহই বিশ্বাস করে না। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, এই ধর্মমতগুলি, বহু শতাব্দী হইতে অভ্যস্ত রীতিসমূহের প্রতি স্বাভাবিক ও বহুমূল সম্মান প্রদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই সময়ে তিব্বতীয়গণের এবং হিন্দুজাতির মধ্যে তাহাদের চিরন্তন পৌত্তলিক ধর্মই প্রচলিত ছিল। জগদীশ্বর মহাম্মদ-শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, এবং চক্রগতিতে প্রার্থিত বিষয় পূরণ করেন,—অসভ্য তিব্বতীয়গণ নিঃসংশয়চিত্তে তখনও এই ভ্রমবিশয়ে বিশ্বাস করিত। এদিকে আবার হিন্দুগণ, ঈশ্বর মূর্তিকা বা প্রস্তরমূর্তিতে আংশিকরূপে থাকিতে ভালবাসেন,—এইরূপ পুণ্যজনক বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল। সুতরাং তিব্বত ও হিন্দু উভয় জাতিই বিদেশীয়গণের অস্বাভাবিক নূতন ধর্মমত প্রচারে বাধা জন্মাইতে লাগিল। কিন্তু যে শক্তিবলে গ্রীষ্মমণ্ডল হইতে শীতমণ্ডল পর্যন্ত ভবিষ্যৎকালে শাক্যের মন্দির নির্মিত হইয়াছে; যে শক্তিতে ব্রাহ্মণগণ ভারতীয় অগ্ন্যাগ্ন জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে অশেষ পারদর্শী; যে শক্তিবলে তাঁহারা বিজয়শ্রী লাভ করিয়াছিলেন;—ব্রাহ্মণগণের এবং বৌদ্ধদিগের সেই প্রাচ্য সরল ও সতেজ দৈবশক্তি এক্ষণে আর নাই। স্ব স্ব অমরত্ব লাভের আশ্বাসে বৌদ্ধ মতাবলম্বী এবং বেদ-ধর্মাবলম্বী উভয়েই পরম স্থখী; সুতরাং জন-সাধারণের এই ধর্ম-গ্রহণসম্বন্ধে তাঁহারা প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁহারা যেমন নিজ নিজ ধর্মবিষয়ে অস্ত্রের অনধিকার-চর্চা সহ্য করিতে অনিচ্ছুক, তেমনই অস্ত্রের বা বিরুদ্ধ-ধর্মাবলম্বীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেও একান্ত নিম্পৃহ। এমন কি, যে মুসলমানগণ কোন প্রত্যক্ষ ঈশ্বর-মূর্তি কল্পনা করিয়া দেব-দেবীর উপাসনা করিত না, তাহারাও মনে করে যে,—মৃত ব্যক্তি ঐশ্বরিক শক্তির আধার, এবং তাঁহাদের কবরস্থান ভীষণস্থান স্বরূপ। সুতরাং যে শক্তিবলে অসভ্য আরবজাতি এবং কষ্টসহিষ্ণু স্বধর্মভ্যাগী ‘তুর্কমান’-সম্প্রদায় পৃথিবীর পুরাতনধর্ম-ভাগের পরগারে রাজত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল,—সেই শক্তি ব্রাহ্মবৈবর জন্ত একটা সাধারণ সংজ্ঞা নির্দেশ করা বড়ই কঠিন; তদ্বিষয়ে বৃথা অন্বেষণও অনাবশ্যক। বস্তুতঃ, মুসলমান-প্রধান স্থান-সমূহে, এখনও এমন স্বধর্মাবলম্বী মুসলমান এবং অনেক পার্বত্য জাতি ও পশুপালক-সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা ধর্মের জন্ত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়া থাকে, এবং ধর্মযুদ্ধে বীরভাবে প্রাণ বিসর্জন করিতে স্তুতিত হয় না। তুর্কী, পারসী এবং পার্শ্বান জাতি কর্তব্যবাহুগোখে মুসলমানধর্ম রক্ষা হেতু মহাম্মদের নামে ধর্মযুদ্ধে বহু শীঘ্র

একতান্ত্রে আবদ্ধ হয়,—কি কৃশ, কি হুইড, কি স্পেনিয়ার্ড, কেহই তত্ত্ব শীঘ্র ধর্মযুদ্ধে এক সাধারণ ‘ল্যাংগুয়ে’ বা একতান্ত্রে আবদ্ধ হইতে পারে না,—এ কথা কে না স্বীকার করিবেন? মুক্তির উপায় করায়ত্ত করিয়াছে বলিয়া মুসলমানগণ অভিমান করিয়া থাকে। তাহারা বাহাদিগকে অসভ্য জাতি বলিয়া ঘৃণা করে, সেই ঘৃণিত ও নীচ জাতীয় ব্যক্তিগণের নিকট ধর্মোপদেশ গ্রহণ করিতে তাহারা কখনও অগ্রসর হয় না। তাহারা মুসলমান ধর্ম প্রচার করিয়া প্রকৃত মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করতঃ সূর্য্য অর্জন করিতে অত্যন্ত অভিলাষী; তাহারা হিন্দু এবং বৌদ্ধদিগের দ্বারা নিশ্চেষ্ট থাকিতে ভাল বাসে না। বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য এবং মহামদীয় ধর্মাবলম্বী প্রত্যেকেরই এক একটা ধর্মজ্ঞ প্রচারক-সম্প্রদায় আছে; প্রত্যেকেই স্বতঃপ্রমাণিত ধর্ম-ইতিহাস অথবা দৈবনিয়ম সমূহে বিশ্বাস করিয়া থাকে। এইরূপে স্ব স্ব ধর্মে বিশেষ অহুরাগী হওয়ায়, তাহারা আপনাপন বিচারশক্তি এবং মুক্তির আশায় সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে। এই কারণেই আধুনিক সভ্য ধর্মপ্রচারকগণ ইহাদিগকে খৃষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত করা এত দুর্ব্বল বলিয়া মনে করেন, এবং তাঁহাদের উদ্ভাবিত উপায়ও কার্য্যকরী হয় না। স্বধর্মাবলম্বী খৃষ্টীয়ান ধর্মপ্রচারকগণ বিজ্ঞানের এবং সমালোচনার অসার মুক্তিজাল বিস্তার করিয়াই নিরস্ত থাকেন; তাঁহারা লোকের অন্তরাত্মা উন্মোচিত করিতে কিংবা কল্পনা-শক্তির উন্মেষ করিতে প্রয়াস পান না, অথবা ঐশ্বর্য্যবর্গের আশাতীত কোন তত্ত্ব নির্ণয় করিতেও সমর্থ হন না। খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ উপবাসী হইয়া মরুভূমে যাইতে, কিংবা ধর্মোপাসনা হেতু নিতৃত পর্বত-কন্দরে বাস করিতে অসমর্থ। তাঁহারা সাধারণের বহু-যত্ন-পোষিত মানসিক আশা পূরণ বিষয়ে ভবিষ্যৎ বলিতে অপারক। কোন নূতন ধর্মের প্রচারকালে, অস্ত্র-সাহায্যে ধর্ম-প্রচারে সিক্রি বিশেষ সম্ভাবনা এবং এ সম্বন্ধে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অমুগ্রহ রহিয়াছে,—প্রভৃতি সম্প্রদায়িক বিষয় প্রচার করিতে তাঁহারা অসমর্থ। ধর্ম বিষয়ে পবিত্রতার কোনপ্রকার কঠোর বিধানই লোকের মানসিক ধারণা বন্ধমূল হয় না। কারণ পণ্ডিত ও যোদ্ধাগণ—কি তর্কশাস্ত্র, কি নীতিতত্ত্ব, এমন কি ঈশ্বরবাহী প্রভৃতি বিষয়েও পরস্পর বিরোধী। ধর্মাবলম্বী খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচারকগণ, খৃষ্টানদিগের মধ্যেই হয় ত, ঈশ্বরোপাসক ইজ্রিয়-স্বাশক্ত, বৈরাগ্যযুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায় গঠন করিতে পারেন; হয় ত, তাঁহারা পিতৃ-মাতৃহীন পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বী বালক-বালিকাদিগের শিক্ষাদান ও প্রতিপালন সম্বন্ধে নানারূপ প্রশংসনীয় কার্য্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে পারেন; হয় ত, তাঁহাদের প্রেরণায় অনেক অজ্ঞানী এবং দরিদ্র ব্যক্তি, এমন কি কডকগুলি জ্ঞানী এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিও ধর্মজ্ঞ গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু ভারতীয় বিভিন্ন জাতি এবং মুসলমানদিগকে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করা এখনও তাঁহাদের আশাতীত বলিয়া বোধ হয়।^{১১}

১১। শাস্ত্রীয় মুক্তিচর্চ্চার কিংবা প্রতিভাসম্পন্ন শিক্ষিত লোক কর্তৃক কোন বিষয়ের অসারত্ব প্রমাণিত হইলে, লোকে সেই বিষয়ের অসারত্ব অতি সহজেই বুঝিতে পারে। মুক্তিচর্চ্চা দ্বারা শিক্ষিত সম্প্রদায়কে কোন বিষয় বুঝিতে বাঙলা নিষ্ফল, ভাঙার ‘শি’ কর্তৃক অমুদিত ‘মার্চ’ের ‘পারসিয়ান

প্রাচীন ধর্মাম্বুরাগী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের নিজ নিজ সরল ধর্মমত অম্লসরণ করিয়া থাকেন ; তাহাতেই তাঁহারা পবিত্র ; অন্য ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন । কিন্তু শিখগণ আর এক নতুন ধর্মে দীক্ষিত ;—এই নতুন ধর্মে ব্রহ্মা এবং মহাম্মদ প্রচারিত দ্বিবিধ ঐশ্বরিক মত বর্তমান রহিয়াছে । এক্ষণে তাহারা এই নতুন ধর্মের নতুন ভাবে বিভোর ;—এই ধর্ম-বিশ্বাস প্রভাবে তাহারা এক অভিনব উৎসাহে উৎসাহিত । জগদীশ্বর তাহাদের সঙ্গী, তাহাদের সমস্ত কার্যে তিনি সাহায্যকারী, এবং অতি শীঘ্রই তাহাদের শত্রু বিধ্বস্ত করিয়া তিনি নিজ সাহায্য প্রচার করিবেন ;—অধুনা তাহারা এইরূপ ধর্ম-শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে । সত্য ইংরেজ জাতির সত্যতা এবং শাসন-প্রণালীর শ্রেষ্ঠত্ব এতদূর কারণেই শিখদিগের এই অভিনব ধর্মোক্তি মনোযোগ সহকারে অম্লধাবন করা উচিত । গুরু গোবিন্দের শিষ্যগণ যখন স্বজাতির ভবিষ্যৎ ভাগ্যকল আলোচনা করিতে থাকে, তখন উৎসাহে তাহাদের চক্ষু আরক্তিম হয়,—উত্তেজনায় মাংসপেশী কম্পিত হইতে থাকে । যাহারা গুরু গোবিন্দের কোন শিষ্যের এইরূপ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন ;—তাঁহারা ই ব্রূষিতে পারিবেন, কি শক্তিবলে অসভ্য আরবজাতি রোম এবং পারস্তদেশীয় বর্মধারী অসংখ্য সৈন্তের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সাহসী হইয়াছিল ;—তাঁহারা ই ব্রূষিতে পারিবেন, কি শক্তিবলে ইংরেজদিগের সাহসী ধর্মাম্বুরত পূর্বপুরুষগণ এসিয়ার প্রান্তসীমায় ধর্ম-যুদ্ধে যাত্রা করিয়াছিলেন । শিখজাতি ভিন্ন ভিন্ন বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত নহে । তাহারা ধর্মাম্বুরাগী এবং রণনিপুণ ; তাহাদের সৈন্তসংখ্যা অল্প হইলেও, তাহাদের একতা, ধর্মাম্বুরাগ এবং রণনিপুণ্য অম্লসারেই তাহাদের সৈন্তবল স্থির করা কর্তব্য । ‘খালসা’ বা ‘সাধারণ-তত্ত্ব’ রক্ষা হেতু তাহারা বহুকষ্ট সহ করিত,—এমন কি, জীবন বিসর্জন করিতেও ক্লতসংকল্প ছিল । তাহারা যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও নিরুৎসাহ হয় না ; বরং নানক ও গোবিন্দ প্রচারিত দ্বিবিধ ধর্মমত প্রচার করিয়া দ্বিগুণতর উৎসাহে ভারতীয় অস্ত্রাস্ত্র জাতিকে,—আরব, পারস্ত, তুর্ক প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়কে,—এই নতুন ধর্মে দীক্ষিত করিতে যত্নবান হয় ।

ধর্মের বিশেষত্ব অপেক্ষা জাতিগত বিশেষত্বই চিরস্থায়ী এবং অধিকতর বদ্ধমূল সংস্কার বলিয়া মনে হয় । কোন সম্প্রদায়ের ইতিহাস বর্ণনা করিতে হইলে, তাহাদের উৎপত্তি ও গঠন, এবং তাহাদের বংশ ও ধর্ম প্রভৃতি একবোণে উল্লেখ করা কর্তব্য । ভারতবর্ষের উত্তর এবং পশ্চিম খণ্ডে ‘জাঠ বা জ্যাঠ’ জাতি পরিভ্রমী এবং উন্নতিশীল বৃহৎ সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত ; পরন্তু তাহারা সৈনিক-সম্প্রদায়ের দ্বায় যুদ্ধকালে যুদ্ধ করিতে এবং

কন্ট্রোভার্সি'ই তাহার প্রকৃত দৃষ্টান্ত । এলাহাবাদের খুটান মিসনরিগণ এবং লক্ষৌয়ের মুসলমান বোন্না-দিগের পদস্পর্শ বাহাদুরবাদের এ সম্বন্ধে অনেক বিবরণ প্রমাণিত হইয়াছে । রামমোহন রায়ের ‘আত্মিকতা এবং বেদ’ বিবরণ গ্রন্থে এবং কলিকাতার ‘তত্ত্ব-বোধিনী সভার’ চিঠিপত্রে এ বিষয়ে অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় । ‘মুরক্কটের ভ্রমণবৃত্তান্ত’ গ্রন্থের যে অংশে কতকগুলি উদাসী সন্ন্যাসী, বুরক্কটকে তাহাদের দ্বায় এক ঈশ্বর মান্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন, নিজ নিজ সম্ভাব্যের জন্য হিন্দুগণ, সেই অংশ পাঠ করিয়া দেখিবেন, (Moorcroft 'Travels,' i 118).

যুদ্ধান্তে কৃষিকার্য্য করিতে সমভাবে অভ্যস্ত। তাহারা ভারতবর্ষের অন্যান্য কৃষকশ্রেণীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। যমুনাভীরবর্তী স্থান-সমূহে তাহাদের প্রাধান্য সহজেই উপলব্ধি হয়; ভরতপুর তাহাদের ক্ষমতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। শতদ্রুর ভীরবর্তী প্রদেশ সমূহে ধর্ম-সংস্কার ও রাজনৈতিক উন্নতির কালে, এক অভিনব শক্তির সাহায্যে তাহারা নতুন বলে বলীয়ান; তাহাদের কার্য্যশীলতা এবং ক্ষিপ্ৰকারিতা বহুল পরিমাণে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে; এক্ষণে তাহারা স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য দ্বিগুণ সাহসে সাহসী।^{১১} যদিও 'রাইনি', 'মালি', এবং অগ্রাণ্ড কয়েকটা সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ জাঠগণের ত্রায় সাহসী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নহে, তথাপি পরিমিতাচার এবং পরিশ্রম প্রভৃতি কয়েকটা বিষয়ে, তাহারা 'জাঠ' জাতি অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। রাজপুত জাতি সাধারণতঃ সাহসী বলিয়া সর্বত্র বিখ্যাত। একই সম্প্রদায়ের রাজপুতগণ বহুল পরিমাণে একত্র বাস করে। কি হিন্দু, কি মুসলমান,—উভয় ধর্মাবলম্বী 'গুজার' জাতিই কৃষিকার্য্য অপেক্ষা পশুপালন কার্য্যই শ্রেষ্ঠতর বলিয়া মনে করে, এবং 'গুজার'গণ সর্বত্রই পশুপালক সম্প্রদায়ভূক্ত। 'বেলুচি'গণ বহুদিনের অধিকৃত স্থানসমূহেও যত্নপূর্বক চাষ আবাদ করে না। পার্বত্যগণ স্বভাবতঃই কলহপ্রিয় এবং দস্যুস্বভাবাপন্ন। তাহারা উষ্ট্র প্রতিপালন করিয়া প্রধানতঃ জীবনান্ভিবাহিত করে, এবং উষ্ট্রদল পরিচালক-রূপে ভারতবর্ষের সমগ্র উত্তর-খণ্ডে পরিভ্রমণ করত জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে। আফগানজাতিও এক্ষণে কৃষিকার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। যদবধি তাহারা ভারতবর্ষে আসিয়া নির্বিঘ্নে শান্তি স্থাপন করিয়া বাস করিতে সমর্থ হইয়াছে, অথবা যে সময় হইতে তাহারা স্বদেশে নিরাপদে বাস করিতে শিখিয়াছে, তখন হইতেই তাহারা কৃষিকার্য্যে বিশেষ উন্নতিশীল। কিন্তু তাহারা 'বেলুচি' অপেক্ষাও অধিকতর কলহপ্রিয়; এই কারণে সর্বত্রই বেতনভোগী আফগান সৈন্য দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুত এই উভয় জাতিই আপন আপন দেশে দস্যুদল হইতে কতকাংশে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। বিধর্মার প্রতি তাহাদের অত্যাচার প্রধানতঃ ধর্মের নামেই সমহিত হয়; ধর্মের নামেই তাহারা অন্তরে বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণ অথবা শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে; এবং সমধর্মাবলম্বী সকলেই একত্রিত হইয়া পরস্পরের সাহায্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। নগর ও সহরের 'ক্ষত্রিয়' ও 'উরোর'গণ বণিকদিগের ত্রায় অধ্যবসায়শীল এবং ব্যবসায়ীর ত্রায় মিতাচারী; তাহারাই দেশের প্রধান রাজস্বসচিব এবং ধনাধ্যক্ষ। ক্ষত্রিয়গণ এক সময়ে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিল; এখনও তাহাদের অন্তরে সময়ে সময়ে সেই বীরোচিত পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া উঠে, এবং তাহারা দক্ষতার সহিত

১২। তালুকদার (জায়গীরদার), কি পূর্বতন খরিদদার, রাজস্ব আদায় করিতে অসমর্থ হইলে, মালেকী ~~কি~~ বিরুদ্ধে যে ইংরাজী প্রথা প্রচলিত আছে, সেই প্রথানুসারে উত্তর ভারতের জাঠজাতি ক্রমশঃ অধিকাংশ জমি দখল করিতেছে,—এ কথা আমি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ছোটলাট মঃ টমসনের নিকট অবগত হইয়াছি। সাধারণতঃ শুনিতে পাওয়া যায় যে, কোন জাঠ ৫০ টাকা জমাইতে পারিলে, তাহা বিবাহাদি ব্যাঘ্র আমোদ-প্রমোদে ব্যয় না করিয়া ঐ টাকা দ্বারা একটি কুশ খনন কিংবা একজোড়া বলদ ক্রয় করিয়া থাকে।

রাজ্য শাসন এবং সৈন্ত পরিচালনা করিয়া থাকে।^{১৩} বলিষ্ঠ কাশ্মীরীগণ প্রচুর পরিমাণে শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। কার্যদক্ষতা এবং শিল্পনৈপুণ্যের জন্য একপক্ষে তাহারা যেমন বিখ্যাত, অন্যপক্ষে তাহারা আবার তেমনি দরিদ্র, ভীকু এবং চরিত্রহীন বলিয়া পরিচিত। কাশ্মীরের দক্ষিণ ও পূর্ববর্তী পার্বত্য জাতিসমূহের জাতি-ধর্মগত কোন বন্ধন প্রকৃত বিশেষত্ব দেখা যায় না। তবে এইটুকু প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে জাতিগোরব এবং সাহসিকতার জন্য কয়েকটা অবিমিশ্র রাজপুত্র-জাতি অন্যান্য স্থানে আদরীয়, এখনও কোন কোন স্থলে, কতকগুলি অবিমিশ্র রাজপুত্র-জাতি সেই জাতিগোরব এবং সাহসিকতার আদর করিয়া থাকে। ‘গুকার’গণ বাবরের বিরুদ্ধে এক সময়ে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল এবং পরে হুমায়ূনের রাজত্বকালে সাহায্য করিয়াছিল;—সেই স্বত্তি এখনও তাহাদের হৃদয়ে জাগরুক রহিয়াছে। তিব্বতীয়গণ মিতাচারী; তাহারা তাহাদের শ্রেণীবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিগুলি চাষ আবাদ করিয়া জীবনবিবাহিত করে। কিন্তু তাহারা অত্যন্ত ভীকু। তাহাদের বর্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, তাহারা কোন কালে স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। এমন কি, নৃশংসরূপে উৎপীড়িত হইলেও, তাহারা তাহাতে বাধা প্রদানে অক্ষম। স্ত্রীলোকের বহু স্বামী ও বহু বিবাহের প্রথা তিব্বতীয়দিগের মধ্যে রুচি ও ধর্ম বিরুদ্ধ বলিয়া অমুমিত হয় না; বরঞ্চ ইহা একটা চিরন্তন অনিবার্য নীতি—এইরূপ কথিত হয়। পর্বতমধ্যস্থিত কৃষি-কার্যোপ-যোগী প্রত্যেক ভূমিখণ্ডেই বহুকাল হইতে চাষ আবাদ হইতেছে। লোকসংখ্যার অল্পপাতে প্রচুর পরিমাণ জমি বর্তমান থাকায়, সাধারণ সমভাবে প্রতিপালিত হইয়া

১৩। রণজিৎ সিংহের সেনাপতিগণ-মধ্যে হরি সিং নামক একজন শিখই সর্বশ্রেষ্ঠ: এই শিখ বীর-পুরুষ জাতিতে ক্ষত্রিয়। রণজিৎ সিংহের অধীনস্থ অস্ত্রাস্ত্র শাসনকর্তাদিগের মধ্যে মুকুম্ভার ও সোয়ানা-লাল একই শিখ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ‘আলুওয়ালীয়া’ সম্প্রদায়ের শিখ শাসনকর্তার অমুচর ‘বুয়া’ সম্প্রদায়ের ক্ষত্রিয়-বংশোদ্ভব বুলু মল্ল বহু বিভার্জন করিয়াছিলেন, এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ে তাহার বিশেষ আদর ছিল। জলন্ধর দোয়াব এবং লাহোরের ব্রাহ্মণগণ বুলুমল্লের এই অভুত শিক্ষার জন্য কতকটা তাহাকে হিংসা করিত। যে চণ্ডমল এতকাল হায়দ্রাবাদের নিজামের রাজকাৰ্য্য নির্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন, সেই চণ্ডমলও আফগানিদের ক্ষত্রিয়-বংশসম্ভূত ছিলেন, এবং নিজাম রাজ্যের বেতন-ভোগী শিখ সৈন্তদিগকে আরব এবং আফগানদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিয়াছিলেন। একদে সৈনিক এবং রাজপুরুষ হইতে মহাজন ও দোকানী অবস্থায় ক্ষত্রিয়দিগের অধঃপতন হইয়াছে। ইতিহাসে ইহাদিগের অবনতি সম্বন্ধে বৈরাগ্য বর্ণিত আছে, তৎসঙ্গে ক্ষত্রিয় জাতির এই অবনতির অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। পরিশ্রমী এবং কার্যকুশল ব্যক্তিগণ স্ব স্ব ব্যবসায় নিজেরাই অঙ্গসম্বল করিয়া লন। বিজেতা রোমানদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়া এবং বর্তমান সময়ে তুর্ক নরপতিগণের অধীনে থাকিয়া গ্রীকগণের বৈরাগ্য অবস্থান্তর ঘটয়াছিল,—তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলেও এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। আমরা আরও জানিতে পারি যে, মধ্যযুগের স্পেনিয়ার্ডগণের অস্ত্রাস্ত্র প্রজার মধ্যে পরাজিত ‘মুরগণ’ই অধিকতর পরিশ্রমী ছিল। আজকাল ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষের মোগলজাতি ক্রমশঃ ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত হইতেছে। একদে শত্ৰুই প্রভীতমান হয় যে, সাকস্ অধিকৃত ‘ইলগোর’, করাসী-বিজিত ‘গাল’ এবং ‘গখ’ রাজ্যভুক্ত ইতালীয়, ব্যবসায়ী এবং ধর্মবাজক সম্প্রদায় প্রধানতঃ রোমান বংশসম্ভূত।

আসিতেছে। প্রত্যেক পরিবারের মালেকী স্বত্ব এবং বন্দোবস্তের ক্ষমতা একই পুত্রবান ব্যক্তির হস্তে স্তম্ভ থাকায় এই অসুপাত পূর্ব হইতেই একইভাবে বর্তমান রহিয়াছে। পশ্চিম প্রদেশে মুসলমান ধর্ম প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকের বিচারশক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে। মুসলমান ধর্মের প্রভাবে চিরস্থায়ী প্রথার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এমন কি, লামা-ভিক্তীয়গণ কেহ কোন সময়ে ব্যবসা বা অন্য উপায়ে সামান্য ধনের অধিকারী হইলেই, প্রত্যেক পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্মাণ করিয়া বসবাস করিতে থাকে।^{১৪} 'চিব' ও 'বুহো' প্রভৃতি পার্বত্য অসভ্য জাতি, এবং সমতল খণ্ডের 'জুন', 'কাথি', 'ঘোবার' এবং 'ভুটি' প্রভৃতি জাতির বিষয় বিস্তারিত বর্ণনার আবশ্যক নাই। ইহাদের কতকগুলি জাতি অলস ও দস্যুপ্রকৃতি; কতকগুলি পশুপালক, ইহারা স্ত্রী ও শাস্ত প্রকৃতি। অবস্থা এবং স্বভাবগত বিশেষত্ব ভিন্ন আর অন্য কারণ কি হইতে পারে? দীর্ঘকায়, অপরূপ দীর্ঘজীবী 'জুন' ও 'কাথি', উই, গো-মেবাদি পশুপাল প্রতিপালন করিয়া থাকে। ইহাদের দুইয়ের নবনীত পূর্বদেশ হইতে প্রস্তুত হইয়া সহরে আমদানি হয়, এবং এতৎ স্থানীয় অধিবাসিগণ এই দুই পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে নিবেদন করিয়া থাকেন।^{১৫}

পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে, জাতি-ধর্মগত বিশেষত্ব চিরস্থায়ী নহে। অধুনা ভারতের সর্বত্রই স্বয়ং-সম্প্রদায় একস্থান হইতে অন্যস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে। রাজনৈতিক অত্যাচার, ভুলকষ্ট ও বন্ধ্যা প্রভৃতি কারণেও কোন জেলা বা গ্রামের অধিবাসীগণ অধিকতর সুবিধাজনক স্থানে যাইয়া বাস করে। অধিকন্তু রাজা ও প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ,

১৪। লুদাকে জীলোকের বহু স্বামী। বহু বিবাহ সম্বন্ধে মুরক্কট (Travels ii, 321, 322,) এবং এসিয়াটিক-সোসাইটির ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের জরনাল' (P. 202 &c) দ্রষ্টব্য। ফলতঃ এইরূপ প্রথা প্রচলনে বহুসংখ্যক জারজ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। শতদ্রু এবং পিটি (বা স্পিডি) নদীদ্বয়ের সঙ্গম স্থানে 'হাউগ্রাউ' নামক ক্ষুদ্র স্থানের ৭৬০টি পরিবারের মধ্যে ২৬টি জারজ সম্প্রদায় লক্ষিত হয়: এবং প্রতি ২২টির মধ্যে একটি করিয়া জারজ সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিই নিজ নিজ জন্ম-বৈবাহিক স্বীকার করিয়া থাকে বলিয়া, এই হিসাবে জারজ সম্প্রদায়ের সংখ্যা আরও অধিক হইতে পারে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের গণনায় ইংলণ্ড ও ওয়েলসের লোকসংখ্যা সর্বশুদ্ধ ১৪,৭৫০,০০০ ছিল হয়। ইহার মধ্যে (নূতন Poor law প্রচলিত হওয়ার পূর্বে) ৬৫,৪৭৫টি জারজ সম্ভবনকে সমাজভুক্ত করা হয়। তখন প্রতি ২২৬টির মধ্যে একটির অসুপাতে জারজ সম্ভবন দেখা গিয়াছিল। (Wade's 'British History', pp 1041-1055)। এমন কি, জীলোকের চরিত্র কলুষিত হয় বলিয়া, জারজ ব্যক্তি সম্ভা, জালিত সম্ভার দ্বিগুণ হইলেও, জীলোকের বহুবিবাহ প্রথা প্রমাণিত হয় না।

১৫। 'On milk sustained, and blest with length of days.

The Hippomolgi, peaceful, just, and wise.'

"Iliad, xiii, Cowper's Translation."

'হিপমলগী শান্তিপর, জানী, ভ্রায়বান.

পুটকার, দীর্ঘজীবী, করি দুঃখপান।'

'ইলিদ্', ১৩শ খণ্ড, কাউপারের অনুবাদ।—'

পরিশ্রমী উপনিবেশিকদিগকে অল্পহারে জমি প্রদান করিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। এই কারণে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিগত পার্থক্যেরও অনেকটা পরিবর্তন ঘটয়াছে। ভারতবর্ষের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক পরস্পর পৃথক থাকিতে এবং বংশ-মর্যাদা ও জাতিগত পার্থক্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে ভালবাসে; উজ্জ্বল তাহারা বিশেষরূপ যত্নবান হয়। ইহার ফলে, ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও বংশের সংখ্যা একরূপ অসীম হইয়া উঠিয়াছে। কিছুকাল হইল, সিক্কুনদের উত্তরখণ্ডের শিখরাজ্যে ‘বেলুচি’গণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে; বিগত একশত বৎসরের মধ্যে ‘সিদ্ধিয়ান’ জাতির ‘দাউদপুত্র সম্প্রদায়’ শতদ্রুর নিম্নভূমিগুলি অধিকার করে। দিল্লী হইতে কিরোজপুরে ‘ডোবার’ জাতি এবং মিবার হইতে শতদ্রু তীরবর্তী পাকপট্টম নামক স্থানে ‘জোহিয়া’গণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। এতদুভয় জাতির স্থানান্তর-গমন জনশ্রুতিমূলক বলিয়া বোধ হয় না;— ইতিহাসেও ইহা বর্ণিত আছে। পরিশ্রমী হিন্দু ‘মেটাম’গণ ক্রমশঃ রাড়ী ও চন্দ্রভাগা হইতে পূর্বদিকে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অগ্রসর হইয়া, অধিকতর সাহসী অথচ অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রমী সম্প্রদায়-সমূহের সহিত ধীরে ধীরে মিলিত হইতেছে।

যদিও বর্তমান সময়ে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ এবং মুসলমানদিগের মধ্যে ধর্মযুদ্ধ উপস্থিত হয় না; যদিও অন্ততঃ বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদিগের ধর্মবন্ধন কড়ক পরিমাণে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে;—তথাপি বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ ও মুসলমান সকলেই অপরাপর সকল জাতিকেই নিজ নিজ ধর্মে দীক্ষিত করিতে সর্বদা যত্নবান। মুসলমান ধর্ম এখনও জীবনী শক্তি প্রদান করিতে পারে বলিয়া,—এখনও মুসলমান ধর্মের নামে মানসিক উত্তেজনা বৃদ্ধি হয় বলিয়া, মুসলমানগণ বহুদিন পর্যন্ত অসভ্য জ্ঞানহীন ব্যক্তিগণকে তাহাদের ধর্মে দীক্ষিত করিতে সন্মত হইবে। ইসলাম ধর্ম ইসকাদো হইতে লে পর্যন্ত সিক্কুনদের উত্তরাংশে প্রচারিত হইতেছে এবং ক্রমে বৌদ্ধদিগকে ধর্মাস্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতেছে। পেশোয়ারের সীমান্তবর্তী পৌত্তলিক ‘কাফের’দিগের রাজ্যের সীমাও ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। কান্দাহারের দক্ষিণে ও পূর্বে সম্প্রতি মুসলমান-ধর্মই বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রত্যেক জনাকীর্ণ সহরে এবং মুসলমান অধিকৃত প্রদেশ সমূহে মুসলমান ধর্ম যে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া আধিপত্য বিস্তার করিতেছে,—তাহা কোন মতেই অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কিটোয়ারের পূর্ব-দিকে হিমালয়ের নিম্নতর উপত্যকা-সমূহের পরপারে বিজেতা রাজপুতগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রচার করিতে সন্মত হয় নাই। কিন্তু অধিকতর বঙ্গ গঙ্গারসমূহে,—যে স্থানের অজ্ঞান অধিবাসীগণ গ্রাম্য ও স্থানীয় দেবতা পূজা করিয়া থাকে,—সম্প্রতি বৌদ্ধগণ সেই দুর্গম স্থানসমূহেও অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। যে সকল দুর্গম স্থানে এক পুরুষ পূর্বে কেহই বাইতে সাহসী হয় নাই, সেখানে ‘লোহিত’ ও ‘পীত’ সম্প্রদায়ের লামাগণ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। ভারতীয় বঙ্গ জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণগণের প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। কি ‘ভীল’, কি ‘গণ্ড’, কি ‘কোল’,—প্রত্যেকই একই ক্মতাশালী কিংবা ধনবান হইলেই ‘য়েচ্ছ’ অপেক্ষা বরং হিন্দু নামে অভিহিত হইতে

আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে।^{১৬} কিন্তু অল্প পক্ষে আবার সাধারণ হিন্দুগণ কয়েক বৎসর হইতে ধর্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যদিও হিন্দুগণের সংখ্যা এখনও হ্রাস হয় নাই, তথাপি শাস্ত্রজ্ঞান-সম্বন্ধে ব্রাহ্মণদিগের সে প্রভাব আর নাই। ‘গোসাঞি’ ও গার্হস্থ্য-ধর্মাবলম্বী সাধুগণ, ব্রাহ্মণের প্রাধান্য অনেকাংশে অধিকার করিয়াছে। শিখ-জাতি এখন প্রধানতঃ তাহাদের অধিকৃত স্থানসমূহে তদ্রূপে অধিবাসীদিগকে শিখধর্মে দীক্ষিত করিতেছে; কারণ, প্রবল পরাক্রান্ত ইংরেজ কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হওয়ায়, শিখগণ পূর্বদিকে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই, এবং তজ্জগুই যমুনা ও গন্ধার নিকটবর্তী ‘জাঠ’গণ পুরাতন পৌত্তলিক ধর্মেরই উপাসনা করিতেছে।

১৬। গুপ্তদিগের রাজ্য অপহরণ করিয়া মধ্য ভারতের ‘ভূপাল’ রাজ্যের অধাংশ প্রভিষ্ঠিত হইরাছে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই গুপ্তগণ বলপ্রয়োগ দ্বারা পশ্চিমদিকে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। আরব্জের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ইহারা হোসেনাবাদের পার্শ্ববর্তী নর্মদা তীরস্থ স্থানসমূহে আপনাদিগের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল। তথায় বহুকাল রাজত্ব করিবার পর, একজন আফগান জাতীয় আক্রমণকারী, রাজ্যখণ্ডের সূচনা পাইয়া, তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া রাজ্য অধিকার করিয়া লয়। সেই আফগান, পরাজিত জাতির কতকগুলিকে বলপ্রয়োগ দ্বারা অথবা জোরগীর প্রদান করিয়া স্বধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিল। তাহাদের কেহ কেহ আবার স্থানীয় ও চিত্তপ্রসন্নতা হেতু আফগান-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এক্ষণে নর্মদার উভয় পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারীতে কতকগুলি মুসলমান ধর্মাবলম্বী ‘গুপ্ত’ পরিবার দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুধর্মাবলম্বী গুপ্তগণ অপেক্ষা ইহারা জাতীয় কুসংস্কার পরিভ্যাগ করিয়াছে।

দ্বিতীয় পন্নিচ্ছেদ

প্রাচীন ভারতের ধর্মমত,—আধুনিক সংস্কার ও পরিবর্তন,—নানক
প্রচারিত ধর্ম,—১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ।

[বৌদ্ধগণ ;—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি ;—বিজয়ী ব্রাহ্মণ-ধর্মের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রতিক্রিয়া ;—প্রতিষ্ঠিত ধর্মপ্রতীতির সীমা ;—শঙ্করাচার্য ও শৈব ধর্ম ;—ভিক্সু সম্প্রদায় ;—রামানুজ ও বৈষ্ণব ধর্ম ;—‘মারা’ বৃক্ষ (যোগ) ;—মুসলমান অধিকার ;—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও মুসলমান ধর্মের পারস্পরিক ক্রিয়া ;—রামানন্দ, গারক্ষনাথ, কবির, চৈতন্য এবং বল্লভ কর্তৃক নূতন ধর্মপ্রচার ;—নানক প্রচারিত সংস্কার ।]

রোম রাজ্যের অধঃপতন এবং খ্রীষ্টীয় ধর্মের প্রবর্তন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অন্ত-কৌতুহলপ্রবণ হইলেও, অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতবর্ষের অবস্থা,—জগতের ইতিহাসে একটি আশ্চর্য উপাখ্যানবিশেষ । ‘ককেশীয়’ সম্প্রদায়ভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন যোদ্ধাজাতি দক্ষিণঘাট হইতে হিমালয় পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত এশিয়ার এই উপদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল বলিয়া প্রতীত হয় । তাহারা প্রাচীন ‘মেদিক’ ও ‘পারস্ত’ ভাষার দ্বারা একটি স্বতন্ত্র ভাষায় কথাবার্তা কহিত, এবং সুরহং নদী ও সমুদ্রের তীরবর্তী স্থানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বাস করিত । তাহারা ব্যাবিলন ও মিশরে প্রচলিত ধর্মমতের অল্পরূপ স্বতন্ত্র একটি ধর্মের উপাসক ছিল ;—তাহাদের সেই ধর্মমত এখনও বহুসংখ্যক মানবের মনে শক্তি প্রদান করিতেছে । ধার্মিক ও সং ব্যক্তিবর্গের বসতি স্থান—দিল্লী, লাহোর, গুজরাট এবং বঙ্গদেশ—আর্যাবর্তের অন্তর্গত । প্রকৃতপক্ষে, এক নূতন শক্তিতে অল্পপ্রাণিত হওয়ায়, গঙ্গাতীরবর্তী উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের অধিবাসিগণের লুকায়িত তেজই প্রথম প্রকটিত হয় । ইহার ফলে, ব্রাহ্মণদিগের এক নূতন সভ্যতা প্রচারিত হয়, এবং আকোসিয়া হইতে ‘স্ববর্ণ’ কার্শেনিজ পর্যন্ত কতকগুলি যোদ্ধাপরিবার প্রতিষ্ঠা লাভ করে । দরিয়াসের বীরত্ব, সেকন্দর সাহের মহত্ব, গ্রীসের দর্শন শাস্ত্র এবং চীনের ধর্মশিক্ষা,—সকলই ভারতবর্ষে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত রহিয়াছে । যে সময়ে রোমীয়গণ, জর্মান’ এবং ‘কিম্ব্রী’দিগের সহিত বিবাদ-বিসম্বাদে রত ছিল, এবং ক্রমশঃ ‘গথ’ ও ‘হন’দিগের অধীনতা স্বীকার করিতেছিল, হিন্দুগণ সেই সময়ে অসংখ্য অসভ্য, ‘সিদ্দিক’ জাতিকে অল্পায়াসেই স্বদলভূক্ত করিয়া লইয়াছিলেন । হিন্দুদিগের প্রভাবে (Saca) ‘শাকী’ জাতি দেশ হইতে বিতাড়িত হয় ; তাহারা (Getae) ‘গিতি’ জাতিকে

১। Saca (Sakae) শাকীদিগের বিরুদ্ধে অন্তর্যারণ করিয়া বিক্রমজিৎ যে অতুত কার্য সাধন করেন, তজ্জন্ত তিনি ‘শাকরি’ (Sakaree) উপাধি প্রাপ্ত হন । ইয়রকন্দ এবং মানসরোবর হ্রদের ধাবন্তী তাতারের বস্ত্র প্রদেশে এই জাতির অনেক বিশুদ্ধ সম্প্রদায় এখনও সম্ভবতঃ বর্তমান আছে । খানকার ‘শকপো’ জাতি মুসলমান কর্তৃক ‘কেলমাক’ (Kelmaks) নামে অভিহিত হয় । তিব্বতের খিবাগিগণ ইহাদিগকে সময় সময় ভদ্র প্রদর্শন করিয়া থাকে ।

আপনাদিগের এক প্রসিদ্ধ জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন;^২ এবং অগ্ন্যাহ্ন বীর জাতিকে আপনাদিগের রক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।^৩ অতঃপর ভারতবর্ষ-বিজয়-লিপিস্থ মুসলমানগণ ধর্মের গতি প্রতিরোধ করিয়াছিল বটে; কিন্তু রাষ্ট্রের ‘তুর্কমান’ দিগের ধর্মোন্নততায় সম্পূর্ণরূপে বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হয় নাই। ভারতবর্ষও মুসলমান সাম্রাজ্যের একটি শ্রেষ্ঠ রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, এবং আরব দেশীয় সেই ধর্ম-প্রচারকের প্রতিভা-শক্তিতে হিন্দুদিগের মানসিক অবস্থার একটি স্থায়ী পরিবর্তন সংসাদিত হইয়াছিল। এক্ষণে লক্ষ লক্ষ ব্যবসায়ী ও পরিভ্রমী ভারতবাসীর মঙ্গলামঙ্গল পশ্চিম খণ্ডের এক প্রধান জাতির অদৃষ্টের সহিত গ্রথিত। খৃষ্টীয় ধর্মমত এবং রোমদেশীয় রাজ্যাশাসন-নীতি-সমূহের আদর্শের সহিত, ধর্মাত্মগত ব্রাহ্মণগণের, শাসনশক্তিসম্পন্ন যোদ্ধাগণের এবং দৃঢ়বিশ্বাসী শিখগণের বহুদিন পর্যন্ত মতবিরোধ চলিবে।

ভারতবর্ষে প্রচলিত প্রাচীন ধর্মমত লইয়া বহুকাল ব্রাহ্মণ ও পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয়-দিগের বাদ-প্রতিবাদ চলিয়াছিল; পরিশেষে ক্রমে ক্রমে সেই মত পরিবর্তিত হইয়া প্রসিদ্ধ বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি হয়।^৪ খৃষ্ট জন্মের পর নয় শত বৎসর পূর্বে যখন মহা ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন

২। Getae (গিতি) জাতি এবং আদিম চীনদেশীয় ইউইচি (Yuechi) এবং আধুনিক ‘জাঠ’ বা ‘জ্যাঠ’ (Juts or Jats)—একই জাতি বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু তর্ক-যুক্তি-সমালোচনার তাহাদের স্বরূপতা নির্ণীত না হইলেও স্মারক: তাহা বুঝিতে পারা যায়।

৩। ক্ষত্রিয় অথবা রাজপুত্রদিগের চারিটি ‘অগ্নিকূল’ জাতির বিষয় বর্ণিত হইতেছে। যথা,—‘চৌহান’, ‘সোলাঙ্কি’, ‘পাণ্ডয়ার’ (অথবা প্রামর) এবং ‘পুরিহার’। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহাদের আদিপুরুষগণ এদেশ আক্রমণ করেন। ব্রাহ্মণদিগের সহিত ক্ষত্রিয়দিগের ও বুদ্ধিধর্মত্যাগি-গণের এবং গ্রীস ও ব্যাকট্রিয়া-দেশস্থ আক্রমণকারিগণের মধ্যে যখন যুদ্ধ চলিতেছিল তখন ইহারা ব্রাহ্মণ-দিগের পক্ষ অবলম্বন করে। ইহাদের যোদ্ধা প্রকৃতি ও প্রতিভা, সমরোপযোগী সাহায্য ও পশ্চাদর্তী সাধুশ্রু প্রভৃতি কারণে, সূর্য ও চন্দ্র বংশ হইতে স্বতন্ত্র নামে ইহারা ‘অগ্নিবংশ’ বলিয়া অভিহিত। উজ্জয়িনী হইতে রেওয়া পর্যন্ত বিস্তৃত কাশীর নিকটবর্তী স্থানে প্রধানত: ‘অগ্নিকূল’ ক্ষত্রিয় দৃষ্ট হয়, এবং ‘আবু’ পর্বত তাহাদের আলৌকিক জন্ম বা আবির্ভাব স্থান বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রতিপোষক বিক্রমজিত এই ‘পাণ্ডয়ার’ বংশ সম্ভূত বলিয়া সাধারণত: কথিত হয়।

৪। পরম্পর তুলনায় ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের আপেক্ষিক অগ্রগণ্যতা ও প্রাধান্য বিষয়ে পণ্ডিতদিগের মধ্যে বহুতর তর্ক-বিতর্ক ও বিবাদ-বিসম্বাদ হইতেছিল। এক সময়ে যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল এবং পরবর্তী সময়ে যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল,—তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু উভয় ধর্মের মূল বিভিন্ন। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম উভয়ই যে এক সময়ে সম-সাময়িকরূপে বহুকাল বিভ্রম্য ছিল,—তাহা সত্য বলিয়া অনুমান হয়। বৌদ্ধধর্ম প্রধানত: দক্ষিণ-পশ্চিম খণ্ডে এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অযোধ্যা ও ত্রিহতের নিকটবর্তী স্থান সমূহে প্রচলিত ছিল। এম. বারনুজ বলেন, বৌদ্ধ ধর্ম কেবল ভারতবর্ষেই প্রচলিত এবং ভারতবর্ষেই ইহার উৎপত্তি; কিন্তু এজন্য অনুমান যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না (‘Introduction a l’ Histoire du Buddhisme Indien, Avertissement, I’); তথাপি অনুমান হয়, এই ‘বৌদ্ধ’ শব্দ সংস্কৃত ‘বুদি’ অর্থাৎ ‘বুদ্ধি’ শব্দ হইতে উৎপন্ন; অথবা ‘বো’ বা ‘বোদি’ অর্থাৎ শিগুলাছ (the ficus religiosa) হইতে নিস্পন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের অসাধারণ ব্রাহ্মণ্য শক্তি ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্রিত ও উন্নত হয়, এবং এই ব্রাহ্মণ্য প্রতিভা বলে হিন্দুধর্মেই ভারতবর্ষের সর্বত্র অভ্যুচ্চ

করেন; তৎপরে সেকেন্দর সাহ যখন ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, এমন কি, যিশুখৃষ্টের জন্মের সাত শত বৎসর পরেও, যখন অজ্ঞাত-কুলশীল অসভ্য 'বেহিয়ান' জাতি সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া জ্ঞানার্জন করিত;—তখনও কতকগুলি রাজ্য, প্রাচীন 'আর্য'জাতি ভিন্ন অজ্ঞাত জাতির শাসনাধীন ছিল। প্রচলিত বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বর-স্বাক্ষর্য্য অস্পষ্ট-ভাবে বর্তমান; তথাপি একেশ্বরবাদী বৈদ্যধর্মের অপেক্ষা এই বৌদ্ধধর্মের উপাসক সংখ্যা অধিক। বৈদ্যধর্মাবলম্বীগণ প্রথর সূর্য্য, বায়ু কিংবা অগ্নি ভিন্ন অজ্ঞ কোন সাদৃশ্য-কার করিত না।^৫ এই যুগে হিন্দুগণের প্রতিভাশক্তি সম্পূর্ণরূপে বিকাশ প্রাপ্ত

পৰ্য্যাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণের এই শ্রেষ্ঠ ধর্মশিক্ষা এবং শাস্ত্রজ্ঞান হইতে শত্রুগণ অনেক সাহায্য পাইয়াছিল। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বংশ সমুত্তম গৌতম, ব্রাহ্মণদিগের এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান অবলম্বন করিয়াই বোধ হয় অধিকতর বিশুদ্ধ জ্ঞানিক রীতি অনুসারে বৌদ্ধধর্মের সংস্কার কার্য্য সংসাধন করিয়া পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক এবং ঈশ্বরানুগ্রহীত ব্যক্তি বলিয়া প্রণয়িত হইয়াছিলেন। বর্তমান সময়ে প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্যে শৈবধর্মই বৈদ্য উপাসনার পদ্ধতি লক্ষিত হয় (Compare Wilson 'As. Res' XVII. 170 &c, and 'Vishnuo Pooran' Preface. XIV.)। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মের বেশ-ভূষা বিষয়ক বিশ্বাস-ধর্মের সংমিশ্রণে যথাক্রমে বৈষ্ণব ও জৈন ধর্ম উৎপন্ন হইয়াছে। শাস্ত্র ধর্ম সমগ্র লোকের প্রাচীন অন্ধ বিশ্বাস অধিকতর স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়; শক্তি-উপাসকগণ দ্বৈতিক, মহামারী ও বহু-বিধায়ত্রী ভয়ঙ্করী দেবীর সমক্ষে ভয়ে মস্তক অবনত করিয়া থাকে। অধুনা মধ্যভারতের অন্তর্গত ভিলসার নিকটবর্তী বৌদ্ধধর্মের 'টোপি' বা অর্দ্ধগোলাকার যে স্মৃতিস্তম্ভ বর্তমান রহিয়াছে, বোধ হয়, সেইট সর্বশ্রেষ্ঠ। এক পুরুষ পূর্বে ইংরেজগণ প্রাচীন কীর্তি-কাহিনী পরিপূর্ণ এই স্তম্ভ-মধ্যস্থিত কাল্পনিক কোটির বা পাত্র অনুসন্ধান করিবার জন্য স্তম্ভটির কিয়দংশ ধ্বংস করিয়া ইংরেজ নাম লগ্নিত করিয়াছেন। এক্ষণে ইংরাজগণ কেবলমাত্র তাহার একটা নম্রা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। উহা জ্ঞানীদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই অস্থিতীয় প্রস্তর-প্রাকারের বহুসংখ্যক ভাস্কর্য্য ('bas-reliefs'), অশোকের রাজত্বকালীন ভারতবর্ষের ধর্ম ও আচার পদ্ধতিসমূহের প্রকৃষ্ট দাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই সমস্ত ভাস্কর্য্য জেখিলে বুঝা যায় যে, তাৎকালিক অধিবাসীগণ, বৃক্ষ, সূর্য্য, ভূগ (অথবা টোপি) গুলিকেই পৃথিবীর কেন্দ্রস্থিত পর্বত বা মন্দির প্রত্যক্ষ নিদর্শন এবং বৃক্ষকে জগদীশ্বরের সাকার স্বরূপ মনে করিয়া, যথেষ্ট আচ্ছা ও উপাসনা করিত। তৎকালে এতদেশবাসিগণের মধ্যে কোন কোন জাতি উচ্চ 'টুপি' এবং ছোট জামা ব্যবহৃত করিত। তাহাদের বেশ-ভূষা হিন্দুদিগের প্রচলিত বেশভূষা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ছিল।

৫। এলফিনষ্টোন সাহেব উইলসনের 'রুক্সফোর্ডের' বক্তৃতা এবং বিষ্ণুপুরাণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন (History I. 13),—'অর্চনীয় দেবতার কোন প্রতিমূর্তি বা প্রতীক নিদর্শন আছে বলিয়া মনে হয় না।' অথচ নূতন ও পুরাতন উভয় খৃষ্টীয় ধর্মগ্রন্থেই (Old and New Testaments) অগ্নিই ঈশ্বরের প্রধান নিদর্শন,—এইরূপ বর্ণিত আছে (Strauss Life of Jesus, 361)। বেদে ঐশ্বরিক তেজ (শক্তি) এবং গুণের সমুদয় বর্ণিত আছে। ইহুদীগণের অজ্ঞানত্ব দেবদেবীর বর্ণনায় 'জেহোবার' অস্থিতীয় শক্তিমত্তার হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, মহাকর্তা শিব, এবং অজ্ঞানত্ব দেবদেবীর অবতারগণ একেবারে প্রথার বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। যদিও বৈদিক প্রথা সম্বন্ধে 'কোলব্রুকের' ও অজ্ঞানত্ব গ্রন্থকর্তার এবং রামমোহন রায়ের প্রয়োজনীয় টীকা এবং অনুসন্ধানিক বর্তমান আছে, তথাপি বেদ ও বেদান্ত ধর্মসম্বন্ধে এখনও অনেক বিষয়ে শিক্ষার অভাব রহিয়াছে। ('Asiatic Researches, VIII; 'Transactions, Royal Asiatic Society', i and ii, and 'Ram Mohan Roy on the Veds') এ সম্বন্ধে (Ward's Hindu's ii, 175, ওয়ার্ডের 'হিন্দু' নামক গ্রন্থের 'বেদান্ত সার' নামক অনুবৃত্ত অংশ এবং ভাস্কর্য্য রোয়ারের পরিশোধিত ও

হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ, মহাৎ এবং বহু বিষয়ে শ্রেষ্ঠে গ্রীকদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলেন। বীররসপূর্ণ প্রাচীন কবিতাগুলি অলৌকিক কল্পনা ও বর্ণনাশক্তির পরিচায়ক। রামায়ণ ও মহাভারতের কবিতাগুলিতে এখনও মনোভাব উত্তেজিত হয়; লোকচরিত্রে তৎপ্রভাব বিস্তৃত হইয়া থাকে। গণিত-শাস্ত্র এবং জ্যোতিষশাস্ত্র এতদূর নির্ভুল ও সম্পূর্ণ ছিল যে, সূর্য্য ও চন্দ্রের ভ্রমণপথ নিঃসন্দেহে নিশ্চিতরূপে পরিমাপ করা যাইত। ১৬ কতকগুলি শিক্ষিত ব্যক্তি দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু জনসাধারণ পরমার্থ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিত। প্রথমতঃ উভয় দলের দর্শন-জ্ঞান ও পরমার্থ-জ্ঞান দৃঢ়তররূপে নিকট-সম্বন্ধীয় এবং অভিন্ন ছিল। পৌনঃপুন্য, ঈশ্বরের একত্ব, পৃথিবীর সৃষ্টি, আত্মার অমরত্ব এবং মানব জাতির দায়িত্ব সম্বন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। গন্ধার তীরবর্তী প্রাচীন অধিবাসিগণ পারত্রিক (ভবি-
ষ্যৎ) জীবন এবং ঈশ্বরের একত্ব ও সর্বশক্তিমত্তা প্রচার করিত, কিন্তু এই সম্বন্ধে মোজেস (Moses) কোন মতই প্রকাশ করেন নাই; এ বিষয়ে তিনি নির্বাক কিংবা অনভিজ্ঞ।^১ বহুদেববাদী গ্রীক ও রোমানগণ^২; এবং দ্বৈতবাদী 'মিথরেইক' জাতীয় বিধিবিধায়কগণ,

পরিবর্তিত অনুবাদ দ্রষ্টব্য (Journals, Asiatic Society of Bengal, Feb. 1845, No 108)। যদি অনুবাদকারিগণ আধুনিক প্রথা অনুসারে সংস্কৃত শব্দগুলির ইংরাজী প্রতিবাক্য না দিয়া, প্রত্যেক শব্দ বিশদরূপে ইংরাজী ভাষায় ব্যাখ্যা করিতেন, তাহা হইলে, আদিম বিচারকর্তাদিগের প্রকৃত ধর্ম্মমত বুঝিবার পক্ষে বিশেষরূপ সুবিধা হইত।

৬। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ 'সৌর' বৎসরই (solar year) প্রচলিত আছে। এইরূপ বৎসর গণনা সম-দিবা-রাত্রির স্বরূপ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বিবৃত হয় নাই, কিন্তু নাক্ষত্রিক বৎসর হিসাবে এইরূপ গণনা অনেকাংশে সমীচীন। সূর্যের ভ্রমণ-পথ এবং বিসুব-রেখার পরস্পর মিলন-বিন্দুসমষ্টির আবর্তন হিন্দুগণ বহুকাল পূর্বেই জ্ঞাত ছিলেন। এইরূপ প্রপঞ্চ আবর্তনের নির্দিষ্ট সময় হইতে হিন্দুদিগের কতকগুলি যুগ গণনা করা হইয়া থাকে; (Compare Mr. Davis's paper in the As. Res.' Volii and Bentley's Astronomy of the Hindus, P. 2—6. 88)।

৭। জ্ঞানী ও বিজ্ঞ মোজেসকে,—ষ্ট্রাবো নাস্তিক এবং মিসরীয় দিগের ধর্ম্মযাজক বলিয়া মনে করিতেন। (as quoted in Volney's Ruins, Ch. xxii, Sec. 9, note) কিন্তু মোজেস যে আত্মার নথরদে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেন—এ কথা স্বীকার না করিলেও, ইহদীগণ যে জেহোবাকেই তাহাদের একমাত্র উপাস্ত দেবতা বা অন্তিম রক্ষাকর্তা বলিয়া মনে করিত—এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। হেরোডোটাস (Herodotus, Euterpe, cxxiii) যদিও বলিয়াছেন, যে, মিসরীয়গণই প্রথম আত্মার অমরত্ব সপ্রমাণ করিয়াছে, তথাপি তাত্ত্বিক 'সাছুকী'গণ তাহাদের ধর্ম্মগুরুকে এরূপ ভাবেই অভিহিত করিয়া থাকে। সফ্রেটিস্ এবং প্লেটো সম্পূর্ণ স্পৃহাপরবশ হইলেও, উভয়েই বলিয়াছেন যে, আত্মার অপরাপর অবস্থা অপেক্ষা অমরত্ব ভাবই অধিক। ('Phœco', Sydhaham and Taylor's Translation. iv, 324)

৮। এথেন্সবাসীদের (Athenians) অজ্ঞাত দেবতা অদৃষ্ট (fate)। প্রতিহিংসা-পরবশ 'নেমিসিস' (Nemesis) এবং 'জিয়স' বা জুপিটারের ক্ষমতা বহির্ভূত অজ্ঞাত দেবশক্তির বর্ণনায় বুঝা যায় যে, প্রাচীন ব্যক্তিগণ প্রচলিত পৌরাণিকতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে অনিচ্ছুক; আধুনিক সমালোচনায় যদি কৃত্রিম বা অসত্য বর্ণনা প্রকাশ না পাইত, তাহা হইলে, হোমারের সাময়িক 'থিরোজ' ('theos')

ঈশ্বরের একত্ব ও সর্বশক্তিমত্তা বিষয়ে কিছুই জ্ঞাত নহেন। মন্দ কার্য করিলে ঈশ্বর গুরুত্তর শাস্তি বিধান করেন, ব্যাস এই মত প্রচার করেন। ব্যাস-প্রবর্তিত এই মতে জনসাধারণে মন্দ কার্য্য করিতে অধিকতর ভীত হইত। এবিষয়ে ব্যাস প্লেটোকেও পরাজিত করিয়া ছিলেন।^২ প্রকৃত পক্ষে, আত্মার অবিনশ্বর্য এবং মৃত্যুর পর দেহান্তর গ্রহণ, এই দুই মত পরস্পর জড়িত হইয়াছিল; কার্য্যকরী গুণ (কর্ম) অপেক্ষা দৈহিক কষ্ট-সহিষ্ণুতা এবং মানসিক ও শাসিত্ব অধিকতর প্রশংসনীয় হইত।^{১০} মানবগণ পরস্পর সমান নহে,

অর্থাৎ কাল্পনিক বর্ণনা সম্বন্ধে যে বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিয়াছেন, (*Odyssey*, XIV, Cowpers note, P. 48. vol ii. Edition of 1802) হয় ত বিশপ থারওয়াল (*History of Greece* i. 192 &c) এবং মি. গ্রেট উভয়েই তাহা অবিদ্যাস করিতেন (*History of Greece*, 1, 3. and XVI Part i generally.)

৯। প্লেটো, কর্তব্য জ্ঞান এবং বাধ্যতা স্বীকার করিতেন না; কিংবা তিনি কর্তব্য ও বাধ্যতায় নিম্ন দৃঢ়রূপে অনুরণন করিতেন না। সফ্রেটিস প্রবর্তিত প্রথানুসারে এই নিম্ন বীধাবীধিরূপে পালন করিবার কোন আবশ্যকতা নাই,—এই হেতুবাদে রিটার তাঁহাকে এই দোষ হইতে মুক্ত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন (*Ancient Philosophy*, ii. 387) প্লেটো মনে করেন যে, এইরূপ কঠোরতায় নৈতিক দর্শনের উপযোগিতা অল্প বলিয়া বোধ হয় এবং ইহাই তাঁহার আপত্তির প্রধান কারণ। বেকন অতি তেজরূপে প্লেটোর এই মত স্পষ্টতঃ অবলম্বন করিয়াছেন (Compare 'Hallam's' *Literature of Europe*, iii, 191. and Macaulay, *Edinburgh Review*, July, 1837, P 84.)। যদিও ঈশ্বরের প্রতি এইরূপ কর্তব্যজ্ঞান অমানুষিক, এবং নাস্তিকদিগের দর্শন-শাস্ত্রের প্রথায় ইহা অনাবশ্যক, সামাজিক মঙ্গল কামনায় ঈশ্বরের প্রতি এইরূপ কঠোর কর্তব্য জ্ঞান সর্বতোভাবে প্রয়োজনীয়। সভ্য গ্রীস দেশে এবং আধুনিক ইউরোপ ব্যতীত সমগ্র এশিয়াখণ্ডে 'দর্শনশাস্ত্র' এবং 'তত্ত্বশাস্ত্র' পরস্পর নিকট সম্পর্কীয় এবং একত্র জড়ীভূত হইয়া রহিয়াছে। প্লেটো বলেন যে, মৃত্যুর পর আত্মার বিচার আরম্ভ হয়; বিচারানুসারে দুই ব্যক্তির আত্মা শাস্তিপ্রাপ্ত ও উৎপীড়িত হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে। (উদাহরণ-বাক 'Gorgias,' Sydenham and Taylor's Translation, IV. 451) ফলতঃ, এইরূপ নিয়মই সাধারণের পক্ষে অধিকতর ফলপ্রদ। কিন্তু গ্রীকদিগের শাস্ত্রানুসারে অবিনশ্বর মানুসী আত্মার পরিতৃপ্তি ও উপভোগ এবং ঈশ্বরের প্রতি স্মরণপরতাই পুণ্যজনক বলিয়া কথিত হয়।) Compare Schleiermacher's *Introduction to Plato's Dialogues*- P. 181, &c, and Ritter's *Ancient Philosophy*, ii. 374) ব্যাসদেব যে কৃতজ্ঞতা ও স্মরণপরতা-মূলক ধর্মশিক্ষা দিয়াছেন, এক্ষণে লোকে তাহাই কর্তব্য জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করে। তাহাই যে তাহাদের কর্তব্য কার্য এবং তাহাতেই যে তাহারা বাধ্যতা;—তাহাও স্পষ্টরূপে বলিতে পারা যায় না। সম্ভবতঃ, ভারতবাসীর পক্ষে বিবেকশাস্ত্রের উপদেশক হওয়ার পরিবর্তে তত্ত্ব শাস্ত্রোপদেশক হওয়াই অধিকতর সহজ হইতে পারে।

১০। ঈর্ষণাপর খৃষ্টান গ্রন্থকারগণ, হিন্দু-তত্ত্বশাস্ত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে আত্মার দেহান্তর গ্রহণ বিষয়ে অনেক বাধানুবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, এই নীতি অবলম্বন করিলে মানবের ইচ্ছা-বৃত্তির স্বাধীনতার অনেকটা লাঘব হয়; পূর্বজন্মসমূহের দোষযুক্ত আত্মা পুনঃপুনঃ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করায়, পূর্ব আত্মা অপেক্ষা পর-আত্মা অনেকটা পৃথক বলিয়া অনুভূত হয়। শুনা যায়, এইরূপে মনুষ্য গ্রীক ও রোমানদিগের ভাগ্য-দেবীর বশবর্তী হইয়া থাকে। (Compare 'Ward on the Hindoos' ii, Introductory Remarks, xxviii. &c). নীতিশাস্ত্রানুসারে আত্মা পূর্ব জন্মের পাপ ভারাক্রান্ত হইলেও, পূর্ব ও পরবর্তী আত্মার মধ্যে কোন এভেন নাই; আদমের (Adam) পাপ-সমূহে আত্মা কলুষিত হইলেও, বর্তমান জীবনের আচার-ব্যবহারে কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। দর্শনশাস্ত্র

এবং একই শ্রেণীর বক্তিবর্গ পুরুষামুক্রমে ধর্মোপদেশে থাকিতে পারিবেন—এইরূপ মত প্রচারিত হওয়ায়, ব্রাহ্মণদিগের নীতিশাস্ত্র তৎসহ গুরুতর রূপে জড়িত হইয়া যায়।^{১১}

ব্রাহ্মণগণ ভারত উপদ্বীপ হইতে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদিগকে বিভাঙিত করিয়াছিলেন, খৃষ্ট জন্মের নয় শত বৎসর পরে, যখন শঙ্করাচার্য ভারতের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া স্বীয় মত প্রচলনের চেষ্টা করিতে ছিলেন, তখন কয়েকটি শিক্ষিত পণ্ডিত এবং নিরীহ বর্দ্ধবিধ্বাসী

মতে, আত্মদেহান্তর-গ্রহণ করে না। কেবলমাত্র বর্তমান জীবনে পাপ সমূহের অবস্থিতির এবং মমুন্দের উপর তাহার প্রভাব বিস্তৃতির পরিমাণ-নির্ণয়ার্থ একটা প্রকৃষ্ট পদ্ম ব্যতীত ইহা আর কিছুই নহে।

১১। জাতিভেদ প্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়; মিসর এবং পারস্যেও এক সময়ে এই প্রথার প্রভাব ছিল এবং প্রাচীন কোন জাতি বিভিন্ন ধর্মকার্য এবং পুরুষামুক্রমিক আচার অনুষ্ঠান করিত। মধ্যযুগে এবং বর্তমান সময়ে ইউরোপে এই প্রথা কতকাংশে যেরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, তৎসমুদায় একত্র করিয়া একটা প্রবন্ধ রচনা করা যাইতে পারে। যাঁহারা বিদ্বান বলিয়া খ্যাত, যাঁহারা বহুদর্শী, জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে তাঁহাদের এরূপ একটা প্রবন্ধ রচনা করা উচিত; প্রাচীন সভ্যতা ক্রমে ক্রমে পরবর্তী সময়ে যেরূপ বিবরণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাঁহারই ফলে এই জাতিভেদ প্রথা ভারতবর্ষে প্রবর্তিত হইয়াছে। বিগত কয়েক শতাব্দী হইতে এই প্রথা যেরূপ ভাবে অনুসৃত হইতেছে, পুরাকালের আদিম অধিবাসিগণ ইহা সেরূপ কঠোরতার সহিত মানিয়া চলিত না। বিধামিত্রের ব্রাহ্মণশক্তি লাভ তাহার একটা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বিক্রমজিতও ঐ শক্তি লাভের জন্য বিশেষরূপে ইচ্ছুক ছিলেন এবং তাহাতে তিনি কতকটা কৃতকার্যও হইয়াছিলেন। ব্যাসদেব এই প্রকারে এক শূদ্রকে পুরোহিত শ্রেণীতে উন্নীত করেন; তাহার বংশধরগণ অপেক্ষাকৃত নীচ জাতীয় হইলেও, তাঁহারা ব্রাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত হয়। (Ward on the Hindoos, i. 85 and see Munoo's Institutes, chap. x. 42-72 &c.) এখানে মমু স্বীকার করিয়াছেন যে, একমাত্র যোগ্যতা অনুসারেই জাতি বিশেষের মর্যাদা ও শ্রেণী বিভক্ত হয়, এবং সেই গুণে যে কোন জাতি উচ্চশ্রেণীভুক্ত হইতে পারে। এমন কি বর্তমান সময়েও সিদ্ধানুগালা সম্প্রদায়ের কতকগুলি জাতি-শিখ পরিবার (ইহারা রণজিৎ সিংহের সম্পর্কীয়), রাজপুত্রদিগের সামাজিক সংস্কার ও আচার ব্যবহারে যোগদান করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল এবং এক সমাজভুক্ত হইতে চেষ্টা করিয়াছিল। যদি বিজয়ী মোগল ও পাঠান জাতি প্রকৃত ধর্মে বিশ্বাস না করিত, এবং তাঁহাদের প্রচলিত ধর্মবাহক সম্প্রদায় না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা বেদ-ধর্ম গ্রহণ করিয়া কত্রিয় অথবা রাজপুত্রদের মধ্যে পরিগণিত হইত,—তাহাতে কোন সংশয় নাই।

তত্ত্বাবধায়ক, ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের স্বরূপ জানিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ধর্মসংস্কারক রামানন্দের মতে এই কথা প্রকাশ হওয়ায়, পুরোহিত সম্প্রদায়ের আদিম নীতি প্রচারিত হয়। (The Dabistan ii. 188.)

হিন্দুদিগের দ্বারা ভারতীয় মুসলমান জাতিও চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা,—সৈয়দ, শেখ, মোগল ও পাঠান। সকলেই মহৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটি জাতি মহম্মদের জাতীয়, এবং মহম্মদের জামাতা ‘আলির’ বংশধর বলিয়া ইহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। অন্ততঃ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সকলেরই এই বিশ্বাস যে, হিন্দুধর্ম-ভাগকারী ক্ষত্রিয় এবং স্বধর্ম-বর্জিত শিখ, ‘শেখ’ নামে অভিহিত হয়, এবং অন্ত্যস্ত নীচ জাতীয় স্বধর্ম-বর্জনকারী ‘মোগল ও পাঠান’ জাতিমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে! কিন্তু যদি কোন ব্রাহ্মণ স্বধর্ম-ভাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিলে তৎক্ষণাৎ ‘সৈয়দ’ শ্রেণীভুক্ত হয়,—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

জৈন^{১১} ব্যতীত ভারত উপদ্বীপে আর কোন জাতি দেখা যায় নাই। তখন কেবল-
মাত্র এই ‘জৈন’গণই ‘শ্লেচ্ছ’ জাতি বলিয়া অভিহিত হইত। ইহারা ই হিন্দুদিগের মধ্যে
অসভ্য ছিল এবং পৌত্তলিক ধর্মের উপাসনা করিত। ক্ষত্রিয়গণ এই সময়ে রাজ্য বিস্তার
করেন। সাকারবাদী অসভ্য রাজগণ কেহ কেহ তাহাদের বশতা স্বীকার করিয়াছিল;
কেহ কেহ বা তাহাদের ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। এ পর্যন্ত ব্রাহ্মণগণ ধর্ম-প্রচার কার্য
উপেক্ষা করিয়া অসিতেছিলেন। তাঁহারা প্রচারকরূপে ধর্ম-প্রচার করা ভালবাসিতেন না।
তদপেক্ষা ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষও ধর্মের প্রণয়নকর্তা বলিয়া পরিচিত হওয়াই বরং প্ৰাধান্য
মনে করিতেন। এই জন্য বিদেশে ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতা হ্রাস হইয়াছিল। কোনও রাজা
তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে সম্মান না করিলে, কিংবা কোন উচ্চাভিলাষী বোদ্ধা
তাঁহাদিগের উপদেশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক না হইলে, দূরদেশস্থ কেহই তাঁহাদিগকে
আদর করিত না। হিন্দু ধর্ম উন্নতির চরম সীমায় আরোহণ করিয়াছিল; এই জন্য
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই অবনতি ও ধ্বংসের বীজ অঙ্কুরিত হয়। ভিন্ন দেশের আগন্তুক-
দিগের সহিত মিলিত হওয়ায়, তাহাদের আচার-পদ্ধতি কতকাংশে হিন্দু-ধর্মের সহিত
মিশিয়া যায়। সহস্রভূতি প্রকাশের ইচ্ছা প্রবল হইলে, মানব সহজেই আত্মোপযোগী
কোনও উপায় দেবতা অনুসন্ধান করিয়া লয়; তখন আর নিরাকার ও নির্বিকার দেব-
তায় বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।^{১৩} ইন্দ্রিয় জ্ঞানের কর্তৃবোধে সামান্য একটি কালো

১২। আধুনিক জৈনগণ, বৌদ্ধধর্মের সহিত তাহাদের স্বধর্মের নিকট সম্বন্ধ অকপটভাবে স্বীকার
করিয়া থাকে। কলতঃ, পূর্ব মালবের জৈন সপ্তাঙ্গরগণ, ‘ভিলস্য’র ‘টোপিকে’ জৈনদিগের ধর্ম মন্দির
বলিয়া মনে করে। কোন্ সময়ে ‘জৈনগণ’ জনসাধারণের নিকট একটি ভিন্ন সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত
হইয়াছিল,—তাঁহা নিশ্চিত বলা যায় না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে,—‘কোব’ বা অমরসিংহের অভিধানে
যদিও জড় জগতের প্রতিনিধি দেবী, বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতমের মাতা, ‘মায়াদেবীর’ নামাবলীর মধ্যে
‘জিন’ শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তন্মধ্যে ‘জৈন’ শব্দের আদৌ কোন নিদর্শন নাই।
‘ভাগবতে’ লিখিত আছে যে, বুদ্ধ ‘জিনের’ পুত্র; তিনি ‘কিকুত দেশ’ বা বিহারে জন্মগ্রহণ
করিয়াছিলেন।

১৩। এলফিনষ্টোন্ বলেন, (History of India, i. 189) রাম এবং কৃষ্ণ মনুতোচিত ভাব এবং
কার্য দ্বারা অধিক সংখ্যক উপাসকের প্রাণ মন আকর্ষণ করিয়াছিলেন; অপরিহৃত শৈবধর্মে তত লোক
আকৃষ্ট হয় নাই। আমার মনে হয়, ‘এডিনবরো রিভিউ’ পত্রে দেখিয়াছি যে, এই তত্ত্ব বিশেষ বিস্তৃতভাবে
বর্ণিত আছে। তাহাতে জানা যায়, যীশুখ্রীষ্ট বেল্লগ কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রকৃতই খ্রীষ্টধর্মের
বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল; ক্রুশাবদ্ধ ঈশ্বরের প্রতি সহস্রভূতি প্রদর্শনের জন্য অনেকেই খ্রীষ্টধর্ম
গ্রহণ করিয়াছিলেন। ‘বাঁড়গলি’ ধার্মিক হইলে, তাহাদের দেবতা গো-মহিষাদির আকার ধারণ
করিত—জেনোফনের এই তীর্থ মন্তব্য সত্য বলিয়া মনে হয়; কেননা, তখন লোকে সাধারণতঃ দেবতা-
গুলিকে মনুষ্যের আকৃতিতে সাকার রূপনা করিতে ভালবাসিত। (Grote, History of Greece,
iv. 523, and Thirwall, History, ii 136).

প্রস্তর-লিঙ্গ পূজা করিয়া তখন আর কাহারও মনঃপ্রাণ তৃপ্ত হইত না।^{১৪} যিনি ধর্মতত্ত্বের মীমাংসায় জড়বাদী বৌদ্ধগণকে নীরব করিয়াছিলেন, যিনি নাস্তিক চার্বাকদিগের^{১৫} ধর্ম নিষয়ক ঘোর নাস্তিক্য মত খণ্ডন করিয়াছিলেন, এই সময়ে সেই শঙ্করাচার্যও গুপ্ত এবং শক্তিসমূহের উপাসনা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এমন কি, শঙ্করাচার্য-প্রচারিত ধর্মেও প্রতিমা অর্চনা হইত, এবং দেব মন্দিরে মূর্তিকা বা প্রস্তরের দেব-মূর্তি অথবা মূর্তি-বিহীন নিদর্শন (শিবলিঙ্গ) স্থাপনের ব্যবস্থা ছিল। যিনি আত্মস্বরূপ, তাঁহাকে আর কেহই উপাসনা করিত না। প্রকৃত ধর্মোপাসকগণ, পালনকর্তা 'বিষ্ণু', সংহারকর্তা 'শিব', সূর্যের প্রতিনিধি দেবতা, এবং সিদ্ধি-বিধায়ক গণেশ প্রভৃতি দেবতার পূজা করিত; অথবা, প্রকৃতির পুনরুৎপাদিকা শক্তিকেই দেবীরূপে কল্পনা করিয়া তাহার উপাসনা করিত। তাহারা মনে করিত যে, জগদীশ্বর নিশ্চয়ই তাহাদের প্রার্থনা শ্রবণ করেন এবং পূজা গ্রহণ করেন।^{১৬}

পুরাকালে ব্রাহ্মগণ গৃহাশ্রমে অথবা নির্জনে ধর্মোপাসনা করিতেন। বৌদ্ধগণের ধর্মোপাসনা সাধারণ স্থানে অথবা ধর্মসভায় হইত। ব্রাহ্ম-জাতীয় তপস্বিগণ জনসমাগম

১৪। হিন্দুদিগের শৈবধর্ম অথবা 'লিঙ্গ' উপাসনার অথবা জ্ঞানময় ব্রাহ্মণ ধর্মের একটি পরিবর্তনের নিদর্শন। যখন ব্রাহ্মণ ধর্ম বিশেষ প্রাধান্য লাভে জনসাধারণের ভ্রম-সংস্কার বিদূরিত করিয়া তাহাদিগকে পবিত্র করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তখন এই পরিবর্তন সংসাধিত হয়। একাল পর্যন্তও ভারতের সাধারণ ব্যক্তিবর্গ প্রত্যেক বস্তুতেই ঈশ্বরের বিদ্যমানতার নিদর্শন দেখিয়া থাকে। ব্রাহ্মগণ পৌত্তলিকদিগকে এই শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন যে, উপাসনা সময়ে কাল প্রস্তরটিকে নিরাকার বিশ্বনিয়ন্তা বলিয়া মনে করিতে হইবে। তাহারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মূর্তিউপাসকগণকেও ইন্দিয় জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। লিঙ্গই পুনরুৎপাদিকা শক্তির প্রতিকৃতি, — এইরূপ জ্ঞান আধুনিক বলিয়া মনে হয়। এইরূপ ঈশ্বর জ্ঞান, অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই প্রচলিত। ইহারা দেবদেবীর সাধারণ স্বরূপ মূর্তির মধ্যে অতিক্রান্ত ভাবে এবং উচ্ছৃঙ্খলরূপে গুপ্ত-শক্তির আবির্ভাব দেখিয়া থাকে। (Compare Wilson, 'Vishnoo Pooran' Preface lxi.)

১৫। অধ্যাপক উইলসন ('Asiatic Researches', xvi. 18.) চার্বাক নামক কোন যোগী বা মুনির নাম হইতে এই 'চার্বাক' সম্প্রদায়ের উপাধি নিষ্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মগণ, (অন্ততঃ মালবের ব্রাহ্মগণ), এই সম্প্রদায় এবং সম্প্রদায়ের গুরু, — এতদ্ব্যভিন্ন এই বিশেষ নাম, 'চার্বাক' (প্রবৃত্তি জনক, অত্যাশ্রম) এবং 'বাক' (বাক্য, বক্তৃতা) শব্দদ্বয় হইতে নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। এইরূপে নিষ্পাদিত হইলে, এই সম্প্রদায়টী তার্কিক, ভাবাবিদ কিংবা প্রত্যক্ষ বলিয়া বর্ণিত হয়। বস্তুত, পরিশেষে সম্প্রদায়টী এই নামেই পরিচিত হইয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের সকলেই ঘোর জড়বাদী; তাহারা শারীরিক উপাদান সমূহের নির্দিষ্ট কোন অবস্থা অথবা অবস্থা-সমূহের একত্রীকরণের নিয়ম হইতে বিবেক-শক্তির উৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকে। মনে হয়, এ সম্বন্ধে তাহারা প্রসিদ্ধ শরীরতত্ত্ববিৎ ডাক্তার লারেলের মত অনুভব করিয়াছিল। ডাক্তার লারেলের ধারণা এই যে, যকৃত যেমন পিত্তের আধার, তেমনি মস্তিষ্কও চিন্তা শক্তির আধার। (Compare Wilson, 'As. Res.' xvii. 303 and Troyer's 'Dabistan', ii 198. note.)

১৬। যে পাঁচটি জাতির বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা সকলেই হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধ মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

হইতে পৃথক থাকিতেন ; কিন্তু বৌদ্ধ সম্মাসিগণ, সম্মাসী সম্প্রদায় কিংবা উপাসক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতেন। সম্মাসী হওয়ার পূর্বে ব্রাহ্মণগণ গৃহ-ধর্ম আচরণ করিতেন ; কিন্তু বৌদ্ধগণ অবিবাহিত থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেন, এবং অধিকাংশ ইন্দ্রিয় স্থব্র সন্তোষ পরিত্যাগ করিতেন। বিজিত জাতি সমূহের এইরূপ আচার ব্যবহারের প্রভাব বিজ্ঞেয়গণের উপর বিস্তৃত হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য বিদ্বদ্ ধর্মভাব দৃঢ় করিবার চেষ্টায়, ‘সেন্ট বেসিল’ ও ‘পোপ হনোরিয়াসের’ দ্বিবিধ মতের একত্র সমাবেশ করিলেন।^{১৭} তিনি ব্রাহ্মণ-সম্মাসীদের নিমিত্ত একটা ‘মঠ’ স্থাপন করেন ; তিনি দণ্ডকমণ্ডলুদারী অসভ্য নির্জনবাসী ‘দণ্ডী’দিগকে স্বতন্ত্র একটা সম্প্রদায়ে পরিণত করেন ; তখন সেই সম্মাসী-সম্প্রদায় ‘মঠবাসী’ বা ‘ভিক্ষুক’ বলিয়া পরিগণিত হইল ; তাহারা ভিক্ষাবৃত্তিতে জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিল এবং পবিত্রতাচরণ করিতে আরম্ভ করিল।^{১৮} শঙ্করাচার্য্যের এই সংস্কৃত ধর্ম পুনরায় পরিবর্তিত হইল। এই ‘দণ্ডিগণ’ শিবকেই একমাত্র উপাস্য দেবতা বলিয়া গ্রহণ করায়, আরও অধিকতর পৃথক হইয়া গেল। ঈশ্বরের প্রকৃতস্বরূপ কল্পনা করিয়া এখন হইতে তাহারা ‘শিবকেই’ উপাসনা করিতে লাগিল ; এবং শীঘ্রই অস্ত্রান্ত সকলেও তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ‘রামানুজ’ নিজ নামানুসারে ব্রাহ্মণদিগের একটা ধর্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। আচার সম্পর্কীয় কতকগুলি পরিমার্জিত নিয়ম তাহাদের মধ্যে প্রবর্তিত হইল। তাহারা বিষ্ণুকেই

১৭। অধ্যাপক উইলসন, ‘এসিয়াটিক রিসার্চের’ বোড়শ ও সপ্তদশ খণ্ডে হিন্দুজাতির যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্ত প্রত্যেক বিদ্যানুরাগী ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি তাহার নিকট গণী। এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকগুলি ভারতবাসী বহু লোকের গৃহে বিদ্যমান ; বিশেষতঃ, ‘ভগ্নগাংমালা’ বা সম্মাসীদিগের ইতিহাস এবং তাহার সার-সংগ্রহ সকলের নিকটই দেখিতে পাওয়া যায়। দেশের অবস্থাজ্ঞ কোন পণ্ডিতের টীকার সহিত মিলাইয়া এই গভীর রহস্যপূর্ণ বিষয় পাঠ করাই অধিকতর সুবিধাজনক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অধ্যাপক উইলসন সম্প্রদায় সমূহের ধর্মমত এবং সংস্কার বিষয়ক উন্নতির বিষয় বর্ণনা করিতে চেষ্টা করেন নাই। হিন্দুদিগের সম্বন্ধে মিঃ ওয়ার্ড যে, বিস্তৃত বহুমূল্য কয়েকখণ্ড গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও এই সকল বিষয়ের উল্লেখ নাই। ‘দেবীস্থান’ লেখক মোসাগ ফাণীর পুস্তকেও ঘটনাবলীর সামঞ্জস্যের এবং স্থায়সঙ্গত বর্ণনার অভাব। ফাণী একটু প্রগল্ভ এবং সরল বিখ্যাসী হইলেও, এই প্রতিভাশালী মুসলমান লেখকের মত এবং বর্ণনাগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইনি প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। কাপ্তেন টেলার তাহার এই ‘দেবীস্থান’ অনুবাদ করিয়াছেন ; এইজন্যই একটু অসুস্থান করিলে প্রত্যেক ইংরেজই এই মহামূল্য গ্রন্থ পাইতে পারেন।

১৮। শঙ্করাচার্য্য দক্ষিণ ভারতের একজন ব্রাহ্মণ। অধ্যাপক উইলসনের মতানুসারে (‘As. Res.’ xvii. 180) শঙ্করাচার্য্য অষ্টম কি নবম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। কিন্তু এরূপ গণনাও সন্দেহমূলক। যেহেতু সাধারণত কথিত হয় যে, রামানুজ শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য এবং তাগিনের ছিলেন ; সুতরাং তাহার জন্মের তারিখ উইলসনের গণনার এক শতাব্দী কিংবা দেড় শত বৎসর পর হওয়াই সম্ভব। তিনি চারিটি ‘মঠ’ (সম্মাসীদিগের মন্দির অথবা চারিটি ধর্মসম্প্রদায়) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহার মশ জন শিক্ষিত শিষ্যের মধ্যে যে চারি জন তাহার প্রচারিত ধর্মমত দৃঢ়তররূপে অবলম্বন করিয়াছিল, তাহারা এই চারিটি ‘মঠের’ প্রধান পাণ্ডা ও রক্ষক রূপে নিযুক্ত হন। শঙ্করাচার্য্যের এই চারিটি শিষ্যের অনুচরণ ‘দণ্ডী’ নামে অভিহিত হইত। অথবা, ইহাদের সহিত ছয়টি নাস্তিক সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ মিশিয়া সকলে একত্র ‘দশনাম’ নামে পরিচিত হইয়াছে। (Compare, Wilson, ‘As. Res.’ xvii. 169 &c.)

প্রকৃত ঈশ্বর জ্ঞানে উপাসনা করিত; সর্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি ও গুণ কল্পনা করিয়া সাধারণের নিকট তাহার ঈশ্বরের মর্যাদা হানি করিয়াছিল।^{১৯} প্রবর্তিত সংস্কৃত নিয়ম প্রতিপালন এবং ঈশ্বরাজ্ঞা পালনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া এই মূর্তন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল; ব্রাহ্মণের শরীর সর্বসময়েই পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। সকলেই বিশ্বাস করিত, ধার্মিক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ইচ্ছা করিলে, ইহজন্মেই আত্মাকে দেহমুক্ত করিয়া ঈশ্বরের লীন হইতে পারেন। যখন শঙ্করাচার্য, কতকগুলি প্রিয় শিষ্যকে অবধ্য এবং স্বধর্মে বিচলিত দেখিয়া সম্প্রদায় হইতে বিতাড়িত করিলেন, তখন রামানুজ দেখিলেন যে, এক্ষণে নিরাকার ঈশ্বরের প্রতি লোকে আর ভত আস্থাবান নহে; হৃতরাং তিনি তাঁহার শিষ্যদিগের গুরুভক্তির প্রবৃত্তি, কোনও মর্মিবের প্রতি গুস্ত করিতে উপদেশ দিলেন। কিছুকাল পরে, সকলেই মনে করিতে লাগিল যে, ‘গুরু’র জন্ম সকল জিনিষই পরিভাগ করা যাইতে পারে, এবং ‘ভন্ন, মন, ধন’ (শরীর, আত্মা এবং পৃথিবী ঐশ্বর্য্য),—সকলই গুরু নামে উৎসর্গ করিতে হইবে।^{২০} ধর্মগুরু সম্পূর্ণ অধীনতা স্বীকার করিলে, ধর্মোক্ত দেবতা সম্বন্ধে জীবন্ত ধারণা বন্ধমূল হইতে থাকে। যে সকল অসম্ভব জ্ঞান নিজ ধর্ম পরিভাগ করতঃ অগ্ন ধর্ম গ্রহণ করে, তাহাদের অন্তরে ঈশ্বর-প্রভীতি অসম্ভব; ধর্মকার্যে দৃঢ় মনোযোগী না হইলে, ধর্মজ্ঞান লাভ দুর্লভ। এই মত পরিবর্তনের হেতু-স্বরূপ প্রতিপন্ন রামানুজ করিয়াছেন যে, ঐহিক ধর্মকার্যের কতকগুলি উপকরণ আবশ্যক।^{২১} শাস্তিপ্রিয় শিক্ষিত সম্প্রদায়সমূহের দৃঢ়বিশ্বাসীদিগের ধর্মমত পরীক্ষা

১৯। রামানুজের আবির্ভাব সম্বন্ধে নানামত প্রচলিত আছে। একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের মধ্যে কোন এক সময়ে রামানুজ বিদ্যমান ছিলেন (Wilson, ‘As. Res.’ xvi. 28, note). মধ্যভারতে এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, রামানুজ তাঁহার পিতৃব্যকে (শঙ্করাচার্যকে) বলিয়াছিলেন,—‘তিনি (শঙ্করাচার্য) যে পথ অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃষ্ট পথ নহে। হৃতরাং রামানুজ গুরুভাগ্য করিয়া ‘মঠ’ অথবা শিক্ষক শ্রেণীর প্রতিবোধক চারিটি ‘সম্প্রদায়’ বা ধর্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই সময় হইতে সম্প্রদায়ের উপযোগী বোধে তিনি বিকৃষ্ট একমাত্র উপাস্ত দেবতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। রামানুজ নিজ ধর্ম-সম্প্রদায়কে ‘শ্রী’ বা ‘লক্ষ্মী’ নামে অভিহিত করেন। তৎপরে আরও তিনটি সম্প্রদায় স্থাপিত হয়; প্রথমটি মাধব কর্তৃক; দ্বিতীয়টি বিষ্ণু বামী এবং তাঁহার পরিচিত শিষ্য বল্লভ কর্তৃক; এবং তৃতীয়টি ‘নিম্বারক বা নিম্বাদিত্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহারা বহিঃ-সকলেই বৈষ্ণব, তথাপি ইহাদের প্রত্যেকের ধর্ম-সম্প্রদায় স্বাক্ষরিত ব্রহ্মা, শিব এবং ব্রহ্মার পুত্র শনকাদিগের নাম অনুসারে পরিচিত ছিল। (Compare Wilson, ‘As Res’, xvi, 27 &c.)

২০। Compare Wilson, Asiatic Researches, xxi. 90.

২১। রুডিজ একটি মুখ জয়ের পর বীণুর ঈশ্বর বিবাস এবং যত্নাধিকারী গুনিয়া কিরূপ শোক ও ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন,—পাঠকগণের হয় ত স্মরণ থাকিতে পারে। রুডিজ তাঁহার দ্বীপ ধর্মে বীক্ষিত হইয়া ‘রোমসের’ প্রাচীন ধর্মোপদেশকের শিষ্ট গ্রহণ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—‘যদি আমি আমার পৌরসী করাসী সৈন্যদলের সহিত উপস্থিত থাকিতাম, তাহা হইলে বীণুর যত্নার প্রতিশোধ লইতাম।’ (Gibbon, ‘Decline and Fall of the Roman Empire.’ vi. 302.) মুসলমানগণও আগির পুত্র হোসেন এবং তাইমুরের সম্বন্ধে ঠিক একইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকে। বিজয়ী তৈমুর বলিয়া-ছিলেন,—‘সত্যপন ইমামের প্রাণরক্ষা করিতে কিংবা তাঁহার যত্নার প্রতিশোধ লইতে যত্ন তারতবর্ষ হইতে আমি অনতিবিলম্বে যাত্রা করিতাম।’

করিলেই, তাহাদের সরলতা এবং দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। এই কারণে ভারতীয় ধর্মসংস্কারকগণ মুক্তিপ্রার্থীদিগের নিকট হইতে অন্ধবিশ্বাস এবং আশার এইরূপ প্রমাণোক্তি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

ধর্মচরণেরও যেমন ভিন্ন ভিন্ন পন্থা প্রচলিত হইতে লাগিল, দর্শনশাস্ত্রীয় জ্ঞান ও সিদ্ধান্তও তৎসঙ্গে সমভাবে পরিবর্তিত হইল। বিদ্যা, অর্থ এবং লোকের সহিত অধিক পরিমাণে মিলনের দরুণ নাস্তিকতার প্রতি সাধারণতঃ সকলেরই আসক্তি জন্মিল। ছয়টি নাস্তিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধবাদী ছয়টি দৃঢ় ধর্মমত ও ধর্মসম্প্রদায় প্রবর্তিত হইল। মানসিক ও প্রাকৃতিক দৃষ্টাবলি তর্কশাস্ত্র সাহায্যে আলোচনা করিয়া, ঈশ্বর-জ্ঞান মীমাংসার চেষ্টা হইতে লাগিল।^{২২} পরমাণুর সত্ত্বা ও অবিনশ্বরত্ব, এবং জ্ঞান ও বিবেক প্রভৃতি সম্বন্ধে বিচার আরম্ভ হইল। জীবন ও আত্মা উভয়ই পরম্পর পৃথক,—আবার আত্মা ও জীবন উভয়ই এক এবং ঈশ্বরের সহিত তুল্য,—এই সমস্ত বিষয় লইয়া বাদানুবাদ চলিতে

২২। তাহাদের ছয়টি শ্রেণীই, মুক্তি তর্ক এবং স্বভাব (শরীর) বিষয়ে গ্রীকদিগের তিনটি দার্শনিক সম্প্রদায়ের অনুরূপ। অথবা চলিত কথায় ‘দেববাণী’ (বা নীতি), হেতু এবং ইঞ্জিয় সম্বন্ধে এই শ্রেণী বা সম্প্রদায় সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জৈমিনীর ‘পূর্ব মীমাংসা’ এবং ব্যাসের ‘উত্তর মীমাংসা’ বা বেদান্ত, বেদের অবলম্বনে লিখিত। ‘পীথাগোরাসের’ নৈতিক মতের সহিত উহাদের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। গৌতমকৃত ‘জ্ঞান বা তার্কিক’ মত জেনোফেনদিগের তর্কশাস্ত্রের সমতুল্য। কপিলের সাংখ্যদর্শন, এবং পাতঞ্জলের পরিবর্তিত সাংখ্য-দর্শন বা ‘যোগ’, উভয়ই নাস্তিকতার ভাবে পরিপূর্ণ। উহা খেলের জড়-জাগতিক ‘আইওনিক’ মতের সদৃশ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কপিলের ‘বৈশেষিক মীমাংসার’ তার্কিক মত এবং ইঞ্জিয়-সম্বন্ধীয় মত উভয়ই বিতর্কমান। যদিও বৈশেষিক মতটি ‘এ্যাটোমিক’ এই বিশেষ নামে সাংখ্য বা নাস্তিক মতের সহিত একই জাতীয় গণনা করা যায়; কিন্তু উহা পূর্ববর্তী মতের নিকটসম্পর্কীয় অথবা গৌতমের জ্ঞানশাস্ত্রের তুল্য বলিয়া মনে হয়। মিঃ ওয়ার্ড (On the Hindoos ii. 113) প্রত্যেক শাস্ত্রকারের পরম্পর তুলনা করিয়া তাহাদের সাদৃশ্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু, এ পর্যন্ত ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র বা গ্রীকদিগের ধর্মমতের প্রকৃত গুরুত্ব বিষয়ে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ; হুতরাং এইরূপ সামঞ্জস্যের সত্যতা এবং কাৰ্যকারিতা নিশ্চয় করাও দুষ্কর। এই দুই সম্প্রদায়ের বিশেষ সমতা সম্বন্ধে এল্‌ফিন্‌ষ্টোন যে কতকগুলি জ্ঞানসম্পন্ন মুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা স্মরণ্য। (History of India, i, 234.)

আধুনিক ছয়টি নাস্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে চারিটি বৌদ্ধ সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—‘সৌত্রাগ্রিক, মাদেগিক, যোগাচার এবং ঐবসিক’। দুইটি জৈন সম্প্রদায়ও ইহার অন্তর্ভুক্ত,—যথা, ‘দিগম্বর’ এবং ‘ষেতাধর’। ‘দিগম্বর’ সম্প্রদায় মনে করে, স্ত্রীজাতি মুক্তি লাভে অসমর্থ এবং তাহাদের আত্মাও অমর নহে। যদি ভিন্ন ভিন্ন জৈন সম্প্রদায়কে এক বৃহৎ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাহা হইলে, ‘চার্বাক’ বা ‘বার্পপতা’ সম্প্রদায় উপরোক্ত ছয়টির ষষ্ঠটি বলা যাইতে পারে। ইহার যোর নাস্তিক; প্রচলিত ধর্মমতের কোনটিই ইহার অনুসরণ করে না। হিন্দুগণ মনে করেন, ‘জুপিটার’ গ্রহের প্রতিবিম্বি বৃহস্পতি—নাস্তিকতার আদি দেবতা। কারণ সাধারণ লোকে ঈশ্বর-সম্মত ক্ষমতাকেই ধর্ম বলিয়া মনে করে, এবং নির্বাক্যভাবে তাহারই উপাসনা করিয়া থাকে। ঈশ্বর চিন্তা এবং সংগে থাকিয়া তাহার এইরূপ ধর্ম-চরণ করতঃ ধর্মের অধিকারী হইতে লাগিল। এই সময় হইতেই বৃহস্পতি নানারূপ অসামান্য বিষয়ের অবতারণা করেন; সেইজন্য জনসাধারণের বিচার-শক্তির হ্রাস হইল এবং তাহার কৰ্তব্য নির্ণয় করিতে পারিল না।

লাগিল। এইরূপ বিচার-মীমাংসার ফলে, কেহ কেহ নাস্তিক হইয়া উঠিল, কেহ বা সাকার উপাসনা করিতে লাগিল; পরন্তু অধিকাংশ লোকেই ‘মায়ানুত্র’ অবলম্বন করিল। এই মায়ানুত্রানুসারে ইঞ্জিয়-জ্ঞানই ইহজীবনের একমাত্র পরিচালক হইয়া দাঁড়াইল। মায়ানুত্রাবলম্বিগণ বাহ্য জগতের কোন বস্তুই সত্য এবং দীর্ঘকালস্থায়ী বলিয়া স্বীকার করিত না। এই নুত্র পরবর্তী সংস্কারকগণ আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিয়া নীতি ও ধর্ম-বিষয়ে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।^{২৩}

খৃষ্ট জন্মের সহস্র বৎসর পরেও হিন্দুধর্ম এবং নীতিশাস্ত্রের এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। ক্রমিক জাতি-বিচার ও জাতিবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে, সাধারণের প্রাচীন ধর্মগ্রহণের উপযোগিতাও বিশেষরূপে হ্রাস হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণগণ সৈনিক এবং কৃষক-সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইলেন। ঈশ্বরের বহুত্ব প্রচার করিয়া এবং সমাজে সম্যাসী সম্প্রদায়কে ধার্মিক গার্হস্থ্য সম্প্রদায় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর স্থান অর্পণ করিয়া, ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগের প্রাধান্য নষ্ট করিয়াছিলেন। এই কারণে, অতি অল্পকাল মধ্যেই তাঁহাদের দেবদেবীগণ পরম্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া প্রতীত হইলেন, এবং উপাসকদের মধ্যেও ষোরতর শক্ততা আরম্ভ হইল। দৃষ্ট বীর ক্ষত্রিয়-জাতি নিজের ইচ্ছানুযায়ী বিজ্ঞ ও স্থনিপুণ নায়ক পদে অভিষিক্ত হইলেন, এবং এক ধর্মশাসন হইতে অপরটা ও এক ঈশ্বর হইতে অত্র ঈশ্বর শ্রেষ্ঠতর মনে করিতে লাগিলেন। এই সময়ে প্রকৃত ধর্মপ্রাধান্যের প্রসার-প্রতিপত্তি হাস হইতে আরম্ভ হইল; অধিকাংশ লোকে ধর্মযাজক ও প্রচারকগণের ষোগ্যতা, সরলতা ও ধর্মনিষ্ঠার প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। পরন্তু এই উপদেষ্টা-সম্প্রদায়ের মধ্যেও পরম্পর মতানৈক্য জন্মিল।

এই সময়ে একদল নূতন জাতির আবির্ভাব হইল; এবং এক নূতন ধর্মমত প্রবর্তিত হওয়ায়, স্রষ্টা হিন্দুধর্ম ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইল। ‘হিজিরী’র প্রথম এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষে প্রাচীন আরব জাতির আক্রমণ এবং নুঠন-যাতনা ওত অহুত হইয়া নাহি। যখন আবাসাহিদগণ ‘কালিফ’ পদে উন্নীত হইলেন, তখন হইতেই তাঁহারা বহুদূর বিস্তৃত রাজ্যের দৃঢ়তা সম্পাদনে মনোযোগী হইলেন। স্পেন পৃথক হওয়ায়, তাঁহাদের রাজ্য অনেকটা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল; সুতরাং পরবর্তী সময়ে তাঁহারা আর

২৩। হিন্দুগণের ‘মায়ানুত্র’, নীতি, কাব্য ও দর্শন এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

‘নীতিশাস্ত্রানুসারে’—মায়ানুত্র লোমনের গর্ভ (Ecclesiastes, i and ii.) অথবা জগতের অসারত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইজন্য কবিরা বলিয়াছেন যে, সংক্ষেপতঃ মায়ানুত্র ইলিজালের দ্বারা ব্রহ্মস্বক ও অনিষ্টকর, অথবা নৈতিক ভ্রমপূর্ণ। (Asiatic Researches, xvi, 161.) মিঃ মিলম্যান বিজ্ঞতার সহিত আভ্যন্তরীণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, ধর্ম-প্রবর্তক সেন্ট জন, সেন্টের ‘লগোজের’ (ঈশ্বর-বাক্য, যীশু) বৈরাগ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন; ভারতীয় ‘মায়ানুত্র’ সেইভাবেই পরিগৃহীত হইয়াছে। (Note in ‘Gibbon’s History, iii, 312.) হিন্দুগণ পাপপূর্ণ জাগতিক চিন্তা বিষয়ে ‘মায়ানুত্র’ গ্রহণ করিয়াছেন। সেন্ট জন, গ্রীক এবং রোমানদিগকে জগদীশ্বরের সহিত যীশুখ্রীষ্টের সম্বন্ধের প্রকৃতি বুঝাইয়া দিয়াছেন; তিনি ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা করতঃ বলিয়াছিলেন যে, যীশুখ্রীষ্ট হইতেই ঈশ্বর-স্বাক্ষর জ্ঞান ব্যক্ত হইবে।

দূরদেশে রাজ্য-বিস্তারে বলক্ষয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন না ; তাঁহারা মনে করিলেন, বিদ্রোহে সে রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। অধিকন্তু আরব জাতির আর সে একতা, উৎসাহ ও বীরত্ব ছিল না ; তাঁহাদের প্রতিনিধি আরবগণ বোর স্বাধীন এবং বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ধর্ম-প্রবর্তক মহম্মদ দেশবাসীদিগকে প্রথমে যে শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহারা আপনাদের রাজ্য-বিস্তারের ক্ষমতা অল্পভব করিতে পরিয়াছিল। এক্ষণে দিল্লীর হিন্দুদিগের এবং কনস্‌তান্টিনোপলের খৃষ্টানদিগের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য মুসলমান-ধর্মে সাহসিকতার আর এক নতুন বিশ্বাস উদ্ভেকের আবশ্যক হইয়াছিল। সেই উত্তেজনা-শক্তি মুসলমানগণ ‘খুর্দ’ নামক পার্বত্য জাতির এবং প্রধানতঃ পশুপালক ‘তুর্কমান’ জাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই ‘খুর্দ’ ও ‘তুর্কমান’গণ কোন অজ্ঞাত কারণবশতঃ আর একবার উর্বর এবং ধনধান্যপূর্ণ দক্ষিণ

‘কাব্যা’ শাস্ত্রানুসারে,—মায়া ঈশ্বর, এবং ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন বীরগণের দৃষ্টিশক্তি-প্রতিরোধকারী দৃষ্টি আবরণ বিশেষ ;—ইহাতে তাহাদের দৃষ্টিশক্তি অথবা ইল্লিয়জ্ঞান সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। (Heeren's Asiatic Nations, iii, 203.) প্যালাস তদ্রূপ ডাইওমেডের চক্ষের অন্ধকার বিদূরিত করিয়া ঈশ্বরের স্বর্গীয় মূর্তি নথর মানব-চক্ষের গোচর করিয়া রাখিয়াছেন (Iliad, v)। কিন্তু জন-সাধারণের মনের বিশ্বাস এই যে,—স্বতঃসিদ্ধ অপূর্ণ শক্তি হেতু মানব নৈসর্গিক জগতের বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভে অক্ষম।

‘দর্শন’শাস্ত্র মতে,—বেদান্ত দর্শনে ‘মায়া-স্বত্র’ যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বার্কেলির মনস্তত্ত্বের তুল্য। (এই বেদান্ত-স্বত্র, সাংখ্য-স্বত্রের ‘প্রকৃতি’। জেনোফেনের সৃষ্টি-বিবরণের সহিত কতকংশে ইহার সমতা দৃষ্ট হয়। এবং হীরাক্লিটাসের অসীম শক্তিসম্পন্ন অনন্ত ঈশ্বরলীলার সহিত ইহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য বর্তমান রহিয়াছে।) বেকনের ‘আইডোলা’ স্বত্র এবং মায়া স্বত্র,—উভয়েরই উৎপত্তি স্থল এক ; এইরূপ ইল্লজ্ঞান অথবা ভ্রম-মূর্তির স্থায় মায়া স্টেটোর ‘Idea’ বা ‘সত্য’ মতের বিপরীত। সাধারণতঃ মায়া বলিলে প্রকৃত বস্তুর বিরুদ্ধ-ধর্মাক্রান্ত অমুমের বা অমুভবনীয় বস্তুই বুঝা যায়,—দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সাধারণতঃ রজ্জুকে যেমন সর্প বলিয়া ভ্রম হয়। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষ,—এতদূরস্থ স্থানেই বার্কেলির স্বপ্ন-বিষয়ক কল্পনা এবং ব্রাহ্মণদিগের ইল্লজ্ঞানিক মত একই অসার যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করা হইয়াছে। একটি উত্তেজিত হস্তী কর্তৃক শঙ্করাচার্য বিভাড়িত হইয়াছিলেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য নিজদেহ এবং অজ্ঞাত মানবদেহ অসার বলিয়া মনে করিতেন। যখন পারে প্রস্তরখণ্ডের আঘাত লাগায় তিনি পশ্চাৎপদ হইয়াছিলেন, তখনই তাহার এই মত বিস্মৃত হইয়াছিল,—ভাঙার জন্যই তাহাই মনে করেন। বিশপের অনুচরগণের বুদ্ধিশক্তি অপেক্ষা শঙ্করাচার্যের বুদ্ধিশক্তি প্রথমা ছিল। যখনই শঙ্করাচার্যের বিরুদ্ধবাদিগণ দ্বন্দ্ব প্রাণী হত্যাশঙ্কার মনোপদবিক্ষেপের জন্য তাহাকে ঠাট্টা করিত, তখনই তিনি ভংগন করিয়া বলিতেন যে, এ সকলই ইল্লজ্ঞান। তিনি বলিতেন, প্রকৃতপক্ষে শব্দও নাই, হস্তীও নাই, পলায়নও নাই,—এ সকলই ইল্লজ্ঞান। (Debistan, ii. 103)।

চতুর্থতঃ, মায়া রাজনৈতিক হিসাবেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ‘উদ্র শাস্ত্র’ অথবা চতুর্থ ‘উপদেশের’ নীতি বা ‘সাহিত’ অংশে এইরূপ বর্ণিত আছে। ইহাতে অজ্ঞাত বিবয়ের মধ্যে শাসনকর্তৃগণের কর্তব্য বিষয়েও বহু নীতিমালা রহিয়াছে ; ইহা ঈশ্বিত বস্তু পাইবার উপায়স্বরূপ বলিয়াও কথিত হয়। বক্ষ্যমাণ বিজ্ঞান শাস্ত্রানুসারে, ‘মায়া’ অর্থে গোপন ভাব, হলনা কিংবা রাজনৈতিক কোণল বুঝায়। ইহাতে সম্পূর্ণ প্রভারণা বুঝা যায় না ; কারণ মিথ্যা এবং প্রভারণা ইহাতে নিহিত। কথিত হয় যে, মায়াবশে শত্রু শত্রুতা ভুলিয়া যায় ; মনুষ্যজাতিও বহুতা স্বীকার করিয়া থাকে।

দেশসমূহ আক্রমণ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে এই যুদ্ধপ্রিয় পশুপালক জাতি সিন্ধু-নদ পরিভ্রমণ করিয়া কুষ্মাঙ্গের নিকটবর্তী স্থানসমূহে বসতি স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। পুরাকালে ‘গথ’ ও ‘ভ্যাণ্ডাল’ জাতি এবং তাহাদের আদিপুরুষগণ ‘অগাষ্টস’ এবং ‘ট্রেজানের’ রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া যেভাবে শত্রুহন্ত হইতে রাজ্য অধিকার করিয়াছিল, ইহারাও সেইরূপ মহম্মদের সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া শাসন-সংরক্ষণ বিস্তার করিয়াছিল। তুগ্রল বেগ ও সালাদিন,—ষ্টিলিকো ও থিয়োডোরিকর অগ্রতর শাখা-বিশেষ। বাগদাদের মোল্লা এবং সৈয়দগণ, গ্রীক এবং লাতিন ধর্মমন্দির সম্প্রদায়ের ‘বিশপ’ এবং ‘ডিকন’দিগের ন্যায় ‘কাফের’দিগকে স্বধর্মে দীক্ষিত করিতে উৎসুক হইয়াছিল। ভিন্ন দেশবাসী যে সকল অসভ্য জাতি সময়ে সময়ে ইউরোপ আক্রমণ করিত তাহারাও খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। যাহারা এশিয়া আক্রমণ করিত, তাহারাও তাহাদের উপযোগীবোধে স্বেচ্ছা-ক্রমে এবং অমুবাগবশতঃ ‘ইসলাম ধর্ম’ গ্রহণ করিয়াছিল। শিক্ষা ও সভ্যতার কলে, তাহাদের অনিশ্চিত এবং ভিত্তিহীন বিশ্বাস-গুলি দূর হইল; এবং তাহারা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিল। এক্ষণে তাহারা ধর্ম বলে পরিচালিত; রাজ্য বিস্তার তাহাদের উদ্দেশ্য। এই ধর্ম এবং রাজ্য বিস্তার ‘লালসায়’ পরিচালিত হইয়া, ‘তুর্ক’ জাতি বাইজান-টাইন সিজারদিগের ধ্বংসপ্রায় রাজ্য এবং ভাব্যুত্তর আক্রমণ করিল।

১০০১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ সিন্ধুনদ অতিক্রম করেন। ইহার কিছুকাল পূর্বে শঙ্করাচার্য, বিদ্যমাদিগের উন্নতিতে বাধা দিবার বৃথা প্রয়াস পাইয়াছিলেন। যে বিবিধ ধর্মমত প্রচলিত থাকায়, দেশবাসী জনসাধারণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিল, তিনি সেই সকল বিভিন্ন মতের সংস্কার সাধনের চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহাতে তিনি কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। পঞ্জাব চিরদিনের জন্ত মুসলমানদিগের অধিকৃত হয় এবং স্থলতানের মৃত্যুর পূর্বেই মুসলমানগণ কনৌজ ও গুজরাট লুণ্ঠন করে। ১১৮৩ খৃষ্টাব্দে ‘ঘোরা’গণ, ‘গজনিবী’দিগকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করে। তৎপরে তাহাদের কর্তৃক বাকলা দেশ অধিকৃত হয়। ১২০৬ খৃষ্টাব্দে যখন ‘ইবেক’ তুর্কগণ চলপূর্বক তাহাদের রাজ্য অধিকার করিয়া লয়, তখন হিন্দুস্থান মুসলমান রাজ্যের একটি স্বতন্ত্র অংশরূপে পরিণত হয়। পরে প্রায় দেড় শত বৎসরের মধ্যেই সমগ্র ভারতবর্ষে মুসলমানগণ আধিপত্য স্থাপন করে। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোগলগণ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে আফগান জাতি বহুল পরিমাণে ভারতবর্ষে আসিতে লাগিল। তাহাদের আগমনে পরবর্তী শাসন-কর্তাদিগের ক্ষমতা দৃঢ়তর হইল; পরাজিত জাতির ভাষা ও ভাবে ক্রমশঃ পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল। খিলজী, তোগলক এবং লোদীগণ এত অসভ্য ছিল যে, তাহারা আপনদের গোড়ামির কারণ পর্যন্ত অস্বীকার করিতে চাহিত না। তাহারা রাজস্ব আদায় বিষয়ে যথেষ্ট ব্যবহার করিত বটে; কিন্তু প্রচলিত আইন উল্লঙ্ঘন করিত না। ধর্মে দীক্ষিত করা এবং অধিক পরিমাণে কর আদায় করা,—এই দুইটির মধ্যে শেষোক্তটি প্রশংসনীয় বিবেচনা না করিলেও, তাহারা তাহাই অধিকতর লাভজনক বলিয়া মনে করিত।

তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বহুসংখ্যক মসজিদ তাহাদের ধর্মনিষ্ঠার এবং বদাঙ্গতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাহারা অননুসরণীয় ‘চান্দ’ বৎসরের পরিবর্তে ‘সৌর’ বৎসর গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের এই ব্যবহার হইতে বুঝা যায় যে, তাহারা প্রাত্যহিক কর্তব্য বিষয়ে অবহেলা করিতে না বটে, কিন্তু কৃষিকার্যে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল।^{২৪} মুসলমানগণ রীতি-প্রকৃতিতে ভারতবাসীর গায় হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে আকবর উভয় মতের উপাদান-সমষ্টি একত্র করিয়া জাতীয় শাসন-প্রণালী বা রাজতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠার উপায় উদ্ভাবন করেন। রাজনৈতিক বশতা-স্বীকারে সকল সময়ে সামাজিক একতা সাধিত হয় না; মুসলমানদিগের মনে ইহারই প্রতিবাদ উপস্থিত হয়। আরব্জবে অর্ধৈষ্য হইয়া পড়েন। আরব্জবের চাঞ্চল্যের ফলে, মোঘলবংশ শীঘ্রই লোপ প্রাপ্ত হয়।

আর এক নূতন সম্প্রদায়ের প্রভু, ভারতবর্ষের অধিকাংশ ব্যক্তির মানসক্ষেত্রে ক্রমশঃ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তাহারা ক্ষত্রিয়দিগের সমকক্ষ; পরন্তু অধিকাংশ স্থলে তাহারা ক্ষত্রিয়দিগের অপেক্ষা অধিকতর সাহসী। শঙ্করাচার্য বৈদিক মতের যে সরল অংশটুকু পরিচ্যাগ করিয়াছিলেন, তাহারা সেই অংশ পুনরায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই নূতন সম্প্রদায় ব্রাহ্মণদিগকে অপরিজ্ঞ বলিয়া ঘৃণা করিত; প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা একেত্বরূপ প্রচার করিত, এবং মূর্তি-পূজায় ঈশ্বরের ঘৃণার বিষয় প্রকাশ করিত। কিন্তু তাহাদের এই প্রক্ৰিয়া ধীরে ধীরে সম্পন্ন হইয়াছিল। কারণ তখনও লোকের বিশ্বাস ছিল, জাতি ও বংশাঙ্কুরে তাহারা যে সকল দেবদেবীর আরাধনা করে, সেই সকল দেবদেবী বিশেষ বিশেষ জ্ঞান ও শক্তির আধার। কয়েক পুরুষ পূর্বে মন্ডুর আইন-প্রকরণ প্রচারিত হয়। এক্ষণে মানবের চিন্তা ও আচার-ব্যবহার তদনুসারে পরিচালিত হইতে লাগিল। তখন, অসভ্য বিজেতৃত্বদও ব্রাহ্মণদিগের জাতি-ভেদমূলক গোঁরবে অনাস্থা প্রদর্শন করিতে পারিলেন না। শেষ এবং

২৪। বস্তুতঃ সৌর অথবা নাক্ষত্রিক বৎসর, ‘সাবুর ন্য’,—অথবা আরও ইতর ভাষায় ‘শূর ন্য’।—নামে অভিহিত হয়। আরবী মাসের বৎসরেরও এই নাম। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অথবা ১০৪১ ও ১০৪৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, তোগলক সাহ দাক্ষিণাত্যে এই ‘সৌর’ বৎসর প্রথম প্রচলন করেন। এক্ষণে মহারাজাধিরাজ বিশেষ আবশ্যকীয় দলিল পত্রেরও এই বৎসরের উল্লেখ করিয়া থাকেন। হিন্দী (মারহাট্টা) অক্ষরে আরবী কথায় ইহা লিখিত হয়। (Compare Princep's useful Tables, ii, 30. Who refers to a Report, by Lieut-Col Jervis on Weights and Measures,) ভারতবর্ষের অন্তান্ত স্থানে যে সকল ‘কসলী’ বা ‘খন্দ’ (শস্ত্র) বৎসর প্রচলিত আছে, তাহা আকবর এবং সম্রাটের রাজ্যকালে প্রবর্তিত হয়।—এখনও ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, ইংরেজগণও রাজস্ব-হিসাব-বহিতে এইরূপ বৎসর (কসলী) প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এইরূপ প্রত্যেক বৎসর গণনা, খৃষ্টীয় শকের ১লা জুলাই হইতে আরম্ভ হয়; মুসলমানগণ হিজরী এবং হিন্দুগণ ‘শাক’ (শক) ও ‘সম্বৎ’ প্রভৃতি নাম ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা অপেক্ষা একতা এবং সরলতার নিদর্শন আর কি হইতে পারে? তখন ইংরেজদিগের সর্বব্যাপী প্রাধান্যহেতু এই উপযোগী মত সহজেই প্রচলিত হইয়াছিল।

সৈয়দগণ আপনাদের জাতিগত পবিত্রতা রক্ষা করিতেছিল; কিন্তু মোগল ও পার্শ্বগণ রাজপুত্রজাতির স্বাভাবিক নীতি অনুসরণ করিয়াছিল। নূতন নূতন কুসংস্কারে প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাসসমূহ বিদূরিত হইতে লাগিল। ‘পীর’ এবং ‘সুহিদগণ’ ‘ঘোঙ্গী’ এবং ‘সন্ন্যাসীগণ’ অলৌকিক কার্য-সম্পাদনে ক্লম্ব এবং ভৈরবের স্থান অধিকার করিল। মুসলমানগণ অভীষ্ট সাধনোপযোগী দেবতার উপাসনা করায়, তাঁহাদের একেশ্বরবাদিতা বিলুপ্ত হইল। এইরূপে আচার-পদ্ধতি এবং ধর্মমতসমূহ পরস্পর বিরুদ্ধাভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। অল্পসংখ্যক কতকগুলি লোক কোরাণ এবং বেদ প্রভৃতি ঈশ্বর বাক্যসমূহ যথারীতি পালন করিতে লাগিল; কিন্তু অধিকাংশ লোক মানসিক উত্তেজনা বশে ব্রাহ্মণ, মোল্লা, মহাদেব, মহম্মদ প্রভৃতির প্রতি আস্থাহীন হইল।^{২৫}

২৫। গীবন (History, ii, 356) প্রতিপন্ন করিয়াছেন, গ্রীক ও রোমানদিগের নাস্তিকতায় খৃষ্টধর্ম প্রচারের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। ‘কোয়াটার্লি রিভিউয়ের’ (for June, 1846, P. 116) একজন লেখকও তদনুসৃত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। সেকেন্দর সাহের আক্রমণকালে এবং রোমানজের প্রাধান্য সময়ে, এশিয়া এবং ইউরোপের কুসংস্কারগুলির পরস্পর মিশ্রণ সংসাধন হইয়াছিল বলিয়াই যে, আধুনিক নাস্তিকতার সৃষ্টি হইয়াছে, এ কথা কেহই সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেন না।

মুসলমানদিগের সভ্যতা এবং শিক্ষা-প্রভাবে ইউরোপীয়দিগের মানসক্ষেত্রে গঠিত হইয়াছিল, অধুনা তাহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু শারীরিক এবং মানসিক বিজ্ঞান-সম্বন্ধে আমাদের বাধ্যবাধকতা ‘হালাম’ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। (Literature of Europe. i. 90, 91, 149, 150, 157, 158, 189, 190.) অক্সফোর্ড কলেজের প্রতিনিধি, সমালোচক এবং স্বভাব-কবি উইলিয়ম গ্রে (Sketch of English Prose Literature. P. 22, 37) কেবল এশিয়ার কল্পনাশক্তির প্রশংসা করিয়াই বিরত হন নাই। তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, ‘গথ’ জাতির প্রতিভার উপর সেই কল্পনাশক্তির প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। তাহারাও সেই জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিল, এবং তাহা সর্বত্র বিস্তার করিয়াছিল। ইহা প্রথমে ভারতবর্ষে মিশরে ইহার উৎপত্তি হয়; গ্রীক এবং রোমীয়গণ ইহার পরিবর্তিত এবং পরিমার্জিত অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। ইদানীং এই বিজ্ঞান শাস্ত্র আধুনিক ইউরোপীয়গণ কর্তৃক বহুলভাবে এক নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হইয়াছে। খৃষ্টানদিগের বিবেক-শক্তি অপেক্ষা মুসলমানদিগের বিবেক-শক্তি অধিকতর প্রখর এবং শ্রেষ্ঠ ছিল; দার্শনিকদিগের বিবেক-শাস্ত্রই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বর্তমান সময়েও, স্পেনের রাজ্যশাসন নীতিতে, চিকিৎসা এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্রের চলিত ভাষায়, ইউরোপের করদরাজ্য সমূহের প্রচলিত ‘গান’ সমূহে, তাহার প্রমাণ লক্ষিত হয়। এই ‘গান’গুলি আরব দেশীয় ধর্ম-প্রচারকের, এবং তুর্কি কিংবা সারাসেনদিগের উদ্দেশ্যে গীত হয়; অথবা ইহাতে মুসলমান পদবীযুক্ত খৃষ্টান বীর-পুরুষ ‘কাডের’ কাব্যবলী ও বর্ণিত ও কীর্তিত হইয়া থাকে।

‘হয়েওয়েল’ (History of Inductive Sciences i, 22, 276) প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, আরব-জাতি প্রকৃত বিজ্ঞানশাস্ত্র, —প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, কি দর্শন-বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতিকল্পে যদি কিছু করিয়া থাকুক, তবে তাহার পরিমাণ অতি অল্প। আরবজাতির বৈজ্ঞানিক উন্নতির বিষয়, হয়েওয়েল একটি চাকরের গল্পের সহিত তুলনা করিয়াছেন।—তিনি বলিয়াছেন যে, চাকরটির শক্তি ছিল বটে; কিন্তু তথ্যরা কোনই কার্য সাধিত হয় নাই। বাহা হউক, নিম্নলিখিত হেতুবশে হয়েওয়েল তাহাদের দোষ অপনোদনও ‘করিতে পারিতেন;—আরব জাতির সমস্ত প্রতিভা-শক্তি ধর্ম প্রচারে নিয়োজিত হইয়াছিল। তাহাদের চেষ্টার পারস্পর্য্যে দৃষ্ট-নীতি সংগঠিত হইয়াছিল; ভারতবর্ষে একেশ্বরবাদিতার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল; এবং আজ পর্যন্তও ইউরোপীয়গণ আশ্চর্য্যের সহিত দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই, আরবজাতি প্রতিভাবে তথাকার বোর পৌত্তলিক ধর্মেরও উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিল।

এইরূপে পরস্পর মতবিরোধ আরম্ভ হইল। ইহার ফলে, প্রথমতঃ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রামানুজের মতানুসারী রামানন্দ, কাশীতে এক ধর্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এক ধর্ম—এক বিশ্বাস পূর্বেই বিলুপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে বিদ্যেদী বিজ্ঞেত্ববুদ্ধি রাজ্য অধিকার করায় ধর্মপ্রচারক এবং ধর্মযাজকদিগের মধ্যে কার্য-প্রণালীও বিভিন্ন হইয়া পড়িল; জ্ঞানার্জনের আগ্রহ কমিয়া আসিল; পুরাণ বা প্রাচীন ইতিবৃত্তে কবির কল্পনা এবং বংশকাহিনী সংযোজিত হইতে লাগিল; বেদের আধিপত্য হ্রাস হইয়া আসিল।^{২৬} উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের (মধ্যগঙ্গার উপকূল-প্রদেশের) এই নূতন সম্প্রদায় মহাবীর রামচন্দ্রকে উপাস্য দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিল। মুসলমানদিগের প্রাধান্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দিগের বংশানুগত শ্রেষ্ঠত্বের নীতি লোপ পাইল। সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দ প্রচার করিলেন,—‘ঐশ্বরের সমক্ষে সকল ব্যক্তিই সমান।’ রামানন্দ, উপাসনার ভেদনীতি প্রবর্তিত করেন নাই। তিনি সকল শ্রেণীর লোককেই সমভাবে শিয়রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রচার করিতেন যে, প্রকৃত উপাসক সমাজ-প্রকৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর স্থানে উন্নীত হয়, এবং স্বাধীনতা ও মুক্তি লাভ করে।^{২৭} এই

২৬। পুরাণ বহুকাল পূর্বে সৃষ্টি হইয়াছে,—আধুনিক সমালোচকগণ একথা স্বীকার করেন না। ফলতঃ, ‘রাজপুত’, ‘ভাট’ বা ‘কবি’ এবং ‘চাঁদ’ প্রভৃতির অসম্বন্ধ বিবরণের প্রচলিত সংখ্যায়, পৃথিবী এবং নামুদের পরবর্তী বংশাবলী এবং তাঁহাদের কার্যকলাপ সমূহের যেরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, এই সকল পুরাণে যে সেইরূপ অসংখ্য এবং আধুনিক অসম্বন্ধ বিবরণ সন্নিবেশিত রহিয়াছে,—তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পুরাতন বিষয়গুলি হইতে নূতন বিষয় পৃথক করা কঠিন; সমালোচিত এবং স্বল্প-ছট রামায়ণ এবং মহাভারতই যে পুরাণ মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, - সমালোচক এবং প্রতিবাদকারিগণ সকলেই হয়ত তাহা বুঝিতে পারেন নাই। পরবর্তী ভোযামদকারিগণ আধুনিক বংশ-পরম্পরার প্রশংসা নিষিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন,—এই একমাত্র কারণে তাহারা প্রতিষ্ঠিত অষ্টাদশ পুরাণের অসীম ক্ষমতার এবং সারবস্তার অবমাননা করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন। যাহাই হউক, পুরাণ সমূহকে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা না ভাবিয়া চিন্তাস্রোতের গতি নির্দেশক মনে করাই বাঞ্ছনীয়।

২৭। Compare ‘Dabistan’ ii. 179, and Wilson, ‘As. Res.’ xvi. 36 &c.) অধ্যাপক উইলসন্ বলেন যে (idem, P. 44, and also xvii, 183), কেবলমাত্র ব্রাহ্মণগণই শঙ্করাচার্য এবং রামানুজের প্রবর্তিত ধর্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট। বস্তুত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পণ্ডিতগণই এই মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামানন্দের অনুচর বৈষ্ণবগণ বহুকাল পর্যন্ত শৈবদিগের সহিত বাদামুবাদ করিতেছিল। শুনিতো পাওয়া যায়, তাহারা কোনমতেই নর্মদা নদী পার হইয়া যাইত না। তাহারা মনে করিত, ঐ নদী ‘মহাদেব বা মহেশ্বরের’ নিকট বিশেষরূপ পবিত্র; পরন্তু বেশ ভ্রমণ কালে তাহারা ঐ নদীর চারিদিক ঘুরিয়া যাইত।

মহাভারতের সকলেই মনে করেন যে, একদিন না একদিন নর্মদা গঙ্গার স্থান অধিকার করিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ পবিত্র নদীমধ্যে পরিণমিত হইবে। কিন্তু এইরূপ ধারণার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই নদী যে শিবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। মহেশ্বরে একটি সূর্য্যাবর্ত আছে। পণ্ডিত প্রবরগণসমূহ ইহাতে গোলাফুটি এবং পরিভ্রম হইয়া কতকটা ‘লিঙ্গের’ আকৃতি ধারণ করে; উহা ধর্মযাজকদিগের আয়ের প্রকৃত উপায়। হিমালয়ের বিশেষ কোন অংশের নারায়ণ-চক্রও বৈষ্ণবদিগের এইরূপ লাভ হইয়া থাকে। এই সূর্য্যাবর্তের সঙ্গিলকণা পার্বত্য নদীর

চতুর্দশ শতাব্দীতে অধ্যবসায়শীল পণ্ডিত গোরক্ষনাথ পঞ্জাব প্রদেশে ‘যোগধর্ম বা শূত্র’ প্রচার করেন এবং তথাকার সকলেই অগ্রহ-সহকারে তাহা গ্রহণ করে। এই ‘যোগ শূত্র’ প্রকৃত প্রস্তাবে বৌদ্ধ ধর্মের একটি সাধন বা কল্পনা প্রসূত। কিন্তু দার্শনিক মত বলিয়া ব্যাস এবং শাক্য উভয়ের শিষ্যগণই এই শূত্র সমভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। যাহা হউক, তখন লোকের ধারণা ছিল যে, এই কলিযুগে পাণ্ডী ব্যক্তি এরূপ মহৎ এবং ভয়াবহ প্রায়শ্চিত্ত করিতে সমর্থ নহে এবং সম্পূর্ণ মোক্ষ লাভেও অক্ষম। কিন্তু গোরক্ষনাথ এই উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন যে, কঠোর মানসিক ওদাসীন্য এবং উপাসনায়, অতি অধম পাণ্ডীর শরীরও পবিত্র স্বর্গীয় দেবত্ব লাভ করে, এবং তাহার আত্মা ক্রমে ক্রমে সর্বনিম্নতা পরমেশ্বরের আত্মার সহিত মিলিত হয়। তিনি শিবকেই শিষ্যগণের একমাত্র উপাস্ত দেবতা মনোনীত করিয়া অতঃপর প্রচার করিলেন যে, এই উপাস্ত দেবতা শিবই জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের কঠোর অধ্যবসায়ের এবং উপাসনার পুরস্কার বিধান করিবেন। তিনি তখন শিষ্যগণের সম্প্রদায় ও ধর্ম-বিশ্বাসের নির্দর্শন স্বরূপ ললটস্থ সামান্ত চিহ্নে পরিতুষ্ট হইলেন না। অত্যাশ্রয় সম্প্রদায় হইতে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র করিবার জন্ত তিনি তাহাদের কর্ণ-বেধের ব্যবস্থা করিলেন। তদবধি তাহার শিষ্য-সম্প্রদায় ‘কাণকাটা’ (কাণফুটা) বা ছিদ্রকর্ণ যোগী সম্প্রদায় নামে পরিচিত।^{২৮}

এইরূপে ধর্মসংস্কারের প্রথম স্তর গঠিত হইল। জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত থাকায়, ধনী এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তির অভিমান এবং গর্ব দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়াছিল। ধর্মে

চতুর্দিকের প্রস্তরগুলির পবিত্রতা বিধান করে। দেশীয় ভাষায় কথিত হয়,—‘রেওয়া কি কঙ্কর সব শঙ্কর সমান,’ অর্থাৎ ‘নরনার (রেওয়ার) প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন এবং শিবতুল্য।’ মহেশ্বর, ‘হুহেসর বাউ’ বা সহস্র-বাহ নামক এক ক্ষত্রির রাজার রাজধানী ছিল; হিন্দুয়ার পর-পারে অবস্থিত ‘নিমাতুর’ নগরের অনতিদূরে পরশুরামের হস্তে সেই রাজা নিহত হন। এই ঘটনাই, যুক্তপ্রিয় প্রাচীন ব্রাহ্মণ বীর-বংশের ধ্বংসের কারণ বলিয়া অস্মিত হয়।

২৮। (Compare Wilson, *As. Res.* xvii. 183, &c.) and the *Dabistan* (Troyer's Translation, i, 123 &c.) শেখোক্ত গ্রন্থে, দেবীস্থানে মোসান ফাণী দেখাইয়াছেন যে, যোগী এবং মুসলমানদের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। যোগ সম্বন্ধে বলিতে গেলে, বিজ্ঞানশাস্ত্রমতে দেখা যায় যে, যোগ এবং ওদাসীন্য বা আত্মজ্ঞান (বিবেক) উভয়ই এক। এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে, আত্মা অমরত্ব লাভ করে এবং ভাগ্যচক্রের অধীন হয় না। ইহাতে সত্য বিষয়ে জ্ঞান জন্মে এবং স্টেটোর ‘বিবেক’ (‘*Idea*’) অথবা পৃথিবীর আদিম গঠন উপলব্ধি করিতে পারা যায়। আরও দেখা যায় যে, কি ভারতবাসী, কি গ্রীকগণ কেহই স্বীকার করেন নাই যে, মনুষ্যগণ এই অসম্পূর্ণ অবস্থায় ঈশ্বরে লীন হইতে এবং সত্য বিষয়ে এরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারে। (Compare Ritter, ‘*Ancient Philosophy*, Morrison's Translation.’ ii, 207, 334-336, and Wilson, ‘*As. Res.*’ xvii. 185) আরও বিশেষ অসুস্থস্থান করিলে বুঝা যাইত যে, মূল শূত্রের কপিল এবং পাতঞ্জলের সমবেত মতের সহিত স্টেটোর মত, অনেকাংশে ভুল্য। যথা,—ঈশ্বর এবং প্রকৃতি উভয়ই অমর—চিরস্থায়ী; ‘মাহাত্ম্য’ অথবা বিবেক অথবা জাগতিক বিবেকশক্তি এবং নোয়জ (Nous) অথবা লগোজ (Logos) সকলই এক। এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশ্বাস এবং জীবনের সুখস্বচ্ছন্দ বিসর্জন, —সেই জাতিভেদ ধংসের উপায় মধ্যে পরিগণিত হইল। পরবর্তী যুগে, ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে, অজ্ঞাত ভদ্রবায় সম্প্রদায়ভুক্ত ‘কবির’ নামক রামানন্দের একজন শিষ্য পৌত্তলিক ধর্ম বা মূর্তি উপাসনা প্রচার উচ্ছেদ সাধন করেন। তাঁহার প্রভাবে কোরাণ এবং শাস্ত্রের প্রভুত্ব ও কার্যকারিতা, এবং শিক্ষিত ভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতিত্ব ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তিনি হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিতে সমভাবে শিক্ষা দান করিতেন; তিনি তাহাদিগকে কলিত কবিরের উপাসনা করিতে বলিতেন, এবং আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা-সাথে সর্বদা যত্নবান হইতে উপদেশ দিতেন। সমগ্র সৃষ্টি বা জগতকে, তিনি ‘মায়ী’ বা প্রতারণা ও ইন্দ্রজাল-পরিপূর্ণ জী-মুক্তি বলিয়া বর্ণনা করিতেন। এইরূপে তিনি মানবের দুর্বলতা এবং পাপকার্য্যে আসক্তি সম্বন্ধে নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে কবির ঈশ্বরের বাহ্য সাদৃশ্য স্বীকার করিতেন; তিনি প্রচার করিয়াছিলেন, রাম অথবা বিষ্ণুই ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ প্রতিকৃতি। পূর্ববর্তী সংস্কারকগণের ত্রায় তিনিও ভ্রমবশত জগদীশ্বরকে নানা আকৃতি প্রদান এবং বহুগুণে ভূষিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, —গৃহস্বাশ্রম পরিত্যাগ করা বিধেয়; ‘সাদু’ অথবা পবিত্র, নিষ্পাপ বা বিশুদ্ধ ব্যক্তি, সহিষ্ণু, ধীর বা নিরীহ উপাসকই ইহজীবনে সর্বশক্তিমানের জীবন্ত প্রতিমূর্তিস্বরূপ কিন্তু এইরূপ মত প্রচারে তাঁহার ধর্ম-সংস্কার-নীতি সীমাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। যাহা হউক, কবিরের এই সংস্কৃত মত স্পষ্টরূপে প্রচারিত ও লিপিবদ্ধ হয় নাই; কিংবা কেহ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গমও করিতে পারে নাই। কিন্তু তিনি যে আচার-পদ্ধতি প্রচলন করিতে পারিয়াছিলেন, এবং যে কথিত ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রচারিত গ্রন্থসমূহ ভারত-বর্ষের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিশেষ আদরণীয় এবং বহুল প্রচারিত হইয়াছিল।^{২১}

২১। Compare the Debistan, ii, 184 &c., Wilson ‘As, Researches,’ xvi, 53 and Ward’s ‘Hindus,’ iii, 406. কবির একটি আরবী শব্দ; ইহার অর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ। অধ্যাপক উইলসন বলেন, কবির নামে কোন ব্যক্তি ছিল কি না সন্দেহহীন; মোসান ফাণী যে কবিরের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কাল্পনিক পুরুষ বলিয়া মনে হয়। হয়ত, ছদ্মবেশধারী কোন ব্রহ্মজ্ঞানী হিন্দু এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদিও কবির নাম বিশেষ সম্ভাবনামূলক, কিন্তু আজকাল ইহার বহুল প্রচার। কবির পিতৃমাতৃহীন অসহায় অবস্থায় একজন ভদ্রবায় কর্তৃক প্রতিপালিত হন, এবং পরিশেষে রামানন্দ তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন,—এইরূপ সাধারণ গল্প প্রচলিত আছে, এবং ইহাই কবিরের পরিচয় প্রদানে যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়া অনুমিত হয়। শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহার মৃত্যুর পর হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই তাঁহার শরীর আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। মোসান ফাণী বলিয়াছেন, অনেক মুসলমান, বৈরাগী বা আধুনিক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যোগী হইয়াছিল। রামানন্দ এবং কবিরের শিষ্যগণই এই সম্প্রদায়ের কয়েকটি প্রধান শাখা বিশেষ (Debistan ii 193)। তখন চিন্তাস্রোতের এবং ধর্মমতের পরস্পর যে মিল ছিল, এবং অধুনা তাহার যে উন্নতি সাধন হইতেছে,—তাহার আরও দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, মকর ‘কাবা’ রক্ষকগণের প্রতি ব্রহ্মজ্ঞানী হিন্দু অকমনাথের উপদেশ উদ্ধৃত করা বাইতে পারে। অকমনাথ প্রথমে তাহাদিগকে গৃহস্থামীর অবস্থিতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের নিষ্পত্তি করেন; পরে, কেন প্রতিমা নষ্ট করা হইয়াছে, তাহা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন। রক্ষকগণ বলে

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, চৈতন্য নামক নদীয়ার একজন ব্রাহ্মণ, বঙ্গদেশে রামানন্দের ধর্মসংস্কার প্রবর্তন করেন। কতকগুলি মুসলমান তাঁহার এই ধর্মে দীক্ষিত হয়। চৈতন্য সকল সম্প্রদায়ের এবং সকল ধর্মের লোককেই তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত করিতেন। তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিতেন,—একমাত্র ‘ভক্তি’ বা ‘বিশ্বাস’ বলেই অপবিত্রের পবিত্রতা সাধিত হয়। তিনি বিবাহ এবং গার্হস্থ্য-ধর্ম অহুমোদন করিতেন; তাঁহার শিষ্যগণ কিন্তু গুরুভক্তির সাধারণ নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছিল। তাহাদের কেহ কেহ বলিত, ঈশ্বরের সমক্ষে গুরুও উপাসনা করা কর্তব্য।^{৩০} এই শতাব্দীতেই, বঙ্গত স্বামী নামক তেলিঙ্গনার একজন ব্রাহ্মণ, প্রচলিত উন্নতিশীল সংস্কৃত ধর্মে পুনরায় এক নবশক্তি প্রদান করেন। তিনি বলিতেন,—কেবলমাত্র বিবাহিত ধর্ম-গুরুই যে জ্ঞানোপদেষ্টা বলিয়া পরিগণিত হইবেন, তাহা নহে; গৃহস্থামী মাত্রেই ধর্ম-গুরু পদে বরণীয়, এবং গুরু ও শিষ্য উভয়েই সমভাবে সংসারমুখ ভোগে অধিকারী। শান্তিপ্রিয় ব্যবসায়ী (বণিক) সম্প্রদায় এই নীতি (ধর্মোপদেশ) আগ্রহ-সহকারে গ্রহণ করিল। গোঁসাক্রিগণ পারিবারিক ধর্ম-অধিকরণের একমাত্র উপদেষ্টা নির্দিষ্ট হওয়ায়, তাহারা দেশ-বাসী যাবতীয় পরিশ্রমী শান্তি-পিপাহৃদিগের উপর আধিপত্য করিতে লাগিলেন। তখন বিষ্ণু ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র ঈশ্বর-স্বরূপ কল্পনা করিয়া তাঁহারা ‘বাল গোপাল’ অর্থাৎ শিশু-ত্রীকুম্বের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে নূতন একটি ঈশ্বরমূর্তির উপাসনা প্রবর্তিত হওয়ায়, প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্মের সংখ্যা পুনরায় বর্ধিত হইল।^{৩১}

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে এইরূপে হিন্দুদিগের মন উন্নতির পথে ধাবিত হইল। মুসলমান প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদিগের মনেও এক নবশক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। হিন্দুদিগের ধর্ম নবোন্নতিলাভের জন্য পরিবর্তিত হইয়া এক সজীব ভাব ধারণ করিল। রামানন্দ এবং গোরক্ষ ধর্মের সমতা প্রচার করিয়াছিলেন। চৈতন্য সেই সমধর্মীকান্ত সম্প্রদায়ের পুনঃসংস্কার সাধন করিলেন। পৌত্তলিক ধর্মের উচ্ছেদ-সাধন-কল্পে কবির দেশ-প্রচলিত ভাষায় জন-সাধারণকে উপদেশ প্রদান করেন। বঙ্গত জগতের সাধারণ কর্তব্য কার্যের সহিত সকাম উপাসনার সম্বন্ধ-বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু এই সমুদায় সঙ্গাচারী এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ ইহজীবনের নথরদেহে এতদূর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন যে, মানবের সামাজিক অবস্থার উন্নতিসাধনে বিশেষ কোন উপকার হইতে

যে, মনুষ্য-হস্ত-নির্মিত মূর্তি আর তাহাদের উপাস্ত নহে। তাহাদের এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন,—‘এই মন্দিরও ত মনুষ্য-হস্ত-নির্মিত; হুতরাং মন্দিরটির প্রতিও ত সম্মান প্রদর্শন করা উচিত নহে!’ (Dabistan ii, 117)

৩০ চৈতন্য এবং তাঁহার পার্শ্বচরণের বিবরণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য:—যথা, Wilson, ‘Asiatic Researches’ xvi, 109 &c, and Ward on the Hindoos, iii, 467 &c.; অধিকন্তু ভক্তি বা বিশ্বাস সম্বন্ধে কতকগুলি প্রকৃত মন্তব্যের জন্য, Wilson, ‘As. Res. xvii, 312 দ্রষ্টব্য।

৩১ See Wilson ‘Asiatic Researches’ xvi, 85 &c; মাঘবের একমতাবলম্বী বৈকব সম্প্রদায়ের—যে সম্প্রদায় এক্ষণে শৈবদিগের সহিত মিশ্রিত হইতে চেষ্টা পাইতেছে,—বিবরণের জন্যও Wilson, As. Res. xvi, 100 দ্রষ্টব্য।

পারে বলিয়া মনে করেন নাই। বহু দেবার্চনা, ঘোর পৌত্তলিকতা এবং পৌরহিত্য-কার্য হইতে মুক্তির লাভ হয়,—ইহাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহারা সম্বন্ধে শাস্তিপ্রিয় ব্যক্তিদিগকে লইয়া ভিন্ন ভিন্ন পবিত্র সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবী স্বথের আশায় ভবিষ্যৎ চিন্তায় নিয়োজিত হইয়াছিলেন। পরন্তু তাঁহারা স্বজাতি-বর্গকে সমাজ এবং ধর্মবন্ধন পরিত্যাগ করিতে উপদেশ প্রদান করেন নাই; কিংবা প্রাচীনকালের ঘৃণিত কুরীতি হইতে তহাদিগকে মুক্ত করিয়া উন্নত করিবার চেষ্টা পান নাই। তাঁহারা জাতিগঠনের বীজ বপন না করিয়া, আপনাপন বিভিন্ন ধর্মমতের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্প্রদায়গুলি এখনও সেই উপদেশ অনুসারেই কার্য করিয়া থাকে। সমাজও ধর্মের এই অবস্থায় নানক ধর্ম-সংস্কারের প্রকৃত উপাদান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নানকের প্রতিষ্ঠিত সেই দৃঢ় ও প্রশস্ত ভিত্তি অবলম্বন করিয়া তদনুযায়ী গোবিন্দ স্বদেশবাসীদিগের মনে জাতীয়তার এক নূতন বহি প্রজ্জলিত করেন। তাহারই উপর নির্ভর করিয়া তিনি প্রতিপন্ন করেন,—কি জাতি, কি বংশ, কি রাজনৈতিক অধিকার, কি ধর্মমত, সর্ব বিষয়েই উচ্চ ও নীচ সকলেই সমান।

১৪৬১ খৃষ্টাব্দে লাহোরের মিকটবর্তী স্থানে নানক জন্মগ্রহণ করেন।^{৩২} তাঁহার পিতা কালু জাতিতে হিন্দু ছিলেন। কথিত হয়, তিনি প্রাচীন যুদ্ধপ্রিয় ক্ষত্রিয় জাতির ‘বেদী’ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। নানকের পিতা স্বজাতীয় অধিকাংশ ব্যক্তির দ্বারা নিজ গ্রামে একজন সামান্য ব্যবসায়ী ছিলেন।^{৩৩} নানক শৈশবকাল হইতেই স্বভাবতঃ ধার্মিক

৩২। কথিত হয়, লাহোরের উত্তর ইরাবতী (Ravee) নদীতীরে তালোয়ানী গ্রামে নানক জন্মগ্রহণ করেন। ‘তুটি’ জাতীয় ‘রাই-তু-ইয়া’ বংশ তখন এখানে রাজত্ব করিত। (Compare Malcolm, ‘Sketch of the Sikhs,’ p 78. and Forster, ‘Travels’ i. 292-3)। কিন্তু একখানি হস্তলিখিত পুস্তকে বর্ণিত আছে যে নানকের পিতা তালোয়ানী গ্রামে বাস করিতেন বটে; কিন্তু ধর্মগুরু নানক, লাহোরের ১৫ মাইল দক্ষিণ ‘কানাকট’ গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ, পাঞ্জাব অঞ্চলে স্ত্রীলোকগণ অন্তঃসত্ত্বা সময়ে, বিশেষতঃ প্রথম সন্তান প্রসবকালীন, যে পিত্রালয়ে উপযুক্ত স্থান মনোনীত করিত,—ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। এইরূপে সন্তানগণ মাতার পিত্রালয়ে জন্মগ্রহণ করিত বলিয়া সচরাচর ‘নানক’ (স্ত্রীলিঙ্গে ‘নানাকী’,—‘ননকে’ শব্দ হইতে নিস্পন্ন,—মাতার পিত্রালয়) নামে অভিহিত হইত। দরিদ্র এবং অসমীল হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির মধ্যেই ‘নানক’ একটি সাধারণ প্রচলিত নাম বিশেষ। নানকের জন্ম বৎসর সম্বন্ধে মতানৈক্য দৃষ্ট হয় না। কিন্তু কোন মাসের কোন দিন তাঁহার জন্ম হয়, এ বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কোন কোন স্থলে দেখা যায়, নানকের জন্মদিন, ১৫২৬ বিক্রমজিৎ বৎসরের ১৩ই কার্তিক; কোথাও বা দেখা যায়, ঐ বৎসরের ১৮ই কার্তিক নানক জন্মগ্রহণ করেন। ১৫২৬ বিক্রমজিৎ খৃষ্টীয় ১৪৬৯ অব্দের শেখভাগের সমসাময়িক।

৩৩। ‘সের-উল-মুতাক্করীনে’ (‘Brigg’s Translation i. 110) বর্ণিত আছে, নানকের পিতা শস্ত-ব্যবসায়ী ছিলেন। দেবীস্থানে (ii. 247) দেখিতে পাওয়া যায়, নানক নিজের শস্তের গোলাদার ছিলেন। শিখদিগের বিবরণে নানকের পিতার সম্বন্ধে কোনই উল্লেখ নাই। কিন্তু নানকের এক ভগ্নীর সহিত যে একজন শস্ত-ব্যবসায়ীর বিবাহ হইয়াছিল, তাহা শিখদিগের ইতিহাসে বর্ণিত রহিয়াছে।

এবং চিন্তাশীল ছিলেন। অনেক স্থলে প্রায় পাওয়া যায় যে, তিনি যৌবনকালেই হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির প্রচলিত ধর্মমত শিক্ষা করেন; এবং কোরাণ ও ব্রাহ্মণদিগের শাস্ত্রে সাধারণ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।^{৩৪} সুবুদ্ধি এবং স্বাভাবিক ব্যগ্রতা হেতু ধর্মমতের নীচ কুসংস্কারগুলিতে তাঁহার বিরক্তিজন্মে। তিনি শিক্ষিত ও পণ্ডিত সম্প্রদায়ের ওদাসীয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন; দর্শনশাস্ত্রের আপাতঃমধুর গূঢ় তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণে তিনি তৃপ্তি বোধ করিতেন না। কবির এবং গোরক্ষনাথের ধর্মোপদেশ যে তাঁহার ধারণাশীল ধী-শক্তির উপর সহজেই স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাও অসম্ভব নহে।^{৩৫} যে মুহূর্তে তাঁহার চিন্তোন্মত্ততা জন্মিল, সেই মুহূর্তেই নানক গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। অহুতাশ, চিন্তা, অধ্যয়ন, মানব জাতির সহিত বহুল পরিমাণে এবং বিস্তৃত রূপে আলাপ পরিচয় এবং আচার ব্যবহার দ্বারা বিবেক বা জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।^{৩৬} সম্ভবতঃ নানক ভারতবর্ষের সীমার পরপার পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

এই ইতিহাসে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, নানক নিজে তাঁহার ভগ্নীপতির নিকট ব্যবসায় শিক্ষা করিতেন, কিংবা তাঁহাকে সাহায্য করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

৩৪। পারস্ত ভাষায় একখানি হস্তলিখিত পুথিতে দেখা যায়,—একজন মুসলমান নানকের প্রথম গুরু ছিলেন। ‘সৈর-উল-মুতাক্করীণ’ পাঠে জানা যায় (i. 110) যে, নানক সৈয়দ হুসেন নামক এক ব্যক্তির নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনি নানকের পিতার প্রতিবেশী ছিলেন, নানকের পিতাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন; তিনি নিঃসন্তান এবং ধনবান ছিলেন। এই পুস্তকে আরও বর্ণিত আছে যে নানক মুসলমানদিগের প্রসিদ্ধ পুস্তকাদি পাঠ করিতেন। ম্যালকমের মতে (Sketch, P. 14), মুসলমানগণ বলিত যে খিজির বা ভণ্ডিত্বাত্মক ইলিয়াসের নিকট নানক সর্বপ্রকার নৈসর্গিক বিজ্ঞান শিক্ষা করেন। মুসলমানদিগের প্রচলিত বিবরণ পাঠে জানা যায়, নানক অতি শৈশবকালে বর্ষালাস প্রথম বর্ষের উৎপত্তি বিষয়ক গূঢ় তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া শিক্ষক মহাশয়কে অত্যন্ত চমৎকৃত করিয়াছিলেন। আরবী এবং পারস্ত ভাষার বর্ষালাস এই বর্ষ একটি ক্ষুদ্র সরল রেখা বা দাগ মাত্র; ইতর ভাষায় ইহা ঈষরের একতা প্রতিপন্ন করে। বীণুখুষ্ট ঈষদ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, বর্ষালাস সমূহের গূঢ় মর্ম বুঝাইয়া দিয়া শিক্ষককে কত চমৎকৃত করিয়াছিলেন,—প্রমাণসিদ্ধ বাইবেলে যেরূপ বর্ণিত রহিয়াছে, পাঠকগণের হয়ত তাহা স্মরণ থাকিতে পারে। (Strauss, Life of Jesus, i. 272)

৩৫। কবিরের গ্রন্থ হইতে কোন কোন স্থানের মর্ম অথবা সারসংগ্রহ ‘আদি গ্রন্থের’ অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। আদি গ্রন্থের সর্বত্রই—কোন স্থানে গোরক্ষের এবং অধিকাংশ স্থলেই কবিরের মত উল্লিখিত বা উদ্ধৃত হইয়াছে।

৩৬। কতকগুলি ফকিরের সহিত সময়ে সময়ে সাক্ষাৎকার (Malcolm Sketch, P. 8, 13) লাভ করায় এবং একজন দরবেশের (Debistan, ii. 247) নিকট আরও নিরমিতরূপে উপদেশপ্রাপ্ত হওয়ায় নানকের মন অভিভূত হইয়াছিল। এইরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ায় নানক তাঁহার জীবনের ভবিষ্যৎ গতি নির্দেশ করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। ম্যালকমের বিবরণে লোকনীতিকর আরও গল্প দেখা যায় যে, নানক কখনও কখনও ঈষরের শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার ভগ্নীপতির গোলাস সমস্ত শস্ত বিভরণ করিতেন; তথাপি সেই শস্ত-গোলা সর্বদাই শস্তে পরিপূর্ণ থাকিত। নানকের ভগ্নীপতির মনিব, দৌলত খাঁ লোদি, যখন জানিতেন সকল শস্ত বিভরিত হইয়াছে; জমাখরচের হিসাব মিলাইয়া দেখিতে পাইতেন, আর-বার সমস্তই ঠিক রহিয়াছে।

তিনি নির্জনে উপাসনা করিতেন, এবং বেদ ও মহাম্মদের উদ্দেশ্য বিষয়ে চিন্তারত থাকিতেন। তিনি সম্যক ব্যাখ্যাতার সহিত পণ্ডিত, ধর্মযাজক এবং সরল ধর্মাহ্বায়ীদিগের সহিত, ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং স্বথের উপায়—এই দুইটি বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতেন।^{৩৭} প্লেটো, বেকন, ডে'কারটে এবং আল্‌ফাজ্জালি সকলেই জগতের প্রচলিত দার্শনিক মত-গুলি আলোচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু চিন্তাশক্তির কার্যকারিতা বিষয়ে কেহই সত্যের প্রকৃত ভিত্তি নির্দেশ করিতে পারেন নাই। ধর্মাত্মা নানকের অন্তঃকরণও একটি বিশ্রাম বা বিরাম স্থানের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল; কিন্তু তিনি সে বিরাম স্থান খুঁজিয়া না পাইয়া হতাশ হইলেন। পরিশেষে মানবের পরম্পর-বিরোধী বংশ এবং জাতি পরম্পরা এবং তাহাদের আচার-পদ্ধতি তাঁহার লক্ষ্যস্থল হইয়া উঠিল। নানক বলিতেন,—সকলেই ভ্রান্তি। তিনি কোরাণ ও পুরাণ দুইই পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কোথাও ঈশ্বরের

শিখদিগের ইতিহাসে বর্ণিত আছে বাদসাহ বাবরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নানক কথাবার্তা এবং আচার ব্যবহার দ্বারা সেই দুঃসাহসিক বাদসাহকে অনেক বিষয়ে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। তিনি বাদসাহকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার উভয়েই বাদসাহ; উভয়েই দশজনের বংশ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই সমস্ত কথা শুনিয়া বাবর অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিলেন। আমি কেবলমাত্র দুইটি উদাহরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি; তন্মধ্যে একটি স্পষ্টতঃ ‘আদিগ্রন্থের’ ‘আশারাগ’ এবং ‘তৈলঙ্গ’ অংশ হইতে উদ্ধৃত। এই দুইটি স্থলেই সাধারণতঃ একটি গ্রাম ধবংসের বিবরণ এবং বাদসাহবংশে তাঁহার রাজ্য আক্রমণের বিষয় লিখিত আছে; মোসান ফাগী (Debistan. ii, 249) এক অমূলক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, নানক আফগানদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া মোগলদিগকে ভারতবর্ষে আনয়ন করেন।

৩৭। সাধারণতঃ সকলে বলিয়া থাকে, নানক সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন; তিনি পারস্তে গমন করেন; তৎপর মক্কা দর্শন করিয়াছিলেন। (Compare Malcolm, Sketch, p. 16, and Forster, ‘Travels,’ i. 295-6)। কিন্তু তিনি কত বৎসর ধরিয়া এইরূপ দেশ পৰ্যটন করেন. এবং কোন দিন স্বদেশে ফিরিয়া আসেন,—তৎসম্বন্ধে কোন নিশ্চিত বিবরণ জানা যায় না। তাঁহার কতগুলি সঙ্গী ছিল; তাহাদের মধ্যে ‘নবাবি’ বা বীণাবাদক (অথবা সাধারণ ভাষায় গায়ক, অথবা বেহাগার দ্বারা ভারবিশিষ্ট বাজ্যন্ত্র-বাদক) মারদানা, তাঁহার অমুবর্তী লেহনা, ‘বাল’ নামক সিদ্ধ-দেবীর একজন জাঠ; এবং বুদ্ধ বা প্রাচীন নামে অভিহিত, রামদাস প্রভৃতির কথাই সচরাচর উক্ত হইয়া থাকে। চিত্রিত ছবিগুলিতেও মারদানা এবং নানক,—উভয়কেই একত্র দেখিতে পাওয়া যায়। প্রচলিত গল্পে জানা যায়, যখন মক্কায় গমন করিয়া নানক তথাকার একটি মন্দিরের দিকে পা দু'খানি ছড়াইয়া ঘুমাইতেছিলেন, সেই সময়ে এক ব্যক্তি ক্রোধপরশ হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে,—‘তুমি কোন সাহসে ঈশ্বরের মন্দিরের প্রতি অবমানন! প্রকাশ করিলে?’ নানক উত্তর করিলেন,—‘এমন কি কোন স্থান আছে, যেখানে ঈশ্বর মন্দির নাই, এবং সেইদিকে তিনি পা দিবেন?’ (Malcolm, Sketch of the Sikhs, p. 159) অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য, নানক মুসলমান দরবেশের বেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মূলতানে একদল মুসলমান দরবেশের সহিত সাক্ষাৎ করেন। নানক তাঁহাদের দলে গমন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, গজার শ্রোতের দ্বারা তিনি পবিত্রতা লাগরে প্রবেশ করিতেছেন। (Compare Malcolm, Sketch, p. 21, and the Seir ool Mutakhereen' i. 311.)

দেখিতে পান নাই।^{৩৮} নানক স্বদেশে কিরিয়া আসিলেন; কঠোর সন্ন্যাস ধর্ম পরিভ্যাগ করিলেন; সংসারে প্রবেশ করিয়া গার্হস্থ্য-ধর্ম পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দীর্ঘ জীবনের অবশিষ্ট অংশ ধর্ম প্রচারে অতিবাহিত হইল। তিনি সকলকে একই নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ জগদীশ্বরের উপাসনা করিতে; সংপথে থাকিয়া ধর্মার্জন ও জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতে, এবং ক্ষমা ও সহ্যগুণ শিক্ষা করিতে উপদেশ দিতেন। নানকের সম্ব্যবহার, একাগ্র ঈশ্বরনিষ্ঠা এবং প্রবৃত্তিজনক সম্বৃত্তা—সকলই প্রশংসার বিষয়। নানক বহুসংখক উৎসাহী, কর্তব্যনিষ্ঠ এবং দৃঢ়বিশ্বাসী শিষ্য রাখিয়া, ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।^{৩৯}

নানক পূর্ববর্তী ধর্ম-সংস্কারকদিগের প্রচারিত মতের সর্বশ্রেষ্ঠ সার অংশ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের গুরুতর ভ্রমগুলি পরিভ্যাগ করিয়াছিলেন। রামানন্দ এবং কবির প্রবর্তিত নরাকৃত্য এবং সৌম্যবদ্ধ ক্ষমতাবিশিষ্ট ঈশ্বর উপাসনার পরিবর্তে, নানক গর্বসহকারে প্রচার করিলেন যে, ঈশ্বর অদ্বিতীয়, নিরবচ্ছিন্ন এবং সময়াতীত সত্ত্ব বিশেষ। তিনি সৃষ্টিকর্তা; তিনি স্বয়ম্ভু; তিনি জ্ঞানাতীত; তিনি অবিদ্যমান। তিনি বলিতেন,—সত্য এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর—উভয়ই এক। সত্য, সৃষ্টির পূর্ব হইতে বর্তমান। আমরা চতুর্দিকে

৩৮। নানকের উদ্দেশে একটি কবিতা প্রচলিত আছে। তাহার মর্ম এই;—

‘বহু শাস্ত্র, ধর্মগ্রন্থ করি অধ্যয়ন।

নাহি পান ঈশ্বরের কোন নিদর্শন ॥

পূরণ, কোরাণ আদি যত শাস্ত্র আর।

কিছুতে প্রত্যয় নাহি হইল তাঁহার ॥’

আদি গ্রন্থে এই মর্মের আরও কবিতা আছে। অধিকন্তু ‘রত্নমালা’ নামক ক্রোড়পত্রাংশে নানক বলিয়াছেন,—‘বেদ ও কোরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া মনুষ্য কণিক স্বর্গীয় সুখ লাভ করিতে পারে; কিন্তু ঈশ্বর ব্যতীত মুক্তিলাভ দুর্লভ।’

৩৯। নানকের মৃত্যুকাল নির্ণয়ে সকল গ্রন্থেই একরূপ বর্ণনা দেখা যায়; সকল গ্রন্থেই ১৫৯৬ বিক্রমজিৎ বৎসর বা ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দ, নানকের মৃত্যু বৎসর বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। একখানি ‘গুরুমুখি’ সারগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, নানক সাত বৎসর, ৫ মাস এবং ৭ দিন ধর্মগুরু পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং হিন্দুদিগের ‘অশোক’ মাসের ১০ই তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। ফরষ্টার (‘Travels’ i. 295) বলেন, নানক ১৫ বৎসর কাল দেশ পর্যটন করেন। লাহোর হইতে চক্ষিণ মাইল দূরে ইরাবতী (Ravee) নদীতীরে ‘কার্তারপুর’ গ্রামে ইঁহার মৃত্যু হয়। তথার তাঁহার পবিত্র নামে এক ধর্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। তাঁহার দুইটি পুত্র সন্তান ছিল। জ্যেষ্ঠ ‘প্রীচান্দ’—একজন সন্ন্যাসী ছিলেন; ‘উদাসী’ নামক একটি হিন্দু-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ। কনিষ্ঠ ‘লক্ষ্মীদাস’ সর্বদা হৃৎসন্তোগরত ছিলেন; তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। নানকের বংশধর নানকপুত্রগণ ‘সাহেবজাদা’ কিংবা প্রভুপুত্র নামে পরিচিত। শিখজাতি তাহাদিগকে বিশেষ সম্মান করে। বণিক সম্প্রদায়ের ‘নানকপুত্র’গণ দেশের রাজ্যের নিকট বিশেষ সম্মান লাভ বা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মোসন কাণী (‘Debistan’ ii, 253) এমনই দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, নানকের ঐতিহাসিকগণ ‘কারতারী’ নামে অভিহিত। তাহারা কেবল কারতারপুরের অধিবাসী বলিয়াই ঐ নামে অভিহিত হয় না; পরন্তু তাহারা ঈশ্বরের কার্যে অধিবাসী কিংবা বিশেষ পবিত্র বলিয়া ঐ ‘কারতারী’ নামে পরিচিত।

যাহা দেখিতে পাই ও জানিতে পারি, তাহার অস্তিম জ্ঞান ও কারণস্বরূপ সত্য বা ঈশ্বর চিরকাল বর্তমান থাকিবে।^{৪০} মোক্ষা, পণ্ডিত, দরবেশ এবং সন্ন্যাসী,—সকলকেই নানক সমভাবে শিক্ষা দিতেন। যিনি, অসংখ্য মহম্মদ, বিষ্ণু ও শিবের অবতার গ্রহণ এবং লয়প্রাপ্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, নানক সেই সর্ব-শক্তিমান, অনন্তকালস্থায়ী, অক্ষয়, অব্যয় ঈশ্বরের ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।^{৪১} নানক বলিতেন, ‘পুণ্য, দয়া-দাক্ষিণ্য, বীরোচিত কার্যকলাপ এবং জ্ঞানার্জন সকলই অমূলক। যে জ্ঞান অনন্তব্যাপী এবং অনন্তকালস্থায়ী,—তাহাই একমাত্র ঈশ্বরজ্ঞান।’^{৪২}

৪০। দুষ্টাস্ত স্বরূপ, ‘আদিগ্রন্থের’ ‘গৌরী’ রাগ নামক অংশ, এবং ‘জপ’ নামক মুখবন্ধ (নুচনা) অথবা ‘অনুবোধ ও স্তুতি’ বিষয়ে প্রার্থনার অংশ দ্রষ্টব্য। Compare also Wilkins, Asiatic Researches, i. 285, &c.

‘অকলপুরীক’ বা সমরাতীত সত্তা, শিখদিগের ঈশ্বর নামের একটি সাধারণ সংজ্ঞা। ইংরাজী ভাষার প্রচলিত ‘অলমাইটি’ (Almighty,—সর্বশক্তিমান) শব্দের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। তথাপি গোবিন্দ দ্বিতীয় গ্রন্থের ‘হজারা শাব্দ’ অংশে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ‘সময়ই’ একমাত্র প্রকৃত এবং সত্য ঈশ্বর; জগদীশ্বর প্রথমেও বর্তমান ছিলেন, প্রলয়কাল পর্যন্তও বিদ্যমান থাকিবেন; ঈশ্বর অসীম অনন্ত ইত্যাদি।

মিল্টন ‘সময়ের’ সাময়িক এবং পরিমিত প্রয়োগ নির্দেশ করিয়াছেন। সেক্ষিপিরও সময়ের একটি সীমা স্থির করিয়া দিয়াছেন :—

‘কালগতি অনন্তের পথে প্রধাবিত।

পার্শ্ব স্থায়িছে তার সীমা নিরূপিত।

বর্তমান, ভবিষ্যৎ, ভূত কালত্রয়।

সান্তভাবে অনন্তের সীমা নিরূপয়।’

‘Milton, ‘Paradise Lost.’ v.’

‘চিন্তাশক্তি জীবনের হয় ক্রীতদাস।

জীবন কালের করে পুতলী ক্রীড়ার।

কালের জগৎ-গতি নির্ণয়ে প্রয়াস।

একদিন অবশ্যই অবদান তার।’

‘Shakespeare, ‘Henry iv. Part First’ v. 4.’

ভারতবর্ষের আধুনিক দর্শন-শাস্ত্রাধ্যায়ী ধর্ম-সম্প্রদায়ের ‘সাম্য’, ‘পৌরাণিক’ এবং ‘শৈব’ নামক তিনটি শাখা আছে; তাহাদের মতে, ‘কাল’ বা সময়, মানসিক এবং ভৌতিক জগতের যথাক্রমে ২৭, ৩০ বা ৩৬টি সার-সমষ্টি বা প্রপঞ্চ সমূহের একটি। এইরূপে সময়ের পৃথক কার্য অথবা স্বতন্ত্র সত্তা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।

৪১। আদি-গ্রন্থের পরিশিষ্টে নানকের নিম্নলিখিত কবিতাটি পাওয়া যায়। কতকগুলি ধর্ম-প্রবর্তক, জ্ঞক-সন্ন্যাসি দলের বিবরণের পর এই কবিতাটি লিখিত আছে :—

‘ঈশ্বরের ঈশ্বর যিনি, তিনিই ঈশ্বর।

সর্বশক্তিমান্ তিনি, তিনি পরাংপর।

হে নানক! ইহা তুমি জানিও নিশ্চয়।

অনন্ত গুণের কড় ধারণা না হয়।

৪২। আদি-গ্রন্থের ‘আশা’। Asa) নামক অংশের শেষ ভাগ দ্রষ্টব্য।

যে সকল গবিত ব্যক্তি স্বীয় কার্যে বিশ্বাস করে এবং সেই বিশ্বাসেই যাহার অনন্ত জীবন বা মুক্তি লাভে প্রয়াসী হয়,—তাহাদিগকে তিরস্কার করিবার অভিপ্রায়ই যেন নানক বলিয়াছিলেন যে, কেবলমাত্র ঈশ্বরাত্মগৃহীত ব্যক্তিই তাম্বাদের একমাত্র ঈশ্বর।^{৪৩} পরন্তু ইচ্ছাশক্তির অহুশীলনের এবং মানসিক বৃত্তিসমূহের সদাব্যবহারের সহিত ঈশ্বরাত্মগ্রহ বিজ্ঞ ড়ত। এইসকল মানসিক এবং ইচ্ছাশক্তি যে যেমন পরিচালনা করিবে, সে সেই পরিমাণ ঈশ্বরাত্মগ্রহ প্রাপ্ত হইবে। নানক বলিতেন,—‘বিবিধ পুণ্য কার্য, সততা, সাধুতা এবং সদাচার দ্বারা মুক্ত বা ঈশ্বরে লীন হওয়া যায়। মৃত্যুর পর জগদীশ্বর মনুষ্যকে জিজ্ঞাসা করেন, — কি কার্য করিয়াছ?’^{৪৪} অধিকন্তু ধর্মগুরু মনুষ্যের কার্যের জগ্গ যথাযোগ্য অহুতাপ করিতে উপদেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন,—‘যদি পাপী ব্যক্তি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা এবং আপনাকে পতিত মনে না করে, তাহা হইলে, সে কঠোর শাস্তি প্রাপ্ত হয়।’^{৪৫}

নানক স্বদেশবাসিদিগের প্রচলিত দার্শনিক মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন,—জন্মান্তর এবং দেহান্তরগ্রহণে আত্মা শাস্তিপ্রাপ্ত এবং পাপমুক্ত হয়। ঈশ্বরাত্মগ্রহ লাভ করিলে, আত্মা দেহান্তর গ্রহণে বিরত হইয়া থাকে। তিনি পরম স্মৃথকেই আত্মা এবং ঈশ্বরের আবাসস্থান বলিয়া নির্দেশ করেন। তাহার মতে জীবন উড্ডীয়মান পক্ষীর প্রতিবিম্বরূপ; কিন্তু মানবের আত্মা কুলাচক্রের গায় দণ্ডের চতুর্দিকে অনবরত আবর্তন করিতেছে।^{৪৬} অগাণ্ড বিষয়েও প্রচলিত ভাষা এবং সাময়িক জ্ঞান উপলব্ধি করিয়া, নানক একইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,—‘যে অন্ধকারেও (Unjan—অজ্ঞান) উজ্জ্বল ও আলোক প্রাপ্ত হয়, ইন্দ্রজাল এবং প্রতারণায়ও (Maya—ময়া) যে বিচলিত ও মুগ্ধ হয় না; যে প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়াও বিশুদ্ধ এবং অকলঙ্কিত,—সেই ব্যক্তিই স্মৃথের অধিকারী।’^{৪৭} কিন্তু প্লেটো ও ব্যাসের রীতি অনুসারে নানক ভৌতিক জগৎ এবং সত্তা সম্বন্ধে চিন্তা করিতেন—এরূপ অনুমান

৪৩। আদি-গ্রন্থের ‘আশা রাগ’ (Assa Rag) অংশের শেষ ভাগ এবং ‘রতুনমালা’ (Ruttun Mala) নামক পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৪৪। The Adee Grunt’h, Purbhatee Raginee. Compare Malcolm (Sketch, p. 161 &c.) and Wilkins, (As. Res. i. 2৪9 &c.)

৪৫। ‘নাসিউত নামে’ (Nusseet Nameh) বা ‘ক্যারোন’ নামক এক কল্পিত রাজার প্রতি নানকের তিরস্কারমূলক অংশ দ্রষ্টব্য। গ্রন্থে কিন্তু এ বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই। হয়ত এই ব্যক্তিগত কিংবা নির্দিষ্ট প্রয়োগ, গ্রন্থের সাধারণ ভাবের উপযুক্ত নহে বলিয়া ইহার বিবরণ উল্লিখিত হয় নাই। ফলতঃ যদিও ইহাতে নানকের মানসিক ভাব বর্তমান আছে, তথাপি নিশ্চিতরূপে ইহা নানকের রচিত বলিয়া মনে হুইয়া যায় না।

৪৬। ‘Adee Grunt’h’, end of the ‘Assa Reg’.

৪৭। ‘Adee Grunt’h’, in the ‘Sohee’ and ‘Ramkullee’ portions. (আদি গ্রন্থের ‘সোহি’ এবং ‘রামকালি’ অংশ দ্রষ্টব্য)।

করা অবিশেষে।^{৪৮} মানবদেহ পুনর্জীবন প্রাপ্ত হয় এবং আত্মা চিরকালবাণী পাপ ও নরকাগ্নির যন্ত্রণাভোগ করে,—নানক এইরূপ ধর্মশিক্ষা দিতেন না। পুণ্যকার্য দ্বারা ঘোর নারকী, পাপা সত্তা আত্মারও পবিত্রতা জন্মে এবং আত্মা পর্যায়ক্রমে নতুন দেহ ধারণ করে,—এবস্ত্রকার ধর্মোপদেশ প্রদান করাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়াছিলেন বলিয়া

৪৮। অধ্যাপক উইলসন, ('As. Res', xvii 233 and Continuation of 'Mill's History of India', vii. 101, 102) নানকের ধর্মজ্ঞান এবং মতগুলিকে অকিঞ্চিংকর মনে করিতেন ; যেহেতু উহা বেদান্তদর্শন এবং জড়-জাগতিক উদাসীনতার আদর্শ বোধক দৃশ্যের উপলব্ধি। ভগবদ্গীতার সর্ব-শক্তিমত্বা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা বড়ই সুকঠিন। এক্ষণে হইলে কোন না কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার দোষে কলুষিত হইতেই হইবে। রাজনৈতিক কবি মিল্টন যখন ভাবিতেন,—‘শরীর আত্মার দিকে ধাবমান’, তখন হয় ত কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার আস্থা ছিল (*Paradise Lost*, v) ; কিন্তু ধর্মগুরু প্রেমোন্মত্ত সেন্ট পল যখন বলিয়াছেন, ‘ভৌতিক দেহ রোপিত হইয়াছে এবং স্বর্গীয় দেহে উন্নীত হইবে ; (*Corinthians*, xv. 4৬) তখন কি তাঁহাকে অবজ্ঞা করা উচিত ? অথবা তাঁহার কথায় অবিশ্বাস করিতে হইবে ? ‘জগদীশ্বর কি স্বর্গ এবং পৃথিবীকে পূর্ণ করেন নাই ? বা জগদীশ্বর পৃথিবী ও স্বর্গে বিরাজমান নহেন,’ (*Jeremiah* xxviii. 24) ; যে জগদীশ্বরে আমরা বাস করি, গমনাগমন করি এবং বাহ্যতে আমাদের জীবন অধিষ্ঠিত’ (*Acts*, xvii, 24) ; ‘বাহ্য হইতে, বাহ্যর জন্ত এবং বাহ্যর কর্তৃত্বে আমরা সমস্ত দ্রব্য প্রাপ্ত হই (*Romans* xi. 36) ; এই সকল বাক্যাবলী পাঠ করিয়া কি বলিতে হইবে যে, ঈশ্বর প্রেরিত দূত এবং ভবিষ্যৎবর্ত্তগণ নাস্তিক ও মোহান্বাদী ছিলেন ? বাহ্য হউক, স্পষ্টই বুঝা যায় যে, জেরিমিয়া, পল এবং নানকের, দার্শনিক মত প্রচার ভিন্ন আরও অল্প উদ্বেগ ছিল। তাঁহারা লোকের মনে ঈশ্বরের মহত্ত্ব এবং সত্যতা বদ্ধমূল করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে ভাষা সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, এবং যে ভাষা কখনও কাহাকেও বিপথগামী করিবে না তাঁহারা সেই চলিত ভাষার সাধারণ প্রয়োগই এ কার্য সাধনের বিশেষ উপযোগী মনে করিয়াছিলেন।

শিখ এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম,—এতদ্বয়ের মধ্যে যথাক্রমে যে সাদৃশ্য এবং মতবৈধ প্রচলিত আছে, তৎসম্বন্ধে অধ্যাপক উইলসন ('As. Res.' xvii 233, 237, 23৪) সহিত মোসান ফাগার (*Debistan*. ii. 269, 270, 285, 2৮6) তুলনা করা উচিত। ইহাদের উভয়ের সহিত আবার ‘সৈর-উল মুতাক্করীণ’ (i. 110) মিলাইয়া দেখা কর্তব্য। ইহাদের প্রত্যেকের বর্ণনাই সত্য। তাঁহাদের একজন শিখ-দিগের—প্রধানতঃ গঙ্গার নিকটবর্তী প্রদেশের শিখদিগের—অসম্পূর্ণ এবং কুরীতিমূলক ধর্মবিশ্বাস বিবৃত-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন ; অপর জন নানক প্রবর্তিত যে ধর্মশিক্ষা পণ্ডিতগণ সচরাচর প্রচার করিয়া থাকেন, সেই প্রচলিত ধর্মের প্রকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এস্থলে একটি বিষয় স্মরণ রাখা উচিত যে নানক এবং গোবিন্দ প্রবর্তিত শিক্ষা, মহাম্মদ প্রভৃতি প্রচারিত ঈশ্বর-ভক্তির সমাধি ও সমাপ্তি মাত্র :—শিখদিগের ইহাই বিশ্বাস। মোজেস, এব্রাহাম, মাইকেল ও গেব্রীল প্রভৃতি স্বর্গীয় দূতের প্রতি খুষ্টানগণ যেরূপ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা অপেক্ষা শিখদিগের ত্রাণা, বিধু এবং অন্ত্যস্ত স্বর্গীয় দেবতার উপাসনা,—অধিকতর অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। মধ্যযুগের খৃষ্টধর্মপ্রচারকগণ, খৃষ্টধর্মের সার নিয়ম পরিত্যাগ করতঃ, কেবলমাত্র ভাষার উপর নির্ভর করিয়া, নিরবচ্ছিন্ন বহু ধোঁচনা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। শিখদিগের ঈশ্বরোপাসনা, খৃষ্ট-প্রচারকদিগের একেশ্বরবাদিতা অপেক্ষা অধিকতর উপেক্ষণীয়।—Hallam, 'Middle ages.' iii.

নানকের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা যুক্তিযুক্ত নহে।^{৪৯} নানক আরবদেশীয় ধর্মপ্রবর্তক মহম্মদ এবং হিন্দুদিগের ঈশ্বরাবতার-সমূহেরও উল্লেখ করিতেন। তিনি তাঁহাদিগকে প্রভারক অথবা কুরীতি-প্রবর্তক বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি বলিতেন, এই সকল মহাত্মা সত্য সত্যই ঈশ্বর-প্রেরিত। তবে তাঁহাদিগের এত চেষ্টা সত্ত্বেও এখনও পাপের প্রাধান্য বর্তমান রহিয়াছে বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিতেন। নানকের মতাবলম্বিগণ নানককেই অবতার বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, পণ্ডিত পাণ্ডিগণের উদ্ধারকল্পে—স্বদেশ এবং স্বজাতিবর্গের মধ্যে জ্ঞানালোক বিস্তারের জন্ত—তিনি যেন স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছেন। ইচ্ছা করিলে, নানকও আপনাকে সেইরূপ মনে করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই।—নানক কোন বিশেষ দৈবতার উপাসনার প্রথা ও শিক্ষা দেন নাই। সর্বত্র সকল সময়ে তাঁহার ধর্মমত সকলেই গ্রহণ করিতে পারিত। নানক বলিতেন,—তিনি ঈশ্বরের একজন ক্রীতদাস এবং সর্বশক্তিমানের একজন আজ্ঞাবাহী দূত মাত্র। নানক সর্ববাদিসম্মত সত্য ধর্মই আপন পোতা-কার্যের একমাত্র অঙ্গরূপ গ্রহণ করিয়া ছিলেন।^{৫০} তাঁহার গ্রন্থসমূহ বিবেক

নানক পৌরাণিক বার্তাগুলির নৈতিক ব্যবহার করিতেন। এ সম্বন্ধে ওয়ার্ডের ‘হিন্দু’ নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য (Ward on the Hindoos, iii. 465)। বস্তুতঃ নানক সর্বদাই হিন্দুদিগের ধর্মজ্ঞানের উল্লেখ করিতেন; কিন্তু তিনি পৌত্তলিক ছিলেন না। আর একটি বিষয় সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, সেট জন গ্রীকদিগের দর্শন-শাস্ত্র হইতে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতেন; সেট পলও গ্রীক কবিগণের কাব্যের উপযুক্ত প্রয়োগ করিতে পারিতেন। বহুকাল হইল, মিল্টন ইহা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন (Speech for the Liberty of Unlicensed Printing). প্রাচীনকালে ‘ডাইনি’ বৃক্ষের পত্র যীশুখৃষ্টের দোতোর ভবিষ্যবাক্য বলিয়া উক্ত হইত। এক্ষণে এই সকল বাক্যের কৃত্রিমতা উপলব্ধি হইয়াছে; খৃষ্টধর্মপ্রচারকগণ এক্ষণে আর বহু-দেবোচ্চারণ-দোষে দূষিত নহেন। এখন আর তাঁহারা এনালথিয়া বা জুপিটারের ধাত্রীকে কুমারী ‘মেরী’ প্রকৃত প্রতিকৃতি মনে করিয়া কল্পিত নহেন।

৫১। ‘আত্মার দেহান্তর-গ্রহণ’ সম্বন্ধে সাধারণতঃ মুসলমানগণ এই বলিয়া আপত্তি করেন যে, ইহ-জন্মের দুই আত্মা পরজন্মে তাহার পূর্বাবস্থা এবং গত শাস্তির কথা স্মরণ করে না; ত্বরাণ পরজন্মে পবিত্রতাসম্বন্ধে আত্মার স্বাভাবিক কোনও উত্তেজনা-শক্তি থাকে না। আত্মার পাপ-জ্ঞান এবং তাহার কলধরূপ আত্মার বংশধরগণের পাপাসত্ত্বির বিষয় মুসলমানগণ কখনও স্বীকার করে না। ইশ্রিয়সমূহের পরিবর্তনশীল প্রকৃতি হইতে আত্মা পরিশেষে সম্পূর্ণ স্বাভাব্য অবলম্বন করে,—ব্রাহ্মণদিগের ইহাই নীতি। মিশর দেশীয় প্রচারকগণের মত এই যে,—বিচারের দিন নবর এবং পাপ দেহ পুনর্জীবন প্রাপ্ত হয়। নিরপেক্ষ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ, এ বিষয়ে মিশরীয়দিগের মত অপেক্ষা ব্রাহ্মণদিগের মতই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিবেন। মোজেস যদিও এ বিষয়ে উদাসীন, তথাপি ‘ইজরাইল’দিগের মনে এই ধারণা বহুল ছিল। ইহাতে অস্বাভাব্য ধর্মমত প্রচারে বহুদিন পর্যন্ত বাধা জন্মিয়াছিল; আলৌকিক কার্যসমূহে লোকের বিশ্বাস হওয়ার, সাধারণের মনে এই বিশ্বাসও প্রবলরূপে পুনর্জীবিত হইয়াছিল। (See also note, P, 33-34).

৫২। নানকের উপদেশের মর্ম এই;—জগদীশ্বরই সর্বসর্বা; মানসিক পবিত্রতাই প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ, প্রাথমিক এবং সাধনীয় বস্তু। নানক সকলকে আত্মোৎসর্গ এবং আরাধনা শিক্ষা করিতে উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন, পূর্ববর্তী প্রবর্তকগণের প্রচারিত ধর্ম ও ঈশ্বর-নীতি সমস্তই অকিঞ্চিৎকর। তিনি কখনও আপনাকে অপরাধের সকল প্রবর্তকগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং অসাধারণ গুণ ও দক্ষিণাশালী

এবং আত্মোৎসর্গ বিষয়ক উপদেশে পরিপূর্ণ।^{৫১} তিনি তাহার রচনাবলিকে ঈশ্বর-বাক্যের প্রকৃত অমূল্য মনে করিয়া, তাহার কোনও অভিনব যোগ্যতা বা গুণ ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াসী হন নাই; অথবা তিনি কখনও স্বীয় ধর্মের প্রচার করিতে অলৌকিক কার্যের সহায়তা গ্রহণ করেন নাই; কিংবা অলৌকিক কার্যকলাপেই যে তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মের সত্যতা উপলব্ধি হইবে,—নানক সে কথাও কখনও প্রকাশ করেন নাই।^{৫২} তিনি বলিতেন,—‘এক ঈশ্বর বাক্য ব্যতীত অগ্নি কোন অস্ত্র-সাহায্যে যুদ্ধ করিও না; ধর্ম-নীতির পবিত্রতা ভিন্ন, নিষ্ঠাবান্ ধর্ম-গুরুর অস্ত্র কোন উপায় বা অস্ত্র নাই।’^{৫৩} নানক বলিতেন,—‘পৃথিবীতে পুণ্যকার্যরত ধার্মিক যোগীর পক্ষে সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ অথবা সংসার-ধর্ম পরিত্যাগ করা অকর্তব্য। সর্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের নিকট সাধু ও গৃহী সমভাবে প্রিয় এবং আদরণীয়।’ যদিও তাঁহার নিজ দৃষ্টান্তে বুঝা যাইত যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বীয় স্বভাবজাত ধর্ম-কর্ম-সাধন কর্তব্য; তথাপি, তিনি, তাঁহার সমসাময়িক বঙ্গভের শ্রায় বিবাহিত গুরুর প্রতি কোনরূপ ঘৃণার ভাব প্রকাশ করেন

মনে করিতেন না। তিনি বলিতেন যে, অষ্টাশ্রম সকলের শ্রায় জনসাধারণের মধ্যে তিনিও একটি ক্ষুদ্র প্রাণী-বিশেষ। তাঁহার স্বদেশবাসীদিগকে পবিত্র জীবন যাপন করিতে তিনি সর্বদা উপদেশ দিতেন। (Compare the *Dabistan*, ii. 249, 250, 253; and see Wilson, *As. Res.* xvii. 234, for the expression ‘Nanuk thy slave is a free-will offering unto thee.’—অর্থ ‘হে পরমপিতা? নানক আপনাই ভূতা। আপনি তাহাকে স্বাধীন ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন; আপনাকে আরাধনা করিতেছি।’)

৫১। মুসলমান গ্রন্থকর্তৃগণ নানকের পুস্তকগুলি এবং উপদেশসমূহ মুস্তকঠে প্রশংসা করিয়া থাকেন। (Compare the ‘*Seir-ool-Mutakhereen*’, p. 110, 111 and the ‘*Dabistan*’, ii. 251, 252.)

এসিরাবাসীদিগের এই সকল প্রশান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ নীতির সহিত ইউরোপের ‘ব্যাগ্রহ হাজেলের’ মত মিলাইয়া দেখিলে, অনেক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাগ্রহ হাজেল (*Travels*, p. 283) বলেন, গুপ্ত, অনির্দিষ্ট, অসার এবং মিথ্যা ভবের মিশ্রণে গ্রুন্ট (*Grunt’s*) পরিপূর্ণ। তিনি স্বীকার করেন যে, শিখগণ একই ঈশ্বর উপাসনা করে; পৌত্তলিকতায় যুগা করে; এবং অন্ততঃ কাননিক জাতিভেদ অবমাননা করিয়া থাকে।

৫২। আদি গ্রন্থের (‘*Adec.Grunt’s*’) শ্রীরাগ (‘*Sirree Rag*’) অধ্যায় বিশেষরূপে ব্রষ্টব্য। এই গ্রন্থের ‘মাজভর’ (*Majhvar*) অংশে বর্ণিত আছে যে, নানক অলৌকিক কার্য সম্পাদনে পারদর্শী একজন প্রভাতরকে বলিয়াছিলেন,—‘তুমি অগ্নি মধ্যে অঙ্কত দেহে বাস কর; চির তুবারাচ্ছর হানে অঙ্কত শরীরে কালযাপন কর; প্রস্তুত থও তোমার খাণ্ড হউক; তুমি পদ সঞ্চালনে বৃহৎ মুত্রিকা রাশি দূরে নিক্ষেপ কর; এবং তুলান্ডে স্বর্গ পরিমাপ কর। তারপর তুমি জিজ্ঞাসা করিও, নানক কি অস্বাভাবিক কার্য সম্পন্ন করিতে পারে?’

ট্রুস (*Strauss*, ‘*Life of Jesus*’, ii. 237) প্রতিপন্ন করিয়াছেন, বীণাখুইও অলৌকিক কার্য সাধনের উপায় অমুসন্ধান বিষয়ে বিশেষ যুগা প্রকাশ করিয়াছেন (*John*, iv. 48); ট্রুস বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরাদিষ্ট দূতগণ কখন বাক্যে কিংবা লেখনীমুখে কোন অস্বাভাবিক কার্যের উল্লেখ করেন নাই।

৫৩। *Malcom*, ‘*Sketch*’, p. 20, 21, 165.

নাই।^{৫৪} হিন্দুগণ গো-জাতির পূজা করেন এবং মুসলমানগণ শূকরের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন। দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধভাবাক্রান্ত বিষয়ের আলোচনার সময়ে নানক বিজ্ঞতার ও সমদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে হয় ত নানক শিক্ষাক্রান্ত কুসংস্কার ও স্বাভাবিক মনস্তাত্ত্বিক কতকটা প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,— ‘বিধর্মীদের দুইটি অধিকার। এক শ্রেণীর—গোজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন; অন্য শ্রেণীর—শূকর জাতির প্রতি জাত-ক্রোধ। কিন্তু যাগরা কোন জীবন্ত প্রাণীর প্রাণহানি করে না, গুরু এবং পণ্ডিতগণ তাহাদিগকেই প্রশংসা করিয়া থাকেন।’^{৫৫}

এইরূপ নানক, বহুকাল-প্রচলিত পুঞ্জীকৃত কুসংস্কার এবং কুরীতি হইতে তাঁহার শিষ্য-দিগকে মুক্ত করিয়াছিলেন। চিন্তের একাগ্রতা এবং স্বাভাবিক আচার-ব্যবহারের ঐক্য-সাধনই শ্রেষ্ঠ ও প্রথম কর্তব্য রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। তিনি শিষ্যদিগকে সাহস এবং স্বাধীনতা প্রদান করেন; তাহাদিগের মনের সন্দেহ ভঞ্জন হয়। পরন্তু নানক কোন নির্দিষ্ট নিয়ম প্রবর্তিত করিয়া শিষ্যদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন নাই। এইরূপে সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হওয়ায়, দৃঢ়বিশ্বাসী উপাসকের দল ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইতে থাকে; একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠিত হয়; নানকের সংস্কার-নীতির সাক্ষ্য-ফলস্বরূপ ধর্ম-বিষয়ক ও নৈতিক উন্নতি সাধিত হইতে থাকে। ধর্ম-বিশ্বাসীগণ, ‘শিখ’ অথবা শিষ্য নামে অভিহিত হইত;

৫৬। ‘Adee Grunt’ particularly the ‘Assa Raginee’ and ‘Ramkullee’ Raginee (Compare the Dabistan, ii. 271) :—‘আদি-গ্রুন্টের’ অর্থ রাগিনী এবং রামকালী রাগিনী বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য।

৫৭। আদিগ্রুন্ট, ‘মাঝ’ অধ্যায় (Adee Grunt’ h, Majh chapter)। ম্যালকমের সারসংগ্রহ, ৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য (note and Page 137) এখানে বর্ণিত আছে যে, নানক শূকরের মাংস ভক্ষণ করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে হিন্দুদিগের পক্ষে গৃহপালিত শূকর-ছানার মাংস সকল সময়েই জাতিধর্ম-নাশক। (Munoo’s Institutes’, v. 19) ‘দেবীস্থানে’ (Dabistan. ii. 2৪) লিখিত আছে, নানক মাদক দ্রব্য (মদ্য) এবং শূকরের মাংস খাইতে নিষেধ করেন। বস্তুতঃ, খাদ্য নির্দেশ সম্বন্ধে বিপরীত মতব্যঞ্জক অনেক দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। ওয়ার্ড (Ward ‘On the Hindoos’, iii. 466) সঙ্গমাণ করিয়াছেন, যাহারা মাংস ভক্ষণ করে, নানক তাহাদিগকে নির্দোষী বলিয়াছেন। নানক আরও বলিয়াছেন, যে শিশু মাতৃসুত্ত পান করে, সে শিশু কাজে কাজেই মাংস ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। ‘গুর রত্নাবলীগ্রন্থ’ (‘Goor Ratnaolee’) রচয়িতাও সেই মত ক্রিয়-পরিমাণ অনুসরণ করিয়াছিলেন,—‘মহুগু জীলোক বিবাহ করে না কি? ধর্মপুস্তক পণ্ড-চর্চা বন্ধন হয় না কি?’

কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বী পণ্ডিতগণ সময়ে সময়ে নানকের সাধারণ নিয়মগুলির অথবা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের এইরূপ ব্যাখ্যায় ব্যবহারিকভাবে পণ্ড-জীবনরক্ষার বিষয় বোঝা যায়। (Wilson, As. Res., xvii. 233) কিন্তু শিখদিগের এইরূপ কোন মনোভাব বুঝা যায় না। জৈন ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ মাছি ও পিপীলিকা প্রভৃতি সম্বন্ধে এত অধিক সাবধান যে, এইরূপ প্রথা দৃঢ়রূপে অবলম্বন করার তাহাদিগকে সকলেই উপহাস করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের কতকগুলি ‘রোমান ক্যাথলিক’ খৃষ্টান সম্প্রদায়ও এই নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। ভূপালের ‘ক্যাথলিক’ সম্প্রদায়গুলি, ‘লেটের’ সময় (চল্লিশ দ্বিতীয় উপবাস-পর্ব) নিত্য-ব্যবহার্য অপরিষ্কৃত শর্করা ব্যবহার করেন না; কেননা, তিনি প্রস্তুত হওয়ার সময় বহু প্রাণীর প্রাণ নষ্ট হইয়া থাকে।

তাহাদিগকে কেহই অধীনস্থ প্রজা বলিয়া মনে করিত না। সমাজ-সংস্কার এবং রাজ-নৈতিক উন্নতি-বিধানে নানক কোনও সহজবোধ্য ধীর-গম্ভীর মতের অধিকারী ছিলেন,—এক্সপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব ও অনাবশ্যক। সময় শ্রোতে শিষ্যদিগের উন্নতি-বিধান যত্ন করিয়া, তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করেন। তাঁহার ধর্ম-সম্প্রদায় সঙ্গীর্ণ, এবং সমাজের অবস্থা অল্পযোগী মনে করিয়া, তিনি আপনাকে ধর্ম-বিধি-প্রণয়নকর্তা বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন নাই। মম্বুর বিধি-বিধান ধ্বংস-করণ, কিস্মা জাতি ও বংশ-পরম্পরার স্মরণাতীত রীতি-নীতির পরিবর্তন-সাধন,—তিনি সম্ভবপর বলিয়া মনে করেন নাই; তাঁহার পক্ষে সে বিষয় সহজসাধ্যও ছিল না।^{৫৬} যাহাতে তাঁহার শিষ্যগণ কোন একটি সম্প্রদায়-বিশেষ গঠন করিতে না পারে, এবং যাহাতে তাঁহার সর্ব-সামঞ্জস্য-ব্যঞ্জক ধর্ম-নীতিসমূহ সঙ্কুচিত হইয়া সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসীদিগের ধর্ম-মতের ন্যায় পৃথক সংজ্ঞা প্রাপ্ত না হয়,—সেই সঙ্ক্ষে তিনি অসাধারণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার চিন্তাশীল নিষ্ঠাবান সন্ন্যাসী পুত্রকে ধর্ম-াধিকরণের উত্তরাধিকারিত্বে বঞ্চিত করিয়া, তিনি আপন উদ্দেশ্য-সাধন-বিষয়ে ক্রতকার্য্য হইয়াছিলেন। এইরূপ কথিত হয়, নানকের মৃত্যুকাল উপনীত হইলে, তিনি তাঁহার প্রিয় শিষ্যগণকে ডাকিয়া তাহাদের যোগ্যতা এবং আত্মগতের পরীক্ষা করেন; পরিশেষে সরল ও অমুরাগী লেহনাকে ‘শ্রেষ্ঠ’-পদে বরণ করিয়া যান। শিষ্য নানক যখন পদপ্রক্ষে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন পথি:পার্শ্বে একটি মম্বুরের মৃতদেহ দৃষ্টগোচর হয়। তাহা দেখিয়া নানক বলিলেন,— ‘যদি আমাতে তোমাদের ভক্তি থাকে, তাহা হইলে এই ধান্য (মৃতদেহ) ভক্ষণ কর।’ লেহনা ব্যতীত আর সকলেই ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। লেহনা, হাঁটুর উপর ভর দিয়া উপবেশন করিয়া, মৃতদেহের আবরণ উন্মোচন করিল, এবং মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া নরমাংস ভক্ষণের

৫৬। ম্যালকম (‘Sketch’ pp. 44, 147) বলেন,—নানক হিন্দুদিগের সামাজিক নিয়মের কিছুই পরিবর্তন সাধন করেন নাই। ওয়ার্ড (Hindoos, iii. 463) বলেন, শিখদিগের আদালত কিবা কোজদারী সম্বন্ধীয় কোন আইন ছিল না। প্রাচীন খৃষ্টানদিগের সংহিতা বা আইনাদি সম্বন্ধেও এইরূপ নিন্দা বা প্রশংসা করা যাইতে পারে। আমরা জানি, শিষ্যগণের সন্মেল ও কুসংস্কারের জন্ম এবং প্রমাণ-সিদ্ধ কোন নীতির অভাবে খৃষ্টধর্ম-প্রচারকগণকে কত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল (Acts. xv. 20, 28, 29, and other passages)। ইংলণ্ডের ধর্মমন্দির-বিষয়ক সপ্তম সংখ্যক নিয়মাবলী, এবং ‘স্কট’-দিগের ধর্ম-স্বীকারের (Scottish Confession of Faith), উনবিংশ অধ্যায় পাঠে, ধর্ম-প্রচারে আধুনিক ধর্মচার্যদিগের বর্তমান বিরক্তির ভাব জানা যায়। ইহুদীদিগের আইনের জন্ম খৃষ্টানগণ কিরূপ দারী এবং শিখগণের জাতি-ব্যবহার ও মম্বুপ্রবর্তিত নিয়মসমূহ শিখদিগের অগ্রাহ্য করা কর্তব্য কিনা,—এ সম্বন্ধে যে বহুকাল ধরিয়া বাদানুবাদ চলিবে,—তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পূর্বে ‘জুডা’ জাতীয় এক খৃষ্ট-সম্প্রদায় ছিল; এক্ষণে ব্রাহ্মণ জাতীয় শিখ বর্তমান। তাহাদের এক সম্প্রদায় মুকর স্পর্শ করে না; অপর সম্প্রদায়ের মতে গো-জাতি পবিত্র। একই বংশ ও একই জাতীয় পরিবারের মধ্যে পরস্পর বিবাহ কার্য নির্বাহ হইতে পারে,—এইরূপ ধারণা বহুমূল থাকার, জাতিভেদ রহিত হওয়া অসম্ভব। (Compare ‘Ward on the Hindoos’, iii. 459; Malcolm, ‘Sketch’, p. 157 note; and ‘Forster’s Travels’, i. 293, 295, 308)

উপক্রম করিতেই সকলে আশ্চর্য্যাব্বিত হইয়া দেখিল, সেখানকার মৃতদেহ অন্তর্ধান হইয়াছে এবং তাহার স্থানে নানক পড়িয়া রহিয়াছেন। তখন গুরু তাঁহার বিশ্বাসী শিষ্যকে আলিঙ্গন করিলেন; বলিলেন—তাঁহাতে ও শিষ্যতে কোনই প্রভেদ নাই; তাঁহার আত্মা সর্বদা শিষ্য-দেহে বিরাজমান থাকিবে।^{৫৭} তখন নানক লেহনার নাম পরিবর্তন করিয়া ‘আজ-ই-খুদ’ অথবা ‘অজদ’ (নিজ দেহ) এই নাম রাখিলেন।^{৫৮} এইরূপ গল্পের ভিত্তি বাহাই হউক না কেন, শব্দ-সাধন সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক,—শিখদের কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, পরবর্তী প্রত্যেক গুরুর দেহে নানকের আত্মা অবতাররূপে আবির্ভূত হইতেন।^{৫৯} ‘অজদ’ শিখদিগের গুরু-পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। নানক যে ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র ত্রীচাঁদ^{৬০} কার্য্যতঃ তাহাই করিয়া বসিলেন; তিনি ‘উদাসী’ (পার্শ্ব চিন্তায় সম্পূর্ণ উদাসীন) নামক হিন্দু-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহার গুরু-পদে বসিত হইলেন।

৫৭। অনেক পঞ্জাবী গ্রন্থকার এই গল্প লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ডাক্তার ম্যাকগ্রীগরও তাঁহার শিখ-ইতিহাসে (i. 41) প্রকারান্তরে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। পর্য্যায়ক্রমে চারি যুগেই গাভী, ঘোটক, হস্তী ও নরবলীর প্রথা প্রচলিত ছিল,—দেবীস্থানে (‘Dabistan’, ii. 268, 269) এইরূপ গল্প বর্ণিত আছে। তাহাতে জানা যায়, নরনাশাশী পুণ্যাস্থাগণ মুক্তিলাভ করিত এবং হত ব্যক্তি পুনরায় শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইত।

৫৮। Compare Malcolm, ‘Sketch of the Sikhs’, p. 24, note.

৫৯। এই বিশ্বাস শিখ-ধর্মের একটি নীতি বিশেষ। Compare the ‘Dabistan (ii. 253, 281)—দেবীস্থান ব্রহ্ম। ‘দেবীস্থান’-রচয়িতা মোসান ফাগীর নিকট গুরু হরগোবিন্দ ‘নানক’ নাম দত্তকৃত করিয়া একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন।

৬০। উদাসীনদিগের কতক বিবরণের জন্ত উইলসনের ‘এসিয়াটিক রিসার্চ’, সপ্তদশ অধ্যায়ের ২৩২ পৃষ্ঠা ব্রহ্ম। (Wilson, ‘Asiatic Researches. xvii. 232) এই সম্প্রদায় এক্ষণে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই সম্প্রদায়ের সম্ভাগণ শিখদিগের সহিত বনিষ্টতার জন্ত বিশেষ অভিমানী; ইহার সকলেই নানকের ‘গ্রন্থ’ ব্যবহার করে এবং তৎপ্রতি ভক্তি করিয়া থাকে।

টীকণী—নানকের সম্বন্ধে আরও গল্প জানিবার ইচ্ছা হইলে, উৎকৃষ্ট পাঠকগণ ম্যালকমের ‘মার-সংগ্রহ’ (‘Maleolm’s ‘Sketch’) ‘দেবীস্থানের’ দ্বিতীয় পুস্তক (Second volume of the ‘Dabistan’) এবং ডাক্তার ম্যাকগ্রীগরের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, নব-সংস্করণ (Dr. Macgregor’s History, first volume) আলোচনা করিয়া দেখিতে পারেন। মূলগ্রন্থে কিংবা ‘নোটে’ ইহা সন্নিবিষ্ট করা আবশ্যক মনে হয় নাই।

তৃতীয় পন্নিচ্ছেদ

শিখ-গুরু বা শিক্ষকগণ ; গোবিন্দকর্তৃক

শিখ-ধর্মের সংস্কার-সাধন ।

১৫২৯—১৭১৬ ।

[গুরু ‘অঙ্গব’ ; —গুরু অমর-দাস এবং ‘উদাসী’ সম্প্রদায় ; —গুরু রামদাস ; —গুরু অজুঁন ; —‘প্রথম গ্রন্থ’ এবং শিখদিগের সমাজ-গঠন ; —গুরু হরগোবিন্দ এবং শিখদিগের সৈনিক-সম্প্রদায় ; —গুরু হরগোবিন্দ রায় ; —গুরু হরকিষেন ; —গুরু তেগ বাহাদুর ; —গুরু গোবিন্দ এবং শিখ-দিগের রাজ-নৈতিক ব্যবস্থা ; —গোবিন্দের অনুবর্তী বান্দা বৈরাগী ; —শিখদিগের প্রসার বৃদ্ধি ।]

১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে নানক পরলোক গমন করেন । তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য অঙ্গদ শিখ-দিগের গুরু-পদে অভিষিক্ত হন । অঙ্গদ ক্ষত্রিয় জাতির ‘তিহুন’ বংশে জন্মগ্রহণ করেন । বিপাশা নদীর তীরবর্তী গোণ্ডালের নিকট কাড়ুর নামক স্থানে ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয় । অঙ্গদের ধর্মাদিকরণ-কালের বিশেষ বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় না । তবে তিনি নানকের পুরাতন সহচর বালা-সিঙ্গুর নিকট নানকের সম্বন্ধে যাহা শুনিয়া ছিলেন, নানকের অর্চনা বা সেবার সময় যে সকল উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং নানকের প্রকৃতি-সম্বন্ধে নিজে যাহা অনুধাবন করিয়াছিলেন, —কেবলমাত্র সেইগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন । পরবর্তীকালে সেইগুলি একত্রিত হইয়া ‘গ্রন্থে’ সন্নিবেশিত হয় । মহাত্মা নানক তাঁহাকে যে শিক্ষা—যে নীতি প্রদান করিয়াছিলেন, অঙ্গদ আজীবন তাহাতেই দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন, এবং তাহারই অনুসরণ করিয়াছিলেন । অঙ্গদ তাঁহার দুইটি পুত্রের কাহাকেও ধর্মাদিকরণের বা আপন উত্তরাধিকারিণের উপযুক্ত মনে করেন নাই । সেই জন্তই ‘উমারদাস’ নামক একজন পরিশ্রমী ও ধর্মনিষ্ঠ অনুচরকে প্রচার কার্যে ও ধর্মাদিকরণে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন ।^১

উমারদাসও গুরুর ত্রায় ক্ষত্রিয় বংশ-সম্ভূত ; কিন্তু তিনি ‘ভালে’ শাখার অন্তর্ভুক্ত । বহু ব্যক্তিকে স্বধর্মে শিষ্টরূপে দীক্ষিত করিয়া, উমারদাস ধর্মপ্রচারে বিশেষ কৃতকার্য

১ । অনেক বলেন, অঙ্গদ ১৫৬১ সন্থ বা ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন । আবার কেহ বলেন,— ১৫৬৭ সন্থ অথবা ১৫০০ খৃষ্টাব্দে অঙ্গদ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন । সাধারণতঃ সকলেই ১৬০৯ সন্থ (১৫৫২ খৃষ্টাব্দ) তাঁহার মৃত্যুকাল নির্দেশ করেন । কখন কখন বা তাঁহার মৃত্যুবৎসর কিছুকাল পূর্বে নির্ধারিত হয় । শিখদিগের বিবরণে, মাস ও দিনের কথা উল্লিখিত আছে ; কিন্তু তাহা বিশ্বাস করা যায় না । ফরস্টার (Forster, ‘Travels’, i, 296) ১৫৪২ সন্থ অঙ্গদের মৃত্যু তারিখ নির্দেশ করিয়াছিলেন । ইয়ত, ভ্রমবশতঃ ১৫৫২ সন্থ স্থলে ১৫৪২ সন্থ মুদ্রিত হইয়াছে ।

হইয়াছিলেন। কথিত হয়, — সহিষ্ণু আকবরও মনোযোগ সহকারে তাঁহার ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিতেন। অঙ্গদের শিষ্যমণ্ডলীর হায্য নানকের পুত্র শ্রীচাঁদের অমুচরগণও ‘প্রথম গুরু’ শিষ্য বলিয়া মনে হইত। উমারদাস বোষণা প্রচার করিলেন যে, সংসারত্যাগী ‘উদাসিগণ’ কম-কুশল সংসারাসক্ত ‘শিখ’-সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। এই বোষণা প্রচারে বহু সম্প্রদায়ের আধিপত্য-হেতু শিখধর্ম কলুষিত বা বিলুপ্ত না হয়, উমারদাস তাহার উপায়-বিধান করিলেন।^২ উমারদাসও নানকের হায্য গর্বের সহিত বলিতেন,— ‘অয়িতে যাহার বিনাশ নাই, কিন্তু অহুতাপানলে যিনি দগ্ধীভূত, তিনিই প্রকৃত সত্যী। অহুতপ্ত দীন ব্যক্তিই ঈশ্বরোপাসনায় আত্মপ্রসাদ লাভ করে। উমারদাস ধীরে ধীরে কু-প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিলেন; কঠোর বিধি-বিধান প্রবর্তিত না করিয়া প্রাণের ভিতর বিশ্বাসের বীজ বপন করিলেন; জনসাধারণকে সন্মত্ববাহারে বশীভূত করিয়া তাহাদিগকে দোষ-সংশোধনের পথ প্রদর্শন করিলেন।^৩ উমারদাস প্রায় সাড়ে বাইশ বৎসর গুরুপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার একটি পুত্র এবং একটি কন্যা ছিল।^৪ কন্যার অকৃত্রিম পিতৃভক্তিতে এবং সেবাব্রতে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন; কথিত আছে, তজ্জন্ম অপরাপর শিষ্যগণ অপেক্ষা স্বীয় জামাতাকে তিনি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন এবং পরিশেষে তাহাকেই ‘বারকাত’ বা গুরুর হায্য গুণসম্পন্ন বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। এইরূপ আরও কথিত আছে, তাঁহার সেই উচ্চাভিলাষিণী কন্যার নিকট গুরু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন,—কন্যার সন্তান-সন্ততিই পর্যায়ক্রমে গুরুপদে অধিষ্ঠিত হইবে।

উমারদাসের জামাতা রামদাস ক্ষত্রিয় বংশের ‘সোধি’ শাখার অন্তর্ভুক্ত। জীর ভালবাসার এবং গুরুর মনোনয়নের তিনি উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। বাদসাহ আকবর রামদাসকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন; রামদাসকে তিনি কিছু ভূ-সম্পত্তিও প্রদান করিয়া-

২। ম্যালকম (Malcolm, ‘Sketch’, p. 27) স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, উমার দাস এই পার্থক্য বিধান করেন। দেবীস্থানে (Dabistan, ii, 571) বর্ণিত আছে, সাধারণতঃ শিখদিগের গুরুগণই এই স্বাতন্ত্র্য প্রবর্তন করেন। ইদানীং কতকগুলি শিক্ষিত শিখ মনে করে যে, উদাসী এবং নানকের প্রকৃত শিষ্যগণের মধ্যে এই পার্থক্য অর্জুনই প্রথমতঃ প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

৩। ‘আদি-গ্রন্থের’ (‘Adee Grunt’h, ‘Soohee’ Chapter) ‘সুহি’ অধ্যায়ের যে অংশ উমার দাস রচিত,—তাহাই দ্রষ্টব্য। ফরস্টার (Forster, ‘Travels’ i, 309) বলেন,—নানক সত্যীদাহ নিবারণ করিয়াছিলেন, এবং বিধবাবিবাহ অনুমোদন করিয়াছিলেন। কিন্তু নানক এ সম্বন্ধে কোন বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন নাই। প্রথমতঃ আকবর ও জাহাঙ্গীর (Memoirs of Jehangheer), এক পরবর্তীকালে ইংরেজগণ, এই কু-প্রথার উচ্ছেদ-সাধন করিয়াছিলেন। তৎপূর্বে প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা এইরূপ আন্দোতসর্গ নিবারণের কোন চেষ্টা হয় নাই।

৪। উমারদাসের জন্ম-তারিখ সম্বন্ধে সকল স্থলেই একরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এই সকল বর্ণনামুসারে উমারদাস ১৫৬৬ সন্থ বা ১৫০০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুকাল, ১৬৩১ সন্থ (১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে) স্থির নির্দিষ্ট হইয়াছে। একস্থলে এই বিবরণে ব্যতিক্রম দেখা যায়; তাহাতে দেখা যায়, ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

ছিলেন। সেই ভূমি-খণ্ডে রামদাস একটি পুষ্করিণী খনন করেন, সেই পুষ্করিণীই ‘অমৃতসর’,—বা ‘অমবত্বের আদাব’ বলিয়া বিখ্যাত। রামদাসের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমন্দির তৎকালীন পূর্ণ-কুটার-সমূহ, তাহারই নামানুসারে, ‘রামদাসপুর’ নামে অভিহিত হইয়াছিল।^৫ রামদাস, শিখ গুরুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বিশেষ শ্রদ্ধা-ভাজন ছিলেন। সাধারণেব গ্রহণোপযোগী কোনও ‘মুক্ত’ বা নীতি তিনি প্রচার করেন নাই; কোনকণ কার্যকরী নিয়মও তিনি বিধিবদ্ধ কবিয়া যান নাই। তিনি সাত বৎসর গুরুপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নানকেব পরবর্তী শিখ-গুরুগণ, বিয়াল্লিশ বৎসরের চেষ্টাতেও, দ্বিগুণের অধিক শিষ্যসংখ্যা বাড়াইতে পারেন নাই। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, নানক-প্রবর্তিত ধর্ম্ম ক্রিকে ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করিয়াছিল।^৬

১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে রামদাসের পুত্র অর্জুন শিখদিগেব গুরুপদে বসিত হন। এইরূপে তাঁহাব মাতার (উমার দাসেব কন্যাব) মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।^৭ অর্জুনই সর্ব-প্রথম নানক-প্রদত্ত ধর্ম্মোপদেশ সমূহেব প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করেন। সেই সময়ই নীতি, জীবন ও সমাজেব কোন অবস্থায় বিকল্পভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে,—তিনিই তাহা সর্বপ্রথম অনুধাবন করেন। অমৃতসবে তাঁহাব শিষ্যগণের প্রধান ধর্ম্মাধিকবণের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। পার্থিব ভোগলালসায় আকৃষ্ট হইয়া, এই পবিত্র স্থানে তাহারা একতা-মুদ্রে

৫। Malcom Sketch p 29, Forster, Travels i 297 the Dabistan ii 275 শিখগণ বর্ণনা করিবা থাকে যে একজন বৈবাগী আকবর প্রদত্ত এই দানের দখল নইয়া বিবাদ কবিতো প্রবৃত্ত হইয়াছিল। বৈবাগীবি বিশ্বাস এই যে, ঐ স্থানের প্রাচীন পুষ্করিণী তাহাদের সম্রাটের পৃষ্ঠপোষক দেবতা রামের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।—ইহা বলিযাই সে বিবাদ করিত। কিন্তু শিখগুরু স্পৃহাসহকায়ে বলিয়াছিলেন, তিনিই সেই বীরের প্রকৃত প্রতিকৃতি। বৈবাগী কোনও প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারিল না, রামদাস মূর্ত্তিকার গভীবতম তলদেশ খনন করাইয়া তাঁহার অনুচরদিগকে তাহার কথিত দেবতাব কীর্ত্তি প্রদর্শন কবিলেন।

৬। বর্ত্তমান শতাব্দীবি আরম্ভে ভাই কাণ সিং একথানি হস্তলিখিত পুঁথির উদ্ধার সাধন করেন। তাহাতে দেখা যায় তিনি (নানক) তাঁহাব ৮৪ জন শিষ্যের সহিত ধর্ম্ম বিবয়ক কথাবার্ত্তা কহিতেন। উপরোক্ত প্রসঙ্গের তাহাই মর্ম্ম।

রামদাস ১৫৮১ সম্বতে (৫২৪ খৃষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে তাহার বিবাহ হয়। ৫৭৭ খৃষ্টাব্দে অমৃতসর (অমৃত সরোবর) প্রতিষ্ঠা করিবা, তিনি ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

৭। রামদাসের দুইটি কি তিনটি পুত্র ছিল,— তাহা সন্দেহহীন। পৃথ্বীচাঁদ (বনাম ভারতমল বা ধীরমল), অর্জুন এবং মহাদেও তাঁহার এই তিন পুত্রের পবিচয় পাওয়া যায়। অর্জুন ও পৃথ্বীচাঁদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, কে কনিষ্ঠ ছিলেন,—তাহাতেও সংশয় জন্মে। তবে ইহা স্থির নিশ্চয় যে, বড়িও পৃথ্বীচাঁদ পিতার মৃত্যুর পর ধর্ম্মাধিকরণের দাবী করেন নাই, কিন্তু ভ্রাতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারিণের জন্ত জিদ করিয়াছিলেন। অর্জুনকে বিব প্রদান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করে। (Compare Malcom, ‘Sketch,’ p. 30 and “Dabistan”, ii. 273) শতাব্দীর নিকটবর্তী স্থানে, বিশেষতঃ ফিরোজপুরে রচিত ‘মহাশিখসংহিতা’ নামক গ্রন্থে পৃথ্বীচাঁদের ব্যাপকবর্ণন পাওয়া যায়।

আবদ্ধ হইত। যে স্থানে এক সময়ে রামদাসের নির্জন পর্ণকুটার ও পুষ্করিণী বিद्यমান ছিল, সেই স্থান এক্ষণে বহুজনাধীণ সহরে পরিণত ;—উহা শিখদিগের একটি মহৎ তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত।^৮ পূর্ববর্তী গুরুগণের হৃদয় বা নীতি সংগ্রহ করিয়া, অজুঁন একজ্ঞ বিশ্বাস করেন।^৯ তাহাতে কয়েক শতাব্দী পূর্বের ধর্ম সংস্কারকদিগের সবিশেষ পরিচিত ও উপযোগী গ্রন্থসমূহ সংযোজিত হয়। পরিশেষে তৎসহ স্ব-হস্ত-লিখিত ঈশ্বরোপাসনার বিধি ও সদুপদেশ সমূহ গ্রথিত করিয়া, অজুঁন ঘোষণা করেন, সেই সঙ্কলনই সর্বশ্রেষ্ঠ ‘গ্রন্থ’ বা ধর্মশাস্ত্র। শিষ্যগণের নৈতিক এবং ধর্ম-সংক্রান্ত আচার-পদ্ধতি পরিচালনার জন্ত অজুঁন কয়েকটি নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। সেই নিয়ম প্রবর্তনকালে, তিনি বলেন,—সাধারণ লোক, এমন কি ধর্মার্থী ব্রাহ্মণগণও, বেদাধ্যয়নে অকর্মণ্য হইয়া পড়িছেন ; এক্ষণে তাহাতে আর এক তিল পরিমাণ বিশ্বাস স্থাপন করাও কর্তব্য নহে।^{১০} ইতিপূর্বে শিষ্যগণ যে সকল পূজোপহার (প্রণামী) প্রদান করিত, এক্ষণে তাহা রীতিমত কররূপে পরিণত হইল। অজুঁনের প্রাধান্য-সময়ে তাঁহার শিষ্য ও সহচরগণ, প্রত্যেক সহরে ও প্রদেশে বসবাস বিস্তার করিয়াছিল। ধর্মোপদেষ্টা গুরুর প্রতি সম্মান-প্রদর্শনে এবং তাঁহাদিগের পূজা ও প্রণামী প্রদানে, শিষ্যগণ স্বতঃই আকৃষ্ট হইত। সামাজিক রীতি এবং স্বাভাবিক গুরুভক্তি বশতঃ বাৎসরিক ধর্মসভায় উপস্থিত হইয়া গুরুর পাদপদ্মে শিষ্যগণ যে প্রণামী প্রদান করিত, ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের নিকট তাহা সংগ্রহ করিবার জন্ত অজুঁনের প্রতিনিধিগণ দেশের সর্বত্রই পরিভ্রমণ করিতেন। সমসাময়িক মোসান ফাণী বলিয়াছেন—এইরূপ প্রথা প্রবর্তিত হওয়ায়, শিষ্যগণ রীতিমত রাজ্যশাসন-তন্ত্রে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।^{১১} অর্থ-সংগ্রহ এবং প্রাধান্য-বিস্তৃতির অগ্ৰাণু উপায় উদ্ভাবন করিতেও অজুঁন অমনোযোগী ছিলেন না। শিষ্যগণকে অজুঁন বিদেশে প্রেরণ করিতেন। শিষ্যগণ

৮। শিখদিগের সাধারণ বিবরণে দেখা যায়,—অজুঁন অমৃতসরেই বাসস্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কিছুকাল ‘তারান-ভরান’ (‘Turun Tarun’) নামক স্থানে বাস করেন ; এই স্থান অমৃতসর এবং শতদ্রু বিপাশা নদীদ্বয়ের মিলন স্থানের মধ্যে অবস্থিত। Compare the ‘Dabistan,’ ii. 275)

৯। Malcolm, ‘Sketch,’ p. 30, সাধারণ জনশ্রুতি ও অনেকানেক গ্রন্থকারের বিবরণ পাঠে জানা যায়, অজুঁনই ‘প্রথম-গ্রন্থ’ (First Grunt’h) সঙ্কলন করেন ; কিন্তু নানকের অনেক ধর্মোপদেশ অল্পদ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ফরেষ্টার (Forster, Travels, i. 297) বলেন, রামদাস প্রথমে তাহার পূর্ববর্তী গুরুদিগের ইতিহাস এবং মূল-হৃদয় সঙ্কলন করিয়া তাহাতে টিকা সন্নিবেশ করেন। সেই গ্রন্থকর্তা (Forster, Travels, i, 297 note) প্রতিবাদহুচক বাক্যে আরও নির্দেশ করিয়াছেন যে, অল্পদই ইহার সঙ্কলন-কর্তা।

১০। ‘Adee Grunt’h’ in that portion of the ‘Soohee’ Chapter written by Arjoon (আদি গ্রন্থের ‘হুহি’ অধ্যায়ের যে অংশ অজুঁন লিখিয়াছেন,—তাহাই দ্রষ্টব্য।) ‘আদি অথবা প্রথম গ্রন্থের’ কতক বিবরণ জানিতে হইলে, পরিশিষ্টের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। (See Appendix i, ‘Adee’ or ‘First Grunt’h.’)

১১। The ‘Dabistan,’ ii. 270 &c. Compare Malcolm, ‘Sketch,’ p. 30.

ধর্ম যেমন বিশ্বাসী ও অল্পরাগী ছিল, ব্যবসা-বাণিজ্যেও সেইরূপ প্রথর প্রতিভাসম্পন্ন হইয়াছিল। তাঁহার শিষ্যগণ তুর্কীস্থান হইতে ঘোড়া ক্রয় করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিত; সওদাগরী ব্যবসায়েও তাহার বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল।^{১২}

ধর্মনিষ্ঠ তপস্বীদিগের মধ্যে অর্জুন বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনচরিত লেখকগণ বলেন, বহুসংখ্যক যোগী ও ধার্মিক ব্যক্তি তাঁহার নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি ধনী এবং সম্বংশজাত ব্যক্তিগণেরও বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। অর্জুন, লাহোর প্রদেশের রাজস্ব-সচিব চাণ্ডু সাহের কন্ঠার সহিত আপন পুত্রের বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত^{১৩} রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া অনেকে অনেক সময়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিত। জাহাঙ্গীরের পুত্র খসরু যখন রাজদ্রোহ ঘোষণা করিয়া কিছুকাল পঞ্জাব অধিকার করেন, তখন অর্জুন ঈশ্বরের নিকট তাঁহার মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন। বাদসাহ একসময়ে গুরুকে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের জন্য আহ্বান করেন; কথিত হয়, প্রধানতঃ চাণ্ডু সাহের প্ররোচনায় বাদসাহ তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছিলেন। অর্জুন চাণ্ডুসাহের সহিত বৈবাহিক-সম্বন্ধ স্থাপনে অস্বীকার হওয়ায়, অবসর বুঝিয়া, বাদসাহের নিকট চাণ্ডু সা জ্ঞাপন করেন,—অর্জুন একজন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি; উহার দ্বারা ভবিষ্যতে অনিষ্ট ঘটতে পারে।^{১৪} ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে অর্জুনের মৃত্যু হয়।

১২। শিখদিগের সাধারণ বিবরণে এইরূপ লিখিত আছে। Compare the 'Dabistan,' ii. 271.

১৩। Compare Forster, "Travels" i. 298 (ফরষ্টারের 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', প্রথম পুস্তকের ২৯৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য) শিখদিগের বিবরণ পাঠে জানা যায়, অর্জুনের পুত্রই চাণ্ডু-কন্ঠা-বিবাহের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিলেন। 'চাণ্ডু যুগিতভাবে এ প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন, 'যদিও অর্জুন একজন বিখ্যাত এবং ধনী ব্যক্তি, তথাপি সে একজন ভিক্ষুক মাত্র।' এই কথা শুনিয়া, উপহাসের জন্য অর্জুন ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার ক্রোধের শাস্তিহেতু এবং পুনরায় তাঁহার সহিত সখ্যতা স্থাপনের জন্য, চাণ্ডু নিজে অশেষবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু অর্জুন সে বিবাহে কিছুতেই সম্মত হন নাই।

নামের শেষে 'সা' (সাহ) শব্দের যোগ,—ভারতবর্ষে বিস্তৃতভাবে প্রচলিত একটি কুসংস্কারচ্ছন্ন উপাধি মাত্র। ইহা পারস্ত ভাষার শব্দ; ইহার অর্থ 'রাজা'। কিন্তু ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন 'মহারাজা' উপাধি প্রচলিত, মুসলমান ফকিরদিগের মধ্যেও তেমনই 'সা বা সাহ' উপাধি প্রযুক্ত হয়। ইহাতে একজন প্রধান সওদাগর বুঝায়; অথবা 'সাহ' বা 'সাহকর' শব্দের অপভ্রংশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; এই শব্দ 'সা' অথবা 'সুহাই' শব্দের অপভ্রংশরূপে 'নাম' অথবা 'পদবী' স্বরূপ প্রযুক্ত হয়। মুসলমানধর্মে দীক্ষিত নর্মদার তীর্থবর্তী 'গগুগণ' সকলেই নামের সঙ্গে 'সাহ' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে।

১৪। 'Dabistan,' ii, 272, 273. শিখদিগের সকল বিবরণগুলিই গুরু শব্দসদৃশ এবং বিচার সম্বন্ধে এক মত; কোথাও তাঁহার রাজদ্রোহিতার বর্ণনা দৃষ্ট হয় না। তাহার সকলেই একবাক্যে ঘোষণা করিয়াছে যে, বাদশাহ গুরু ধর্মনিষ্ঠতা এবং নির্দোষিতায় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; অথচ তাহার বলে, চণ্ডীর ঈর্ষাবশতঃ এবং আজ্ঞা অুবহেলা করায়, গুরু পুনঃপুনঃ কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। (Compare, Malcolm, 'Sketch,' p. 32) মোসান কাণীও বলিয়াছেন, খসরু মঙ্গল প্রার্থনা করায়, খানেশ্বরের একজন মুসলমান সন্ন্যাসীও জাহাঙ্গীর কর্তৃক নির্দাসিত হইয়াছিলেন (Dabistan. ii. 273) বাদসাহ জাহাঙ্গীর ('Memoirs,' p. 8১) নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, যখন তিনি লাহোরের

কারাগারের অসহ্য যন্ত্রণাই তাঁহার অকাল মৃত্যুর কারণ,—ইহা অনেকে বিশ্বাস করেন। কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণের দৃঢ় বিশ্বাস,—বাদসাহেব অল্পমতিক্রমে গুরু একদিন ইরাবতী নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন; প্রহবিগণকে ভীত এবং চমৎকৃত করিয়া, সেই স্বল্প-সলিলা স্রোতস্থিনীর মধ্যে তিনি অন্তর্নিহিত হন।^{১৫}

অজুনের ধর্ম-ধিকরণ কালে, তাঁহার শিষ্যগণের মনে নানকের নীতিসমূহ দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়াছিল।^{১৬} গুবদাস নামক তাঁহার একজন শিষ্য একরূপ উদার মত প্রকাশ কবিয়াছিল যে, তাহাতে গুরুর উদ্দেশ্য সহজেই উপলব্ধি হইয়াছিল। গুরদাস আপন গুরুকে ব্যাস বা মহামুদেব স্থলাভিষিক্ত বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস এই যে,—নানক ঈশ্বর-প্রেরিত; বাহু এবং আভ্যন্তরীণ বিস্ময়তা ও পবিত্রতার পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা; পৃথিবীর বর্ধমান পাপভার এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিষ্ঠুর অচাৰ ব্যবহাব দূর কবিবার জন্যই নানকেব আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি মুসলমানদিগের অন্ধ-ধর্ম-বিশ্বাস এবং তাহাদিগের উদ্ধৃত প্রকৃতিব বিরুদ্ধবাদী ছিলেন :—হিন্দুদিগের সম্যাস-ধর্মে ঘৃণা করিতেন। তিনি পাপ-পথ পবিত্র্যাগ করিয়া ধর্মপথে থাকিয়া জীবনযাপন কবিত্তে আজ্ঞা প্রচাব কবিয়াছিলেন। নানক যে সত্যস্বরূপ ঈশ্ববে বিষয় প্রতিপন্ন কবিয়া গিয়াছিলেন, সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বর উপাসনা করিতে তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই ধর্মনিষ্ঠ শিষ্যেব কর্তব্যে অথচ অমুরগাপূর্ণ বিধানগুলি ‘আদি-গ্রন্থ’ সম্মিষ্ট করিতে অজুন অস্বীকার করেন হয়তো তিনি মনে কবিয়াছিলেন, নানক যে নীতিসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেগুলি তাঁহার উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়েব অল্পপযোগী; কেননা, নানকের নীতিসমূহ কখনও কাহারও প্রীতি ঘৃণা বা ভয় প্রদর্শন করেন। বস্তুতঃ গুবদাসেব হস্তলিখিত গ্রন্থগুলি ব্যবহারিক কার্যকলাপের রূপক বর্ণনা বিশেষ; সে গুলিকে ঈশ্ববেব গুণানুবাদমূলক সবল স্তোত্র বলা যাইতে পারে না। তাঁহার উদ্ভাবিত নীতিসমূহে নানকেব উদ্দেশ্য বরং স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নানকের প্রধান উদ্দেশ্য,—হিন্দু-মুসলমান সবলকেই তৎপ্রবর্তিত অভিনব ধর্ম-মত গ্রহণ করিয়া, নৃতন ভাবে বিমোহিত হইবে। গুরদাস যে নীতি প্রবর্তন কবিয়াছিলেন,—তাহাতেও নানকের উদ্দেশ্য বিশেষরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। নানকের গৃঢ় কল্পনাপ্রসূত দিব্যজ্ঞান পবিবর্তিতভাবে এই সময়ে লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল; সকলেই

সাত শত বিদ্রোহীকে বিধ্বস্ত করিয়া সহরে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, তখন তিনি খানেখরের শেখ নিজাম নামক এক ব্যক্তিকে একটি উপহার প্রদান করেন (Memoirs p. 81)। হয়ত, তদপর তাহার বিদ্রোহিতাচরণের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন।

১৫। Compare Malcolm ‘Sketch,’ p. 33; Dabistan,’ ii. 272-3; and Forster, ‘Travels’ i. 298.

একটি বিবরণানুসারে জানা যায়,—১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে অজুনের জন্ম হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার জন্ম-বৎসর ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দ হওয়াই অধিক সম্ভবপর। ১৫৫৩ সখৎ, ১০১৫ হিজিরা, অথবা ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৬। মোহসুন ফান্সি (Mohsun Fancee, ‘Dabistan,’ ii, 270), অনুবাদন করিয়া বলিয়াছেন, অজুনের সময়ে শিখধর্ম বেঙ্গল সর্বত্রই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

সেই নীতি অবলম্বন করিয়া নতুন উৎসাহে উৎসাহিত হইয়াছিল। এই সকল কারণে গুরুদাসের হস্তলিখিত নীতিসমূহ উপেক্ষণীয় নহে। নানক কখনও ছলনা বা প্রতারণা করিতেন না; তিনি মানবের পাাপাসক্তির জগৎ সর্বদাই আক্ষেপ করিতেন; তিনি স্বদেশ-বাসীদিগকে আন্তরিক ভালবাসিতেন। গুরুদাস প্রমুখ সমগ্র শিখজাতি নানককে স্বর্গীয় শক্তি বলিয়া মনে করিত; তাঁহাকে ঈশ্বরের অংশ বলিয়া ভক্তি করিত; জগতের পাাপভার মোচনের জন্য ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে তাঁহার আবির্ভাব,—ইহাই বিশ্বাস করিত। ভারতীয় বিভিন্ন জাতির ভবিষ্যৎ আশা ও চিন্তার বিষয় আলোচনা করিলে, নানকের প্রচারিত নীতি-সমূহের শুভ উদ্দেশ্যের উজ্জ্বল প্রমাণ পাওয়া যায়।^{১৭}

অর্জুনের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারিণের নিয়মামুসারে তাঁহার একমাত্র পুত্র গুরুপদে অভিষিক্ত হইবার অধিকারী হইলেন। কিন্তু তিনি তখন শিশু; স্বতরাং অর্জুনের ভ্রাতা পৃথীচাঁদ সেই গুরুপদ প্রাপ্ত হইবার জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অর্জুনের বিরুদ্ধেও তিনি কয়েকবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, সেই বিশ্বাসে শিখগণ অবিলম্বে অর্জুনের পুত্রকেই আপনাদিগের গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিল। ইতিমধ্যে পৃথীচাঁদও কতকগুলি শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তাহারা পৃথীচাঁদের নিয়মাবলী অনুসরণ করিল। এইরূপে স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের বাক্য অঙ্কুরিত হইল;—বিবাদ এবং বিবর্তনের সূত্রপাত আরম্ভ হইল। পরিশেষে সম্প্রদায় ও ধর্মমত যতই বাড়িতে লাগিল বিবাদ ও দলাদলি ততই বাড়িয়া উঠিল।^{১৮} অর্জুনের মৃত্যুকালে, পুত্র হরগোবিন্দের বয়স এগার বৎসরের অধিক ছিল না। কিন্তু শিখগণের নিকট চাণু সাহের শত্রুতার বিষয় অবগত হইয়া, তিনি বড়ই ক্রুদ্ধ হইলেন। অতঃপর তিনি নানা উপায়ে চাণু সাহের বিরুদ্ধে বাদসাহকে উত্তেজিত করিলেন; বাদসাহ কর্তৃক চাণু সাহের দণ্ডাজ্ঞা ঘোষিত হইল। এরূপও কথিত হয়, বাদসাহের নিকট

১৭। ভাই গুরুদাস বল্লভের ঐ নামযুক্ত অথবা “জ্ঞান-রত্নাবলী” নামক গ্রন্থ শিখগণ অতি সমাদরে পাঠ করিত। (Malcolm, Sketch, p. 30, note) এই পুস্তকখানি চল্লিশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ এবং বিভিন্নরূপ কবিতায় রচিত। ইহার কতকগুলি অংশ পরিশিষ্টের তৃতীয় ভাগে উদ্ধৃত হইয়াছে। ম্যালকম-কৃত “সার-সংগ্রহের” ১৫২ পৃষ্ঠায়ও ইহা দৃষ্ট হয়। (Appendix iii and in Malcolm, ‘Sketch’, p. 152 & c) গুরুদাস, অর্জুনের কেরাণী ছিলেন; তিনি অভিমান ও গর্বের জন্ত গুরুর বিরাগভাজন হন, এবং সেইজন্য গুরু তাঁহার নীতিসমূহ ‘গ্রন্থে’ সন্নিবিষ্ট করিতে অস্বীকার করেন। সময় এবং চিন্তার আবর্তনে, শিখগণ আর একটি অমৌকিক কার্যের বিষয় বলিয়া থাকে,—গুরুদাস নিজের দোষ এবং নীচতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। শিষ্যের অনুতাপ বৃদ্ধিতে পারিয়া অর্জুন বলিলেন, তাঁহার হস্তলিপি ‘গ্রন্থে’ সন্নিবিষ্ট হইবে। কিন্তু গুরুদাস শেষকালে এত ধীর ও নম্র হইয়াছিলেন যে, তিনি গুরুর নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার নীতিসমূহ ‘গ্রন্থে’ সন্নিবিষ্ট হইবার উপযুক্ত নহে। অতঃপর গুরু এই নিয়ম প্রচার করিলেন যে, বাহাই হউক না কেন, শিখজাতি এ নীতিসমূহ অবশ্য পাঠ করিবে। তিনি বলেন, (Malcolm, ‘Sketch,’ p. 30, note) পিতৃ-অভিষেক বা প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে অর্জুন গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহা এই গুরুর অসাধারণ অনুজ্ঞাসূচক ক্ষমতার একটি উজল দৃষ্টান্ত।

(Malcolm, ‘Sketch,’ p. 30.) ম্যালকম বলেন,—চাণু সা (বা পৃথীচাঁদ) এবং গুরুদাস একই ব্যক্তি; বাহাই হউক, এখানে তিনি জন্মের পক্ষ হইয়াছেন।

কোনরূপ আদেশের প্রতীক্ষা না করিয়া, হরগোবিন্দ নিজেই চাণ্ড সাহের নিধন-সাধন করেন।^{১৮} চাণ্ডের মৃত্যু এবং হরগোবিন্দের গুরুপদ-প্রাপ্তির প্রথম সময়ের বিবরণ যেরূপই হউক না কেন,—হরগোবিন্দ যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে শিখদিগের ধর্ম-গুরু এবং নেতৃপদ-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। নানক গার্হস্থ্য-ধর্মের নীতিসমূহ প্রচার করিয়াছিলেন ; নানকের অমুজ্জা ও সেই নীতি-সমূহ অর্জুন কর্তৃক ব্যবহারোপযোগী হইয়া আসিয়াছিল। এক্ষণে হরগোবিন্দ যে নবশক্তি প্রদান করিলেন, তাহাতে তৎসমুদায় রচিতি বহু-বিস্তৃত এবং সর্ববাদি-সম্মতরূপে পরিগৃহীত হইল। অবস্থাবশে এবং স্বাভাবিক প্রতিভাবলে হরগোবিন্দ যেন্তন প্রথা প্রবর্তন করিলেন, তাহাতে প্রচলিত রীতি-নীতি, আচার-পদ্ধতি ও ধর্ম-কর্ম অনেকাংশে পরিবর্তিত হইয়া আসিল। পিতার অপমৃত্যুতে তাঁহার মানসিক রুতি বিচলিত হইয়াছিল, তিনি পিতৃ-প্রদর্শিত নীতি অতিক্রম করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। হিন্দু-ধর্ম-শাস্ত্র অতি নীচ ব্যক্তিকেও আত্মরক্ষার জন্ত উপদেশ প্রদান করিয়া থাকে ; হরগোবিন্দ মমুর উপদেশ জ্ঞাত ছিলেন। হিন্দু-ধর্মশাস্ত্রের সেই প্রভাব তাঁহার মনোমধ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল ; তিনিও আত্মরক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইয়া-ছিলেন।^{২০} কুট-রাজনৈতিক নিয়মানুসারে, অর্জুন সওদাগরের স্ত্রায় বাণিজ্য করিতেন ; ধর্মকার্য সময়ে বাজকস্থ করিতেন। কিন্তু হরগোবিন্দ এক্ষণে অস্ত্র গ্রহণ করিলেন ; বিশ্বাসী এবং ধর্মনিষ্ঠ শিষ্ণুগণ সমভিব্যাহারে হরগোবিন্দ সম্রাটের সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ যাত্রা করিতেন ; হরগোবিন্দ অসীম সাহসে সৈন্য পরিচালনা করিয়া আপন শত্রু অথবা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিতেন। নানক নিজে মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; জ্ঞানবান অর্জুন সেইরূপ পরিমিতাচার অবলম্বন করিয়া যোগিজ্ঞানোচিত জ্ঞান ও ক্ষমতার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু হুংসাহসিক হরগোবিন্দ পশু শীকার করিতে ভালবাসিতেন এবং মাংসাহার করিতেন। তাঁহার শিষ্ণুগণও গুরুপ্রদর্শিত রীতি অনুকরণ করিয়াছিল।^{২১} সৈন্যদিগের নেতৃত্বে, শত্রুর অমুসরণে এবং যুদ্ধের বিপদাশঙ্কায় এই যুদ্ধপ্রিয় ধর্মগুরু সর্বদাই আনন্দ উপভোগ করিতেন। পিতার শোক, ধর্মনেতার কর্তব্য এবং মনের উচ্চাভিলাষ—এতৎসংজ্ঞিণে ধর্মনেতা হরগোবিন্দের মন সংগঠিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ তদনুসারেই তিনি কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আকবর

১৮। Malcolm, 'Sketch,' p. 30. and 'Dabistan' ii. 273. এই সম্রাটের ধর্মাবলম্বীগণ 'মিনা' (Meena) নামে অভিহিত। মোসান ফাগী বলেন, পঞ্জাবে এই শব্দ 'ঘুণা বা অখ্যাতিহচক' অর্থে সাধারণতঃ প্রযুক্ত হয়। মতবিশেষের প্রতি আদিম খৃষ্টানদিগের শ্রদ্ধা অনুভব করিয়া, 'পন' তাহাদিগকে তিরস্কার করেন। (I Corinthians, i. 10-13)।

১৯। Compare Forster, 'Travels,' ii. 298. .

২০। এই শেখোক্ত অমুসিত বিষয়ে ম্যালকম-কৃত 'সারসংগ্রহের' ৪৪ ও ১৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (See Malcolm's, 'Sketch', pp. 44, 189,) অমুমান হয়,—মুদলমান-রাজত্ব সময়ে, এ সম্বন্ধে মমুর নীতিসমূহ অনেক দিন হইতে লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ অমুমানে স্ত্রাঘ্য বিষয়ে যুক্তি-তর্ক সম্বন্ধে অনেকটা সংকেপ করা হইয়াছে।

২১। The 'Dabistan', ii. 243 and Malcolm, 'Sketch' p. 38.

-পুত্রের রাজ্য-শাসন সময়ে শিখগণ আংশিক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলেও হরগোবিন্দের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। পলাতক এবং অপরাধিগণকে হরগোবিন্দ সমভাবে শিষ্টরূপে দলভুক্ত করিতেন। যদিও তাহারা অনেক সময়ে আপনাদিগের রীতি-প্রকৃতি সংশোধন করিতে পারিত না, তথাপি কাহারও সহিত শত্রুতা উপস্থিত হইলে তাহারা হরগোবিন্দের পক্ষ হইয়া প্রাণপণে গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিত। ফলতঃ, তাহাদের বিশ্বাস ছিল—ধর্মনিষ্ঠ শিখগণই স্বর্গে গমন করিবে।^{২২} একটি আশ্চর্য্যবলে হরগোবিন্দের আটশত ঘোড়া ছিল। তিন শত অশ্বারহী শিখ সর্বদা তাঁহার আজ্ঞাবাহী থাকিত। যদি হরগোবিন্দ কখনও নিহত হওয়ার বিষয় মনে করিয়া ভীত হইতেন, তাহা হইলে ষাটজন বন্দুকধারী প্রহরী তাঁহার শরীর রক্ষক নিযুক্ত হইত।^{২৩} হরগোবিন্দ শিখদিগকে এক্রপ শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন যে, তাহারা সেই শক্তি ও উত্তেজনা বলে সমগ্র হিন্দু-জাতি হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হইয়াছিল। হরগোবিন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যগণ পূর্বের রীতি আর অহুসরণ করিল না; সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুকদিগের সীমাবদ্ধ পথ অবলম্বন করা তাহারা বিপজ্জনক মনে করিল।^{২৪}

২২। The 'Dabistan', ii. 284, 286.

২৩। The 'Dabistan' ii, 277.

২৪। স্কাটস (Sketch, p. 34. 35) এবং ফরেষ্টার (Travels, p. 298, 299) উভয়েই স্বীকার করিয়াছেন যে, মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে ধর্মবিষয়ক বৈরিতাচরণে প্রবৃত্ত হওয়ার, হরগোবিন্দ কতক পরিমাণে এই পরিবর্তন সাধন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হরগোবিন্দের পিতৃ-মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয়; তিনি শিখদিগকে অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত করেন; প্রকৃত যোদ্ধার গায় সৈন্য পরিচালনা করিয়া শত্রু-বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিয়াছিলেন। শিখগুরু হরগোবিন্দ যে কারণে এক্রপ মুক্ত-সজ্জা করিয়াছিলেন মোসান ফাগী তাহা আশ্চর্যজনক এবং অস্বাভাবিক মনে করেন নাই; সুতরাং 'দেবীস্থান' নামক তাঁহার গ্রন্থে এ বিষয়ের কোন কারণ নির্দেশ করিতে তিনি চেষ্টা করেন নাই। নানকের প্রবর্তিত ধর্মমতের সংস্কার সম্বন্ধে শিখগণ নিজেরাই বলে যে, মিথিলা দেশের পৌরাণিক 'জনকের' দ্ব্যর্থ-ভাবিক নীতির সহিত উহার মিল আছে। নানকের শরীরে এই মহাত্মার মুক্তাত্মা প্রবিষ্ট হওয়ার, নানক তৎশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ('Dabistan', ii. 268)। ব্যক্তিগত পৌরাণিক বার্তার মিশ্রণে তাহারা তাহাদিগের শাসনকর্তার আদর্শ ভারগ্রহণ করিয়াছে।—অজ্ঞানের স্ত্রীর পুত্র-সন্তান ছিল না; তিনি ইহজীবনে পুত্রের মাতা হইতে পারিলেন না বলিয়া হতাশ হইতে লাগিলেন। তিনি নানকের একমাত্র পুরাতন বন্ধু 'ভাই বুধার' নিকট তাঁহার আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে গমন করেন। কিন্তু ভাই বুধা তাঁহার অবস্থা ও বহুমূল্য পুঞ্জোপহার দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। অতঃপর তিনি নগ্নপদে গ্রামী প্রজার উপযুক্ত বৎসাব্যস্ত খাচ মন্তকে লইয়া একাকী মহাত্মার সারিধো গমন করেন। ভাই বুধা তাঁহার প্রতি দয়ার্দ্ৰ হইয়া হাসিয়া বলিলেন,—তাঁহার একটি পুত্র সন্তান হইবে, এবং সেই পুত্র 'দেগ' ও 'তেগ' ('Deg and Tegh') উভয়ে আধিপত্য করিবে। অর্থাৎ সরলভাবার—সাধারণতঃ খাচ এবং তরবারি ভাঙারের (অস্ত্র-শস্ত্র), কিন্তু সার-কথার, ঈশ্বর-প্রসাদ এবং রাজশক্তির.

হরগোবিন্দ বাদশাহ জাহাঙ্গীরের একজন অমুচর হইয়াছিলেন। জীবনের শেষভাগে তিনি অসমসাহসিক যোদ্ধাপুরুষ এবং উন্নত ধর্ম-বিশ্বাসী বলিয়া পরিচিত হন; তাঁহার স্বাভাবিক গুণ সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। সম্রাটের সৈন্যের সহিত তিনি কাশ্মীরে গিয়াছিলেন; তিনি এক সময়ে মোগলদিগের ধর্মোপদেষ্টা মোল্লাদিগের সহিত পবিত্র ধর্মবিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করিয়াছিলেন। সৈন্যদিগকে যে বেতন দিতে হইবে, সেই বেতনের টাকা আপনার নিকট রাখিবার জন্য এক সময়ে সম্রাটের সহিত হরগোবিন্দের মতান্তর ঘটিয়াছিল। হরগোবিন্দের বহুসংখ্য শিষ্য ও অমুচর ছিল। পশুশিকারে তিনি একান্ত আসক্ত ছিলেন; মানবের ধর্মগুরুরূপে তিনি স্বাধীনতার চিন্তায় বিভোর হইয়াছিলেন। বন এবং শিকার সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন করায়, বাদশাহ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। অধিকন্তু অজুনের প্রতি যে অর্থদণ্ড হইয়াছিল, অজুন তাহা কখনও পরিশোধ করেন নাই। এইসকল কারণে, বাদশাহ ক্রুদ্ধ হইয়া গোয়ালিয়রের দুর্গে হরগোবিন্দকে কারারুদ্ধ করেন। সেখানে তাঁহার জন্য অতি সামান্য মাত্র আহারের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। বিশ্বাসী শিখগণ, ইহাতেও কিন্তু তাহাদের নেতাকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ও প্রকৃত গুণশালী বলিয়া ভক্তি করিতে লাগিল। অতঃপর তাহারা সকলে গোয়ালিয়রের দুর্গ-প্রাচীরের নিকট সমবেত হইল; যে দুর্গে উৎপীড়িত গুরু আবদ্ধ ছিলেন, সেই দুর্গ-প্রাচীর সমক্ষে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে লাগিল। গুরুর কারামুক্তি পর্যন্ত তাহারা এইরূপ করিয়াছিল। অবশেষে

অধিকারী হইবে। জনকের ‘রাজ’ এবং ‘যোগ’ শব্দদ্বয়ের সহিত ভারতীয় মুসলমানদিগের ‘মিরি’ ও ‘মিরি’ শব্দদ্বয়ের সহিত, সিখদীদিগের ভাবী যীশুখৃষ্ট (Messiah) এবং ‘মেলসিছেদেক’দিগের পৌরহিত্য ও রাজত-বিষয় জ্ঞানের সহিত “ভেগ ও দেগ” শব্দ তুল্যার্থব্যঞ্জক। কথিত হয়,—এইরূপে হরগোবিন্দ দুইখানি (তরবারি) অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন;—একখানি তাঁহার পারমার্থিক শক্তি, এবং অপরখানি তাঁহার শাসন-কর্তৃত্ব জ্ঞাপন করিয়া থাকে। তিনি সময়ে সময়ে এইরূপ ঘোষণা করিতে ভাল-বাসিতেন যে, একখানি তিনি তাঁহার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ কামনায় এবং অপরখানি মুসলমান-ধর্মের উচ্ছেদ-সাধন-কল্পে ধারণ করিয়াছিলেন। (See Malcolm, Sketch, p. 35).

বাহা ইউক, অজুনের মৃত্যু এবং তাঁহার পুত্রের যোদ্ধা-প্রকৃতি, এই উভয় কারণেই শিখজাতি অস্ত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের এই পরিবর্তন কিরূপে সাধিত হইল, তাহা স্পষ্টরূপে অনুমিত হয় না; অথবা সে বিষয়ের অনুসরণ করিয়া, প্রকৃত ঘটনা খুঁজিয়া বাহির করিবারও কোন উপাদান পাওয়া যায় না। প্রাচীন খৃষ্টানদিগের ঐতিহাসিক বিবরণ সন্দেহেও এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। সিংহাসনের সময় বাহারা যুদ্ধ ও রাজ্যশাসন কার্যে যুগ্ম করিত, তাহারা যে পরিবর্তন ও উন্নতিবলে ‘ভাইওরিসিরানের’ রাজত্ব সময়ে সৈন্ত-দলভুক্ত হইয়া সৈন্তসংখ্যায় রাজ্য পূর্ণ করিয়াছিল; এবং পরিশেষে ‘কনস্টানটাইন’ নামক এক ব্যক্তিকে ইউরোপীয় সৈন্তদলের অধিপতি মনোনীত করিয়াছিল;—সেই পরিবর্তন ও উন্নতি কিরূপে সংসাধিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে আমরা বিশেষ অনভিজ্ঞ।

★ রাজ মেন যোগ কুমাইও (‘Raj men jog koomaio’) অবিনশ্বর পুণ্য ও ধর্ম অর্জন করিতে, অথবা পৃথিবীতে ঐহিক রাজশক্তি পরিচালনা-কালে, হৃৎ-স্বচ্ছন্দে বাস করিতে এবং ঈশ্বর-কৃপা পাইতে অভিলাষী হইলে, ‘রাজ ও যোগ’ আচরণ করিও—এইরূপ বাক্যই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে; ‘আদি গ্রন্থেও’ ইহা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। কতকগুলি ভাট-কবি ‘সিউউইয়াস’ (Suweias) মধ্যেও ইহা ব্যবহার করে। এইজন্য ‘বিকা’ (Beeka) নামক এক ব্যক্তি বলিয়াছিল, “রামদাস, (চতুর্থ গুরু) উমার দাসের নিকট ‘রাজ ও যোগ’ সম্বন্ধে তত্ত্ব (Tukht) বা সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বাদসাহ দয়াপরবশ হইয়া অথবা কুসংস্কার প্রণোদিত হইয়া, গুরুকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। ২৫

১৬২৮ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর হরগোবিন্দ মুসলমান বাদসাহের অধীনেই কার্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই তিনি পঞ্জাবের রাজকীয় মুসলমান কর্মচারিগণের বিরুদ্ধে অসহ্য করিলেন। তাঁহার একজন শিষ্য তুর্কদেশ হইতে কয়েকটি বহুমূল্য ঘোটক আনয়ন করিয়াছিল। কথিত হয়, সেই ঘোড়াগুলি বাদসাহের সম্পত্তি বলিয়া অবরুদ্ধ হয়; একটি ঘোটক পুরস্কার স্বরূপ লাহোরের কাজী (বিচার কর্তা) প্রাপ্ত হন। গুরু সেই ঘোটক খরিদ করিবার চল করিয়া তাহার পুনরুদ্ধার করেন। এইরূপে প্রভাবিত হওয়ায়, বিচারকর্তা কাজী হরগোবিন্দের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। আর একট কারণে তাঁহার ক্রোধ বৃদ্ধি পাইল। শিখগণ বলেন, কাজীর কন্যা, এবং মুসলমানগণ বলেন কাজীর উপপত্নী, গুরুর প্রতি আসক্ত হইয়াছিল; এবং গুরু তাহাকে অপহরণ করিয়াছিলেন। অত্যাচার কারণেও হরগোবিন্দ মুসলমানদিগের বিরোধ-ভাজন হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার সৈন্যদলকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য মুসলমানগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। মুকসিল খাঁ নামক একজন সেনাপতি তাঁহাকে আক্রমণ করে। কিন্তু অমৃতসরের নিকটবর্তী স্থানে বাদসাহের সমগ্র সৈন্য শিখদিগের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়াছিল। কথিত আছে,—এই যুদ্ধে তাঁহার পাঁচ হাজার সৈন্যের নিকট রাজকীয় সাত হাজার সৈন্য পরাজিত হয়। অতঃপর শিখধর্মাবলম্বী একজন দস্যু লাহোর হইতে বাদসাহের দুইটি প্রেষ্ঠ ঘোটক চুরি করিয়াছিল; উক্ত প্রাদেশিক সৈন্যগণ কর্তৃক গুরু পুনরায় আক্রান্ত হন। কিন্তু যুদ্ধে সেই সমুদায় সৈন্য বিধ্বস্ত এবং সেনাপতিগণ নিহত হইয়াছিল। তখন হরগোবিন্দ মনে করিলেন যে, শতদ্রুপ দক্ষিণ ভাতিন্দা নামক নির্জন বন্য-প্রদেশে যাইয়া কিছুকাল বাস করাই বিধেয়;—ভাবিলেন, সেই স্থানে তিনি নিরাপদে বাস করিবেন; রাজকীয় সৈন্যগণ সেরূপ দুর্গম স্থানে যাইয়া তাঁহাকে পুনরায় আক্রমণ করা নিশ্চয়োজ্ঞান বা বিপর্যয়জনক মনে করিবে। তিনি সুর্যোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে সুর্যোগ আর আসিল না। নুতন বিবাদে প্রবৃত্ত হইবার জন্যই যেন, পুনরায় তিনি পঞ্জাবে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পায়েড়া খাঁ নামক এক ব্যক্তির মাতা হরগোবিন্দের ধাত্রী ছিল। এই জীলোক এক সময়ে বিশেষ

২৫। Compare the 'Dabistan', ii. 273, 274 and Forester, "Travels," i. ১90 299। দেশীয় ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া কান্দীর-অরুণ এবং মুসলমান মোল্লাদিগের সহিত ধর্মালোচনের বৃত্তান্ত উদ্ধৃত হইয়াছে। মোসান ফাগীর মতে হরগোবিন্দ দ্বাদশ বৎসরকাল কারারুদ্ধ ছিলেন। কনটার বলেন, প্রথমে একজন মুসলমান নেতা হরগোবিন্দকে বাদসাহের বশতা বীকার করিতে বাধ্য করেন। এই নেতার মধ্যস্থতায় তাঁহার কারামুক্তি হয়।

বাদসাহ জাহাঙ্গীর তাঁহার জীবনবৃত্তান্তে, যোগী ও ঐন্দ্রজালিকদিগের প্রতি বিশ্বাস ও সম্মান-সম্বন্ধে অনেকগুলি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবন-বৃত্তান্তের ১২৯ প্রভৃতি পৃষ্ঠা বিশেষরূপে জটিল। সেহলে একজন ঐন্দ্রজালিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের বিষয় বর্ণিত আছে।

প্রাধান্য লাভ করে। হরগোবিন্দ তাঁহার সেই দ্বাখী-পুত্রের প্রতি এতদিন বিশেষ দয়া-পরবশ ছিলেন, এবং তাহার সহিত সরল ব্যবহার করিতেন। কোন সময়ে ঘটনাবশতঃ গুরুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের একটি বহুমূল্য বাজ পক্ষী উড়িয়া পায়ের খাঁর বাড়ীতে যায়। পায়ের খাঁ সেই বাজ-পক্ষীটি নিজে রাখিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়া পক্ষীটাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করে। সেই পক্ষীটি আবদ্ধ করার জন্য পায়ের খাঁ একটু অপদস্ত হইয়াছিল; পায়ের খাঁ গুরুকে ছলনা করিল, এবং ক্রমশঃ গুরুর প্রকাশ্য শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। পঞ্জাবে হরগোবিন্দের উপস্থিতিতে উদ্ভেজনা বৃদ্ধি হওয়ায়, তাঁহার ক্ষমতা লোপ করিতে, এবং শত্রু-দমন ব্যপদেশে, পায়ের খাঁ বাদসাহের সেনাপতি নির্দিষ্ট হইল। পায়ের খাঁ গুরুকে আক্রমণ করিল। কিন্তু যুদ্ধ-কুশল ধর্মগুরু তাঁহার যৌবনের বন্ধুকে স্বহস্তে নিধন করিয়া পুনরায় যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। এই যুদ্ধে একজন সৈনিক-পুরুষ উন্নতের গায় গুরুকে আক্রমণ করিয়াছিল; গুরু তাহার অস্বাভাব্য হইতে আশ্চর্য্য করিয়া, তাহাকে নিহত ও পদতলে পাতিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে বলেন,—‘তুমি ঘেরূপ উন্নতের গায় আমাকে আক্রমণ করিয়াছিলে, তরবারি সেরূপে ব্যবহৃত হয় না। আমি তোমাকে ঘেরূপে নিপাতিত করিয়াছি, সেইরূপে শত্রু-ধ্বংসের জগাই তরবারি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।’ গুরু এই উপদেশ-পূর্ণ বাক্য অবলম্বন করিয়া, ‘দেবীস্থান’ রচয়িতা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, যে, ‘হরগোবিন্দ ক্রোধ পরবশ হইয়া কাহাকেও অস্বাভাব্য করিতেন না; তিনি নিহত ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদান করিবার জন্য বিশেষ বিবেচনার সহিত তাহার মর্মে’ অস্বাভাব্য করিতেন; কারণ, শিক্ষাবিধান করাই গুরুর একমাত্র কার্য্য’।^{২৬}

বোধ হয়, ইহা ভিন্ন হরগোবিন্দকে আরও অনেকানেক বিপদসঙ্কুল ও দুঃসাহসিক কার্য সম্পন্ন করিতে হইত। এই কারণে তিনি সময় সময় ঘোর বিপজ্জালে জড়িত হইতেন; কিন্তু তাঁহার অমুচর শিখগণ সর্বদাই সুসজ্জিত থাকিত। ধর্মবিষয়ে তাঁহার সুখ্যাতি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে পারস্ত দেশীয় একজন প্রাচীন ও বিখ্যাত ধর্মিক যোগিপুরুষ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।^{২৭} ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে শতক্রুর তীরবর্তী কোরিতপুর নামক স্থানে হরগোবিন্দ সুখ-শান্তিতে ইহধাম পরিত্যাগ করেন। কালুর নামক স্থানের পার্বত্য রাজা হরগোবিন্দকে এই স্থান প্রদান করিয়াছিলেন। অতঃপর গুরু-ভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ শিখগণ আশ্চর্য্যাত্মকের ভয়াবহ মূর্তি ধারণ করিল। হরগোবিন্দের একজন রাজপুত্র শিখ গুরুর চিত্তাধির মধ্যে ঝাম্প প্রদান করতঃ কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া গুরুর পদপ্রান্তে আত্মসমর্পণ করে। ‘জাঠ’ জাতীয় একজন শিখও ঐরূপ ভয়াবহ কার্য সম্পন্ন করিয়াছিল। এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রোণোদিত

২৬। See the ‘Dabistan’, ii. 275; (দেবীস্থানের দ্বিতীয় পুস্তক, ২৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। প্রদানতঃ ঘটনাবলীর পর্যায় বর্ণনা কল্পেই এদেশবাসী মুসলমান এবং শিখদিগের দেশীয় বিবরণ অমূল্য হইয়াছে। বাহা ইউক, গুরুর একজন শিষ্যের ঘোটকসমূহের অবরোধ সম্বন্ধে ‘দেবীস্থানের’ দ্বিতীয় পুস্তক—২৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Dabistan, ii. 284).

২৭। The ‘Dabistan’, ii. 280.

হইয়া। অত্যাগ্ৰ শিখগণ ঐরূপ কার্য অচ্যুতরূপে করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল ; কিন্তু পরবর্তী গুরু, হর রায়, তাহাদের এইরূপ আত্মোৎসর্গে বাধা প্রদান করিলেন।^{১৮}

হরগোবিন্দের সময়ে শিখদিগের সংখ্যা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছিল। অজু'নের রাজস্ব-বিষয়ক নীতির ফলে এবং তৎপুত্রের অস্ত্রধারণ ব্যাপদেশে, বৃহৎ সাম্রাজ্য মধ্যে শিখদিগের স্বতন্ত্র একটি রাজ্য গঠিত হইল। যখন গুরু তাঁহার সরল-বিশ্বাসী মুসলমান বন্ধুর সহিত কৌতুক করিতেন, কিংবা অভিমানের জন্ত বন্ধুকে তিরস্কার করিতেন, তখন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গুণ শক্তি প্রকাশ পাইত। একদিন তাঁহার বন্ধু বলিয়াছিলেন,— ‘উত্তর দেশের এই রাজ্য, দিল্লীর বিষয় এবং তদ্রূপ রাজ্যের নাম ও তাঁহার বংশ-বিবরণ অবগত হইবার জন্ত একজন দূত প্রেরণ করিয়াছেন ; আমি বড়ই আশ্চর্যাব্বিত হইতেছি যে তিনি ধার্মিক-প্রবর নরপতি-শ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীরের নাম অবগত নহেন’।^{১৯} কিন্তু হরগোবিন্দ তাঁহার বৈচিত্র্যময় জীবনে প্রকৃত কার্য বিশ্বস্ত হন নাই। শিখগণের দৃঢ় বিশ্বাস,—নানকের আত্মা পরবর্তী স্থলাভিষিক্ত প্রত্যেক গুরুর আত্মা-মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অমুপ্রাণিত এবং নূতন শক্তি প্রদান করিয়া থাকেন।^{২০} নিজ শিখগণের এই বিশ্বাসের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্ত, হরগোবিন্দ সাধারণতঃ আপনাকে নানক নামেই অভিহিত করিতেন। হরগোবিন্দ দর্শন-বিজ্ঞান যতদূর জানিতেন, এবং যে পরিমাণ জ্ঞান

২৮। ‘দেবীহানের’ বর্ণনা অনুসারে এইরূপ ব্যাখ্যা হইয়াছে। (‘Dabistan’, ii, 280, 281) ‘দেবীহানের’ মূল অবলম্বন করিয়াই বলা হইয়াছে যে,—৩য় মহরম, ১০৫৫ হিজরী অথবা ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারিতে হরগোবিন্দের মৃত্যু হইয়াছে। ম্যালকমের ‘সারসংগ্রহ’ (Malcolm ‘Sketch’, P. 37) এবং ফরস্টারের ‘ভ্রমণ-বৃত্তান্ত’ (Forster, Travels, i. 299)—উভয় গ্রন্থেই বর্ণিত আছে যে, ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে হরগোবিন্দের মৃত্যু হয়। এই বিবরণই প্রকৃত এবং সম্ভবপর। এইরূপ গণনার হয়ত তাঁহার ম্পষ্টই মনে করিয়াছেন যে, ১৭০১ সম্বৎ, ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দের সহিত সর্বোপায়ে তুল্য। কিন্তু কেবল যে ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম নয় মাসের সহিত ১৭০১ সম্বতের শেষ ভাগের মিল,—এ বিষয় তাঁহার্য্য ভাবেন নাই। বর্তমান ইতিহাসের আরও অনেকগুলি তারিখ গণনা সম্বন্ধে এই ভ্রম দৃষ্ট হয়। হস্তলিখিত পুঁথি আলোচনা করিলে দেখা যায়, হরগোবিন্দের মৃত্যু-সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন তারিখ নির্দিষ্ট আছে ;— দেখা যায়, তাঁহার মৃত্যুকাল যথাক্রমে, ১৬৩৭, ১৬৩৮ এবং ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু যেখানে বৈষ্ণব বর্ণনাই থাকুক না কেন,—সকলেই একটি মাঝামাঝি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। মোসান ফাগী বলেন,— তিনি ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে হরগোবিন্দকে জীবিত দেখিয়াছিলেন ; (‘Dabistan’, ii, 281) কিন্তু এ সকল বিবরণে, তাঁহার মৃত্যুকাল কিছু পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। দেশবাসীদিগের গণনা, হরগোবিন্দের জন্মকাল ১৬৫২ সম্বতের প্রথমভাগে নির্দিষ্ট হয় ; ১৬৫২ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগের সহিত ইহা এক।

২৯। See the ‘Dabistan’ ii, 276, 277, (‘দেবীহান’, দ্বিতীয় পুস্তক, ২৭৬, ২৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) মোসান ফাগী নিজেই এই প্রসঙ্গের মুসলমান বন্ধু। এই গল্পে জানা যায়, শিখগণ মুসলমান-বন্ধুকে সত্য সত্যই আড়ম্বর-প্রিয় বলিয়া মনে করিত। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তখন সাজেহান বাদশাহ ছিলেন। ‘দেবীহানের’ অনুদিত খণ্ডে বন্দনী মধ্যস্থিত অংশে জাহাঙ্গীরের পরিবর্তে সাজেহানের বিষয়ই বর্ণিত রহিয়াছে। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়। হরগোবিন্দের সহিত মোসান ফাগীর পরিচয় গুরুর জীবনের শেষভাগে অথবা ১৬৪০ খৃষ্টাব্দের পর হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

৩০। Compare the ‘Dabistan’, ii, 281.

লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সেই সময়ের প্রচলিত মতগুলি গ্রহণ করেন। তাঁহার মতে, - ঈশ্বর অধিতীয়, বিশ্বসংসার ইন্দ্রজালময়;—সার-সম্বাহীন বাহ্যকৃতি মাত্র। এইরূপে তিনি অধিকন্তর নাস্তিক-মত গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; এবং এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকেই ঈশ্বরের প্রতিকৃতি বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তবে এইরূপ চিন্তা তাঁহার মনে অধিক দিন স্থান পায় নাই, 'অথবা তাঁহার অন্তর তাহাতে মগ্ন হয় নাই। একদিন একটি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে এই বলিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন যে,—যদি বিশ্ব-সংসার এবং ঈশ্বর একই, তাহা হইলে, অদূরে যে গর্দভ চরিয়া বেড়াইতেছে, গুরু হইয়াও তিনি ঐ গাধার তুল্য।' ব্রাহ্মণের এই ভৎসনাবাক্যে ধীর সহিষ্ণু হরগোবিন্দ কেবল একটু হাসিয়া-ছিলেন।^{৩১} তিনি ভাবিতেন,—বিবেক বুদ্ধি আমাদের একমাত্র পরিচালক। একব্যক্তি প্রচার করে যে,—ভ্রাতার সহিত ভগ্নীর বিবাহ ঈশ্বর-নিষিদ্ধ। তৎসম্বন্ধে গুরুর বাহা মত, সেই ব্যক্তির প্রতি গুরুর উত্তর হইতেই তাহা উপলব্ধ হইতে পারে। তিনি বলেন,—যদি পরমেশ্বর কর্তৃক ইহা নিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে এই গর্হিত কার্য সম্পন্ন করা মানবের পক্ষে স্কন্ধন।^{৩২} হরগোবিন্দ পৌত্তলিক ধর্মে ঘৃণা করিতেন;—সময়ে সময়ে তিনি নানক প্রবর্তিত খ্রীতিপ্রদ উপদেশসমূহও পরিত্যাগ করিতেন। তাঁহার এই প্রকার ব্যবহার, নিরলিখিত আখ্যান হইতে বিচার করা যাইতে পারে;—একদা তাঁহার একজন শিষ্য একটি প্রতিমার নাসিকা ভগ্ন করিয়াছিল। নিকটবর্তী শাসন-কর্তৃগণ গুরুর নিকট সেই শিষ্যের নামে অভিযোগ করেন। শিখ-শিষ্য গুরু-সমীপে আত্মত হইয়া গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া, অপরাধী দোষ স্বীকার করে; ব্যক্তান্তি সহকারে বলে,—'যদি ঈশ্বর সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারেন, তাহা হইলে, সে খেচ্চার প্রাণদান করিতে প্রস্তুত আছে।' রাজা বলিলেন,—'রে নির্বোধ! ঈশ্বর কিরূপে কথা বলিবেন?' রাজার এই কথায় শিখ উত্তর করিল,—'এক্ষণে স্পষ্টই বুঝা গেল, কে নির্বোধ! ঈশ্বর যদি নিজের আত্মরক্ষা করিতে না পারিলেন, তাহা হইলে কিরূপে তিনি তোমার উপকার করিবেন,—কিরূপে তিনি তোমাকে শত্রুহন্ত হইতে পরিজ্ঞান করিবেন?'^{৩৩}

হরগোবিন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র গুরদাস, বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু শিষ্যের মৃত্যুর পূর্বে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার দুইটি পুত্র ছিল; তন্মধ্যে একজন শিখদের গুরুপদে বসিত হইয়াছিলেন।^{৩৪} এই নবাভিষিক্ত গুরু, হর রায়, কিছুকাল কীরিতপুরেই বাস করেন। তিনি যখন কালুরের রাজাকে অধীনতা পাশে আবদ্ধ

৩১। Compare the 'Dabistan', ii. 277, 279, 280.

৩২। The 'Dabistan', ii. 280.

৩৩। The 'Dabistan', ii. 276.

৩৪। গুরদাস বা গুরদিত্ত সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় 'দেবীদাসে' বর্ণিত রহিয়াছে (See, 'Dabistan' ii. 281, 282) তাঁহার মৃত্যু এখনও অতি হেতু-সহকারে রক্ষিত হয়। তাঁহার পারীক্ষিক সাক্ষ্য ও নৈপুণ্য বিষয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। শতাব্দীতে কীরিতপুর নামক স্থানে তাঁহার

করিবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করেন, পূর্ব-বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া পূর্বাভি-
মুখে সীরমুর জেলায় বাস করাই তখন প্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।^{৩৫} শেষোক্ত
স্থানে তিনি কিছুকাল শান্তিতে বাস করেন। এই সময়ে ভারত-সাম্রাজ্য লইয়া দার-
-সেকো এবং তাঁহার আত্মাঙ্গির মধ্য বিবাদ উপস্থিত হয়। দারার পক্ষ অবলম্বন
করিয়া সেই বিবাদে যোগদান করায়, গুরু হর রায়ের শাস্তি ভঙ্গ হইল। কেন যে তিনি
দারার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, তাহার কোন স্পষ্ট কারণ পাওয়া যায় না। যুদ্ধে
দারা পরাস্ত হইলেন;—তাঁহার সাহায্যকারী সৈন্যগণ তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল;
হর রায়, আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে জামীন-স্বরূপ প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। হর রায়ের
পুত্র বাদশাহের নিকট বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাদশাহ তাঁহাকে শীঘ্রই মুক্তি-
দান করেন। শুনা যায়, কুট-নৌতিজ্ঞ আওরঙ্গজেবের এইরূপ অল্পগ্রহে হর রায়ের মনে
ঈর্ষার উদ্রেক হইয়াছিল।^{৩৬} হর রায়ের জীবন-সীলা শীঘ্রই ফুরাইয়া আসিল। ১৬৬১
খৃষ্টাব্দে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।^{৩৭} তাঁহার ধর্ম-শাসন অতিশয় ধীর এবং
গভীর ছিল; যদিও তিনি কঠোরতা অবলম্বন করেন নাই, তথাপি তিনি সাধারণের বিশেষ

সমাধিক্ষেত্র, -এক্ষণে উহা শিখদিগের একটি তীর্থস্থান। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে একটি গল্প আছে : এই গল্পে
স্পষ্টতঃ বুঝা যায়, শিখ-গুরুগণ অলৌকিক ক্ষমতার ভাণ করিয়া সাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইতে
যুগা বোধ করিতেন। গুরুদিত্ত একটি দরিদ্র ব্যক্তির শুভ-স্তুতিতে বিচলিত হইয়া, সেই ব্যক্তির একটি মৃত
গভীর প্রাণদান করেন। এইরূপ কার্যে লোকের শ্রদ্ধাভাজন হইতে পুত্রের চেষ্টা দেখিয়া, গুরুদিত্তের
পিতা কুপিত হইয়াছিলেন। গুরুদিত্ত তাহাতে বলিয়াছিলেন, 'একটি জীবন ঈশ্বরের আশ্রয়ক হইয়াছিল।
তিনি যখন সেই জীবনটি রক্ষা করিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহার নিজের জীবন প্রদান করিবেন।' এই
কথা বলিয়া, গুরুদিত্ত ভূমিতে শয়ন করিয়া জীবন পরিত্যাগ করেন। হরগোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্র অতুল
রায় সম্বন্ধেও ঐরূপ একটি গল্প প্রচলিত আছে। শুনা যায়, তিনি জনৈক শোকাভুরা বিধবার মৃত-পুত্রের
জীবনদান করেন। তাঁহার পিতাও তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, -গুরুগণ পুণ্য ও পবিত্রতার
ক্ষমতা প্রকাশ করিবে। সেই যুবাকে কেহ কেহ শিশু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। গুরুদিত্ত যে
উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা বলিয়াই ঐ যুবক প্রাণত্যাগ করেন। অন্তিমসরে তাঁহার সমাধি হয়; সেই স্থান
এক্ষণে শিখদিগের একটি পবিত্র তীর্থ স্থান।

গুরুদিত্তের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ধীরমল। জলন্ধর দোয়াবের কারতারপুর নামক স্থানে ধীরমলের
বংশধরগণ এখনও বাস করিতেছে।

৩৫। See 'Dabistan', ii. 282, যে স্থানের আভাস দেওয়া হইয়াছে, তাহার নাম 'টাকশাল' বা
'টাকশাল' হইতে পারে। আশাভার উত্তর ইরাকদিগের বর্তমান প্রধান আড্ডা কাশেগীর নিকট উহা
অবস্থিত।

মোলান ফারীদ বিখ্যাত গ্রন্থে শিখ-ইতিহাসের এই অংশ পর্যন্ত বর্ণিত আছে।

৩৬। কেবল দেশীর বিবরণের উপর নির্ভর করিয়াই, দারার প্রতি গুরুর এই পক্ষপাতিতার বিবরণ
উল্লিখিত হইয়াছে। দারার ব্যক্তিগত স্বভাব ও ধর্মনীতি আলোচনা করিয়া দেখিলে, উহা সম্পূর্ণ সম্ভবপর
বলিয়া মনে হয়।

৩৭। প্রসিদ্ধ লেখকগণ সকলেই হর রায়ের মৃত্যুকাল-সম্বন্ধে এক-মতাবলম্বী। কিন্তু একটি বিবরণে
তাঁহার মৃত্যু-বৎসর ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে নির্দিষ্ট হইয়াছে। কেহ বলেন, গুরু ১৬১২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন;
কেহ বলেন, -১৬২৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়।

প্রকার ও ভক্তির পাত্র ছিলেন। গুরুর অমুগ্ধীভূত সন্ন্যাসিগের বংশধর 'ভাই' অথবা ভাতৃসম্প্রদায়ের অনেকেই হর রায়ের কোন না কোন প্রিয় ও খ্যাতিনামা শিষ্যের বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করিত।^{৩৬} শিখদিগের অন্যান্য যে শাখা সম্প্রদায়গুলি প্রচলিত আচার-পদ্ধতি অপেক্ষা অধিকতর শুদ্ধ নিয়মাবলী অমুসরণ করিয়া থাকে, সেই সম্প্রদায়-গুলিও গুরুর এই শাস্তিপূর্ণ ধর্মশাসন ও প্রাধান্য-সময়ে গঠিত হইয়াছিল।^{৩৭}

হর রায়ের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাম রায়; কনিষ্ঠের নাম হরকিশন। হর রায়ের মৃত্যুকালে জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স, ১৫ বৎসর; কনিষ্ঠ পুত্রের বয়স, ছয় বৎসর মাত্র। রাম রায় দাসী-গর্ভজাত ছিলেন; সুতরাং হর রায় মৃত্যুকালে, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকেই শিখদিগের গুরু পদে নির্বাচন করিয়া যান। ফলে, দুই পুত্রের মধ্যে গুরুত্বের বিবাদ উপস্থিত হওয়ায়, বাদসাহের উপর সে বিষয়ের মীমাংসার ভার অর্পিত হয়। কোনও কোনও বিবরণে বর্ণিত আছে, অওরঙ্গজেব শিখদিগের গুরু মনোনীত করিবার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু প্রচলিত গল্পে উল্লিখিত হইয়াছে, একইরূপে একই ধরনের পরিচ্ছদে সজ্জিত কতকগুলি রমণীর মধ্য হইতে এই শিশু বেল্লপ ক্ষিপ্ৰাকারিত-সহকারে বাদসাহের-বেগমকে বাছিয়া বাহির করিয়াছিল, তাহাতে বাদসাহ অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিলেন; তিনি ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন,—গুরুপদে হরকিশনের স্বত্বই অবধারিত। তদনুসারে হরকিশনই শিখদিগের নেতা এবং গুরু-পদে বসিত হন। কিন্তু এই শিশু ধর্মগুরু দিল্লী পরিত্যাগ করিবার পূর্বে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া, ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ঐ নগরেই মৃত্যু-মুখে পতিত হন।^{৪০}

৩৬। ইহাদের মধ্যে লর্ড লেকের দলভুক্ত কাইখাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা 'ভাই ভাগটু' বিশেষ অসিদ্ধ ছিলেন। ওয়ারিশ-অবর্তমানে সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হওয়ার ইংরাজ-প্রবর্তিত প্রথার কার্যকরণে এই বংশের কিছু গৌরব-হানি হইয়াছে। শতাব্দে এবং যমুনার মধ্যবর্তী 'বাগ্ৰীমান' নামক স্থানের সম্রাট 'ভাই-গণের পূর্বপুরুষ ধরম সিং হর রায়ের একজন শিষ্য ছিলেন।

পূর্বপুরুষ গুরুর অমুচর বা সহচর হউন আর না হউন, আজকাল বিশেষ পুণ্যবান শিখ ষোগিয়াড্রেই সচরাচর 'ভাই' উপাধিতে ভূষিত হইয়া থাকেন। অন্ত পক্ষে 'বেদী' ও 'সোধী'গণ তাহাদের জাতীয় নামেই সন্তুষ্ট; এই নামেই তাহারা অন্তান্ত সম্প্রদায় হইতে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আছে। 'বেদী'গণ—'বাবা' বা 'পিতা' নামে উক্ত হয়। অন্ততঃ 'সোধী'গণ গোবিন্দ এবং রামদাসের ঐতিনিধিরূপে পরিচিত হইয়া অন্ত্যায়পূর্বক গুরু-উপাধি গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়া থাকে।

৩৭। এই সম্প্রদায়-সমষ্টির মধ্যে 'হুট-হুটী' অথবা 'হুতরা-সাহী'গণই বিশেষ অসিদ্ধ ও উল্লেখযোগ্য। 'হুটী' নামক একজন ব্রাহ্মণ তাহাদের প্রতিষ্ঠাতা। লাহোরের দুর্গ প্রাচীরের নিম্নে তাহাদের একটি 'হান-ডেরা' বা আবাস-স্থান আছে। (Compare Wilson, 'As. Res.', xvii. 836) তাহাদের নাম অথবা নির্বাচন সাধারণতঃ পবিত্রতা-ব্যাঞ্জক। ফাত্তু নামক হর রায়ের আর একজন শিষ্য, ক্ষত্রিয়-জাতীয় পণ্য-ব্যবসারী; ফাত্তু নিজে 'ভাই শিখ' নাম গ্রহণ করিয়াছিল, অথবা উপাধি-ধারণ প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন, এই ব্যক্তি 'উঙ্গাসী'দিগের প্রকৃত স্থাপনকর্তা।

৪০। Compare Malcolm, 'Sketch' p. 38, and Forster, 'Travels,' i. 299 :—(ম্যালকমের 'সার-সংগ্রহ' ৩৮ পৃঃ এবং ফরস্টারের 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত' প্রথম পুস্তকের ২৯৯ পৃষ্ঠা: মিলাইয়া দেখ)।

শুনা যায়, হরকিষণের জীবন-দীপ যখন নির্বাণিত হইয়া আসিতেছিল, তখন তিনি ইঞ্জিন-সহকারে জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার পরবর্তী শিখ-গুরু বিণাশা নদী-তীরে গণ্ডোয়ালের নিকটবর্তী 'বাকলা' গ্রামে দৃষ্ট হইবে। এই গ্রামে হরগোবিন্দের বহু আত্মীয়-স্বজন বাস করিত। তাঁহার পুত্র, ভেগ বাহাদুর, বহুকাল দেশ পৃথিবীর পর গন্ধার তীরবর্তী পাটনায় কিছুকাল বাস করেন। এই সময় তিনি 'বাকলা' গ্রামে বাস করিতেছিলেন। রাম রায় গুরু-পদের দাবী করিতেছিলেন; কিন্তু তখনও তিনি বৃহৎ দল সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। সুতরাং ভেগ বাহাদুরই সর্বসম্মতিক্রমে শিখদিগের গুরু-পদে বরিত হইলেন; মহা সমারোহে তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। শুনা যায়, তিনি পিতৃ-তরবারি ধারণে অল্পপুষ্ট ছিলেন; তাঁহার কার্যকলাপেও তাঁহার প্রতি অনেকের সন্দেহ হয়; সুতরাং রাম রায়ের ধূর্ততা ও প্রতারণায় অতি অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার জীবন ও প্রভুত্ব বিপদজালে জড়িত হইল।^{৪১} প্রতারক এবং শাস্তি-ভঙ্গকারী, প্রভৃতি অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া, তিনি দিল্লীতে আছত হইলেন। জয়পুরের রাজা তাঁহার প্রতিবাদ মনোযোগ সহকারে গ্রহণ করেন। এই রাজপুত তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া বাদাছাদ করিয়া-ছিলেন; বলিয়াছিলেন,—এইরূপ যোগিপুরুষগণের পক্ষে রাজত্বপদের অভিলাষ অপেক্ষা তীর্থ-পর্যটনই বরং প্রেয়স্কর; ভাবী বঙ্গদেশ আক্রমণ কালে রাজা গুরুকে সঙ্গে লইবেন।^{৪২}

একটি দেশীয় বিবরণে হর কিষণের মৃত্যু ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে নির্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দেই তাঁহার সর্ব-সম্মত প্রশস্ত মৃত্যুকাল। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে তাহার জন্ম হয়।

৪১। Compare Malcolm, 'Sketch', P. 38, and Forster, 'Travels'. i, 299, and Browne's 'India Tracts' ii. 3, 4, দেশীয় হস্তলিখিত বিবরণের উপর নির্ভর করিয়াই, ভেগ বাহাদুরের পিতৃ-তরবারি-গ্রহণে অসম্মতির বিষয় লিখিত হইয়াছে। এই বিবরণে আরও একটি গল্প আছে যে, তিনি এইরূপে ঐষ্টত্ব লাভ করিবার পূর্বে যে একটি বিশেষ কার্য সম্পন্ন করেন, তাহারই ফলে তিনি গুরুপদে বরিত হন। মুহুন সা নামক একজন শিখ 'বাকলা' গ্রামের মধ্য দিয়া গমনকালে ধর্মগুরুকে কিছু পূজোপহার প্রদান করিতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু কতকগুলি ব্যক্তি উপহার দাবী করায় মুহুন সা একরূপ হতবুদ্ধি হইয়া যান। তাঁহার উপহারের মূল্য সর্বশুদ্ধ ৪২৫ টাকা। কেবল মুহুনই ঐ উপহারের মূল্য অবগত ছিলেন। মুহুন সাহ তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক টাকা করিয়া দিতে সক্ষম করিলেন;—মনে করিলেন, যে ব্যক্তি সর্বশেষ উপহার গ্রহণ করিবে, তাঁহাকেই আশু-উপলব্ধি দ্বারা গুরু বলিয়া গ্রহণ করিবেন। ভেগ বাহাদুর অবশিষ্টগুলি দাবী করায় তিনি গুরুপদে বরিত হইয়াছিলেন,—ইত্যাদি।

৪২। ফরষ্টার এবং ম্যালকম উভয়েই এতদেশীয় বিবরণ অনুসরণ করিয়াছেন। যে রাজা ভেগ বাহাদুরের আত্মকৃত্য করিয়াছিলেন, এবং ভেগ বাহাদুর যাহার সহিত বঙ্গদেশে যুদ্ধার্থ গমন করেন;—তাঁহাকে জয়সিং নামে অভিহিত করিয়াছেন। একখানি হস্তলিখিত গ্রন্থে দেখা যায়,—বীরসিং—এই কুশাল রাজা। টড ('Rajasthan', ii. 355) বলেন, জয়সিংহের পুত্র রামসিং প্রথম আসামে গমন করেন; কিন্তু তাঁহার কার্যের কোন বিবরণ তিনি প্রদান করেন নাই। আজকাল যেমন শিখগণ রণজিং সিংহের সৈন্য বলিয়া পরিচয় দেয়; সেইরূপ বহুপূর্বে মৃত একজন খ্যাতনামা ব্যক্তির বর্তমানকালে জীবিত থাকার পরিচয় প্রদান করা—ভারতবর্ষে আশ্চর্যের বিষয় নহে। পিতা 'মিজা রাজার' স্থখাতি চতুর্দিকে বিস্তৃত হওয়ার, রামসিংহের নাম যে কতটা লোপ হইয়াছিল,—তাঁহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। গত শতাব্দীর শেষ ভাগে সমসাময়িক বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ হুহাই জয়সিং, এবং পণ্ডিতগণের প্রতিপালক রাজা জয়সিং,—এই দুইটি নাম পরস্পর মিশাইয়া, শিখ ঐতিহাসিকগণ মৌলযোগের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ বিষয়ে

তেগ বাহাদুর রাজার সহিত পূর্বদেশে গমন করিয়াছিলেন। তিনি পুনরায় কিছুকাল পাটনাতে বাস করেন। ইতিহাসজ্ঞ জনৈক পণ্ডিত বলেন, অতঃপর আসামের শাসনকর্তাদিগের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ-সজ্জা হয়, তাহাতে জয়লাভ করিবার অভিলাষী হইয়া তেগবাহাদুর পুনরায় শিখ-সৈন্যে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মপুত্র নদীতীরে ধ্যানমগ্ন হন। স্ত্রী, যায়, কামরূপের রাজার মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া, তেগ বাহাদুর রাজাকে অধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।^{১৩}

কিয়ৎকাল পরে তেগ বাহাদুর পুনরায় পঞ্জাবে ফিরিয়া আসেন; শতদ্রু-নদী-তীরে একখণ্ড ভূমি ক্রয় করেন। এই স্থান এক্ষণে ‘মাখোয়াল’ নামে অভিহিত; তাঁহার পিতার অভি-প্রিয় মনোরম বাসস্থান কীরিতপুরের সন্নিকটে ইহা অবস্থিত। এখানে আসিয়াও কিন্তু তিনি রাম রায়ের বৈরিভা ও প্রভুজের হাত এড়াইতে পারিলেন না। শিখদিগের প্রচলিত, বর্ণনায় জানা যায়,—এই ধার্মিক-প্রবর নির্দোষ ধর্মোপদেশকে আর একবার বাদসাহ-সমীপে অভিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। তেগবাহাদুর যে পিতৃ-পদাঙ্ক অহুসরণে কৃত্তিষ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। কিছুকাল পরে তেগবাহাদুর শতদ্রু এবং হালদীর মধ্যবর্তী বগ্ন-প্রদেশে আপন গুপ্ত বাসস্থান নির্দিষ্ট করেন। সে সময় লুণ্ঠন ও দস্যুবৃত্তি দ্বারা শিখদিগের ও আপনার জীবিকা নির্বাহ করিতেন।^{১৪} কাজে কাজেই এক হিসাবে তিনি লোকের নিকট পরিচিত হইয়া পড়েন। বিশ্বস্তপন্থে জানা যায়, আদম হাকিম নামক একজন মুসলমান ধর্মাহুয়াগীর সহিত তেগ বাহাদুর মিত্রতা স্থাপন করেন। তাঁহার ঐ মুসলমান বন্ধু, ধনী মুসলমানদিগের নিকট হইতে কয় সংগ্রহ করিতেন; তেগবাহাদুরও এক্ষণে অবস্থাপন্ন হিন্দুদিগের উপর কয় ধার্য করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। উহারা উভয়েই পলাতক অপরাধীদিগকে আগ্রহ-সহকারে আশ্রয় প্রদান করিতেন। কিছুকাল মধ্যেই তাঁহাদের প্রতাপ ও আধিপত্য বিস্তৃত হইল; দেশের উন্নতি-পক্ষে উহারা বিশেষ অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইলেন। অতঃপর উহাদের বিরুদ্ধে বাদসাহ একদল সৈন্য প্রেরণ করিতে বাধ্য হইলেন। যুদ্ধে তেগবাহাদুর ও তাঁহার মুসলমান-বন্ধু পরাজিত এবং বন্দী হইলেন। বাদসাহ সেই মুসলমান ফকিরকে নির্বাসিত করেন; কিন্তু শিখ গুরু তেগ বাহাদুরকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হন।

দিল্লীতে যাইবার সময় তেগবাহাদুর তাঁহার পুত্রকে আশ্রয় করেন। হরগোবিন্দের

ম্যালকম (Malcolm, ‘Sketch’, p. 37.) সম্ভবতঃ ফরটারের (‘Travels’, i, 299, 300) অনুকরণ করিয়াছেন। ম্যালকম বলেন,—এই সময়ে তেগ বাহাদুর দুই বৎসরের জন্য কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন।

১৩। হস্তলিখিত ‘গুরুমুখী’ নামক সংক্ষিপ্ত বিবরণ অনুসারে, তেগ বাহাদুরের জীবনীর পেশোক্ত ব্যক্তাংশ ইতি লিখিত হইয়াছে।

১৪। সৈর-উল-মুতাক্কেরীর লেখক (Seir-ool-Mutakkeren, i 112, 113) তেগ বাহাদুরের এই দস্যু বৃত্তি-এক বিরোধ-সূচক কার্য কল্যাণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। হস্তলিখিত সাধারণ পুথি-ভ্রমভেদ-এইরূপ অভিযোগের বিষয় বর্ণিত আছে; কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। কানুদের রাজাকে মাখোয়ালের মূল্যবর্ণন গুরু ৫০০ পাঁচশত টাকা প্রদান করেন।

তরবারি দ্বারা পুত্রকে ভূষিত করিয়া, তাঁহাকেই শিখদিগের গুরু-পদে অভিষিক্ত করিয়া বান। যাত্রাকালে তিনি তাঁহার পুত্রকে কহিলেন,—বিপক্ষগণ তাঁহাকে বধ করিতে লইয়া ঘাটতেছে; তাঁহার মৃতদেহ যেন কুকুরের ভক্ষণীয় না হয়। পরিশেষে প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার উপযোগিতা বুঝাইয়া, পুত্রের প্রতি তিনি আদেশ করিলেন,—‘প্রতিশোধ এবং প্রতিহিংসাই পুত্রের একমাত্র কর্তব্য কার্য।’ এই প্রসঙ্গে আরও বর্ণিত আছে যে,—তেগবাহাদুর বাদসাহের নিকট উপনীত হইলে, কতকটা অবমাননা ও অবিবাসের সহিত বাদসাহ তাঁহার ধর্মবৈষ্ণবিক প্রমাণ-কল্পে-অলৌকিক কার্য প্রদর্শন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তেগবাহাদুর উত্তর দেন,—‘ঈশ্বরের উপাসনাই একমাত্র কার্য’। তথাপি তিনি আর একটি কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি একটি মজা লিখিয়া দিলেন; জানাইলেন,—যাঁহার গলার চতুর্দিকে ঐ মজা বাঁধা থাকিবে, তরবারির আঘাতে তাহার গলা বিচ্ছিন্ন হইবে না। অতঃপর তিনি আপনার গলার চতুর্দিকে উহা বঁধিয়া হত্যাকারীর সমক্ষে মস্তক অবনত করিলেন। কিন্তু তরবারির একই আঘাতে মস্তক ছিন্ন হইল; কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিচারপতি এবং দর্শকবৃন্দ সকলেই আশ্চর্যাবিত হইলেন। পরিশেষে দেখা গেল,—কাগজে এই কথাগুলি লিখিত রহিয়াছে—‘শির দিয়া, সার নেই দিয়া’; আমাব মস্তক দিয়াছি; কিন্তু গৃহতত্ত্ব কিছুই প্রকাশ করিনাই। ফলতঃ, তাঁহার জীবন নষ্ট হইল; কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত নবশক্তি এবং দিব্যজ্ঞান সংসারে বিদ্যমান রহিল। অসত্য এবং ইন্দ্রজাল-প্রিয় জাতির উপাখ্যান এইরূপ। তবে তেগবাহাদুর যে ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে জন্মদ-হস্তে নিহত হন, এবং জুর-প্রকৃতি কুসংস্কারাচ্ছন্ন আওরঙ্গজেব যে দিল্লীর রাজপথে সর্বসমক্ষে তাঁহার মৃতদেহের প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করেন,—তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।^{৪৫}

তেগবাহাদুর তাঁহার পিতার ত্রায় নম্র অথবা পুত্রের ত্রায় উন্নতমনা ছিলেন না। তিনি কষ্টসহিষ্ণু ও ক্ষুদ্র-প্রকৃতি ছিলেন। বাহাহউক, তাঁহার দৃষ্টান্তে, নানকের শিষ্যগণ সাহসী, রণকুশল ও ধর্মনিষ্ঠ জাতিরূপে পরিণত হইয়াছিল। পিতার তরবারির প্রতি তিনি অপরিসীম ভক্তি প্রদর্শন করিতেন; শিষ্যগণকে তিনি অস্ত্রধারী প্রতিদ্বন্দ্বির আদেশ প্রতি পালন করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার এবংবিধ ব্যবহারে সপ্রমাণিত হয়, তিনি ধর্মযাজকের শক্তি অপেক্ষা রাজশক্তি শ্রেষ্ঠতর মনে করিতেন। বস্তুতঃ, এই সময় হইতেই শিখ-গুরুগণ তাঁহাদের শক্তির পর্যালোচনা করিতে আরম্ভ করেন, অহুচরণগণ ও গুরুদিগকেই ‘সাজা পাদসাহ’—অর্থাৎ ‘যথার্থ রাজা’, বলিয়া তাঁহাদের আত্মাভিব্যক্তি হইতে প্রবৃত্ত হয়। ফলতঃ, শিষ্যগণ বুঝিয়াছিল, গুরুগণই যথার্থ রাজা; কারণ, তাঁহারা

৪৫। তেগ বাহাদুর যে অতি নৃসংস্করণে ও নীচভাবে নিহত হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে সকল বিবরণই একমতাবলম্বী। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে, (কেহ কেহ বলেন, মাগসের মাসে) তাঁহার মৃত্যু হয়। এই গণনাই ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া অনুমান হয়। তাঁহার জন্ম বৎসর কোথাও ১৬১২ এবং কোথাও ১৬২১ খৃষ্টাব্দে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

অস্ত্রসাহায্যে রাজ্যশাসন করেন না ; তাঁহারা শ্রায় শক্তিতে শাসন দণ্ড পরিচালনা করেন ; তাঁহারা ধর্মপথ-প্রদর্শক এবং মুক্তিদাতা। অপরায়ণ রাজগণ কেবলমাত্র সাংসারিক ক্রিয়া-কলাপ তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন। শিখদিগের এইরূপ বাক্য সকল অবস্থাতেই উপযোগী। এই বাক্যের গৃঢ় কার্যকারিতায় মোগল-বাদসাহগণ হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন ; তাঁহাদের মানসিক শক্তি অনেকটা হ্রাস হইয়াছিল। একজন বিচক্ষণ মুসলমান গ্রন্থকার উদাহরণ দ্বারা প্রতাপন করিয়াছেন যে, তেগ বাহাদুর বহু সহস্র সৈনের নায়ক হইয়া রাজশক্তি প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন।^{৪৮}

তেগ বাহাদুর যখন রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া নিহত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার পুত্র গোবিন্দের বয়স পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র। সত্য ও কর্তব্যানুরোধে প্রাণদাতা গুরুর শেষ উপদেশ ও ভয়াবহ মৃত্যু, গোবিন্দের মনে গভীর ও স্থায়ীরূপে অভিমত হইয়া রহিল। পিতার প্রাণদণ্ড এবং স্বদেশের শোচনীয় অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, তিনি মুসলমানদিগের চিরন্তন শত্রু হইয়া উঠিলেন ; বিধ্বস্ত হিন্দুদিগকে একটি অভিনব বিজীগিষু জাতিতে পরিণত করিবার মহৎ কল্পনায় অল্পপ্রাণিত হইলেন। গোবিন্দের তখন অতি শৈশবাবস্থা ; অধিকন্তু তাঁহার অল্পচরদিগের প্রতি বাদসাহ সন্দেহ করিতেও ; শিখদিগের মধ্যেও এমন অনেক দল ছিল ; তাহারা তেগ বাহাদুরের পুত্রের প্রতি শত্রুতাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। কয়েকটি অল্পবয়স্ক শিশুর ঐকান্তিকতায় মৃত গুরুর ছিন্ন দেহ পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ায়, গোবিন্দ পিতার অশেষ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার স্বযোগ প্রাপ্ত হন ; এইরূপে মৃত-আত্মার সদ্যতি এবং তাঁহার আত্মীয়গণের মানসিক কার্য সমাহিত হয়।^{৪৯} গোবিন্দ কিছুকাল যমুনার উভয় পার্শ্ববর্তী নিম্ন-পার্বত্য-প্রদেশে বাইয়া নিভূতে বাস করেন। সেখানে কয়েক বৎসর কেবল ব্যাঘ্র ও বন্য-শূকর শিকারে ব্যাপৃত হন। তিনি পারস্য-ভাষা

৪৮। বাহার কথা বলা হইয়াছে। তিনি শৈর উল-মুতাকেরীণের (Scirool Mutakhreeen, i. 112) গ্রন্থকর্তা সৈয়দ গোলাম হোসেন।

ব্রাউন, তাঁহার ‘ইন্ডিয়া ট্রাক্ট’ (Browne, India Tracts ii, 2, 3) নামক পুস্তকে বলিয়াছেন,—তেগ বাহাদুরের ‘বখাথ রাজ উপাধি’ ধারণ করেন ; পরন্তু তাঁহার বংশ-বর্ধনা এবং গরীমা-বৃদ্ধি ‘বাহাদুর’ পদবী গ্রহণে বাদসাহ ক্রুদ্ধ হন। তাঁহাকে হত্যা করার জন্য আওরঙ্গজেবের দৃঢ়-সঙ্কল্পের এই সকলই কারণ। বন্দ্যমাণ বর্ণনামুসারে, গুরু অলৌকিক শক্তি বড় যুগা করিতেন। ‘সাদা পাদসাহ’ শব্দ সম্বন্ধে এই অধ্যায়ের শেষ অংশে উল্লেখ।

পিতৃ ভরবারি গ্রহণে তেগ বাহাদুরের অসম্মতি, এবং আগন ধনুঃের পূজা বিষয়ে তাঁহার আদেশ প্রচার, অর্থাৎ তাঁহার ধনুঃশর-ধারীর আত্মানুবর্তী হওয়ার অনুরোধ—এই সমস্ত বিষয় দেশ-প্রচলিত বিবরণে সত্যতার উপর নির্ভর করিয়াই লিখিত হইয়াছে।

৪৯। অপরিত্র যুগিত মেঘের জাতীয় কতকগুলি ব্যক্তি, তেগ বাহাদুরের বিক্ষিপ্ত দেহ দিল্লী হইতে আনয়নের জন্য প্রেরিত হয়। মুহূন সা নামক যে ব্যক্তি মৃত গুরুকে গুরু বলিয়া প্রথম সম্বোধন করিয়াছিল, কতটা তাহারই চেষ্টায়, শিখগণ গুরুর মৃত-দেহ আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

শিক্ষা করেন, এবং যে সকল গ্রন্থে জাতীয় মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, তৎসমুদায় মনোভা-
গারে সজ্জিত করিয়া রাখেন।^{৪৮}

প্রায় বিংশ বৎসর কাল গোবিন্দ এই অজ্ঞাতবাসে কালযাপন করিয়াছিলেন।^{৪৯}
যৌবন-কালেই তাঁহার ভাবী মহত্বের লক্ষণ দর্শন করিয়া নানকের শিষ্যমণ্ডলী তাঁহার
সহিত যোগদান করিল। তিনি এক্ষণে শিখদের গুরু ও নেতৃপদে বসিত হইলেন। রাম
রায়ের শিষ্যগণ তাহাদের গুরুকে উপেক্ষা করিয়া, এক বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী সম্প্রদায়ে পরিণত
হওয়ায়, রাম রায়ের ক্ষমতা হ্রাস হইল। চতুঃপার্শ্ববর্তী নরপতিগণ গুরুর প্রাধান্ত উপলব্ধি
করিতে লাগিলেন; তাঁহার্য বৃদ্ধিলেন,—গুরুর কোন উচ্চাভিলাষ নাই; তৎসম্বন্ধে তাঁহার
আশঙ্কারও কোন কারণ দেখিলেন না। পিতার শোচনীয় মৃত্যুর বিষয় এবং আওরঙ্গজে-
বের নিষ্ঠুর ব্যবহার, গোবিন্দের মনে চির-দিন জাগরুক ছিল। বিবিধ শাস্ত্রাধ্যয়নে ও
ঐশ্বর-চিন্তায় গোবিন্দের মানসিক বৃত্তিগুলি সমৃদ্ধ হইয়াছিল; বহুদর্শিতায় তাঁহার
বিচারশক্তি পরিশুদ্ধ হইয়াছিল। গোবিন্দ এক্ষণে পিতার অপমৃত্যুর ও স্বদেশের অনিষ্টের
জন্য প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায় করিলেন। নবশক্তি বলে তাঁহার
উদ্বেজনা বৃদ্ধি হইল; আপন শিষ্যদিগের পুনরায় এক নূতন প্রাণ সঞ্চারের জন্য বহুপরি-
কর হইলেন। নানক-প্রবর্তিত সর্ব-সম্মত ধর্মশিক্ষার নূতন সংস্কার-সাধন করিয়া,
তাহাতে অধিকতর সঠিক ও উদ্দেশ্য-সাধনোপযোগী শক্তি-সঞ্চার করিতে সঙ্কল্প করিলেন।
প্রবল-শক্তি-সম্পন্ন সাম্রাজ্য-মধ্যে বাস করিয়াও তিনি সেই সাম্রাজ্যের ধ্বংস-সাধনে
কৃতসংকল্প হইলেন। সামাজিক অবনতি ও ধর্মবিষয়ক কুসংস্কার প্রভৃতির মধ্যেও তিনি
আচার-পদ্ধতির সরলতা, উদ্দেশ্যের অভিন্নতা এবং দুর্দমনীয় চিত্তোন্মত্ততা স্থাপিত করিলেন।^{৫০}

৪৮। গোবিন্দের প্রথম বয়সে নির্জন-বাস এবং কার্য-কলাপ সম্বন্ধে সকল স্থলেই একরূপ বর্ণনা
দৃষ্ট হয়। কিন্তু ফরষ্টারের (Forster, 'Travels'. i 301) 'গুরুমুখী' বর্ণনা পাঠে জানা যায় প্রথমত
গোবিন্দ পাটনার নীত হন; সেখানে কিছুকাল বাস করিয়া পরে তিনি শ্রীনগরের পার্বত্য-প্রদেশে প্রস্থান
করেন।

৪৯। ইংরেজ অথবা ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ কেহই প্রকৃত সময় নিরূপণ করিতে সক্ষম হন নাই।
তারিখ ও ঘটনাবলী তুলনা করিলে দেখা যায়—১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে অথবা পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক না হওয়া
পর্যন্ত গোবিন্দ ধর্মগুরু-রূপে নূতন কার্য গ্রহণ করেন নাই। (Malcolm, 'Sketch', p. 186 note)
এই শিখ গ্রন্থকারের গণনায় ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দের ধর্মসংস্কার আরম্ভ হয়। কিন্তু এই সকল মত খণ্ডন-
কল্পে, গোবিন্দের কতকগুলি বাক্য অথবা তাঁহার হস্তলিপি উদ্ধৃত করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, মৃত্যুর
অব্যবহিত পূর্বে গোবিন্দ যখন ভারতবর্ষের দক্ষিণ-প্রদেশে গমন করেন, তখন হইতে তাঁহার ধর্ম-সংস্কার
আরম্ভ হইয়াছে।

৫০। প্রচলিত বিবরণে গোবিন্দের পিতামহের সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা দেখা যায়, গোবিন্দের বিষয়েও
সেইরূপ জানা যায়, পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ কামনারই তিনি প্রধানতঃ মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র-
ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু গোবিন্দ অস্ত্রাস্ত্র কারণেও এইরূপ দুঃসাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত
হন। সে কারণবলী যে স্ত্রাসসঙ্কত, তাহা অস্বীকার করা কোন মতেই উচিত নহে। তিনি উৎকট
স্বীচাংসা-পরবশ হইয়া তাঁহার এই মহৎ উদ্দেশ্য সফল করিতে বহুপর হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ, অথবা

গোবিন্দ, বলবীর্যে অস্বীতীয়, শারীরিক গঠনে অভুলনীয় এবং উৎসাহে অটল ছিলেন। তাঁহাকে অব্যবহিক উদ্বেগবিহীন, প্রভাবক অথবা আত্মপ্রবঞ্চক মনে করা ভ্রম-মূলক। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, মানবের মানসিক বৃত্তিসমূহ কোন মহৎ কার্যসাধনোপযোগী করিয়া গঠন করা বাইতে পারে। বহুকালসম্ভ্রাত কু-সংস্কার ও কু-রীতিসমূহ দেখিয়া তিনি দুঃখিত ও সমস্ত হইলেন; যে অভ্যাসের অবিচারে তাঁহার জীবন বিপদ-জালে জড়িত হইয়াছিল, তৎক্ষণ্য তিনি ক্ষুদ্র হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার বিশ্বাস হইল, মানবের স্বাভাবিক ইচ্ছা-শক্তি উদ্ভুদ্ধ করিতে, অন্য এক গুরুত্ব আবির্ভাব আবশ্যক। প্রাচীন কালের বীর-পুরুষদিগের বীরোচিত কার্যকলাপের স্মৃতি, গোবিন্দের মনোমধ্যে জাগরুক ছিল। স্বীয় কল্মশাশক্তি-প্রভাবে সংসারে উপদেশ দিবার জন্য, গোবিন্দ পর্যায়ক্রমে ঐশ্বরিক বিধি ব্যবস্থাগুলি পর্যালোচনা করিলেন। ভাগ্যচক্র সম্বন্ধে তাঁহারও কু-সংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাস ছিল। একখানি প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায়, পৌরাণিক রাজবংশ হইতে গোবিন্দ আপন বংশ গণনা করিয়াছেন।^{৫০} তিনি তাঁহার পূর্ব-পুরুষগণের ধর্মনিষ্ঠা ও ঈশ্বরানুগত্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলিতেন,—তাঁহাদের এই পুণ্য অম্লঠানের জন্যই জগদীশ্বর তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—‘তাঁহার বিমুক্ত আত্মা ঈশ্বর-সন্নিধানে পরম সুখ উপভোগ করিতেছিলেন,—তিনি ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। তাঁহার আত্মা একদা অতি মৃদুস্বরে বলিলেন,—ঈশ্বরের প্রিয় দূতরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন; তিনি নানকের স্থলাভিষিক্ত হইবেন;—একটি প্রদীপ যেমন অগ্নিটিতে তাহার ভেজ বা শিখা প্রদান করে, সেইরূপে নানকের আত্মা ও ভেজের স্তম্ভ আলোক মালায় গোবিন্দের

উৎপীড়িত হইলে, এইরূপ মনোভাব সকলেরই জন্মিয়া থাকে। পূর্বে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে যেমন প্রতিহিংসা-বৃত্তি প্রবল ছিল; এক্ষণে ভারতবর্ষেও সেই ভাব সর্ব-সাধারণের মনে জাগরুক। এমনকি, একজন প্রকৃষ্ট-খুষ্টধর্ম্মানুগামী, ‘হেডসের’ ছায়ার প্রতিহিংসা-বৃত্তির চরিতার্থ হেতু কোন ভৎসনা না করিয়া, এই-ভাবেই তাহার নির্দেহিতা প্রমাণ করিয়াছেন। নবর মানবরূপে এ বিষয়ে তাঁহার নিজের সহানুভূতি এখনও সংসারে বর্তমান,—

প্রিয়, পথ প্রদর্শক! তুমি প্রবতারা!
তাই কহি, প্রতিশোধ নাহি কি জগতে?
নৃশংস ভীষণ হত্যা শিহরে হৃদয়!
সে লাঞ্ছনা, অপমান, সহিল সে জন,
প্রতিশোধ নাহি কি তাহার? দণ্ড নাই,—
কলঙ্ক-কলুষ পূর্ণ ঘোর পাণাচারে?
মরিল সে, নীরবে চলিলা গেল ছায়!
অরিলে অদৃষ্ট তার বিষয়ে পরাণ!

‘Dante, ‘Hell’ xxix. — Cary’s Translation’,

৫০। ‘বিচিত্র নাটক’ অথবা ‘বৈচিত্র্যময় গল্প’—‘দশম পাদসাক্ষাৎ গ্রন্থ’ অর্থাৎ ‘দশম রাজার গ্রন্থ’ নামক পুস্তকের একটি অংশ মাত্র। এখানে তাহারই বিষয় বলা হইল।

আত্মাও আলোকিত হইবে; গোবিন্দ নানকের তেজোবার্যের অধিকারী হইবেন।^{৭১} মহুযের দুর্ব্যবহারের প্রতিফল দিবার জন্য কিরূপে দৈত্যগণ প্রেরিত হয়;—কিন্নপে পরবর্তী দেবতাগণ,—শিব-ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মূর্তি ধারণ করিয়া আপনাদের প্রাধান্ত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন;—সে সকলই তিনি বিবৃত করিয়াছেন। সিদ্ধগণ কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন;—কিরূপে গোরক্ষনাথ ও রামানন্দ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মনীতি প্রবর্তন করেন;—আপন ধর্ম-প্রচারকালে মহম্মদ কিরূপে অসংখ্য শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন;—তাহা তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন। এসকল গোবিন্দ আরও বলেন,—তঁাহারা সকলেই আপনাপন কু-সংস্কার প্রবর্তিত করিয়া পৃথিবীকে পাপভারাক্রান্ত করিয়াছেন;—জনসাধারণ তাহারই অহুসরণ করিয়া বিপথগামী হইয়াছে। সেই সমুদায় কু-প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়া বিশুদ্ধ ধর্ম স্থাপনের জন্তই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন;—পুণ্য প্রচার করিয়া পাপ-ধ্বংসের নিমিত্তই মানবদেহ ধারণ করিয়াছেন। গোবিন্দ বলিলেন,—যদিও তিনি শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাপি অপরের ন্যায় তিনিও একজন সামান্ত মানব;—ঈশ্বরের একজন আজ্ঞাবাহী ভৃত্য;—সৃষ্টি-কৌশলের অভ্যাসার্থ কার্যবলীর একজন পরিদর্শক মাত্র। যে কেহ তঁাহাকে ঈশ্বর-স্বরূপ কল্পনা করিয়া, অর্চনা করিবে, সেই ব্যক্তি আবহ-

৭২। রোমের 'দিগ্বিজয়ী বাদসাহের' ছায়া সম্বন্ধে 'ভারজিল' যাহা বলিয়াছেন, এতলে তাহার সহিত ভারতবর্ষের এই ধর্ম সংস্কারকের ধর্মবিষয়ক প্রশ্নের তুলনা করিয়া দেখা কর্তব্য :—

এবল প্রভাপশানী সেই সে 'সিজার'।

মরণের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত এখন ॥

পৃথিবীর যে যাতনা—নাহি সহে আর।

শক্তির মন্দিরে স্পৃহা যুত্যা আলিঙ্গন ॥

—Ænied, vi.

পাঠকগণ এই বিষয়ে মিস্টনের অভিব্যক্তিও স্মরণ করিবেন। ধর্মনিষ্ঠ গোবিন্দ মিস্টনের সেই ভাবের বিশেষ উল্লেখ বিধান করিয়াছিলেন;—

‘অপূর্ণ প্রার্থনা তার,

নীরব বীণার তার,

স্বরগ মন্দির এবে নীরবতাময়।

নাহিক সহ্য তেঁহ,

না আছে মধ্যস্থ কেহ,

আপন বলিতে তথা কেহ নাহি রয়।’

আপনা আপনি যেন,

বীণাধ্বনি কহিলেন,—

‘বিশ্বাস আমার প্রতি করহ স্থাপন।

আমি সে তাহার তরে,

আত্মদেহ ত্যাগ ক’রে,

করিব আত্মার প্রেম সৌরব-বর্ধন।’

‘Paradise Lost’, iii.

মানকাল নরকের চিরায়িতে দগ্ধ হইবে। তিনি প্রচার করিলেন,—হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির শিক্ষা, রীতি-নীতি,—সকলই তাঁহার পক্ষে অল্পপযোগী ; কোরাণ পূরণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা নিশ্চয়োজন ; দেবমূর্তি-সেবক অথবা মৃত-ব্যক্তির উপাসক, কেহই কখন পরম স্বর্গীয় স্থখ লাভ করিতে পারে না। ‘ধর্মগ্রন্থ’ পাঠে, ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠা উপাসনায়, কিংবা সামাজিক আচার-পদ্ধতির কঠোর অঙ্গসরণে ঈশ্বরের-সান্নিধ্য লাভ হয় না ;—বিনয়ী ও অকপট হইলেই ঈশ্বরত্ব ও মুক্তি উভয়ই লাভ করা যায়।^{৫৩}

গোবিন্দ ধর্ম-প্রচারের এই পদ্ধতি অঙ্গসরণ করিয়াছিলেন। গোবিন্দের শিষ্যগণ তাহা হইতে তাঁহার ধর্ম-মতে বহুরূপকের সৃষ্টি করিয়াছিল ; তাঁহার স্বর্গীয় করন্যার সহিত নানারূপ পার্থিব চিন্তার সমাবেশ করিয়াছিল। কথিত হয়,—গোবিন্দ ‘নাইনা’ নামক পর্বতের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে গমন করিয়া তথাকার দেবী-মন্দিরে কঠোর তপস্যাচরণ করিয়া-ছিলেন। তিনি দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—পুরাকালে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন একটি বাণ দ্বারা কি উপায়ে সমবেত লোকসমষ্টি ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উত্তরে গোবিন্দ জানিতে পারেন যে, একমাত্র আরাধনা ও আত্মোৎসর্গ দ্বারাই সেই ক্ষমতা লাভ করা যায়। গোবিন্দ বারাগনৌ হইতে জনৈক ধর্ম-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে আহ্বান করেন। শুনা যায়,—পর জগতের কার্যেও ঐ ব্রাহ্মণের অশেষ ক্ষমতা ছিল। গোবিন্দ সেই ব্রাহ্মণের নিকট পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বেদাধ্যয়ন করেন। এক্ষণে গোবিন্দ এক ভয়াবহ উৎসব-কার্য সম্পাদনে প্রস্তুত হইলেন ; গোবিন্দ শিষ্যমণ্ডলীকে আহ্বান করিলেন ; সকলকেই সেই দুঃসাহসিক কার্যে যোগদান করিতে বলিলেন। তিনি সর্ব-সমক্ষে সেই ঐশ্বর্যালোক সমস্ত গুণ একে একে পরীক্ষা করিলেন। বহু পরিশ্রম সহকারে ‘হোমের’ জন্ম এক প্রকাণ্ড ‘বেদী’ নির্মিত হইল। ব্রাহ্মণ গোবিন্দকে বলিলেন,—অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দেবী ছায়াব্রূপে গোবিন্দকে দর্শন দিবেন ; গোবিন্দ নির্ভয়ে অটল অচল ভাবে ও ভক্তি সহকারে দেবীকে অর্চনা করিবেন,—এবং দেবীর নিকট বর-প্রার্থী হইবেন। কিন্তু, গুরু ভয়ে অভিভূত হইলেন ; আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না ; তরবারি বাড়াইয়া ধরিলেন ;—বোধ হইল, গুরু যেন তদ্বারা সেই ভয়ঙ্করী মূর্তিকে অভিবাধন করিলেন। সেই দেবী-মূর্তি তাঁহাকে অভিবাধন-গ্রহণ ব্যাপদেশে, তরবারি স্পর্শ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ অগ্নি-শিখা মধ্যে একখানি স্বর্গীয় অস্ত্র,—একখানি লৌহ কুঠার—দৃষ্ট হইল। তখন প্রচারিত হইল,—দেবীর প্রসন্নতার ও আত্মকুল্যের ইহাই নিদর্শন। কিন্তু গুরু সজ্জন্ত ও ভীত হওয়ায়, যজ্ঞ পণ্ড হইয়াছে। এক্ষণে ধর্ম-প্রচারে জয়লাভ করিতে হইলে, হয়,—গোবিন্দ নিজে প্রাণদান করিবেন ; না হয়,—তাঁহার প্রিয়তম কোন ব্যক্তির জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। তখন গুরু বিশেষ দুঃখিত হইলেন ; ঈশ্বর হাসিয়া বলিলেন,—এই পৃথিবীতে এখনও অনেক কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে ;

^{৫৩}। ‘বিচিত্র নাটক’ হইতে ম্যালকম একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন ; এখানে তাহাই দ্রষ্টব্য।
(Malcolm, ‘Sketch,’ p. 173 &c)

এখনও তিনি পিতার সম্ভ্রুত আত্মার তুষ্টি-বিধান করিতে পারেন নাই। অনন্তর তিনি সম্ভ্রুতগণের প্রতি ইচ্ছিত করিলেন। কিন্তু মত-স্নেহ প্রবল হওয়ায়, গোবিন্দের স্ত্রী সম্ভ্রুতগণকে লইয়া পলায়ন করিলেন; গোবিন্দের বাসনা পূর্ণ হইল না। তখন তাঁহার পটিন জন প্রিয়-শিষ্য অগ্রসর হইয়া প্রাণদানের জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিল; তাহাদের মধ্য হইতে গোবিন্দ একজনকে মনোনীত করিলেন; অতঃপর ভাগ্যদেবী স্ত্রীপ্রসন্ন হইলেন।^{৫৪}

অতঃপর গোবিন্দ পুনরায় শিষ্যদিগকে একত্রিত করিলেন। সমবেত শিষ্যমণ্ডলীর নিকট আপন দেহ-পরিগ্রহের মহৎ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন; এক নূতন ধর্ম প্রচারিত হইল। গোবিন্দ বলিলেন,—অতঃপর একমাত্র ‘খালসা’ বা মুক্ত ব্যক্তিগণই^{৫৫} আধিপত্য করিবে। একাগ্র-চিত্তে ও ভক্তির সহিত ঈশ্বরোপাসনা করিতে হইবে; কিন্তু কেহই সর্বশক্তিমানের কোন প্রস্তর বা মূর্ত্তির উপাসনা করিবে না; তাহাতে ঈশ্বরের প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করা হয়। একমাত্র বিশ্বাস ও ভক্তিভেদেই জগদীশ্বর ‘খালসা’র (সম্প্রদায়-ভুক্ত শিষ্যদিগের) নিকট প্রকট হইবেন। গোবিন্দ প্রচার করিলেন,—সকলেই সমান; উচ্চ-নীচ সকলেই তুল্য; জাতিভেদ ভুলিতে হইবে; পৃথিবীতে ছোটবড় কিছুই নাই।^{৫৬} শিষ্যগণ সকলেই তাঁহার নিকট ‘পহাল’ বা মন্ত্র গ্রহণ করিয়া নূতন ধর্মে

৫৪। এই উপাখ্যান ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্নরূপে বর্ণিত আছে; ম্যালকমের বর্ণনা একরূপ (Malcolm, ‘Sketch,’ p. 53. note); আবার ম্যাকগ্রীগরের শিখ-ইতিহাসের বর্ণনা অন্তরূপ। (‘Macgregor’s History of the Sikhs,’ i. 71) কথিত হয়, গোবিন্দ এক সময়ে বিশেষ নিত্রাভিভূত হন; নিত্রাবস্থায় তিনি ষড়ৈর্ধর্মশালিনী দেবী-মূর্ত্তি বিবরণ একটি স্বপ্ন দেখিতে পান। সম্ভবতঃ গোবিন্দের সেই স্বপ্ন-বিবরণ গল্পেই বর্তমান ঘটনার স্বার্থ বিবরণ জানিতে পারা যায়; সেই ঘটনাই, বোধ হয়, এই উপাখ্যানের ভিত্তিস্বরূপ। শুনা যায়,—১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। (Malcolm, ‘Sketch’ p. 86)

৫৫। ‘খালসা’ বা ‘খালিসা’ শব্দ আরবী শব্দ হইতে উৎপন্ন। ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ,—পবিত্র, বিশেষ, মুক্ত ইত্যাদি। এই শব্দে সাধারণতঃ করদ ও মিত্ররাজ্য হইতে পৃথক-সংজ্ঞক স্বাধীন রাজ্য অথবা রাজ্য বুঝায়। ‘খালসা’ শব্দে গোবিন্দের রাজ্য নির্দেশিত হয়;—অথবা, শিখজাতি ঈশ্বরানুগৃহীত,—ইহাই বুঝায়।

৫৬। ‘রাহেত নামে’, অর্থাৎ গোবিন্দের জীবনীতে এই বিবরণ বর্ণিত রহিয়াছে; উহা গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। গুরু বলিয়াছিলেন,—যে ব্যক্তি গুরুকে দেখিতে ইচ্ছা করে, সে ‘খালসাতেই’ তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। কেহ কেহ বলেন, বোধ হয় গুরুই এ কথা বলিয়াছিলেন।

অনেকে এই তুলনার আপত্তি করেন। পবিত্রতা লাভের এইরূপ চেষ্টা সম্বন্ধে অনেকের মত-বিরোধ দেখা যায়। কিন্তু এ হলে, তাহাদের ভাবিয়া দেখা কর্তব্য যে—আবিলার্ড ত্রয়োদশ ঈশ্বরকে প্রোড়িবাসের তিনটি শব্দের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ওয়ালিস আবার স্বতঃসিদ্ধ বর্ণনায় সাহায্যে গণিতশাস্ত্রের একটি ঘন-পরিমাণ জিজ্ঞাসের সহিত ঈশ্বরদের তুলনা করিয়াছেন। ‘Boyle’s Dictionary’, art ‘Abelard’)

দীক্ষিত হইবে।^{৫৭} চারি জাতি একত্র মিলিত হইবে, এবং একই ভোজনপাত্রে আহার করিবে। ‘তুর্কদিগকে বিনাশ করিতে হইবে। সিদ্ধ-পুরুষদিগের কবর পদদলিত করিবে। হিন্দুদিগের আচার-পদ্ধতি পরিহার্য; তাঁহাদিগের পবিত্র দেব-মন্দির এবং নন্দনদীসমূহ পরিত্যক্ত হইবে। ব্রাহ্মণদিগের যাজ্ঞোপবীত ছিন্ন করিতে হইবে; একমাত্র ‘খালসার’ আশ্রয় গ্রহণ করিলেই মুক্তিলাভ হইবে। ধর্ম ও গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ করিবে। ‘কীরিত নাশ’, ‘কুলনাশ’, ‘ধর্মনাশ’, ‘কর্মনাশ’,—জাতিব্যবসায় ও সংসার-ত্যাগ, বিশ্বাস ও আচার-পদ্ধতি পরিত্যাগ;—ইহাই তাহাদের মূলমন্ত্র হইবে। গোবিন্দ বলিলেন,—‘এইরূপে কার্য্যকর; তোমারা সমগ্র জগতের অধীশ্বর হইবে।’^{৫৮} বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণ ইহাতে আপত্তি করিল। কিন্তু নীচ জাতীয় শিখবর্গ বিশেষ আনন্দিত হইল। তাহারা গোবিন্দকে তাহাদের আত্মোৎসর্গ ও সেবার বিষয় স্মরণ করাইয়া দিল। পবিত্র সলিলা জলাশয়ে স্নান করিতে এবং অমৃতসরের মন্দিরে ঈশ্বরোপাসনা করিতে তাঁহার অচ্যুত প্রতি প্রার্থনা করিল। কিন্তু তদ্বিষয়ে দ্বিজাতী ঘোর আপত্তি করিলেন; অনেকেই গুরু ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু গোবিন্দ স্পর্দ্ধাসহকারে কহিলেন,—অন্তঃপর নীচ ব্যক্তিগণ উদ্রোক্ত হইবে, এবং তাঁহার পরবর্তী স্থান অধিকার করিবে।^{৫৯}

৫৭। ‘পাহল’ (‘পাওয়েল’,—এরূপও উচ্চারিত হয়) অর্থে সাধুভাষার সিংহধার, ক্ষুদ্র-বরজা; উহা হইতেই ‘লীক্ষা বা মন্ত্রগ্রহণ’ বুঝায়। এই শব্দের উৎপত্তি গ্রীক শব্দের উৎপত্তির তুল্য।

৫৮। মূল গ্রন্থে কেবল ভাবটুকু দেওয়া আছে। সাধারণতঃ, কোন কোন স্থলে আবার ভিন্ন ভিন্ন বিবরণের মূল, কথায় কথায় মিলাইয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। (Compare also ‘Malcolm,’ ‘Sketch’ p. 148. 151)

৫৯। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ‘চুড়া’ বা ‘মেথর জাতীয় কতকগুলি লোক দিল্লী হইতে তেজ বাহাদুরের মৃতসেহ আনয়ন করিয়াছিল। (See ante P. 72) পঞ্জাবের সেই ঘৃণিত জাতির অনেকেই শিখ-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা সাধারণতঃ ‘রাংগ্রেথহা’ শিখ নামে অভিহিত হয়। দিল্লীর চারিদিকে যে সকল রাজপুত মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল,—‘রাংগুর’ শব্দ তাহাদের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হয়। ‘নাগবের রাজপুত মহাগণ’ও ঐ নামে পরিচিত। ‘রাণা’ শব্দে সম্বংশজাত বুঝায়। সম্ভবতঃ এই উপাধি ‘রাঙ্ক’ (অর্থাৎ দরিদ্র ব্যক্তি) শব্দ হইতে নিস্পন্ন। ‘রাংগ্রেথহা’ শব্দ ‘রাঙ্গুর’ শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু সাধারণতঃ বৈষ্ণব বুঝা যায়, তদনুসারে ইহা ‘রঙ্গ’ (বর্ণ) শব্দ হইতে নিস্পন্ন নহে। ‘রাঙগ্রেথহা’ শিখগণ কখন কখন ‘মাস্কাবি’ অথবা মুসলমান-ধর্মাবলম্বী বলিয়া অভিহিত হয়। ভিন্ন ধর্মে দীক্ষিত মুসলমানগণ এই নামে পরিচিত; ভারতবর্ষের মেথরজাতীয় বহুসংখ্যক ব্যক্তিগণ তখন মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

হিন্দুদিগকে নতন ধর্মে দীক্ষিত করিবার করণা এসঙ্গে কথিত আছে,—গোবিন্দ বলিয়াছিলেন, কি করিয়া গুরুকে পদদলিত করিতে হয়, চড়ুই পক্ষীকে তাহা তিনি শিক্ষা দিবেন। [এস্থলে ম্যালকমের ‘সায়ংগ্রহ’, পৃষ্ঠা (Malcolm : ‘Sketch’, p. 74) ত্রুটি; ম্যালকম বলিয়াছেন,—আওরঙ্গজেবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া গোবিন্দ এ কথা বলিয়াছিলেন। এস্থলে আবার মত-বিরোধ দেখা যায়। বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাদের মতে গোবিন্দই এই বাক্য প্রয়োগ করেন; কিন্তু কাহার উদ্দেশ্যে গোবিন্দ এ কথা বলিয়াছিলেন, শুৎসংক্ষেপে কেহই সঠিক বর্ণনা দিগ্ভিত করিতে পারেন নাই। সকলেই এ বিষয়ে স্বতন্ত্র মতাবলম্বী।

অনন্তর গোবিন্দ একটি পাখে জল ঢালিয়া যজ্ঞ-কুঠার অথবা দেবী সংস্পর্শ-পবিত্র-তরবারি দ্বারা সেই জল সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। সেই সময় সহস্রা তীর্থাঙ্করী শব্দবিশিষ্ট মিঠায়-পূর্ণ-পাখে হস্তে লইয়া সেই স্থান দিয়া চলিয়া গেলেন। তখন গোবিন্দ সানন্দে বলিলেন,—ইহাই শুভ লক্ষণ। এই সময়ে জীলোকের আগমন শুভলক্ষণ-জ্ঞাপক। ইহাতে ‘খালসার’ বহুসংখ্যক সম্মান-সম্ভৃতি বৃক্ষপত্রের দ্বারা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভবনা। তখন এই জলের সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া গোবিন্দ তাহার কতকাংশ পাঁচজন ধর্ম-বিশ্বাসী শিষ্যের গায়ে ছিটাইয়া দিলেন। শিষ্যগণের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ, একজন ক্ষত্রিয় এবং তিনজন শূত্র ছিল। তিনি তাহাদিগকে ‘সিং বা সিংহ’ নামে সম্বোধন করিলেন; তাহারা ‘খালসা’ নামে অভিহিত হইল। গোবিন্দ নিজে শিষ্যগণের নিকট ‘পাহুল’ গ্রহণ করিয়া গোবিন্দ সিং বা সিংহ নামে পরিচিত হইলেন। তখন গোবিন্দ বলিলেন—অতঃপর যখনই পাঁচজন শিখ এক স্থানে হইবে, তখনই তিনি তথায় উপনীত হইবেন। ৬০

গোবিন্দ এইরূপে জাতি-ভেদ লোপ করিলেন। ৬১ শিষ্যগণের কুসংস্কার ও

৬০। কথিত হয়,—এই নব-বীক্ষিত ব্রাহ্মণ, দাক্ষিণাত্যের একজন অধিবাসী। ক্ষত্রিয়-পঞ্জাবের। শূত্রের মধ্যে প্রথমটি ‘জিওয়ার’ (কুহার) জাতীয়; জগন্নাথ তাহার বাসস্থান। দ্বিতীয়টি হতিনাপুরের একজন জাঠ; এবং তৃতীয়টি একজন ‘চিপা’ অর্থাৎ বস্ত্রারঞ্জক; তাহার বাসস্থান গুজরাটের দ্বারকা নগরে।

গোবিন্দ প্রচার করেন,—পাঁচ জন শিখ মিলিত হইলে, একটি ধর্মসমাজ গঠিত হইবে; অথবা পাঁচজন শিখ সমবেত হইলে, সেখানে নিশ্চয়ই গুরু উপস্থিত থাকিবেন; সে সমাজে গুরু-কুপা বর্তমান থাকিবে;—সত্যতা নির্ণয়ার্থ মালকমের সার-সংগ্রহের ১৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Malcolm ‘Sketch,’ p. 186),

বস্তুতঃ ‘গোবিন্দ’ শব্দ ‘রাব’ শব্দের একটা কৌলিক উপাধি অথবা কল্পিত নাম মাত্র। এই উপাধি হিন্দুগণ সচরাচর গ্রহণ করিয়া থাকেন। রণকুশল মারহাট্টাগণের মধ্যে ‘রাও’ উপাধি প্রচলিত; রাও শব্দ,—এই ‘রাব’ শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। সর্বসামঞ্জস্য-ব্যাঙ্গক সংস্কার প্রবর্তিত হওয়ার, গুরু এবং তাহার শিষ্যমণ্ডলী ‘সিং বা সিংহ’ উপাধি গ্রহণ করেন; এইরূপে অপরাপর সম্প্রদায় হইতে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইল। সাধারণ কথায় ‘সিংহ’ শব্দে ‘সিংহ’ বুঝায়। কিন্তু আনুষ্ঠানিক ব্যবহারে ইহার অর্থ—‘বোদ্ধা’ বা ‘শূর’। রাজপুত্রদিগের মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্য-ব্যাঙ্গক ও গুণবাচক নাম সচরাচর বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক্ষণে ইহা গোবিন্দের শিষ্যগণের অপরিহার্য উপাধি স্বরূপে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। মুসলমানদিগের ‘খাঁ’ উপাধিতে সম্বৎসরাত্মক বুঝা যায়। শিখদিগের এই ‘সিং’ উপাধিও শ্রেষ্ঠত্ব-ব্যাঙ্গক। শিখগণ সাধারণতঃ যেমন তাহাদিগের পূর্ববর্তী নেতৃবৃন্দকে বিশেষ নামে অভিহিত করে; শিখরাজগণও সেইরূপ রণজিৎ সিংহের বিষয় বলিবার সময় ‘সিং সাহেব’ উপাধি প্রয়োগ করিয়া থাকে। এই শব্দ ইংরাজি ‘স্তার কিং’ (রাজা মহাশয়) অথবা ‘স্তার নাইট’ (নাইট মহাশয়) উপাধির স্তায় আর ভুল্যার্থব্যাঙ্গক। কোন শিখকে সম্মান-সূচক নামে ডাকিতে হইলে, অপরিচিত ব্যক্তিগণও ‘সিংজী’ শব্দ প্রয়োগ করে।

৬১। হরগোবিন্দ প্রকৃত পক্ষে কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম প্রণয়ন করেন নাই; তিনি সম্বন্ধ-ভাবে জাতিভেদ রহিত করিয়াছিলেন। শিখজাতি এখনও যে বংশ-স্বতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া আছে;—এ বিষয়েও স্বেচ্ছা আপত্তি প্রদর্শন করা বাইতে পারে। শিখগুরুগণ কেহই বলেন নাই, ব্রাহ্মণ ও শূত্র পরস্পর বিবাহ-সুত্রে আবদ্ধ হইবে। প্রত্যহ এক সূত্রে বসিয়া একই বস্ত্র আহার করিবে,—গুরুগণ তাহাও কখনও বলেন নাই। ফলতঃ, তাহারই যে এই জাতিভেদ নামের বীজ বপন করিয়াছিলেন, এবং সেই বীজই যে পরিমণ্ডে

ভ্রম-বিশ্বাস দূর হইল। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন,—অধুনা লোকের অন্তর আকৃষ্ট করা এবং তাহাদের জ্ঞান-পিপাসা পরিতৃপ্ত করা আবশ্যিক ; শিখদিগকে একতা-শূদ্রে বন্ধন করা প্রয়োজন। এই একতার কলে, বাহাতে দুর্বল ব্যক্তিও নবজীবনের নব-প্রভাত উপলব্ধি করিতে পারে, এবং ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণও দ্বিগুণ উৎসাহে উপাসনায় রত হয়,—তাহার উপায়-বিধান করাই তাঁহার প্রথম কর্তব্য। গোবিন্দ বলিলেন,—তাঁহার শিষ্যগণ একই মন্ত্রে দীক্ষিত হইবে ; পাঁচজন প্রধান শিষ্য হোমজল প্রক্ষেপ দ্বারা এই দীক্ষা-কার্য সম্পন্ন

অঙ্কুরিত হইয়া পত্র-পুষ্প-ফল পরিশোভিত মহা-বৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নিম্নলিখিত উদ্ধৃত অংশ হইতে তাহা স্পষ্টই সপ্রমাণিত হইবে। এখানে মনে রাখা উচিত,—শিখগুরুগণ একমাত্র ধর্মবিষয়ক একতা-বন্ধন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সমতাই অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন ;—

‘জাতিভেদ চিন্তা মনে স্থান দিও না ; বিনয়ী ও নম্র হও, মুক্তিলাভ করিবে’—নানক, সারঙ্গ রাগ।

‘ঈশ্বর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবেন না, তুমি কোন বংশসম্ভূত, অথবা তুমি কোন জাতীয়?’ তিনি কেবল জিজ্ঞাসা করিবেন,—‘কি কাজ করিয়াছ?’—নানক,—অভাতী রাগিণী।

উচ্চবংশজাত যদি হয় নীচাশয়।

তাহার আদেশ কতু পালনীয় নয়।

স্থপিত অস্পৃহ যদি পুণ্যবান হয়।

পাদপীঠ হয়ে তার নানক সেবয়।

‘নানক, মন্টার রাগ।’

ব্রহ্মা হ’তে সমুৎপন্ন হয় যেই জন।

ধরা-মাঝে বরণীয় সেই সে ব্রাহ্মণ।

কহয়ে ব্রাহ্মণ সবে আছে চারি জাতি।

সবে কিঙ্ক হয় এক ব্রহ্মার সন্ততি।

‘উমার দাস,—ভৈরব।’

‘যে ব্যক্তি সর্বদা একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরের ভাবিয়া থাকে, যে সর্বদা তন্ময় হইয়া তাঁহার উপাসনা করে—সে ক্ষত্রিয়ই হউক, আর ব্রাহ্মণই হউক, শূদ্রই হউক, আর বৈশ্যই হউক,—নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করিবে।’—রামদাস, বিলাওয়াল।

চারি জাতি এক জাতি হইবে নিশ্চয়।

ভেটিব সকলে গুরু আছয়ে স্বধার।

‘গোবিন্দ, রহিত নামে’ (এস্থ মধ্যে দ্রষ্টব্য নহে)

Compare Malcolm, Sketch, p. 45 note (মাল্যাকমের সার-সংগ্রহ, ৪৫ পৃষ্ঠার নোট দ্রষ্টব্য)। এখানে গোবিন্দের সর্বক্কে একটি বিষয় বর্ণিত আছে। গোবিন্দ বলিয়াছিলেন,—হিন্দুদিগের ‘পানস্থপারির’ চারিটি উপাদান হুচারুরূপে চর্চিত হইলে, যেমন একটি বর্ষ ফুটিয়া বাহির হয় ; সেইরূপ যখন চক্রিচি জাতি হুচারুরূপে মিশিয়া বাইবে, তখন একটি জাতি গঠিত হইবে।

বস্তুতঃ শিখগণ সকলে মিলিয়া এক সঙ্গে প্রসাদ (ইতর ভাষায়,—পরসাদ), অথবা উৎসর্গীকৃত খাদ্য, ভোজন করিয়া থাকে ; যয়দা, মোটা চিনি এবং ক্ষীর এক সঙ্গে মিশাইয়া এই প্রসাদ প্রস্তুত হয়। এখনও হিন্দুদিগের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। (See Wilson, ‘Asiatic Researches’, xvi. 83, note, and xvii. 239, note.)

করিবে।^{৬২} অধিতীয় নিরাকার ঈশ্বর তাহাদের একমাত্র উপাত্ত দেবতা ; নানক ও তাহার পরবর্তী গুরুগণের স্মৃতি শিখগণ অতি ভক্তিসহকারে রক্ষা করিবে।^{৬৩} 'গুরু জয় হউক।'—ইহাই তাহাদের মূলমন্ত্র।^{৬৪} কিন্তু ধর্মপুস্তক 'গ্রন্থ' ব্যতীত অন্য কোন দৃষ্ট বস্তুর প্রতি তাহারা ভক্তি প্রদর্শন করিবে না। তৎপ্রতি অভিবাদন করাও উচিত

৬২। বিচার শক্তি পরিস্ফুট ও স্মৃতি-শক্তির বিকাশ না হইলে, শিখগণ দীক্ষা প্রাপ্ত হইত না। যতদিন তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত না হইত, ততদিন গুরু তাহাদিগকে দীক্ষিত করিতেন না। সাত বৎসর বয়সের পূর্বে, কখন কখন বা সাবালক না হইলে, গুরু তাহাদিগকে দীক্ষিত করিতেন না। কিন্তু এ বিষয়ে বাধাবীধি কোন নিয়ম নাই। অথবা যে প্রথানুসারে এই দীক্ষা-কার্য সম্পন্ন হইবে, তাহার প্রমাণ-সিদ্ধ কোন বাহ্য-প্রক্রিয়া বিশেষরূপে বিবৃত হয় নাই। বিশেষ আবশ্যকীয় কার্যাবলীর মধ্যে দেখা যায়, — অন্ততঃ পাঁচজন শিখও একত্র সমবেত হইবে। সময় সময় আর একটি ব্যবস্থা হইয়া থাকে ; তাহাদের একজনও অন্ততঃ ধর্ম-বিষয়ে খ্যাতনামা হওয়া আবশ্যক। যে কোন পাত্রে শর্করা ও জল মিশ্রিত করা হয় ; শাপিত ছোরা দ্বারা তাহা সঞ্চালিত হইয়া থাকে। লৌহনির্মিত যে কোন অস্ত্র দ্বারা এই কার্য সিদ্ধ হইতে পারে। যে ব্যক্তি মগ্নগ্রহণ করিবে, সেই ব্যক্তি যুক্ত করে নম্রভাবে হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া থাকে। গুরু যে মন্ত্র—যে ধর্মনীতি, উচ্চারণ করেন, দীক্ষিত ব্যক্তি পর পর তাহারই পুনরাবৃত্তি করে। পরে সেই পবিত্র জলের কতকাংশ তাহার মুখমণ্ডল ও গায়ে গ্রক্ষিত হয় ; অবশিষ্ট জল সে পান করিয়া গুরুকে সাদরে অভিযান করে। তখন গুরুর জয় হটক, —এই ধ্বনিতে বিনয়িত প্রতিধ্বনিত হয়। অন্তঃপর সেই ব্যক্তি সর্বসময়ে ঈশ্বরের নিকট মততা প্রকাশ করিবে, এবং শিখরূপে তাহার কর্তব্য পালন করিবে,— তাহাকে এইরূপ অমুচ্চা প্রবৃত্ত হইলে, এই প্রক্রিয়া শেষ হয়। দীক্ষার বিশেষ নিয়ম প্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহে দ্রষ্টব্য :—Forster 'Travel's i 307 ; Malcolm 'Sketch' p. 182 and Princep's edition of Murray's Life of Runjeet Singh (p. 217) শেষোক্ত গ্রন্থে একজন ভারতীয় সঙ্কলনকর্তার কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

প্রাচীনকালে একজন শিষ্যের পানোদক ব্যবহারের নিয়ম ছিল। কিন্তু শীঘ্রই সে প্রথা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। পদাঙ্গুলি দ্বারা জলস্পর্শ করার যে নিয়ম পরে প্রবর্তিত হয়, সে প্রথাও এক্ষণে লোপ পাইয়াছে। প্রথমোক্ত প্রথা, সম্ভবতঃ শিখদিগের নম্রতা ও আত্মগোচর পরিচায়ক। যে জলে ব্রাহ্মণের বৃদ্ধাঙ্গুলি ধোত হইয়াছে, হিন্দুদিগের নিকট সেই জলই পবিত্র। সম্ভবতঃ এই ধারণাই—প্রথম ও দ্বিতীয় নিয়ম উৎপত্তির কারণ। পদ ও পদাঙ্গুলির পরিবর্তে গোবিল তরবারি প্রবর্তিত করিয়া, তাহার চিহ্ন-বিশিষ্ট দেবদত্ত লোহ-খণ্ডের শ্রেষ্ঠক বিধান করিয়াছেন।

সাধারণতঃ জীলোকগণ যথারীতি শিখধর্মে দীক্ষিত হয় না। কিন্তু কখন কখন তাহারা এইরূপ নিয়মের বশবর্তী হইয়া থাকে। জীলোকদিগের দীক্ষা সময়ে, জল ও চিনি মিশ্রিত হয় ; শাপিত তরবারির এক পার্শ্ব দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া থাকে।

৬৩। 'Transanimate' (উত্তরকালের জীবিত ব্যক্তিগণ) শব্দের প্রয়োগ সম্ভবতঃ আপত্তিজনক হইবে না। শিখদিগের বিশ্বাস,—পরবর্তী প্রত্যেক শিশুর দেহে নানকের আত্মা অবতার গ্রহণ করেন। 'বিচিত্র নাটকে' (Vichitr Natuk) গোবিল তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গোবিল বলিয়াছেন,— এক প্রলীপ ঘেমন অস্ত্র প্রলীপে রান্না বিকারণ করে, সেইরূপ নানকের আত্মা বেহ হইতে দেহান্তর গ্রহণ করিয়া থাকেন।

৬৪। শিখ-জাতির ধর্ম-সম্প্রদায়ের মূল সূত্র সরল ভাষায়, 'ওয়া গুরু'। অর্থাৎ 'হে গুরো'। অথবা 'গুরুর জয় হউক'। কিন্তু বিশদভাবে, তাহাদিগের মূল সূত্র, 'ওয়া! গুরু কি ফাতে'। এবং ওয়া। 'গুরু কা খালসা'।—(গুরুর ধর্ম ও শক্তির জয় হউক ; গুরুর ও নিজের মঙ্গল হউক।—গুরুর ধর্মাবিকরণ বা

নহে। ৬৫ সময়ে সময়ে অমৃতসরের জলাশয়ে অবগাহন করা কর্তব্য ; শিখদিগের মন্তক-মুণ্ডন নিষিদ্ধ। তাহারা সকলেই ‘সিং’ অর্থাৎ সৈন্য-সম্প্রদায় বলিয়া পরস্পরকে সম্বোধন করিবে। জড় পদার্থসমূহের মধ্যে কেবল অস্ত্রের প্রতি তাহারা সম্পূর্ণরূপে অমুগ্ধ থাকিবে। ৬৬ অস্ত্রশস্ত্রে তাহাদের দেহ সর্বদা ভূষিত থাকিবে ; তাহারা সর্বদা যুদ্ধে নিযুক্ত থাকিবে। সমুখ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া যে ব্যক্তি শত্রু নিধন করিতে পারিবে,—তাহারই জীবন সার্থক ; পরাজিত হইয়াও যে হতাশ হইবে না,—সেও ধন্য ; তাহাদের মহিমাই অতুলনীয়। তিনি স্বধর্ম-বিরোধী তিনটি সম্প্রদায়ের সহিত সংগ্রহ পরিত্যাগ করিলেন। যাহারা অর্জুনের ধ্বংসের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, সেই দৌরমলী সম্প্রদায়কে ;—তাঁহার পিতার নিধনকরে যাহারা সাহায্য করিয়াছিল, সেই রামরায়ের দলকে ;—এবং যাহারা তাঁহার নিজ ক্ষমতা বিস্তারের অন্তরায় হইয়াছিল,—সেই মুসান্দীদিগকে, গোবিন্দ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি সমস্ত মুণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে অথবা হিন্দু-মুসলমানদিগকে ঘৃণা করিতেন। তৎকালে কতকগুলি অধার্মিক লোক কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া শিশু-কন্যা হত্যা করিত ; গোবিন্দ সেই নৃশংসদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কিন্তু কোন

রাজ্যের কুশল হউক।) —ইহা প্রমাণ-সিদ্ধ নহে। কিন্তু পূর্ব বর্ণিত বাক্যটি সচরাচর ব্যবহৃত হওয়ায়, উহা শিখদিগের অভ্যাস হইয়াছে। ‘দেগ’ ও ‘তেগ’ শব্দদ্বয়ের মধ্যে যে গূঢ়তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, গোবিন্দ তাহারই ব্যাংগ্য প্রতিপাদনের চেষ্টা করেন। এই শব্দদ্বয় শিখদিগের অভিবাদনের স্বত্বরূপে নির্দিষ্ট না হইলেও, গোবিন্দ যে নীতি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে এই অভিবাদনের সৃষ্টি হইয়াছে।

‘আদিগ্রন্থ’ বহু খণ্ড ও অধ্যায়ে বিভক্ত। সেই খণ্ড ও অধ্যায়গুলির এধিকাংশ সংখ্যার প্রথমের ‘একো উনকর, সাখ গুরু-এমাদ’ প্রভৃতি বাক্য লিখিত আছে। ‘অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ও পরম স্রষ্টা গুরুর কৃপা—’ সেই শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ। ‘দশম পাদসা কা গ্রন্থের’ অর্থাৎ ‘পরমেশ্বর অদ্বিতীয় এবং গুরুর ঈশ্বর-প্রদত্ত ক্ষমতা’,—এই সকল লিখিত আছে।

‘গুরু রত্নাবলীর’ শিখ-গ্রন্থকার ‘ওয়া গুরু’! প্রভৃতি সম্বোধনের সার্থকতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যে মূলভূত কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা কাল্পনিক ও অকিঞ্চিংকর বলিয়া মনে হয়,—

‘ওয়াসদেও (বাহসদে), প্রথম যুগ বা সত্যযুগের সম্বোধন

হর হর, দ্বিতীয় বা ত্রেতাযুগের সম্বোধন ;

গোবিন্দ গোবিন্দ, তৃতীয় বা দ্বাপর যুগের সম্বোধন,

রাম রাম, চতুর্থ যুগ বা কলি যুগের সম্বোধন ;

ইহা হইতেই এই পঞ্চম যুগ বা নব-বিধানের ‘ওয়া (বাহবা) গুরু’ (Wah Goo Roo)

নিপন্ন হইয়াছে।

৬৫। ‘রিহিত নামে’ অথবা গোবিন্দ-জীবনের নিয়মাবলীতে একমাত্র ‘গ্রন্থের’ প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের বিষয়ই আদিষ্ট হইয়াছে। শিখগণের অনেকেই গোবিন্দকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করিত। তাহাদের এই কাণ্ডের জন্য গুরু তাহাদিগকে ঘৃণা করিতেন। এইরূপে গোবিন্দ শিখগণের পৌত্তলিকতা ধ্বংস করিয়াছিলেন।

৬৬। শিখ-জাতি লোহের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিত। তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। যথা—, Malcolm, ‘Sketch’, i. 48, p. 117 note, and p. 182, note.

নীতি অবলম্বন করিয়া গোবিন্দ এই প্রথা রহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার ধর্মগ্রন্থে তাহার কোন নিদর্শন নাই। ৬৭

গোবিন্দ এক বিষয়ে জয়লাভ করিয়া ছিলেন ; তিনি ধর্ম প্রচারে শিষ্টগণের প্রভু হইয়াছিলেন। এখনও তাহার একটি গুরুতর শ্রমসাধ্য কার্য অবশিষ্ট আছে। সে কার্য, —অবিখ্যাসী প্রজাপীড়নকারী বিধিমিগণের রাজ্যের ধ্বংস-সাধন। মুসলমানদিগের শিষ্টাচার এবং হিন্দুদিগের কুসংস্কারের মধ্যেও তিনি ‘খালসার’, বা ‘সিং’দিগের ধর্মরাজ্যের

মূল পুস্তকে এই নিয়মের যে ব্যাখ্যা সম্মিলিত হইয়াছে, —সেই ব্যাখ্যাই প্রকৃত। ভারতবর্ষের সর্বত্রই সর্বপ্রকার অন্ত্রশস্ত্রের, (হাতিয়ার পাত্রের) পূজা হয়। পশ্চিম-অঞ্চলের প্রচলিত সাধু-ভাষায় বলিতে গেলে, এ সকলই পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত এবং ঈশ্বরের নামে সকলেই তাহা উৎসর্গ করিত। প্রধানতঃ বাবসায়ী সওদাগরদিগের মধ্যেই এই প্রথার বহুল প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার প্রতি বৎসর একস্থানে সর্ব স্থপীকৃত করিয়া তৎসমক্ষে ধর্মকাণ্ডের উৎসবাদি সম্পন্ন করিয়া থাকে। যাহারা পুরুষানুক্রমে কোরাণীগিরি অথবা নকলনবিনী করে, তাহারও সেইরূপে মনীপাত পূজা করে। সৈনিকবিভাগেও এ প্রথার অভাব দেখা যায় না ; সৈন্যসাধারণ দশহরার উৎসবের দিন পতাকা ও রশ্মিকৃত অন্ত্রশস্ত্র ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করে। গোবিন্দের শিক্ষাগুণে তাহার শিষ্টগণ জাতি-বাবসায় পরিভাগ করিয়াছিল। তাহাদের পূর্বপুরুষগণ হলাকর্ষণ, বস্ত্র-বয়ন, কোরাণীগিরি প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। এক্ষণে শিখ-জাতি পূর্বপুরুষদিগের সেই সকল বাবসায় পরিভাগ করিল। গোবিন্দের শিকা-প্রভাবে তাহার বুদ্ধি, —এই পৃথিবীতে তরবারিই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন। যদ্বারা ধনত্যা-প্রভু হইতে হয় ; যাহার সাহায্যে নিরাপদে নিরুপদ্রবে কালযাপন করা যায় ; যাহাতে প্রাত্যহিক খাদ্যের সংস্থান হয় ; তৎপ্রতি সম্মানপ্রদর্শনের জ্ঞান সর্বদেশেই পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের (ইংরাজদের) স্বদেশে কোন নাবিক নৌ বিভাগের কর্মচারী বলিয়া পরিচিত হওয়া সম্মানার্থ বলিয়া মনে করেন। অগ্ন বিভাগের কাণ্ড অপেক্ষা নৌ-বিভাগের কাণ্ড তাহাদের নিকট প্রাধান্য। ভারতবর্ষে পুরুষানুক্রমিক বাবসায় প্রথা প্রচলিত থাকায়, এই ভাব উচ্চ-স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। দর্শন-শাস্ত্রের ভাষায় বলিতে গেলে ইহা আত্মার পুনর্জন্মান্তর সর্বকীর বিশিষ্ট নীতি-বিশেষ। কিন্তু বিবেক-শক্তি দ্বারা বিচার করিয়া দেখিতে গেলে বুঝা যায়, মনুষ্যের প্রাত্যহিক ক্রিয়া-কলাপ স্বচাৰুভাবে পরিচালিত করিতেই এই নীতি বিধিবদ্ধ হইয়াছে ; এবং পরম স্বথ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত এই নীতি অমুহৃত হইবে। যে ব্যক্তি সর্বদা যুদ্ধ-চিন্তায় নিমগ্ন থাকে ; যে ব্যক্তি তরবারিই একমাত্র অবলম্বনীয় মনে করে, —তাহার আত্মাই নিকৃষ্ট আত্মা। মুক্ত আত্মা সর্বদাই ঈশ্বর-চিন্তায় রত থাকে।

‘মাচ্চা পাদরা’ বা প্রকৃতরাজা, —এই শব্দের প্রকৃত বুৎপত্তি নির্ণয় করা হক্টিন। এই শব্দের উৎপত্তি ও বুৎপত্তি একই রূপে নিম্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ধর্মরাজ বা গুরু অবিনশ্বর আত্মার উপর আধিপত্য করেন ; তিনি মুক্তির পথ-প্রদর্শক। কিন্তু ঐহিক রাজা, ইন্দ্রিয়বৃত্তি পরিচালনার পথ-প্রদর্শক। তিনি ইন্দ্রিয় স্বখভোগ-লালসা ও প্রবল বাসনার পরমিত বাবহারের বাবস্থা-বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। মুসলমানদিগেরও তাহাই বিধাস। এবং তাহাদের মধ্যে একতাব্যঞ্জক হাকিকি শব্দ প্রচলিত আছে।

৬৭। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে গোবিন্দের ‘রেহেত’ ও ‘চান্সা নামে’ নামক গ্রন্থ সম্মিলিত হইয়াছে। তাহাতে এই সমুদায় এবং অগ্ন্যস্ত্র আরও অনেক ভেদ-ব্যঞ্জক প্রথা দৃষ্ট হইবে।

প্রকৃত ধার্মিকের স্বাভাবিক প্রভেদ-ব্যঞ্জক অমুণ্ডিত কেশদাম ও নীলবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধানের প্রথা গোবিন্দের কোন গ্রন্থেই দৃষ্ট হয় না। এ সম্বন্ধে তাহার কোন আদেশ ছিল বলিয়া মনে হয় না। বোধ হয় প্রধানতঃ আচার পদ্ধতি ও বাবহারিক নীতি হইতে তাহার বিশেষ একটি নিদর্শন ধরূপ

প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গীর ও মোজা, সাধু ও পণ্ডিত,—সকলকেই তিনি চমকিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এখনও একটি কার্য অবশিষ্ট আছে। সে কার্য,—প্রবল-প্রতাপ মুসলমান সম্রাটের সৈন্তগণের নিধনসাধন এবং অসংখ্য ঘৃণিত ধর্মাবলম্বীদিগের উচ্ছেদ-বিধান। ষাঁহার প্রাচীন রোমের দৃঢ় শাসন ও কূট-রাজনীতি আলোচনা করিয়া থাকেন; ষাঁহার আধুনিক ইউরোপের প্রভুত্ব-ক্ষমতা ও রাজ্যাশাসন-নীতির সুবন্দোবস্ত প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন,—তাঁহাদের নিকট হয়ত গোবিন্দের এই কল্পনা ও বিধি-ব্যবস্থা অসম্ভাব্য ও প্রলাপের পরিচায়ক বলিয়া অস্বীকৃত হইবে। কিন্তু এশিয়ায় বিস্তৃত রাজ্য-সমষ্টি, ইউরোপের অর্ধ-অসভ্য জাতির অধিকৃত রাজ্যের শ্রায়, অসংখ্য লোকসমষ্টির গভীর বিশ্বাসভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে; তাহারা একই জাতীয় বিভিন্ন রাজবংশে বিভক্ত। সামরিক শক্তির ক্রমবিকাশে, এবং দলপতিগণের প্রতিভা শক্তিতে তাহারা বিজয়োল্লাসে মত্ত হইয়াছিল। এক বংশের পর অপর বংশ পর্যায়ক্রমে প্রাধান্য লাভ করিত। সাইরাস

এই প্রভেদ-বাজক রীতি গ্রহণ করিয়াছে। পূর্বে এই নীলবর্ণ পরিচ্ছদ-পরিধান একরূপ নিয়মাধীন ছিল; এক্ষণে তাহারা আর সে প্রথা অনিবার্য বলিয়া মনে করে না। সম্ভবতঃ হিন্দুধর্মের প্রতি বিক্ষিপ্তাচরণের ফলেই এতদ্ব্যতীত প্রথার সৃষ্টি হয়। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ সম্রাটগণ যত্ন সহকারে মন্তক মুণ্ডন করেন; ধর্মকার্যে, প্রথম দীক্ষাকালে এবং নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয়ের মৃত্যুতে হিন্দু জাতি মন্তক-মুণ্ডন করিয়া থাকে। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অনেক ধার্মিক ব্যক্তি এবং সম্রাট হিন্দু-গণ এখনও নীলবর্ণ ঘৃণা করেন। আজিও রাজপুত কৃষকগণ জমিতে নীল বপন করে না; তাহারা এ কার্য লজ্জাকর বলিয়া মনে করে। অস্থপক্ষে, মুসলমানগণ নীলপোষাক বিশেষ পছন্দ করে। হয়ত, মুসলমান-রাজত্বের সময় হইতেই নীলবর্ণের প্রতি হিন্দুদিগের বিদ্বেষভাব জন্মিয়াছে। অশ্বাশ্ব বর্ণনার মধ্যে কৃষ্ণের নীলবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধানের বিষয়ও উল্লিখিত আছে। যাহা হউক, নানকের বিদ্য উল্লেখকালে, ‘ভাই গুরুদাস’ নামক একজন শিখ গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—‘যখন আমরা মন্ডায় গিয়াছিলাম, তখন নানকের পরিধানে কৃষ্ণের শ্রায় নীলবর্ণের পোষাক ছিল। সেইরূপ শিখদিগের কেহই ‘হুই’ রঙ্গের অথবা কুরুমজাতীয় পুষ্প-রঙ্গে রঞ্জিত পরিচ্ছদ পরিধান করে না। বহুদিন পর্যন্ত হিন্দুগণ এই রঙ বিশেষ ভালবাসিত। কিন্তু আজকাল এই রঙ ক্রমে ক্রমে ককিরদিগের বিশেষ আদরনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

শিখজাতি ধূমপান করে না; অথবা অল্প কোন মাদক দ্রব্য সেবন করে না। নিষিদ্ধ দ্রব্যের মধ্যে প্রথমতঃ তামাকের নস্তুই নিষিদ্ধ হইয়াছিল। নস্তু নিষিদ্ধ দ্রব্য; কাজেই তামাকও কেহ ব্যবহার করিত না। ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রথমে তামাকের আমদানি হয়। (M'Culloch's Commercial Dictionary, 'art-Tobacco') আমার বোধ হয়, আকবরের কোন বংশের একবার তামাক বহিষ্কারের বৃথা চেষ্টা করেন; কিন্তু আজকাল ভারতীয় মুসলমানগণ সকলেই ধূমপান করিয়া থাকেন; তামাক ব্যবহার করেন।

পার্থক্যের আর একটি চিহ্ন লক্ষিত হয়;—শিখগণ একপ্রকার পা-জামা পরিধান করে। কিন্তু হিন্দুগণ যেক্ষণে গাত্র আবরণ করিয়া থাকে, শিখগণ সকলেই ত্রিপিণ্ডীভাবে পেটলান পরিধান করিয়া থাকে। রোমীয় যুবকের পক্ষে ‘টগা ভিরিলিস’ দ্বারা ধর্মার্থিকার প্রদান করা যেক্ষণ অত্যাবশ্যকীয়; শিখ বালকেরও তেমনই ‘হুচ’ বা ‘পায়জামা’ গ্রহণ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

হিন্দু রমণীগণ একই রকমের পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। কিন্তু শিখ রমণীগণ বহু প্রকারের পোষাক পরিধান করিয়া থাকে। প্রধানতঃ তাহাদের উচ্চ বোঁপা বিশেষ পার্থক্য-পরিচায়ক।

পারস্য সৈন্য সাহায্যে, এবং সার্লিমনে অল্পদংখক ফরাসী সৈন্য সম্ভিৎবাহারে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। বাবর রাজ্য-স্থাপনের ক্ষত্ৰপাত করিয়া যান; মুষ্টমের তাতার সৈন্য সাহায্যে আকবর সেই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ‘একিমিনিডিস’ এবং ‘কারলোভিজিয়ান’ দিগের জায়, মোগলদিগের রাজ্যে তেমন স্থশাসন ছিল না; বাবরের স্বজাতীয়গণের সংখ্যাও অধিক নহে,—এবং তাঁহার পুত্র সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন। কিন্তু আকবর বিশেষ রাজনীতিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, কৃপালু ও উদার-প্রকৃতি ছিলেন। তাঁহার দক্ষতা ও সংসাহসিকতা বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁহার অহুচরণ সাহসী ও উদ্যমশীল ছিল। আকবর নিজেও কুটরাজনীতিজ্ঞ এবং অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। এই সকল কারণে আকবর সমগ্র ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন। তৎকালে আকবর লোকের অভাব বৃদ্ধিতে পারিয়াছিলেন। অসাধারণ পরিচালনা শক্তি বলে, তিনি হিন্দু-মুসলমানদিগের, রাজপুত, তুর্ক ও পাঠানদিগের পরস্পর-বিরোধী সংস্কার ও ধর্মমতগুলির সমতা বিধান করেন। পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করিবার পর আকবর তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের ভোগের জগৎ একটি বহু বিস্তৃত এবং স্থশাসিত রাজ্য রাখিয়া পরলোক গমন করেন। কিন্তু জাহাঙ্গীরের এক পুত্র রাজ্য লালসায় পিতার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। পরে, সাজাহান যখন রাজত্ব করিয়াছিলেন, তখন প্রথমে তাঁহার পুত্রগণ রাজ্যভাণ্ডের আশায় পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়; এবং পরিশেষে এই যোদ্ধগণের একজন দক্ষ ও লক্ষ-প্রতিষ্ঠ ব্যক্তি কর্তৃক, সাহাজান কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব চিরকাল ভয় করিতেন,—পাছে বা তাঁহারই দুষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া অগ্নি কেহ আধিপত্য স্থাপন করে। আওরঙ্গজেব নিষ্ঠুরপ্রকৃতি ছিলেন। তিনি মুসলমানদিগকে সন্দেহ করিতেন। তাঁহার গোঁড়ামিতে এবং অত্যাচার-উৎপীড়নে হিন্দু-প্রজাগণও তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিল; সকলেই তাঁহাকে ঘৃণা করিত। স্বতরাং বৃদ্ধ বয়সে আওরঙ্গজেব কেবল অশান্তি ভোগ করিয়াছিলেন; তাঁহার প্রাণে শান্তি ছিল না। কোন বীর জাতিই তাঁহার সহিত যোগদান করিত না; রাজ-সভায় প্রায়ই বিখন্ত ব্যক্তি দেখা যাইত না। অসাধারণ বুদ্ধিবলে আওরঙ্গজেব জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন; সেই বুদ্ধিবলেই তিনি এককাল তাঁহার অন্তরের অসারত্ব লুকাইয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন; জীবিতকালে তাঁহার অসারত্ব কেহই বৃদ্ধিতে পারে নাই; কিন্তু মৃত্যুর পর তাঁহার প্রকৃত স্বভাব ও অসারত্ব সকলেই বৃদ্ধিতে পারিয়াছিল। মোগল রাজত্বে রাজনৈতিক একতার অভাব ছিল। সিংহাসন লইয়া সর্বদাই বিবাদ-বিসংবাদ উপস্থিত হইত; তাহাতেই রাজ্য-শাসন-নীতি ও আধিপত্যের স্থশৃঙ্খলা নষ্ট হইয়াছিল।^{৬৮} মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে বহুদংখক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

৬৮। মোগল রাজ্যে এ দোষ চিরদিন বর্তমান ছিল; আকবর পরগতে ‘চৌত্রি’ এবং পরগণা ‘কাহুনগো’ নামক দুইটি পদ স্থাপিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই দুইটি পদবি, বংশানুক্রমিক ‘সেরিক’ এবং জমি-জমা ও ধনসম্পত্তির সিরেস্তাদারের স্তার তুল্যার্থবাজক। সেইরূপ দীর্ঘকালস্থায়ী বিবি-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা ইংরেজদের পক্ষে এখনও প্রভূত আয়াস-সাপেক্ষ। বংশের মধ্যে যে ব্যক্তি হৃদক ও

রাজ্য ছিল। সেই সকল রাজারা অতি অনিচ্ছা-সঙ্গে বাদসাহের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন। আবার মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি জায়গীরদারও ছিল। সেই সকল রাজবংশ এবং বিস্তৃতভোগী জায়গীরদারগণ সম্রাটের শাসন কার্যে বিিন্ন উপাদানের জন্য সর্বদাই চেষ্টা করিত; তাঁহারা পূর্বেও বিশ্বাস করিতেন এবং এখনও করিয়া থাকেন যে—বাদসাহ কেবল নিজ স্বার্থের জন্যই রাজকার্য নির্বাহ করেন; দেশের জনসাধারণের মঙ্গল-বিধান-কল্পে তিনি কোন কার্যই করেন না। সাধারণের মনে এই বিশ্বাস অনেকটা বদ্ধমূল ছিল; সুশাসিত বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের শত চেষ্টায়ও তাহা দূর হয় নাই। তখন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি প্রভু লাভে সমর্থ হইলে, তাহারই প্রশংসা-ধ্বনিতে দিগ্‌মণ্ডল পূর্ণ হইত। রাজা এবং প্রজার মধ্যে এই বৈরিভাব দূর করিবার জন্য আকবর অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; তিনি এবিষয়ে কতকটা স্কৃতকার্যও হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ তাঁহার মায় বুদ্ধিমান ছিলেন না। দেশে স্বাধীনতার ভাব পূর্বেই জাগিয়া উঠিয়াছিল; ধর্মবিষয়ক অসন্তোষ নিবন্ধন সেই ভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অতি অল্পকাল মধ্যেই ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগ অধিকৃত হয়; তখন আওরঙ্গজেব রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না; তিনি সেই দূরদেশে প্রভু অক্ষুণ্ণ রাখিতে বৃথা চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলেন। মোগলগণ কান্দীর ব্যতীত হিমালয়ের অন্য কোন প্রদেশে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই; সেই সকল বহু গিরি-সংকটেই সহসা বিদ্রোহের সূত্রপাত হইয়াছিল। এই সময়ে শিবাজি মহারাজীয় জাতির নিখিত শক্তি জাগরিত করিলেন। তিনি কটসহিষ্ণু পশুপালকদিগকে রোতিমত শিক্ষা দিয়া একদল সৈন্য গঠন করিলেন; বাদসাহের অধিকারের অনতিদূরে তাঁহার এক প্রাদেশিক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। বীরোচিত স্বভাবে গোবিন্দ ধর্মাসুরাগ উদ্দীপ্ত করেন। আওরঙ্গজেবের লুপ্ত গৌরবের উপর তিনি এক নতুন জাতি-রাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা করেন; তাঁহারা সে কল্পনা প্রাণ-জনক বা অবিম্ব্যকারিতার পরিচায়ক বলিয়া বোধ হয় না।

পরন্তু গোবিন্দের কার্য-প্রণালীর শৃঙ্খলা-সাধন সহজসাধ্য নহে; তাঁহার কার্যাবলীর গূঢ়ত্ব উপলব্ধি করাও অসম্ভব। একজন বিশ্বাসযোগ্য মুসলমান গ্রন্থকার বলিয়াছিলেন, —গোবিন্দ তাঁহার শিষ্যগণের ভিন্ন ভিন্ন দল এবং কোঁজ গঠন করিয়াছিলেন। তাহারা সকলেই তাঁহার বিশ্বস্ত শিষ্যগণের অধিনায়কত্বে পরিচালিত হইত।^{৬২} তিনি একদল পাঠান সৈন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন,—তাঁহারা সর্বত্রই বিজয়-শ্রী লাভ করিত।^{৭০} গোবিন্দ

সত্যবাদী তাহাকেই সিংহাসন দানের ব্যবস্থা হইয়াছে। হুতরাং বংশাধিকারে পুত্র পৌত্রাদি পর্বায়ে উত্তরাধিকারিদের আপত্তিজনক নিয়ম সংশোধিত হইয়াছে।

৬২। Sier ool Mutakhereen, i, 113.

৭০। মারহাট্টাগণের ঐতিহাসিক বিবরণে দেখা যায়, শিবজীও এইরূপ বহু সংখ্যক বেতনভুক্ত পাঠান সৈন্য নিযুক্ত করেন; তাঁহারা বিজাপুর রাজ্যে কার্য করিত; এক্ষণে ঐ রাজ্য ধ্বংস হওয়ার তাঁহারা কর্তৃত্ব হইয়াছে। (Grant Duff, 'History of the Mahrattas, i. 105.)

শতাব্দী ও যমুনার মধ্যবর্তী পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে দুইটি কি তিনটি দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। নাহনের নিকটবর্তী ‘কিরদা’ উপত্যকায় ‘পাওনটা’ নামক স্থানেও তাঁহার একটি আড্ডা ছিল ;—বহুকাল পরে, এই স্থানে ইংরেজ ও গুপ্তাধিপতির বিষম যুদ্ধ হয়। আনন্দপুর-মাথোয়ালও তাঁহার একটি আশ্রয় স্থান ; তাঁহার পিতা সেই আশ্রয় স্থাপন করিয়াছিলেন।^{৭১} চামকৌরে গোবিন্দের আর একটি আশ্রয়স্থান ছিল ;—এই স্থানটি শতাব্দী নদীর নিম্ন-প্রদেশস্থ উপত্যকায় অবস্থিত। তখন এই স্থানটি ভোগ বাহাদুরের অতি প্রিয় ছিল। এইরূপে কতকগুলি সুরক্ষিত দুর্গের অধিপতি হইয়া গোবিন্দ পাখবর্তী পার্বত্য অধিবাসিগণের আক্রমণ হইতে নিবিঘ্নে বাস করিতে লাগিলেন। অতঃপর গোবিন্দ এই সকল অর্ধ-স্বাধীন রাজগণের রাজকার্য পরিচালনায় যোগদান করিতে প্রয়াসী হন, এবং এইরূপে সেই সকল অর্ধ-স্বাধীন রাজগণের উপর তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হয়। তিনি মনে মনে বুঝিলেন,—দুর্গম-পর্বত-শ্রেণী মধ্যে ক্রমে ক্রমে যে অধিপত্য স্থাপিত হইবে, তাহাতেই মোগলরাজ্যের উচ্ছেদ-সাধন অবশ্যাস্তারী। ধর্মগুরুরূপে গোবিন্দ বহু উপটোক্তন প্রাপ্ত হইতেন ; ভারতবর্ষের সকল স্থান হইতেই শিষ্য সংগৃহীত হইয়াছিল ; গোবিন্দ সামরিক শক্তি প্রতিষ্ঠার উপযোগিতা অল্পতব করিয়াছিলেন। বিজ্ঞোহীদিগের ন্যায় নিরাপদ স্থানে পলায়নের আবশ্যকতা বুঝিতেও তিনি অক্ষম ছিলেন না।

প্রধান নেতৃত্বপূর্ণ অথবা অগ্র রাজার সাহায্যকল্পে গোবিন্দ যে সকল যুদ্ধকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তৎসমুদায় তিনি নির্জেই বর্ণনা করিয়াছেন।^{৭২} তাঁহার বর্ণনাগুলি তাঁহার কার্যকলাপের জীবন্ত প্রতিকৃতি ; ঐতিহাসিক বিবরণ হিসাবে সেগুলি মূল্যবান এবং অগ্রাগ্র বর্ণনা অপেক্ষা গোবিন্দের সেই বর্ণনাই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। পুরাতন বন্ধু নাহনের রাজ্য সহিত গোবিন্দের প্রথম যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে হিন্দুদের রাজা নাহনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। শুনা যায় সেই রাজা একবার গোবিন্দ কর্তৃক বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ও অপদস্থ হইয়াছিলেন। গোবিন্দের বেতনভোগী কতকগুলি পার্ঠানসৈন্যও নাহনের সহিত যোগদান করিয়াছিল। গোবিন্দের নিকট তাহাদের বেতন পাওনা ছিল বলিয়া

৭১। মাথোয়ালের ঐতিহাসিক সন্নিবেশে আনন্দপুর অবস্থিত। মাথোয়ালের নিজ বাসস্থানটিকে গোবিন্দ প্রথমতঃ এই ‘আনন্দপুর’ নামে অভিহিত করেন। ইহাতে বুঝা যায়, তাঁহার বাসভূমি তৎপিতৃ-বাসভূমি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, এবং তাহার অর্থ,—স্থান। এখানে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর একটি ‘চৌকী’ আছে। কথিত হয়, গোবিন্দ এই স্থান হইতে সওয়া ক্রোশ দূরবর্তী স্থানে শর নিক্ষেপ করিতেন ;—ইরাজী গণনায় এই দূরত্বের পরিমাণ প্রায় দুই মাইল ; কারণ পঞ্জাবীদিগের ক্রোশের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম।

৭২। দ্বিতীয় গ্রন্থের একটি অংশরূপে এই অংশ—‘বিচিত্র নাটক’—গূর্ধেই উদ্ধৃত হইয়াছে। শুধা সিংহের ‘গুরুবিলাসে’ গোবিন্দের এই বিবরণ সম্পূর্ণ সমর্থন করা হইয়াছে। ইহাতে বহু বিস্তৃত বিবরণও দৃষ্ট হয়। এই সময়ের বিবরণ-সম্বন্ধিত ‘বিচিত্র নাটকের’ কতকগুলি অংশের ম্যালকম অল্‌বান (Malcolm, ‘Sketch’, p. 58,) করিয়াছেন ; তাহা মিলাইয়া দেখা যাইতে পারে। কিন্তু ম্যালকমের সাধারণ বিবরণ এই ঘটনাবলীর বিপরীত ও তাহা ভ্রমবুলক।

তাহারা দাবী করিত। তাহারা মনে করিয়াছিল—গোবিন্দের ধ্বংস সাধনে এবং তাঁহার অবাসস্থান লুণ্ঠনে তাহাদের সমুদায় দাবী পূরণ হইবে;—তাহাদের সমুদায় ক্ষোভ দূর হইবে। কিন্তু গোবিন্দ এই যুদ্ধে জয়লাভ করেন; কতকগুলি পাঠান সৈন্যাদিক্কা যুদ্ধে নিহত হয়, এবং গোবিন্দ অহস্তে নালগড়ের যুবক যোদ্ধা হরিচাঁদকে নিহত করেন। অনন্তর গুরু শতরু অভিযুগে অগ্রসর হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। এই সময়ে কোট-কাউরার রাজকীয় কর্মচারিদিগের সহিত কালুরের ভীমচাঁদের যুদ্ধ চলিতেছিল; সেই স্বযোগে, আনন্দপুর হরক্ষিত করিয়া ভীমচাঁদের বন্ধুরূপে গোবিন্দ সেই যুদ্ধে যোগদান করেন। বহুসংখ্যক পার্বত্য রাজা মুসলমানদলপতির সহিত যোগদান করে; কিন্তু এই যুদ্ধে মুসলমান সেনানায়ক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হন। যুদ্ধে ভীমচাঁদ জয়লাভ করেন; বিদ্রোহের স্বার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। অতঃপর কিছুকাল বিশ্রামে অতিবাহিত হইল। গোবিন্দ বলেন,—এই সময়ে তিনি তাঁহার অমনোযোগী ও উচ্ছৃঙ্খল অশুচরবর্গের শান্তি-বিধান করিয়াছিলেন। কালুরের রাজাকে গোবিন্দ যে সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন, মুসলমানগণ তাহা কখনও বিস্মৃত হইতে পারে নাই। তৎপ্রতিবিধানার্থ এই সময়ে একদল মুসলমান সৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করে; কিন্তু তাহারা অকৃতকার্য হয়। অতঃপর একজন দক্ষ সেনাপতির অধীনে বাদসাহের আর একদল সৈন্য গোবিন্দকে দমন করিতে আগমন করে। যে সকল পার্বত্য রাজগণ ভীমচাঁদের দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া কর প্রদানে অস্বীকৃত হইয়াছিল, তাহাদিগের ক্ষমতা হ্রাস করাও এই সেনাপতির অগ্রতম উদ্দেশ্য ছিল। উভয় দলে কিছুদিন যুদ্ধ চলিল; পার্বত্য রাজগণ সন্ধি সংস্থাপনের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা বিফল হইল। বাহা-হউক, পরিশেষে মুসলমানগণ সম্পূর্ণরূপে বিবস্ত ও পরাজিত হইয়া, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইল।

গোবিন্দ এইরূপে পুনঃপুন যুদ্ধে জয়লাভ করায়, মুসলমানদিগের মনে উদ্বেগের সঞ্চার হইল। তাঁহার কার্য-কলাপে পার্বত্য-রাজগণের মনে প্রথমেই ভয়ের উদ্রেক হইয়াছিল। যিনি প্রকৃত রাজা নামে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাঁহার ধ্বংস-সাধনকল্পে তাহারা বাদসাহের সৈন্যের সাহায্য প্রার্থনা করিল। আওরঙ্গজেব লাহোর ও সারহিন্দের শাসনকর্তাদিগকে গুরুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন; তাহাদিগের সাহায্যার্থ বাদসাহপুত্র বাহাদুর সাহ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, এইরূপ জনরব উঠে।^{৭৩} বাহা হউক,

৭৩। ম্যালকম বলেন, (Malcolm, 'Sketch', p. 60, note)—ইহাতে বুঝা যায়, এই যুদ্ধ ১৭০১ খৃষ্টাব্দে হয়। এই সময়ে বাহাদুর সাহ দক্ষিণাপথ হইতে কাবুলে প্রেরিত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ, শিখদিগের কতকগুলি বিবরণে জানা যায়, গোবিন্দ বাহাদুর সাহের অন্তর্গত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; অথবা তাহাদের মতে, বাহাদুর সাহের প্রতিই গোবিন্দ দয়া প্রকাশ করেন। 'বিচিত্র নাটকে' গোবিন্দ নিজেই বলিয়াছেন—বিদ্রোহ দমনের জন্ত বাদসাহের এক পুত্র প্রেরিত হইয়াছিল। গোবিন্দ কিন্তু তাহার কোন নাম উল্লেখ করেন নাই। এল্ফিনষ্টোনও (Elphinstone, 'History', ii. 545) বাহাদুর সাহের নাম নির্দেশ করিয়া বলেন নাই। বস্তুতঃ, বোধ হয়, তিনি অসুমান করিয়াই বলিয়াছেন, রাজবংশের একজন রাজপুত্র মূলতানের নিকটে বিদ্রোহ দমনের জন্ত প্রেরিত হইয়াছিলেন,—তিনি সারহিন্দের শিখদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে নিযুক্ত হন।

বাদসাহের সৈন্তগণ আনন্দপুরে গোবিন্দকে পরিবেষ্টন করে। সর্বপ্রকার বিপৎপাতে গোবিন্দ সমরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অটল ছিলেন; এই সময় তাঁহার অল্পচরগণ অনেকেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে ইহলোকে ও পরলোকে অভিশাপ করিলেন; বাহারা তাঁহাকে সাহায্য করিতে ষিধা-ভাব প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি স্ব-ধর্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন এবং ঘৃণা ও অপমান সহকারে তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। কিন্তু তাঁহার বিপদ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; ক্রমে ক্রমে সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। অবশেষে তিনি দেখিলেন,—কেবলমাত্র অতি অল্পসংখ্যক শিষাই তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই; চল্লিশটি মাত্র অল্পবয়স্ক শিষ্য তাঁহার আজ্ঞানুযায়ী রহিয়াছে। তাঁহার মাতা, তাঁহার পত্নীদ্বয় এবং দুইটি সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান—সকলেই সারহিন্দে পলাইয়া গিয়াছিল। পরিশেষে তাঁহার পুত্রদ্বয় মুসলমানদিগের হস্তে পতিত হইয়াছিল; মুসলমানগণ তাহাদিগকে নিহত করিয়া ফেলে।^{৭৪} এই চল্লিশ জন অল্পবয়স্ক শিষ্য বলিল,—তাহারা রাজা ও গুরু গোবিন্দের সহিত মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত আছে। তাহাদের দুর্বল-হৃদয়-ভ্রাতৃবৃন্দের অভিশাপ মোচনের জন্য তাহারা প্রার্থনা করিল; তাহাদিগকে মুক্তির আশা প্রদান করিতে অস্বরোধ করিল। গোবিন্দ বলিলেন,—তাঁহার ক্রোধ অধিককাল স্থায়ী হইবে না। গোবিন্দ নিজ অদৃষ্টের উপরেই নির্ভর করিয়া রহিলেন। চামকৌরের দুর্গ তাঁহার অধীনেই ছিল, রাজিযোগে পলায়ন করিয়া গোবিন্দ নির্বিঘ্নে সে স্থানে পৌঁছিলেন।

এই চামকৌর দুর্গে গোবিন্দ পুনরায় অবরুদ্ধ হইলেন।^{৭৫} বিপক্ষগণ তাঁহাকে আত্ম-সমর্পণ করিতে বলিল, এবং স্বধর্মত্যাগ করিতে আদেশ করিল। কিন্তু তাঁহার পুত্র অজিৎ সিং ক্রোধপ্রকাশে সংবাদবাহী দূতকে নিরুত্তর করিলেন। তাহাতে বিপক্ষ সৈন্য চারিদিক হইতে শিখদিগকে বিপদস্থ করিতে লাগিল। গুরু সর্বস্থানেই উপস্থিত ছিলেন; অবশিষ্ট দুইটি পুত্রও তাঁহার চক্ষুর সমক্ষে নিহত হইল; তাঁহার মুষ্টিমেয় সৈন্যও প্রায় ধ্বংস হইল। অবশেষে তিনি পলায়ন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তমসাক্ষর রজনীর গাঢ় অন্ধকারে গোবিন্দ শিবিরের বহির্ভাগে গমন করিলেন; কিন্তু দুই জন পাঠান সৈন্য তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার গতিরোধ করিল। কথিত হয়,—এই পাঠানদ্বয় পূর্বে কোন সময়ে গুরুর নিকট উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে পাঠান সৈন্যদ্বয়ের সহায়তায়

৭৪। গোবিন্দের সন্তানগণের হত্যাবিষয়ক বিশেষ বিস্তৃত বিবরণ ব্রাউনের 'ইণ্ডিয়া ট্রাক্টে' সন্নিবেশিত রহিয়াছে। ('Browne's India Tract ii. 6, 7')

৭৫। চুমকৌরের ইষ্টক-নির্মিত ক্ষুদ্র দুর্গের চূড়ায় একটি বিখ্যাত যোদ্ধার কবর এখনও বিদ্যমান আছে। এই যোদ্ধা 'মেধর' জাতীয় একজন শিখ;—তাহার নাম,—জিউরান সিং। এই যুদ্ধে সেই ব্যক্তি নিহত হয়। বত্রিশটি সেই মহাপুরুষের কীর্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। গোবিন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয়, অজিৎ সিং ও বজ্জার সিং যে স্থানে নিহত হন, সেখানে একটি ধর্ম মন্দির প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

শিখদিগের বিবরণানুসারে গোবিন্দের পরাজয় ও পলায়নের কাল ১৭০৪ ও ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে নির্দেশিত হইয়াছে।

তিনি বেলোলপুর সহরে পৌঁছিলেন। এখানে আসিয়া গুরু ইসলাম ধর্মের তৃতীয় প্রচারক পীর মহম্মদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, তাঁহার নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কথিত হয়,—গুরু এক সময়ে পীর মহম্মদের নিকট কোরাণ পাঠ করিয়াছিলেন। এই স্থানে গোবিন্দ মুসলমানদিগের অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন;—আপৎকালে মুসলমানের অন্ন গ্রহণ দুঃখীয় নহে বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। অতঃপর নীল বর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করতঃ মুসলমান দরবেশের আয় গোবিন্দ ছদ্মবেশে ভাতিন্দার পার্বত্য উপত্যকায় পৌঁছিলেন। শিষ্যাগণ পুনরায় তাঁহার নিকট সমবেত হইল; তাহাদের সাহায্যে অন্নসরগকারিগণকে বিদূরিত করিতে সমর্থ হইলেন। তদবধি সেই স্থান ‘মুক-তসর’ অর্থাৎ ‘মুক্তি-সরোবর’ নামে অভিহিত। গোবিন্দ পলায়ন করিয়া হাল্লি ও কিরোজপুরের মধ্য-পথবর্তী দামদাম্মা বা ‘বিশ্রাম স্থান’ পর্যন্ত গিয়াছিলেন। তখন বাদসাহের কর্মচারিগণ মনে করিলেন,—গোবিন্দের সৈন্ত এবং ক্ষমতা যথেষ্টরূপে হ্রাস হইয়াছে। সেই বিশ্বাসে তাঁহারা বন্ধুর মরুময় প্রদেশে আর অধিক দূর গোবিন্দের অন্নসরগ করিলেন না।

গোবিন্দ দমদাম্মায় কিছুকাল অবস্থান করিলেন; এই স্থানে শিষ্যাগণের শক্তির পুনরুদ্ধার এবং ধর্মাম্মবস্ত্র শিষ্যদিগের মুক্তির আশা প্রদানের জন্য ‘দশম-রাজার-গ্রহ’ নামক ‘গ্রন্থের’ ক্রোড়পত্র প্রণয়নে ব্যাপৃত হন। ‘বিচিত্র নাটুক’ বা ‘অত্যাশ্চর্য গল্পসমূহ’ ইহারই অন্তর্নিবিষ্ট। ‘বিচিত্র নাটুক’ উভয় গ্রন্থেরই ঐতিহাসিক অংশ। যে জগদীশ্বর পূর্বাধার তাঁহার সহায়তা করিয়াছেন, সেই সর্বশক্তিমানের স্তোত্রে এই গ্রন্থের উপসংহার হইয়াছে। গোবিন্দ বলিয়াছেন,—তিনি যে সকল কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা স্বতন্ত্র গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইবে। তিনি যে ঐশ্বরের সাক্ষ্যকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহার মহিমা, এবং পূর্বজন্ম সময়ে তাহার স্মৃতি ও কল্পনা সকলই তাহাতে যোজিত হইবে। তিনি বলিলেন,—‘তিনি যে সকল কার্য করিয়াছেন’, সে সকলই সর্বশক্তিমান ঐশ্বরের সাহায্যে সম্পন্ন হইয়াছে;—‘নো’ বা লোহ তরবারি ঐশ্বরিক ক্ষমতাতেই তাঁহার প্রাপনক হইয়াছে। যখন গোবিন্দ এইরূপে নির্জনে বাস করিতেছিলেন, তখন জনৈক দূত আসিয়া তাঁহাকে বাদসাহের নিকটে উপস্থিত হওয়ার আদেশ জ্ঞাপন করে। কিন্তু তিনি রাজার প্রতি ভয়সূচক কতকগুলি গল্পে আরম্ভজের আদেশের প্রত্যাশ্রয় প্রদান করেন। এই সকল গল্পে ও তাঁহার প্রেরিত পত্রে, বাদসাহের নিকট বিনীত না হইয়া বরং তাঁহার ক্রোধ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বাদসাহের কোপ শাস্তির চেষ্টা করেন নাই; বরং বাদসাহের প্রতি ঐশ্বর কুপিত,—ইহাই বলিয়া বাদসাহকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি সম্রাটকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—বাদসাহের প্রতি তাহার বিশ্বাস নাই; ‘খালসা’ এখনও বাদসাহের কু-কার্যের প্রতিশোধ লইতে প্রস্তুত আছে। তিনি নানক-প্রবর্তিত ধর্ম-নীতির বিষয় উত্থাপন করেন; অর্জুন ও ভেগ বাহাদুরের মৃত্যু-কাহিনীও সংক্ষেপে স্মরণ করাইয়া দেন। তাঁহার প্রতি যে অত্যাঘ্র ব্যবহার করা হইয়াছে,

এবং তাহার পুত্রগণকে নিহত করিয়া তাঁহাকে যে অপূত্রক করা হইয়াছে,—সে সকল কথাও তিনি বলিয়া পাঠাইলেন। তিনি আরও বলিলেন,—এ সংসারে তাঁহার সংসার-বন্ধন কিছুই নাই; তিনি মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত হইয়াছেন; বাদসাহের বাদসাহ অধিতীয় ক্ষমতাশালী জগদীশ্বর ব্যতীত তিনি আর কাহাকেও ভয় করেন না। তিনি বলিলেন,—দরিদ্রের প্রার্থনাও নিফল হয় না; শেষ বিচারের দিন দেখা যাইবে,—বাদসাহ কি উত্তর দেন; তাঁহার অসংখ্য নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়া কিরূপে নির্দোষ সাব্যস্ত হন? ইহার পর আর একবার আওরঙ্গজেবের সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্ত গুরু আহুত হইয়াছিলেন। গুরু নিজেই তাঁহার নিকট যাইবার জন্ত প্রস্তুত ছিলেন। স্ত্রী যায়,—সেই উদ্দেশ্যে বাদসাহের মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে গোবিন্দ দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন।^{৭৬}

১৭০৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাহাদুর সা সিংহাসন অধিকারার্থ কাবুল হইতে আগমন করিলেন। তিনি আগরার নিকট এক ভ্রাতাকে পরাজিত ও নিহত করেন; এবং দক্ষিণমুখে যাত্রা করিয়া দ্বিতীয় ভ্রাতা কামবক্সকে পরাজিত করিলেন। কামবক্স গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন, এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। যখন বাহাদুর সা এই যুদ্ধে ব্যাপ্ত ছিলেন সেই সময় গোবিন্দকে তাঁহার শিবিরে আহ্বান করিয়াছিলেন। গুরু তথায় গমন করিলেন, বাহাদুর সা তাঁহাকে সম্মান পুরস্কার গ্রহণ করিয়া বিশেষ সম্ভাবহার করিলেন; গুরু গোদাবরীর উপত্যকায় সৈন্যদ্বাংকের পদ প্রাপ্ত হইলেন। বাদসাহ হয়ত মনে করিয়াছিলেন,—রাজদ্রোহী মারহাট্টাগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ‘জাঠ’গণের নেতার নিয়োগ বিশেষ ফলবতী হইবে। তখন গোবিন্দ দেখিলেন, বাদসাহের অধীনে কার্য গ্রহণই, বাদসাহের সন্দেহ নিরসনের এবং আপন সৈন্যদল গঠনের প্রকৃষ্ট উপায়।^{৭৭} দমদম্নায় অবস্থান কালে, গুরু শিষ্ণুগণকে ভয় দেখাইলেন, এখন হইতে যে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে, তাহার সমুহ অনিষ্ট সম্ভবনা। তিনি সাহসী বীর বান্দাকে দক্ষিণ প্রদেশের অন্তঃস্বরূপ নিয়োগ করিলেন। শত্ৰুর উভয় পার্শ্বে

৭৬। গোবিন্দের বীরপুরুষোচিত কাৰ্যাবলীর এই বিবরণে, শুকাসিংহ বিরচিত ‘গুরু বিলাসের’ অন্তর্গত ‘বিচিত্র নাটকের’, এবং ‘গুরুমুখী’ ও পারস্ত-ভাষায় সংকলিত প্রচলিত গ্রন্থ-সমূহের উল্লেখ আছে। এই সকল গ্রন্থের অসম্পূর্ণ প্রতিবিম্বের শেখোক্তখানি ডাক্তার ম্যাক্সগ্রাণের কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। (‘History of the Sikhs. pp. 79-99’).

৭৭। গুরু দক্ষিণাভ্যে যুদ্ধ করিতে আদিষ্ট হন,—শিখ গ্রন্থকারগণ সকলেই একবাক্যে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক মুসলমান লেখকগণ বলেন,—পাটনায় গোবিন্দের মৃত্যু হয়। সমসাময়িক ঐতিহাসিক কাকি খাঁ, বাহাদুর সার উল্লাহ-বাবহারের বিষয় সমর্থন করিয়াছেন। কাকি খাঁ বলেন, মোগল সৈন্যগণের মধ্যে তিনি একটি বিশিষ্ট পদ প্রাপ্ত হন। (See Elphinstone, ‘History of India’, ii. 566. note); গোদাবরী নদী-তীরে গুরুর মৃত্যু হয়,—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ না থাকিলেও, তাহার তাহা সমর্থন করিয়াছেন। লোক-পরম্পরাগত যে সকল বিবরণ আছে, তাহাতে দেখা যায়, ১৭৬৫ সন্থতের কার্তিক মাসে অথবা ১৭০৩ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে ‘নাদের’ নামক স্থানে গুরু আগমন করেন।

বহুসংখ্যক শিখগণ পুনরায় সমবেত হইল। কিন্তু ইতিপূর্বেই এ সংসারে গোবিন্দের কার্যের অবসান হইয়া আসিয়াছিল। গোবিন্দ নিজে আর বেশী কিছু লাভ করেন,— তাঁহার অদৃষ্টে তাহা ছিল না। এই সময়ে একজন অর্দ্ধ-বাবসায়ী ও অর্দ্ধ-বোদ্ধা আফগান সামরিক বিভাগের কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; গোবিন্দ তাঁহার নিকট হইতে বহুসংখ্যক অশ্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন।^{৭৮} এই সওদাগর বা ভৃত্য গুরুকে আপন অভাবের বিষয় জ্ঞাপন করিয়া, প্রাপ্য টাকা পাইবার দাবী করিতে লাগিল। দাবী অনেক টাকার; স্তত্রারং টাকা প্রদানে বিলম্ব হইতে লাগিল; সেই হেতু অর্ধৈষ্য হইয়া, সেই আফগান ব্যবসায়ী গুরুর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিল। পরিশেষে তাহার অসংযত বাক্যে উত্তেজিত হইয়া, তরবারির এক আঘাতে গোবিন্দ তাহাকে নিহত করেন। হত পাঠানের মৃতদেহ স্থানান্তরিত এবং কবরিত হইল। তাহার পবিত্রবর্ণ সকলেই অধিনায়কের মৃত্যুতে গোবিন্দের নিকট বশুতার ভাব প্রকাশ করিল। কিন্তু তাহার পুত্রগণ মনে মনে পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ কামনা পোষণ করিতে লাগিল, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের স্বযোগ অন্বেষণে ব্যপ্ত রহিল। একদিন তাহার গুপ্তভাবে গুরুর নিভৃত বাসে গমন করিল; গুরু তখন নিদ্রিত ছিলেন; তাঁহার রক্ষকগণ কেহই তথায় ছিল না। সেই অবস্থায় তাহার তাঁহার প্রতি সাংঘাতিক অস্ত্রাঘাত করিল। গোবিন্দ উঠিয়া দাঁড়াইলেন; হত্যা কারিগণ ধৃত হইল। কিন্তু তাহাদের মুখভঙ্গীতে অস্বাভাবিক বিকট হাস্যচ্ছটা বিকাশ পাইল, তাহারা আপনাদিগের দোষ-স্বালনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল,—কৃত কার্যের সার্থকতা সম্পাদনে যুক্তিভাল বিস্তার করিল; নানা তর্কের অবতারণা করিল। গুরু সকলই শুনিলেন; তাহাদের পিতার অদৃষ্টের কথা স্মরণ করিলেন; আপন পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লওয়া বাকী রহিয়াছে,—তাহাও তাঁহার মনে উদয় হইল। তিনি যুবকদ্বয়কে বলিলেন,— তাহারা উপযুক্ত কার্যই করিয়াছে। তখন গুরু আজ্ঞা করিলেন,— তাহাদের কোনরূপ শাস্তি বিধান না করিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করা হউক।^{৭৯} মুম্বু

৭৮। পূর্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের আফগান ও তুর্কম্যান সেনানায়কগণ ঘোটক বিক্রয় করিয়া দৈনিক ব্যয়ভার সঙ্কুলান করিত। তাহাদের আক্রমণকালের মাঝামাঝি সময়ে, ভারতবর্ষের কতদূরে উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল তাহার অনুসরণ করা বড়ই আমোদজনক। লোকপন্যাসর গুনা যায়,—মানিকালানগর ধসেকারী এবং হরিয়ানার অন্তর্গত ভাতনির প্রতিষ্ঠাতা,—সকলেই ভিন্ন-দেশবাসী ছিলেন। পরে তাহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহারা অবস্থামুসারে ঘোটকাদি বিক্রয় করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিতেন। বর্তমান সময়ের ভারতীয় বোদ্ধা, আর্মীর খাঁও খাতের জন্ত সেইরূপে অথ-বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। (‘Memoirs of Ameer Khan’, p 16)

৭৯। মূল গ্রন্থে গোবিন্দের মৃত্যু সম্বন্ধে বাহা বর্ণিত আছে, অস্ত্রাঘাত বিবরণেই সেইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। তবে পূজ্যানুপূজ্য বর্ণনায় একটু আধটু পার্থক্য দেখা যায়। আবার কোন কোন গ্রন্থকার বলেন, হত পাঠানের বিধবা স্ত্রী, স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধের জন্ত পুত্রাদিগকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতেন। আরও অনেক বর্ণনায়, বিশেষতঃ মুসলমানদিগের বিবরণে, দেখা যায়,—গোবিন্দের মানসিক বিকার জন্মিয়াছিল। কতকগুলি শিখ গ্রন্থকারও এই বিশ্বাসের সমর্থন করেন। তাহারা

গুরু অপরূক ছিলেন ; সমবেত শিষ্যগণ তাঁহার মৃত্যুকালে অতি দুঃখিত-ভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—কে তাহাদের সত্য-ধর্মের জ্ঞান প্রদান করিবে ? তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলে, কে তাহাদিগকে বিজয়-পথে পরিচালিত করিবে ? তখন গুরু সকলকে আনন্দ করিতে আদেশ দিলেন । তিনি ভাবিলেন,—নির্দিষ্ট দশ জন গুরু তাঁহাদিগের কর্তব্য পালন করিয়াছেন । কিন্তু তিনি এক্ষণে ঈশ্বর বা অমর গুরুর নিকট ‘খালসা’ সমর্পণ করিয়া যাইতেছেন । গোবিন্দ বলিলেন,—‘যে গুরু-সাক্ষাৎকার লাভে ইচ্ছুক, সে যেন নানকের ‘গ্রন্থ’ অমুসন্ধান করিয়া দেখে । গুরু সর্বদা ‘খালসার’ সহিত বাস করিবেন । দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও বিশ্বাসী হও ; যেখানেই পাঁচজন শিখ একজম সমবেত হইবে, সেখানে আমিও উপস্থিত থাকিব ।’ ৮০

১৭০৮ খৃষ্টাব্দে গোদাবরী নদী-তীরে ‘নাদের’ নামক স্থানে গোবিন্দ নিহত হন ।*

বলেন, গুরু যে যুবকবরের পিতৃ-হত্যা করেন, তাহাদের প্রতি তিনি অমুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন । তিনি তাহাদিগকে যুগোপযুক্ত প্রতিশোধের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিতেন ; তাহাতে বোধ হইত, যেন তিনি নিজে তাঁহার জীবন ভারাক্রান্ত বোধ করিয়াছেন, এবং তাহাদের হস্তে নিহত হইবার জন্ত প্রস্তুত আছেন । শৈর-উল-মৃত্যুকরীণে জানা যায় (i. 114), গোবিন্দ পুত্রশোকে মৃত্যুমুখে পতিত হন । Compare Malcolm, ‘Sketch’, p. 70 note, and Elphinstone, ‘History’ ii 564). নাদেরের ধর্ম-মন্দিরের পুরোহিতগণ আর এক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন । তাঁহার বলেন,—হর গোবিন্দ পরেণ্ডা খাঁর হত্যা বিধান করেন ; পরেণ্ডা খাঁর পৌত্রই গোবিন্দকে নিহত করিয়াছিল ; গোবিন্দের সহিত তাহাদের বিবাদের আর কোন কারণ ছিল কি না—তাহা এ বিবরণে জানা যায় না ।

৮০। মৃত্যুকালে গুরু যে আদেশ প্রচার করেন, তৎসম্বন্ধে এই বিবরণই প্রচলিত আছে । অনেকের বিশ্বাস,—গোবিন্দ নানক প্রবর্তিত ধর্মের উদ্দেশ্য পূরণ করিয়াছিলেন ; উহা লোকের উদ্দেশ্যোপযোগী হইয়াছিল ; আজকাল উহা শৈব-ধর্মের একটি প্রধান নীতি । গোবিন্দের মাতা ও স্ত্রী, গোবিন্দের মৃত্যুর পরও কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন । মৃত্যুকালে তাঁহারা বলিয়াছিলেন, সাধারণ ‘খালসা’দিগের মধ্যেই গুরু অবস্থিত ; কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি গুরু হইবার উপযুক্ত নহে । এই কারণে শিখদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ধার্মিক ব্যক্তিও সম্মানজনক ‘গুরু’ নামে অভিহিত হন না । ‘ভাই’ শব্দ তাহাদের সর্বোচ্চ ধর্মোপাধি । চলিত কথায় ইহার অর্থ,—‘ভ্রাতা’ ; কিন্তু ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ইংরাজী ‘বয়োজ্যেষ্ঠ’ (elder) শব্দের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে ।

★ কথিত হয়,—গোবিন্দ ১৭১৮ সন্বতের ‘পো’ মাসে ১৬৬১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে অথবা ১৬৬২ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন । কিন্তু তাঁহার মৃত্যু যে ১৭৬৫ সন্বৎ অথবা ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে হয়, তাহাতে কাহারও মতবৈধ দৃষ্ট হয় না ।

নাদেরের একটি বৃহৎ ধর্ম-মন্দির আছে । কতকাংশে হাবর সম্পত্তির আয়ে, কতকাংশে চাঁদা সংগ্রহ দ্বারা, আবার কতকাংশে বা অর্জুন-প্রবর্তিত নিয়মানুসারে বাৎসরিক করাদ্বারা উহার ব্যয় সম্বলান হইত । জমাখরচ এই ধর্মাবলম্বনদের অধিপতি দেখাইবার জন্ত প্রত্যেক ধার্মিক ব্যক্তির নিকট লোক প্রেরণ করিয়া থাকেন ; তাহারা সকলে নিজ নিজ অবস্থানানুসারে অর্থ প্রদান করেন । এইরূপে ভূপালের রাজার সাধারণ জমিদারগণ প্রতি বৎসর এক টাকা চারি আনা এবং তাহা ব্যতীত তীর্থযাত্রা-কালে অস্ত্রাস্ত্র উপহারও প্রদান করিয়া থাকে ।

রঞ্জিত সিংহ নাদেরের বহু অর্থ স্বেগ্রহণ করিতেন । কিন্তু তৎপ্রাপ্ত অর্থে যে ইমারত আরম্ভ হয়, তাহা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই ।

তখন গোবিন্দের বয়স ৪৮ বৎসর। যদি কেহ মনে করেন, গোবিন্দের এই রহস্যময় অকাল মৃত্যুতে তাঁহার সমগ্র জীবনের আশা-ভরসা সকলই মিথ্যা হইয়াছিল,—তাহা হইলে তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে,—

কল্পনার ক্রীড়াস মানব নিশ্চয় ।

ইচ্ছিতে চালিত তার দৃঢ় শক্তিচয় ।

কল্পনার মোহময় পথ সে ভীষণ ।

উৎসাহে ধাইছে তাহে মুঢ় অক্ষয় ॥৮১

যখন মহম্মদ মক্কা হইতে পলায়ন করেন, তখন হয়ত ‘একজন আরবের বরশার আঘাতে সমগ্র জগতের ইতিহাস পরিবর্তিত হইত’; ৮২ পদ্যে বর্ণিত সত্যের প্রাতিমূর্তি বিখ্যাত একিলেস, (Achilles) ট্রয় নগর অধিকার না করিয়াই পলায়ন করিতেন। ‘মারমিডন’ দিগের অধিপতি অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও তিনি চিরকীর্তি অর্জন করিয়াছিলেন। ‘সিময়’ ও ‘স্কামাগোর’দিগের সহিত যুদ্ধ সময়ে তিনি যে হেয় মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়াছিলেন, তাঁহার অদৃষ্টে সেইরূপ নৃশংস ও হেয় মৃত্যুই সংঘটিত হইয়াছিল। পূর্ব ও পশ্চিম ভূ-খণ্ডে ষাঁহার অক্ষয় কীর্তি বিরাজমান; ষাঁহার যশোরশ্মিতে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত; যিনি সর্বাঙ্গকরণে জেরুসালেম উদ্ধারের জন্ত স্বর্ষ্য ত্যাগ করিয়াছিলেন;—ঈশ্বরের পবিত্র নগর বিধর্মীর করতলগত রহিল বলিয়া এবং তাহার উদ্ধার-সাধন করিতে না পারিয়া, সেই বীরশ্রেষ্ঠ রিচার্ডও, লঙ্কা ও দুঃখে অধোবদন হইয়াছিলেন; তিনি আর মুখ দেখাইলেন না। তিনি যে পুণ্যভূমির উদ্ধার সাধনে অক্ষম হইলেন, সে পুণ্যভূমির দিকে আর ফিরিয়া চাহিলেন না। তিনি পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন; পরিশেষে অকাল মৃত্যুতে তাঁহার আশা ভরসা সকলই ফুরাইল। ৮৩ যাহা হউক, কার্য-সিদ্ধি দ্বারা সকল সময়ে মহত্বের পরিমাপ হয় না। শিখদিগের শেষ গুরু গোবিন্দ জীবিত কালে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিতে সমর্থ হন নাই; কিন্তু তিনি একটি পরাজিত ও অধঃপতিত জাতির বিলুপ্তপ্রায় অস্তিত্ব ও স্তম্ভ রুত্তিগুলিকে উত্তেজিত ও কার্যক্ষম করিয়া যান। নানক-প্রবর্তিত ধর্ম-স্বত্ব-বলে, সমাজ-স্বাধীনতা ও জাতীয় প্রাধান্যের অভিনব স্বপ্ন লালসায় তাহারা সকলেই উন্নত হইয়া উঠে; তাহাদের মন সেই স্বাধীনতা-স্বপ্ন লাভের

নাদের আর এক নাম,—‘উপচাল্লা’ নগর। দক্ষিণ ও মধ্য ভারতে ইহা ভক্তিসূচক ‘গুরুনাওয়ারা’ অর্থাৎ ‘গুরু-গৃহ’ নামে অভিহিত।

৮১। Sir Marmaduke Maxwell, a dramatic poem, act iv. scene 6.

৮২। Gibbon. ‘Decline and Fall of the Roman Empire,’. ix. 2-5.

৮৩। সিংহভুল্য রাজার বিবরণ জানিতে হইলে, গিবনের রোম-রাজ্যের অবনতি ও অধঃপতন (Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire xi. 143.) দ্রষ্টব্য। টারনার কৃত একিলিস ও রিচার্ডের পরস্পর তুলনা দেখা উচিত। (Turner’s History of England, p. 300) কিং ও ইংরাজ-বীরের পরস্পর আপেক্ষিক তুলনায় শ্রেষ্ঠ স্থাপনরতা সন্দেহে হ্যালামের সম্মতি দ্রষ্টব্য। (Hallam, Middle Ages, iii. 482.)

উৎকট ইচ্ছায় পরিপূর্ণ হয়। তখনও যাহা জীবন্ত গোবিন্দ তাহারই মধ্যে স্বর্গীয় শক্তি সঞ্চারিত করিলেন, হৃদয়ে উদ্দীপনার অনলপ্রোত প্রবাহিত হইল। সমগ্র শিখজাতি একই জীবন্ত আত্মার অধিকারী। গোবিন্দ প্রচারিত ধর্ম ও উপদেশসমূহ কেবল তাহাদের মানসিক শক্তি উন্নত ও পরিবর্তিত করিয়াছিল; তাহাদের শরীর স্বগঠিত ও কমতালী হইয়াছিল। তাহাতে তাহারা অশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এইরূপে শিখ-জাতির স্বাভাবিক প্রকৃতি ও বাহ্য আকৃতির উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। একজন শিখ-রাজাকে তাঁহার প্রতাপশালী দেহ এবং স্বাধীন ও বীরোচিত আকৃতি দেখিয়া স্তম্ভরূপে চিনিতে পারা যায়। কিন্তু শিখ ধর্মের একজন গুরুকে ততোধিক সহজে চিনিতে পারা যায়; কারণ তাঁহার আত্মা ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভের জন্য ব্যগ্র;—তাঁহার আত্মা সর্বদাই ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন। তাঁহার সেই সমুদায় লক্ষণ দেহে প্রকটিত হয় এবং তাহাতেই গুরুকে সহজে চিনিতে পারা যায়।^{৮৪} যাহা হউক, এই সকল পরিবর্তন সম্বন্ধে, অধিকাংশ শিখই হিন্দুংশজাত। ফলতঃ তাহাদের দৈনিক রীতি পদ্ধতি এবং চলিত ভাষা যে সকলই হিন্দুদিগের গ্রন্থ—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রাজনৈতিক প্রথা ও কঠোর বিধি-বিধান প্রবর্তিত করিয়া গোবিন্দ শিখদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন নাই। তথাপি, তাহারা ধর্ম-বিশ্বাস এবং সাংসারিক কামনায় অন্ত্যান্ত ভারতীয় জাতি অপেক্ষা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। তাহারা একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইত; সকলেই একই ভাব—একই চিন্তা, মনোমধ্যে পোষণ করিত। এই অভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনেই তাহারা একতা-মুখে একই সম্প্রদায়ভূক্ত হইয়াছিল। তাহাদের এ উদ্দেশ্য - এ ভাব আর কাহারও মনে স্থান পায় নাই। এক সময়ে একটি সম্প্রদায় খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়; গ্রীস ও রোম দেশের পণ্ডিতগণ এই নব জীবন প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের প্রকৃত শক্তি ও তেজ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। স্বতরাং শিখদিগের প্রকৃতশক্তি বুঝিতে না পারিয়া, তদ্বিষয়ে যে সকল ভ্রমাত্মক ঘটনার অবতারণা দেখা যায়, তাহাতে জনসাধারণের চমৎকৃত হইবার কোন কারণ নাই, অথবা ইংরাজ গ্রন্থকারদিগের

৮৪। এইরূপ বাহ্যিক পরিবর্তন প্রথমে স্ত্রীর আলেকজান্ডার বারণেস লক্ষ্য করিয়াছেন। (Travels i 285, and ii 39.) এলফিনষ্টোন (History of India, ii, 594.) এবং ম্যালকমও (Sketch. p. 129) তাহা সংক্ষিপ্তরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। হিন্দু পরিবারের কতকগুলি বংশের এক কিংবা দুই শতাব্দী পূর্বে মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদিগের ব্যক্তিগত আকৃতির সহিত মালব এবং উত্তর ভারতবর্ষের নানা স্থানের ব্রাহ্মণ-ধর্মাবলম্বী অধিবাসিগণের প্রতিভূতির বিশেষরূপে তুলনা করা যাইতে পারে;—তাহাদের বাহ্যিক আকৃতি ও পরিচ্ছদেও একইরূপ পরিবর্তন দৃষ্ট হইতে পারে। ফিচার্ডও (Physical History of Mankind, i. 183 and i. 191.) খৃষ্টধর্ম-দীক্ষিত ‘হটেনটট’ ও ‘এসকুইম্যান্স’দিগের স্বাভাবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছেন; কিন্তু তিনি তাহাদের স্বাভাবিক মুখ-স্ত্রীর কোন পরিবর্তন দেখেন নাই। ইহাতে বুঝা যায়,—অমুসন্ধিৎসু ইংরাজগণ প্রকৃত বিষয়ের কোন তথ্য নিরূপণ করেন না; অথবা পূর্ব-বর্ণিত অসত্য জাতিগণ স্বল্প ব্যগ্রতা ও উৎসাহের সহিত এই নতন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন,—তদ্বিষয়েও তাহারা কোন বিবরণ প্রদান করেন নাই।

প্রতি ঘণা প্রকাশ করারও আবশ্যক নাই।^{৮৫} টাসিটস এবং হুইটোনিয়স মনে করিডেন, প্রাচীন খৃষ্টানগণ ইহুদী জাতীয় একটি সম্প্রদায় বিশেষ। তাঁহারা উভয় সম্প্রদায়ের মৌলিক পার্থক্য ভেদ করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। এই ধর্মের যে গুণ শক্তি ও প্রকৃত প্রেত্ব প্রভাবে আধুনিক সভ্যতা দিন দিন উন্নতির পথে প্রধাবিত হইতেছিল; বাহাতে সেই সভ্যতার ক্ষীণ রশ্মির নির্মল জ্যোৎস্নালোকে দিগদিগন্ত উদ্ভাসিত হইতে লাগিল,—তাঁহারা তাহার প্রকৃত তথ্য বা প্রাণভূত প্রেত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই।^{৮৬}

৮৫। গ্রহকর্তা প্রধানতঃ অধ্যাপক এইচ, এইচ, উইলসনের বিষয় বলিতেছেন। তাঁহার শিক্ষা ও পরিশ্রমে ভারতবর্ষের ইতিহাসের এইরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। (See 'Asiatic Researches' xvi, 237, 238, and 'Continuation of Mill's History', vii, 101, 102.) ম্যালকমও এক স্থলে এই মত গ্রহণ করিয়াছেন (Malcolm, 'Sketch', p. 144, 148, 150); কিন্তু অন্তস্থলে আবার এই মতের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। ('Sketch' p. 43) বাহা হটক, এই সকল মতের সহিত এলফিনষ্টোনের অধিকতর বিপুল মত তুলনা করা যাইতে পারে। (Elphinstone, 'History of India, ii. 562, 564) এবং স্যার আলেকজান্ডার বার্নেস (Sir. Alex. Burnes, 'Travels' i. 214, 28) ও ম্যাজর ব্রাউনের মন্তব্যও (Major Browne's, 'India Tracts' ii, 4) ইহার সহিত তুলনীয়। ম্যাজর ব্রাউন প্রতিপন্ন করিয়াছেন, প্রটেস্ট্যান্ট ও রোমিয়দিগের মধ্যে যে একতা, শিখ ও হিন্দু-দিগের ধর্মমতেও পরস্পর সেইরূপ সমতা দৃষ্ট হয়।

৮৬। See the 'Annals of Tacitus,' 'Murphy's Translation' (book xv. Sect 44, note 15) টাসিটস বলেন,—খৃষ্টানধর্ম একটি ভয়াবহ কু-সংস্কার। তিনি মনে করেন,—খৃষ্ট-প্রচারকগণ 'সমগ্র মনুষ্যজাতির প্রতি ঘৃণা ও অপ্রসন্নতায় প্রণোদিত'।—এই সময়ে তাহাই জুডাইকের স্বাভাবিক ধর্ম। হুইটোনিয়স বলেন,—ক্রুডিসের রাজত্ব সময়ে 'ফ্রেস্টাস' নামক এক ব্যক্তির উদ্ভেদনায় জিউগণ বিদ্রোহের সূত্রপাত করিয়াছিল। এইরূপে সকল বিষয়েই তিনি স্পষ্টতঃ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

আবার, ভোপিসকাস নামক একজন অপরিচিত ঐতিহাসিক বাদসাহ হাডিয়ান লিখিত একখানি 'পত্রের' বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়,—'সিরাপির' ভক্তবৃন্দের সহিত খৃষ্টানগণের তুলনা করা হইয়াছে; তাহাতে আরও সন্দেহ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশপগণ প্রধানতঃ সেই অস্বাভাবিক সেবতার ঘোর পক্ষপাতী এবং উপাসক; এই সেবতার উপাসনা 'পসেমি' জাতি কর্তৃক মিশরে প্রথম প্রবর্তিত হয়। (Waddington, 'History of a Church'. p. 37.) ইউসিবিয়াসও নিজ, খৃষ্টান এবং এসেনিক্ থিরাপিউট (Essenic Therapeutae) এতদ্ব্যতয়ের মধ্যে কোন বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পান নাই। (Strauss, 'Life of Jesus', i. 294) কিন্তু শেষোক্তটি একটি সম্প্রদায় বা জাতি বিশেষ;—ইহারা বৈরাগ্যের ও বুদ্ধির অগোচর অহেলিকার ভাগ করিত।

এখানে উল্লেখ করা কর্তব্য যে, মিঃ নিউম্যানও টাসিটাসের এই বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়,—এ বর্ণনা প্রকৃত পক্ষে ইহুদীগণের পরিবর্তে খৃষ্টানদিগকেই নির্দেশ করে। (On the Development of Christian Doctrine, p. 205, &c) হয়ত, এই বিষয়ে তাঁহার বর্ণনাই যথার্থ। কিন্তু পূর্ববর্তী পণ্ডিতগণের মতের সহিত তাঁহার মত-বিরোধের কোন কারণ, তিনি উল্লেখ করেন নাই।

গোবিন্দের প্রিয় শিষ্য বান্দা দক্ষিণ ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিলেন ; তিনি 'বৈরাগী' সম্প্রদায়ের একজন সম্মানীয় বলিয়া পরিচিত।^{৮৭} গুরুর মৃত্যুর পর, তাঁহার শিষ্যগণের কার্য-প্রণালীর বর্ণনা হইতে মৃত গুরুর সাজসজ্জা, সৈন্তপরিমাণ, এবং তাহার ধর্মশাস্ত্রের বিষয় উদ্ভবরূপে বুঝা যাইবে। যখন বান্দা উত্তর-পশ্চিম দিকে পৌঁছিলেন, তখন বিজয় ক্রান্তন স্বরূপ গোবিন্দের শর বহন করিয়া বহুসংখ্যক শিখ তাঁহার নিকট সমবেত হইল। বান্দার আগমনে সারহিন্দের নিকটবর্তী মোগল কর্মচারিগণ পলায়ন করিলেন ; তখন তিনি সেই প্রদেশের শাসনকর্তাকে পরাজিত করিলেন ; সে ব্যক্তি যুদ্ধে নিহত হইল। সারহিন্দ লুণ্ঠিত হইল : গোবিন্দের সম্ভানগণকে শত্রুহস্তে নিক্ষেপকারী হিন্দুগণ এবং তাহাদিগের নিধনকারী মুসলমানগণ সকলেই প্রতিশোধ-পরবশ শিখগণ কর্তৃক নিহত হইল।^{৮৮} অতঃপর বান্দা সারমুর পর্বতের পাদদেশে একটি দুর্গ নির্মাণ করিলেন ;^{৮৯} শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্তী ভূমিখণ্ড তৎকর্তৃক অধিকৃত হইল ; তখন তিনি সাহারাপুর জেলা ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন।^{৯০}

এই সময়ে বাদসাহ বাহাদুর সা, তাঁহার বিদ্রোহী ভ্রাতা কামবককে পরাজিত করিলেন। মারহাট্টাদিগের সহিত তাঁহার সন্ধি স্থাপিত হইল। এক্ষণে তিনি রাজপুতনার রাজ্যগণকে অধীনতা পাসে আবদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এমন সময়ে তিনি শুনিলেন যে,—অজ্ঞাতকুলশীল বান্দা কর্তৃক রাজকীয় সৈন্ত পরাজিত হইয়াছে এবং বিপক্ষ দল নগর লুণ্ঠন করিয়াছে।^{৯১} তিনি অতি শীঘ্রতর পঞ্জাবে গমন করিলেন। দক্ষিণাপথে বিজয়লাভ করিয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিবার জন্ত তিনি সেখানে একটুও বিলম্ব করিলেন

৮৭। কোন কোন স্থানে দেখা যায়, বান্দা উত্তর ভারতের অধিবাসী ছিলেন। ম্যাক্সর ট্রাউন যে গ্রন্থকারের অনুসরণ করিয়াছেন, তিনি বলেন যে, জলকর দোষাবে বান্দার জন্ম হয়। ('India Tracts', ii. 9)

'বান্দা' শব্দে 'ক্রীতদাস' বুঝায়। 'গুরু রত্নাবলী' রচয়িতা স্বরূপ চাঁদ বলেন, এই বৈরাগী যখন দক্ষিণ দিকে গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন তিনি এই নাম বা উপাধি গ্রহণ করেন। এখানে তিনি দেখিলেন যে, গুরু-সান্নিধ্যে তাঁহার রক্ষক দেবতা বিক্রম ক্ষমতা নিকল। তখন হইতেই বান্দা বলিলেন—তিনি গুরু ক্রীতদাস হইবেন।

৮৮। সারহিন্দ অবরোধ সম্বন্ধে কতকগুলি বিবরণ নিম্নলিখিত পুস্তকে দ্রষ্টব্য :—Browne, 'India Tracts,' ii. 9, 10 ; Elphinstone, 'History of India' ii. 565, 566- ম্যাক্সর বলিয়াছেন, এ প্রদেশের শাসনকর্তার নাম—ফৌজদার খাঁ। (Valcolm. 'Sketch' p. 77, 78) বস্তুতঃ, তাঁহার নাম ভুজির খাঁ,—ফৌজদার খাঁ নহে। প্রকৃত পক্ষে ভুজির খাঁ এই প্রদেশের 'ফৌজদার' অর্থাৎ সেনানায়ক ছিলেন বটে ; কিন্তু এক্ষণে এই শব্দ নামস্বরূপ প্রযুক্ত হয়, এবং কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে বুঝায়।

৮৯। সাদোরায়া আখালার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। মুখলিসপুর তাহারই সম্বন্ধে অবস্থিত। ইহাই বোধ হয়, শৈর-উল-মুতাকেরীণের 'লো-গড়' বা লৌহদুর্গ। (Seir ool Mutakhereen, i. 115)

৯০। Forster, 'Travels' i. 304.

৯১। নিম্নলিখিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য :—Elphinstone, 'History of India', ii, 561 and Forster, 'Travels, i. 304, ১৭০২-১০ পৃষ্ঠাতে ইহা সংঘটিত হয়।

না। ইতিমধ্যে তাঁহার সেনাপতিগণ পানিপথের সন্নিকটে একদল শিখ সৈন্য পরাস্ত করিলেন; বান্দা তাঁহার দুর্গে পুনরায় বিপক্ষ সৈন্য কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া অবরুদ্ধ হইলেন। কিন্তু এই অবরোধ সময়ে শিখধর্মে দীক্ষিত একজন ধর্মাত্মরাগী স্বেচ্ছায় নায়কের বেশ ধরিয়া ছদ্মবেশে যখন বহির্গমন করিতেছিল, তখন শত্রু কর্তৃক ধৃত হয়, এবং বান্দা তাঁহার সকল অমূল্যবস্তুর সহিত সেখানে হইতে পলায়ন করেন।^{২২} অতঃপর কতকগুলি সামান্য সামান্য যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, লাহোরের উত্তরবর্তী পর্বতমালামাধ্যে জাম্বুর সন্নিকটে বান্দা স্থায়ী আবাস স্থান স্থাপিত করিলেন, এবং পঞ্জাবের অত্যাধিক ভূমিখণ্ড বিতরণ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বাহাদুর সা স্বয়ং লাহোর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়।^{২৩}

বাদসাহের মৃত্যু হওয়ায়, সিংহাসন লইয়া পুনরায় বিবাদ উপস্থিত হইল। বাদসাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র, জাগান্দার সা প্রায় এক বৎসর নিজ ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন; কিন্তু ১৭১৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে, তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র ফেরোকসের তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন। মোগলদিগের এই সমুদয় অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও অন্তর্দ্রোহে শিখদিগের বিশেষ সুবিধা হইল; তাহারা পুনরায় একত্রিত হওয়ায় অজ্ঞেয় হইয়া উঠিল, এবং বিপাশা ও ইরাবতীর মধ্যবর্তী স্থানে ‘গুরদাসপুর’ নামে একটি বৃহৎ দুর্গ নির্মাণ করিল।^{২৪} লাহোরের শাসন-কর্তা বান্দার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিলেন; কিন্তু একটি ঋণে যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইলেন। তখন শিখগণ সারহিন্দ অভিমুখে একদল সৈন্য প্রেরণ করিল, তথাকার শাসন কর্তা বাইজিদ খাঁ তাহাদের গতিরোধ করিবার জন্ত অগ্রসর হইলেন। একটি ধর্মোন্মত্ত ব্যক্তি মৃদু-পদ-বিক্ষেপে তাঁহার শিবিরে প্রবেশ করিয়া, তাঁহাকে গুরুতররূপে অস্ত্রাঘাত করে; সেই আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। অধিনায়কের মৃত্যুতে মুসলমানগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়; অক্ষুমান হয়, এই নগর দ্বিতীয় বার আর বিজয়োন্মত্ত শিখদিগের হস্তে পতিত হয় নাই।^{২৫} এক্ষণে কাশ্মীরের শাসনকর্তা আবদুল সামাদ খাঁ নামক ‘তুরানি’ বংশীয় একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও হুচতুর সেনানায়ককে পঞ্জাবের সেনাপতির পদ গ্রহণ করিতে বাদসাহ অজ্ঞপ্তি করিলেন। তাঁহার সাহায্যার্থ পূর্ব দিক

২২। নিম্নলিখিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য :—Elphinstone, ‘History of India, ii. 66 and Forster. ‘Travels’, i. 305 ঐ শিল্পের একান্ত আনুরক্তি দেখিয়া, বাদসাহ তাহাকে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন : কিন্তু তিনি তাহাকে ক্ষমা করেন নাই।

২৩। শৈর-উল-মতাক্কেরীন, প্রথম খণ্ড, ১০৯ ও ১১২ পৃ. দ্রষ্টব্য। (Compare ‘Seir ool Mutakhreen’ i. 109 and 112)

২৪। গুরদাসপুর কুলানোরের অতি সন্নিকটে অবস্থিত; এখানে আকবর বাদসাহ পদে অভিষিক্ত হন। ফরষ্টার, ম্যালকম এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ যে সাধারণ বিবরণ অনুসরণ করিয়াছেন, এই স্থানেই, বর্ণিত ‘লোগড’ অবস্থিত বলিয় অস্বীকৃত হয়। যে সকল সারস্বত ব্রাহ্মণগণ শিখদিগের আচার-পদ্ধতি ও ধর্মনীতি অধিকাংশরূপে গ্রহণ করিয়াছিল, এখানে আজকাল তাহাদের একটি ধর্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে।

২৫। তথ্যাদি কতকগুলি বিবরণে দেখা যায় যে, বান্দা পুনরায় সারহিন্দ অধিকার করিয়াছিলেন।

হইতে কতকগুলি সুশিক্ষিত সৈন্য গ্রেহিত হইল। আবদুল সামাদ খাঁ নিজেও কয়েক সহস্র সুশিক্ষিত ও বণকুশল স্বদেশবাসী সৈন্য সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধার ও গোলন্দাজ সৈন্য প্রাপ্ত হইয়া লাহোর পরিত্যাগ করতঃ শিখদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু বান্দার প্রচণ্ড বাধা ও যুদ্ধ সত্ত্বেও এই যুদ্ধে শিখসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মুসলমানগণ শিখ সৈন্তের পশ্চাদ্ধাবন করিল; বান্দা বিজয়ী মুসলমান সেনানায়কের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তাঁহার (আবদুল সামাদ খাঁ) সৈন্যর গুরুতর ক্ষতি করিয়া, একস্থান হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরিশেষে তিনি নিজে গুরুদাসপুরের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। অতি সঙ্কীর্ণভাবে দুর্গ অবরুদ্ধ হইল। দুর্গের বহির্ভাগ হইতে মধ্যভাগে কোন জিনিস সরবরাহ করিবার সুবিধা ছিল না; সমুদায় খাদ্য ফুরাইয়া যাওয়ায়, ঘোড়া, গাধা, এমনকি অখাদ্য গোমাস ভক্ষণ করিয়া, পরিশেষে বান্দা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন।^{২৬} অধিকাংশ শিখ নিহত হইল। যখন তাহার অসভ্য অথবা অর্দ্ধ-সভ্য এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিজয়গণের স্বভাবজঃ অবমাননা সূচক ও লজ্জাস্বর প্রথামুসারে দিল্লি অভিমুখে গমন করিতে ছিল, তখন তাহার শিখদিগের ছিন্ন মস্তক—বান্দা এবং অপরাপরের সমক্ষে ভুলে বিদ্ধ করিয়া বহন করিতে লাগিল।^{২৭} শিখদিগের সকলেই ধর্মের জ্ঞান প্রাণ বিসর্জন করিতে প্রস্তুত হইল। তাহাদের মধ্যে বিবাদ বাধিল,—কে আগে মরিবে! সকলেই এ কার্যে অগ্রণী হইতে লাগিল; সুতরাং তাহাদের মধ্যেও বিবাদ উপস্থিত হইল। পরস্পর বিবাদ হেতু প্রত্যহ এক শত শিখ নিহত হইতে লাগিল। অবশেষে অষ্টম দিনে বান্দা নিজেই বিচারকদিগের সমক্ষে অভিযুক্ত হইলেন। বিচারে তাঁহার দোষ সাব্যস্ত হওয়ায়, একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘একজন বিচক্ষণ এবং জ্ঞানী ব্যক্তি হইয়া, তিনি কিরূপে পাপকার্য করিলেন; সেই পাপ কার্যে তিনি নরকে নিক্ষিপ্ত হইবেন, জানিয়াও কেন তিনি সেই পাপে লিপ্ত হইলেন? বান্দা উত্তর করিলেন যে,—দুষ্ট ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান বা দণ্ড বিধান করিতে তিনিই ঈশ্বরের একমাত্র অস্ত্র-স্বরূপ; এবং এক্ষণে জগদীশ্বরের

২৬। নিম্নলিখিত গ্রন্থ সমূহে উক্তব্য : —Malcolm ‘Sketch’, p. 79, 80 ; Forster, ‘Travels’, i. 306 and note : and the ‘Seir ool Mutakhereen’, i. 116, 117. প্রচলিত সাধারণ বিবরণে শিখ সৈন্তের সংখ্যা ৩৫,০০০ প্রদত্ত হইয়াছে (ফরেষ্টার বলেন, ২০,০০০); তাহার বলেন,—যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আবদুল সামাদ এক বৎসর লাহোরে ছিলেন; সেই বিবরণমুসারে জানা যায়,—সমুদায় পার্বত্য রাজগণ তাহার সাহায্যার্থ আগমন করিয়াছিলেন; এতদ্ব্যতীত ঘটনাই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়।

২৭। সমসাময়িক কাফি খাঁর বিবরণ উল্লেখ করিয়া শের-উল-মতাকেরীণ লেখক (‘Seir ool Mutakhereen’, i. 118, 120) এবং এলফিনষ্টোন (Elphinstone ‘History’, ii. 574, 576) উভয়েই বলিয়াছেন,—শিখ-কয়েদীর সংখ্যা সর্বশুদ্ধ ৭৫০ জন। বাইজি খাঁর বৃদ্ধা মাতা কিরূপে তাহার পুত্রহত্যাকে নিহত করিয়াছিল, তাহা শের-উল-মতাকেরীণে বর্ণিত আছে। যখন তিনি ও অত্যন্ত কয়েদীগণ লাহোরের পথ দিয়া পরিচালিত হইতেছিলেন, তখন বাইজি খাঁর মাতা মস্তকোপরি একখানা প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া পুত্রহত্যাকে নিহত করে।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য করার, তিনি যে পাপ করিয়াছেন,—একশ্রেণে কেবল তাহারই শাস্তি ভোগ করিতেছেন। তাঁহার পুত্র তাঁহার সমক্ষে জাহ্নু পাতিয়া উপবেশন করিল,— তাঁহার হস্তে একখানি ছুরিকা প্রদত্ত হইল; বান্দা আপন পুত্রের প্রাণ সংহার করিতে আদিষ্ট হইলেন। তিনি অবিচলিতভাবে এবং নিঃশব্দে তাহাই করিলেন। পুত্রের প্রাণ সংহার করিতে বান্দা অল্পমাত্র বিচলিত হইলেন না। অতঃপর তাঁহার নিজ শরীরের মাংস অগ্নিবৎ তপ্ত সাড়াশী দ্বারা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল; বান্দা অসহ যন্ত্রণা-ভোগ করিতে করিতে ভবলীলা সংবরণ করিলেন। মুসলমানগণ বলেন, বান্দার পাপময় আত্মা স্থগিত নরকে নিক্ষিপ্ত হইল।^{১৮}

শিখগণ বান্দার শ্মৃতির প্রতি অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করে না। বান্দা স্বভাবতঃ অপ্রসন্ন-চিত্ত ছিলেন। একজন উৎসাহী, অধ্যবসায়শীল এবং সাহসী সেনাপতি বলিয়া সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। তবে তাঁহার অহুচরবর্ণের কেহই তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে নাই। নানক ও গোবিন্দ যে ধর্ম-সংস্কার প্রচার করিয়াছিলেন, বান্দা সেই সংস্কার-নীতির গুঢ় উদ্দেশ্য অহুভব করিতে সমর্থ হন নাই; সম্প্রদায়-বিশেষের নীতি তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। নানক এবং গুরু গোবিন্দ যে ধর্মনীতি,—যে আচার-পদ্ধতি প্রচার করিয়াছিলেন, বান্দা তাহারই সংস্কার-সাধনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন; আপন সম্মাসাধর্মের রীতি ও হিন্দুদিগের ধর্মনীতি তাহাতে সংযোজিত করিয়া, তিনি সেই উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ধর্মাসুরাগী শিখগণ তাঁহার সেই বিধি-বিরুদ্ধ সংস্কার-সাধনে বাধা প্রদান করিয়াছিল। হয়ত, বান্দার এই অবৈধ ও অযাচিত বিধিপ্রবর্তনের চেষ্টা হেতু, শিখগণ তাঁহার ত্রায় একজন দক্ষ ও অধ্যবসায়শীল নায়কের প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।^{১৯}

বান্দার মৃত্যুর পর, শিখদিগের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার-উৎপীড়ন চলিতে লাগিল।

১৮। এম্বলে মাল্‌কম (Malcolm, 'Sketch', p. 82) শৈর-উল মুতাক্কেরীণ হইতে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। শৈর-উল-মুতাক্কেরীণ (Seir-ool Mutakhereen, i. 109), অরম (Orme 'History', ii. 22) এবং এলফিনষ্টোন (Elphinstone, History, ii. 564) স্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন যে ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে বান্দা পরাজিত ও নিহত হন। কিন্তু ফরস্টার ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে বান্দার মৃত্যুকাল নির্দেশ করিয়াছেন। (Forster, 'Travels', i. 306 note).

১৯। Compare Malcolm 'Sketch', p. 83, 84, শৈর-উল-মুতাক্কেরীণে জানা যায়,—বান্দা সময়ে সময়ে ভারতীয়গণ কর্তৃক গুরু নামে অভিহিত হইতেন। (Seir-ool Mutakhereen, i. 114) বর্তমান সময়েও কতকগুলি অর্ধ-বিশ্বাসী শিখ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার। বান্দাকেই তাহাদের সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া সমাদর করে। কথিত হয়, বান্দা স্বতন্ত্র একটি ধর্ম-সম্প্রদায় স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু গোবিন্দের শিখ-সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম-সম্প্রদায় অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। বান্দা আরও ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তিনি অভিবাধন ও আরাধনার পরিবর্তন সাধন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। 'ওয়া গুরু কি ফাতে',—গোবিন্দের আদিষ্ট বা তৎকর্তৃক প্রবৃত্ত এই সম্বোধন পরিবর্তিত করিয়া 'ফাতে ধরন' ও 'ফাতে দর্শন' (ধর্মের জয়! সম্প্রদায়ের জয়!) প্রবর্তিত করিতে চাহিয়াছিলেন। Compare Malcolm, 'Sketch', p. 83, 84.

যুদ্ধে তাহাদের বহু সৈন্যবল ক্ষয় হইয়াছিল। যাহারা ধৃত হইয়াছিল, তাহারাও হয় নিহত, না হয় বাধ্য হইয়া স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছিল। বস্তুতঃ, যে যত শিখসৈন্য নিহত করিবে, সে সেই হিসাবে পুরস্কৃত হইবে,—এই ঘোষণা প্রচারিত হওয়ায় বিপক্ষগণ প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে বদ্ধপরিকর হইল। শিখদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার চলিতে লাগিল। পরিশেষে অসহনীয় অত্যাচার-উৎপীড়নে শিখদিগের অনেকেই বাধ্য হইয়া হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিল; অপরাপর সকলে ধর্মের বাহ্যিক নিদর্শন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। ধর্মামুরাগী শিখগণ নিভৃতে পর্বত কন্দরে পলায়ন করিল; কেহ কেহ আবার শতদ্রুর দক্ষিণ-তীরবর্তী নির্জন আরণ্য প্রদেশে পলাইয়া গেল। ইহার পর প্রায় এক-পুরুষ কাল শিখদিগের আর কোন বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না।^{১০০}

এইরূপে দুই শত বৎসরের পর শিখ-ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইল। সেই ধর্ম-নীতি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিল; শিখ-ধর্মের প্রভাবে সকলেই পরিচালিত হইতে লাগিল। এই ধর্ম-নীতি মানবের মনে বদ্ধমূল হওয়ায়, শিখধর্ম দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইল। প্রথমতঃ নানক একটি ক্ষুদ্র ধর্ম-সম্প্রদায় গঠন করেন। সম্প্রদায় বিশেষের প্রভাবে তাঁহার শিষ্যগণ যাহাতে কুপথে পরিচালিত না হয়, নানক তাহার উপায়-বিধান করিয়া যান। আপন উদ্দেশ্য-সাধন-কল্পে নানক, পৌত্তলিক হিন্দু-সম্প্রদায় এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমান সম্প্রদায় হইতে আপনার শিষ্যগণকে পৃথক করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপে অপরাপর সম্প্রদায় হইতে শিখদিগের স্বাভাব্য পরিরক্ষিত হয়। শিখসম্প্রদায় যাহাতে সম্যাসী সম্প্রদায়ে পরিণত না হয়, উমার দাস তাহার উপায় বিধান করেন। অজুন শিখদিগের সমাজ গঠনের নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া যান, এবং উন্নতিশীল শিখসম্প্রদায়ের ক্রিয়া-কলাপ সম্পাদনের ও চরিত্র গঠনের নিয়ম লিপিবদ্ধ করেন। হরগোবিন্দ কর্তৃক অস্ত্র-যন্ত্র ব্যবহারের নিয়ম ও যুদ্ধ-প্রথা প্রবর্তিত হয়। পরিশেষে গোবিন্দ সিংহের শিক্ষা প্রভাবে শিখগণের প্রাণে স্বতন্ত্র একটি রাজনৈতিক ভাব উদ্ভূত হয়। গোবিন্দ তাহাদিগকে সামাজিক মুক্তি প্রদান করেন; তাহাতে তাহাদের কঠোর সমাজ-বন্ধন দূর হয়;—জাতীয় স্বাধীনতা প্রাপ্তির উৎকট আশায় তাহারা উন্নত হইয়া উঠে। অতঃপর আর কোন ব্যবস্থা-প্রকরণ বা শাসন-নীতির আবশ্যক হয় নাই। কেবল গুরুগণের অদ্ভুত শিক্ষা প্রভাবে শিখদিগের মনে এক অদম্য প্রবৃত্তি বিস্তৃত ভাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। পূর্বে তাহাদের মনে অনিশ্চিত ভাবের উদয় হইত; এক্ষণে তাহাদের সেই অনিশ্চিত ভাব উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী হইয়া গঠিত হইয়াছে। শিখ ধর্মের এই প্রক্রিয়া এক্ষণে স্বতঃসিদ্ধ। বর্তমান সময়ে এই ধর্ম উন্নতির পথে প্রধাবিত; অতঃপর এই ধর্ম প্রভাবে কি কল উৎপন্ন হইবে, তাহা পূর্বে অল্পভব করা বড়ই স্বকঠিন। পূর্বেই ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের

১০০। Comgare Forster ('Travels', i. 312, 313), and Browne ('India Tract', ii. 13) and also Malcolm ('Sketch', p. 85, 86)

অধঃপতন হইয়াছিল ; ব্রাহ্মণগণ আচার-দ্রষ্ট হইয়াছিলেন ।^{১০১} তখন মুসলমান ধর্মের ক্রমোন্নতি হইতেছিল । সুতরাং শক্তিসঞ্চারক মুসলমান ধর্মের প্রবল প্রভাবে বখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মূলোচ্ছেদ সাধিত হইল, তখন হইতেই শিখ-ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ হয় । এক্ষণে এই শিখ-ধর্ম পাশ্চাত্য সভ্যতা-ফলে ও খৃষ্ট-ধর্মের সংস্পর্শে ক্রমশঃই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে । বহুকাল পরে ইহার ফল প্রকটিত হইবে ;—পরবর্তী বংশধরগণ তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন ।

১০১। শিখ ধর্মের মধ্যেও পরিবর্তনের বিষয় দেখা হয় । কিন্তু ধর্ম পরিত্যাগে সময় সময় শক্তির আধিক্য সূচিত হয় বটে ; কিন্তু স্বধর্ম পরিত্যাগ সর্ব সময়েই দুর্বলতার পরিচয় প্রদান করে ; সম্প্রদায় ধ্বংসেরও ইহাই কারণ । শিখ সম্প্রদায়ের সংখ্যা অনেক অধিক । কিন্তু গুরু গোবিন্দ প্রবর্তিত মতের উন্নতিতে অস্বাভাব্য সম্প্রদায়ের লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে । এইরূপে শিখগণের মধ্যে নানকের ‘খালসা’ এবং গোবিন্দের ‘খালসা’ নামক যে শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়ের বিষয় কুরুষ্টার বর্ণনা করিয়াছেন, (Forster, ‘Travels’, i, 309) তাহা আর এক্ষণে সমধিক বলশালী নহে । বস্তুতঃ, পূর্বোক্ত ‘খালসা’ শব্দ আজকাল একরূপ অজ্ঞাত ; কিন্তু সকলেই ‘খালসা’ সম্প্রদায়ের সভ্য বলিয়া পরিচিত হইতে প্রয়াসী । প্রথম গুরু শান্তি-প্রিয় শিখ শিখগণ ভারতবর্ষের সর্বত্রই দৃষ্ট হয় ; কিন্তু দশম রাজার যুদ্ধপ্রিয় ‘সিং’গণ সচরাচর পঞ্জাবে দৃষ্ট হয় ; সৈনিক ব্যবসারে তাহারা কাবুল হইতে ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিক পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে ।



‘টাল্লনী’—পাঠকগণ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পরিশিষ্টে দেখিবেন । শিখদিগের গ্রন্থে সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । গুরুগণ তাহাদের ধর্মনীতি ও আচার-পদ্ধতির বর্ণনা করিয়াছেন ; নানক ও গোবিন্দ কতকগুলি চিঠিপত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার সার-সংগ্রহ এবং শিখদিগের জীবন ও ধর্মনীতির বিস্তারিত বর্ণনা সকলই প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে । কতকগুলি শিখ সম্প্রদায় এবং তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন ‘পদবী’ পঞ্চম পরিশিষ্টের তালিকায় সংযোজিত হইয়াছে ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ শিখদিগের স্বাধীন রাজ্য ১৭১৬—১৭৬৪

[মোগল সাম্রাজ্যের অবপতন ; —শিখদিগের পুনর্বার্জীভাব ; —মৌর্য মন্তু কর্তৃক শিখদিগের নির্ধাতন, এবং আমেরসাব পুর তৈমুরের উৎপীড়ন ; —‘খালসা’ সৈন্তের ও ‘খালসা’ রাজ্যব্যবস্থার শক্তির বিকাশ ; —আদিনা বেগ খাঁ এবং বাঘবেব নেতৃত্বাধীনে মাঝাট্টাগণ ; —আমের সার আক্রমণ ও বিজয়লাভ ; —সাবহিন্দ ও লাহোর প্রদেশে শিখদিগের রাজ্য স্থাপন ; —জাযগীরদাররূপে শিখদিগের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা ; —‘আকালি’ সম্প্রদায় ।]

বাদসাহ আরঙ্গজেবের সঙ্গে সঙ্গে তৈমুরলঙ্গবংশের শৌর্য-বীর্য-প্রতিভার অবসান হইল। আরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারিগণ দুর্বলচেতা ছিলেন ; স্বার্থপর অবিখ্যাসী মন্ত্রীগণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করায়, রাজ্যে দারুণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। বৃহৎ সাম্রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল ; প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ আপনাপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন ; অবীনস্থ বিদ্রোহী প্রজাগণ দমন করিয়া রাজ্যশাসন করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই দুঃসাহসিক মুসলমানগণ, বঙ্গদেশ, লক্ষৌ এবং হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানে স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিল। মহারাষ্ট্রীয় পেশোয়া সহসা রাজধানীর সম্মুখে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়া, ভারতবর্ষের মুসলমানগণকে চমকাইয়া দিলেন।^১ এদিকে দুর্দর্শ নাদির সা রক্তরঞ্জিত রাজধানীর মধ্যে দূর-সম্পর্কিত তুর্ক ভ্রাতা মহম্মদ সাকে অবজ্ঞার সহিত অলিঙ্গন করিলেন।^২ এই সময় রোহিলখণ্ডের আকগণ ঔপনিবেশিক-গণ, এবং ভরতপুরের হিন্দু ‘জাঠগণ’ বিশেষ শক্তি সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।^৩ যখন লুণ্ঠনকারী বিজেতা নাদির সা লুণ্ঠিত দ্রব্য সমভিযাহারে দিল্লী পরিত্যাগ করিলেন, তখন বাদসাহ হীনবল ; সমাজ বিশৃঙ্খল ; —এমন কি যখন, নিরাশ্রয় বাবর ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার বংশ-সামর্থ্যের উপযুক্ত সিংহাসন অলুসন্ধান করিয়াছিলেন, তখনও বোধ হয়, এরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই।

১। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে পেশোয়া বাজীরাও আগরা হইতে দিল্লী অভিমুখে গমন করেন। (See Elphinstone ‘History’, ii. 609, and Grant Duff’s History of the Mahrattas, i. 533, 534).

২। ভারত আক্রমণে কৃতকার্য হইয়া, নাদির সা তাঁহার পুত্রের নিকট এক পত্র লিখিয়াছিলেন, এহলে তাহাই দ্রষ্টব্য। (‘Asiatic Researches’, x, 545, 546)

৩। রোহিলাদিগের সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় বিবরণ. করষ্টাবেব ‘জমণ বৃত্তান্তে’ দ্রষ্টব্য (Forster, ‘Trav. Is’, i. 115 &c) একজন বিশেষ প্রসিদ্ধ নেতা হাফিজ রহমত খাঁর জীবনী, ‘লণ্ডন ওরিয়েন্টাল ট্রান্সলেশন কমিটির’ একখানি পুস্তকে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

ভরতপুর এবং ঢোলপুর, হাতিরাস এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানের জাঠদিগের স্বতন্ত্র ইতিহাস আবশ্যক।

মোগল সাম্রাজ্যের এই অস্থবিলম্ব, সেই ভগ্নপ্রাণ শিখজাতির পুনরাত্মদায়কের পক্ষে বিশেষ অমূল্য হইয়াছিল। আবদুল সামাদ লাহোরে কঠোর শাসন-নীতি প্রবর্তন করেন; তাঁহার এবং তাঁহার দুর্বল বংশধরগণের^৪ শাসনাধীনে, শিখগণ প্রজার ন্যায় শাস্ত্যভাব প্রদর্শন করিত। কখন কখন তাহারা দস্যবৃত্তি-দ্বারা জীবিকা অর্জন করিত; বহু-প্রদেশে ও গিরি-গুহায় শিকার অঘেষণে লুকাইয়া থাকিত।^৫ যাহা হউক, নানক ও গোবিন্দের ধর্ম-নীতিসমূহ লোকের মনে দৃঢ় বন্ধমূল হইয়াছিল। সামান্য গৃহী ও শিল্পী সকলেই এই ধর্ম অন্তরে অন্তরে গোষণ করিত। অধিকতর অমুরাগী ব্যক্তিগণ প্রতিশোধ ও বিজয় লাভের আশায় অমুপ্রাণিত হইয়াছিল। মৃত গুরু বলিয়াছিলেন, তিনিই শিখ-দিগের শেষ গুরু। স্মৃতরাং ধর্মোত্তম ব্যক্তিগণের ঐহিক কোন পরিচালক ছিল না; কিন্তু যাহারা ধর্মগুরুকেই ঈশ্বর জ্ঞানে সম্মান করিত, সেই ক্লান্ত ও অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ আপনাপন উন্নতিলাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। ধর্মের দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি ব্যতীত শিখদিগের আর কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম বা অন্য কোন একতা-বন্ধন ছিল না। এই নূতন ধর্মের শ্রী-বৃদ্ধি, এবং এই ধর্মাবলম্বিগণের উন্নতির প্রধান কারণ,—এই ধর্মকে লোকে সত্য ধর্ম বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল, এবং ভারতবাসীর মন এই ধর্ম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। সর্বসামঞ্জস্যমূলক এইরূপ একটি সরল নীতি যে এত শীঘ্র সকলে গ্রহণ করিবে,—তাহা অনেক সময় অনেকে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। সাধারণতঃ ধীর ও অনিয়মিত ভাবে এই ধর্মের গতি প্রবাহিত হইয়াছিল। গোবিন্দের মৃত্যুকাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত শিখদিগের ইতিহাস আলোচনা কালে এই বিষয় স্মরণ রাখা কর্তব্য।

নাদির সাহের আক্রমণ কালে শিখগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে একত্র সমবেত হইয়াছিল। প্রত্যগত পারস্ত দেশীয় সৈন্যদলের ধন-সম্পত্তি সকলই তাঁহারা লুণ্ঠন করিয়াছিল। নাদির সার আগমনে যাহারা পলায়ন করিয়াছিল, এবং পরে দিল্লীতে নৃশংস হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইলে যাহারা পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, শিখগণ তাহাদের যৎসামান্য সম্বল লুণ্ঠন করিয়া লইল।^৬ এই সকল অবৈধ কার্যের জন্য দণ্ড না হওয়ায়, তাহারা অধিকতর দুঃসাহসিক কার্য সাধনের প্রত্যাশা পাইল। শিখগণ প্রকান্তভাবে অমৃতসরে

৪। তিনিও বাল্মী-বিজ্ঞেতার পুত্র ছিলেন। তাঁহার নাম,—জাকারিয়া খাঁ এবং তাঁহার উপাধি—খাঁ বাহাদুর।

৫। Compare Forster's, 'Travels,' i. 313, and Browne's 'India Tracts,' ii. 13.

৬। Browne, 'India Tracts,' ii. 15, 14. মোগল বাদসাহের নিকট নাদির, সিদ্ধেশ্বর ও কাবুল এবং বিস্তারিত নিকটবর্তী লাহোরের চারিটি প্রদেশ প্রাপ্ত হন।

এই সময়ে আবদুল সামাদের পুত্র, জাকারিয়া খাঁ, লাহোরের শাসনকর্তা ছিলেন।

দিল্লীর বাদসাহের পরাজয়, এবং রাজধানীতে নাদিরের প্রবেশ, যথাক্রমে ১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ মাসের আরম্ভে ঘটয়াছিল। কিন্তু তখন তিন পুরুষ পূর্বে সংবাদাদি জ্ঞাপনের পদ্ধতি এত দিকৃষ্ট এবং ইংরেজদিগের নিকট দিল্লী নগরী এত কম আদরনীয় ছিল যে, অক্টোবর মাস পর্যন্ত লণ্ডন নগরীতে এ সংবাদ পৌঁছে নাই। (Wade's Chronological British History, p. 417).

আগমন করিতে লাগিল। এক্ষণে আর তাহাদের সে ছদ্মবেশ রহিল না। একজন মুসলমান গ্রন্থকার বলিয়াছেন, নানা দিশেদশ হইতে অস্বারোহী শিখ সৈন্য আসিয়া এই পবিত্র ধর্মমন্দিরে ঈশ্বরোপাসনা করিত। তাহাদের অধিকাংশই নিহত হইয়াছিল, অবশিষ্ট কয়েকজন মাত্র বন্দী হইয়াছিল। কিন্তু এই পবিত্র স্থানে গমন কালে, নিগৃহীত হইলেও, তাহাদের কেহই স্ব-ধর্ম পরিত্যাগ করে নাই।^১ পরে কতকগুলি শিখ ইরাবতী তীরে দালিওয়াল নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ নির্মাণ করে। এ পর্যন্ত কেহই তাহাদের বিষয় অবগত ছিল না। অতঃপর তাহারা এমিনাবাদ ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানে সমবেত হইল; তাহাদের দল পরিপুষ্ট হইতে লাগিল; তদ্রূপ অধিবাসিগণের নিকট হইতে তাহারা কর আদায় করিতে আরম্ভ করিল। তখন তাহাদের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষিত হইল;—সকলেই সঙ্গত হইলেন। তৎপূর্বে কেহই তাহাদিগকে গ্রাহ্য করিতেন না। এক্ষণে লুণ্ঠনকারিগণ আক্রান্ত হইল; যুদ্ধে সৈন্যগণ বিভাঙিত এবং তাহাদের সেনাপতি নিহত হইল। পুনরায় অধিকতর সৈন্য প্রেরিত হয়। এবার শিখগণ পরাজিত এবং তাহাদের অনেকে বন্দী হইল। বহুসংখ্যক অপরাধী লাহোরে আনীত হয়; তাহাদের হত্যা বা বধ্যভূমি এক্ষণে ‘হুহিদগঞ্জ’—বা হত ধর্মপ্রিয় গণের স্থান—নামে অভিহিত।^২ এই স্থানটির প্রসিদ্ধির আর একটি কারণ আছে; এখানে ভাই তারু সিংহের কবর স্থাপিত। ইনি মস্তক মুণ্ডন করিয়া স্বধর্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু গুরু গোবিন্দের পূর্ব বন্ধু কখনও স্বীয় বিবেক অথবা স্বীয় ধর্ম প্রকৃতির অবমাননা করেন নাই;—অপরের অধীনতাও স্বীকার করেন নাই। স্বতরাং বর্তমানকাল পর্যন্তও তাঁহার প্রত্যাশ্রয়ের বিষয় সকলে স্মরণ করিয়া থাকে। কেহ বলেন তাঁহার উত্তর প্রকৃত; কেহ বলেন তাহা ছলনাপূর্ণ। তিনি বলিতেন,—মস্তকের চুল, ত্বক ও মস্তকাবরণ,—সকলই পরস্পর একহুত্রে আবদ্ধ। ময়ূরের মস্তক ও জীবনের পরস্পর নিকটসম্বন্ধ, এবং তিনি সানন্দে প্রাণদান করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

এই সময়ে লাহোরের শাসনকর্ত্ত্ব লইয়া, জাকারিয়া খাঁর দুই পুত্রের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ চলিতেছিল। জাকারিয়া খাঁ, আবদুল সামাদের বংশধর ছিলেন; সেই আবদুল সামাদই বান্দাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। জাকারিয়া খাঁর কনিষ্ঠ পুত্র সা নেওয়াজ খাঁ তাঁহার জ্যেষ্ঠকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বলপূর্বক সিংহাসন অধিকার করেন। রাজ্যে নিজ ক্রমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ত সা নেওয়াজ, আমেদ সা আবদালির সহিত একতাপুত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা করতেন; সেই উদ্দেশ্যে তিনি আমেদ সার সহিত পত্রাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে নাদির সাহকে নিহত করিয়া আমেদ সা

১। ম্যালকম এহলে গ্রন্থকারের লেখা উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু তিনি গ্রন্থকারের কোন পরিচয় প্রদান করেন নাই। (Malcolm, ‘Sketch’ p. 8১)।

২। এ বিষয়ের সম্যক বিবৃতির জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য :—Browne, ‘India Tracts, II. 15.; Malcolm, ‘Sketch’ p. 86, and ‘Murray’s Runjeet Singn by Princep’, p. 4, এই সমস্ত জাকারিয়া খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জেহাইয়া খাঁ পঞ্জাবের শাসনকর্ত্ত্বা ছিলেন।

আবদালি আফগানিস্থানের প্রবৃত্ত লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর মধ্য এশিয়ার কতকগুলি দুৰ্দ্ধৰ্ষ জাতি দুরাগী রাজার সহিত যোগদান করিল। ঐ সকল জাতি দূর দেশে বাইয়া লুট-তরাজ করিতে ভালবাসিত;—তাহারা লুণ্ঠনকার্যে বিশেষ পারদর্শী ছিল। ঐ সকল জাতির সহায়তা পাইয়া দুরাগী রাজা মনে করিলেন, ভারতবর্ষই তাঁহার বিজয়ের বা লুণ্ঠনের উপযুক্ত স্থান। তদ্বারা তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে,—তিনি বিশেষ লাভবান হইবেন। দুই প্রকার চুলনা করিয়া তিনি গুপ্ত অভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ, লাহোরের শাসনকর্তা তাঁহার প্রতি রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন; দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার শত্রু, নাদির সার অধীনস্থ কাবুলের সেই পলাতক শাসনকর্তা, দিল্লীতে গিয়া বাদসাহের নিকট বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন;—এই দুই হেতুগুণে তিনি ভারতবর্ষ অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন।^৯ যাহা হউক, আমেদ সা সিদ্ধু নদ অতিক্রম করিলেন; লাণোরের শাসনকর্তা রাজদ্রোহিতা অপরাধে তিরস্কৃত ও লাঞ্চিত হইলেন। তখন কু-অভিসন্ধি অপেক্ষা সদাশয়তাই প্রবল হইয়া উঠিল। আফগানগণ বাহাতে অধিকদূর অগ্রসর হইতে না পারে তজ্জগু তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলেন না; আমেদ সা আবদালি পঞ্জাব অধিকার করিয়া বসিলেন। আমেদ সা সারহিন্দ পর্যন্ত তাঁহার অহুসরণ করিলেন। এই স্থানে পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের উজ্জ্বলের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইল। কতকগুলি খণ্ডযুদ্ধ এবং একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ হইল। এই সকল যুদ্ধের ফল আক্রমণকারীর পক্ষে এত প্রতিফল হইয়াছিল যে, তিনি পুনরায় পঞ্জাব হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। সতর্ক শিখগণ এই সময় আবদালি-সৈন্যের পশ্চাত্তাগ অক্রমণ করিল; তাহারা আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস করিবার আর এক প্রমাণ পাইল। একটি সামান্য যুদ্ধে দিল্লীর মন্ত্রী গোলাবর অধাভে নিহত হইলেন। এই যুদ্ধে তাঁহার পুত্র মীর মমু বিশেষ বীরত্ব ও কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। স্বত্তরাং পিতার মৃত্যুতে ‘মইন-উল মুলক’ উপাধি গ্রহণ করিয়া, তিনি লাহোর এবং মুলতানের শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।^{১০}

এই নূতন শাসনকর্তা, বীরবান এবং সূচতুর ছিলেন। বাদসাহের মঙ্গল কামনা করা অপেক্ষা নিজ স্বার্থ-সাধনই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। শাসনকার্যে তিনি কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না। নিজের বুদ্ধি অহুসারেই তিনি সকল কার্য সম্পন্ন করিতেন। কাওরা মল্ল এবং আদিনা বেগ খাঁ নাম বহুদর্শী ব্যক্তিদ্বয়কে নিজ কার্যে নিযুক্ত রাখিয়া

৯। Compare ‘Murray’s Runjeet Singh’, by Princep p, 9, and Browne, ‘India Tracts’ ii. তাৎকালিক শাসনকর্তা নাছির খাঁ, ভিন্ন-জাতীয় আমেদ সার সহিত কন্যা বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হন। তিনি তাঁহাকে রক্তা বলিয়াও স্বীকার করেন না; পরন্তু তাঁহাকে উপেক্ষা করেন। যাহা হউক, এখানে এলফিনষ্টোনের কাবুলের বিবরণ দ্রষ্টব্য। (Elphinstone, ‘Account of Caubul’, ii, 285) এ সম্বন্ধে তিনি এই সকল বিশেষ বিবরণের কিছুই উল্লেখ করেন নাই।

১০। Compare Elphinstone, ‘Caubul,’ ii. 285, 286 and Murry’s ‘Ranjeet Singh’, p. 6-8.

তিনি বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়া ছিলেন; কাওরা মল্ল তাঁহার প্রতিনিধি হইলেন, এবং আদিনা বেগ জলন্ধর সোয়াবের অধ্যক্ষ পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই সময়ে বিদ্রোহী শিখগণ শাসন-কার্যের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। হুতরাং শীঘ্রই তাহাদিগের প্রতি রাজদ্রোহী শাসন কর্তাদিগের দৃষ্টি সঞ্চালিত হইল। তাহারা বিশেষ দক্ষতার সহিত শিখ বিদ্রোহ দমন করিলেন।^{১১} আমেদ সার আক্রমণ কালে তাহারা অমৃতসরের নিকটবর্তী 'রাম রাওগি' নামক একটি দুর্গ ধ্বংস করিয়াছিল। এই সময়ে তাহাদের মধ্যে মদ্য-বিজেতা যুশা সিং কুল্লাল নামক একজন হৃদয় সেনানায়ক বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সাহস ও বীরত্বের সহিত শিখ-সাম্রাজ্যে একটি নবশক্তির সঞ্চার করেন। ইহাই 'খালসা'র 'ডাল' অথবা 'সিংহ'-উপাধি-যুক্ত ধর্ম-সম্প্রদায়ের সৈন্যদল।^{১২} মীর ময়ূ আপন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিয়াই বিদ্রোহীগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। বিদ্রোহী শিখদিগের দুর্গ অবরুদ্ধ হইল; সৈন্যগণ বিধ্বস্ত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিল। তিনি শান্তি স্থাপনের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন।^{১৩} ইতিমধ্যে তিনি শুনিতে পাইলেন,—আফগানগণ দ্বিতীয়বার ভারত আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছে, এই জনরবে তাঁহার সকল কল্পনাই বিফল হইল। এই বিপদ নিবারণ কল্পে তিনি বিতস্তা নদীতীরে সৈন্য-সমাবেশ করিলেন। হুতরাং শিবিরে দূত প্রেরিত হইল; এই বিপদ দূর করিবার জন্য তাঁহাকে নানা প্রকার সুবিধা প্রদানের অঙ্গীকার করিলেন। আমেদ সার নিজ রাজ্যের শাসন শৃঙ্খলা তখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সারাহিন্দে যে যুবক তাঁহার গতিরোধ করিয়াছিল, তিনি তাহার দক্ষতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন; সা তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। আবদালি নাদির সার উত্তরাধিকারী ছিলেন; সেই স্বপ্নেই তিনি সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তৎকালে নাদীর

১১। কাওরা মল্ল গোবিন্দের নীতি অবলম্বন করেন নাই; কিন্তু তিনি নিজে নানকের শিষ্য বলিয়া পরিচিত ছিলেন। (Forster, 'Travels', i 314) জাকারিয়া খাঁ, আদিনা বেগ থাকে জলন্ধর সোয়াবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আদিনা বেগ নাদির সার প্রতাবর্তনের পর, এখানে শিখদিগের ক্ষমতা লোপ করিতে আদিষ্ট হন। (Browne India Tracts, ii. 14.)

১২। Compare Browne, India Tracts, ii. 16. তিনি বলিয়াছেন, চেরশা সিং, টোকা সিং এবং কিরওয়ার সিং,—সকলেই যুশা কুল্লালের সহিত একতা-হুত্রে আবদ্ধ হন।

১৩। কাওর মল্ল এবং আদিনা বেগ উভয়েই শিখদিগের সীমান্ত প্রদেশ আক্রমণ করিতে বীর মনস্কে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছেন। কাওরা মল্লের পূর্ব হইতেই শিখদিগের প্রতি অসুরাগ ছিল; এবং আদিনা বেগ রাজনৈতিক গুঢ় উদ্দেশ্য-সাধনকল্পে তাহাদের প্রতি আক্রমণে অমত করিয়াছিলেন। (Compare Browne, 'Tracts', ii, 16, and Forster, 'Travels', i. 314, 315, 327-28.) কব্বটর বলেন, শিখদিগের অপরিশুদ্ধ সম্প্রদায়কে দমন করা অপেক্ষা মল্লের আরও গুরুতর উদ্দেশ্য মনে হইয়াছিল। শান্তি অধিকতর আবশ্যকীয় মনে করিয়া, তিনি এই দুর্বল ধর্ম-সম্প্রদায় ধ্বংস করিতে চেষ্টা করেন নাই।

সাহ চারিটি প্রদেশের কর প্রাপ্ত হইতেন। আমেদকেও তাহা প্রদানের অধীকার করায়, তিনি সিদ্ধনদের পরপারে প্রত্যাৰ্জন করিলেন।^{১৪}

মীর ময়্যু যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায়, দিল্লীতে তিনি বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার গৃহ অভিসন্ধি অবগত হইয়া, উজীর সাকদার জঙ্গ বিশেষ ভীত হইলেন। তিনি অযোধ্যার বিষয়ে মনে মনে এক কল্পনা করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাহা কার্যে পরিণত করিবার জন্ত চেষ্টিত হইলেন তখন আর আত্মীয়-পুত্র বলিয়া মীর ময়্যুর মুখ চাহিলেন না। তিনি এক প্রস্তাব করিলেন সা নাওয়াজ খাঁকে মূলতানের শাসন-কর্তৃত্ব প্রদান করিয়া মীর ময়্যুর ক্ষমতা হ্রাস করা কর্তব্য। মীর ময়্যু কৌশলে সেই সা নাওয়াজকে লাহোরের সিংহাসন-লাভে বঞ্চিত করিয়াছিলেন।^{১৫} ময়্যু বাদসাহের ক্ষমতা ও সৈন্যবল সকলই বিশদরূপে অবগত ছিলেন; আপন অর্থ-সামর্থ্যও বুঝিতে তাঁহার বাকী ছিল না। ময়্যু আপন প্রতিদ্বন্দ্বি কাওরা মল্লকে নুতন শাসন-কর্তার গভিরোধ করিতে আদেশ করিলেন। সা নাওয়াজ খাঁ যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন। তাহাতে বিজোয়ন্ত শাসনকর্তা তাঁহার ক্লতকর্মা অহুচরকে ‘মহারাজ’ উপাধি প্রদান করেন।^{১৬} তিনি বাদসাহের অধীনতা-পাশ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করিলেন। শিখদিগের বিজ্রোহ দমিত হইল। পর পর ক্লতকার্যতা লাভে উৎসাহিত হইয়া, ময়্যু আপন গৃহ অভিসন্ধি কার্যে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। আমেদ সাহকে তিনি যে রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তাহাও এক্ষণে বদ্ধ করিয়া দিলেন। রাজস্ব আদায়ের চুলনা করা হইল; ময়্যুও সমস্ত বাকী রাজস্ব প্রদানের প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু উভয় পক্ষের কেহই কাহারও প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। তখন সৈন্য সহ আকগান রাজ্য লাহোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ময়্যু সীমান্ত প্রদেশেই তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার ভাণ করিলেন; কিন্তু অবশেষে নগর-প্রাকারের মধ্যস্থিত একটি স্থরক্ষিত স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ময়্যু যদি শত্রুকে বাধা দিয়া আত্মরক্ষা করিতে যত্নপর হইতেন, তাহা হইলে, সম্ভবতঃ আবদালির সমুদায় চেষ্টা বিফল হইত। কিন্তু ময়্যু তদ্বিষয়ে

১৪। আকগানগণের বিবরণ অনুসারে জানা যায়, পঞ্জাবের শাসনকর্তা মীর ময়্যু, আমেদ সার করদ রাজা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। এই আক্রমণকারীকে দূরে রাখিবার জন্ত এবং তাঁহার আক্রমণ হইতে নিরাপদ থাকিবার অভিপ্রায়ে আবদালির নিকট তিনি কোন না কোন সত্রে আবদ্ধ হন। (Compare Elphinstone, ‘Caúbul’ ii 286, Murray, ‘Runjeet’ Singh, p. 9-10).

১৫। মূলতানের স্থানীয় বিবরণে জানা যায় যে, ১৭৩২-৪০ খৃষ্টাব্দে যখন নাদির সা সিদ্ধদেশে প্রবেশ করিলেন, তখন জাকারিয়া খাঁর কনিষ্ঠ পুত্র হিয়াএতুল্যা খাঁ মূলতানের শাসনকর্তা ছিলেন। নাদির সার উদ্দেশ্য ছিল, তিনি সিদ্ধদেশ অধিকার করিয়া তথায় রাজ্য স্থাপন করিবেন। তখন হিয়াএতুল্যা খাঁ সেই পারস্ত দেশীয় বিজ্ঞতার অধীনতা স্বীকার করেন। হিয়াএতুল্যা নাদির সার নিকট ‘সা নেওয়াজ খাঁ’ উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৬। Compare Murray's ‘Ranjeet Singh,’ p 10

নিশ্চেষ্টে রহিলেন। তিনি দুর্গ মধ্যে অবরুদ্ধ হইলেন। চারি মাস কাল এই অবস্থায় কালযাপন করিয়া, পরিশেষে আবদালী সৈন্তের সহিত তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুদ্ধে কাওরা মল্ল নিহত হইলেন; আদিনা বেগ যুদ্ধে যোগদান করিলেন না। তখন মল্ল দেখিলেন,—যুদ্ধ অধিক দিন স্থায়ী হইলে, বিশেষ ক্ষতির সম্ভবনা; হুতরাং তিনি অতি বিচক্ষণতার সহিত রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া বিজ্ঞতার প্রতি তাঁহার আল্লাহুত্তোর অশেষ পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। আমেদ সা বহু অর্থ প্রাপ্ত হইলেন; লাহোর ও মুলতান আফগান-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। আমেদ সা, মল্লর অসাধারণ সৈন্ত-পরিচালন-শক্তির বিশেষ প্রশংসা করিলেন;— তাঁহার শাসন ক্ষমতায় মোহিত হইলেন। এই সমস্ত কারণে আমেদ সা মল্লকেই নব-বিজিত রাজ্যের শাসনকর্তার পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অতঃপর কাশ্মীর অধিকারের জন্ত আমেদ সা নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন; কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাকে স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে হইল।^{১৭}

এইরূপে বিদেশীয়গণ কর্তৃক লাহোর দ্বিতীয় বার আক্রান্ত হওয়ায়, তৎপ্রদেশের শাসন-শৃঙ্খলা ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িল। চির-স্বাধীনভালোলুপ শিখগণ পুনরায় মত্তকোত্তগন করিল, এবং নানারূপ উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিল। আদিনা বেগ লাহোরের যুদ্ধে যোগদান করেন নাই; স্বার্থসাধনোদ্দেশ্যে তিনি বিদ্রোহী প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন,—তৎকালে সকলের মনে সেই বিশ্বাসই বদ্ধমূল হইয়াছিল। এক্ষণে আদিনাবেগ মনে করিলেন,—তঁাহার প্রতি সেই সন্দেহের মূলোচ্ছেদ করাই যুক্তিসঙ্গত। শিখগণ ইতিমধ্যে অমৃতসর এবং পার্বত্য প্রদেশের মধ্যবর্তী প্রদেশসমূহ অধিকার করিয়াছিল। আদিনা বেগ ভাবিলেন,—শিখদিগকে অধীনতাপাশে আবদ্ধ করাই তাঁহার একমাত্র কর্তব্য। মাথোয়ালে এক উৎসবের দিনে তিনি তাহাদিগকে সহসা আক্রমণ করিলেন; যুদ্ধে শিখগণ সম্পূর্ণরূপ পরাজিত হইল। শিখগণ তাঁহাকে মিত্র বলিয়া মনে করে,— ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় হইল। তিনি শিখদিগের সহিত সন্ধিস্থজে আবদ্ধ হইলেন; তাহারা নামমাত্র যৎকিঞ্চিৎ কর প্রদান করিবে—ইহাই দার্ষ হইল। এবং তাহাদের অধীনস্থ লোকের নিকট হইতে তাহারা পরিমিত পরিমাণে অথবা নির্দিষ্ট হারে কর আদায় করিতে পারিবে স্থির হইল। বহুসংখ্যক শিখদিগকে বেতন প্রদানে তিনি আপনার কর্ম-চারীরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে সূত্রধর জাতীয় যুশা সিং নামক এক ব্যক্তি পরিশেষে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।^{১৮}

নতুন প্রভুর অধীনে আপনার ক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার কয়েক মাস পরেই মির মল্লরূ:

১৭। Compare Elphinstone, 'Caubul', ii, 288, and Murray's 'Runjeet Singh', p. 10. 13.

১৮। Compare Browne, 'India Tracts', ii, 17, and Malcolm, 'Sketch', p. 82.

মৃত্যু হয়।^{১৯} তাঁহার বিধবা পত্নী নাবালক পুত্রের অভিভাবিকা নিযুক্ত হইলেন ; লাহোরের শাসন-কর্তৃপক্ষের জ্ঞান পুত্রের পক্ষ হইতে কৌশলক্রমে বাদসাহের স্বীকারপত্র সংগ্রহ করিলেন। বাদসাহ এবং দুরাণী-রাজ উভয়ের সহিত তিনি সম্ভাব স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন—তিনি উভয়ের অধীনতা স্বীকারের ভাব প্রকাশ করিলেন। দক্ষিণ-পথের প্রথম নিজামের পৌত্র গাজী উদ্দিনের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ হয়। নিজাম এক সময়ে পতনোন্মুখ ভারত সাম্রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন ; সেই সময় তৎকর্তৃক অযোধ্যার রাজপ্রতিনিধি কৌশলক্রমে পদচ্যুত হন।^{২০} তখন উজ্জীর আগন প্রভুর জ্ঞান একটি প্রদেশ অধিকার করিতে চেষ্টা করেন। নিজেও পুনরায় বিবাহ করিতে অভিলাষী হইয়া একটি উপযুক্ত পাত্রী অন্বেষণ করিতে থাকেন। এক্ষণে তিনি লাহোরে গমন করিয়া তাঁহার ক্রোধ-পরায়ণ স্বর্গকে স্থানান্তরিত করিলেন ; কিছুকালের জ্ঞান সমগ্র পঞ্জাব আদিনাবাগে খাঁর নামমাত্র শাসনাবধানে রহিল। পরিশেষে আমেদ সা পুনরায় ভারতবর্ষে আগমন করিয়া পঞ্জাব অধিকার করিলেন। ১৭৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দের শীতকালে দুরাণী-রাজ লাহোরের মধ্য দিয়া গমন করিলেন ; তাঁহার পুত্র তাইমুর জেহান খাঁ নামক এক ব্যক্তির অভিভাবকতায় তৎপ্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। সারহিন্দ আমেদ সার রাজ্য-ভুক্ত হইল। গাজী উদ্দিনের সমস্ত অপরাধ আমেদ সা ক্ষমা করিলেন বটে, কিন্তু দিল্লী ও মথুরা লুণ্ঠন না করিয়া তিনি কান্দাহারে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না। সম্রাট উজ্জীরের একজন ক্রৌড়-পুতলি ছিলেন ; তদর্শনে আমেদ সা, নাজিবুদ্দৌলা নামক একজন রোহিলা বংশীয় সেনানায়ককে দিল্লী-সাম্রাজ্যের নামমাত্র সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন ; সে ব্যক্তি আবদালীর স্বার্থ-সাধনের জ্ঞান সর্বদা চেষ্টিত রহিল।^{২১}

যুবরাজ তাইমুরের দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য,—বিদ্রোহী

১৯। ফরেষ্টার ('Travels', i. 315) এবং ম্যালকম ('Sketch', p. 92) বলেন, ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে মীর মন্সুর মৃত্যু হয়। ব্রাউন ('Travels', ii. 18) বলেন, হিজীরা বৎসর ১১৬৫। ইহা ইংরাজী ১৭৫১ ও ১৭৫২ খৃষ্টাব্দের সহিত এক। মারে ('Runjeet Singh', p. 13) প্রতিপন্ন করিয়াছেন, অধীনতা স্বীকারের পর মন্সুর আর অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। কিন্তু এলফিনষ্টোন বলিয়াছেন,—১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে রাজপ্রতিনিধির মৃত্যু হয়।

২০। গাজীউদ্দিনের প্রথম নাম সাহাবুদ্দিন। মারহাট্টাগণ কর্তৃক অপভ্রংশে চলিত কথার সাহদ্দিন এবং সাওদিন নামে অভিহিত হয়।

২১। নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য :—Forster, 'Travels', i. 316-17 ; Browne, 'Tracts', ii. 48 ; Malcolm, 'Sketch', p. 92, 94 ; Elphinstone, 'Caulbul', ii. 2৮৪, 2৮9 ; and Murray, 'Runjeet Singh.' p. 14, 15.

মীর মন্সুর বিধবা স্ত্রীর নাম-মাত্র শাসন সময়ে, তাঁহার প্রতিনিধি বিকারী খাঁ নামক এক ব্যক্তি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। পরিশেষে তিনি বিকারী খাঁকে নিহত করেন ; কারণ, বিকারী খাঁ তাঁহার ক্ষমতা প্রতিহত করিতে সংকল্প করিয়াছিল। বাহা হটক, বিকারী সম্বন্ধে তাঁহার উপপত্তি ছিল বলিয়া বোধ হয়। (Compare Browne; ii. 18 and Murray, p. 14) বিকারী খাঁ লাহোরের স্বর্ণ-মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

শিখদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য,—আদিনা বেগ খাঁর দণ্ড বিধান করা। লাহোর পুনরুদ্ধার কালে আদিনাবেগ মন্ত্রীকে সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন,—ইহাই তাঁহার অপরাধ। এই সময় জুজধরজাতীয় যুশা অমৃতসরের রাম-রাওণী পুনরুদ্ধার করেন। সুতরাং সেই স্থান আক্রান্ত হইল; বিপক্ষগণ দুর্গটি ঘুলিসাৎ করিল; ঘর বাড়ী চূর্ণ হইল; পবিত্র সরোবর এই সকল ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। আদিনা বেগ যুবরাজকে বিশ্বাস করিতেন না; সুতরাং তিনি পার্বত্য প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। আদিনা বেগ তথায় অতি সংগোপনে প্রতিহিংসা-পরবশ শিখদিগকে সাহায্য প্রদান করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তাহারা দলে দলে একত্র মিলিত হুঁতে লাগিল। গোবিন্দ-প্রবর্তিত ধর্ম সেই দুর্দর্শ দৃঢ়মনা গ্রামবাসিদের হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। কর্মাসক্ত সহরবাসীদিগের হ্রায় পরম্পর-বিরোধী স্বার্থ চিন্তায় শিখজাতি প্রকৃত ধর্ম বিসর্জন দিয়া কৃত্রিম সমাজের নির্ধারিত নিয়মের বশবর্তী হয় নাই। তাহারা বাহ্য লোকাচারে বিশ্বাস স্থাপন করে না। এই সময়ে লাহোর ও তৎচতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানে বহু-সংখ্যক অস্বারোহী শিখ দলে দলে ভ্রমণ করিত; দস্যু বৃত্তি দ্বারা তাহাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ হইত। যুবরাজ এবং তাঁহার অভিভাবক তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন; তাঁহারা বহু আয়াস স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সমুদায় চেষ্টা বিফল হইল। সুতরাং পলায়ন করাই তাঁহারা অধিকতর নিরাপদ ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিলেন। বিজয়োন্নত শিখগণ কিছুকাল লাহোর অধিকার করিয়া রহিল। যুশা সিং প্রথমে বোষণা করিয়াছিলেন,—‘খালসা’ একটি রাজ্যরূপে পরিণত হইবে, এবং তদধীনে বহুসংখ্যক সৈন্য নিযুক্ত থাকিবে। তিনিই এক্ষণে তাহাতে আর একটি স্থায়ী ক্ষমতার নিদর্শন প্রদান করিলেন। তিনি টাকা প্রস্তুতের জন্য মোগলদিগের টাকশাল ব্যবহার করিতেন। তাহাতে যে টাকা প্রস্তুত হইত, তাহাতে মুদ্রিত থাকিত,—‘যুশা কুল্লাল বিজিত আমেদের রাজ্য মধ্যে ‘খালসার’ অল্পগ্রহে এই টাকা প্রস্তুত হইল’।^{২২}

এই সময় দিল্লীর মন্ত্রী, নাজিব উর্দৌলাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। আপন উদ্দেশ্য-সাধন-কল্পে মন্ত্রীর মহারাজ্যীয়দিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। নাজিবুদ্দৌলা, আমেদ সা আবদাল্লর প্রতিনিধি ছিলেন। এই সময় নিজ ক্ষমতা ও নিপুণতা প্রভাবে তিনি রাজদরবারে বিশেষ ক্ষমতা-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। গাজি-উদ্দিন পেশোয়ার ভ্রাতা রাঘবকে দিল্লী অভিযুগে অগ্রসর হইতে অমুরোধ করিলেন। রাঘবও দ্বিধামত না করিয়া সহজেই তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। মারহাট্টাগণ দিল্লী

২২। নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য :—Browne, ‘Tracts,’ ii. 19; Malcolm, ‘Sketch,’ p. 93 &c; Elphinstone, ‘Caulbi,’ ii. 289; and Murray’s ‘Runjeet Singh,’ p. 15.

আকগানদিগের বিবরণ অবলম্বন করিয়া, এলফিনষ্টোন বলেন যে, তাইয়ুরের একদল সৈন্য আদিনা বেগের নিকট পরাজিত হয়। পঞ্জাবের মুসলমানদিগের বর্ণনা অনুসরণ করিয়াই হয়ত মারে শিখদিগের লাহোর অধিকার সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই।

অধিকার করিল, এবং নাজিবুদ্দৌলা অতি কষ্টে পলায়ন করিলেন। আদিনা বেগ দেখিলেন, শিখগণ অথবা বিলম্ব করিতেছে, পরন্তু তাহারা এত অধিক পরাক্রান্ত ও বলশালী নহে যে, আদিনা বেগ অস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে পাঞ্জাব শাসন করিতে সমর্থ হন। সুতরাং সিদ্ধু নদ পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তারের জগা তিনি মহারাট্টাদিগকে আহ্বান করিলেন। সারহিন্দে আমেদ সার একজন প্রতিনিধি-শাসন-কর্তা ছিলেন। সমবেত আক্রমণে তিনি বিভাড়িত হইলেন। এদিকে শিখগণ আদিনা বেগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিল। এক্ষণে তাহারা মনে করিল,—দুই পুরুষ ধরিয়া যে সহর তাহারা ক্রমাগত লুণ্ঠন করিয়াছে, যাহাতে তাহাদের স্বত্বাধিকার অক্ষুণ্ণ, এবং যাহা তাহাদের অধীনতা পাশে আবদ্ধ, আজ মারহাট্টাগণ সেই সহর লুণ্ঠন করিবে। সুতরাং শিখগণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না; তাহাদের অসংযত ব্যবহারে মারহাট্টাগণ কুপিত হইল। শিখগণ লাহোর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কয়েকটি স্বরক্ষিত দুর্গ ফেলিয়া আফগান সৈন্যগণ প্রস্থান করিল; মহারাষ্ট্রীয়গণ এক্ষণে মুলতান, আটক এবং রাজধানী অধিকার করিলেন। আদিনা বেগ পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের যে স্বপ্ন-আশা তিনি হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, অকালে কালকবলে পতিত হওয়ায়, তাঁহার সে আশা নিমূল হইল; —প্রভু প্রতীষ্ঠার কয়েক মাস পরেই, তিনি কবর-শায়িত হইলেন।^{২৩} মারহাট্টাগণ দেখিলেন,—সমগ্র ভারতবর্ষই তখন তাঁহাদের পদানত। এক্ষণে অযোধ্যা অধিকার করিয়া রোহিলাদিগকে বিভাড়িত করিতে হইবে,—এই মর্মে গাজীউদ্দিনের নিকট মারহাট্টাগণ এক প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন; —উভয় পক্ষের প্রতীকর এক ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল।^{২৪} ইতিমধ্যে পাঞ্জাব অধিকারচ্যুত হওয়ায়, আমেদ সা দ্বিতীয়বার যমুনা তীর পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন; তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মারহাট্টা প্রাধাত্যের স্বপ্নটুকু পর্যন্ত চিরকালের জগা বিলুপ্ত হইল।^{২৫}

দুরাণী-রাজ বেলুচিস্থান হইতে সিদ্ধু নদের তীর দিয়া উত্তরাভিমুখে পেশোয়ারে পৌঁছিলেন। সেখান হইতে সিদ্ধু নদ অতিক্রম করিয়া পাঞ্জাবে উপনীত হইলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে মারহাট্টাগণ মুলতান ও লাহোর পরিত্যাগ করিল; আমেদ সার আগমনে গাজী উদ্দিন বাদশাহের জীবন সংহার করিতে চেষ্টিত হইলেন। তখন মুবরাজ রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না। বঙ্গদেশের নবাবিপতি ইংরাজদিগের সাহায্যে তিনি

২৩। নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য :—Browne, 'India Tracts,' ii, 19, 20; Forster, 'Travels' i. 317, 318; Elphinstone, 'Caubul' ii 290; এবং Grant Duff's 'History of the Marhatta's,' ii 132 ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই আদিনাবেগের মৃত্যু হয়।

২৪। Compare Elphinstone, History of India, ii, 669-670.

২৫। যখন নাজিবুদ্দৌলা এবং রোহিলাগণ দেখিল যে, মারহাট্টাগণ তাহাদের গ্রামসমূহে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে, তখন তাহারা আমেদ সাহকে প্রস্থান করিতে বিশেষ জিদ করিয়াছিল। Elphinstone, 'India,' ii, 670, এবং Browne, 'Tracts,' ii, 20.

আপন প্রভু প্রতীষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিলেন, এবং পরে সা আলম উপাধি গ্রহণ করিয়া দিল্লীর বাদশাহ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। যুদ্ধে মারহাট্টা-অধিনায়ক সিদ্ধিয়া এবং হোলকার পরাজিত হইলেন। অতঃপর আফগান-রাজ দিল্লী অধিকার করিয়া গঙ্গা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে মারহাট্টাগণ মুসলমান রাজস্ব চিরদিনের তরে লোপ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। অযোধ্যার হুজাউদৌলার সহিত সন্ধি-সুত্রে আবদ্ধ হইয়া, সমবেত আক্রমণে দাক্ষিণাত্যের হিন্দুদিগের ক্ষমতা হ্রাস করাই আমেদ সার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই সময় একজন সেনানায়ক পুনঃ হইতে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। উত্তর ভারতবর্ষের সমুদায় যুদ্ধে তিনি বিশেষ বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে পেশোয়ার বংশধর এবং খ্যাতনামা মারহাট্টা রাজগণ তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। আপন অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে সেই মনোভিষিক্ত সেনাপতি দিল্লীর অতি সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। সদাসিউরাও কর্তৃক আফগানদিগের কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্যদল দিল্লী হইতে বিতাড়িত হইল। মারহাট্টাগণ আফগানদিগের প্রধান সৈন্যাংশ দোয়াবের দুর্গে অরোধ করিলেন। এক্ষণে তিনি বিশ্বাস রাখিলে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিবার প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল না। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে পাণিপথের যুদ্ধে আমেদ সা জয়লাভ করিলেন। মারহাট্টাগণ পরাজিত হইলেন। আপন প্রজাপুঞ্জের উপর পেশোয়ার আধিপত্য-প্রভাব ধ্বংস হইল, এবং হিন্দুস্থানে মারহাট্টাদিগের ক্ষমতা চিরতরে বিলুপ্ত হইল। অতঃপর মারহাট্টাগণ আর আপনাদের পূর্ব-গৌরব ফিরিয়া পান নাই; — কিন্তা পূর্ব ক্ষমতা পুনঃ-প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহাদের পতনের পর, বিদেশীয়গণের ক্ষমতা বিস্তারে বিশেষ সুবিধা হইল; সাধারণের অজ্ঞাতসারে বিদেশীয়গণ প্রকারান্তরে মারহাট্টাগণের বলনা কার্যে পরিণত করিলেন।^{২৬}

অতঃপর যুদ্ধ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সারহিন্দ ও লাহোরে দুই জন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া আফগান সম্রাট কাবুলে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।^{২৭} শিখগণ এই যুদ্ধ সময়েই অবতীর্ণ হয়; তাহারা দলবদ্ধ হইয়া জুরানী সৈন্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিত; এবং স্বযোগ মত তাহাদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিত। রীতিমত কোন শাসন-নীতি প্রবর্তিত না থাকায়, তাহারা অধিক শক্তি লাভ করিয়াছিল। আপনাপন পল্লীতে তাহাদের প্রভু প্রতীষ্ঠিত

২৬। ব্রাউনের 'ইণ্ডিয়া ট্রাক্ট' দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১, ২১ পৃঃ; এলফিনষ্টোন কৃত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস,' দ্বিতীয় খণ্ড, ৬৭০ পৃষ্ঠা ইত্যাদি; এবং মারে বিরচিত 'বণজিৎ সিং,' ১৭ ও ২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এলফিনষ্টোন বলেন, মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি বিলম্ব করিতে লাগিলেন; বিশ্বাসকে হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন না। তাহার উদ্দেশ্য, যে পংক্ত 'দুরাধিগণ' সিন্ধুনদের পরপারে বিতাড়িত না হয়, ততদিন তাঁহার পক্ষে নীরব থাকাই কর্তব্য।

২৭। ব্রাউনের (Browne, 'India Tracts' ii 21, 23) বচনমুত্রে সেই দুই ব্যক্তির নাম — লাহোরের বুলন্দ খাঁ এবং সারহিন্দের জিন খাঁ।

হইয়াছিল ; বিদেশীয় সশস্ত্রদায়সমূহকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা ইতিপূর্বেই দুর্গ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অধিক কি অপরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া রণজিং সিংহের পিতামহ ছুরত সিং তাঁহার জীৱ বাসস্থান গুজরাণওয়ালী (বা গুজরাণওয়ালী) নামক স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন ; দুর্গটি লাহোরের উত্তরে অবস্থিত। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে দুৱানী-রাজ বা তাঁহার প্রতিনিধি খাজা ওবেইদ, সেই দুর্গ ধ্বংস করিতে আগমন করেন।^{২৮} শিখগণ দলবদ্ধ হইয়া দুর্গ রক্ষার জন্য অগ্রসর হয়। যুদ্ধে আকগানগণ পরাজিত হয় ; সমুদয় সশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, খাজা ওবেইদ লাহোরের দুর্গ আশ্রয় গ্রহণ করেন।^{২৯} শিখগণ সে সমুদয় দ্রব্য লুণ্ঠ করিয়া লয়। মালের কোটলার হিংস্রাণ খাঁ নামক একজন দেশ-প্রসিদ্ধ ও সূচত্বর সেনানায়কের সাহায্যে সারহিন্দের শাসন-কর্তা অতি হুকোণলে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। শিখগণ এই পাঠানের শত্রুতা-চরণে অধিকতর ক্রুদ্ধ হইল। এক সময়ে তাহারা জিন্দিয়ালার একজন হিন্দুর প্রতি এইরূপে কুপিত হয়। সেই ব্যক্তি শিখ ধর্ম গ্রহণ করিয়াও আমেদ শাহর অনুরক্ত হইয়াছিল, এবং তাঁহাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল,—ইহাই তাহার অপরাধ। যাহা হউক, ‘খালসা মৈত্র’ অমৃতসরে সমবেত হইল ; প্রগাঢ় ধর্ম-বিশ্বাসিগণ পুণ্যতোয়া সরোবরে ঈশ্বরোপাসনা সম্পন্ন করিলেন। এই উপলক্ষেই শিখদিগের ‘গুরুমাতা’ অথবা ‘রাজসভা’ বা মহতী সৈনিক-সভার প্রথম অধিবেশন হয়। তাহারা হিংস্রাণ খাঁর অধিকৃত সমুদয় রাজ্য লুণ্ঠন করিল। অধিকতর লাভজনক অথচ বিপদ-সঙ্কুল কার্যের প্রথম অনুষ্ঠান যন্ত্রণ তাহারা জিন্দিয়ালাকে পত্র-পুষ্প-স্বশোভিত ও অগ্ন্যাত্ত ভূষণে ভূষিত করিল।^{৩০}

কিন্তু চঞ্চলমতি আমেদ সা পুনরায় ভারতবর্ষে আগমন করিলেন। আমেদ সা, আকগান বীরগণের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। তিনি কষ্ট-সহিষ্ণু, অধ্যবসায়শীল এবং অদ্বিতীয় বীর-পুরুষ বলিয়া পরিচিত। কিন্তু রাজ্যাবিকারে তিনি অসীম প্রতিভাশালী হইলেও, তাঁহার সাম্রাজ্যগঠনের ক্ষমতা ছিল না। এই জন্যই বোধ হয়, রাজ্যের পর রাজ্য হারাইয়া পুনরায় তাহার উদ্ধার-সাধনে তিনি আজীবন ব্যাপৃত ছিলেন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে আমেদ সা লাহোরে পৌঁছিলেন ; তাঁহার আগমনে শিখগণ শতদ্রব দক্ষিণে প্রস্থান করিল।

২৮। মারের (Murry, 'Runjeet Singh', p. 21) মতে খাজা ওবেইদই এই প্রদেশের শাসন কর্তা। তিনি হযরত বুলন্দ খাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন ; কিংবা তাহার প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন,—সময় সময় বুলন্দ খাঁ রোটাঙ্গে (রোহতকে) বাস করিতেন। যে গ্রাম আক্রান্ত হয়, তাহার আধুনিক নাম, গুজরাণওয়ালী। আধুনিক নাম হইলেও, ঐ স্থান গুজরাণওয়ালী নামে অভিহিত। রণজিং সিং এখানে জন্মগ্রহণ করেন। এক্ষণে, ইহার আয়তনও কম নহে, এবং সহরটীও উদ্ভূতশীল। (Compare 'Moonshi Shahamut Alec's Shikhs and Afghan's,' p. 51)

২৯। Murray's 'Runjeet Singh,' p. 22, 23.

৩০। Compare Browne, 'India Tracts', ii. 22, 23 and Murray's 'Runjeet Singh', p. 23.

তাহারা মনে করিয়াছিল, আমেদ সার সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হওয়ার পূর্বেই, সারহিন্দের শিখ-ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হওয়া আবশ্যক ; এবং সমবেত অক্রমণে ভদ্রত্যা শাসনকর্তা জিন খাঁকে পরাভূত করা তাহাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। কিন্তু লুধিয়ানার পথ অবলম্বন করিয়া লাহোর হইতে বহু দূরবর্তী স্থানে সৈন্য পরিচালনার আবশ্যক হওয়ায়, তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। আমেদ সার প্রতিনিধির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই স্বয়ং আমেদ সা তাহাদিগের গতিরোধ করিলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে শিখগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। মুসলমানগণ যেক্রম দক্ষতার সহিত শিখদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, তদপেক্ষা অধিকতর নিপুণতা সহকারে তাহারা শিখদিগের অহুসরণ করিল। অনেকে বলেন,—বার হইতে পনের হাজার শিখ এই যুদ্ধে নিহত হয়। শিখদিগের এই পরাজয় আজিও ‘ঘালুঘর’ (Ghulao Ghara) বা ‘ঘোর সঙ্কট’ নামে অভিহিত।^{৩১} বন্দিগণের মধ্যে বর্তমান পাতিয়ালা বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলা সিং ছিলেন ; তাঁহার সংসাহসিকতায় বীরশ্রেষ্ঠ দুরাগি-রাজ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ‘মালোয়া’ এবং ‘মানবা’ ‘সিং’-দিগের মধ্যে অধিকতর পার্থক্য বিধানের উপযোগিতা বিজ্ঞতা আমেদ সা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আমেদ সা তাঁহাকে একটি রাজ্যের রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাকে অতি সম্মানের সহিত বিদায় দিলেন। অতঃপর সারহিন্দে গমন করিয়া, সা আপন মিত্র অথবা অধীনস্থ শাসনকর্তা নাজীবুদ্দৌলার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই সময়ে কান্দাহারে এক বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। স্তত্রাং কাবুলী মল্ল নামক একজন হিন্দুকে লাহোরের শাসনকর্তার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই দূরদেশের বিদ্রোহ দমনকল্পে আবদালী কান্দাহার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় যাইবার পূর্বে প্রথমতঃ তিনি তাঁহার প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিলেন ; তাঁহার অসভ্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন অহুসরণবর্গের অভীষ্টও সিদ্ধ হইল ; অমৃতসরের নবসংস্কৃত ধর্মমন্দির তাহারা ধ্বংস করিয়া ফেলিল ; মন্দিরাভ্যন্তরে তাহারা গো-হত্যা করিল এবং সেই নিহত গাভীগুলিকে পবিত্র সরোবরে নিক্ষেপ করিল ; গাভীদেহে সরোবর পরিপূর্ণ হইল। বহু সংখ্যক ত্রিকোণাকৃতি স্তম্ভ হত শিখদিগের ছিন্নমুণ্ডমালায় ভূষিত হইল ; এবং বিধর্মী শত্রুদিগের রক্তে অপবিত্র ও অস্পৃশ্য মসজিদ সমূহের প্রাচীর পরিষ্কৃত ও রঞ্জিত হইল।^{৩২}

শিখ জাতি তখনও নিকৃৎসাহিত্য হয় নাই। তাহাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ; জাতীয়তার এক অভিনব উদ্দীপনা তাহাদের মনোমধ্যে জাগরুক হইয়াছিল ;

৩১। লুধিয়ানা হইতে ২০ মাইল দক্ষিণে গুজিরওয়াদা ও বারনালার মধ্যে এই যুদ্ধ হয়। অহুমান হয়,—মালের কোটলার হিংবাণ খাঁর উপদেশ অনুসারে সা পরিচালিত হইয়াছিলেন। ব্রাউনের ‘ইন্ডিয়া ট্রাক্ট’, দ্বিতীয় খণ্ড ২০ পৃষ্ঠা ; ফরেষ্টারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, প্রথম খণ্ড ৩১৯ পৃষ্ঠা ; এবং মারে বিরচিত ‘রাজসিং সিং,’ ২৩ ও ২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এই যুদ্ধ হয়।

৩২। Compare, Forster, “Travels” i. 320 ; and ‘Murray’s ‘Ranjee Singh,’ p. 25.

সকলেই এক্ষণে প্রতিহিংসাপরবশ এবং প্রতিফল প্রদানে উন্নত হইয়া উঠিল। তাহাদের সেনানায়ক ও নেতৃবৃন্দ সকলেই যশঃপ্রার্থী এবং রাজ্য সংস্থাপনে অভিলাষী ছিলেন। প্রথমতঃ তাহারা কাশ্মীরের পাঠান উপনিবেশ আক্রমণ করে; ঐ প্রদেশ তাহাদের অধিকৃত হয়, এবং তাহারা তাহা লুণ্ঠন করিয়া ফেলে। অতঃপর তাহারা পূর্ব-শত্রু মালের কোটিলার হিংস্রাণ খাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। যুদ্ধে হিংস্রাণ খাঁ পরাজিত ও নিহত হইলেন। পরিশেষে সারহিন্দ অভিমুখে অগ্রসর হইয়া শিখগণ সারহিন্দ আক্রমণ করিল। তৎকালে দিল্লীর বাদসাহ হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং মুসলমান ধর্ম রক্ষার্থ তিনি শিখদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারিলেন না। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে চল্লিশ হাজার শিখ সৈন্যের সহিত তদ্রত্যা আফগান শাসনকর্তা জিন খাঁর যুদ্ধ হইল। কিন্তু এই যুদ্ধে জিন খাঁ পরাজিত ও নিহত হইলেন। শত্রু ও যমূনার মধ্যবর্তী সারহিন্দের বিস্তৃত উপত্যকা শিখগণ অধিকার করিয়া লইল,—কেহই আর তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। শুনা যায়,—যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া শিখগণ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। প্রত্যেক শিখ-অস্বারোহী গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করিয়া, সম্পূর্ণ নগ্ন না হওয়া পর্যন্ত, পর্যায়ক্রমে আপনাপন কটিবন্ধ, অসি-কোষ, পরিচ্ছদ-সামগ্রী এবং বর্ম নিক্ষেপ করিতে লাগিল; এইরূপে তাহারা সেই সকল গ্রাম ও জনপদ আপনাদিগের অধিকারভুক্ত বলিয়া চিহ্নিত করিয়া লইল। সারহিন্দ সহরটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইল। গোবিন্দ সিংহের মাতা এবং সন্তানগণ যে স্থানে নিহত হইয়াছিলেন, সেই পবিত্র স্থানের ইষ্টক বহন করিয়া লওয়া পুণ্যজনক ও প্রশংসার্হ বলিয়া শিখগণ এখনও বিশ্বাস করিয়া থাকে। এই যুদ্ধ-জয়ে উৎসাহিত হইয়া বহুসংখ্যক শিখ যমুনা অতিক্রম করিল। এই সময়ে নাজিবুদ্দৌল্লা ‘জাঠ’-দিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপ্ত ছিলেন। সূর্য্য মল শিখদিগের সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, ইতিমধ্যে শিখগণ সাহারানপুরে উপনীত হইল। আপন রাজ্য রক্ষার্থ নাজিবুদ্দৌল্লা সে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। নাজিবুদ্দৌল্লা ভাবিলেন,—সমুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে; আক্রমণকারিগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া কিংবা কতকাংশে বলপ্রয়োগ দ্বারা আক্রমণকারীদিগকে বিদূরিত করাই বিধি-সঙ্গত।^{৩৩}

নাজিবুদ্দৌল্লা জাঠদিগের সহিত যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছিলেন। সে যুদ্ধে সূর্য্য মল নিহত হন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে মৃত সদারের পুত্র উজীর—রাজপ্রতিনিধিকে দিল্লিতে অবরোধ করিলেন। এদিকে বহুসংখ্যক শিখ সৈন্য ভরতপুরের ভাবী রাজার সহিত মিলিত হইল।

৩৩। Compare Browne; ‘India Tracts’, ii. 24, and Murray’s ‘Runjeet Singh’ p. 26. 27. কোন কোন বিবরণে দেখা যায়, শিখগণ এই সময়ে লাহোরও কিছুকালের নিমিত্ত অধিকার, করিয়াছিল।

মারহাট্টাগণও রাজকীয় শক্তি উপেক্ষা করিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিল।^{৩১} সার-হিন্দ অধিকারচ্যুত হওয়ায়, আমেদ সা সপ্তমবার সিদ্ধনন্দ অতিক্রম করিলেন ; নাজিবুদ্দৌল্লা বিবিধ বিপদ-জালে জড়িত হইয়া যমুনার নিকটবর্তী স্থানে অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে দিল্লীর অবরোধ পরিত্যক্ত হইল ; মারহাট্টা শাসনকর্তা হোলকারের মধ্যস্থতায় কিংবা তাঁহার অসম্পূর্ণতায় মারহাট্টাগণ দিল্লী পরিত্যাগ করিল। এদিকে আমেদ সার স্বদেশে, নিজরাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। স্বভ্রা^{৩২} তিনি সারহিন্দ পুনরুদ্ধারের কোন চেষ্টা করিলেন না ; সহসা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি নিজে পাতিয়ালার আলা সিংহকেই তৎপ্রদেশের শাসনকর্তা বলিয়া স্বীকার করিলেন। এই সময় সেই রাজা সময় বুঝিয়া গুরুর একজন পূর্ববঙ্গুর বংশধরের নিকট বিনিময়ে সহরটি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; শিখ-সম্রাট এই স্থানটি বন্ধুকে প্রদান করিয়াছিল। বাহা ইউক, শিখদিগের ইতিহাসে দেখা যায়, আমেদ সা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া, নিষ্কৃতি লাভ করেন নাই। অমৃতসরের নিকট উভয়পক্ষে দীর্ঘকালব্যাপী ঘোরতর একটি যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে কোনপক্ষেই জয়লাভ করিতে সক্ষম হয় না ; পরন্তু এই যুদ্ধের ফলে, আফগানগণ দ্বারায় ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। শিখ সৈন্য অনায়াসে লাহোরের শাসনকর্তা কাবুলি মল্লের উচ্ছেদ সাধন করিল। ইরাবতী হইতে শতজু পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল রাজ্য শিখদিগের অধীনতা পাশে আবদ্ধ হইল। শিখগণ পূর্ববঙ্গুর সারহিন্দ বিভাগ করিয়া লইয়াছিল ; এইবার শিখ-রাজগণ এবং তাঁহাদের অমৃতসরবর্গ এই বিশাল রাজ্য পরস্পর বিভাগ করিয়া লইলেন। বহুসংখ্যক মসজিদ ধ্বংস হইল ; বন্দী আফগানগণ শূকরের রক্তে মসজিদের ভিত্তি-ভূমি প্রক্ষালন করিতে বাধ্য হইল। অতঃপর শিখ সদারগণ অমৃতসরে সমবেত হইলেন ; মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইল ; এইরূপে তাঁহারা আপনাপন প্রভু এবং শিষ্যবর্ষের প্রাধান্য ঘোষণা করিলেন। গুরু গোবিন্দ নানকের নিকট যে ‘দেগ, ভেগ ও ফাতে’—ঈশ্বরানুগ্রহ, প্রভুশক্তি, এবং জয়লাভে ক্ষিপ্রকারিতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, —মুদ্রার উপরিভাগে তাহাই খোদিত হইল।^{৩৫}

৩৪। Compare Browne, ‘Tracts’ ii. 24. এই উপলক্ষে যে সকল রাজত্ব-বৃন্দ দিল্লীর শাক-সবজীর বাজার লুণ্ঠন করিয়াছিলেন, শিখদিগের প্রচলিত উপাখ্যানে এখনও তাঁহাদিগের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

৩৫। ব্রাউনের ‘ইণ্ডিয়া ট্রাক্ট’, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৫ ও ২৭ পৃষ্ঠা ; ফরেষ্টার, ‘অমণবৃত্তান্ত,’ প্রথম খণ্ড, ৩২১, ৩২৩ পৃঃ ; এলফিনষ্টোন, ‘কাবুল,’ দ্বিতীয় পুস্তক, ২৯৬-২৯৭ পৃঃ ; এবং মারে বিরচিত ‘রঞ্জিং সিংহ’ ২৬, ২৭ পৃঃ প্রভৃতি।

মুদ্রিত টাকা ‘গোবিন্দনামী’ নামে অভিহিত ; বাবসাহের নাম ব্যবহারে সকলেই আপত্তি করিয়াছিল। (ব্রাউন কৃত ‘ট্রাক্ট’, দ্বিতীয় পুস্তক ২৮ পৃঃ প্রভৃতি)। আজকাল যে সকল মুদ্রা প্রচলিত আছে, তাহাতে বুঝা যায়, মুদ্রা ক্ষুদ্র নরপতিগণ ঐ সকল মুদ্রা প্রচলন করেন। রঞ্জিং সিংহের রাজত্বকালে, এক প্রকার মুদ্রা প্রচলিত ছিল ; তাহার উপরিভাগে লেখা থাকিত ;—‘দেগ, ওয়া ভেগ, ওয়া ফাতে, ওয়া নহরত বি দিরাং ইরাফং, আজ নানক গুরু-গোবিন্দ সিং’। বুলভঃ ইহাতে বুঝা যায়, ঈশ্বরানুগ্রহ, ক্ষমতা ও বিজয়লাভ—জয়লাভে ক্ষিপ্রকারিতা—গুরুগোবিন্দ সিং নামকের নিকট

প্রায় দুই বৎসরকাল শিখদিগের কার্য-কলাপে কেহই হস্তক্ষেপ করে নাই। এই অল্পমাত্র অবসরের সময় তাহারা অধিকৃত রাজ্যগুলির সীমানির্দেশে ব্যাপৃত ছিল; তাহাদের স্বাধীনতা ও প্রভুত্বের অনভ্যস্ত অবস্থায় পরস্পরের সহিত কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। শিখধর্মাবলম্বী প্রত্যেকেই স্বাধীন;—প্রত্যেকেই সাধারণতন্ত্রের এক একজন প্রকৃত সদস্য। কিন্তু তাহাদের পরস্পরের সংস্থান শারীরিক ও মানসিক শক্তি এবং মান-সম্মত একরূপ নহে। এখন সকলেই বুঝিতে পারিল,—প্রত্যেকেরই সমানরূপ শক্তি-সামর্থ্য নাই; তাহাদিগের মধ্যে প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধও বর্তমান আছে। হুতরাং প্রকারান্তরে তাহারা জায়গীর-প্রথার প্রবর্তন করিল। রাজা, প্রজা ও সদারগণ পর্যায়ক্রমে পরস্পর ঈশ্বরের নামে সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইল। অর্ধ-সভ্য সমাজে রাজা, জমীদার ও প্রজাদের মধ্যে যেরূপ আদান-প্রদানের সম্বন্ধ থাকে, শিখগণের তিন শ্রেণীর মধ্যেও সেইরূপ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা হইল। তাহারা জানিত,—ঈশ্বর তাহাদের একমাত্র আশ্রয়দাতা ও সাহায্যকারী; তিনিই তাহাদের একমাত্র বিচারক। তাহারা একই ধর্মে বিশ্বাস করিত, এবং সাধারণের মঙ্গলকামনাই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এই নীতি অবলম্বন করিয়াই তাহারা সকল কার্যে উদ্বুদ্ধ হইত এবং যুদ্ধাদি কার্যে ব্যাপৃত থাকিত। গোবিন্দের লৌহ তরবারির প্রতি তাহারা অপরিসীম ভক্তি প্রদর্শন করিত; সেই তরবারিই ইহজগতে তাহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। প্রতিবৎসর সাময়িক বৃষ্টিপাতের বিরাম হইলে, যখন সেনানিবেশ স্থাপনে আর কোন বিপদাশঙ্কা থাকিত না, তখন পৌরাণিক বীর রামচন্দ্রের উৎসব উপলক্ষে, ‘সারবাত খালসা’,—বা সমগ্র শিখ-জাতি, অন্ততঃ একবার মাত্র অমৃতসরে সমবেত হইত। হয়ত, তাহারা মনে করিত, —গুণ্যক্ষেত্র তীর্থস্থানে ধর্মাচ্ছান করিলে, পাপকার্য সম্পাদনে মনে ভয়ের সঞ্চার হয় : তাহাতে সমুদয় স্বার্থ বিদূরিত হইয়া সাধারণের শুভজনক কার্যে প্ররুতি জন্মে। প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এবং অধিনায়কদিগের সভা ‘গুরুমাতা’ নামে অভিহিত। ইহাতে বৃদ্ধা যার,—গোবিন্দের উপদেশ ও আদেশানুসারে তাহারা সকলেই তাহাদের গুরু ও ধর্ম পুস্তক হইতে জ্ঞান-শিক্ষা করিত এবং একমতাবলম্বী হইতে যত্ববান হইত।^{৩৬} যে সকল

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৃতীয় অধ্যায়ের ১১২-১২১ পৃষ্ঠায় টীকার তেগ. দেগ ও ফাতে’ সম্বন্ধে কতকগুলি দৃষ্ট হইবে। ব্রাউন. (‘ট্রাক্ট’, দ্বিতীয় খণ্ড, ভূমিকা ৭ম পৃষ্ঠা) ‘দেগ’ শব্দের কোনরূপ মন্তব্য ব্যুৎপত্তি নিষ্পন্ন করেন নাই। হুতরাং তিনি ঐ শব্দ অর্থহীন অবস্থায়ই সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ‘কর্ণেল স্লিমান’ অপেক্ষা বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ‘কর্ণেল স্লিমান’ বহিরাছেন,—‘তরবারি, গট (rot) বিজয়, এবং যুদ্ধে জয়লাভ সহজেই প্রাপ্ত হইতে দেখা গিয়াছিল।’ ইত্যাদি, ইত্যাদি। (See ‘Rambles of an Indian Official’, ii. 235 note).

৩৬। ‘মাত’ শব্দে ‘জ্ঞান-শক্তি’ এবং ‘মাতা’ শব্দে ‘পরামর্শ বা বিবেক’ বুঝায়। অতএব ‘গুরুমাতা’ শব্দের প্রকৃত অর্থ,—‘গুরুর উপদেশ।’

ম্যালকম (‘Sketch’, p. 52) এবং ব্রাউন (Tracts, ii. vii) এতিপন্ন করিয়াছেন,—গোবিন্দ এই ‘গুরুমাতা’ মিলনের আদেশ করেন। গোবিন্দ কোন বিশেষ প্রথা প্রবর্তন করিয়াছিলেন,— তাহা

অধিনায়ক এই সঙ্কল্পে সমবেত হইতেন, তাঁহারা কেহ কাহারও স্বাধীনতা স্বীকার করিতেন না, তাঁহাদিগের অমুচর বর্গের অধিকাংশ ব্যক্তিই তাঁহাদিগকে অকপটে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত না, কিংবা তাঁহাদের আদেশ পালন করিত না। তাহারা পরস্পরের অধীনে জায়গীর ভোগ করিত, এবং জায়গীর-প্রণালী অমুসারে পরস্পরের অধীনে দ্রুত করিতে বাধ্য হইত। স্তত্রাং শিখগণ সামরিক রীতি অমুসারে এক্ষণে অধিনায়কগণের স্বাধীনতা স্বীকার করিল। বিবিধ বিধানজ্ঞানে তাহারা এই সামরিক নীতি আগ্রহের সহিত অমুসরণ করিতে লাগিল। শিখ-রাজগণ পরস্পর মিলিত হইয়া কোন রাজ্য অধিকার করিলে, তাহারা সেই বিজিত রাজ্য তুল্যাংশে পরস্পর ভাগ করিয়া লইতেন। তাহারা আপনাপন অংশ সমান-ভাগে বিভক্ত করিয়া অধীনস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্তদলের অধিনায়কদিগকে প্রদান করিতেন। এই দলপতিগণ আবার আপনাপন অংশ দণ্টন করিয়া কোর্কী-প্রজাই-সম্বের নিয়ম অমুসারে অধীনস্থ সৈন্তগণের মধ্যে বিলি করিয়া দিতেন।^{৩৭} কিন্তু এই নিয়ম সকল অবস্থায় সর্ব সময়ে উপযোগী হইত না। কারণ, শিখগণ অধিকৃত রাজ্যের ক্রিয়দংশ ‘জয়সংহে’ ভোগদখল করিত এবং তাহাতে তাহারা স্বভাবতঃই অধিকারী ছিল। শিখদিগের অনেক

কোন বিবরণে দেখা যায় না। তদ্বিষয়ে বিধাসমোগ্য কোন বিবরণ খুঁজিয়া পাওয়াও কঠিন। তবে তিনি যে নীতি প্রবর্তন করিয়া যান, সেই নীতির সাধারণ উদ্দেশ্য অমুযায়া এবং তাত্‌কালিক রাজনৈতিক অবস্থানসমূহে সেই সকল রাজসভা এবং ‘সৈন্ত-সমিতি’ অধিবেশনের বিধি বিধান বন্ধনুল হইয়াছিল। সর্বত্রই মানবজাতি এই নিয়মের বশবর্তী হইয়া থাকে এবং সর্বত্রই এইরূপ সভাসমিতির অধিবেশন হয়। কিন্তু স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষে এইরূপ সভা-সমিতি অধিবেশনের বন্ধনুল প্রথা চলিয়া আসিতেছে। এই সময়ে শিখদিগের রাজ্যশাসন অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই; তাত্‌কালিক অধিবাসিগণও অধিকতর কষ্ট সহিষ্ণু ছিল। তাহাদের স্বভাবজাত এই সমুদ্র গুণবিষয়ক বিবরণ এবং শিখদিগের শাসন-শৃঙ্খলা সম্বন্ধে কতকগুলি মন্তব্য ফরষ্টারের ‘জনগণতান্ত্রে’ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। (Compare Forster, ‘Travels’, i. 328 &c) ‘গুরুমাতা’ গঠন সম্বন্ধে ম্যালকমের ‘সারসংগ্রহ’ দ্রষ্টব্য। (Malcolm, ‘Sketch,’ p 120)

৩৭। মারে বিবচিত ‘রঞ্জিং সিং’ নামক গ্রন্থের ৩৩-৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। শিখগণ কতকগুলি রাজ্য অধিকার করিয়াছিল; তাহারা তাহা আপনাদের শাসনাধীনে রাখে নাই। সেই সমুদ্র রাজ্য হইতে তাহারা ‘রাখী বা সংরক্ষণী রাজ্য’ (আশ্রয় প্রদানহেতু যে রাজ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়) রীতিমত আদায় করিত। এই ‘রাখী’ পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপ ছিল। উৎপন্ন দ্রব্যের অর্ধাংশ হইতে পঞ্চমাংশ পর্যন্ত এই রাজ্যের পরিমাণ নির্ধারিত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়গণের যেমন ‘চৌধ’ অথবা উৎপন্ন দ্রব্যের চতুর্থাংশ; শিখদিগেরও তেমনি ‘রাখী’ বা অর্ধাংশ হইতে পঞ্চমাংশ। উত্তর শব্দের অর্থ ই এক; - অর্থাৎ ‘অত্যাচার নিবারণার্থ দস্যুদিগের বৃত্তিকরূপ বার্ষিক দেয় টাকা’। কিন্তু সাধু-ভাষায় ইহার অর্থ—‘কর বা রাজস্ব’। Compare Browne, ‘India Tracts’ ii. viii and Murray’s ‘Runjeet Singh,’ p. 32. কখনও কখনও সম্পত্তিগুলি এত ক্ষুদ্রতমাংশে বিভক্ত হইত যে, দুই, তিন, এমন কি দশজন শিখ একই গ্রামের রাজ্যের অধীনার হইত, কিংবা সহরের একই রাস্তার বাড়ীভাড়ার অংশ পাইত। ফলতঃ, কোন নির্দিষ্ট সীমান্তবর্তী স্থানের স্বত্ব-নির্দেশে অধিকতর গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল।

আবার এক্ষণ সৰ্ত্তে রাজ্যভোগ করিত যে, প্রধান রাজশক্তি প্রত্যাহৃত হইলেনই, তাহারা স্বাধীনতা অবলম্বন করিত। ফলতঃ, এই সমস্ত শিখ কাহারও প্রজা নহে; কিংবা কোন জাহগীরদারের অধীনতা স্বীকার করিত না। তাহারা স্বেচ্ছাক্রমে যে কোন ব্যক্তির অধীনে কার্য গ্রহণ করিত; তাহারা নিজেরাই সৈন্যদল পরিচালনা করিত; 'খাংসা' অথবা সাধারণ-তন্ত্রের নামে নতুন নতুন রাজ্য অধিকার করিয়া নিজেরাই তাহা ভোগদখল করিত। শিখগণ কখনও কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির অধীনতা পাশে চিরকাল আবদ্ধ থাকিত না;—কিংবা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির সহিত পূৰ্বাপর একতা যুত্রে আবদ্ধ হইত না। সুতরাং তাহাদের এই চির-পরিবর্তনশীল বিধি-ব্যবস্থা, 'রাজনৈতিক শাসনপ্রণালী' নামে অভিহিত হইতে পারে না। কোন রীতি-পদ্ধতির রেখামাত্র কল্পনা করিতে হইলে, প্রথমতঃ স্বাধীন শিখদিগের বিষয় উল্লেখ করা কর্তব্য। আমাদের প্রকৃতিগত নিয়মাবলী প্রণিধান পূর্বক বিচার করিয়া দেখিলেও তাহার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। পরন্তু তৎসময়ে সভাসমিতির বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী কিংবা তাহাদের ধর্মগুরুদিগের উপদেশসমূহ আলোচনা করা প্রয়োজন। যাহা হউক, ক্ষমতাসালী ব্যক্তি আপন প্রভু হস্তার করিয়া অপরের প্রজ্ঞাভাজন হইতে অভিলাষী হইয়া উঠিলেন। পশু বলে আপনাপন ক্ষমতা প্রয়োগে যাহা আয়ত্ত করা যাইতে পারে, তাহারা তৎসমুদায় অধিকার করিতে উৎকট প্রয়াসী হইলেন। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও বংশ পরস্পর একতায়ুত্রে আবদ্ধ হইলেও পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতে তাহারা কুষ্ঠিত হইতেন না। যাহা হউক, ঈশ্বরানুগ্রহের কঠোর অনুশাসন প্রত্যেক শিখের মনেই জাগরুক ছিল। শিখধর্মাবলম্বী প্রত্যেক ব্যক্তিই ঈশ্বর-নির্দিষ্ট 'খালসার' প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিত। কিন্তু প্রগাঢ় ধর্মবিশ্বাসে নবশক্তি সঞ্চারিত করিয়া, সেই ধর্মোন্মত্ত জনসাধারণকে উৎসাহিত ও পরিচালিত করিতে হইলে, অসীম প্রতিভা ও অবস্থা বিশেষের প্রক্রিয়া একমাত্র আবশ্যক।

অতঃপর শিখগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে পরিণত হইল। এই সমুদায় সম্প্রদায়ের সংখ্যা সর্বশুদ্ধ বারটি। প্রত্যেক সম্ভিবদ্ধ সম্প্রদায় 'মিছিল' নামে অভিহিত হইত। 'মিছিল'—একটি আরবী শব্দ; ইহার অর্থ,—তুল্য বা সমান-পদস্থ।^{৩৮} প্রত্যেক 'মিছিল' এক একটি 'সর্দারের' অজ্ঞানুসারে পরিচালিত হইত; সচরাচর একজন রাজা বা সেনাপতি এই 'সর্দার' পদে বরিত হইতেন। কিন্তু এই উপাধি তখন অতি সাধারণ ভাবে প্রযুক্ত হইত। সামান্য একটি দলের নেতা হইতে সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত তুল্য-সম্বাদিকারী 'সিং'দিগের

৩৮ 'মিছিল' শব্দের ইহাই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। তথাপি মনে রাখা উচিত যে, আরবী শব্দ 'মিছিল' ('misil') শব্দের যেরূপ উচ্চারণ প্রচলিত আছে, তদ্ব্যতীত এই শব্দের উচ্চারণ কালে আর একটি 's' যোগ করিতে হয়) অন্ত অর্থে প্রযুক্ত হয়। ইহার অর্থ,—'অল্প-শস্ত্র-সজ্জিত ব্যক্তি অথবা 'রণকুশল জাতি'। ভারতবর্ষে 'মিছিল' শব্দের অর্থ অন্তরূপ; ইহাতে সাধারণতঃ কাগজপত্রের ফাইল অথবা সজ্জিত বস্ত্র বা সাজান জিনিষ বুঝায়।

দলপতি পর্যন্ত—ছোট বড় সকল দলের অধিনায়ক বা সেনাপতি সকলেই এই উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। এই সমুদায় সন্ধিবদ্ধ সম্প্রদায়ের সকলগুলিই এবই সময়ে সমভাবে পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয় নাই; পরন্তু একটি ‘মিছিল’ হইতে অপরটি উৎপন্ন হইত। এই সমুদায় সন্ধিবদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর সংযোগনীতির প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং যে কোন ক্ষমতালিপ্সু দলপতি তাত্‌কালিক সমাজ বা দল পরিত্যাগ করিয়া, বৃহৎ একটি দল গঠন করিতেন। প্রথম অথবা প্রসিদ্ধ অধিনায়কের নাম, ধাম, জেলা অথবা কোন পূর্বপুরুষের নাম অনুসারে প্রত্যেক ‘মিছিল’ স্বতন্ত্র নামে অভিহিত হইত। কখনও বা এক একটি মিছিল সামাজিক রীতি-পদ্ধতি অথবা অধিনায়কের কোন গুণবিশেষ অনুসারে পরিচিত হইত। এইরূপ বারটি সম্প্রদায়ের নাম ও পরিচয় নিয়ে প্রদত্ত হইল।—(১) ‘ভান্ধী’ সম্প্রদায়; এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ ‘ভান্ধ’ নামক এক প্রকার মাদক দ্রব্য পান করিতে ভালবাসিত, এবং তজ্জন্তই তাহারা ‘ভান্ধী’ নামে পরিচিত। (২) ‘নিশানিয়া’ সম্প্রদায়; এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ যুক্ত-সৈন্তের বিজয়কেতন-বাহীদিগের অনুবর্তী বলিয়া ঐ নামে অভিহিত হয়। (৩) ‘সাহিন’ এবং ‘নিহাঙ্’ সম্প্রদায়; তাহারা ধর্মের জন্ত প্রাণ বিসর্জন করিতেন, তাহাদের বংশধরগণ এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং অধিনায়ক। (৪) ‘রামগড়িয়া’ সম্প্রদায়; অমৃতসরের ‘রামরাওণি’ অথবা ঈশ্বরানুষ্ঠিত দুর্গবহির্ভাগস্থ ক্ষুদ্র-রক্ষণীর নাম অনুসারে এই সম্প্রদায় ‘রামগড়িয়া’ নামে অভিহিত। শূদ্ৰবংশভাত যুশা সিং কর্তৃক এই স্থানটি ‘রামগড়’ বা ঈশ্বরানুষ্ঠিত দুর্গ নামে অভিহিত হয়। (৫) ‘নাকিয়া’ সম্প্রদায়; লাহোরের দক্ষিণে ‘নাকিয়া’ নামক একটি জনপদ ছিল; তৎপ্রদেশেই এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। (৬) ‘আলহওয়ালিয়া’ সম্প্রদায়; যুশা সিং প্রথমতঃ যে গ্রামে আরক চুয়ান কার্যে আপন পিতার সহায়তা করেন, সেই গ্রামের নামানুসারে এই সম্প্রদায়ের নামকরণ হয়। এই যুশা সিং প্রথমে ‘খালসার’ সৈন্ত সম্প্রদায় গঠন করেন। (৭) ‘বাণিয়া বা কানিয়া’ সম্প্রদায়। (৮) ‘কৈজলাপুরিয়া’ বা ‘সিংপুরিয়া’ সম্প্রদায়। (৯) ‘সুকারচাকিয়া’ সম্প্রদায়। (১০) ‘ভালেওয়াল’ সম্প্রদায়; এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ সম্ভবতঃ তাহাদের অধিনায়কের বাসভূমি বা গ্রামের নাম হইতে এই নামে অভিহিত হইয়াছে। (১১) ‘ক্লেডা সিংঘিয়া’ সম্প্রদায়; তৃতীয় অধিনায়কের নামানুসারে এই সম্প্রদায়ের বর্তমান আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। কখন কখন এই সম্প্রদায়টি ‘পাজগরিয়া’ সম্প্রদায় নামে অভিহিত হয়। প্রথম অধিনায়কের স্ব-গ্রামের নাম অনুসারে ঐ সম্প্রদায়টি ‘পাজগরিয়া’ সম্প্রদায় নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। (১২) ‘ফুলকিয়া’

৩০। ‘মন্ডা’ গাছ হইতে ভান্ধ উৎপন্ন হয়। রাজপুত্রগণ যেমন অহিংসে সেবন করিতে ভালবাসে, ইউরোপীয়গণ যেমন উদ্বাহকারী মত্তপান করিতে তৎপর, শিখগণও তেমনি ‘ভান্ধ’ খাইতে অভ্যস্ত। স্বাস্থ্যনাশ এবং বুদ্ধিব্রংশ হয় বলিয়া, এই মাদকদ্রব্য সর্বত্রই নিষিদ্ধ।

সম্রাট, আলা সিং এবং তাঁহার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদিগের একজন পূর্বপুরুষের নামানুসারে এই সম্রাট 'ফুলকিয়া' সম্রাট নামে অভিহিত।^{৪০}

এই সম্রাট 'মিছিলের' মধ্যে 'ফুলকিয়া' ব্যতীত অবশিষ্ট সকলগুলিই শতাব্দীর উত্তর পঞ্চাব প্রদেশে বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। তাহার সকলেই 'মাঙ্গা' সিং নামে পরিচিত। লাহোরের চতুঃপার্শ্ববর্তী বিশাল ভূ-খণ্ড মাঙ্গা নামে অভিহিত বলিয়া দেশের নামানুসারে তাহার ঐ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। মাঙ্গা নামে পরিচিত হইয়া 'মালোয়া' সিং দিগের সহিত তাহার আপনাদের স্বতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। সারহিন্দ এবং শীর্ষার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ প্রদেশসমূহ সাধারণতঃ 'মালোয়া' নামে অভিহিত, এবং তদ্রূপে অধিবাসিগণ 'মালোয়া' সিং নামে পরিচিত। মাঙ্গায় প্রথমে 'কৈজলাপুরিয়া', 'আলহওয়ালিয়া' এবং 'রামগড়িয়া' সম্রাটদের অভ্যুত্থান হয়; কিন্তু তাহাদের সে প্রাধান্য অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। এই সময় 'ভান্ডী' সম্রাট প্রাধান্য স্থাপন করে, এবং কিছুকাল তাহাদের ক্ষমতাই অক্ষুণ্ণ থাকে। অতঃপর 'কৈজলাপুরিয়া'দিগের 'কাণিয়া' নামক একটি শাখা সম্রাটদের অভ্যুত্থানে, 'ভান্ডী' সম্রাটদের প্রাধান্য কিয়ৎপরিমাণে ধ্বংস হয়। অতঃপর রণজিৎ সিংহের অভ্যুত্থানে এবং 'সুকারচাকিয়া' সম্রাটদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায়, 'কাণিয়া' দিগের প্রাধান্যই নষ্ট হয়। মালবের 'ফুলকিয়া' সম্রাট, পাতিয়ালা শাখা-সম্রাটদের প্রাধান্য স্বীকার করিত। আলা সিংহকে উপাধি ভূষণে ভূষিত করিয়া, আমেদ সাও পাতিয়ালায় আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। তবে সম্রাটসমূহের শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বে বলিতে গেলে, একমাত্র 'ভান্ডী' সম্রাটদের নিকটই 'পাতিয়ালা' শাখা সম্রাট অপেক্ষাকৃত নিকট ছিল। 'নিশানিয়া' এবং 'সাহিদ' সম্রাট কদাচিৎ প্রকৃত 'মিছিল' গঠনে সমর্থ হইত। তাহাদের বিশেষ বিশেষ শাখাগুলি স্বতন্ত্র থাকিত, এবং বিশেষ কারণ বশতঃ সকলেই তাহাদিগকে সম্মান করিত।^{৪১} 'নাকিয়া' সম্রাট কখনও খ্যাতি-প্রতিপত্তি এবং প্রাধান্য লাভে সমর্থ হয় নাই; 'ডালওয়ালী'

৪০। কাপ্তেন মারে ('রণজিৎ সিং,' ২৯ পৃষ্ঠা ইত্যাদি।- Captain Murray's Runjeet Singh,' p. 29 &c.) সর্বপ্রথমই শিখদিগের এই 'মিছিল'-প্রথা বর্ণনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ করটার, বাটন, অথবা মালুকম কেহই এই 'মিছিল গঠনের' বিষয় অথবা এই শব্দের উল্লেখ করেন নাই। স্তার ডেভিড অক্টারলোনি প্রথম প্রথম মনে করিয়াছিলেন,—'মিছিল' শব্দে জ্ঞাতি ও বংশ বুঝায়; ইহাতে সন্ধিবদ্ধ দল বা সম্রাট কিছুই নির্দিষ্ট হয় না। সুতরাং স্তার ডেভিড তাঁহার বিশ্বাসানুযায়ী কার্য করিয়াছিলেন। (Sir D. Ochterloney to the Government of India, 30th December, 1809)

৪১। 'নিশানিয়া' এবং 'সাহিদ' সম্রাট স্বতন্ত্র দুইটি 'মিছিল' সংগঠন করিয়াছিল,— কাপ্তেন মারে তাহা বলিবার সম্পূর্ণ অধিকারী নহেন। অপরাপর সম্রাটদের মধ্যে বিস্তারিত পশ্চিমদিকে বাহারা বাস করিত, তাহাদেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 'মিছিল' বা একতা-হস্তে-আবদ্ধ সম্রাট বর্তমান ছিল। শতাব্দীর নিকটবর্তী প্রদেশসমূহে তৎকালে সে সকল মতামত প্রচলিত ছিল, এই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে কাপ্তেন মারে কেবল তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন।

এবং 'ক্রোড়া সিংঘিয়া' নামক 'কৈজলাপুরী' সম্প্রদায়ের দুইটি শাখা সারহিন্দ আক্রমণ করিয়া তাহাদের রাজ্যের অধিকাংশই অধিকার করিয়া লইয়াছিল। শেখোক্ত সম্প্রদায় বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিল বটে, কিন্তু অত্যাচার সম্প্রদায়ের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয় নাই, কিংবা সে সম্প্রদায়গুলি তাহাদের অধীনতা পাশে আবদ্ধ হয় নাই।

'ভাক্কী' সম্প্রদায়ের অধিকৃত দেশ বহুদূর বিস্তৃত। উত্তরে লাহোর ও অমৃতসর হইতে বিত্তস্তা নদী এবং তন্নিম্ন-প্রদেশ পর্যন্ত 'ভাক্কী' সম্প্রদায়ের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। অমৃতসর এবং পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে 'কাণিয়া' সম্প্রদায় বাস করিত। 'ভাক্কী'-রাজ্যের দক্ষিণ, ইরাবতী ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্তী প্রদেশে 'সুকারচাকিয়া' সম্প্রদায় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। লাহোরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশে ইরাবতী নদীর তীরে 'নাকিয়া' সম্প্রদায়ের বাস। শতক্র ও বিপাশার সন্মতস্থলের নিম্নপ্রদেশে 'কৈজলাপুরিয়া' সম্প্রদায়, নদীর পশ্চিম তীরস্থ প্রদেশ সমূহ অধিকার করিয়াছিল। আবার বিপাশা নদীর পূর্বতীরে 'আলহওয়ালিয়া' সম্প্রদায়ের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। 'ডালিওয়ালগণ' শতক্রর উত্তর দিকের পশ্চিম তীরে বাস করিত, এবং 'রামগড়িয়া' সম্প্রদায় শেখোক্ত দুইটির অন্তর্গত পর্বতমালার পাদদেশের অধিবাসী ছিল। 'ক্রোড়া সিংঘিয়াগণ' জলন্ধর দোয়াবের কতকাংশ অধিকার করিয়াছিল। শতক্রর দক্ষিণস্থ সুনাম ও ভাতিন্দার চতুষ্পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহে 'ফুলকিয়াগণ' বাস করিত। 'সাহিদ' এবং 'নিশানিয়া' সম্প্রদায়দ্বয় নানা দেশ অধিকার করিয়াছিল; তাহাদের অধিকৃত স্থানসমূহে তাহারা বাস করিত; ওঘাতীত অত্র কোন প্রদেশে তাহাদের সম্প্রদায় দৃষ্ট হইত না। এইরূপে এই দুইটি 'মিছিল' এবং মাঝার কতকগুলি সম্প্রদায় (এই সম্প্রদায় সমষ্টি পূর্বে সারহিন্দ আক্রমণ করিয়াছিল) অর্থাৎ 'ভাক্কী', 'আলহওয়ালিয়া', 'ডালিওয়ালিয়া', 'রামগড়িয়া' এবং 'ক্রোড়াসিংঘিয়া' সম্প্রদায়-সমষ্টি একত্র সমবেত হইয়া, ফিরোজপুর হইতে কর্ণাল পর্যন্ত বিস্তৃত শতক্রর দক্ষিণবর্তী পর্বত-পাদদেশস্থ বিশাল ভূ-খণ্ড গরম্পর বিভাগ করিয়া লইয়াছিল। এদিকে সারহিন্দ এবং দিল্লর মধ্যবর্তী প্রদেশ সমূহে 'ফুলকিয়াগণ' আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল।^{১২} এই স্থান পূর্বোক্ত সম্প্রদায়-সমষ্টির অধিকৃত মালোয়ার সন্নিকটে অবস্থিত।

শিখদিগের বহুসংখ্যক অস্বারোহী সৈন্ত ছিল। অনেকের অনুমান তাহাদের অস্বারোহী সৈন্তের সংখ্যা ৭০ হাজার হইতে ২ লক্ষ ৮০ হাজার পর্যন্ত হইতে পারে। তাহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সৈন্তসংখ্যা প্রকৃত পক্ষে কত ছিল, তাহা নির্ণয় করা

৪২। ডাক্তার ম্যাকগ্রীগর তাঁহার 'শিখ ইতিহাসে' ('History of the Sikhs,' i. 28 &c) করেকটি 'মিছিলের', সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

দুৱহ।^{৪৩} তবে নিশ্চিত বাহা জানা গিয়াছে, তাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, ‘ভাকী’ সম্প্রদায় একসময়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠাশ্রিত হইয়াছিল; কিন্তু ‘স্বকারচাকিয়া’ ও ‘নাকিয়া’ সম্প্রদায়ের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ‘ভাকী’গণের বিস্তৃত বিক্ষিপ্ত রাজ্যে অল্পন্য ২০ সহস্র সৈন্য সমবেত হইত; কিন্তু শেষোক্ত সম্প্রদায়ের সৈন্য সংখ্যা উগর দশমাংশ মাত্র। সমগ্র শিখজাতির সৈন্য সংখ্যা গড়ে উক্ত সংখ্যার অধিক নহে; এই গণনাই অধিকতর সঠিক বলিয়া মনে হয়। শিখদিগের প্রত্যেকেই অশ্বারোহী; পার্বত্য প্রদেশের অথবা সমতল ভূমির অর্ধবর্ষের অধিবাসিগণের মধ্যে কিংবা অশিক্ষিত সৈন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অশ্বারোহী শিখ সৈন্য সর্বাপেক্ষা দুর্দমনীয়। শিখগণ অশ্বপুষ্ঠে কুতিষের সহিত বন্দুক চালনা করিতে পারিত বলিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। তাহাদের পূর্ব-পুরুষগণ ধর্মবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কথিত হয়, তাহারা এই যুদ্ধবিদ্যা তাহাদের পূর্বপুরুষগণের নিকট শিক্ষা করিয়াছিল। কেবলমাত্র দুর্গরক্ষার্থ পদাতিক সৈন্য নিযুক্ত হইত। প্রত্যেকেই পদব্রজে ‘মিছিলের’ অন্নুগামী হইত, এবং যতদিন লুণ্ঠন দ্বারা অশ্ব সংগ্রহ করিতে না পারিত, কিংবা অশ্ব ক্রয় করিবার সম্বল না হইত, ততদিন তাহারা এই অল্পাধানে ‘মিছিলের’ অন্নবস্ত্রী থাকিত। প্রাচীনকালে শিখগণ গোলাগুলি ব্যবহার করিত না। ক্রমে ক্রমে এই প্রথা তাহাদের মধ্যে প্রচলিত হয়। কারণ উহা অর্থ-সাপেক্ষ এবং উহাতে রাজনৈতিক ও সামরিক প্রাধান্যের আবশ্যক হয়।^{৪৪}

এই সমুদায় সম্প্রদায় ন্যূনমিক পরিমাণে পরস্পরের অধীনতা স্বীকার করিত। এতদ্ব্যতীত আর একটি সম্প্রদায় তৎকালে বর্তমান ছিল। তাহারা সর্বপ্রকার ঐহিক অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়াছিল;—তাহারা পৃথিবীতে কাহারও বশতা স্বীকার করিত না। তাহাদের মধ্যে শিখধর্মের প্রকৃত উপাদান বিদ্যমান ছিল। এই সম্প্রদায় ‘আকালি’ অর্থাৎ ‘অবিনশ্বর’ বা ঈশ্বর-নিযুক্ত সৈন্য সম্প্রদায় নামে অভিহিত। তাহারা নীল পরিচ্ছদ পরিধান করিত—তাহাদের হস্ত লোহ-বলয় ভূষিত থাকিত; গোবিন্দ সিংহের আদি

৪৩। ফরষ্টার বলেন, (‘Travels,’ i. 333) ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে শিখসৈন্যের সংখ্যা ৩০০,০০০ তিন লক্ষ নিরূপিত হইয়াছিল। কিন্তু শিখসৈন্যের পরিমাণ ২০০,০০০ দুই লক্ষও হইতে পারে। ব্রাউন সাহেব (‘Tracts, Illustrative map’) প্রতিপন্ন করেন,—এই সময়ে শিখদিগের ৭০ হাজার অশ্বারোহী এবং ২৫ হাজার পদাতিক সৈন্য ছিল। ইহার প্রায় বিশ বৎসর পরে, কর্ণেল ফ্রাঙ্কলিন একখানি গ্রন্থে (Life of Shah Alam, note p. 75) উল্লেখ করিয়াছেন যে শিখগণ ২ লক্ষ ৪৮ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিত। তিনি আর একখানি পুস্তকে (Life of George Thomas, note, p. 68) বলিয়াছেন, যুদ্ধ সময়ে শিখগণ ৬৪ হাজারের অধিক সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিত না। জর্জ টমাস নিজে প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—তৎকালে শিখদিগের ৬০ হাজার অশ্বারোহী এবং ৫ হাজার পদাতিক সৈন্য ছিল। (Life, by Francklin, p. 274)

৪৪। জর্জ টমাস ১৮০০ খৃষ্টাব্দে তৎকালিক সামরিক অবস্থার যে বিবরণ প্রদান করেন, তাহাতে জানা যায়, শিখদিগের ৫০টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামান ছিল। (Life, by Francklin, p. 274)

সমাজের অন্তর্গত বলিয়া, এই সম্প্রদায়ের শিখগণ স্পর্ধা করিত। ধর্মের জগৎ গুরু সকলকে ধন-মান, ঐশ্বর্য-সম্পদ, এমন কি, প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে অস্বস্তি করিয়াছেন;—ঘর-বাড়ী—সংসার—বন্ধন পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ-বৃত্তি গ্রহণ করিতে আদেশ দিয়াছেন। গুরু গোবিন্দ এবং তাহার পূর্ববর্তিগণ সকলেই একবাক্যে হিন্দুদিগের অসার সম্মাস-ধর্মের নিন্দা করিয়াছেন। এইরূপে অসার ও অমুপযোগী সর্ববিধ উপকরণ পরিত্যক্ত হওয়ায়, ধর্মোন্মত্ত শিখদিগের মনে এক ভয়াবহ আবর্তন উপস্থিত হইয়াছিল;—তাহাদের মানসিক গতি অস্বাভাবিক কার্য সাধনে ভয়াবহ মূর্তি ধারণ করিয়াছিল। সংসার পরিত্যাগ করিয়া সম্মাস ধর্ম আচরণের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার উৎকর্ষ অতিশয় হওয়ায়, দুইটি বিরুদ্ধ-ধর্মাক্রান্ত অস্থিচূর্ণের সংঘর্ষে ‘আকালিগণ’ একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল। ধর্মভীরু বিনয়ী ব্যক্তিগণ ধর্মমন্দিরের অতি চেয় কার্ষ আগ্রহ ও অধ্যবসায় সহকারে সম্পন্ন করিত। কিন্তু অপরাপর ব্যক্তিগণ সময় সময় দুর্দমনীয় ধর্মোন্মত্ততা-বশে অস্ত্র-শস্ত্রে হুসজ্জিত হইয়া অমৃতসরের প্রহরী নিযুক্ত হইত। কখনও বা কুসংস্কারবশে উত্তেজিত হইয়া যথেষ্টা গমন করিত, এবং সময় সময় উত্তেজনা-বশে একাকা ভ্রমণ করিয়া তরবারি সাহায্যে জীবিকা অর্জন করিত।^{৪৫} তাহারা সময় সময় পরিদর্শক এবং বিচারকের ক্ষমতা কিয়ৎপরিমাণে গ্রহণ করিত। তাহাদের কোন অধিনায়ক বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধে ‘খালসার’ নিকট অভিযুক্ত হয় নাই। তাহাদের নামে সকলেরই মনে ভয়ের

৪৫। ম্যালকমের সার সংগ্রহ দ্রষ্টব্য। (Malcolm, ‘Sketch’, p. 116) গুরুগোবিন্দ এই ‘আকালি’ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন, - ম্যালকমও সেই মত সমর্থন করিয়াছেন। তদ্বিষয়ে গুরুগোবিন্দের কোন লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। একমাত্র ধর্মামুরাগীদিগকেই গোবিন্দ শিখ-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন কি না, সে বিষয় তাহাতে হয়ত জানা যাইত। মৃতরাং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও গঠন সম্বন্ধে মূলগ্রন্থে যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই প্রকৃত।

শিখদিগের ধর্ম প্রবৃত্তি এত প্রবল ছিল যে, প্রত্যেক শিখ কোন না কোন কার্যে নিযুক্ত থাকিত, অথবা কোন ব্যবসায় বাণিজ্য করিত। যে ব্যক্তি সংসার-বিরাগী এবং স্বভাবতঃ যুদ্ধ-প্রিয় নহে, সাধারণতঃের মজল সাধনার্থ তাহাকেও কোন না কোন কার্যে নিযুক্ত থাকিতে হইত। এক সময় গ্রন্থকার দেখিয়াছিলেন,—একজন ‘আকালি’ শতদ্রুর সমতল ভূমি হইতে ক্ষুদ্র কীরিতপূর সহর পর্যন্ত বিস্তৃত ঢালু অত্যুচ্চ পর্বতকন্দরের মধ্য দিয়া রাস্তা নির্মাণ করিতেছে। সেই ব্যক্তি সর্বপ্রকার সন্সার বন্ধন পরিত্যাগ করিয়াছিল। সকলেই তাহাকে বিশেষ প্রশংসা করিত। কোন নির্দিষ্ট স্থানে এই ব্যক্তির জগৎ সর্বসাধারণে খাণ্ড ও বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিত। তাহার এই অধ্যবসায়শীলতা ও একাগ্রতায় একজন মেঘপালক হিন্দু বালকের মনে এক অভিনব প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। সেই হিন্দু বালক আকালিদিগের স্তায় পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিত। ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ সর্বদাই যেমন ঈশ্বরকে ভয় করিয়া থাকেন, সেই বালকও তদ্রূপ ভীতি সহকারে ধর্মালোপ করিত।

সঞ্চার হইত ;—সকলেই তাহাদিগকে সম্মান করিত । কোন ব্যক্তি তাহাদের বিরাগ-ভাজন হইলে, অথবা সাধারণ-ভক্তের কোন অনিষ্ট সাধন করিলে, তাহারা সময়ে সময়ে সেই ব্যক্তির যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিত । ‘আকালি’ সম্প্রদায় কিছুকাল বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল এবং তাহাদের এই উন্নততা বহুদিন বর্তমান ছিল । অতঃপর রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয়ে তাহাদের সমস্ত ক্ষমতা ও আধিপত্য ধ্বংস হয় । এই উন্নত সম্প্রদায়কে দমন করিয়া, জনসমাজে আপন অক্ষয় কীর্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সেই হৃদক্ষ ও অধ্যবসায়শীল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নরপতির অর্থ ব্যয় এবং কালক্ষয় হইয়াছিল ;—তিনি যৎপরোনাস্তি কষ্টভোগ করিয়াছিলেন ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শিখজাতির স্বাধীন রাজ্য স্থাপন হইতে রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয়
এবং ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপন।

১৭৬৫—১৮০৮-৯

[আমেদ সার শেষবার ভারত আক্রমণ;—শিখজাতির ‘ভাদ্রী’ সম্প্রদায়ের প্রাধাণ্য স্থাপন;—তাইমুর সার আক্রমণ;—হারিয়ানার ‘ফুলকিয়া’ শিখ-সম্প্রদায়;—জাবিতা থা;—শিখ-জাতির মধ্যে ‘কাণিয়া’ সম্প্রদায়ের আধিপত্য স্থাপন;—দাহা সিং সুরেরচাকিয়ার প্রতিষ্ঠা লাভ;—সামান্যের আক্রমণ এবং রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয়;—সিদ্ধিয়ার অধিনায়কত্বে উত্তর ভারতে মহাশ্মির-গণের প্রাধাণ্য স্থাপন;—জেনারেল থেরণ এবং জর্জ টমাস;—শিখজাতি এবং মহারাষ্ট্রীয়গণের সন্ধি স্থাপন;—শিখদিগের সহিত ইংরাজদিগের সম্বন্ধ,—সিদ্ধিয়া এবং হোলকারের বিরুদ্ধে লর্ড লেকের যুদ্ধযাত্রা;—শিখদিগের সহিত ইংরাজদিগের প্রথম সন্ধি;—বরাঙ্গীর ভারত আক্রমণের বাধা প্রদানের উদ্যোগ;—রণজিৎ সিংহের সহিত মৈত্রতা বন্ধন এবং শতক্রর পশ্চিম সীমান্তবর্তী শিখ-সর্দারগণের রক্ষার সন্ধি স্থাপন।]

শিখজাতি কর্ণাল এবং হাঙ্গি হইতে বিস্তৃত নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-খণ্ডে অধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তাহাদের একতাবন্ধন অধিক দিন স্থায়ী হইল না; দুর্ধর্ষ অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্বতঃই রিপূর বশবর্তী হইল; তাহারা সমাজের কল্যাণ অপেক্ষা আত্ম-স্বার্থই প্রবল বলিয়া মনে করিল। কতকগুলি লোক প্রকৃত বা কাল্পনিক অনিষ্ট সম্ভাবনায় কার্য করিতে লাগিল। তখন তাহারা মনে করিল,—প্রতিশোধ লইবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। অপর কতকগুলি ব্যক্তি পারিপার্শ্বিক অবস্থার অন্তর্বর্তী হইয়া নিকটস্থ নগর ও জেলা সমূহ অধিকার করিতে উদ্বুদ্ধ হইল। ধর্মনিষ্ঠ শিখগণ ধর্ম বিস্তারের জন্য বন্ধ-পরিকর হইল। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য জয় করিয়া, অথবা কোন কোন রাজ্যে কর স্থাপন করিয়া তাহারা খালসার সাধারণ রাজ্য বৃদ্ধি করিতে লাগিল। কিছুকাল বিজ্ঞানের পর, নবোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রাণোদিত হইয়া, যখন শিখজাতির পুনরুত্থান হইতে লাগিল, তখন আমেদ সা শেষবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। তাঁহার আক্রমণে ভীত হইয়া শিখজাতি পুনরায় একতাবন্ধনে আবদ্ধ হইল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোগতাপের আধিক্য হেতু আমেদ সার উৎসাহ, কার্যনৈপুণ্য এবং ক্ষমতা হ্রাস হইয়াছিল; তথাপি সেই আফগান নরপতি আপন রাজ্যমধ্যে শ্রেষ্ঠ উর্বরভূমি গঞ্জাব পুনরুদ্ধারের জন্য আর একবার চেষ্টা করিলেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে সিদ্ধুনদ অতিক্রম করিয়া তিনি শতক্রর পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন; তিনি আর অধিক দূর গমন করিলেন না; সুতরাং লাহোর পরিত্যক্ত হইল। যখন তিনি বুঝিলেন, শিখদিগকে পরাভূত করা এক্ষণে তাঁহার ক্ষমতাভীত, তখন তিনি তাহাদের সহিত সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিলেন। এই সময়ে রণকুল উমার সিং পিতামহের উত্তরাধিকার সূত্রে পাতিয়ালা সিং বা মালোয়া শিখদিগের অধিনায়ক পদে বরিত হইলেন। আমেদ সা তাঁহাকেই মহারাজ উপাধি প্রদান

করিয়া, সারহিন্দের সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করিলেন। তখন আমেদ সা দেখিলেন, কটোচের রাজপুত সর্দারও তাঁহার সহিত মৈত্রতাস্থাপনে অভিলষী। আমেদ সা তাঁহাকেও উপাধিভূষণে ভূষিত করিয়া, জলন্ধরদোয়াব এবং তৎসংলগ্ন পার্বত্য প্রদেশের প্রতিশিধি নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু সৈন্যত্বের অব্যবস্থা হেতু তাঁহার সকল উদ্দেশ্য—সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তাঁহার দ্বাদশ সহস্র সৈন্য কাবুলে অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিল; অগত্যা তিনিও তাহাদের অনুগমন করাই শ্রেয় বোধ করিলেন। কিন্তু প্রত্যাগমন কালে, আমেদ সা পুনরায় বিপর্যস্ত হইলেন। সিন্ধুনদ অতিক্রম করিবার পূর্বেই, রণজিং সিংহের পিতামহের অধিনায়কত্বে এবং পারিগম্বিক ‘ভান্ডা’ সম্প্রদায়ের একটি সৈন্যদলের সাহায্যে ‘হুন্টারচাকিয়াগণ’ শের সার রোটারসের পার্বত্য দুর্গ অবরোধ করিল। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে এই স্থান অধিকৃত হইল। ইহার অব্যবহিত পরেই ‘ভান্ডা’গণ রাওলাপাতি এবং খানপুরের বিস্তৃত উপত্যকা পর্যন্ত অধিকার বিস্তার করিল। ‘গুকার’ সম্প্রদায় আক্রমণকারা মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে যে সংসাহস ও শ্রমশীলতার জগ্ন খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, এক্ষণে তাহারা আর সেরূপ সংসাহস ও সহিষ্ণুতার পরিচয় প্রদান করিতে সক্ষম হইল না।^১

অতঃপর হরি সিংহের অধিনায়কত্বে ‘ভান্ডা’গণ মুলতান অভিমুখে যাত্রা করিল। কিন্তু ‘দাউদ-পোত্র’ নামক এক মুসলমান সম্প্রদায়ের আক্রমণে তাহাদের গতি প্রতিহত হইল। নাদির সাহ দাউদ-পোত্র-দিগকে কাবুলে স্থানান্তরিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন; নাদির সাহের সেই উদ্দেশ্য অবগত হইয়া, তাহারা সিন্ধু-দেশ পরিত্যাগ করিয়া, পঞ্জাবে এক উপনিবেশ স্থাপন করে। অধুনা সেই স্থান, ‘ভাওয়ালপুর’ নামে অভিহিত^২ অতঃপর হরি সিংহের সহিত সর্দার মোবারক খাঁ সন্ধি স্থাপন করিলেন। দেশপ্রসিদ্ধ

১। ফরষ্টারের ‘ভ্রমণ বৃত্তান্ত’, প্রথম খণ্ড, ৩২৩ পৃঃ; এনকিনষ্টোন, ‘কাবুল,’ দ্বিতীয় খণ্ড, ২৯৭ পৃঃ, মারে বিরচিত ‘রণজিং সিং’ ২৭ পৃষ্ঠা; মুরফ্রুটের ‘ভ্রমণ বৃত্তান্ত’ প্রথম খণ্ড ২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এই কার্য যে সকল হস্তলিখিত পুস্তক আলোচনা করিয়াছেন, তাহারও আলোচনা আবশ্যক।

২। নাদির সা এক সময়ে সিন্ধুদেশে আপন ক্ষমতা বিস্তারের জগ্ন গমন করেন; তখন ভাওয়ালপুর বংশের পূর্বপুরুষ তাঁহার স্বদেশে শিকারপূর্বে বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। নাদির সা তাঁহাকে সেই প্রদেশের উত্তর-তৃতীয়াংশের শাসন-কর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু সমগ্র সম্প্রদায়ের প্রতি অবিধাস বশতঃ নাদির সা তাহাদিগকে গজনীতে স্থানান্তরিত করিতে কৃতসংকল্প হন। তখন সেই রাজবংশ স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া শতদ্রু উত্তরগতী প্রদেশ সমূহ বলপূর্বক অধিকার করিল। লয়। দাউদ (ডেভিড) নামক সেই বংশের বিখ্যাত আদিপুরুষের নাম হইতে এই সম্প্রদায় ‘দাউদপোত্র’ নামে অভিহিত। তাহাদের বিধাস তাহারা কালিক আকাসের বংশধর। কিন্তু তাহারা সিন্ধুদেশীয় ‘বেলুচি’ জাতি; অথবা তাহারা আদিম বেগুচি জাতি,—সিন্ধুদেশে অধিক কাল বাস হেতু তাহাদের অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। শতদ্রু তীরে তাহারা আধিপত্য স্থাপন ও বাসস্থান নির্দেশ করায়, প্রাচীন ‘লুঙ্গা’ ও ‘জোহিয়া’ সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট জাতিগুলি লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা সিন্ধুদেশীয় সেচ-প্রণালী দ্বারা জল-সেচন-প্রথা প্রবর্তিত করিয়াছিল। সেই নদীর উত্তর তীরেই পাকপটনের নিয়মে তাহাদের প্রাচীন শিল্পনৈপুণ্যের এবং কৃষিকার্যের জাঙ্ঘল্য দৃষ্টান্ত বর্তমান রহিয়াছে।

মুসলমান ককির যে স্থানের অধিকারী, সেই নিরপেক্ষ গারুপট্টন সহরই উভয় পক্ষের সাধারণ সীমা নির্ধারিত হইল। অনন্তর হরি সিং সিদ্ধনন্দ এবং ডেরাগাজিখাঁ অতিমুখে গমন করিয়া, বলপূর্বক রাজ্য অধিকার করিতে লাগিলেন। যখন তিনি রাজ্য বিস্তারে ব্যপৃত ছিলেন, তখন তাঁহার গুজরাটের প্রতিনিধি রাওলপিণ্ডি অধিকার করিয়া কাশ্মীর-প্রবেশের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার সে উদ্ভম ব্যর্থ হয়; প্রতিনিধি সে স্থান হইতে বিতাড়িত হন, এবং তাঁহার বহু সৈন্যবল নষ্ট হয়। বুদ্ধ নাজীব-উদ্দৌলাকে জগাধি পরগণা এবং পারিপার্শ্বিক নগর সমূহের মধ্যে সর্বপ্রধান শাসন কর্তা মনে করিয়া, রায় সিং ভান্সী তাঁহার প্রতियোগী হইয়া উঠিলেন। এক্ষণে যমুনা তীরে এবং স্ববৃহৎ দোয়াবে রায় সিং ভান্সী এবং বাবেল সিং ক্রোড়াসিংঘিয়া নাজিবুদ্দৌলার প্রতি দারুণ উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের উৎপীড়ন অসহ্য হইয়া উঠিল; সুতরাং অনগ্রোপায় হইয়া, নাজিবুদ্দৌলা সেই সর্দারদ্বয়ের বিরুদ্ধে সমবেত আক্রমণের জন্ত মারহাট্টাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার সে কল্পনা,—অভিসন্ধি ব্যর্থ হইল। তাঁহার উত্তরাধিকারী পুত্রের স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ছিল। বিপদ কালের মিত্র জ্ঞান করিয়া, তিনি শিখদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন।^৩

এই সময়ে হরি সিং ভান্সীর মৃত্যু হইল। বান্দা সিং তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন। বান্দা সিংহের অধীনে ‘মিছিলের’ ক্ষমতা-প্রতিপত্তি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। জাম্মু করদ-রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইল। তৎকালে আফগানদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে এবং শিখদিগের অবিচ্ছিন্ন রাজদ্রোহ ও লুণ্ঠনে, সমতল প্রদেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য পার্বত্য প্রদেশের বন্ধ অথচ নিরাপদ পথে পরিচালিত হওয়ায়, জাম্মু প্রধান স্থান বলিয়া গণ্য হইল। রাজপুত বংশীয় রাজা রণজিৎ দেও অতি সং-স্বভাব-সম্পন্ন ছিলেন; ব্যবসায়ীগণ তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, আশ্রয়ার্থ তাঁহার রাজধানীতে সমবেত হইতে লাগিল। অতঃপর কাশ্মীরের পাঠান রাজ্যসমূহ করদ-রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইল। পরিশেষে বান্দা সিং আপন প্রতিনিধি মাজ্জা সিংহকে মুলতান আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ভাওয়ালপুরের রাজার সহিত মিলিত হইয়া, সন্ধিবদ্ধ আফগান-সর্দার-গণের সমবেত সৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিল; তিনি পরাজিত হইলেন; যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হইল। পর বৎসর, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে সেই সহযোগী শাসনকর্তৃগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। তাঁহাদের একজন বান্দা সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। অবিরেচক সর্দার স্বয়ং দুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন। অতঃপর উত্তরাভিমুখে প্রত্যাগমন করিয়া, তিনি দেখিতে পাইলেন,—জাম্মু-সিংহাসনের আর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ইতিমধ্যে ছুরত সিং স্বকারচাকিয়া এবং ‘কাণিয়া মিছিলের’ উন্নতিশীল অধিনায়ক জয় সিংহের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু অস্থস্থিত কামান বিদার্য হইয়া সেই গুলির আঘাতে ছুরত সিং

৩। ভাওয়ালপুর পরিবারের ইতিবৃত্ত এবং হস্তলিখিত শিখ ইতিহাস দ্রষ্টব্য। (ফরটোরের ‘ত্রমখ বৃত্তান্ত,’ প্রথম খণ্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা)।

মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। অতঃপর জয় সিং বিবিধ হেয় উপায়ে বান্দা সিংহকে নিহত করিয়া আপন নীচাশয়তার পরিচয় প্রদান করিলেন। এইরূপে একটি পরাক্রান্ত নরপতিকে অপসারিত করিয়া, জয় সিং কাণিয়া অতি আনন্দ লাভ করিলেন বটে, কিন্তু জাম্মুপ্রার্থী স্বত্ব-নির্দ্ধারণ এবং সংকল্প-সাধন-কল্পে একাকী বর্তমান রহিলেন, এবং তিনি তদ্বিষয়ে চেষ্টাশীল হইলেন। তখন জুজধরজাতীয় যুশা সিংহকে বিভাড়িত করিবার মানসে 'কাণিয়া' সর্দার জয় সিং, যুশা সিং আলহুওয়ালিয়ার সহিত মিলিত হইয়া এক ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। তৎকালে যুশা সিং জুজধরের প্রভাবে আমেদ সার নামমাত্র প্রতিনিধি, কটৌচের আমান্দ চাঁদ এবং পার্বত্য প্রদেশের রাজপুত সর্দারগণ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের অধিকৃত রাজ্যসমূহ যুশা সিং জুজধরের করদরাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। যাহা হউক, পরিশেষে রামগাড়িয়া যুশা সিং পরাজিত হইয়া হরিয়ানার মক্ক প্রদেশে পলায়ন করিলেন, এবং দহ্যাবৃত্তি ঘারা জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে, ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে, কাঙুরার মুসলমান শাসনকর্তার মৃত্যু হইল। তিনি স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতে অথবা দিল্লী কিংবা কাবুলের অধীনতা স্বীকার করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু কটৌচের অভ্যুত্থানশীল অধিপতি বহুকালাবধি তাঁহার দেশ-প্রসিদ্ধ দুর্গ অধিকার করিতে লালায়িত ছিলেন। যাহা হউক, কটৌচের নরপতি জয় সিং কাণিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; জয় সিংও সাহায্য দান করিতে সম্মত হইলেন। সমবেত আক্রমণে সেই ক্ষুদ্র দুর্গ অধিকৃত হইল। কিন্তু শিখ-সেনাপতি দুর্গটি নিজে অধিকার করিয়া বসিলেন। পারিপাশ্বিক রাজা ও ঠাকুরদিগের উপর বহুকাল হইতে যুশা সিংহের একাধিপত্য ছিল। জয় সিংহ এক্ষণে রাজকীয় দুর্গ অধিকার করিয়া, যুশা সিংহের আধিপত্য অপহরণ করিতে লাগিলেন।^৪

পঞ্জাবের দক্ষিণবর্তী প্রদেশসমূহে 'ভান্ডী' সম্প্রদায়ের শিখগণ প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল। মানকেরা এবং মুলতানের বৃহৎ দুইটি স্বরক্ষিত দুর্গ শিখদিগের অধিকৃত ছিল এবং তাহারা কালাবা হইতে দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র নিম্ন-প্রদেশে বলপূর্বক কর আদায় করিত। মুলতান অধিকারচ্যুত হওয়ায়, আকগান-জাতি হুজাবাদে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিল। শিখগণ সেই স্থান অধিকার করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে তাইমুর সা পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি পরিশেষে সিদ্ধনন্দ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র ছিল; সিদ্ধনন্দ, তাওয়ালপুর এবং নিম্ন-পঞ্জাব-প্রদেশ অধিকার করিবার মনস্থ হওয়ায় তিনি লাহোর পুনরুদ্ধারের কোন চেষ্টা করিলেন না। ১৭৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে কাবুল

৪। তাওয়ালপুরের রাজার ইতিবৃত্ত এবং শিখদিগের হস্তলিখিত বিবরণ দ্রষ্টব্য। মারে-বিরচিত 'রঞ্জিং সিং' নামক পুস্তকের ৩৮ পৃষ্ঠা এবং ফরষ্টারের 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত,' প্রথম খণ্ড, ২৮৩, ২৮৬, ৩৩৬ পৃষ্ঠা।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে জাম্মুর রঞ্জিং দেওর মৃত্যু হয়।

দৈব-ঘটনাক্রমে ছয়ত সিং নিহত হন, এবং ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে বান্দা সিংহের মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

পাতিয়ালার উমার সিংহের সহিত যুদ্ধে, ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে, হরি সিং ভান্ডী নিহত হন।

সৈন্তের দুইটি ক্ষুদ্র দল মূলতান হইতে শিখদিগকে বিভাড়িত করিবার চেষ্টা করে ; কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় । ১৭৭৮-৭৯ খৃষ্টাব্দে সা স্বয়ং সৈন্ত-সমভিবাহারে তদ্বিরুদ্ধে গমন করেন । ‘ভাদ্রী’ দিগের নতুন অধিনায়ক গান্ধা সিং এই সময়ে অস্ত্রান্ত শিখ-অধিনায়কগণের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত ছিলেন ; তাঁহার প্রতিনিধিগণ প্রতিরোধের ভাণ করিয়া রাজধানী সমর্পণ করিলেন । ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাইমুর সা তথায় রাজত্ব করেন ; কিন্তু তিনি একয়েক বৎসর সিদ্ধিমা, কাশ্মীররাজ এবং উজ্জবেকদিগের বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত ছিলেন । এমন কি শিখজাতির রাওলপিণ্ডি অধিকারে তাইমুর কোনরূপ বাধা প্রদান করেন নাই । তাহাদের দক্ষ্য-ব্যবসায়ী অস্বারোহী কচ্ছ হইতে আটকের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিয়াছিল ; তৎসমুদায় প্রদেশ শিখদিগের অধিকৃত হইয়াছিল ।^৫

ইতিমধ্যে উমার সিং ফুলকিয়া, হারিয়ানা এবং দিল্লীর সীমান্ত পর্যন্ত আপন প্রভুত্ব বন্ধমূল করিয়া তুলিলেন । তিনি শিরিসা এবং কতেহাবাদ অধিকার করিলেন ; তাঁহার রাজ্য বিকানির ও ভাওয়ালপুর রাজ্যের সমকক্ষ হইয়া উঠিল । তাঁহার অধীনস্থ বিন্দ এবং কাইখালের যোগগণ হাল্লি এবং রোহতকের চতুর্দিকবর্তী সমগ্র প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল । এই সময় সারহিন্দ প্রদেশে প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা-কল্পে দিল্লীর বাদশাহ শেষবার চেষ্টা করিলেন । সুতরাং উমার সিং আপন রাজধানী পাতিয়ালায় প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন । ১৭৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দে তাত্‌কালিক মন্ত্রী এবং সম্রাট পরিবারের কারখুন্দ বখত নামক জর্নৈক সেনানীর অধীনে একদল সৈন্ত যুদ্ধ-যাত্রা করিল । কর্ণাল পুনরধিকৃত হইল ; অনেকে রাজত্ব প্রদানের অঙ্গীকার করিল এবং খ্যাভনামা ক্রোড়াংগিয়া-অধিনায়ক বাঘেল সিং বশুতা স্বীকার করিলেন । কাইখালের দেসু সিং বহু অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন । অবশেষে রাজকীয় সৈন্ত পাতিয়ালায় প্রবেশ করিল । উমার সিং বাদশাহের বশুতা স্বীকার করিয়া রাজত্ব প্রদানের অঙ্গীকার করিলেন । তখন বাঘেল সিং আপন উদ্দেশ্য সাধন কল্পে বন্ধপরিকর হইলেন । এমন সময়ে সংবাদ আসিল, —সুবহৎ একদল শিখ সৈন্য লাহোর হইতে যাত্রা করিয়াছে ; তৎক্ষণাৎ মোগল সৈন্ত দ্রুতবেগে পাণিপথ অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিল । কিন্তু তাহাদের মনে এক সন্দেহ জন্মিল যে,—মন্ত্রীবার শিখদিগের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়া স্বীয় ধনলিপ্সা চরিতার্থ করিয়াছেন, এবং তৎক্ষণ বিখ্যাসম্বাদকতাপূর্বক প্রভুর স্বার্থ বিসর্জন দিয়া শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন । ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে উমার সিং একটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক উন্নাদগ্রস্ত পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন । তাহার দুই বৎসর পরে, দুর্ভিক্ষের প্রকোপে হারিয়ানা জনশূন্য হয় ; তদ্রূপে অধিবাসীগণ অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এবং অনেকেই স্থানান্তরে গমন

৫ । ভাওয়ালপুরের রাজার ইতিবৃত্ত এবং অস্ত্রান্ত হস্তলিখিত বিবরণ দ্রষ্টব্য । Compare Browne, ‘India Tracts’ ii. 28, and Forster, ‘Travels’, i. 324 এলফিনষ্টোন (‘Caubul’, ii. 303) বলেন, ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে শিখদিগের হস্ত হইতে মূলতান পুনরধিকৃত হয় । তিনি ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে স্বীকার করেন না ।

করে। শিরসা মরুভূমিতে পরিণত হইল। তৎকালে একটি বহু বিস্তৃত প্রদেশ শিখ-দিগের হস্তাধীন হইয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করে। অতঃপর শিখগণ সেই প্রদেশ আর পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হয় নাই।^৬

গঙ্গা এবং যমুনার মধ্যবর্তী নিম্নপ্রদেশের শিখগণ, নাজিব-উদ্দৌলার পুত্র জাবিতা খাঁকে বহু অর্থ প্রদানে বশীভূত করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিল। সেই শাসনকর্তা সাম্রাজ্যের নামমাত্র মন্ত্রীপদ প্রাপ্ত হইতে অভিলষী হন, এবং সেই মন্ত্রি লাভের জন্য তিনি নানারূপ ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করেন। এক্ষণে রাজকীর সৈন্যের পরাজয়ে তিনি কতকাংশে কৃতকার্য হইলেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লী নগরী অবরোধ মানসে তদভিমুখে যাত্রা করিলেন; কিন্তু যুদ্ধ-কাল উপনীত হইলে, তাঁহার আপন ক্ষমতায় অবিশ্বাস জন্মিল। এদিকে বাদসাহও তাঁহাকে আর অধিক উত্তেজিত ও কুপিত করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। উভয় পক্ষের এক সন্ধি হইল। বাদসাহ জাবিতা খাঁকেই সাহায্যপূরের শাসনকর্তা বলিয়া স্বীকার করিলেন। এই উপলক্ষে একদল শিখ সৈন্য জাবিতা খাঁর সহায়তা করিয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে অল্পরাজত করিবার প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিধ্বস্তহুত্রে অবগত হওয়া যায়,—জাবিতা খাঁ তাহাদিগের জাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ‘পাছল’ বা দীক্ষা-মন্ত্র গ্রহণান্তর ধরম সিংহ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।^৭

যুশা সিং রামগড়িয়া, ‘আলহুয়ালিয়া’ এবং ‘কাণিয়া’ সম্প্রদায় কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। তখন হিসারের নিকটবর্তী প্রদেশে আপন আধিপত্য স্থাপন-কল্পে তিনি উমার সিং ফুলকিয়ার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই স্থান হইতে তিনি দিল্লীর সীমান্ত পর্যন্ত বাহুবলে রাজস্ব সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে একদল সৈন্য দোয়াবের নিম্নভূমি আক্রমণ করিল; কিন্তু বাদসাহের সেনাপতি মির্জা সাকি বেগের সহিত মিরাতে তাহাদের এক ঘোরতর যুদ্ধ হইল; সেই যুদ্ধে শিখগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। বিন্দের গণপৎ সিংহ বন্দী হইলেন। তথাপি, ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে বাঘেল সিং এবং অন্যান্য সেনাপতিগণ বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া গঙ্গা অতিক্রম করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু নদীর পরপারে অযোধ্যায় বাদসাহ-সৈন্যের সতর্কতা হেতু তাহাদের সে উদ্ভম ব্যর্থ হয়; তাহারা গঙ্গা অতিক্রম করিতে অসমর্থ হন। পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে—দুর্ভিক্ষের প্রকোপে বহু লোক মৃত্যু মুখে পতিত হয়। যুশা সিং বাধ্য

৬। ভুটানার সীমা সম্বন্ধে সিং রস্ বেল ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে এক কার্য-বৃত্তান্ত প্রদান করেন। এখানে সেই বিবরণ এবং হস্তলিখিত ইতিবৃত্ত উল্লেখ্য। ফ্রাঙ্কলিন কৃত ‘সা আলম’ ৮৬ ও ৯০ পৃষ্ঠা এবং সা নাওয়ার খাঁর ‘মিরিট-ই-আফটাব মুমা’ নামক ভারত-ইতিহাসের সারসংগ্রহ উল্লেখ্য।

৭। ফরেষ্টারের ‘ভ্রমণ-বৃত্তান্ত’, প্রথম খণ্ড ৩২৫ পৃষ্ঠা; ব্রাউনের ‘ইণ্ডিয়া ট্রাট্‌স্’, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৯ পৃষ্ঠা; এবং ফ্রাঙ্কলিন কৃত ‘সা আলম’, ৭২ পৃষ্ঠা উল্লেখ্য। (Compare, Forster, “Travels” i. 325; Browne, ‘India Tracts’, ii, 29; and Francklin’s ‘Shah Alum’, p. 72.)

হইয়া দোয়াবে গমন করেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে সন্ধিবদ্ধ সম্প্রদায়-সমষ্টি রোহিলাখণ্ডে প্রবেশ করিয়া, বরেলি হইতে চল্লিশ মাইলের অনধিক দূরবর্তী চান্দোসি পর্বন্ত বিস্তৃত সমস্ত দেশ লুণ্ঠন করিয়া ফেলে। এই সময়ে জাবিতা খাঁ বোঁধগড়ের দুর্গ মধ্যে অবরুদ্ধ ছিলেন। ঘারওয়ালের পার্বত্য রাজা চন্দ্রভাগার পশ্চিমতীরবর্তী পর্বত-পাদদেশস্থ অজ্ঞাত রাজপুত-গণের ত্রায় করত-রাজগণের অন্তর্ভুক্ত হইলেন। তাঁহারই পূর্বপুরুষ বাদসাহ অওরঙ্গজেবের ক্ষমতা উপেক্ষা করিয়া, তৎপুত্র দারাকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি এক্ষণে সে পূর্ব-গৌরব রক্ষা করিতে পারিলেন না। অযোধ্যার সীমান্ত হইতে সিদ্ধনন্দ পর্যন্ত সমগ্র দেশে শিখ জাতিই তৎকালে প্রবল ও প্রধান ছিল। পরিত্রাজক ফরষ্টাব কোঁতুচ্ছলে বলিয়াছেন,—দুর্গ প্রাচীর মধ্যে দুই জন্য অস্বারোহী শিখ-সৈন্য দেখিয়া, সেই দুর্গাবিপতি অপ্রাপ্তবয়স্ক সর্দার-বালকের এবং তাঁহার অমুচর ও প্রজাবর্গের মনে মহা ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। ঘারওয়ালেব স্থানীয় রাজকর্মচারিগণের নিকট সমসংখ্যক শিখ সৈন্য বিশেষ সম্মান-সম্বন্ধনা প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং বিশেষ সতর্কতার সহিত তাঁহারা শিখদিগের অনেক উপকাব করিয়াছিলেন। সাধারণ অভ্যর্থনা-স্থলে সমবেত পথিকবৃন্দের নিকট তাহারা যে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিল,—ফরষ্টার আরও মনোমুগ্ধকর ভাবে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।^৮

তখন পঞ্জাবে জয় সিং কাণিয়াব ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল, ছুরত সিং স্বকারচাকিয়ার পুত্র মাহা সিং এই সময়ে তাঁহার রক্ষণাবধানে ছিলেন। তৎকালে মুসলমানগণ চন্দ্রভাগা-তীরবর্তী রত্নলনগর অধিকার করিয়াছিল। সেই নগরের উদ্ধার-সাধন-কল্পে জয় সিং সেই সর্দার-বালকের সহায়তা করেন। মাহা সিংহের প্রশংসা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পরিশেষে জয় সিংহের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া, ১৭৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দে স্বাধ-সাধন-কল্পে স্বেচ্ছাক্রমে তিনি জাম্মুর কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করিলেন। শুনা যায়, জাম্মুর কার্যকলাপে বাধা প্রদান করায়, সেই স্থান লুণ্ঠিত হয়। সেই স্থান লুণ্ঠন করিয়া তিনি বহু ধনৈশ্বৰ্যের অধিকারী হন, এবং পরে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। স্বেচ্ছাক্রমে জাম্মু লুণ্ঠনে এবং স্বাধীনতা অবলম্বনে জয় সিং তাঁহার প্রতি বিশেষ ক্রুদ্ধ হন। মাহা সিং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন, এবং পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সমস্ত ঐশ্বৰ্য্য প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু জয় সিং তাঁহার সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তাহাতে যুবরাজের ক্রোধান্বিত প্রজলিত হয়, এবং অস্ত্র সাহায্যে সেই বিষয়ের মীমাংসা ও প্রতিকার করিতে তিনি কৃত-সংকল্প হইলেন। অতঃপর তিনি যুশা সিং রামগড়িয়ার নিকটে দূতপ্রেরণ করিলেন। সেই সেনাপতি লুণ্ঠ-সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের স্বযোগ পাইয়া সাত্ত্বিনয় আনন্দিত হইলেন। তিনি মাহা সিংহের সহিত মিলিত হইলেন, এবং অতি সহজেই কটোচের বৃহাদ্দ টাঁদের পৌত্র সংসার টাঁদের সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন। কাণিয়াগণ আক্রান্ত ও

৮। ফরষ্টারের 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', প্রথম খণ্ড, ২২৮, ২২৯ ও ৩২৬ পৃষ্ঠা এবং টিকা। ক্রাফটনের 'সি. আলম'. ৮৩ ও ৯৪ পৃষ্ঠা 'এবং মিরজি-ই-আকসাব হুমায়' পারস্ত ভাষার সায়ংগ্রন্থে উল্লেখ।

পরাজিত হইল। যুদ্ধে জয় সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র গুরুবক্স সিং নিহত হইলেন, এবং বৃদ্ধ জয়সিংহের শক্তি বিবিধ দুঃখে যথেষ্ট হ্রাস হইল। যুশা সিং স্বীয় রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। সংসার চাঁদের পিতা ও পিতামহ যে দুর্গ অধিকার করিতে বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সংসার চাঁদ সেই 'কাণ্ডা' দুর্গ লাভ করিলেন। এক্ষণে মাহা সিং পঞ্জাবে বিশেষ ক্ষমতাপন্ন সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র, রণজিৎ সিংহ, ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে জয়গ্রহণ করেন। রণজিৎ সিংহের সহিত আপন শিশু কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ দ্বারা উভয় পরিবারের একতা-বন্ধন দৃঢ়রূপে বন্ধমূল করিতে প্রয়াসী হইয়া, জয়সিংহের বিধবা পত্নী সাদা কোর মাহা সিংহের নিকট এক প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। মাহা সিং তাহাতে সন্মত হইলেন। অনন্তর মাহা সিং গুজরাট আক্রমণ মানসে যাত্রা করিলেন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতার মিত্র ওভ্রাতৃ 'ভাকী'-রাজ গুজার সিংহের মৃত্যু হয়। কিন্তু তিনি নিজেরও সেই নগর অবরোধ সময়ে, বিশেষ পীড়িত হইয়া পড়েন, এবং পর বৎসরের প্রথমভাগে কেবলমাত্র সাতাইশ বৎসর বয়সে অকালে কালকবলে পতিত হন।^১

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে সা জামান কাবুলের সিংহাসনে অধিরোধ করেন। ভারত-সাম্রাজ্য জয়ের এক অকিঞ্চিৎকর আশায় তাঁহার মন সর্বদা পরিপ্লুত থাকিত। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি হাসেন অবদাল পর্যন্ত গমন করিয়া, তথা হইতে একদল সৈন্য পূর্বাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। কথিত হয়, তাহার রোটারসের দুর্গ পুনরধিকার করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার পশ্চিমস্থ রাজ্যের অরক্ষিত অবস্থা হেতু, তিনি কাবুলে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। পুনর্বীর দুরাগি আক্রমণের এক জনরব উঠে। উত্তর ভারতের তাত্‌কালিক নরপতিগণ ইংরেজ এবং মারহাট্টাগণের অত্যাচারে ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা যে দুরাগি-আক্রমণের ভয়ে ভীত হন নাই,—তাহা সম্ভবপর বলিয়া অনুমিত হয় না। রোহিলখণ্ডের ভূতপূর্ব শাসনকর্তা, গোলাম মহম্মদ, ১৭৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্জাব আতিক্রম করিলেন। আপন কল্পনা কার্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সা জামানকে উত্তেজিত করাই তাঁহার বাসনা ছিল। তাঁহার এই দুঃসাহসিক দুরভিসন্ধি ব্যর্থ-করণ মানসে অযোধ্যার আসফউদ্দৌলার পক্ষ হইতে তাঁহার প্রতিনিধিগণ গোলাম মহম্মদের অনুগমন করিলেন। কিন্তু মুসলমানগণ সম্ভ্রষ্টচিত্তে তাঁহাকে নিস্তারকারী বলিয়া গ্রহণ

১। হস্তলিখিত ইতিহাস ও পুরাবৃত্ত দ্রষ্টব্য। ফরষ্টারের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রথম খণ্ড ২৮৮ পৃষ্ঠা; মারে বিবচিত 'রণজিৎ সিং' ৪২ এবং ৪৮ পৃষ্ঠা; মুরক্রফটের 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', প্রথম খণ্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা। (Compare Forster, 'Travels', i. 288, Murray's 'Ranjeet Singh', p. 42. 48. and Moorcroft's 'Travels', i. 127.) যুশা সিংহের স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং 'কুশিরা'দিগের পরাজয়ের সময় ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে নির্ধারিত না হইয়া,—১৭৮৫, ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে নির্দিষ্ট হওয়াই যুক্তিযুক্ত। মারেও সেই মত সমর্থন করিয়াছেন। ইহার কারণ, ফরষ্টারের বিবরণ অনুসারে ('Travels', 356 note) ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে রোহিলখণ্ড অবলম্বন হয়, এবং যে যুশা সিং সেই যুদ্ধে ব্যাপ্ত ছিলেন বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, তিনি তৎকালে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

করিবে,—বাদসাহ সা জামানকে তদ্বিষয়ে অহুঃরোধ করাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ত্রিশ সহস্র সৈন্য লইয়া সা লাহোরে উপনীত হইলেন। শিখদিগকে অহুঃরাজিত করিয়া, স্বীয় কাল্পনিক আধিপত্য-ভার সকলের উপযোগীরূপে প্রকট করা,—তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য হইল। কতকগুলি রাজা তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। কিন্তু শিখগণ বিনা যুদ্ধে তাঁহার বশতা-স্বীকারে ইচ্ছুক হইলেও, স্বীয় ভ্রাতা মামুদের সন্দেহমূলক কার্য-প্রণালীতে তিনি স্বদেশে পুনরাহৃত হইলেন; তজ্জগৎ এতদেশে তিনি কোনরূপ বিধি-বন্দোবস্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। পরাজিত মারহাট্টাগণ এবং ইংরেজ অপেক্ষা শিখগণ অত্যন্ত ভয় বিহীন হইয়াছিল। কারণ তৎকালে ইংরেজগণ তদ্বিষয়ে কোন সঠিক সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই।

অযোধ্যার উজিরের সহিত সকলেই সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। শেষোক্ত সকলেই তাঁহার রাজ্যে বিপৎপাত-হেতু দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা বিশেষ বিজ্ঞতার সহিত দোয়াবের অন্তর্গত অল্পসহরে একটি সেনানিবেশ স্থাপন করিলেন। সকলে ভয়-বিহীন হওয়ায়, পারস্যের সাহকে আকগান রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য উৎসাহিত করিতে তেহেরাণে এক দূত প্রেরিত হইল। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে সা জামান পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। তাঁহার পক্ষ সহস্র সৈন্য বহুদূর অগ্রসর হইল; কিন্তু বিত্ততা নদী-তীরে বিপক্ষ সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পলায়ন করিল। সা অবাধে লাহোরে প্রবেশ করিয়া কখনও বা শিখদিগকে অহুঃরজন করিতে লাগিলেন, কখনও বা তাহাদিগের প্রতি ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভয়-প্রদর্শন ও অহুঃরজনের বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া, তিনি আপন উদ্দেশ্য সাধনে চেষ্টিত হইলেন। এই সময়ে নিজাম-উদ্দীন নামক একজন সুদক্ষ পাঠান কান্তরে বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। সেই পাঠান সা জামানের পক্ষ অবলম্বন করিল; কিন্তু সা জামান তাহার মিত্রতায় বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, সা জামান তাহাকেই শিখদিগকে এবং বীর যুবক রণজিৎ সিংহকে দমন করিতে নিযুক্ত করিলেন। তাহারা সা জামানের আত্ম-মর্যাদায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিল না। এদিকে নিজামুদ্দীনও তাঁহার প্রভুত্বের স্বায়িত্বে সন্দিহান হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ভয় হইল—সা জামানের প্রত্যাগমনের পর প্রতিবেশী শিখগণ তাঁহার উপর অভ্যচার-উৎপীড়নের বীভৎস অভিনয় করিবে, সুতরাং নিজামুদ্দীন অতিশয় বিচক্ষণতার সহিত শিখদিগের প্রতি অভ্যচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে বিরত হইলেন। কয়েকটি অবিচ্ছিন্ন যুদ্ধ হইল; কিন্তু তাহাতে কোন ফল কলিল না। এই সময়ে মামুদের উদ্দেশ্য ও চেষ্টা সফল হইল; তিনি পারস্যের সার সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন। সুতরাং হতভাগ্য আকগান সম্রাট ১৭১৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে লাহোর পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন। সা জামানের দ্বিতীয়বার ভারত আক্রমণকালে, রণজিৎ সিংহের সৎ-স্বভাব এবং আধিপত্য-প্রতিপত্তির ক্ষমতা আকগান সম্রাট দুরাণী সা এবং শিখদিগের মানসপটে সমভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল; সকলেই রণজিৎ

সিংহের ভাবী মহত্বের বিষয় উপলব্ধি কবিতো পারিয়াছিলেন। তিনি লাহোর অধিকারের অভীলাষ প্রকাশ করেন। বস্তুতঃ, ক্ষমতালাভের সঙ্গে সঙ্গেই লাহোর অধিকারেব আকাঙ্ক্ষা মনোমধ্যে উদয় হয়। যাহা হউক, বাজা আপন গুরুভার যুদ্ধাস্ত্রসমূহ, কলপাঘিত প্রবল বেগবতী বিস্তৃতা নদীব পবপাবে লইতে অসমর্থ হইয়া, রাজ্যাভিলাষী সর্দারগণের নিকট বিজ্ঞাপিত করিলেন,—এই সময় যুদ্ধোপকরণ সমূহ নদীর পর পাৰে স্থানান্তরিত কবিতা দিলে, মহৎ উপকাৰ সাধিত হইবে, বাজা তজ্জগা তাঁহাদেব নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন। অতএব যে কামানগুলি কৌশল ক্রমে উদ্ধার করা হইয়াছিল, সাব গমনেব অব্যাহতি পবেই তৎসমুদায় প্রেরিত হইল। বণজিং সিং আপন অভীলষিত বিষয় লাভ কবিলেন,—পুনরুদ্বার স্বরূপ বণজিং সিং পজাবেব বাজধানী লাভের এক সনন্দ বা রাজকীয় অভিনন্দন-পত্র প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর মহাবাজেব ইতিহাসেব সহিতই শিখদিগেব ইতিহাস কেন্দ্রীভূত হইল। কিন্তু উত্তর ভাবে মহাবাঈয় জাতিব অভ্যুত্থানে, এবং ভারত-রক্তভূমে ইংবেজদিগেব আগমনে শিখদিগেব শৌর্ধ-বীর্য অনেকটা বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল।^{১০}

মাধোজী সিন্ধিয়ার কার্য-নৈপুণ্যে উত্তর ভাবতবর্ষে মাবহাটাদিগেব ক্ষমতাৰ পুনরুদ্বায় হইল। নিয়মাধীন সৈন্যদলেব শিক্ষা-নৈপুণ্যে তাঁহাব রাজ্য-শাসন-প্রাণালী সুদৃঢ় এবং স্থায়ী ভিত্তিতে বদ্ধমূল হইল। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি আগবার অধিপতি হইলেন, দিল্লীব নাম-মাত্র বাদশাহ, সা আলম, তাহাকে নায়ের-প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে তিনি যুক্ত-শিখ-বাজগণেব সহিত এক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, যুদ্ধের ফলে, স্থিৰীকৃত হইল যে, —যমুনার উভয় পাৰ্থে তাহাদেব সমবেত বিজিত বাজ্যেব দুই-তৃতীয়াংশ মাধোজী পাইবেন, এবং অবশিষ্টাংশ ‘খালসাব’ অধিকারে থাকিবে।^{১১} অমুখিত হয়,—তাঁহাদেব এই মিত্রতা বন্ধন ও সন্ধি-স্থাপন অযোধ্যা জয়োদ্দেশ্যেই হইয়াছিল। কিন্তু ইংবেজগণ অযোধ্যা বন্ধা করিতে প্রাতজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই মিত্রতার আব এক উদ্দেশ্য,—

১০। এলফিনষ্টোন (‘কাবুল’ দ্বিতীয় খণ্ড, ৩০৮ পৃষ্ঠা—Caubul, II 308) বলেন দিল্লীব একজন আঞ্জিত রাজপুত কর্তৃক অমুদ্বাহ হইয়া, সা জামান ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ভাৰত আক্রমণের ভার গ্রহণ করেন, টিপু স্থলতানও এ সম্বন্ধে সা জামানকে উত্তেজিত কবিতাছিলেন। ভাওরালপুৰ রাজপরিবারেব ইতিবৃত্তের উপর নির্ভর কবিতা, পরাজিত রোহিলা সর্দার গোলাম মহম্মদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং অযোধ্যাব উজীরের দোতাক্ষের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সেই বিবরণামুসাবেই সা জামান এবং সিন্ধিয়ার মধ্যে এতিনিধি বিনিময়ের বিষয় উল্লিখিত হইল। অপরপর ঘটনাবলীব সামঞ্জস্যে এতিনিধিগণ ভাওরালপুৰে মধ্য দিয়া গমন কবিতাছিলেন। লঙ্কায়ের আসক-উদৌলাব সন্দেহমূলক যোগাযোগের বিষয় ইংরাজ ইতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন নাই। উত্তর ভারত-আক্রমণকারিগণের হস্ত হইতে মিত্র রাজ্যের উদ্ধার সাধন বন্ধে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট যে কষ্ট স্বীকার কবিতাছিলেন,—তাঁহারা তাহাই বিস্তৃতভাবে বর্ণনা কবিতাছেন। তথাপি ভাওরালপুৰ ইতিবৃত্তের বর্ণনান্তলি সর্বতোভাবে বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া অমুখিত হয়।

১১। ব্রাউনের ‘ইণ্ডিয়া ট্রাট্‌স্,’ দ্বিতীয় খণ্ড, ২৯ পৃষ্ঠা। (Compare Browne's ‘India Tracts’, II. 29)

দিল্লীখবের ক্ষমতা প্রাপ্তিপর্যন্ত ও দৃঢ় করা, বেননা, দিল্লীর ক্ষমতা অক্ষুন্ন ও দৃঢ় করিতে—
তাহাবা উদ্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু গোলাম কাদির নামক একজন রোহিলার উদ্ভবে
মারহট্টাদিগেব এই সকল মন্ত্রণা কিছুকাল ব্যর্থ হইয়াছিল। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে জাবিতা খাঁব
পুত্র, গোলাম কাদির, পিতৃ-সিংহাসন প্রাপ্ত হন। নানাধিক এক বৎসব পরেই বাদসাহেব
শবীব-ক্ষক হইবাব আশায়, তিনি এক দুঃসাহসিক উপায় উদ্ভাবন করেন। ক্রমে ক্রমে
তিনি নিষ্ঠুর হইতে নিষ্ঠুরতর উপায় উদ্ভাবন কবিত্তে লাগিলেন, পার্শ্বদেশে এক অতি
বৃহৎস ও অমাত্যবিক নিষ্ঠুরতাব অভিনয় করিলেন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তৎবর্ত্তক হতভাগ্য
বাদসাহেব চক্ষুৎপাটিত হইল। কাল্পনিক ঐশ্বর্যলালসায় তিনি রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠন
কবিলেন, এবং একজন নগণ্য যুবককে আকবর ও আবদুলজেবের সিংহাসনাদিকারী বলিয়া
ঘোষণা কবিলেন। এই সমুদায় কার্যকলাপে সিদ্ধিয়া আপন উদ্দেশ্য সাধনের সুযোগ
প্রাপ্ত হইলেন। পবন্ত গোলাম কাদির এবং ছুবাচাব আফগানদিগেব নিষ্ঠুরতার অবসানে
দিল্লীতে সিদ্ধিয়ার প্রাধান্ত-স্থাপন অনাদবনোয় বা অন্ততজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইল না,
সকলেই মহাসমাদবে তাঁহাকে দিল্লীতে অভ্যর্থনা কবিলেন। তাঁহার বিধিসঙ্গত শাসন
নৈপুণ্যে লুণ্ঠন-ব্যবসায়ী শিখগণ দমিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহাবা দেখিল,—মিত্র-
বাজগণ বলিয়া আর কেহই সর্দাবদিগকে প্রত্যাশ দিতে প্রস্তুত নহেন। আত্মবাহী
ভৃত্যরূপে তাহাদিগকে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ বাধিতে সকলেই ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন।
জাগ্রীব কুলপতি সর্দাব, বায় সিং, বচ্ছুবালেব নিমিত্ত দোয়াবের কতকগুলি দেশেব
অধিপতি ছিলেন। দশ বৎসব মবেই পাতিয়ালাব এবং সাবহিন্দেব অত্যাচার প্রদেশসমূহ
তিনবাব আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হইল। এই সময়ে মৃত উমাব সিংহেব হিন্দু দেওয়ান নাম্নি মল্ল
অতিশয় বিচক্ষণতাব সহিত পাতিয়ালাব শাসন-দণ্ড পরিচালনা কবিত্তেছিলেন। ফোড়া
সিংঘিয়াদিগেব অধিনায়ক বাঘেল সিংহেব প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কবিয়া, তাঁহার সৈন্ত
সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাব যুদ্ধ-নৈপুণ্য ও সামবিক শক্তিতে উমাব সিংহেব
অপরিসীম আস্থা ছিল। তিনি বিবিধ উপায়ে একদল অত্মবাহী সৈন্ত পোষণ করিয়া
আসিত্তেছিলেন। প্রথমতঃ বিরোধীবিষয়েব মীমাংসকরূপে তিনি কর সংগ্রহ করিতেন,
দ্বিতীয়তঃ, পাতিয়ালাব রাজাকে সাহায্য প্রদান করিয়া, ক্ষীণবল শিখদিগেব নিকট রাজস্ব
আদায় করিতেন। এইরূপে তিনি মোগল এবং মহাবাদ্ধীয়দিগেব দাবীকৃত বিষয় আদায়
পক্ষে সহায়তা করিত্তে লাগিলেন। তাঁহাদেব এই দাবী সহজে পরিশোধ হইত না,
কিংবা তদ্বিক্রমে বাধা প্রদান করিত্তেও কেহ সাহসী হইত না।^{১২}

১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল পেরণ, দৌলত রাও সিদ্ধিয়ার বৃহৎ কোঁজের সেনাপতি-
পদে বরিত হইলেন। তাঁহার স্বদেশবাসী ডি. বয়েন এই সময়ে কার্য পরিত্যাগ করিয়া
প্রস্থান করিলেন। কিছুকাল পরে পেরণ উত্তর ভারতে মহারাজেব প্রতিনিধি নিযুক্ত

হন। কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা অপেক্ষা দুৰাকাঙ্ক্ষা ও যশোলিপ্সাই অধিক ছিল। তথাপি ধারাবাহিকরূপে তিনি আপন উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। হোলকার কর্তৃক সিদ্ধিয়ার প্রভুত্ব বিপর্যস্ত না হইলে, এবং দুঃসাহসিক জর্জ টমাসের কৃতকার্যতায় ও শত্রুতাচরণে পেরণের অভিসন্ধি ব্যর্থ না হইলে, পেরণ আপন ক্ষমতা বা মারহাট্টা-প্রভুত্ব লাহোর পর্যন্ত বিস্তার করিতে পারিতেন। এই ইংরাজ নৌ-বিভাগের কার্যে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু স্বভাবজ উগ্রতা এবং দুর্বিনীত সংস্কার-প্রিয়তা হেতু, ১৭৮১-৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজের একখানি যুদ্ধ জাহাজ হইতে কার্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কিছুকাল তৎপ্রদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার অধীনে সামরিক কার্যভার গ্রহণ করেন। তিনি ভারতের উত্তর সীমা পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশবিখ্যাত সামরিক বেগম তাঁহাকে আপন কার্যে নিযুক্ত করেন। পেরণ বেগমের অহুগ্রহে উচ্চপদ প্রাপ্ত হন। অতঃপর ছয় বৎসরের মধ্যেই বেগমের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি আঙ্গা কান্দা রাওয়ের অধীনে কার্য গ্রহণ করিলেন। আঙ্গা কান্দা রাও সিদ্ধিয়ার একজন প্রধান কর্মচারী ছিলেন। তাঁহার অধীনেই ডি. বয়েন প্রথম সৈন্যদল গঠন করেন। যখন মারহাট্টাদিগের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন তখন টমাস কর্তৃক একদল শিখ-সৈন্য কর্ণালে পরাক্রান্ত হয়। তৎপর তিনি আরও অনেক কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশের এইরূপ বিশৃঙ্খল ও বিচ্ছিন্ন অবস্থা উপলব্ধি করিয়া, টমাস স্বতন্ত্ররূপে আপন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা-কল্পে এক তত্ত্ব সহজ উপায় উদ্ভাবন করেন; তাঁহার সকল মন্ত্রণাই স্থির হইয়া যায়। অতঃপর তিনি অত্যন্ত গৌরব হাসির ভগ্ন প্রাকার-সমূহের পুংঃ-সংস্কার করিয়া, স্বীয় অধিনায়কত্বে তথায় বহুসংখ্যক সৈন্য সমবেত করিলেন; পরিশেষে দুর্গের চতুর্দিকে কামান সন্নিবেশ করিয়া, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতার সহিত রাজ্য অধিকার করিতে অগ্রসর হইলেন। পেরণ তাঁহার প্রভুত্ব দর্শনে শঙ্কিত হইয়াছিলেন। হোলকার টমাসকে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন, করাসী সেনাপতির চিরন্তন বৈরী এবং প্রোতিশোধ-লোলুপ লাকোয়া দাদা ও অন্যান্য মারহাট্টাগণ, টমাসের সহায়তা করিতেছেন,—তাহা ভাবিয়া পেরণ অধিকতর ভীত ও ব্যকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন।^{১৩}

১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে টমাস 'ফুলকিয়া' সম্প্রদায়ের ভাগ সিংহের অধিকৃত রিন্দ নগর অবরোধ করিলেন। বুদ্ধ রাজা বাবেল সিং ক্রোড়া-সিংঘিয়া এবং পাতিয়ালার হীনবল রাজার সমরানুরাগিনী ভগ্নী একত্র সমবেত হইয়া, ঐ স্থান পুনরধিকার করিলেন। কিন্তু হাল্দি প্রত্যাগমন কালে, টমাসকে আক্রমণ করায়, বিতাড়িত হইলেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে টমাস কতেহাবাদ অধিকার করিলেন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ কালে সেই প্রদেশে জন-শূন্য মরুপ্রাণী হয়; পরবর্তী কালে হরিয়ানার লুণ্ঠন-ব্যবসায়ী ভূট্টগণ তাহা অধিকার করিয়া লয়। তাহাদের ক্ষমতা প্রতিহত করিতে পাতিয়ালার রাজা অশেষ চেষ্টা করেন; কিন্তু

তাহার সকল চেষ্টা—সকল উদ্যম ব্যর্থ হয় ; ভূটীগণ ভরত্ব স্থানে বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিতে থাকে । যাহা হউক, অবশেষে পাতিয়ালা রাজা অনন্যোপায় হইয়া তাহাদিগকে নিজ প্রজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং টমাসের সহিত যুদ্ধে তাহাদিগকে সাহায্য প্রদান করেন । অতঃপর পাতিয়ালা অধিকার করিতে টমাসের উৎকট লালসা জন্মিল ; টমাস তদনুসারে কার্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন । এই সময় রাজার ভগ্নী অস্বায়ীরূপে সিংহাসনাধিরোহণ করিলেন ; তাহাতে উৎসাহিত হইয়া, টমাস আগুন উদ্দেশ্য সাধনে বন্ধপরিকর হইলেন । কিন্তু হুলিওয়ালা সম্প্রদায়ের বৃদ্ধ তারা সিংহের প্রতিকুলভাচরণে কিছু বাধা প্রাপ্ত হইয়া, টমাস অতি সতর্কতার সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন । যাহা হউক, তারা সিংহের পরাজয়ে তিনি কতকাংশে কৃতকার্য হইলেন ; মালের কোটলার পাঠানগণ তাহার বশতা স্বীকার করিল, এবং রাইকোটের ভিন্ন-ধর্মাবলম্বী মুসলমানগণ টমাসকে মুক্তি দাতা বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিল । তাহার কিছুকাল লুথিয়ানায় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, এবং সকলেই সমভাবে শিখদিগের প্রতি জিহ্বাংসা-পরবশ হইয়া উঠিয়াছিল । এই সময়ে সাহেব সিং নামক নানক-বংশীয় একজন বেদী, স্বয়ং অভিনব ধর্মভাবে অল্পপ্রাণিত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন ; তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া লুথিয়ানা অবরোধ করিলেন । মালের কোটলা তাহার পদানত হইল ; শিখদিগের ধর্ম-গুরু প্রকৃত প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়া লইতে এবং তাহার আজ্ঞাধীন হইতে, তিনি ইংরেজ বীরের প্রতি আদেশ করিলেন । কিন্তু সাহেব সিং অধিককাল স্বদেশবাসীদিগকেও আজ্ঞাধীন রাখিতে পারিলেন না ; পরিশেষে তাঁহাকে শতদ্রুর পরপারে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল । বেদীর অল্পপস্থিতিতেও টমাসের বিশেষ কিছু উন্নতি হইল না । তাহার বিরুদ্ধে পূর্বাগর সর্বদ্রুই ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল ; সকলেই একতাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তদ্বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল । অনন্তোপায় হইয়া তিনি লুথিয়ানার নিকটবর্তী স্থান হইতে হাম্পির দুর্গে প্রস্থান করিলেন । অতঃপর পুনরায় তিনি যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, বিন্দ-প্রদেশের শাসনকর্তার অধিকৃত ‘সাকিন্দ’ নামক এক প্রাচীন সহর আক্রমণ করিলেন । যুদ্ধে তাহার পরাজয় হইল বটে ; কিন্তু নিরাপদ বলিয়া বিবেচিত না হওয়ায়, স্থানটি পরিত্যক্ত হইল । টমাস তাহা অধিকার করিলেন । কথিত হয়, এই সময়ে তাহার অধীনে দশটি পদাতিক সৈন্ত-দল এবং ৬০টি কমান ছিল । তিনি যে রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, তাহার বাৎসরিক রাজস্ব ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা । এই বিশাল রাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ তিনি আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন ; অপর তৃতীয়াংশ তিনি মারহাট্টাদিগের জায়গীরদারস্বরূপ প্রাপ্ত হন । তিনি পেরণের সকল প্রভাবগুলি সন্ধিযুক্তিতে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, সুতরাং পেরণ তাহার ধ্বংস-সাধনে কৃতসংকল্প হইলেন । এইরূপ অবস্থা-বিপর্যয়ে বাধ্য হইয়া টমাস শিখদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন । পেরণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অজুই যে তিনি শিখ-সৈন্ত নিযুক্ত করিয়াছেন,—এতদ্বারা তিনি তাহাই সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন । কিন্তু যে

ব্যক্তি তাহাদের ধ্বংস-সাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, অথবা যিনি তাহাদিগকে সম্পূর্ণ-রূপে পদানত করিতে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই ব্যক্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জগাই তাহারা অধিকতর প্রয়াসী হইয়াছিল। মহারাজারদিগের অধীনে পাতিয়ালায় হর্ষাতিশয্য দর্শনে, ফরাসী সেনাপতি এক প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন;—হরিয়ানায় উমার সিংহের অধিকৃত সমুদায় রাজ্য প্রত্যাৰ্পণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন। ক্রমাগত দুইবার উপযুপরি পেরণের সৈন্তসমষ্টি ৬০ মাইল দূরবর্তী স্থানে বিপর্যস্ত করিয়া, অবশেষে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে টমাস আশ্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। ইংরেজাধিকৃত প্রদেশে পুনরাগমন করিলে, সেই বৎসরই তাঁহার মৃত্যু হইল।^{১৪}

এইরূপে পেরণ অধিকতর কৃতকার্য হইলেন। এক দিকে বুর-কুইন নামক তাঁহার একজন কর্মচারী, শতজ্বর পূর্বদিকবর্তী প্রদেশ-সমূহে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া কর সংস্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; অত্মদিকে সেনাপতি স্বয়ং আফগান রাজ্যের সীমান্তবর্তী পর্বত-শ্রেণী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তারের কল্পনা স্থির করিলেন;—সিদ্ধিয়া যেমন পেশোয়ার অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়াছিলেন, তিনিও তেমনি সিদ্ধিয়ার প্রভুত্ব-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।^{১৫} সমবেত আক্রমণে সিদ্ধু-প্রদেশ অধিকার করিয়া, লাহোরের দক্ষিণস্থিত সমগ্র দেশ সমভাগে বিভাগ করিয়া লওয়া হইবে,—এই অঙ্গীকারে, তিনি রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধি-সূত্রে মিলিত হইলেন।^{১৬} কিন্তু সেই সময়ে হোল-কারের নিকট পরাজিত হওয়ায়, সিদ্ধিয়ার ক্ষমতা অধিকতর হ্রাস হইল। মহারাজ পুনঃপুনঃ পেরণের নিকট সৈন্ত সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন; সে সাহায্য দান তাঁহার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য হইলেও, নানা অজুহাতে প্রকাবাঙ্ঘে মহারাজের সে প্রার্থনায় পেরণ এতকাণ্ড উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছিলেন। সিদ্ধিয়া ইংরেজদিগের সহিত লিপ্ত হইয়া সন্ধি স্থাপন করিলেন, এবং স্বার্থ-সামান্যোদ্দেশ্যে দ্বিধামতের দণ্ড স্বরূপ পেরণ পদচ্যুত হইলেন। তেজস্বীতার সহিত সৈন্ত পরিচালনা দ্বারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে কোন অভিনব সামরিক

১৪। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য :—ফ্রাঙ্কলিন কৃত ‘টমাসের জীবন চরিত’ গ্রন্থের ২১ পৃষ্ঠা প্রভৃতি; এবং ম্যাজর স্মিথ কৃত ‘ভারতীয় স্থায়ী সৈন্তদলের সারসংগ্রহ’ (Franklin's Life of Thomas p. 21 &c. and of Major Smith's Sketch of Regular Corps in Indian States.) পাতিয়ালা রাজার ভগ্নীর বহু ছুসাহসিক কার্যের বিষয় শিখ ইতিহাসে বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে নাহনের পার্বত্য-রাজ্য আক্রমণই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেই রাজ্য হইতেই পাতিয়ালায় রাজা পিঞ্জের উপত্যকা এবং তদন্তর্গত শুল্কোচ্চান বলপূর্বক অধিকার করেন। কিন্তু প্রেরণের প্রতিনিধি বুরকুইনের সাহায্য ব্যতীত তাঁহার কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।

১৫। ম্যালকম (সার-সংগ্রহ, ১০৬ পৃষ্ঠা;—Sketch, p. 106) মনে করেন, পেরণ অতি সহজেই শিখদিগকে পরাভূত করিয়া পঞ্জাব অধিকার করিতে পারিতেন।

১৬। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুলাই দিল্লীর ‘রেসিডেন্ট,’ স্যার ডেভিড মট্টারলোনির নিকট এক পত্র প্রেরণ করেন। জানা যায়,—রেসিডেন্টের নিকট প্রতিনিধি ও আবেদন প্রেরিত হয়। তদনুসারেই এই সন্ধির বিষয় প্রস্তুত হইয়াছে।

কৌশল প্রদর্শন করিয়া পেরণ আপন প্রভু পুনঃপ্রাপ্ত হইতে সক্ষম হন নাই ; কিম্বা সে সম্বন্ধে কখনও চেষ্টা করেন নাই। তিনি জানিতেন, তিনি নিজেই দোষী ; স্বতরাং তিনি সন্ধিচুক্তিতে মারহাট্টাদিগের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া, নিরাপদ এবং শান্তিময় ইংরাজ রাজ্যে গমন করিলেন। দিল্লী, লাহোয়ারি, আসাই এবং আরগাম প্রভৃতি স্থানে জয় লাভ করিয়া, তৎকালে ইংরাজগণ ধীরে ধীরে রাজ্য বিস্তারের যুচনা করিতেছিলেন।^{১৭}

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বান্দার অধিনায়কত্বে শিখজাতি বিদ্রোহত্যাচরণ করে। তৎকালে ইংরাজ বণিক দলের নবীন উত্তমের সময় তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ বাদসাহের দরবারে অবস্থিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; তাহাতে ইংরেজ বণিকগণের বিরক্তি জন্মে। বণিকসম্প্রদায়ের সম্মিবেচক ব্যক্তিগণ বাণিজ্যের সুবিধা হেতু বিশেষ অধিকারের জন্ম আবেদন করিতেছিলেন ; তাঁহারা হস্তত খালসা সৈন্যের স্ব-জাতীর ‘সিং’ দিগের বীরোচিত মৃত্যু প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু গোবিন্দ যে প্রতিভা বলে শিখ জাতিকে নতুন শক্তি ও ভেজ্ঞে অস্থগাণিত্য করিয়াছিলেন, তাহা কেহই তখন হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন নাই। তাহাদের অধাবসায়, ধৈর্য, এবং কার্যকারিতার ফলে, যে বৃহৎ সাম্রাজ্যের ভিত্তি গঠিত হইতেছিল, তাহাও তাহাদের উপলব্ধি হয় নাই।^{১৮} চল্লিশ বৎসর পর, যে বিদ্রোহের ফলে পলাশী ক্ষেত্রে বিজয় লাভ হয়, তাহাতে উম্মীচাঁদ নামক একজন ব্যবসায়ী বিশেষ গুণপণার পরিচয় দিয়াছিলেন ; নানকের সাংসারিক-সম্প্রদায়-ভুক্ত সেই ‘শিখ’ বাহু সাজ-সজ্জায়ও ধর্মের ভাব বিস্তার করিতেন ; তিনি ক্লাইবের ধৃষ্টতা এবং মিথ্যাবাদিতায় প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তিনি বিজয়ী ইংরেজের অবজ্ঞা ও

১৭। Compare Major Smith's Account of Regular Crops in Indian States, p. 31 &c.

১৮। অরম, ‘ইতিহাস’, দ্বিতীয় খণ্ড, ২২ পৃষ্ঠা ইত্যাদি ; এবং উইলসন সংকলিত ‘মিল’, তৃতীয় খণ্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা ইত্যাদি। (See Orme, History, ii. 22 &c. and Mill, Wilson's edition, iii. 34 &c.) ১৭১৫, ১৭১৬, ১৭১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দুই বৎসর কাল, এই বণিক দল উদ্বেগ-সাধনোদ্দেশ্যে দিল্লীতে বাস করেন। সেই আবেদনকারিগণের মধ্যে প্রধানতঃ ডাক্তার সিং হামিটনের অকৃত্রিম স্বদেশ-হিতৈষণার ফলে, বাদসাহ কলিকাতার নিকটবর্তী ৩৭টি গ্রামের এক দানপত্র তাঁহাকে প্রদান করেন। ইংরেজদিগের সেই অনুমতি-পত্রের ফলে, পণ্যব্যবহার শুদ্ধ রহিত হইয়াছিল। এই শোষণ-স্বাধিকারের ফলে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইংরেজদিগের অভ্যুদয়ের যুচনা হইল। বাণিজ্য-শক্তি বৃদ্ধি হওয়ায়, সহযোগী ব্যবসায়িদিগের বিশেষ কোন সুবিধা বা লাভ না হইলেও, ইংরাজ প্রজাদিগের প্রভুত্ব-ক্ষমতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছিল।

গুরুগোবিন্দের এতদেও অন্ততঃ চারিটি স্থানে ইউরোপীয়দিগের বিষয় উল্লিখিত আছে। তন্মধ্যে শোষণজট একজন ইংরাজের প্রতি নির্দেশিত। প্রথমতঃ, ‘অকাল স্তত’ অংশে, ইউরোপীয়গণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির মধ্যে একটি জাতি-বলিয়া বর্ণিত রহিয়াছে ; দ্বিতীয়তঃ ও তৃতীয়তঃ, ২৪ অবতারের ‘ককী’ অধ্যায়ে, স্পষ্টভাবে ইউরোপীয়দিগের আচার-প্রকৃতির প্রশংসা দেখা যায় ; এবং চতুর্থতঃ, পারস্ত-সেনার ‘হিকারাতে’ ইউরোপীয়দিগের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে একজন ইউরোপীয় একটি রাজবালার সহিত বিবাহার্ণে যুক্তার্থী ; কিন্তু সে ব্যক্তি উপভাসের বীরপুরুষের নিকট পরাজিত হয়।

ঈর্ষা হেতু ভয়-মনোরথ এবং নিরাশ হইয়া পড়েন;—বিজয়ীর নীচাশয়তায় ও আপন ধনলিপ্সায় অল্পতপ্ত হইয়া প্রাণভাগ করেন।^{১৯} অকপট শিখগণ দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল; এযাবৎ তাহাদের ক্রিয়াকলাপের প্রতি কাহারও দৃষ্টি সঞ্চালিত হয় নাই। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তৎপ্রতি হেষ্টিংসের দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। তিনি ভাবিলেন, দিল্লীর রাজসভায় একজন ইংরাজ প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিলে, অযোধ্যার উজ্জীরের প্রতি শিখ-জাতি উৎপীড়ন করিতে পারিবে না।^{২০} কিন্তু কিরূপে অপরকে ভয় করিতে হয়, এবং কি উপায়ে অপরের মনে ভয়ের সঞ্চার করিতে হয়,—শিখজাতি সে সকলই শিক্ষা করিয়াছিল। কিছুকাল পরে, শিখগণ ইংরাজ রেসিডেন্টকে আহ্বান করিল; মারহাট্টা-দিগের বিরুদ্ধে অজ্ঞধারণ করিবার জন্ত আত্মরক্ষণোদ্দেশ্যে তাহারা ইংরেজদিগের সহিত সন্ধি-পুত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা করিল। সিদ্ধিয়ার গতিবিধি পর্যবেক্ষণোদ্দেশ্যে দিল্লীর সন্নিকটে যে ত্রিশ সহস্র শিখ-সৈন্য ছিল, তাহার সাহায্য গ্রহণ করিতে তাহারা অল্পরোধ করিল।^{২১} তখন একটি অভিনব এবং দূরদেশবাসী জাতির সম্বন্ধে ইংরাজদিগের অল্পই জ্ঞান জন্মিয়াছিল। দুই পুরুষ পূর্বের একটি বিবরণ দেখিয়া লাহোরের অধিপতি ও রক্ষক-বৃন্দ হয়ত হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। কর্ণেল ফ্রাঙ্কলিন বলিয়াছেন,—‘শিখ জাতির দেহ উন্নত; তাহারা উগ্রমূর্তি; তাহাদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও মর্মস্পর্শী। * * তাহারা ইউক্রেটিলের নিষ্ঠবর্তী আরবজাতীর তুল্য; কিন্তু তাহারা সচরাচর আকগানদিগের চলিত ভাষায় কথাবার্তা বলে। * * তাহাদের সৈন্য-সংখ্যা ২ লক্ষ ৫০ হাজার;—দুর্দর্শ হইলেও, একতার অভাব হেতু বিশেষ কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই।’^{২২} তৎসম্বন্ধে সন্তোষ, জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ফরষ্টার শিখদিগের এই বিশাল যুদ্ধ-সজ্জা সম্বন্ধে সমরূপ বর্ণনা সমুহে কতকটা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। অপরাপর প্রাচীন গ্রন্থকার অপেক্ষা তিনি অধিকতর নিশ্চিন্তরূপে শিখদিগের সৈন্য-সংখ্যা নির্ণয় করিয়াছেন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি মন্তব্য প্রকাশিত হয়। তাহাতে প্রতিপন্ন হয়,—একজন দক্ষ সেনানায়ক দুর্দর্শ সাধারণতন্ত্রের

১৯। ফরষ্টারের বর্ণনামুসারে উন্নীচীদ শিখ বলিয়া বর্ণিত হইল। (Forster, ‘Travels’ i. 337) তিনি ভয়-মনোরথ হইয়া প্রাণভাগ করেন—এ বিষয় উইলসন বিশ্বাস করিতে চাহেন না। (Mill’s, ‘India’, iii, 192, note, edition 1840.)

২০। ব্রাউনের ‘ইন্ডিয়া ট্রাক্ট’, দ্বিতীয় খণ্ড. ২২, ৩০ পৃষ্ঠা; এবং ফ্রাঙ্কলিন কৃত ‘সা আলম’, ১১৫, ১১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Browne, ‘India Tracts’, ii, 29, 30 and ‘Franklin’s ‘Shah Alum’ p. 115, 116.)

২১। Auber’s ‘Rise and Progress of the British Power in India,’ ii. 26, 27. যে রাজা এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার নাম—দুলচা সিং। যমুনা-তীরস্থিত রানোর নামক স্থানে তিনি বাস করিতেন; পরে তিনি সিদ্ধিয়ার অধীনে কার্য গ্রহণ করেন। ফ্রাঙ্কলিনের ‘সা আলম’, ৭৮ পৃষ্ঠার নীচে দ্রষ্টব্য। (Compare ‘Franklin’s ‘Shah Alum’, p. 78 note.)

২২। ফ্রাঙ্কলিনের ‘সা আলম’, ৭৫, ৭৭, ৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Franklin’s ‘Shah Alum’, p. 75, 77, 78.)

সমাধি-ক্ষেত্রে, সম্ভবতঃ একাধিপত্য লাভ করিবেন, এবং তাহাতে পরিপার্শ্বিক রাজ্যগণের মনে ভয়ের সঞ্চার হইবে। রণজিৎ সিংহের অভ্যুত্থানে তদ্বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণিত হইয়াছিল।^{২৩}

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে এক যুদ্ধ হয়। পাঁচ সহস্র শিখ সেই যুদ্ধে যোগদান করে; কিন্তু সহসা আলিগড় অবরুদ্ধ হওয়ায়, সেই বিপুল সৈন্যদল আত্মরক্ষিত হইল।^{২৪} মারহাট্টাগণ পরাজিত হইল, এবং শিখগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। ইহার কিছুকাল পরে, শিখগণ ইংরাজ সেনানায়কের নিকট বশুতা স্বীকার করে। সময় সময় খ্যাতি-সম্পন্ন বহু রাজার সহিত মিত্রতা স্থাপিত হইত; কখনও বা তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করা হইত। তাঁহাদের মধ্যে ভাই লাল সিং লর্ড লেকের কৃতজ্ঞ স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন; স্বিন্দের শাসনকর্তাকুলপতি ভাগসিংহের নামও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরে তিনি খানেশ্বরের অসভ্য রাজা, ভাঙ্গা সিং নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।^{২৫} অন্তঃপর দুই মাসের মধ্যে লাসোয়ারিতে এক যুদ্ধ উপস্থিত হইল; সেই যুদ্ধের ফলে, উত্তর-ভারতবর্ষে মারহাট্টাদিগের প্রভুত্ব সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইল। বৃদ্ধ, অন্ধ বাদসাহ—সা আলমের প্রতি বিজেতবৃন্দ আর একবার অহুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন;—তিনি নামমাত্র রাজকীয় ক্ষমতা পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু বিজেতার আচরণে তাঁহার অহঙ্কার ও দাস্তিকতা প্রশমিত হইয়াছিল। তখনও মোগল নাম সম্ভ্রমবাজক এবং ভীতিপ্রদায়ক বলিয়া অহুমিত হইত। সুতরাং একটি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াই, সেই স্বাধীন অথচ রাজভক্ত সেনাপতি সন্তুষ্ট হইলেন। একজন সঙ্ঘশক্তাৎ ইংরাজ সেই উপাধিতে ভূষিত হইলে বুঝা যায়, তিনি মহাবীর তৈমুরলঙ্গ-বিজিত ‘রাজ্যের তরবারি’ স্বরূপ।^{২৬}

ইতিমধ্যে অধ্যবসায়শীল বীর যশোবন্ত রাও হোলকার উত্তর ভারতবর্ষ আক্রমণের সংকল্প করিলেন। কর্ণেল মনসনের প্রত্যাবর্তনে, বিজয়লিপ্সায় এবং রাজ্যলালসায় তাঁহার মন উৎফুল্ল হইল। তিনি দিল্লী অবরোধ করিলেন; তাঁহার সৈন্তে দোয়াব পরিপূর্ণ হইল। কিন্তু শ্রার ডেভিড অক্টারলোনি অভিশয় দক্ষতার সহিত রাজধানী রক্ষা করিতেছিলেন, এবং তদ্বিষয়ে তিনি কৃতকার্য হইয়াছিলেন। এক্ষণে ‘দৌব’ নামক স্থানে পরাজিত হইয়া বীরশ্রেষ্ঠ মহারাত্রী সেনাপতি পুনরায় রাজপুতনায় বিতাড়িত হইলেন। এই সকল যুদ্ধ-কালে, কর্ণেল বরণের অধীনে ক্ষুদ্র একদল ইংরাজ সৈন্য সাহায্যগণপূরের নিকটস্থ সামলিতে

২৩। ফরেষ্টার, ‘ভ্রমণ-বৃত্তান্ত’ দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৫০ পৃষ্ঠা; এবং ৩২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Forster, ‘Travels’ ii. 340. See also p. 324) —এখানে ফরেষ্টার বলিয়াছেন, শিখগণ পঞ্জাবে ধর্ম-বন্ধন দৃঢ় করিয়াছিল।

২৪। Major Smith’s ‘Account of Regular Corps in Indian States’ p. 34.

২৫। Manuscript Memoranda of Personal Inquiries.

২৬। উইলসন সঙ্কলিত, মিলের ‘ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার ইতিহাস’, দ্বিতীয় খণ্ড, ৫১০ পৃষ্ঠা। (Mill’s ‘History of British India,’ Wilson’s Edition vi. 510).

গুরুত্বরূপে বিপর্যস্ত হয়। কিন্তু কাইখালের লাল সিং এবং ঝিন্দের বাঘ সিং উভয়ে যথাসময়ে সাহায্য প্রদান করায়, পরিশেষে সেই স্থান শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হয়।^{২১} এই সময়ে এইকারাও নামক একজন মারহাট্টা সেনাপতি দিল্লী ও পাণিপথের মধ্যবর্তী রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। শিখরাজদ্বয় উভয়ে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া নিহত করেন। তাহাতে উপযুক্ত পাত্র জ্ঞানে, লর্ড লেক তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। কিন্তু অপরাপর সকলেই তাঁহাদের মিত্ররাজগণের প্রতি অসুস্থ ছিলেন, এবং তাঁহাদিগকে সাহায্য প্রদান করিতে অভিলাষী হন। কর্ণেল বরণের সহিত যুদ্ধে বুরিয়ার শের সিং নিহত হইলেন, এবং লাঙ্গোয়ার গুরুদত্ত সিংহের ব্যবহারে এবং কার্যকলাপে বাধ্য হইয়া, ইংরাজ সেনাপতি দোয়ারের জনপদ সমূহ এবং কর্ণাল সহর হইতে তাঁহাকে অধিকার-চ্যুত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।^{২২}

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে হোলকার এবং আমীর খাঁ উভয়ে পুনরায় উত্তর ভারতবর্ষ অভিমুখে গমন করিয়া প্রচার করিলেন,—শিখজাতি, এমন কি আফগানগণও তাঁহাদের সহিত যোগদান করিবে। কিন্তু সহসা লর্ড লেকের উপস্থিতিতে তাঁহারা আর অগ্রসর না হইয়া পলায়ন করিলেন। অতঃপর তাঁহারা কিছুকাল পাতিয়ালায় অবস্থান করেন। তদন্ত্য হোনবল রাজার সহিত তাঁহার দ্বীর তখন যে বিবাদ চলিতেছিল, তাহাতে যোগদান করিয়া অর্থ সংগ্রহও তাঁহারা কুণ্ঠিত হন নাই।^{২৩} কিন্তু ইংরাজ সৈন্য যখন কর্ণালের সমীপবর্তী হইল, তখন হোলকার উত্তর দিকে পলায়ন করিলেন; যেখানে সমর্থ হইলেন, সেই স্থান হইতেই স্ববিধামত কর সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শতক্রর পশ্চিম দিকে, কোন শিখ সর্দারই তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন না। কথিত হয়, তাঁহার উদ্বেজনা পঞ্জাবের কতকগুলি সর্দার তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। রণজিৎ সিং বহুদিন নীরব ছিলেন। পরিশেষে অমৃতসরে হোলকারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল; ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে মারহাট্টাগণকে কোন সাহায্য প্রদানের পূর্বেই, প্রথমতঃ কাম্বুরকে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিতে সেই সূচতুর যুবকশাসনকর্তা মারহাট্টাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। আমীর খাঁ প্রতিপন্ন করিতে চাহিলেন যে, নিরীহ মুসলমান-দিগের বিরুদ্ধে তিনি কোন ভিন্ন পক্ষ অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করেন না। কিংকর্তব্যবিমূঢ়

২১। হস্তলিখিত স্মৃতিলিপি দ্রষ্টব্য। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের এই সাহায্য বিষয়ে এবং ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে শিখদিগের এই যুদ্ধ সম্বন্ধে ডব্বামুসকিংহ ইংরাজ গ্রন্থকারগণ কিছুই উল্লেখ করেন নাই। ইংরাজ ইতিহাসিকগণ, সেই বিষয় উল্লেখের অল্পপুঙ্ক্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন। (Mill's History, vi, 503, 592, edition 1840),

২২। লিখিত দলিল পত্রের হস্তলিখিত স্মৃতি-লিপি এবং নিজের অনুসন্ধান-পত্র দ্রষ্টব্য;

২৩। আমীর খাঁর জীবনীতে (Memoir's, 276) স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, হোলকার, রাজা এবং রাণীর এইরূপ হের বিবাদ দেখিয়া, আমীর খাঁকে মন্তব্য স্বরূপ বলিয়াছিলেন,—‘নিশ্চয়ই জগদীশ্বর আমাদের জন্য এই দুইটি পারাবত প্রেরণ করিয়াছেন; তুমি এক জনের পক্ষ অবলম্বন কর, আর আমি আর এক জনকে সাহায্য করি’।

যশোবন্ত রাও পেশোয়ারে প্রত্যাভর্তনের প্রস্তাব করিলেন। তখন লর্ড লেক সৈন্ত-সমভিষ্যাহারে বিপাশা নদীতীরে অবস্থান করিতেছিলেন; ইংরেজ সেনাপতিও কো-ক্লশ্চ অগ্রায় দাবী করেন নাই। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর এক সন্ধি হইল; তাহাতে হোলকার নিরাপদে মধ্যভারতে প্রত্যাগমনের অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন।^{৩০}

লর্ড লেক যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলেন। লাল সিং ও বাঘ সিং নামক দুই জন নরপতি তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। তাঁহাদের কার্যাবলী পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। বলহীন এবং নিরাশ্রয় সাহেব সিং পাতিয়ালায় তাঁহাকে সাঁদরে অভ্যর্থনা করিলেন। লর্ড লেকে হস্তে দুর্গ-ভার অর্পিত হইল; ব্রিটিস-শাসনে তাঁহার প্রগাঢ় অমুরাগ ছিল, তাহা তিনি বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিলেন। বাঘ সিং রণজিৎ সিংহের মাতুল ছিলেন। একদল শিক্ষিত পদাতিক এবং গোলামজ সৈন্তের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিহার-কল্পে সেই বিচক্ষণ সেনাপতির সাহায্য-গ্রহণ নিতান্ত আবশ্যক; এক্ষণ সাহায্য-গ্রহণ অপ্রশংসনীয় বলিয়া অনুমিত হইল না। কথিত হয়,—রণজিৎ সিং ছদ্মবেশে ইংরাজ-শিবির পরিদর্শন করেন। তৎকালে ইংরেজ সেনাপতি কর্তৃক পর্যায়ক্রমে সিন্ধিয়া ও হোলকারের ক্ষমতা বিধ্বস্ত হইয়াছিল। রণজিৎ সিং হয়ত ইংরাজ সেনাপতির সাময়িক সাজ-সজ্জা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন।^{৩১} অধিকন্তু যে সকল রাজপুরুষ রাজ্যচ্যুত হইয়া তৎকালে মাত্র প্রার্থনা করিতেছিলেন, তাঁহাদের ভাগ্যের সহিত যাহাতে তাঁহার অদৃষ্ট-বন্ধন সংঘটিত না হয়, তদ্বিষয়ে চিরস্থায়ী কোন সুযোগ অনুধাবনেও রণজিৎ সিং বিশেষ দুরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। যুশা সিং কুল্লালের ভ্রাতৃপোত্র এবং ভাবী মহারাজার প্রিয় সঙ্গী, কতে সিং আলহুওয়ালিয়া, এই সন্ধি স্থাপনের মধ্যস্থ ছিলেন; অনতিবিলম্বে ‘সদার’ রণজিৎ সিং এবং ‘সদার’ কতে সিংহ উভয়ের সহিত একটি সন্ধি স্থাপিত হইল। তাহাতে স্থিরীকৃত হইল, হোলকার অমৃতসর হইতে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইবেন; এবং যতদিন সদারদ্বয় বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ থাকিবেন, ইংরাজ গবর্ণমেন্ট ততদিন তাঁহাদের রাজ্য অধিকারের জন্য কোন ষড়যন্ত্রে যোগদান করিবেন না।^{৩২} এই সময়ে লর্ড লেক কটোচের সংসার চাঁদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিলেন; উভয়ের মধ্যে মিত্রতা-সূচক চিঠি-পত্র চলিতে লাগিল; তৎকালে সংসার চাঁদ পার্বত্য রাজগণকে বশীভূত করিয়া, রণজিৎ সিংহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার সহিত কোন সন্ধি হইল

৩০। আমীর খাঁর ইতিবৃত্ত, ২৭৫ পৃষ্ঠা; এবং মারে-বিরচিত ‘রণজিৎ সিং,’ ৫৭ পৃষ্ঠা ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। (Compare Ameer Khan's 'Memoirs', p. 275, and Murray's Runjeet Singh, p. 57, &c.)

৩১। মুরক্রফট, ‘ভ্রমণ-বৃত্তান্ত,’ প্রথম খণ্ড, ১০২ পৃষ্ঠা। (See Moorcroft, 'Travels'. i. 102,)

৩২। সপ্তম পরিশিষ্টে সন্ধি-সর্ভ দ্রষ্টব্য।

না ; ইংরাজ সেনাপতি আদাল্লা ও কর্ণালের পথ অবলম্বন করিয়া অধিকৃত প্রদেশে প্রত্যাগমন করিলেন । ৩৩

রাজকার্য ব্যাপদেশে লর্ড লেক সারহিন্দের অনেক শিখ সর্দারগণের সহিত বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন ; সর্দারগণের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হইয়াছিল । তাঁহাদের কতকগুলি সাহায্য সময়োচিত এবং বিশেষ কার্যকরী ও মূল্যবান হইয়াছিল । বাঘ সিং দিল্লীর সন্নিকটে যে জায়গীর ভোগ দখল করিতেছিলেন, দিল্লীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই তাহাতেই তিনি পুনরধিষ্ঠিত হইলেন । ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে আর একটি রাজ্য তাঁহাকে এবং তাঁহার বন্ধু কাইথালের লাল সিংহকে একত্রে প্রদত্ত হইল । অতঃপর, ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে, সেনাপতিদ্বয় পুনরায় আর একটি রাজ্য পুরস্কার-স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন ; তাহার বার্ষিক রাজস্ব—১১ হাজার পাউণ্ড । স্থির হইল, তাঁহারা যতদিন বাঁচিয়া থাকিবেন, ততদিন সেই রাজ্য তাঁহারা ভোগদখল করিবেন । তাঁহাদের প্রতিভা হইল যে,—লর্ড লেক সেই সর্বোত্তম তাঁহাদিগকে পুনরায় হাঙ্গি ও হিসার প্রদান করিতে ইচ্ছুক ; কিন্তু সেই মরুমসদৃশ প্রদেশদ্বয় লাভজনক বলিয়া অস্বীকার না হওয়ায়, তাঁহারা তদ্বিষয়ে আপত্তি করিলেন । অত্যাশ্রয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরপতিগণও আপনাদের কার্যের উপযুক্ত পুরস্কার পাইলেন । ইংরাজদিগের বিরোধের পূর্বে যিনি যে রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, তাঁহারা পূর্বের স্থায় সেই সকল রাজ্য উপভোগ করিতে থাকিবেন,—সে জগৎ তাঁহাদের নিকট হইতে কোন রাজস্ব দাবী করা হইবে না,—এই মর্মে তাঁহারা আশ্বস্ত হইলেন । লর্ড ওয়েলেসলির কুট-রাজনীতির ফলে, যখন চারিদিকে ঘোর নিন্দাবাদ প্রচারিত হইতেছিল, যখন তৎপ্রতি জনসাধারণ তীব্র ঘৃণার ভাব প্রকাশ করিতেছিল, তখন এই ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয় । ইংরাজ-রাজত্বের সীমা যমুনা পর্যন্ত নির্দিষ্ট হইল ; জয়পুরের রাজার সহিত পূর্বে যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল, নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া এক্ষণে সে সন্ধি পরিত্যক্ত হইল ; ভরতপুরের সহিত ভারত-গবর্ণমেন্টের সম্পর্ক অনিশ্চিত রহিল । সারহিন্দের শিখরাজ্যগণকে এতদসম্বন্ধে কিছুই জানান হইল না বটে, কিন্তু ইংরাজদিগের সহিত তাহাদের সম্পর্ক বিচ্যুত হইল ;—পরম্পরের উপকারার্থে পরম্পরের সাহায্য প্রদান রহিত হইল । ৩৪

শিখদিগের মধ্যে এক্ষণে রণজিৎ সিংহের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল ; অতঃপর

৩৫। রাজকীয় কাগজ পত্রাদিতে দেখা যায়, কিছুকাল কটোচে একজন সংবাদলেখক নিযুক্ত হইয়াছিল । সেই সকল পত্রাদি পাঠে সংসার চাদের সম্বন্ধে এই ধারণা জন্মে যে, রণজিৎ সিং কখনও সেই রাজ্যের ব্যাপারে ঐচ্ছিক বিষয় বিস্তৃত হন নাই । তিনি লাহোর হইতে স্বাধীন ছিলেন,—ইংরাজ-গণও এ বিষয়ে কখনও ভিন্নমত অবলম্বন করেন নাই ।

৩৬। ~~শিখ~~ কাইথাল এবং অত্যাশ্রয় কতকগুলি রাজ্যের আদি দানপত্র এবং নিশ্চয়তার নিদর্শন-স্বরূপ অত্যাশ্রয় দলিলাদি কোন কোন রাজপরিবার অতি যত্নের সহিত একাল পর্যন্ত তুলিয়া রাখিয়াছেন । ইংরাজদিগের অনেকগুলি রাজকীয় কাগজ-পত্রাদি হইতে বুঝা যায় যে, ঝিলের ভাগ সিং-লর্ড লেক, স্ত্রীর জন ম্যালকম এবং সার ডেভিড অক্টারসোনির বিশেষ দয়ার পাত্র ও প্রদত্ত-ভাজন ছিলেন ।

তাহারই বিবরণ পুনরুলেখ আবশ্যক। এই সময় ‘ভান্ধী’ সম্প্রদায়ের কতকগুলি অযোগ্য শাসনকর্তা লাহোরে অধিপত্য করিতেন, তাঁহাদের নিকট হইতে লাহোর অধিকার করাই রণজিৎ সিংহের প্রথম ও প্রাধান উদ্দেশ্য ছিল। সা জামানের প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পরেই, রণজিৎ সিং বলে ও কোশলে সা-জামান-প্রাপ্ত ভূমি-সমূহ অধিকার করিলেন। লাহোর—রণজিৎ সিংহের রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হইল। ‘কানিয়া’ (গানী) সম্প্রদায়ের সাহায্যে তিনি অতি সহজেই ‘ভান্ধী’গণকে পরাজিত করিলেন। ‘ভান্ধী’ গণ কাশ্মীরের নিজাম-উদ্দীন খাঁর সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, তাহারা রণজিৎ সিংহের অধীনতা স্বীকার করিল। ১৮০১-২ খ্রীষ্টাব্দে সেই পাঠান অবিশ্বাস্যকারিতার জন্য অত্যাচার করিতে লাগিলেন। তাহার দুর্গ অবরোধ ও ধ্বংস করা সুকঠিন হইলেও, পাঠান সেনাপতি জায়গীরদাররূপে রণজিৎ সিংহের অধীনতা স্বীকার করিলেন; নবাবপতির অধীনে স্বীয় সৈন্য পরিচালনা করাই শ্রেয় বলিয়া বিবেচিত হইল। বিবিধ প্রকারে সিদ্ধিলাভ করিয়া, রণজিৎ স্তানার্থ তারাগ-তরাণের পবিত্র সরোবরে গমন করিলেন। তথায় ফতে সিং আলহওয়ালিয়ার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে,—তিনি রণজিৎ সিংহের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা উভয়ে বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পরস্পর শিরস্ত্রাণ বিনিময় করিলেন। ইহাই বন্ধুত্ব-পরিচায়ক লৌকিক আচারনীতি বিশেষ,—ইহাই বন্ধুত্বের বা ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন। দেশ-প্রসিদ্ধ শেষ ‘ভান্ধী’ সেনাপতির বিধবা স্ত্রীকে বশীভূত করিয়া, ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধিবন্ধ সর্দারগণ অমৃতসর অধিকার করিলেন। সমবেত অক্রমণে সমগ্র বিজিত রাজ্য বিজেতৃত্ব বিভাগ করিয়া লইলেন। শিখরাজ্যের অগুণ্ডর রাজধানীর অধিপতির অংশে অমৃতসর পড়িল। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে কটোচের অধিপতি সংসার চাঁদ, স্বীয় কল্লা কার্বে পরিণত করিতে চেষ্টা করিত হইলেন। রাজ্যবর্ধনের আশা বলবতী হওয়ায়, তদুদ্দেশ্যে জলন্ধরের অন্তর্গত উর্বর দোয়াব ক্ষেত্রের কতকাংশ অধিকারার্থে তিনি উপযুক্ত পরিচেষ্টা করিলেন। কিন্তু রণজিৎ সিং এবং তাঁহার মিত্ররাজগণের আক্রমণে সংসার চাঁদ বিতাড়িত হইলেন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে সংসার চাঁদ পুনরায় পার্বত্য-প্রদেশ পরিত্যাগ করিলেন; হোসিয়ারপুর ও বিজোয়ারা অবরুদ্ধ হইল। কিন্তু রণজিৎ সিংহের উপস্থিতিতে তিনি পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার অত্যন্তকাল পরেই গুথাদিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ আরম্ভ হইল; গুথাগণ একটি নূতন জাতি; তাহারা পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত সমগ্র হিমালয়-প্রদেশ জয় করিতে অভিলাষী হইয়াছিল। ৩৫

৩৫। মারে-বিরচিত ‘রণজিৎ সিং’, ৫১ এবং ৫৫ পৃষ্ঠা। (Compare Murray's Runjeet Singh, p, 51, 55.)

আম্বালার রাজনৈতিক প্রতিনিধি, কাপ্তেন মারে, এবং লুথিয়ানার রাজনৈতিক প্রতিনিধি (Political Agent) কাপ্তেন ওয়েড প্রত্যেকেই রণজিৎ সিংহের এক একখানি জীবনী লিখিয়াছিলেন। মারের গ্রন্থখানিতে কতকগুলি নোট সংযোজনা করিয়া ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারত গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী, খবী প্রিন্সেপ, সংশোধিত ও পরিবর্ধিতরূপে তাহার মুদ্রণ-কার্য সম্পাদন করেন। গ্রন্থকার কাপ্তেন

পঞ্জাব পরিত্যাগের পর এক বৎসরের মধ্যেই সা জামান, আপন ভ্রাতা মামুদ বর্ডুক সিংহাসনচ্যুত হইলেন; মামুদ তাঁহার দুইটি চক্ষু উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় ভ্রাতা, সা হুজা, মামুদকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সিংহাসনমধিরোহণ করিলেন। এই সমুদায় অন্তর্জোহে আমেদ সার বিদেশীয় বৃহৎ সাম্রাজ্যের শীঘ্রই অধঃপতন হইল। প্রদেশ ও নগরসমূহে দুরাণি শাসনকর্তৃগণ হীনবল হইয়া পড়িলেন। রণজিৎ সিং তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে স্বীয় অস্ত্রবল পরীক্ষা করিতে পশ্চাৎপদ হইলেন না;—রণজিৎ সিংহের অবিচ্ছিন্ন আক্রমণে তাঁহারা বিধ্বস্ত হইতে লাগিলেন। ১৮০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলেন; বঙ্গ ও সাহিওয়ালের মুসলমান শাসনকর্তৃগণ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল; রণজিৎ সিং তাহাদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিতে লাগিলেন। মুলতানের মজঃফর খাঁ বহু মূল্য উপহার প্রদান করিলেন; রণজিৎ সিং তাঁহাকে আর আক্রমণ করিলেন না। উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য হইয়া, রণজিৎ সিং সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি লাহোরে প্রত্যাগমন করিয়া, রাজধানীতে ‘হোলি’ উৎসব সম্পন্ন করিলেন। পরিশেষে গঙ্গাস্নানার্থ হরিদ্বার অভিমুখে অগ্রসর হইয়া পঞ্জাবের পূর্বদিকে কার্য-কলাপের অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি আর একবার পশ্চিমদিক আক্রমণ করিলেন; এইবার বঙ্গ-অধিপতি দৃঢ়রূপে রণজিৎ-সিংহের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইলেন। কিন্তু হোলকার ও আমীর খাঁ সমীপবর্তী হওয়ায়, কতে সি প্রথমভঃ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন; তদপর রণজিৎ সিং স্বঃ শিখজাতির অধিকৃত নগরাভিমুখে প্রত্যাগত হইলেন। তখন প্রতীত হইল,—আসন্ন বিপদ উপস্থিত। এক দিকে প্রবল মারহাটাদিগের জটনক থ্যাভনামা সেনাপতি একজন আফগান সেনাপতিকে বিধ্বস্ত করিতে প্রয়াসী; অন্যদিকে একদল সুশিক্ষিত ইংরাজ

ওয়েডের কার্য-বৃত্তান্ত কিম্বা তাঁহার বর্ণনা দেখেন নাই। কিন্তু তিনি মনে করেন,—মারের দল্ললন অপেক্ষা তাঁহার গ্রন্থ অধিকতর সঠিক। ব্যক্তিগত স্মৃতি এবং বাচনিক সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া সেই গ্রন্থ বিরচিত,—সমসাময়িক ইংরাজদিগের দলিল-পত্রাদির অনুকরণে লিখিত নহে। কারণ সেই সমুদায় দলিলাদিতে কেবল সাময়িক মতামতের পরিচয়ই পাওয়া যাইত। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতেই সাধারণতঃ সেই দলিলাদি প্রচুর পরিমাণে রক্ষিত হইতে থাকে। বস্তুতঃ, ইংরাজ কর্মচারীদিগের অনুরোধ, স্বচতুর ভারতবাসিগণের বর্ণনা সমূহ হইতে বক্ষমাণ বিবরণস্বয়ং সংগৃহীত। তন্মধ্যে বুটা সা নামক একজন মুসলমানের এবং মোহনলাল নামক একজন হিন্দুর লিখিত ইতিবৃত্ত সবিশেষ প্রসিদ্ধ। সেই গ্রন্থসমূহ সর্বত্রই পাওয়া যাইতে পারে। ক্যাপ্টেন ওয়েড বহু বিষয়ের তথ্যাসম্বান করিয়াছেন। কিন্তু রণজিৎ সিংহের কার্যাবলীর অবিচ্ছিন্ন বিবরণ সংগ্রহের জন্য জনসাধারণ সেই কর্মচারীস্বয়ং নিকট বিশেষ ধনী।

ঐশিখদিগের সহিত ইংরেজের মিত্রতা সন্দেহে যে বিবরণ লক্ষিত হয়, বর্তমান অধ্যায়ের শেষ অংশ, এবং বঠ ও সপ্তম অধ্যায়, সেই সমুদয় বিবরণের অনুকরণে রচিত। গ্রন্থকার গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে উহা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, স্বহস্ত লিখিত ও স্বরচিত বর্ণনাদি সত্যতঃ ব্যবহার করা যাইতে পারে—এবং সেরূপ ব্যবহার অনুচিত নহে।

ঐসন্ধ্যা অমৃতসরের সমীপবর্তী হইল।^{৩৬} তাহাদের উদ্দেশ্য এবং শক্তি-সামর্থ্যও কেহ অবগত ছিল না।

শিখদিগের একটি মন্ত্রণা সভার অধিবেশন হইল। কিন্তু তাহাদের নেতৃবর্গের কয়েকজন মাত্র সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। পূর্বে তাহারা সকলে একই উদ্দেশ্যে কার্যে প্রবৃত্ত হইত; তাহাদের সকলেরই বিশ্বাস ছিল,—যাবতীয় কার্যে ঈশ্বর তাহাদের সহায়তা করেন; সেই বিশ্বাসেই শিল্লনিপুণ মেঘ-পালক জাতি অত্যাচার-উৎপীড়নের প্রতিফল প্রদান করিতে অল্পপ্রাণিত হইয়াছিল, সেই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়াই, এবং সেই অভিনব শক্তি বলেই, তাহারা আমেদ সাকে পরাজিত করিয়া জয়োল্লাসে মত্ত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহাদের প্রভুত্ব-ক্ষমতাপ্রিয় ঐশ্বর্যপ্রয়াসী বংশধরগণের মনে সে ধর্ম-বিশ্বাস সেরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইল না। দুর্দর্শ অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের গ্রায সর্বপ্রকার নীতি-বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহারা ইন্দ্রিয়সুখপরতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা আপনাপন স্বার্থ-সিদ্ধির জগুই সর্বদা ব্যস্ত থাকিত এবং সংসার-সুখভোগ-লালসায় সর্বদা চেষ্টাযিত হইত। সুতরাং কৃষিজীবী অধিবাসিগণের মনে পুনরায় এক অভিনব ভাবে শিখধর্মের প্রকৃত শক্তি ভাগাইবার আবশ্যক হইয়াছিল। তাহারা পরস্পর স্বাধীন ছিল; আবার পরস্পর মিত্রতা বন্ধনেও মিলিত হইয়াছিল। সুতরাং স্বাধীনতা ও মিত্রতার সেই কঠোর মিশ্রণ-নীতি বহু-বিস্তৃত সাম্রাজ্যের পক্ষে অল্পযোগী হইয়া দাঁড়াইল। বস্তুতঃ, তাহাতে একটি মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছিল;—ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পর মিলিত ও মিশ্রিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে ‘মিছিল’ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। অধিকাংশ লোকেই স্ব স্ব গ্রামে স্বাধীন-ভাবে বাস করিতে ভালবাসিত। গ্রাম্য প্রদেশে রাজস্ব আদায়ের কঠোর বিধি-বিধান ছিল না; অনেক স্থলেই কর সংগ্রহ হইত না;—কোন বিচারব্যবস্থা কিম্বা আইন-অদালত প্রচলিত ছিল না। সামান্য সামান্য সর্দারগণ এবং তাহাদের বিত্তভোগী অল্পচর-বর্গ সকলেই যথেষ্ট দহ্যবৃত্তি দ্বারা কালাতিপাত করিতে যত্নপর হইত, এবং সকলেই আপনাপন ঐহিক প্রভুত্ব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জগু চেষ্টা করিত। সামাজিক প্রথার অনুবর্তী হইয়া, সেই সকল সর্দার ও অল্পচরবর্গ পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিত; কিন্তু পরস্পরের স্বাধীনতা-পাশে আবদ্ধ থাকিতে কেহই ইচ্ছা করিত না। কেহ কেহ ইংরাজদিগের পক্ষ অবলম্বন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল; কেহ কেহ বা বিজয়ী মহারাজ্যগণের সহিত নিজ নিজ ভাগ্য-গ্রন্থনে উৎকট আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিত। কিন্তু তাহারা সকলেই রণজিৎ সিংহের প্রতি ঈর্ষা-পরবশ ছিল, এবং তাঁহার চিরন্তন শত্রু হইয়া উঠিয়াছিল। একমাত্র রণজিৎ সিংহই বিদেশীয় আক্রমণকারিগণকে বিদূরিত করিতে অভিলাষী ছিলেন। তিনি জানিতেন,—সামরিক প্রাধান্য স্থাপন-করিলে তাঁহার উদ্দেশ্যসাধন

৩৬। এল্ফিন্‌স্টোন প্রণীত ‘কাবুল’ নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড, ৩১৫ পৃষ্ঠা; এবং মারে-বিরচিত ‘রাজসিং সিং’, ৫৬, ৫৭ পৃষ্ঠা। (See Elphinstone's ‘Cabul’, ii. 375. and Murray's ‘Runjeet Singh’, p. 56, 57.)

বিষয়ে সেই বিদ্রোহীগণই একমাত্র অন্তরায়। তাঁহার বিশ্বাস—সামরিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে, সাম্রাজ্যের জনসাধারণ সমভাবে নিরাপদে এবং সুখ-স্বচ্ছন্দে নিজ নিজ ঐশ্বর্য-সম্পত্তি ভোগদখল করিতে পারিবে। বস্তুতঃ, বিভিন্ন ভিন্নধর্মাক্রান্ত অণু এবং বিক্ষিপ্ত উপাদান সমূহের একতা-বিধান-কল্পে এবং সংহতি-প্রদানোদ্দেশ্যে, রণজিৎ সিং বিশেষ বুদ্ধিমত্তা ও চতুরতা সহকারে বিবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ যেমন স্বতন্ত্র-মতাবলম্বী ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়সমষ্টিকে একতা-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া, তাহাদের একটি জাতি গঠন করিয়াছিলেন; তিনি যেমন নানকের উপদেশ এবং শিক্ষার কার্যকারিতা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন;—রণজিৎ সিংহও তেমনি ক্রমবর্ধিষ্ণু শিখজাতির একটি সুবাস্তিত ও স্থনিয়মবদ্ধ রাজ্য বা সাধারণ-তন্ত্র গঠন করিতে অশেষবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন।^{৩৭}

হোলকার প্রস্থান করিলেন। পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে,—ইংরাজ গবর্ণমেন্টের সহিত রণজিৎ সিং মিত্রতা-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু সন্ধির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ নিশ্চয়তা ছিল না। তৎকালে নাভার সর্দার এবং পাতিয়ালা রাজার মধ্যে পরস্পর বিবাদ চলিতেছিল। সেই বৎসরের শেষভাগে সেই বিবাদে যোগদান করিয়া পক্ষাবলম্বনের জন্ত রণজিৎ সিং আহত হইলেন। যমুনা অতিক্রম করিয়া তত্রত্য প্রদেশের অধিপতি-গণের সহিত সর্বপ্রকার সম্বন্ধ পরিহারের কঠোর আদেশ পুঃপুঃ প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও, ইংরাজ কতৃপক্ষীয়গণ প্রথমতঃ সেই বিবাদে যোগদান করিতে অস্বীকৃত হইয়া, কতৃপক্ষীয়দিগের আদেশানুযায়ী কার্য করিয়াছিলেন কি না, এক্ষণে তদ্বিষয়ের আলোচনা করা বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক বলিয়া মনে হয়। রণজিৎ সিং শতদ্রু অতিক্রম করিলেন। পতনোন্মুখ মুসলমান পরিবারের অধিকৃত লুধিয়ানা তৎকর্তৃক অধিকৃত হইল। সেই মুসলমান-পরিবার ঐ সময়ে ইংরাজ বীর জর্জ টমাসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। অতএব রণজিৎ সিংহের পিতৃব্য ঝিন্দের অধিপতি বাঘ সিংহ সেই স্থান প্রাপ্ত হন। নাভা এবং পাতিয়ালা এই বিবাদ-সূত্রে, রণজিৎ সিং নাভার সর্দার যশোবন্ত সিংহকে সাহায্য প্রদানের জন্ত গমন করেন, এবং পাতিয়ালা রাজা সাহেব সিংহের ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্ত তথায় আহত হন। কিন্তু যশোবন্ত সিং এবং সাহেব সিং উভয়েই মনে করিলেন,—রণজিৎ সিংহের মধ্যস্থতা উভয়ের পক্ষেই সাংঘাতিক। সুতরাং উভয়েই তাঁহার হস্ত হইতে মুস্তিলাভের জন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। বহু ঐশ্বর্য এবং একটি কামান উপহার প্রাপ্ত হইয়া রণজিৎ সিং তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। সে স্থান হইতে তিনি কাণ্ডুড়ার



৩৭। ম্যালকমের সার-সংগ্রহ, ১০৬, ১০৭ পৃষ্ঠা (Malcolm's 'Sketch', p. 106, 107) লর্ড লেকের আক্রমণ কালে, শিখদিগের মধ্যে একতার অভাব দেখিয়া, ম্যালকম এক মন্তব্য প্রকাশ করেন। 'সারে-বিরচিত 'রণজিৎ সিং', ৫৭, ৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Compare Murray's 'Runjeet Singh', p. 57, 58.)

পার্বত্য প্রদেশাভিমুখে গমন করিয়া জালামুখীর স্বভাবজাত অগ্নিশিখায় স্বধর্মালুয়ারী উপাসনা সমাপন করিতে চেষ্টাযিত হইলেন।^{৩৮}

এই সময়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হইয়া কটোচের সংসার চাঁদ অবিশ্রাম্যকারিতা সহকারে ‘গুখা’দিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন; তাহাতে তাঁহার ক্ষমতা অনেকাংশে লাঘব হয়। অধ্যবসায়শীল হৃদয় শিখ-সর্দার, প্রাচীন পার্বত্য রাজত্ববৃন্দের সকলকেই সেই সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া, একতা-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে করিতে পারিতেন। তৎকালে তাঁহার মকলেই ঘাড়োয়াল হইতে কর সংগ্রহ করিতে-ছিলেন। কিন্তু প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠার এক উৎকট লালসার বশবর্তী হইয়া, সংসার চাঁদ কালুরের (বা বিলাসপুরের) সর্দারের ক্ষমতা হ্রাস করিয়াছিলেন; সেই হীনবল শিখ-সর্দার অনন্তোপায় হইয়া নেপাল-সেনাপতির আশ্রয় গ্রহণ করাই প্রেয়ঃ মনে করিলেন। উমার সিং খাণা হঠাৎ অগ্রসর হইলেন। শত্রুদিগের প্রতি এই প্রথম আক্রমণে, নালাগড়ের সর্দার-যুদ্ধ, সংসার চাঁদের সহায়তা করিলেন। গুখা সেনাপতির আগমনে, তিনি বীরোচিত তেজস্বিতার সহিত বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এত বীরত্ব এত বাধা সত্ত্বেও, ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে শত্রু এবং যমুনার মধ্যবর্তী বিশাল রাজ্যখণ্ডে গুখা-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। সেই বৎসর উমার সিং শত্রু অতিক্রম করিয়া কাণ্ডা অবরোধ করিলেন। জালামুখী পরিদর্শন কালে, সংসার চাঁদ রণজিং সিংহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু সেই হৃদয় দুর্গাধিকারে বহু ধন-প্রাণ নাশের আশঙ্কায়, সংসার চাঁদ তাঁহার সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন না; সংসার চাঁদ স্বীয় ক্ষমতার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইলেন। সুতরাং বিদেশীয় শত্রুগণকে বিতাড়িত করিবার কোনই ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত হইল না।^{৩৯}

৩৮। মারে-বিরচিত ‘রণজিং সিং’, ৫৯, ৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Murray's Runjeet Singh, p. 59, 60) ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুন, সার চার্লস মেটকাক গবর্ণমেণ্টের বরাবর এক পত্র লেখেন। তাহাতে জানা যায়— তৎকালে, ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে, রণজিং সিং এত শক্তিশালী ছিলেন না যে, তিনি কেবলমাত্র বল প্রয়োগে মালোয়া শিখদিগের ক্রিয়াকলাপে বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হইতেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী ও ৭ই মার্চ, ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের ৩শে জুলাই সার ডেভিড অক্টারলোনি যে সকল পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে জানা যায়— পাতিয়ালা রাজা এবং অন্তান্ত সর্দারগণের সহিত ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য কল্পে যে সন্ধি-বন্দোবস্ত হয়, তৎকালে অন্ততঃ সে বন্দোবস্ত নষ্ট হইয়াছিল।

৩৯। মারে-বিরচিত ‘রণজিং সিং’, ৬০ পৃষ্ঠা; এবং মুরক্রফটের ‘ভ্রমণ-বৃত্তান্ত’, প্রথম খণ্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা ইত্যাদি। (Compare Murray's Runjeet Singh, p. 60; and Moorcroft's 'Travels', I. 127 &c)

প্রাচীন রাজপুত্র সৈন্তগণকে বিদায় দিয়া গোলাম মহম্মদ নামক জনৈক আশ্রয়-প্রার্থী রোহিলা সর্দারের পরামর্শে সংসার চাঁদ আঞ্চলিক সৈন্ত নিযুক্ত করেন। তিনি বলেন,—এই অপরিণামদিতাই শিখদিগের নিকট তাঁহার পরাজয়ের একমাত্র কারণ।

১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিং প্রথমতঃ কান্ডার আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই স্থানে পুনরায় বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ইতিপূর্বে তদ্রূপ শাসনকর্তা নিজাম-উদ্দিন পরলোক গমন করেন; তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার উত্তরাধিকারী অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। তাহাতে রণজিৎ সিং বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। তদন্ত, রণজিৎ সিংহ মনে করিয়াছিলেন,—পাঠানদিগের বৃহৎ একটি উপনিবেশ অধিকার করিয়া লাহোরের পৌরাণিক প্রতিদ্বন্দ্বীর রাজ্য, স্বরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিলে, তাঁহার গুণগরীমায় এবং যশোপ্রভায় দিগদিগন্ত উদ্ভাসিত হইবে। পিতার পূর্ব-মিত্র শত্ৰুর যুশা সিংহের পুত্র যোধ সিং রামগড়িয়ার সাহায্যে রণজিৎ সিং সেই স্থান আক্রমণ করিলেন। একতার অভাব হেতু তাত্‌কালিক শাসনকর্তা কুতব-উদ্দীন হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন; হুতরাং তিনি কোনরূপ বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। অববোধের প্রায় এক মাস পরে, কুতব-উদ্দীন স্বেচ্ছাক্রমে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ত রণজিৎ সিং শতক্রুর পরপারস্থিত একখণ্ড ভূ-সম্পত্তি তাঁহাকে প্রদান করিলেন। অতঃপর রণজিৎ সিং মুলতান অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সেই প্রাচীর-পরিবেষ্টিত নগর-দুর্গ তৎকর্তৃক অবরুদ্ধ হইল। কিন্তু এ স্থলে তিনি আণাতিরিক্ত বাধা প্রাপ্ত হইলেন; দুর্গ-রক্ষিণ এত বীরত্বের সহিত তাঁহাকে বাধা প্রদান করিল যে, তিনি সে দুর্গ অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন না। কিন্তু দুর্গাধিপতি উপঢৌকন প্রদানের অঙ্গীকার করায়, তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া, তিনি সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন; মানে মানে ফিরিয়া আসিতে পারিলেন বলিয়া, তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। তথাপি তিনি আপন অক্লান্তকাৰ্য্যতা স্বীকার করিলেন না। ভাওয়ালপুরের নবাবের সহিত এই সময়ে তাঁহার যে সকল কথাবার্তা হয়, তাহাতে তিনি সেই কাৰ্য্য-দুশল নবাবের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন যে তিনি নবাবকে বিশেষ ভ্রষ্টা করিতেন, এবং সেই ভ্রষ্টা হেতুই তিনি সেই স্বরক্ষিত দুর্গ আকগান শাসনকর্তার হস্তে সমর্পণ করিয়া আসিয়াছিলেন।^{৯০}

সেই বৎসর, ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে, রণজিৎ সিং মোকুন চাঁদ নামক জনৈক হুচতুর ক্ষত্রিয়কে আপন কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তাহার প্রতি রণজিৎ যেরূপ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, ক্ষত্রিয় বীর সে বিশ্বাসের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। তৎকালে পাতিয়ালার

প্রজাগণ বিদ্রোহী হওয়ায়, নাছনের রাজা গুর্খাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিদ্রোহিগণের শাস্তিবিধান-কল্পে গুর্খাগণ যমুনা অতিক্রম করে। পরে একজন রাজপুত সন্ন্যাসের সাহায্যার্থ তাহারা শতদ্রু পার হয়। একতা থাকিলে, নূতন জাতি হইলেও, কেহই তাহার অবাধগতি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না। সাধারণ কাগজপত্রাদির আলোচনার জ্ঞান ব্যয়,—গুর্খাগণ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে শতদ্রু অতিক্রম করিয়াছিল।

৯০। মারের 'রণজিৎ সিং' ৬০ এবং ৬১ পৃষ্ঠা ('Murray's Runjeet Singh, p. 60, 61) এক ভাওয়ালপুর রাজপরিবারের হস্তলিখিত ইতিবৃত্ত ত্রুটি।

রাজার সহিত তাঁহার ষড়যন্ত্রকারী স্ত্রীর ঘোর বিবাদ-বিসম্বাদ চলিতেছিল ; রণজিৎ সিং সেই নবাভিষিক্ত কর্মচারী সমাভিযাহারে সেই গৃহবিবাদে যোগদান করিতে গমন করেন । এ বিষয় পূর্বে হোলকার ও আমীর খাঁর নিকট যেক্রপ লাভজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল, এক্ষণে লাহোরাবিপত্তির পক্ষে তাহা সমরূপ লাভজনক বলিয়া অনুভূত হইল । শিশু-পুত্রের ভরণপোষণের জন্ত রাণী তখন দুর্বল আমীর নিকট হইতে রাজ্যের একটি বৃহৎ অংশ বলপূর্বক হস্তান্তর করিতে অভিলাষী হন । এক্ষণে রাণী, হীরক হার ও পিত্তল-নির্মিত কামান প্রভাবের প্রস্তাব করিয়া, রণজিৎ সিংহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন ; রণজিৎ সিং সে প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন ; রাণীকে সাহায্য প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন । রণজিৎ সিং শতদ্রু অতিক্রম করিলেন ; বালকের ভরণ-পোষণ জন্ত বাৎসরিক ৫০ হাজার টাকা নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন । অনন্তর রণজিৎ সিং আশালা ও পর্বতমালায় মধ্যবর্তী একটি রাজপুত পরিবারের অধিকৃত নারায়ণগড় আক্রমণ করিলেন । কিন্তু প্রথমবার তিনি তথা হইতে বিতাড়িত হইলেন ; তাঁহার গুরুতব ক্ষতি হইল । পরে তিনি সে স্থান অধিকার করিলেন । সেই আক্রমণকালে ছলিয়ালা সশস্ত্রবাহের প্রাচীন রাজা তারা সিংহ, লাহোর সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন ; নারায়ণগড় তাঁহার মৃত্যু হয় । তাঁহার জগদ্বর দোয়াবের রাজ্য অধিকার করিতে রণজিৎ সিং সে স্থান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । শক্তি-সামর্থ্য এবং তেজোবীর্যে সেই বৃদ্ধ নরপতির বিধবা পত্নী, পাতিয়ালায় রাজার ভগ্নীর সমকক্ষ ছিলেন । কথিত হয়,— সেই রমণী স্বীয় পরিচ্ছন্ন পরিধান করিয়া, রণসাজে রাহনের চুর্গের ভগ্ন প্রাচীরের উপর অসিহস্তে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ।^{৯১}

১৮০৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে উত্তর পঞ্জাবের বহুভর স্থান লাহোর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল । স্বাধীন শিখ-সর্দারগণ রণজিৎ সিংহের অধীনতা স্বীকার করিলেন । তাঁহাদের রাজ্যগুলি নবপ্রতিষ্ঠিত লাহোর রাজ্যের কর্তৃত্বাধীনে শাসিত হইতে লাগিল । কিছু কাল পূর্বে শতদ্রুর পশ্চিম তীরে কতকগুলি রাজ্য অধিকৃত হইয়াছিল ; এক্ষণে মোকুমচাদ তাহার স্ববন্দোবস্তের জন্ত নিযুক্ত হইলেন । রণজিৎ সিংহের ধারাবাহিক আক্রমণে সারহিন্দের শিখদিগের মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল । ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে বিন্দ ও কাইখালের সর্দারগণ এবং পাতিয়ালায় দেওয়ান-মন্ত্রী প্রভৃতি মিলিত হইয়া, ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনার্থ দিল্লী অভিমুখে গমন করিলেন । শতদ্রুর পশ্চিমতীরবর্তী রাজ্য সমূহের সর্দারদিগের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেন্টের যে চিঠি-পত্র চলিতেছিল, এ যাবৎ সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় নাই । এই সময়ে কর্ণালের নিকটবর্তী স্থানে কুঞ্জপুরার মুসলমান থাকে গবর্ণর-জেনারেল নিশ্চিত বলিলেন যে, তাঁহার পৈতৃক-রাজ্য সম্বন্ধে ভয়ের কোন কারণ

৯১। Compare 'Maraay's Runjeer Singh, p. 61, 63 এই উপলক্ষে রণজিৎ সিং পাতিয়ালা হইতে যে কামান প্রাপ্ত হন, তাহার নাম—কুরি খাঁ ; ১৮৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে ইংরাজ কর্তৃক সেই স্থান অধিকৃত হয় ।

নাই।^{৪২} শিকরীর শিখ-সর্দার ইংরাজ দিগের যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন; পরে তাঁহাদের কার্যাবলী পুরস্কার-বৃত্তির যোগ্য বোধিয়া বিবেচিত হয়।^{৪৩} বিজ্ঞ সন্ধি-শূদ্রে আবদ্ধ রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিগণ দিল্লীর ইংরাজ বড়পক্ষীয়দিগের বিট প্রকৃত প্রস্তাব কোন নিশ্চয়তা প্রাপ্ত হইলেন না; তথাপি তাঁহাদের মনে বিশ্বাস জন্মিল,—কার্যকালে তাঁহারা পরিত্যক্ত হইবেন না। এই ভ্রম-বিশ্বাসের বশবর্তী হওয়ায়, তাঁহাদিগকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল; এমন কি, তাঁহাদের ধ্বংস অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছিল। ভয়-প্রশমনার্থ রণজিৎ সিং তাঁহাদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন; তাঁহার সহিত যোগদান করিতে সর্দারগণ অস্বস্তিক্রম হইলেন। রণজিৎ সিংহের আশ্বাস বাণীতে তাঁহারা সকলেই প্রত্যাবর্তন করিয়া, সর্ব-সম্মানিত লাহোর-রাজ্যের সহিত আপনাপন বিরোধিতা বিষয়ের মোমাংসা করিতে দিল্লী পরিত্যাগ করিলেন।^{৪৪}

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে যিনি গর্তগর-জেনারেল ছিলেন, ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে তাঁহার কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল না। যমুনার পূব-তীরবর্তী রাজগুবুন্দের সহিত পূর্বে যে সন্ধি হয়, তিনি সেই সন্ধি-মর্ভ ভঙ্গ করেন; তাঁহারই কূটনীতির ফলে, যমুনা নদী—ইংরাজ রাজত্বের সীমা নির্ধারিত হয়। সা জামানের ভারত আক্রমণে, প্রায় তিন বৎসর কাল ভয়ের বিভীষণ মূর্তিতে এবং আশার ক্ষীণালোকে লোকের মন যুগপৎ অভিভূত এবং উত্তেজিত হইয়াছিল; তদ্বিষয়েও গর্তগর-জেনারেলের কোন জ্ঞান ছিল না। সারহিন্দের শিখগণ যদি লর্ড কর্ণওয়ালিশের আশ্রয় প্রার্থনা করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি অস্বীকৃত হইতেন, এবং সেই অস্বীকার-শূচক চূড়ান্ত উত্তর প্রদান করিতেন। ১৮৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে যে উৎসাহবাজক উত্তর প্রদত্ত হয়, তাহাতে অভিনব বিপৎপাতের সূত্রপাত হইতে থাকে। তৎকালে তাঁহাদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইল যে, করাচী, তুর্কী এবং পারশু রাজগুবন্দ একত্র মিলিত হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষ অধীনতাপাশে আবদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন; সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া, নবাবগত গর্তগর জেনারেল যমুনার পর-পারস্থিত রাজগুবুন্দের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াই নিরস্ত হইলেন না; এমন কি, সিদ্ধানন্দ অতিক্রম করিয়া তত্ত্ব্য সর্দারগণের সহিত সন্ধি-শূদ্রে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইলেন।^{৪৫} নেপোলিয়নের ভারত-আক্রমণের অভিসন্ধি জানিয়া, আফগান ও শিখ-দিগের সহিত আত্মরক্ষণোপযোগী সন্ধিস্থাপন অনিবার্য হইয়া পড়িল। মিঃ এলফিনষ্টোন

৪২। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারির একখানি দলিলে দ্রষ্টব্য।

৪৩। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মে তারিখে আখালার ব্লার্ক সাহেবের লিখিত দিল্লীর প্রতিনিধি বর্ণিত দ্রষ্টব্য।

৪৪। See 'Murray's Runjeet Singh', p. 64, 65.

৪৫। মিঃ অবার (Mr. Auber, 'Rise and Progress of the British Power in India', ii, 461) এই তিন রাজার মিত্রতার বিবরণ প্রথম নির্দেশ করেন; ইহাতে সমগ্র হিন্দুস্থান ভয়ে ভীত হইয়াছিল।

সা-সুজার দরবারে প্রতিনিধি-স্বরূপ প্রেরিত হইলেন। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে মিঃ মেট্‌কাফ রণজিৎ সিংহের দরবারে উপনীত হইয়া অভীক্ষিত সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পাতিয়ালা, বিন্দ ও কাইথালের রাজগণকে মৌখিক এক নিশ্চয়তা প্রদত্ত হইল ;—তঁাহারা ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের অধীন রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইলেন। রণজিৎ সিংহের প্রধানে কতকগুলি মিত্র-রাজ্য এইরূপ পথ অবলম্বন করিয়া, কিয়ৎপরিমাণ দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিল। বোধ হয়, রণজিৎ সিংহের সামরিক প্রভুত্ব এবং ইংরেজদিগের শাস্তিময় শাসনের পার্থক্য তাহারা অনুভব করিতে পারায়, এইরূপ ঘটিয়াছিল।^{৪৬}

রণজিৎ সিংহ তঁাহার নব-বিজিত কাশ্মীর নগরীতে মিঃ মেট্‌কাফকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। রাজ্য নিজেই সমগ্র শিখ জাতির অধিপতি বলিয়া প্রচার করিলেন। অধিকন্তু লাহোর অধিকারে সারহিন্দের উপরও তঁাহার স্বয়ং নির্দেশিত হইয়াছে—কার্য-কলাপে তিনি সে ভাব প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। যাহা হউক, ফরাসী আক্রমণে যে তঁাহার নিজ স্বার্থ-হানির সম্ভাবনা, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। পরন্তু তঁাহার রাজ্যের প্রান্তভাগে একটি বিশাল ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, তঁাহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। শতদ্রু তীরে তঁাহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখার জন্য, ইংরাজদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন।^{৪৭} তৎক্ষণাৎ সন্ধিস্থাপনের সর্বপ্রকার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া, তিনি শতদ্রু দক্ষিণবর্তী প্রদেশসমূহ তৃতীয়বার আক্রমণ করিলেন। করিদকোট ও আদালা অবরুদ্ধ হইল; মালের কোটলা এবং থানেশ্বর হইতে মহারাজ বলপূর্বক রাজস্ব আদায় করিতে লাগিলেন, এবং পাতিয়ালায় রাজার সহিত সন্ধিস্থিতে আত্মক হইলেন। ইংরাজ দূত এই সকল প্রকাশ্য শত্রুতাচরণের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন, এবং যতদিন রণজিৎ সিং পুনরায় শতদ্রু অতিক্রম না করিয়াছিলেন, তত দিন তিনি শতদ্রু তীরে অবস্থান করিলেন।^{৪৮}

লাহোর-অধিপতির কার্য-প্রণালীতে গবর্ণর-জেনারেল এক্ষণে শতদ্রু অভিমুখে একদল সৈন্য প্রেরণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। গবর্ণর-জেনারেল এ সম্বন্ধে পূর্বে কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। সন্ধি-সংস্থাপন-প্রস্তাবে মিঃ মেট্‌কাফের সহায়তা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। শতদ্রু উত্তরদিকে রণজিৎ সিংহের প্রভুত্ব সীমাবদ্ধ রাখাও

৪৬। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নবেম্বর তারিখে ডেভিড অক্টারলেনির নিকট গবর্ণমেন্ট-লিখিত পত্র দ্রষ্টব্য। মারে-বিরচিত ‘রণজিৎ সিং’, ৬৫ এবং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Compare ‘Murray’s Runjeet Singh’, p. 65. 66.)

৪৭। মুরদ্রুট নির্দেশ করিয়াছেন,—ইংরাজদিগের বাধাশ্রদান এত বিরক্তিকর হইয়াছিল যে, রণজিৎ সিং তঁাহাদের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিতে কৃতসংকল্প হন। যে ব্যক্তির তঁাহাকে যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইতে যুক্তি দিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত খ্যাতনামা উজ্জী-উজ্জীনের নাম উল্লেখযোগ্য।

৪৮। মারে বিরচিত ‘রণজিৎ সিং’, ৬৬ পৃষ্ঠা। (Murray’s ‘Runjeet Singh’, p. 66.)

তাহাদের আর এক কর্তব্য কার্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল। গবর্ণর-জেনারেল তাহাদিগকে সেইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।^{৪৯} কথিত হয়, তাহাদের প্রতি আর এক আদেশাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল ;—রণজিং সিংহের সহিত আর একটি সর্ভ করিতে হইবে যে, যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম যথাযোগ্য বৃদ্ধি করিতে হইবে ; ইংরাজ-রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশসমূহে রণজিং সিংহের সামরিক প্রভুত্বের বিপক্ষতাচরণে তাহাদের মনে ভয়ের উদ্ভেক হইবে না ; বরং তথায় মিত্র-রাজগণ আধিপত্য করিবেন। সীমান্ত প্রদেশে রণজিং সিংহের আধিপত্য লোপ প্রাপ্ত হইবে। তদনুসারে, ১৮০১ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে সার ডেভিড অক্টারলোনির অধিনায়কত্বে একদল সৈন্য যমুনা অতিক্রম করিল। বুড়িয়া ও পাতিয়ালার পথ অবলম্বন করিয়া, সেনাপতি লুধিয়ানা অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সারহিন্দের সর্দারগণ সকলেই তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন ; কিন্তু একমাত্র ‘ক্রোড়া-সিংঘিয়া’ সম্প্রদায়ের নামনাত্র অধিনায়ক যোধ সিং-তাঁহার প্রতি কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। কিন্তু যাত্রাকালে তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, পাছে রণজিং সিং প্রকাশ্যভাবে তাঁহার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন। উভয়বিধ সন্ধি-প্রস্তাব-হেতু, সেই সর্দার কয়েকজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন ; তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের পর তিনি আর অগ্রসর হইলেন না ; যদি বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হয়, সেই আশঙ্কায় আপন সৈন্যদলের সন্নিকটে অবস্থান করার উদ্দেশ্যে, তিনি বক্রগতি অবলম্বন করিয়া তথায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।^{৫০}

রণজিং সিং কিছু অসন্তুষ্ট হইলেন। রাজ্যের সন্নিকটে ইংরাজ সৈন্যের অবস্থান হেতু, রণজিং সিং কথঞ্চিৎ ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ইংরাজ প্রতিনিধি তাঁহার নিকট নানারূপ প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন ; কিন্তু নানা অজুহাতে মহারাজ সে সকলই প্রত্যাখ্যান করিতে লাগিলেন। শতদ্রুপ দক্ষিণ-তীরস্থিত তাঁহার রাজ্যগুলি সম্বন্ধে অধিকঞ্চিকর সন্দেহের বশবর্তী হইয়া, মিঃ মেটকাফ্ আপন মনোভাব গোপন রাখিতেছেন,—তিনি তদ্বিষয়েও অভিযোগ করিলেন। তৎসম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট পূর্বে এক ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন। তাহাতে স্থির হয়, তাঁহার নব-বিজিত রাজ্যগুলি প্রত্যাগিত হইবে ; এবং তিনি তাঁহার সমগ্র সৈন্য লইয়া শতদ্রু নদীর উত্তরদিকে গমন করিবেন ; --তাহাতে তাঁহার সহিত

৪৯। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নবেম্বর এবং ২৯শে ডিসেম্বর সার ডেভিড অক্টারলোনি গবর্ণমেন্টের নিকট এক পত্র প্রেরণ করেন। এখানে তাহাই দ্রষ্টব্য।

৫০। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী, ৪ঠা, ৯ই এবং ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সার ডেভিড অক্টারলোনি গবর্ণমেন্টের বরাবর কয়েকখানি পত্র লেখেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ গবর্ণমেন্টও সার ডেভিড অক্টারলোনির নিকট পত্র প্রেরণ করেন। সেগুলি পরস্পর মিলাইয়া দেখা কর্তব্য। সার ডেভিড যাহা লিখিয়াছেন বা যে কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন, গবর্ণমেন্ট তাহা কোনমতেই অনুমোদন করেন নাই। তৎক্ষণাৎ দৃষ্টিত হইয়া সার ডেভিড অক্টারলোনি ক্রমতাগ করেন। (১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল, সার ডেভিড গবর্ণমেন্টের নিকট এক পত্র লেখেন ; এখানে তাহাই দ্রষ্টব্য।)

পুনরায় সন্ধি-স্থাপনের অনিবার্হ ভিত্তি অধিকতর দৃঢ় হইবে।^{৫১} যখন এইরূপ ব্যবস্থায় কার্যাবলীর অনুষ্ঠান হইতেছিল, তখন গবর্ণর-জেনারেল ইউরোপ হইতে এক সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস হইল যে, নেশোলিয়ন ভারত আক্রমণের সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন; অথবা তিনি সেই অভিসন্ধি কার্যে পরিণত করিতে বিরত হইয়াছেন। তিনি যে ভাবে উদ্বেগসাধনে বিরত হইয়াছেন, তাহাতে গবর্ণর-জেনারেল বুঝিলেন, আত্মরক্ষার জন্ত—রাজ্য রক্ষার উদ্বেগ, আপাততঃ কোনরূপ সম্বন্ধে অবলম্বন অনাবশ্যক।^{৫২} অতএব প্রচারিত হইল, রণজিৎ সিং যাহাতে শতজ্বর দক্ষিণস্থ রাজ্যসমূহে অধিকার প্রবেশ করিতে না পারেন—ইংরাজ গবর্ণমেন্টের এক্ষণে তাহাই প্রধান উদ্বেগ; সেই সকল রাজ্যের নিরাপদ-বিধানই ইংরাজদিগের একমাত্র কর্তব্য। ইউরোপীয় শত্রুর আগমনের সম্ভাবন না থাকিলেও, অত্যাচারে দক্ষিণ-দেশবাসী শিখদিগকে আশ্রয় প্রদান করা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া অঙ্গমিত হইয়াছিল। তথাপি তাঁহার পুনঃপুনঃ জিদ করিতে লাগিলেন,—রণজিৎ সিং শতজ্বর পশ্চিম তীরে তাঁহার সমস্ত সৈন্য লইয়া প্রত্যাগমন করিবেন; পরে তিনি যে রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে প্রত্যাপণ করা হইবে; কিন্তু প্রথমে তিনি যে সমুদায় রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, সেগুলি পুনঃ-প্রাপ্ত হওয়া সম্বন্ধে মহারাজ কোনরূপ আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিবেন না। পরন্তু সর্বপ্রকার সন্দেহের কারণ নিরাকরণার্থে সার ডেভিড অক্টারলোনি লুখিয়ানা পরিত্যাগ করিয়া সৈন্য-সমভিব্যাহারে প্রত্যাগমন করিতে পারিতেন; এবং তথায় তিনি স্থায়ীরূপে সেনানিবাস স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে পারিতেন।^{৫৩} কিন্তু ইংরেজ সেনাপতি পূর্ববর্তী স্থানেই সেনানিবাস স্থাপনের উপযোগিতা বুঝাইতে লাগিলেন; গবর্ণমেন্ট তাহাতে সম্মত হইলেন। তদনুসারে ইংরেজ গবর্ণমেন্ট আপাততঃ কিছুকালের জন্ত পূর্বোল্লিখিত স্থানেই সেনানিবাস স্থাপনের অমুমতি প্রদান করিলেন। এইরূপে লুখিয়ানা ইংরেজদিগের একটি স্থায়ী সেনানিবাস স্থাপিত হইল; তৎসম্বন্ধে কেহই কোনরূপ বাধা প্রদান করিলেন না।^{৫৪}

৫১। ১৮০২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী সার ডেভিড অক্টারলোনি গবর্ণমেন্টকে পত্র লেখেন; এবং ঐ বৎসর ৩শে জুলাই গবর্ণমেন্ট সার ডেভিড অক্টারলোনিকে উত্তর প্রদান করেন; এতলে তাহাই দ্রষ্টব্য। কর্ণেল লরেল বলেন, (Adventure in the Punjab, p. 31. note g) সার চার্লস মেটকাফ অপরাপর রাজ্যের বিষয়ও জানিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। তিনি মহারাজকে বলিয়াছিলেন, ইংরাজদিগের তাত্‌কালিক দাবীকৃত বিষয়ে স্বীকৃত হইলে, মহারাজ যে অল্প কোন স্থানে অধিকারপ্রবেশ করিবেন না, সর্ব বিষয়েই যে নিরপেক্ষ থাকিবেন,—তৎসম্বন্ধে ইংরাজদিগকে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

৫২। ১৮০২ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী, সার ডেভিড অক্টারলোনির নিকট গবর্ণমেন্ট এক পত্র প্রেরণ করেন। এতলে তাহাই দ্রষ্টব্য।

৫৩। ১৮০২ খৃষ্টাব্দের ৩শে জানুয়ারী, ৬ই ফেব্রুয়ারী এবং ১৩ই মার্চ, সার ডেভিড অক্টারলোনিকে গবর্ণমেন্ট পত্র লেখেন। তাহাই দ্রষ্টব্য।

৫৪। ১৮০২ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে, সার ডেভিড অক্টারলোনি গবর্ণমেন্টকে এবং ১৮০২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুন, গবর্ণমেন্ট সার ডেভিড অক্টারলোনিকে পত্র লেখেন। তাহাতে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে।

১৮০১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে স্ত্রার ডেভিড অক্টারলোনি এক বোষণা পত্র প্রচার করিলেন। তাহাতে প্রচারিত হইল,—শতদ্রু পূর্বতীরবর্তী সমুদয় রাজ্য ইংরেজদিগের আশ্রয়ধীন; তাঁহারা সেই সমুদয় রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। লাহোরাধিপতি সেই সকল রাজ্য অথবা আক্রমণ করিলে, ইংরেজ গবর্ণমেন্ট তদ্বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন।^{৫৫} রণজিৎ সিং তখন বুঝিলেন,—ইংরেজ-গবর্ণমেন্টে সত্য সত্যই তাঁহার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে অভিলাষী। তাঁহার ভয় হইল, পাছে পঞ্জাবের অপরায়ন স্বাধীন রাজগণ, ইংরেজ-গবর্ণমেন্টের অধীনতা স্বীকার করিতে উদ্ধুদ্ধ হন, এবং ইংরেজ গবর্ণমেন্টে সম্ভটচিত্তে তাঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করেন। তিনি দেখিলেন,—তাহাতে তাঁহার সাম্রাজ্য-গঠনের সমুদয় আশা-ভরসা সগূলে নির্মূল হইবে। তদ্বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তিনি বিচক্ষণতার সহিত এক মন্ত্রণা স্থির করিলেন। প্রয়োজনানুরূপ, তিনি সমস্ত সৈন্য লইয়া প্রস্থান করিলেন; তাঁহার শেষ-বিজিত রাজ্যসমূহ পরিত্যক্ত হইল। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল, লাহোরের একমাত্র অধিপতি অমৃতসরের এক সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। স্থির হইল,—শতদ্রু নদীর দক্ষিণে যে সমুদয় রাজ্য পূর্বে তিনি অধিকার করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় তাঁহার অধিকারেই থাকিবে; কিন্তু ভবিষ্যতে তাঁহার রাজ্যলালসা শতদ্রু নদীর উত্তর এবং পশ্চিমাভিমুখে সীমাবদ্ধ হইল। তিনি তদ্বৎশবর্তী সমুদয় রাজ্য অধিকার করিতে পারিবেন; কিন্তু সেই সীমা অতিক্রম করিতে পারিবেন না।^{৫৬}

এই সময় শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্তী কতকগুলি শিখ এবং হিন্দু ও মুসলমান রাজা, ইংরেজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; তাঁহারা ইংরেজদিগের আশ্রিত বলিয়া প্রচারিত হইলেন। বিদেশীর শত্রুর আক্রমণ হইতে তাঁহারা কি কি সর্বোত্তম আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন, এক্ষণে সেই বিষয়ের মীমাংসা আবশ্যক হইল। সার ডেভিড অক্টারলোনি প্রতিপন্ন করিলেন,—যখন সর্দারগণ প্রথমে ইংরেজের আশ্রয় প্রার্থনা করেন, তখন ইংরেজদিগের প্রতি তাঁহাদের যে বিদ্বেষ ভাব ছিল, রণজিৎ সিংহের আক্রমণ ভয়ে তাহা বিদূরিত হইয়াছিল। তখন হয়ত তাঁহারা যে কোন প্রস্তাবিত সর্বোত্তম হইতেন; এমন কি, রীতিমত রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকার করিতেও তাঁহারা পশ্চাদপদ হইতেন না।^{৫৭} যখন সেই সর্দারগণ প্রথমে প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তখন ইংরেজ গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। লাহোরে তৎকালে যে দূত প্রেরিত হয়, তাঁহার দৌত-কার্যে সর্দারগণ এক নূতন শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন; ইংরাজদিগের আশ্রয় গ্রহণ, তাঁহারা আর মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের আশ্রয় এক্ষণে অপ্রধান

৫৫। অষ্টম পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। (See Appendix, No viii.)

৫৬। নবম পরিশিষ্টে সন্ধিপত্র দ্রষ্টব্য। মারে বিবরণিত 'রণজিৎ সিং' ৬৭ এবং ৬৮ পৃষ্ঠা। (Compare Murray's 'Runjeet Singh,' p. 67. 78)

৫৭। ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ তারিখে, সার ডেভিড অক্টারলোনি গবর্ণমেন্টকে এক পত্র প্রেরণ করেন। এখানে তাহাই দ্রষ্টব্য।

উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। ইংরেজ-গবর্ণমেন্ট দূর-দেশস্থ কোন বিদেশীয় আক্রমণের ভয়ে যেমন ভীত হইয়াছেন, ইংরাজদিগের সেই ভয় হেতু তাঁহারা পঞ্জাবের স্বেচ্ছাচারীর হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। ফলতঃ, এক্ষণে ইচ্ছা করিয়া কেহ আর আশ্রয়-প্রার্থী হন না। তখন যে নীতি অমুসৃত হইয়াছিল, তাহাতে হয়, ইংরাজগণ তাঁহাদিগকে আশ্রিত বলিয়া স্বীকার করিবেন; না হয়, তাঁহারা শত্রুমধ্যে পরিগণিত হইবেন।^{৫৮} সার ডেভিড প্রতাপন করিতে লাগিলেন,—সেই বিশ্বাসেই রাজত্ববন্দ আশা করিয়াছিলেন, স্বেচ্ছাপূর্বক আশ্রয় প্রদত্ত হইবে। এদিকে গবর্ণমেন্ট নতুন আশ্রয়ার্থী রাজাদিগের সম্বন্ধে উদার-নীতি অবলম্বনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পরিশেষে ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে, এক ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল। স্থির হইল,—রণজিৎ সিংহের আক্রমণ সম্বন্ধে সারহিন্দ এবং মালোয়ার সর্দারগণ প্রতিভূস্বরূপ রহিলেন; রণজিৎ সিং কোন সময় তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলে, ইংরাজ গবর্ণমেন্ট তাঁহাদিগকে সাহায্য প্রদান করিবেন; সর্দারগণ আপনাপন রাজ্যে একাধিপত্য করিবেন, তাঁহারা স্বাধীন রহিলেন; তাঁহাদিগকে কোনরূপ কর প্রদান করিতে হইবে না। কিন্তু যুদ্ধ-সময়ে ইংরাজ-গবর্ণমেন্টকে তাঁহারা সাহায্য প্রদান করিবেন। আরও অনেকাধিক সর্ত সব্যস্ত হইল; কিন্তু এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিম্নয়োজন।^{৫৯}

রণজিৎ সিংহের আক্রমণ-ভয় হইতে মুক্ত হইতে না হইতেই, কলহপ্রিয় দুর্দান্ত সর্দারগণ পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন; কেহ কেহ বা আপনাদিগের অপেক্ষা হীনবল পারিপার্শ্বিক রাজগণের প্রতি অত্যাচার-উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়া দিলেন। সেই সদারদিগকে সম্পূর্ণরূপে ইংরাজদিগের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিতে গবর্ণর জেনারেল পূর্বাপর অনিচ্ছুক ছিলেন।^{৬০} কিন্তু মিঃ মেটকাফ প্রতিপন্ন করিলেন,—সেই সকল সদারের প্রত্যেককেই প্রত্যেকের অযথা আক্রমণ হইতে রক্ষা করা আবশ্যিক; এবং তাহাদিগের সকলকেই সমরূপে রণজিৎ সিংহের আক্রমণ হইতে মুক্ত করিতে হইবে। সেই মর্মে সম্প্রতি স্বতন্ত্র ঘোষণাপত্র প্রচার করা কর্তব্য। তিনি আরও বলিলেন,—তাঁহাদিগের বিপদ নিরাকরণেরে এতটা নিশ্চয়তা প্রদত্ত না হইলে, উৎপীড়িত ব্যক্তিবর্গ বাধ্য হইয়া

৫৮। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে, গবর্ণমেন্ট দিল্লীর রেসিডেন্টকে এক পত্র লেখেন; এখানে তাহাই উল্লেখ। বারন হাগেল ('ত্রমণ বৃত্তান্ত,' ২৭৯ পৃঃ—Travel's, p. 279.) বলেন,—স্বার্থ-সাধনের উদ্দেশ্যেই অমুসৃতঃ ইংরাজগণ পক্ষাবলম্বন করিয়া রাজকার্যে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মতে,—স্বাধীনতা-রাধিকারী অভাবে সমুদয় রাজ্য গ্রাস করিয়া, তাহার উপস্থিত ভোগ-দখল করা—ইংরাজদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সর্দারগণ পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়ায়, উত্তরাধিকারী অবর্তমানে ধনসম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হওয়ার পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। যাহা হউক, পরবর্তী সময়ে রাজ্যগ্রাসের উৎকট অভিলাষ জন্মিয়াছিল। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে সেই লালসার বণবতী হইয়া ইংরাজগণ কার্য করেন নাই।

৫৯। দশম পরিশিষ্টে উল্লেখ্য। (See Appendix, No. x.)

৬০। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল, সার ডেভিড অক্টারলোনিব বরাবর গবর্ণমেন্ট এক পত্র প্রেরণ করেন। এখানে তাহাই উল্লেখ্য।

লাহোরাধিপতির আশ্রয় গ্রহণ করিবেন; তাঁহাদের মনে হইবে— তিনিই আশ্রয় প্রদানকর একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। নববলে বলীয়ান হইয়া, লাহোরাধিপতি বিজ্রোহ-দমনের স্বযোগ পাইবেন; তদ্বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধিলাভও অবশ্যজ্ঞাবী।^{৬১} সকলেই সেই মতের যাবার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিলেন,—সকলেই সেই মত সমর্থন করিলেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট দ্বিতীয় বোষণাপত্র প্রচারিত হইল। তাহাতে সর্দারদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল; কেহ কাহারও রাজ্য অথবা আক্রমণ না করেন,—ইংরাজ-গবর্ণমেন্ট তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকেও সাবধান করিয়া দিলেন। তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদত্ত হইবে, এবং রণজিং সিংহের আক্রমণে তাঁহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন—সে সম্বন্ধেও সর্দারদিগকে আশ্বস্ত করা হইল।^{৬২} এইরূপ বোষণা প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও, বিবাদ-বিসম্বাদ, অত্যাচার-উৎপীড়ন এবং অথবা রাজ্য-আক্রমণ সহজে মিটিল না। শ্রার ডেভিড অক্ট'রলোনির আগমনে যোধ সিং খালসিয়া নানারূপ অছিলায় ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত সন্ধিস্থাপনে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সময়ে তিনি বলপূর্বক কতকগুলি রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে দমন করিতে সৈন্য প্রেরণের আবশ্যক হইল। যোধ সিং যে সকল স্থান বলপূর্বক অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার পুনরুদ্ধার-সাধনই সেই অভিযানের উদ্দেশ্য।^{৬৩}

দক্ষিণ প্রদেশস্থ 'মালোয়া, শিখদিগের ইতিহাসে, সাধারণ পাঠক-দিগের কৌতূহলপ্রদ ঘটনাবলীর অসম্ভাব না হইতে পারে; ভারতের শাসনসম্পর্কে যাহারা জ্ঞানলাভেচ্ছ, সে ইতিহাসে তাঁহাদেরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় বিবৃত থাকিতে পারে; এস্থলে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা নিম্নয়োজন। এক্ষণে ইংরাজ কর্মচারিগণ কয়েকটি গুরুত্বের সমস্তাঙ্গর্ণ বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ প্রশ্ন উঠিল,—সমশক্তিসম্পন্ন রাজগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে, সেই বিবাদে যোগদান করা কর্তব্য কিনা; দ্বিতীয়তঃ, প্রাদেশিক রাজগণ এবং তাঁহাদের মিত্র-রাজগণ অথবা অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গ বা

৬১। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন, গবর্ণমেন্টের বরাবর মিঃ মেটকাফ যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহাঃই বিষয় উল্লেখ করা হইতেছে।

৬২। একাদশ পরিশিষ্টের বোষণা-পত্র দ্রষ্টব্য। (See the Proclamation, Appendix, No. xi.)

৬৩। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর, দিল্লীর রেনিডেন্ট রাজাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিতে, আঞ্চালার প্রতিনিধির নিকট এক আদেশ-পত্র প্রেরণ করেন। সাময়িক ব্যবস্থারূপ ৬৫ হাজার টাকা সেই রাজার নিকট হইতে আদায় করিতে আঞ্চালার প্রতিনিধি আদিষ্ট হন। তৎকালে, কিছুকাল পূর্বে সেই পরিবারের প্রধান ব্যক্তি যোধ সিং মূলতান অধিকার করিয়া, রণজিং সিংহের সৈন্য সমভিষাঘারে প্রত্যাঘর্ষন করেন। মহারাজ তাঁহাকে বিশেষ অঙ্গীকার করিতেন। আশ্রিত শিখগণ এবং ইংরাজ কর্মচারিগণ উত্তরাধিকারিত্বের নিয়ম সম্বন্ধে ভিন্ন মত অবলম্বন করিয়াছেন ভাবিয়া, তিনি অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি স্বয়ং 'ক্রোড়াসিংঘিয়া' মিছিলের অধিনায়ক বলিয়া বোষণা করিলেন, এবং নিঃসন্তান জ্যাংগীরদার-গণের উত্তরাধিকারী বলিয়া দাবী করিলেন। বাহা ইউক, এক্ষণে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সেই সমস্তাঘারের প্রকৃত এবং উপযুক্ত অধিনায়ক-রূপে দণ্ডায়মান হইলেন।

সর্দারদিগের মধ্যে পরস্পর মনোমালিন্য হেতু বিবাদ বিসংবাদ সংঘটিত হইলে, সে ক্ষেত্রেই বা ইংরাজ-গবর্নমেন্ট কোন নীতি অবলম্বন করিবেন ;—সে সকল স্থলে তাঁহাদিগকে বাধা প্রদান করা কর্তব্য কিনা, ইত্যাদি বিষয় মীমাংসার জন্য ইংরাজ-গবর্নমেন্ট মনোযোগী হইলেন। বিভিন্ন জাতির বিভিন্নরূপ সামাজিক রীতি-নীতির সহিত হিন্দুদিগের উত্তরাধিকারি-বিষয়ক প্রচলিত নিয়মসমূহের সামঞ্জস্য বিধান করিতে, তাঁহারা অশেষ পরিশ্রম করিলেন ;—ভিন্ন ভিন্ন জাতির সামাজিক প্রথা অনুসারে, উত্তরাধিকারিদের প্রাচীন বিধিসমূহ প্রবর্তিত করিতে চেষ্টা করিলেন। কৃষিজীবী শিখজাতি সহসা রাজ্যাধিকারি হওয়ায়, তাহাদের সম্বন্ধে হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে উত্তরাধিকারিদের নিয়ম নির্দেশ করিতে বিশেষ চেষ্টিত হইলেন। উত্তরাধিকারী অবর্তমানে সম্পত্তির কিরূপ বন্টন হওয়া উচিত—তাহা মীমাংসার জন্যও ইংরাজ-গবর্নমেন্ট বিশেষ চেষ্টা করিয়া ছিলেন। তাঁহাদের মনে হইয়াছিল,—ব্রিটিশ জাতির নাগরিক (মিউনিসিপাল) বিধি বিধানই শ্রেষ্ঠ ; অশ্রিত ব্যক্তিবর্গের রক্ষার জন্য তাহারা যে সাহায্য করিতে প্রস্তুত তদ্বারা তাহারা প্রত্যাশার আশা করিতে পারেন। তাহারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন,—স্বগোত্রজ বা সপণ্ডিত উত্তরাধিকারীদের অস্বাধিকার সীমাবদ্ধ ; সম্পত্তিতে তাহাদের জীবনসম্ব। তাহারা কোন রাজস্ব প্রদান করেন না, তাহাদিগের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। রাজস্ব আদায় না করাতে বুঝিতে হইবে যে, সম্পত্তিকে অতি সহজেই ধ্বংস করিয়া লওয়া যাইতে পারে। শিখ রাজ্যের এবং ইংরাজ রাজ্যের সাধারণ সীমা নির্দেশ করাও তাহাদের আর একটি অনিবার্য কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। এক্ষণে কোন কোন স্থলে তাহারা রণজিৎ সিংহের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলেন। তাহারা এক্ষণে প্রতিপন্ন করিতে চাহিলেন—অধুনা কোন প্রধান নগর অধিকৃত হইলেই, তৎসংলগ্ন পারিপার্শ্বিক গ্রাম ও জনপদ সমূহে নুতন স্বত্ব জন্মিবে ; সেই সমুদয় স্থান স্থানীয় শাসন-কর্তাদিগের রাজধানী মধ্যে পরিগণিত হইবে। অধীনস্থ ব্যক্তিগণ কতকগুলি পতিত জমি দখল করিয়া তাহাতে চাষ আবাদ করিতেছিল, সেই সকল জমি রাজার অধিকৃত বলিয়া ঘোষিত হইল। তাহারা এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে নাগরিক (মিউনিসিপাল) শাসন-নীতি বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রিটিশ প্রজাগণের নিকট হইতে অপহৃত সম্পত্তিসমূহের জন্য তাহারা ক্ষতি-পূরণের দাবী করিলেন ; অপরাধীদের আত্ম-সমর্পণের জন্য জরিদ করিতে লাগিলেন। পূর্বতন বিচার-পদ্ধতি পুনরায় প্রচলিত হইবার ব্যবস্থা হইল ; পরস্পর আদান-প্রদানের নিয়ম প্রবর্তিত হওয়ায়ও সেই পূর্ব নীতি দূর হইল না। ব্রিটিশ প্রজার হৃত-সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ দাবী করা সম্বন্ধে এবং অপরাধিগণের আত্মসমর্পণ বিষয়ে পূর্বে বিচার-ব্যবস্থায় যে ঘেচ্ছাচার-নীতি অবলম্বিত হইত, এক্ষণে সেই সমস্ত বিষয়ের আদান-প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও পূর্বনীতি সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইল না। প্রাগলভ্য এবং অবিবেচক কর্মচারিগণের যথেষ্ট কার্যকলাপে বৃহৎ সাম্রাজ্যের শাসন-নীতি এবং বিচার-ব্যবস্থা অনেক সময়ে নিপাতাজন এবং ভ্রমবুলক বলিয়া কথিত হয় ;—সাধারণে তৎপ্রতি পূর্বাগরই দোষারোপ করিয়া থাকে। সেই সকল কর্মচারী মনে করেন, অপরের

শ্রেষ্ঠ শক্তি হ্রাস করিতে পারিলেই, তাঁহাদের প্রভুর জটিল স্বার্থ হুচাকুরুরূপে সিদ্ধ হয়। তাঁহাদের বিশ্বাস,—আপন প্রভুর রাজ্যের মঙ্গল বিধানার্থে কোন হুবিধা প্রাপ্ত হইলেই, তাঁহাদের নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্যোগ প্রশস্ত হইবে। আপনাপন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই তাঁহারা সর্বপ্রকার হুবিধা অন্বেষণ করেন। এই সকল কার্য-কলাপের জন্য কেবল নিষ্পাদন কৰ্মচারীগণই অপরাধী নহেন; ভারতীয় আভ্যন্তরীণ শাসন-নীতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করা কর্তব্য। এক্ষণে সর্ব-সামঞ্জস্য-ব্যঞ্জক, শ্রায়সঙ্কত এবং যুক্তিপূর্ণ বিধি-বিধান প্রবর্তনের এবং শাসন-দণ্ড পরিচালনের আবশ্যক। শিখদিগের রাজ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতাই, ভ্রম এবং মনোদুঃখের কারণ। তদ্বিশেষে ইংরাজদিগের কোনরূপ অভিজ্ঞতা না থাকায়, পরিশেষে তৎসম্বন্ধে তাঁহারা ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, এবং তাহাই তাঁহাদের মনস্তাপের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।^{৬৪} ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্তার ডেভিড অক্টারলোনি ‘মারকুইস অব হেষ্টিংসের’ নিকট অকপটে স্বীকার করিয়াছিলেন,—ভ্রম-বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই, তিনি ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন,—তখন শত্ৰু এবং যমূনার মধ্যবর্তী প্রদেশ-সমূহে কয়েকজন মাত্র শক্তিশালী সর্দার বর্তমান ছিলেন; তাঁহারা সেই সকল রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণের জন্য দায়ী, তাঁহাদের উপরই শাস্তি-রক্ষার দায়িত্ব নির্ভর করিতেছে। তিনি বুঝিলেন, ‘মিছিল’ গঠনের সময় হইতেই তাহাদের ভিত্তিতে দোষ স্পর্শ করিয়াছিল। এক্ষণে সেই সকল ‘মিছিল’ বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, আমের সার সময় হইতে শিখগণ যে স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছিল, এখন তাহারা সেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই অবলম্বন করিয়াছিল। রাজগণের মধ্যে পরস্পর কি সম্বন্ধ ছিল, এবং তাঁহারা সকলে আবার ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত কিরূপ সম্বন্ধসমূহে আবদ্ধ সেই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াই, শিখ-জাতির অবস্থা-বিশেষের প্রতি ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্ট সেরূপ মনোবাগ করেন নাই।^{৬৫} আপনাদিগের ন্যায়

৬৪। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মে তারিখের গোপনীয় পত্রাঙ্গিতে এই বিষয়ের অনেক আলোচনা হইয়াছিল।

৬৫। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সভাপতি বলিতে হইবে যে, কাপ্তেন মারে, মিঃ ক্লার্ক, স্তার ডেভিড অক্টারলোনি এবং লেফটনার্ট কর্ণেল ওয়েডের দ্বারা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগণ শত্ৰুর উদ্ভয় পাশের শিখ-রাজ্যে বহুকাল প্রতিনিধিরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহারা পরস্পর ভিন্ন-মতাবলম্বী হইলেও ইংরাজ-রাজত্বের মঙ্গলবিধানার্থে একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য করিতেন। তাঁহারা আপনাপন সং-স্ভাব এবং প্রভুত্ববলে স্বদেশবাসীর গৌরব-বর্ধন করিয়াছিলেন;—বৈদেশিক সভ্যজাতির প্রাধান্যে তাঁহারা ভারতবাসীর সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বাহাতে বৈদেশিক শাসন-নীতির কঠোরতা আসে অনুভূত না হয়, তদ্বিশেষে তাঁহারা বিশেষ চেষ্টা ছিলেন। বিজয়ী ইংরাজ-বীরপুরুষদিগের মধ্যে স্তার ডেভিড অক্টারলোনি সর্বশ্রেষ্ঠ; উত্তর ভারতের জনসাধারণের মনে সে স্মৃতি চিরকাল বর্তমান থাকিবে। যে সকল নরপতি ইংলণ্ডের বিশাল শক্তির অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারাও স্তার ডেভিড অক্টারলোনিকে বিশেষ ভালবাসিতেন; তিনি সৈন্তগণেরও চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

সমপরিমাণ অসভ্যজাতি সমূহের মধ্যে শিখ-জাতি বিশেষ উন্নতি লাভ করিতেছিল। যখন ইংলণ্ডের বিস্তৃত বিশাল শক্তি তাহাদিগের গতিরোধ করে, তখন তাহারা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। তাহারা রাজনীতি সম্বন্ধে পরিমিতাচার অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন; স্বাধীনতা এবং যথেষ্টচারের বিরুদ্ধবাদী হইয়া, জনসাধারণ বাহাতে সাম্য-ভাব অবলম্বন করে, তাহারা তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এতদ্ব্যতীত, অধীনস্থ নিয়ন্ত্রণের কর্মচারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ বিশেষ বিশেষ কার্যে নিযুক্ত হইতেন; কেহ কেহ আবার স্থানীয় শাসনকার্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাহারা সকলেই স্বার্থ সাধনোদ্দেশ্যে আপাতমধুর এবং অধিকতর সুবিধাজনক বিষয়েই আসক্ত হইতেন। বাহাতে স্বার্থ-সাধন অবশ্যজ্ঞাবী, সাধারণের অজ্ঞিতিকর হইলেও, সেই সকল কার্য সম্পাদনেই তাহারা তৎপর হইতেন। তাহারা ক্রমিৎ স্বচতুর এবং গ্রাম্যপদ শাসনকর্তা হইতে পারিতেন; যাহারা বহুদর্শন ও বহুগ্রন্থ-পাঠে জ্ঞানার্জন করিয়াছেন, এই সকল শাসনকর্তৃগণ কখনই তাহাদের সমকক্ষতা লাভে সমর্থ হইতেন না। বাহা হউক, তাৎকালিক হৃদয় এবং কার্যক্ষম কর্মচারিগণও সাময়িক সুযোগের সম্ভাবহার করিয়াছেন বলিয়া, তাহাদের স্বাভাবিক প্রতিভা কেহই উপলব্ধি করিতেন না। সুতরাং মন্ত্রিগণের অনুপস্থিতি-কালে শ্রেষ্ঠ রাজশাস্তি কোন গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে অভিলাষী হইলে, তাহাকে কাজে কাজেই গবর্নমেন্টের স্থানীয় প্রতিনিধিগণের উপরই প্রদানতঃ নির্ভর করিতে হইত। বস্তুতঃ, মঙ্গল-বিধানার্থেই হউক, আর অনিষ্টসাধনোদ্দেশ্যেই হউক, সেই সকল কর্মচারী পক্ষপাতিত্ব করিতেন, অথবা একদেশনশী হইতেন। গ্রন্থকার অতি অল্পকাল মাত্র কার্যে নিযুক্ত ছিলেন; তৎকালে একটি বিচার-সভা বা সংশোধনকারী মন্ত্রিসভা ছিল। গ্রন্থকার উজ্জ্বল কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনেক কারণ অনুভব করিয়াছিলেন। তাহারা কুঞ্জ-বাটিকা-পূর্ণ বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া সর্বপ্রকার কার্যপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করিতে পারিতেন। রাজনীতি এবং জ্ঞানপত্রতার সর্ববাদিসম্মত নীতি অনুসারে সর্বপ্রকার উদ্দেশ্যই তাহারা বিচার করিতে সক্ষম ছিলেন। ভারতে ইংরাজ-প্রাধিকারের সহিত তাহাদের কি সম্বন্ধ ছিল, তাহারা তাহাও উপলব্ধি করিতে পারিতেন। ভারতে ইংরাজদিগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, কার্যাবলীর নিশ্চয়তা, এবং একতা-বিধান আবশ্যক। তাহাদিগের সহিষ্ণুতা অবলম্বন প্রয়োজন; এবং সাধারণের উপযোগী করিয়া শাসননীতি প্রবর্তন করা কর্তব্য। বাহাতে সেই সকল শাসননীতির কঠোরতা অনুভূত না হয়, তদ্বিষয়েও তাহাদের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

অষ্ট পরিচ্ছেদ

রঞ্জিং সিংহের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হইতে মূলতান, কান্দীর এবং
পেশোয়ার বিজয়।

১৮০৯—১৮২৩-২৪।

[রঞ্জিং সিংহ এবং ইংরাজদিগের পরস্পর অবিবাস ক্রমশঃ বিদূরিত হইল ;—রঞ্জিং এবং গুর্খাগণ ;—রঞ্জিং সিং এবং কাবুলের ভূতপূর্ব সম্রাটগণ ;—রঞ্জিং সিং এবং কাবুলের উজীর ফতে খাঁ ; রঞ্জিং সিং বা সা হুজা কেহই কান্দীর অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন না ;—ফতে খাঁর নিধনসাধন ;—রঞ্জিং সিংহের মূলতান আক্রমণ, পেশোয়ার লুণ্ঠন, কান্দীর অধিকার এবং সিদ্ধু তীরস্থিত ‘ডেরাজাত’ প্রদেশ রাজ্যভুক্ত করণ ;—আফগানদিগের পরাজয়, পেশোয়ার হইতে রীতিমত রাজস্ব গ্রহণ ;—কাবুলের মহম্মদ আজিম খাঁ এবং কটোচের সংসার চাঁদের মৃত্যু ;—রঞ্জিং সিংহের অপ্রতিহত ক্ষমতা ও প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠা ;—১৮১৮-২১ খৃষ্টাব্দে সা-হুজা কর্তৃক ভারত আক্রমণ ;—নাগপুরের আশ্রয় সাহেব ;—পরিব্রাজক মুরক্রকট ;—রঞ্জিং সিংহের শাসন-প্রণালী, রঞ্জিং সিংহের ক্রুটি-বিদ্রূতি এবং শিখদিগের পাপাচার ;—রঞ্জিং সিংহের অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিগণ এবং তাঁহার বিশ্বাসী ভৃত্য বা কর্মচারিগণ ।]

বৃটিশ গবর্ণমেন্ট, রঞ্জিং সিংহের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। দেশে শান্তি স্থাপিত হইল ; রঞ্জিং সিং মিজভা-স্বত্বে আবদ্ধ হইলেন। লোকের মনে সহজে বিশ্বাস বন্ধমূল হয় না ; ক্রমবর্ধিস্থ পাদপের ত্রায় বিশ্বাস অতি ধীরে ধীরে জন্মিয়া থাকে। বাহ্যিক বাদ-প্রতিবাদে সন্দেহ এবং অবিশ্বাস সচরাচর বিদূরিত হয় না। মহারাজের সহিত যখন সন্ধি স্থাপনের আয়োজন চলিতেছিল, তখন ইংরাজ-কর্তৃপক্ষগণ নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিলেন, মহারাজ সিদ্ধিয়ার নিকট সন্ধি-প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন।^১ তাঁহার রাজধানী লাহোরে কয়েক বৎসর ধরিয়া গোয়ালিয়র, হোলকার এবং আমীর খাঁ প্রভৃতির প্রতিনিধি-গণ প্রকাশ্যভাবে যাতায়াত করিতে লাগিলেন।^২ তদ্বিষয় সকলেরই নয়নপথে পতিত হইল। পঞ্জাব এবং দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন জাতি একতা-স্বত্বে আবদ্ধ হইয়া বিদেশীয় বিজেক্ত-বৃন্দকে বিভাড়িত করিতে উদ্বুদ্ধ হইবে,—তাঁহাদের প্রভুগণ বহু কাল সেই আশার কুহকে মূঢ় হইয়া কালযাপন করিলেন। ইংরেজ শাসনকর্তৃগণের আরও বিশ্বাস জন্মিল,—সারহিল্লের শিখগণ স্বহাতে ইংরাজদিগের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া তাঁহার পক্ষ

১। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন, দিল্লীর রেসিডেন্ট, স্তার ডেভিড অক্টারলোনির বরাবর সেই মর্মে এক পত্র প্রেরণ করেন।

২। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর, স্তার ডেভিড অক্টারলোনি, গবর্ণমেন্টের বরাবর সেই মর্মে পত্র লেখেন। এবং ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই, ৬ই ও ৭ই ডিসেম্বর এবং ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ৫ই ও ৩০শে জানুয়ারী এবং ২২শে অক্টোবরের পত্র দ্রষ্টব্য।

অবলম্বন করে, রণজিৎ সিং তদ্বিষয়ে শিখদিগকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিতেন হইয়াছেন ; তাঁহার এবং হোলকারের পক্ষ অবলম্বন করিয়া আশ্রয়দাতাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে, তিনি শিখদিগকে পরামর্শ প্রদান করিতেছেন।^৩ অস্ত্রাস্ত্র বিশেষ বিশেষ ঘটনা-বলীও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। সার ডেভিড অক্টারলোনির গ্যায় স্বচতুর সেনানায়কও ভাবিয়া দেখিলেন,—এরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সঞ্চয় করিয়া রাখা কর্তব্য, এবং লুণ্ঠানায় সেনানিবাস স্থাপন করিয়া বাধা প্রদানের জন্য প্রস্তুত থাকা বিধেয়।^৪ এদিকে রণজিৎ সিংহের মনেও সেইরূপ অবিশ্বাস এবং সন্দেহ জন্মিল। কিন্তু রণজিৎ সিংহের অবিশ্বাস সচরাচর প্রকাশ পাইত না ; তাঁহার ব্যবহারেও সে সব কিছুই বুঝা যাইত না। তবে সময়ে সময়ে অনিশ্চিত এবং দ্ব্যর্থবোধক কথাবার্তায় তাঁহার মানসিক অবিশ্বাস এবং সন্দেহের ভাব প্রকাশ হইয়া পড়িত ; কখনও বা কার্যপ্রণালী এবং পত্রাপত্রের নিয়ম হইতে তাঁহার অবিশ্বাসের বিষয় প্রতিপন্ন হইতে পারিত ; তাঁহার কার্যকলাপ এবং আচারব্যবহার হইতেও তাহা কতক পরিমাণে উপলব্ধি হইত ; কখনও বা পদগোরবহেতু তাঁহার সে অবিশ্বাস প্রকাশ হইয়া পড়িত। কিন্তু তাঁহার প্রকাশ্য আলাপ অথবা বাদ-প্রতিবাদ হইতে তাঁহার মানসিক ভাব-ভঙ্গি কিছুই উপলব্ধি হইত না। উভয় রাজ্যের মধ্যে পরস্পর যে সন্দেহ এবং অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাহা ধীরে ধীরে ক্রমশঃ বিদূরিত হইল। তখন রণজিৎ বুঝিলেন,—শতদ্রু নদী অতিক্রম করিয়া, তিনি নির্বিঘ্নে আপন রাজ্য-বিস্তার করিতে সমর্থ। তিনি ইংরাজদিগকে বুঝাইলেন, যখন তিনি অস্ত্রাস্ত্র দেশ জয় করিতে ব্যাপৃত থাকিবেন ; হুতরাং দক্ষিণ-প্রদেশস্থ কলহ-প্রিয় মিত্র রাজগণের কার্য-কলাপে হস্তক্ষেপ করিয়া তিনি ইংরাজদিগকে বিব্রত করিবেন না। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে গবর্নর-জেনারেল এবং মহারাজ উভয়ের মধ্যে উপহার আদান-প্রদান হইল।^৫ পর বৎসর মহারাজ-কুমার খজা সিংহের বিবাহোৎসবে স্তার ডেভিড অক্টারলোনি যোগদান করিয়া, মহারাজের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন।^৬ সেই সময় হইতে শিখ যুদ্ধের এক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত শিখ-আক্রমণের অকিঞ্চিৎকর জনরবে একমাত্র কার্যনিরত অলস ব্যক্তিগণেরই আনন্দ-বর্ধন হইত ; সরল-বিশ্বাসিগণ ভয়ে অভিভূত হইতেন। কিন্তু ইংরাজ রাজ-প্রতিনিধি গবর্নর-জেনারেল তাহাতে অণুমাত্র বিচলিত হইতেন না।

৩। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী গবর্নমেন্টের বরাবর স্তার ডেভিড অক্টারলোনির পত্র দ্রষ্টব্য।

৪। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর এবং ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর, স্তার ডেভিড অক্টারলোনি সেই মর্মে গবর্নমেন্টকে এক পত্র লেখেন।

৫। এই সময়ে লাহোরে একখানি গাড়ী প্রেরিত হয়। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারী ফিল্লীর রেসিডেন্ট, সার ডেভিড অক্টারলোনিকে এবং ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর, সার ডেভিড অক্টারলোনি গবর্নমেন্টকে যে পত্র লিখেন,—তাহাই দ্রষ্টব্য।

৬। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই এবং ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী স্তার ডেভিড অক্টারলোনি গবর্নমেন্টকে যে পত্র দিরাছিলেন—তাহা দ্রষ্টব্য।

মিঃ মেটকাক লাহোর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার প্রত্যগমনে রণজিৎ সিং লুধিয়ানার সম্মুখবর্তী ফিলোরের সীমান্ত স্থান এবং অমৃতসরের গোবিন্দগড় নামক দুর্গ স্বত্বাধীন এবং সুরক্ষিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; তাহাই তিনি প্রধান কর্তব্য বলিয়া নির্ধারণ করিলেন। শিখজাতির ধর্মস্থান সেই রাজধানী অধিকার করিয়াই, রণজিৎ সিং সেই দুর্গ নির্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।^১ সেই সময় কটোচের সংসার চাঁদ গুখাঁদিগকে দমন করিতে রণজিৎ সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। গুখাঁদিগের সহকালাবধি কাণ্ডুড়ার দুর্গ অবরোধ করিয়া অবস্থান করিতেছিল; এক্ষণে তাহাদের অশিষ্টি আক্রমণ অসহনীয় হইয়া উঠিল। রাজপুত্ররাজ যমুনা হইতে বিস্তৃত নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তারের মনস্থ করিয়াছিলেন। এক্ষণে গুখাঁদিগের আক্রমণে তাঁহার সেই স্বপ্ন-স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। গুখাঁদিগকে বিভাড়িত করাই সংসার চাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল; সেই উদ্দেশ্য-সাধন কল্পেই তিনি রণজিৎ সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। রণজিৎ সিংহের সাহায্য প্রদানের পুরস্কার স্বরূপ সংসার চাঁদ, শিখ রাজকে কাণ্ডুড়ার দুর্গ প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু ইত্যবসরে সংসার চাঁদ এক বিশ্বাসঘাতকতার কার্য করিলেন। তিনি গুখাঁদিগকে রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের উপযোগিতা বুঝাইয়া তিনি দুর্গ-প্রবেশের আশা করিলেন। তিনি নেপাল-সেনাপতির নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে দুর্গ প্রদানের অঙ্গীকার করিলেন। সত্য হইল,—তাঁহাকে সপরিবারে নির্বিঘ্নে প্রস্থান করিবার অনুমতি প্রদান করিলে, তিনি নেপাল-সেনাপতির হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিবেন। মহারাজ সংসার চাঁদের সকল অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। তিনি মিত্র-পুত্রকে বন্দী করিলেন, এবং নানারূপ চতুরতা সহকারে কাঠমাণ্ডু সেনাপতিকে প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে উমার সিং খান্না তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিলেন,—উভয় সৈন্য মিলিত হইয়া পর্বতবাসীদিগকে আক্রমণ করিবে; এবং তিনি কাণ্ডুড়া দুর্গ অধিকার করিয়া লইবেন, অথবা লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে গুখাঁদিগের অংশ বলিয়া দুর্গটি তাঁহাকেই সমর্পণ করা হইবে। মুক্তি প্রদানের ভাব প্রকাশ করিয়া মহারাজ সহসা দুর্গ প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন; কিন্তু তিনি দুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন। সংসার চাঁদের সকল আশা নিমূল হইল; উমার সিং প্রতারিত হইলেন। এইরূপে প্রতারিত হইয়া উমার সিংহ আপন দুর্দৃষ্টের জন্য উচ্চকণ্ঠে বিলাপ করিতে করিতে শতদ্রু অতিক্রম করিয়া প্রস্থান করিলেন।^২ কার্য-

১। মারে-বিরচিত 'রণজিৎ সিং', ৭৬ পৃষ্ঠা। (Compare Murray's 'Runjeet Singh,' p. 76)

২। মারে-বিরচিত রণজিৎ সিং, ৭৬, ৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। মহারাজ কান্ডে গুজরকে বলিয়াছিলেন,—গুখাঁদিগের সাহায্য মিলিত হইয়া অংশ-গ্রহণে অভিলাষী। কিন্তু তিনি মনে করেন, তাহাদিগকে পক্ষাঘাত হইতে বিভাড়িত করাই বিধেয়। (১৮০১ খৃষ্টাব্দে গুজর গবর্ণমেন্টকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা দ্রষ্টব্য।)

কুশল নেপাল-সেনাপতি অতঃপর আপন সৈন্তদলের পশ্চাত্তাগস্থিত কতকগুলি বিদ্রোহ দমন করিলেন। কিন্তু কাউড়া অধিকার করিতে না পারিয়া, লঙ্কা এবং যুগার দারুণ বৃশ্চিক-দংশনে তিনি জর্জরীভূত হইতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি স্তার ডেভিড অক্টারলোনির নিকট এক প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন ;—তাহারা উভয়ে মিলিত হইয়া, সৈন্ত সমভিব্যাহারে সিদ্ধনদ অভিমুখে যাত্রা করিবেন ; পার্বত্য প্রদেশসমূহ এবং সমতল ভূমি অধিকার করিয়া তাহারা স্বতন্ত্ররূপে বিভাগ করিয়া লইবেন, যিনি যাহা অধিকার করিবেন, তাহার অধিকারে সেই স্থানই থাকিবে।^৯ রণজিৎ সিং ইংরাজদিগের সাম্য-নীতি এবং ভিন্ন-জাতি বিষয়ক বিধি-বিধান কিছুই অবগত ছিলেন না। তাহার মনে হইল, তাহার উচ্চাভিলাষ ইংরেজগণ কর্তৃক সীমাবদ্ধ হইয়াছে ; তিনি অনিচ্ছাসহে তাহাদিগের সে প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে কোন না কোন ছল করিয়া নেপালের মিত্রগণ তাহার ক্ষমতা হ্রাস করিতে হস্তচিন্তে অগ্রসর হইবেন। মহারাজ রণজিৎ সিং সেই ভাবনা ভাবিয়া আকুল হইলেন ;—তাহার মনে যুগপৎ ভয়-বিস্ময়ের ঘোর বিভীষিকা উদয় হইতে লাগিল। তিনি প্রচার করিলেন,—উমারসিং খান্না যে সর্বের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তিনি সেই সর্বের উমার সিংহের সহিত মিলিত হইতে প্রস্তুত আছেন। এদিকে গবর্নর-জেনারেল তাহাকে উত্তরে জানাইলেন,—পার্বত্য-প্রদেশে আক্রমণকারী গুর্খাদিগের শান্তিবিধান জ্ঞাত কেবল যে তিনিই একাকী শতদ্রু নদী অভিক্রম করিবেন, তাহা নহে ; পরন্তু যদি তাহারা সারহিন্দের সমতল ক্ষেত্র আক্রমণ করে, তাহা হইলে, ইংরাজগণ তাহার সহায়তা করিবেন। উভয় রাজ্যের সীমা-নির্দেশক শতদ্রু নদী প্রকৃতপক্ষে অলঙ্ঘনীয়, গবর্নর-জেনারেলের এই প্রস্তাবে তিনি তাহার আর একটি প্রমাণ পাইলেন। এক্ষণে রণজিৎ সিং অভীষিক্ত স্বীকারোক্তি ও নিশ্চয়তা প্রাপ্ত হইলেন ; সুতরাং পার্বত্য প্রদেশের নিভৃত কন্দরে অভিযানের আবশ্যকতা আর অল্পভূত হইল না ; রণজিৎ সিং তদ্বিষয়ে আর কোন বাক্যালাপ করিলেন না।^{১০} কিন্তু উমার সিং আপন ভাগ্য বিপর্যয়ে বহুকাল দুঃখানলে দগ্ধ হইলেন ; আপন দুর্দাদৃষ্টের বিষ-জ্বালা তাহার মন হইতে সহজে বিদূরিত হইল না। পঞ্জাব আক্রমণের জ্ঞাত তিনি ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়দিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; তাহাদিগকে বিবিধ উপায়ে উত্তেজিত করিয়া স্বপক্ষভুক্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন,—নেপালের সহিত সন্ধি স্থাপনে, ভিন্ন-দেশবাসী সকলেই পরস্পর মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন, অথবা তাহারা উভয়

৯। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এবং ৩০শে ডিসেম্বর স্তার ডেভিড অক্টারলোনি গবর্নমেন্টকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা দ্রষ্টব্য।

১০। ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ২২ই সেপ্টেম্বর, স্তার ডেভিড অক্টারলোনি গবর্নমেন্টের বরাবর এবং ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ২২শে নভেম্বর এবং ৪ঠা অক্টোবর স্তার ডেভিড অক্টারলোনিকে গবর্নমেন্ট যে পত্র লিখিয়াছিলেন,—এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য।

গবর্ণমেণ্টের শক্রমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। তজ্জন্য রণজিৎ সিং অবৈধরূপে কটোচের গুৰ্খা-অধিকার আক্রমণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও সপ্ৰমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন,—অগ্রসর হওয়াই অধিকতর নিরাপদ। শতজ্ঞ অভিযন্ত্রণ করিয়া পরপারে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করা ভিন্ন, ইংরাজগণ আর কি উপায়ে শতজ্ঞ অভিযুক্তে অগ্রসর হইতে পারিতেন? ফলতঃ, ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে এক যুদ্ধ বাধিল। শিখদিগের রাজ্যের অতি সন্নিকটে, পার্বত্য প্রদেশে এবং সমতল-ক্ষেত্রে ইংরাজদিগের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। গুৰ্খাগণ কাশ্মীর অধিকারের আশা পরিত্যাগ করিল; অধিকন্তু তাহারা স্বদেশ কাঠমাণ্ডুর বিষয় ভাবিয়া বিচলিত হইয়া উঠিল। তখন কেহই রণজিৎ সিংহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন না। ইংরাজপ্রতিনিধিগণ সংসার চাঁদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া, গুৰ্খা এবং তাহাদের মিত্ররাজগণের দমনার্থ তাঁহাকেই অত্যাচার করিলেন। এই অবিস্মৃ-কারিতা এবং অবৈধ সাহায্য প্রার্থনার জন্য রণজিৎ সিং বোর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। তার ডেভিড অক্টারলোনি তাঁহাকে জানাইলেন—মহারাজের প্রভুত্ব কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। তাঁহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই স্বীকার করিয়া, ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট অব্যাহতি পাইলেন। বহুদর্শী হিন্দু সর্দার অপর রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ সূত্রে সম্বন্ধ হইবার জন্য কোনরূপ নিষ্ফল প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন না।^{১২}

শতজ্ঞর তীব্রবর্তী উত্তর প্রদেশে রণজিৎ সিংহের রাজ্য দৃঢ় হইল বটে, কিন্তু ১৮১০ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তিনি আর এক নূতন বিপদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তাহাতে

১১। ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে. তার ডেভিড অক্টারলোনি গবর্ণমেণ্টের বরাবর যে পত্র প্রেরণ করেন. এখানে তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে।

১২। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ১লা এবং ২০শে অক্টোবর গবর্ণমেণ্ট, তার ডেভিড অক্টারলোনিকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এতদ্বিষয় সবিশেষ উল্লিখিত হইয়াছে। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর তার ডেভিড অক্টারলোনির বরাবর দিল্লীর রেসিডেন্টের পত্র; এবং ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর তার ডেভিড, রণজিৎ সিংহকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা দ্রষ্টব্য।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে তার ডেভিড অক্টারলোনি সময় সময় জয়লাভ সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছিলেন। অন্ততঃ একবারও তিনি জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার মতে, পার্বত্য প্রদেশে যেকোন যুদ্ধ হইতেছিল ভারতীয় সৈন্তদলের মধ্যে সিপাহী সৈন্ত সেইরূপ পার্বত্য যুদ্ধের বিশেষ অমুপযোগী। (১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর, তার ডেভিড অক্টারলোনি সেই মর্মে গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছিলেন।) এই সকল যুদ্ধে হিন্দুরের (নালাগড়ের) রাজা রামশরণ ইংরাজদিগের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন; তিনি অতিদূর দক্ষতার সহিত সৈন্ত পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইংরাজগণ তাঁহার নিকট অনেক উপকার পাইয়া-ছিলেন। রাজা রামশরণ—হরিচাঁদের বংশধর; হরিচাঁদ গুরু গোবিন্দের হস্তে নিহত হন। বিভিন্ন রাজ্য আক্রমণে তিনি বিশেষ তৎপরতার সহিত সংসার চাঁদের সহায়তা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াই তিনি গুৰ্খাদিগের অব্যাহত গতি প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেই মহামান্য রাজা ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। অন্তিমকাল পর্যন্ত তিনি তার ডেভিড অক্টারলোনির এবং তাঁহার “অষ্টাদশ পাউণ্ডার” কামানের ও সৈন্তের বিশেষ প্রশংসা করিতেন; হিমালয়ের উচ্চ-পার্বত্য-পাশ অভিযন্ত্রণ করিয়া সেই কামানগুলি লইয়া বাণ্ডয়ার পক্ষে রাজা যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহারও তিনি সবিশেষ গুণগান করিতেন।

পুনরায় ইংরাজদিগের সাম্য-নীতির গভীর সমালোচনা আরম্ভ করিলেন ;—তঁাহাদের পরামর্শের স্থির অনুধাবনে প্রবৃত্ত হইলেন । করাসী এবং পারস্ত সম্রাটের আক্রমণ আশঙ্কায়, তাঁহাদিগের গতি প্রতিরোধের জন্য মিঃ এলফিন্‌স্টোন কাবুলের সম্রাট, সা হুজার সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন । সন্ধি স্থাপনের অব্যবহিত পরেই সা হুজার জাভা তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কাবুলের সম্রাট-পদে অভিষিক্ত হইলেন । সা হুজা তাঁহাকেই প্রথমে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন । তিনি স্বচতুর মন্ত্রী, কতে খাঁর হস্তে সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন, এবং সেই দক্ষ মন্ত্রী কতে খাঁ রাজ-কার্য পরিচালনা করিতেছিলেন । তৎকালে মহারাজ ভূজিয়াবাদে ছিলেন ; তত্ত্ব্যত শিখ-সর্দার এই সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন । মৃত শিখের পরিবারবর্গকে বঞ্চিত করিয়া, সেই স্থান অধিকার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য । তৎকালে তিনি জানিতে পারিলেন, সা হুজা পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন । সা হুজার বিশ্বাস ছিল,—কোন না কোন মিত্ররাজ তাঁহাকে সাহায্য প্রদান করিবেন ; কিন্তু তদ্বিষয়ে তিনি কোনরূপ নিশ্চয়তা প্রাপ্ত হন নাই । সা জামানের নিকট রণজিৎ সিংহ, রাজধানী লাহোর নগরী দানশ্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । সেই লাহোর সম্বন্ধে তিনি যেরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এক্ষণে সে সকলই তাঁহার মনে উদয় হইল । তাঁহার মনে ভয় হইল, মুষ্টিমেয় সৈন্যের বিনিময়ে সমগ্র পঞ্জাব ইংরাজদিগের হস্তে সমর্পিত হইবে । তজ্জ্ঞাত তিনি শ্রেষ্ঠ রাজশক্তির একজন প্রতিনিধিকে আপন আয়ত্তাধীনে রাখিতে চেষ্টিত হইলেন ^{১৩} । মুলতান এবং কাশ্মীর পুনরুদ্ধার-করে সাহায্য প্রদান করিবেন, প্রস্তাব করিয়া, রণজিৎ সিং সেই ভূতপূর্ব সম্রাটের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন । রণজিৎ সিং বলিলেন,—হিন্দুস্থান অভিযুগে অধিক দূর অগ্রসর হইতে হইলে, সম্রাটের বিশেষ কষ্ট হইবে ; সুতরাং তাঁহার পথপ্রদর্শন নিবারণার্থ রণজিৎ সিং স্বয়ং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন । ^{১৪} সাহিওয়ালে তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইল ; কিন্তু কোন ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত স্থির-নির্দ্ধারিত হইল না । তখন সিদ্ধি-লাভের আশা, সা'র মনে জাগরিত হইল ; তিনি কতকটা আশাবিত্ত হইলেন । রণজিৎ সিংহের অকপটতায় তাঁহার অবিশ্বাস জন্মিল ; সা তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না । ^{১৫} তাঁহাদের সর্বপ্রকার সম্বন্ধ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইল ; কিন্তু তজ্জাত সন্ধি-স্থাপনের সম্ভাবনা ছিল । কিন্তু মহারাজ তৎপ্রতিক্রিয়া আর কালব্যয় না করিয়া

১৩। ১৮০২ খৃষ্টাব্দের ১০ই এবং ৩০শে ডিসেম্বর স্যার ডেভিড অকটোলোনি, গবর্ণমেন্টকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে ।

১৪। ১৮০২ খৃষ্টাব্দের ৭ই, ১০ই, ১৭ই ও ৩০শে ডিসেম্বর এবং ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী, গবর্ণমেন্টের বরাবর স্যার ডেভিড অকটোলোনির পত্র ত্রুটব্য ।

১৫। সা হুজার আত্ম-চরিত, দ্বাদশ অধ্যায় । (Shah Shooja's Autobiography, chap. xxi.) ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের "কলিকাতার মাসিক পত্রিকা" ত্রুটব্য । (Calcutta Monthly Magazine) সার আত্মচরিত কখনও পুনর্নিখিত হয় নাই । কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে আদিগ্রন্থ সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইয়াছিল ।

প্রত্যাবর্তন করিলেন ; সম্রাটের নাম করিয়া, তিনি মূলতান সমর্পণের জন্য জিন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই স্থান অধিকার করাই, তাঁহার প্রচেষ্টা উদ্দেশ্য ছিল। সেই দুর্গ প্রাচীর ধ্বংসের জন্য লাহোর হইতে রণজিৎ সিং ‘জের জের’ বা ‘ভাকী চৌপী’ নামক প্রসিদ্ধ কামান আনয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা—সকল উদ্যম, ব্যর্থ হইল। বিফলমনোরথ হইয়া তিনি এপ্রিল মাসে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ; তাঁহার সকল গর্ব খর্ব হইল ; একলক্ষ ৮০ হাজার টাকা গ্রহণ করিয়া তিনি দুঃখে ও ক্ষোভে তথা হইতে কিরিয়া আসিলেন।^{১৬} এই সময়ে, গবর্নর-জেনারেল কলিকাতায় ছিলেন ; তদ্রূপে শাসনকর্তা মজঃকর খাঁর সহিত তাঁহার পত্রাপত্র চলিতেছিল। রণজিৎ সিংহ তাহাতে বড় ভাত হইলেন। তাঁহার মনে হইল,—মজঃকর খাঁ, ইংরাজদিগের নিকট বশুভা স্বীকারের প্রস্তাব করিলে, ইংরাজগণ তাঁহার সে প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন। সুতরাং তিনি সার ডেভিড অক্টারলোনির নিকট এক প্রস্তাব উপাধন করিলেন ;—তাঁহাদের ‘মিত্রতা বৃদ্ধি-আবদ্ধ’ শক্তিদ্বয় একযোগে মূলতান আক্রমণ করিবেন ; সেই বিজিত রাজ্য পরে উভয়-পক্ষ সমভাগে বিভাগ করিয়া লইবেন।^{১৭} তখন তাঁহাদিগের মনে হইল, রণজিৎ সিং ইংরাজদিগের দ্বায় অবরোধ-প্রণালী জানিতেন না ; সুতরাং তিনি ইংরাজদিগের নিকট অবরোধকারী সৈন্য এবং আয়েয় অস্ত্রাদির সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। শতদ্রু নদী, উভয় রাজ্যের দক্ষিণ সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছিল ; উত্তরদিকেও সেই নদী রাজ্যের নির্দিষ্ট সীমা মধ্যে পরিগণিত কি না, রণজিৎ সিং তাহাই জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু রণজিৎ সিংহ কিছু তিরস্কৃত হইলেন। ইংরাজগণ রণজিৎ সিংহকে জানাইলেন,—ইংরাজগণ বিনা কারণে, বা বিনা অপরাধে কাহাকেও কখনও আক্রমণ করেন না। কিন্তু অল্প পক্ষে তাঁহাদের পত্রাপত্রের মর্ম অল্প রূপ ছিল। তাহাতে রণজিৎ সিংহের বিশ্বাস হইল,—মূলতান আধিকার সম্বন্ধে তাঁহাকে কেহই বাধা প্রদান করিবেন না।^{১৮}

রণজিৎ সিংহের সহিত সাক্ষাৎকার লাভের পর, সা হুজা আটক অভিযুখে অগ্রসর হইলেন। তৎকালে কাশ্মীরের রাজার বিরুদ্ধে তাঁহার ভাতা অস্ত্র-ধারণ করিয়াছিলেন। সেই বিদ্রোহী ভ্রাতার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া, সা হুজা সিদ্ধনন্দ অভিক্রম করিলেন। ১৮১০

১৬। ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ২২ মার্চ ও ২৩শে মে তারিখে সার ডেভিড অক্টারলোনি গবর্নমেন্টকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। শেহোজ খানিতে প্রকাশিত হয়—দুই লক্ষ, ৫০ হাজার টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল। কাপ্তেন মারে বলেন, ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা প্রদানের প্রস্তাব হয়। এখানে তাঁহার কথাই উদ্ধৃত হইল।

১৭। ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই এবং ১৩ই আগস্টের পত্র। গবর্নমেন্টের নিকট সার ডেভিড অক্টারলোনি সেই পত্র প্রেরণ করেন।

১৮। ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ২২শে মার্চ এবং ১১ই সেপ্টেম্বর, সার ডেভিড অক্টারলোনি গবর্নমেন্টকে এবং ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর গবর্নমেন্ট সার ডেভিড অক্টারলোনিকে পত্র প্রেরণ করেন। তাহাতে এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। মারে-বিরচিত “রণজিৎ সিং,” ৮০, ৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Compare Murray's "Runjeet Singh," p. 80, 81.)

খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে সমগ্র পেশোয়ার তাঁহার অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইল। প্রায় ছয় মাস কাল ঐ স্থান তাঁহার অধিকারে ছিল। পরে উজিরের ভ্রাতা মহম্মদ আজীম খাঁ কর্তৃক বিভাঙিত হইয়া, তিনি দক্ষিণাভিমুখে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর তিনি মুলতানের শাসনকর্তার সাহায্য প্রার্থনা করেন; কিন্তু শাসনকর্তা তাঁহাকে মুলতান প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন। তদনুসারে তিনি কয়েক মাইল দূরে শিবির সংস্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন; তৎকালেও মুলতানের শাসনকর্তা তাঁহার সহিত সন্ধাবহার করিলেন না। অতঃপর পুনরায় তিনি উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তৎকালে সর্বত্রই মামুদের অসংখ্য শত্রু বিদ্যমান ছিল; উল্লেখ্য তিনি দ্বিতীয়বার পেশোয়ার অধিকারে সমর্থ হইলেন। পেশোয়ার অধিকার কালে দুইটি যুদ্ধ হয়; একটিতে তিনি পরাজিত হন, অপরটিতে তিনি জয়লাভ করেন। তৎপর পেশোয়ার তাঁহার অধীনতা পাশে দ্বিতীয়বার আবদ্ধ হয়। কিন্তু যাহারা তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল, এক্ষণে তাহারা সকলেই সম্রাটের প্রতি সন্দিহান হইতে লাগিল। তাহারা মনে করিল,—সম্রাট সা হুজা, উজির কতে খাঁর সহিত ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অথবা, রণজিৎ সিংহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, তাহারা সা হুজাকে বন্দী করিতে মনস্থ করিল। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে, আটকের শাসনকর্তা জেহান-দাদ-খাঁ সা-হুজাকে বন্দী করিলেন; প্রথমে সাকে আটকের দুর্গে কিছুকাল রাখিয়া, পরে তাঁহাকে তিনি কান্দোয়ের দুর্গে প্রেরণ করিলেন। তথায় সা প্রায় এক বৎসরের অধিক কাল বন্দী অবস্থায় বাস করিতে লাগিলেন।^{১১}

রণজিৎ সিং মুলতান অধিকারে অসমর্থ হইলেন। সেই অকৃতকার্যতায় ভগ্ন-মনোরথ হইয়া, রণজিৎ সিং এবং তাঁহার মন্ত্রী মোকুম চাঁদ প্রান্তর-ভূমির ভিন্ন ভিন্ন বহুসংখ্যক শিখ এবং মুসলমান সর্দারদিগকে দৃঢ়রূপে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিতে ব্যাপৃত হইলেন। তিনি, ভিহার, রাজাওরি এবং অন্যান্য স্থানের পার্বত্য-রাজগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মহারাজ, বিত্তস্তা এবং সিদ্ধনদের মধ্যবর্তী লবণ-খনিতে উপনীত হইলেন। সা মামুদ সিদ্ধনদ অতিক্রম করিয়াছেন সংবাদ পাইয়া, রণজিৎ সিং সৈন্য সমভিব্যাহারে রাওয়ালপিণ্ডি অভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহার

১১। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, এবং ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল, সার ডেভিড অক্টারলোনি গবর্ণমেন্টের বরাবর যে পত্র প্রেরণ করেন, এস্থলে তাহাই উদ্যত। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে, 'কসিকাতা মাসিক পত্রিকায় সা হুজার আত্ম-চরিতের ত্রয়োবিংশ অধ্যায় হইতে পঞ্চবিংশ অধ্যায় পর্যন্ত প্রকাশিত হয়; তাহাতে এ সম্বন্ধে অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। (Shah Shooja's Autobiography, ch. xxiii—xxv. in the Calcutta Monthly Journal for 1839). মারের-বিরচিত 'রণজিৎ সিং', ৭৯, ৮৭, ৯২ পৃষ্ঠা উদ্যত।) "Murray's Runjeet Singa" p. 79. 87. 92.)

১৮০০-১১ খ্রীষ্টাব্দে সা হুজা দ্বিতীয়বার মুলতানে উপস্থিত হন। এই ঘটনা মারের বর্ণনা অনুসারে প্রস্তুত হইল। মুলতান অধিকারের উত্তোগ সম্বন্ধে সা হুজা 'আল্লামচরিতে' কিছুই উল্লেখ করেন নাই। তবে সিদ্ধনদের ডেরাজাত প্রবেশের অর্থাৎ ডেরা-ইসাইল-খাঁ প্রভৃতি স্থানে গমনের বিবরণ তিনি বর্ণনা করিয়াছেন।

উদ্দেশ্য জানিবার জন্য, তথা হইতে রণজিৎ সিং এক দূত পাঠাইলেন। আপন উদ্দেশ্য জ্ঞাপনার্থ সা পূর্বেই রণজিৎ সিংহের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রতিনিধিগণ মহারাজকে জানাইলেন,—কাশ্মীর-রাজ, সার আতা সা হুজার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন; তাঁহারই সাহায্যে সা হুজা তখনও মূলতানের সন্নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন। কাশ্মীর-রাজকে শাস্তি প্রদান করাই সার অভিপ্রেত। অতঃপর সম্রাটদ্বয় উভয়েই সন্তুষ্ট হইলেন। লাহোরে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল; উভয়ে বন্ধুত্ব-স্বত্রে আবদ্ধ হইলেন। লাহোরে প্রত্যাবর্তন করিয়া, মহারাজ বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসনকর্তাদিগের রাজ্যসমূহ অধিকার করিতে লাগিলেন। যখন রাজ্যমাধ্যে শাসনশক্তির অভাব ছিল, যখন সর্বসামঞ্জস্যবাক্ত রাজ-শক্তির আধিপত্য দেশ মধ্যে বিস্তৃত হয় নাই, তখন তাঁহারা স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা সকলেই রণজিৎ সিংহের অধীনতা স্বীকার করিলেন।^{২০} যুবক মহারাজের অপ্রতিহত গতিতে কেহই আর বাধা দিতে সমর্থ হইলেন না।

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে অন্ধ সম্রাট সা আমান, পঞ্জাব পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার সহিত রণজিৎ সিংহের সাক্ষাৎ হইল। কিছুকাল তিনি লাহোরে অবস্থান করিয়া আপন পুত্র ইউনাচকে লুথিয়ানায় প্রেরণ করিলেন। তথায় সার ডেভিড অক্টারলোনি তাঁহাকে বিশেষ সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। যুবরাজ বুঝিলেন—তাঁহার উপস্থিতি এবং আতিথ্য কাহারও বাঞ্ছনীয় নহে; হুতরাং তাঁহারা রণজিৎ সিংহের রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল মধ্যএশিয়ায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন; কেহই তাঁহাদিগকে আশ্রয়-প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না।^{২১} পর বৎসর ভূতপূর্ব সম্রাটদ্বয়ের পরিবার লাহোরে বাস করিতে লাগিলেন। মহারাজ সেই সময়ে কাশ্মীরের উপত্যকা অধিকার মানসে

২০। মারে সাহেব কৃত ‘রণজিৎ সিং,’ ৮০ পৃষ্ঠা ইত্যাদি। (Murray's 'Runjeet Singh,' p. 83 &c.) যে সকল শিখ-সর্দারের রাজ্য বলপূর্বক অধিকৃত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ‘সিংপুরিয়া বা ফৈজুলাপুরিয়া’ মিছিলের বুখ সিং সর্বপ্রধান। ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর সার ডেভিড অক্টারলোনি গবর্ণমেন্টের বরাবর যে পত্র প্রেরণ করেন, এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য।

২১। মারে সাহেব কৃত ‘রণজিৎ সিং,’ ৮৭ পৃষ্ঠা। (Murray's 'Runjeet Singh,' p. 87.) যুবরাজের উপস্থিতি, রণজিৎ সিংহের পক্ষে বড়ই বিপজ্জনক বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। সা নিশ্চয়ই তাঁহার অহসরণ করিতেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধি-সর্ত্ত অনুসারে সা ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বাহা ইউক, “রাজনৈতিক প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া, সহানুভূতি ও দয়াস্বকম্পার নিয়মাদি পরিত্যক্ত হইল; তজ্জন্ত সকলেই দুঃখিত হইয়াছিলেন।” তখন সকলেই সিদ্ধান্ত করিলেন, ফরাসী-দিগের আক্রমণে বাধা দিয়া আশ্রয়-রক্ষা ও রাজ্য-রক্ষা করাই সেই সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল; এক ভ্রাতার বিরুদ্ধে অপরকে সাহায্য প্রদানের জন্ত সে সন্ধি স্থাপিত হয় নাই। আশ্রয়হীন সাহায্যদাতাকে আশ্রয় প্রদানের জন্ত রাজভক্ত সার ডেভিড অক্টারলোনি তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। (১৮১১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী, সার ডেভিড অক্টারলোনির বরাবর গবর্ণমেন্টের পত্র; এবং ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর এবং ১৮১১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের পত্রাপত্র দ্রষ্টব্য।

কাশ্মীরের দক্ষিণ প্রদেশস্থ পার্বত্য-রাজগণকে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। অপরের পরিভ্রাণ হেতু তাহার পক্ষ অবলম্বনের ভাব প্রকাশ করিয়া, তিনি আপন সিদ্ধির পথ স্তগম করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন। স্বরাজের ভিত্তি-ভূমি দৃঢ়ীকরণ মানসে, রণজিৎ সিং, সা স্জার পত্নীর নিকট প্রকাশ করিলেন,—তিনি তাঁহার স্বামীকে মুক্ত করিয়া দিবেন; কাশ্মীরে সা স্জার আধিপত্য বিস্তৃত হইবে। রণজিৎ সিংহের আশা ছিল,—সেই বীরোচিত কার্যে বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার অঙ্কশায়িনী হইলে, সেই বিপন্ন রমণী তাঁহার দুঃসাহসিক কার্যের উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিবেন; রমণীর কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তিনি জগদ্বিখ্যাত “কোহিমুর” নামক হীরকখণ্ড প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু সা স্জাকে বন্দী করাই যে তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য, তদ্বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। পার্বত্য রাজগণকে আক্রমণ করিয়া প্রথম প্রথম রণজিৎ সিং কতকটা সিদ্ধি লাভ করিলেন। এদিকে তাঁহার নব-বিবাহিত পুত্র ঝণ্ডা সিং ইতিমধ্যে জাম্মু অধিকার করিয়া বসিলেন। তখন ১৮১২ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে তিনি শুনিতে পাইলেন,—কাবুলের উজীর কতে খাঁ সিদ্ধুনন্দ অতিক্রম করিয়াছেন। কাশ্মীর অধিকার করা তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। রণজিৎ সিং সেই সংবাদ শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; বলিলেন,—দুইটি বিদ্রোহী রাজাকে দমন করিতে, তিনি উজীরের সহায়তা করিবেন। একজন বিদ্রোহী, রাজার ভ্রাতাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন; দ্বিতীয়, মূলতানের শাসনকর্তা, মামুদের অধীনতা স্বীকারে আপত্তি করিয়াছিলেন। সেই দুই জনকে দমন করাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। কতে খাঁ নিজেও রণজিৎ সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থিত উৎসুক হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, রণজিৎ সিং প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে, কাশ্মীর অধিকার করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইবে। সুতরাং আপন উদ্দেশ্য-সাধনকরে কতে খাঁ স্বতঃই যে কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে স্বীকৃত ছিলেন। স্বাধীনসিদ্ধির পথ স্তগম করিতে, তিনি রণজিৎ সিংহের যে কোন প্রস্তাব অমুমোদন করিতে সম্মত ছিলেন। মহারাজ এবং উজীর উভয়েই পরস্পর পরস্পরকে জীড়া-পুত্তলি-স্বল্পপ আপন কৃষ্ণিগত রাখিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কেহই সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কাশ্মীর অধিকৃত হইল। মোকুম চাঁদের অধীনস্থ শিখদিগকে পক্ষাঘাতে কেলিয়া, কতে খাঁ অগ্রগামী হইলেন। কতে খাঁ প্রতিপন্ন করিলেন,—তিনি নিজেই সে রাজ্য অধিকার করিয়াছেন; সুতরাং রণজিৎ সিং সে রাজ্যের অংশ পাইতে অধিকারী নহেন। তবে রণজিৎ সিং একটা হুবিধা পাইলেন; তিনি সাকে নজর-বন্দী করিয়া রাখিলেন। কতে খাঁ সেই হতভাগ্য সম্রাটকে বলিয়াছিলেন,—তিনি যথেষ্ট গমন করিতে পারেন; সুতরাং সম্রাট শিখ সৈন্তের সহিত যোগদান করাই প্রেরণ মনে করিলেন;—শিখ-সৈন্ত-সমভিযাহারে লাহোরে উপনীত হইয়া, সা-স্জা প্রকৃত প্রস্তাবে বন্দিভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।^{২২}

কিন্তু মহারাজ সম্পূর্ণরূপে হতাশ হইলেন না। তিনি যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, সে সকল একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। মায়ুদের সৈন্তদল কাশ্মীরে পুনঃপুনঃ জয়লাভ করায়, আটকের রাজদ্রোহী শাসনকর্তা বিশেষ ভীত হইয়াছিলেন। স্বতরাং অতি সহজেই তিনি রণজিং সিংহকে আটকের দুর্গ সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। এই অভাবনীয় অস্থিঠানে, কতে থা নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। নির্লজ্জ প্রত্যয়ক বলিয়া তিনি মহারাজের প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিলেন। সা হুজার সহিত নতুন সন্ধি-স্বত্রে আবদ্ধ হইবেন—সেই ভাব প্রকাশ করিয়া, কতে থা মহারাজকে ভয়-প্রদর্শনের চেষ্টা করিলেন। মহারাজ আপন শক্তি সামর্থ্যের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই আটকের সন্নিকটে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে কাবুলের উজ্জীর এবং তাঁহার ভ্রাতা দোস্ত মহম্মদ, মোকুম চাঁদ পরিচালিত শিখ-সৈন্তের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন।^{২৩}

সা হুজাকে লাহোরে বন্দী করিয়া, মোগল সিংহাসনের শোভাসম্বন্ধকারী উজ্জল রত্ন জগদ্বিশ্বাত হীরকখণ্ড কোহিনূর অধিকার করিতে রণজিং সিং সমধিক উৎসুক হইয়া উঠিলেন। নানা প্রকার ভাণ করিয়া সম্রাট প্রথমতঃ তাঁহার সমস্ত দাবীকৃত বিষয় কিছুকাল উপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন কি, পরিমিত পরিমাণে অর্থ প্রদান করিতেও স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে মহারাজ স্বয়ং সার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; উভয়ের পরস্পর শিরশ্রাণ বিনিময় করিলেন; রণজিং সিংহের হস্তে হীরকখণ্ড সমর্পিত হইল। সম্রাট আপন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ত পঞ্জাবে একটা জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন; এবং কাবুলের পুনরুদ্ধারকল্পে রণজিং সিং, সা হুজাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।^{২৪} অন্তঃপর কতে থাঁর কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ মানসে রণজিং সিং সিঙ্কুনদ অভিমুখে গমন করিলেন। তৎকালে কতে থাঁ মহম্মদের প্রভুত্ব দৃঢ়বদ্ধ করিতেছিলেন। কাশ্মীর অধিকারকল্পে

সার ডেভিড অক টারলোনির পত্র : সা হুজার ‘আত্মচরিত’, পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ। (Murray's Runjeet Singh, p. 92, 95 : Sir David Ochterlony to Government 4th March, 1813; and Shah 'Shooja's Autobiography' ch. xxv.)

২৩। মারের কৃত ‘রণজিং সিং’, ৯৫ পৃষ্ঠা। (Murray's Runjeet Singh, p. 95.) ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই গবর্ণমেন্টের বরাবর সার ডেভিড অক টারলোনির পত্র।

২৪। মারের কৃত “রণজিং সিং” ৯৫ পৃষ্ঠা। (Murray's "Runjeet Singh," p. 95) সা হুজার ‘আত্মচরিত’, পঞ্চবিংশ অধ্যায়। (Shah Shooja's 'Autobiography', ch xxv.) ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এবং ২৩শে এপ্রিল সার ডেভিড অক টারলোনি গবর্ণমেন্টকে এবং ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর দিল্লীর রেসিডেন্টকে পত্র প্রেরণ করেন। হীরকখণ্ড প্রাপ্ত হইতে, রণজিং সিং যে সকল উপায় অবলম্বন করেন, সা সে সকলই বর্ণনা করিয়াছেন। মারের বিবরণ অপেক্ষা সেই বিবরণই রণজিং সিংহের পক্ষে বিশেষ অমূল্য। সা প্রথমতঃ এক লক্ষ টাকার একটি জায়গীর চাহিয়াছিলেন; কিন্তু ৫০ হাজার টাকার একটি জায়গীর তিনি প্রাপ্ত হন। কিন্তু সে জায়গীরে তিনি সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হন নাই; সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্তির কোন আশাও তিনি করেন নাই।

মন্ত্রণা স্থির হইলে, তিনি সা হুজাকে পক্ষাবলম্বন করিতে আহ্বান করিলেন। এদিকে কতে খাঁও বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ক্রমেই অধিকতর সুযোগ উপলব্ধি হইল; সহসা রণজিৎ সিং প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সা হুজা ধীরে ধীরে তাঁহার অলম্বন করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার অধিকাংশ বহুমূল্য সম্পত্তি লুপ্তিত হইল। শিখদিগের বিবরণে জানা যায়,—সাধারণ দস্যুগণ তাঁহার সম্পত্তি লুপ্তন করিয়াছে। কিন্তু সা হুজার বিশ্বাস,—শিখগণই সেই কার্যে অপরাধী। রণজিৎ সিংহের অধস্তন কর্মচারিগণ বিশেষরূপ বিচারক্ষম না হইতে পারেন; কিন্তু সার আপন গৃহেই শত্রু ও বিশ্বাসঘাতকের অভাব ছিল না। পঞ্জাবের মধ্য দিয়া গমন কালে, সা হুজার যে উচ্চপদস্থ কর্মচারী, মিঃ এল্ফিনষ্টোনের পরিচালক ও পথপ্রদর্শকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সার দুঃসময়ে সেই কর্মচারিগণ তাঁহার অনেক গচ্ছিত বহুমূল্য সম্পত্তি অপহরণ করিয়াছিলেন। কোহিম্বর এবং অগ্রাগ্র মহামূল্য তৈজসপত্রাদি ধনসম্পত্তির নিরাপদের বিষয়, সেই মৌর আবুল হাসানই প্রথমে শিখরাজের নিকট জ্ঞাপন করেন। লাহোরে অবস্থানকালে, তিনিই রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তাহাতে তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন, আফগান সম্রাট, কাশ্মীরের শাসনকর্তার সহিত মিলিত হইয়া ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহার সেই বিশ্বাসঘাতকতায়, শিখ রাজধানী হইতে তাঁহার প্রভুর সপরিবারে পলায়নের পথ কণ্টকিত হইল। বহুকাল চেষ্টার পর, পরিশেষে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বেগম লুধিয়ানায় পলায়ন করিলেন। সা হুজা বুঝিয়াছিলেন,—তাঁহাকে বন্দী রাখাই, মহারাজ রণজিৎ সিংহের প্রধান লক্ষ্য। তাঁহার আরও প্রতিষ্ঠা জন্মিল,—তাঁহার নাম করিয়া আপন স্বার্থসাধনই রণজিৎ সিংহের একান্ত উদ্দেশ্য। ইহার কয়েক মাস পরেই সা নিজেও পলায়ন করিয়া পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তথায় রণজিৎ সিংহের প্রতি অসন্তুষ্ট কতকগুলি শিখ তাঁহার সহিত যোগদান করিল; কাশ্মীর আক্রমণকালে কিস্তোয়ারের শাসনকর্তা তাঁহার সহায়তা করিলেন। তিনি উপত্যকা-ভূমি পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন বটে; কিন্তু তাঁহাকে সত্তরই সে স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে হইল। অতঃপর অকপট এবং জিহ্বাসাপরবশ পার্বত্য অহুচরণের সহিত তথায় বহুকাল অবস্থানের পর, তিনি কালুরের মধ্য দিয়া শতদ্রু অতিক্রম করিলেন। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সা লুধিয়ানায় গমন করিয়া আপন পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইলেন।^{২৫} সীমান্ত প্রদেশে তাঁহার উপস্থিতিতে ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সাহরাণপুর অথবা কর্ণালে প্রত্যাগমনের জন্ত বাহাতে তাঁহার প্রতি পীড়াপীড়ি করা হয়,—ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট সেই ইচ্ছাই প্রকাশ করিলেন। সার

২৫। সারে সাহেব কৃত 'রণজিৎ সিং', ১০২, ১০৩ পৃষ্ঠা। ('Murray's Runjeet Singh,' p. 102 103.) সা হুজার 'আত্ম-চরিত', পঞ্চবিংশ ও ষটবিংশ অধ্যায়। (Shah Shaoja's Autobiography, chaps. xxv, xxvi.)

ডেভিড অক্টারলোনিকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট আদেশ করিলেন,—তিনি রণজিং সিংহকে বলিবেন, হিন্দুস্থানের সীমামধ্যে ভূতপূর্ব কাবুল-সম্রাটের উপস্থিতি প্রার্থনীয় নহে; তাঁহার কার্যকলাপ গবর্ণমেন্টের পক্ষে অন্তর্ভুক্তক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইংরাজ গবর্ণমেন্টের এই আদেশ সত্ত্বেও, তাঁহার পরিবারের ভরণ-পোষণ নির্বাহার্থে পূর্বে যে ১৮ হাজার টাকা বন্দোবস্ত ছিল, তাঁহার আগমনে সেই টাকার পরিমাণ বর্ধিত হইয়া ৫০ হাজার টাকা নির্ধারিত হইল। তিনি স্বয়ং যথোপযুক্ত সম্মানসম্বন্ধনা এবং আদর অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইলেন।^{২৬}

এইরূপে সা হুজা মহারাজের হস্তখলিত হইলেন। অতঃপর, কাশ্মীর অধিকারকল্পে তিনি আরও কয়েকবার চেষ্টা করিলেন বটে; কিন্তু সা হুজার নামে আর কোন কলোদয় হইল না। কিন্তু সেই পার্বত্য উপত্যকা অধিকারের জন্য রণজিং সিং পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তৎপ্রদেশের শাসনকর্তা ইংরাজদিগের সহিত পত্রাপত্র চালাইতেছিলেন।^{২৭} পীর-পাঞ্জাল পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণভাগস্থিত শাসন-কর্তৃগণ অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হওয়ায়, ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে সাময়িক সাজ-সজ্জা প্রক্রিয়ায় চলিতে লাগিল। শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন বহুদূরী হুচতুর মোকুম চাঁদ রাজধানীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তজ্জাত তিনি রণজিং সিংহকে পূর্ব হইতেই সতর্ক করিয়া দিলেন; বর্ষাসমাগমে যে বিপৎপাতের সম্ভাবনা, তদ্বিষয়ে তাঁহাকে উপদেশ দিয়া, তৎকালে কাশ্মীর আক্রমণ কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখিতে, বৃদ্ধ মন্ত্রী পুনঃপুনঃ জিদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আবশ্যকীয় সকল বন্দোবস্তই স্থির হইয়াছিল। হুজরা মহারাজের সৈন্যদল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, কাশ্মীরে প্রবিষ্ট হইল। এক দল সৈন্য অগ্রবর্তী হইয়া, উচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিল। তাহাদের আক্রমণে এক দল আকগান সৈন্য বিভাঙিত হইল। তখন সৈন্য দল পূর্ণোন্মমে ‘সুপেইন’ নামক স্থান আক্রমণ করিল। কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায়, শিখ সৈন্য সন্ধীর্ণ পার্বত্য পথে প্রত্যাগমন করিল। তৎকালে শিখ-সৈন্য বহুকাল সেই পার্বত্য-উপত্যকার সীমান্ত-প্রদেশে অবস্থান করিতেছিল। তজ্জাত শাসনকর্তা, মহম্মদ আজীম খাঁ, রণজিং সিংহের

২৬। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ও ২০শে আগষ্ট তারিখের এবং ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই, ২১শে ও ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখের গবর্ণমেন্ট প্রেরিত স্তার ডেভিড অক্টারলোনির পত্র। ওয়াকা বেগমকে পূর্বেই জানান হইয়াছিল, ইংরাজদিগের সহায়তা লাভের, স্তার পরিবারবর্গের কোনই সম্বাদিকার নাই। ইংরাজগণ তাহাদিগের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেও ইচ্ছা করেন না। (১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর এবং ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই তারিখে থিলীর রেসিডেন্ট, গবর্ণমেন্টকে যে পত্র লিখিয়াছেন, এহলে তাহাই দ্রষ্টব্য।)

২৭। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে নবেম্বর ও ২৯শে অক্টোবর গবর্ণমেন্ট লিখিত স্তার ডেভিড অক্টারলোনির পত্র।

প্রধান সৈন্যদল আক্রমণ করিলেন। মহারাজ তথা হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। এই সময় বর্ষার জলধাবন আরম্ভ হইল; বিশৃঙ্খলা-বেবলোচনভূত তাঁহার সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইতে লাগিল; মিথসিং বেরানিয়া নামক একজন বীর ও সাহসী সর্দার নিহত হইলেন; আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে রণজিৎ সিং রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁহার সৈন্তের অধিকাংশই ধ্বংস হইয়াছিল; স্ত্রুতরাং সজী ও অল্পচরবিহীন রণজিৎ সিং একক্লম একাকী স্বদেশে ফিরিলেন। তাঁহার অগ্রগামী সৈন্যদল নির্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিল; আজীম খাঁ তাহাদিগকে প্রাণে মারিলেন না। আজীম খাঁ বলেন, সেই সৈন্যদলের অধিনায়কের পিতামহ মোকুম চাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা পরবশ হইয়াই, তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে, প্রভুহু লাভের জন্ত তৎকালে যে বিবাদ-বিসম্বাদ চলিতেছিল, তাহাতে যোগদান করিয়া স্বার্থ-সাধনোদ্দেশ্যে উজীর কতে খাঁর উচ্চাভিলাষী ভ্রাতা স্বতঃপরতঃ চেষ্টা করিতেছিলেন। স্ত্রুতরাং স্থখ্যাতি অর্জনের পথ প্রাপ্ত ও স্থগম করিতে হইলে, প্রত্যেক স্ত্রুযোগের সম্ভাবনার করা যে বিজ্ঞতার পরিচায়ক, তিনি তথিষয় বিশেষরূপে অস্থাবন করিয়াছিলেন।^{২৮}

কাশ্মীর আক্রমণ কালে, বিপুল বাহিনী সজ্জিত করিতে হইয়াছিল; মহারাজ বখাসাখ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্ত্রুতরাং পুনরায় যুদ্ধের সাজসজ্জা প্রস্তুত করিতে কিছু কাল-বিলম্ব ঘটিল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে মূলতানের পারিপার্শ্বিক প্রদেশসমূহে রাজস্ব-সংগ্রহ করিতে মহারাজ ক্ষুদ্র একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু স্বয়ং রণজিৎ সিং তৎকালে আদিনা নগরে থাকিয়া আভ্যন্তরীণ বিধি-ব্যবস্থার স্থাব্যবস্থার ব্যাপৃত রহিলেন। তৎকালে ইংরাজ এবং নেপালীদিগের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল, তিনি তাহাই অতিনিবেশ-সহকারে পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। কলভঃ ছয় মাস কাল সেই যুদ্ধে ইংরাজদিগের অযোগ্যতাই প্রকাশ পাইয়াছিল। শিখদিগের পলায়নের পর, কাশ্মীরের দক্ষিণ-পূর্ববর্তী প্রদেশ সমূহের কতকগুলি মুসলমান জাতি স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিল; সেই বংশের শেষভাগে রণজিৎ সিং তাহাদিগকে পুনরায় স্বাধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিতে ব্যাপৃত হইলেন। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে হুমপুরের পার্বত্য রাজা, স্ব-রাজ্য সমর্পণ করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না; ইংরাজদিগের রাজ্যে আত্মীয় গ্রহণ করিয়া দীনভাবে কালাতিপাত করাই বরং দ্বানীয় বিবেচনা করিলেন।^{২৯} কলভের মুসলমান শাসনকর্তার রাজ্যগুলি মহারাজ বীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন; সেই শাসনকর্তার পদ চিরতরে বিলুপ্ত হইল। ডেরা-ই-মাইল-খাঁর অন্তর্গত 'লিয়া' প্রদেশ হইতে মহারাজ রাজস্ব সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সৈয়দবংশের

^{২৮}। যার সাহেব কৃত 'রণজিৎ সিং' ১০৪ ও ১০৮ পৃষ্ঠা; (Murray's 'Runjeet Singh', p. 104, 108.) ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট, সার জেড্ডি 'মটরিসোনি' লণ্ডনেটকে এক পত্র প্রেরণ করেন; এখানে তাহাই উল্লেখ। রণজিৎ সিংহের অভিযানবন্দন 'অব্যবহিত' শব্দেই বৈদগ্ধ্যম বোধহয় তাঁদের দৃষ্টি হয়।

বাসভূমি চন্দ্রভাগা-নদী-তীরস্থিত 'উচ' নগর কিছুকালের জন্ত স্বতন্ত্র সিং আলহওয়ারিয়া অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। বাহা হউক, পিতার মিত্র যুশা সিং স্বতন্ত্রের পুত্র মৃত যোধ সিং রামগড়িয়ায় অধিকৃত সমুদায় রাজ্য, রণজিৎ সিং অধিকার করিয়া লইলেন; সে সকলই তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। সংসার চাঁদ বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু পূর্ব-মিত্রের সাক্ষাৎকার-লাভে তিনি কিছু ভীত হইয়াছিলেন। অতঃপর ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ বিজয়োল্লাসে অমৃতসর হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।^{২১}

পঞ্জাবের উত্তরস্থিত সমতলভূমি ও পর্বত-পাদদেশস্থিত প্রদেশ সমূহের অধিকাংশ স্থলে রণজিৎ সিংহের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। সেই সকল স্থানে তিনি শাসন-শৃঙ্খলা-স্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে রণজিৎ সিংহের রাজ্য, দক্ষিণ ও পশ্চিম উভয়-দিকে, কাবুলের অন্তর্ভুক্ত অথবা নামমাত্র শাসনাধীন প্রদেশসমূহে সীমাবদ্ধ। সেই সকল স্থান অধিকারের কল্পনা মহারাজ পূর্ব হইতেই স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন স্বাস্থ্য-হানি-হেতু এক বৎসরের জন্ত তাঁহার কল্পনা স্থগিত রহিল। মূলতান অধিকার করাই, তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে জাম্বুর গর্ব-খর্বকারী পুত্র খড়গ সিংহের সেনাপতিত্বে মূলতান আক্রমণের জন্ত তিনি একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মহারাজ কি কারণে মূলতান আক্রমণে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন,—এ স্থলে তাহার আলোচনা বা সে সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা নিষ্প্রয়োজন। তিনি মনে করিয়াছিলেন,—আফগানদিগের ত্রায় শিখদিগেরও ইচ্ছামত যে কোন দেশ অধিকারের ক্ষমতা আছে। অধিকন্তু আমেদ সার বংশধরগণের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া মূলতানের প্রকৃত অধিকারী, স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সময়ে বহু অর্থের দাবী করা হইল; কিন্তু সে দাবী প্রত্যাখ্যাত হইল। ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যেই শিখগণ মূলতান অধিকার করিল; কিন্তু জুন মাসের প্রথম পর্যন্তও দুর্গটি অধিকৃত হইল না। অতঃপর দুর্গ অধিকারের এক সন্ধ্যোগ উপস্থিত হইল। সাধু সিং নামক 'আকালী' সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি এই সময় "খালসার" পক্ষ হইতে যুদ্ধে গমন করিল, এবং তাঁহার ক্ষুদ্র সৈন্যদলের আকস্মিক আক্রমণে অতি সহজেই কার্ঘ্যসিদ্ধ হইল। শিখগণ কি যেন এক অভাবনীয় শক্তিতে সহসা অল্পপ্রাণিত হইয়া উঠিল। উত্তেজনাবশে সকলে মিলিত হইল। দুর্গের বহির্ভাগ অধিকার করিল, এবং চারি মাস কাল ক্রমাগত আক্রমণে দুর্গের যে অংশ ভগ্ন হইয়াছিল, তাহার মধ্য দিয়া শিখসৈন্য অতি সহজেই দুর্গ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এই আক্রমণে তাত্‌কালিক শাসনকর্তা মজঃফর খাঁ ও তাঁহার দুইটি পুত্র নিহত হইলেন, এবং অপর দুই পুত্র বন্দী হইল। সৈন্যগণ বহু দ্রব্য লুণ্ঠন করিল। কিন্তু সৈন্যগণ লাহোরে পৌঁছিলে, অর্থরাশি রাজকোষে জমা রাখিতে মহারাজ অস্বস্তি করিলেন। তাঁহার অস্বস্তি যে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয় নাই, ওজ্জ্বল তিনি হয় তো

কিছু গর্বিত হইলেন ; কিন্তু তিনি যে আশাহুতরূপ ধনসম্পত্তি প্রাপ্ত হন নাই, সে জ্ঞত মহারাজ অহুযোগ করিয়াছিলেন।^{৩০}

সেই বৎসরই, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে নামমাত্র শাসন-কর্তা, মায়ূদের পুত্র কামরাণ কর্তৃক কাবুলের উজীর কতে খাঁ নিহত হইলেন। পারস্ত সৈন্য তৎকালে হিরাট আক্রমণ করিয়াছিল ; তাহাদিগকে দমন করিতে উজীর হিরাটে গমন করেন, তাঁহার ভ্রাতা দোস্ত মহম্মদ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। জয় সিং আত্মবিরোধী নামক একজন শিখ রাজাও তাঁহাদের অহুগমন করেন ; তখন জয় সিং অসন্তুষ্ট হইয়া, পঞ্জাব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কতে খাঁ কৃতকার্য হইলেন ; বিশিষ্ট উপায় নির্ধারণের জন্য সকলেই তাঁহাকে প্রাশংসা করিতে লাগিলেন। তখন আমেদ সার বংশধর হিরাটে রাজত্ব করিতেন। কতে খাঁ হিরাট অধিকার করিতে উৎসুক হইলেন। দোস্ত মহম্মদ এবং তাঁহার শিখ বন্ধু তথা হইতে সেই যুবক শাসন-কর্তাকে বিভাঙিত ও রাজ্যচ্যুত করিতে নিযুক্ত হইলেন। দোস্ত মহম্মদ কিছু নৃশংসতা সহকারে আপন উদ্দেশ্য সাধন করিলেন ; একটি রাজবংশীয় রমণীর অঙ্গ হইতে রত্ন উন্মোচন কালে, সৈন্যগণের ব্যস্ততায় রমণীর অঙ্গ স্পৃষ্ট হইল। ভগিনীর প্রতি এইরূপ অপমানে কামরাণ স্বীয় বংশের চিরশত্রুর হস্ত হইতে মুক্তিলাভের জন্য এই এক কারণ প্রাপ্ত হইলেন। প্রথমতঃ, কতে খাঁর চক্ষু দুইটি উৎপাটিত হয় ; পরে তাঁহাকে নিহত করা হইল। বস্তুতঃ, এই পাপাচরণে আমেদ সার উত্তরাধিকারিগণ হিরাট পুনরায় প্রাপ্ত হন বটে, কিন্তু কিছুদিনের জন্য তাঁহারা রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা সম্ভবতঃ অপরাপর সকল রাজ্যের অধিকার-লাভেই বক্ষিত হইলেন। কান্মীর শাসনের ভার স্বীয় ভ্রাতৃগণের মধ্যে জবর খাঁর হস্তে গ্রস্ত করিয়া, মহম্মদ আজীম খাঁ কান্মীর হইতে আগমন করিলেন। প্রথমতঃ, তিনি সা-সুজাকেই সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করেন ; কিন্তু পরিশেষে সা আইউবকেই সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন, এবং কয়েক মাসের মধ্যে তিনি পেশোয়ার ও গজনি এবং কাবুল ও কান্দাহারের অধিপতি হইলেন। এই রাজ-পরিবর্তন রণজিৎ সিংহের মতবিরুদ্ধ হইলেও তাঁহার উদ্দেশ্য-সাধনে

৩০। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুন এই স্থান অধিকৃত হয়। মারে সাহেব কৃত 'রণজিৎ সিং', '১১৪ পৃষ্ঠা ইত্যাদি। (See 'Murray's Runjeet Singh', p. 114 &c.) মহারাজ মুরজৎকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি যে পরিমাণ নৃশংসতা প্রাপ্তির আশা করিয়াছিলেন, তাহার অতি অল্প পরিমাণই তিনি পাইয়াছেন। (মুরজৎকে 'ভ্রমণ বৃত্তান্ত', প্রথম খণ্ড ১০২ পৃষ্ঠা।—Moorcroft, 'Travels', p. 102. ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে "ভাদ্রী" মিছিলের" শিখগণ বিভাঙিত হইলে, বর্তমান শাসনকর্তা মহম্মদ মজঃফর খাঁ সেই সময় হইতে মুলতান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তীর্থ-বর্ণন-মানসে মক্কার গমন করেন ; তিনি দুই বৎসরের মধ্যে ফিরিয়া আসেন বটে, কিন্তু তিনি পুত্র সরফরাজ খাঁর হস্তেই নাম-মাত্র শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ভাওয়ালপুর রাজ-পরিবারের বিবরণে জানা যায়, রণজিৎ সিংহের শেখবার আগমনে বৃদ্ধ শাসনকর্তা, অস্বাস্থ্য অবরোধ সময়ের স্তায়, সেবারেও শত্ৰুর দক্ষিণে সপরিবারে গমন করিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু কর্তার প্রতিরোধের বিষাসেই হউক, আর হতাশাস বশতঃই হউক, তিনি সেই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কিনা,—তদ্বিষয়ে স্পষ্ট কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না।

অল্পকাল হইয়াছিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি সিদ্ধনন্দ অভিজ্ঞান করিয়া পেশোয়ারে প্রবেশ করিলেন; তাঁহার আগমনে পেশোয়ার পরিভ্রান্ত হইল; কিন্তু তখন পেশোয়ার স্বাধিকার-ভুক্ত রাখা, তাঁহার উদ্দেশ্যের অল্পকাল বলিয়া অসম্ভব হইল না। সিদ্ধনন্দ দক্ষিণ-ভীরু খাইবারাবাদ দূর্গে তিনি কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ভবিষ্যতে সেই পথ অধিকার করাই বা তাহার সর্বস্ব হওয়াই—তাঁহার উদ্দেশ্য। আটকের পূর্ব-মিজরাজ, জেহান-দাদ খাঁ তথায় নিযুক্ত হইলেন; পেশোয়ার তাঁহার অধীনে রহিল; বাহুবলে পেশোয়ার রক্ষার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইল। অনন্তর রণজিৎ সিংহের প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই, বারাকজাই শাসনকর্তা, ইয়ারমামুদ খাঁ, কিরিয়ী আসিলেন; কিন্তু হীনবল জেহান-দাদ খাঁ পেশোয়ার রক্ষা-কল্পে কোন চেষ্টা করিলেন না।^{৩১}

এক্ষণে কাশ্মীরের প্রতি রণজিৎ সিংহের দৃষ্টি সঞ্চালিত হইল। কাশ্মীর অধিকার কল্পে তিনি আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মহম্মদ আজীম খাঁ অনেকগুলি শিক্ষিত সৈন্য লইয়া প্রস্থান করায় সে স্থানের সৈন্যবল অনেক হ্রাস হইয়াছিল। কিন্তু দেশা সিং মুজিথিয়া ও সংসার চাঁদের কার্যকলাপে আত্ম-রক্ষার্থ ব্যাপৃত থাকায়, রণজিৎ সিং অত্র রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের কল্পনা পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজের প্রাপ্য রাজস্ব সংগ্রহের জন্ত এই শাসনকর্তৃদ্বয় পার্বত্য প্রদেশে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন। শতদ্রুর উভয় পার্শ্বেই কালুরের রাজার রাজ্য ছিল; সাহসিকতার সহিত তিনি রণজিৎ সিংহের রাজস্ব প্রদানে অস্বীকৃত হন। গুর্খাদিগের বহু পূর্বকার্যের প্রতিশোধ লওয়ার এই স্বযোগ পাইয়া, সংসার চাঁদ বিশেষ আনন্দিত হইলেন। সিদ্ধনন্দ অভিজ্ঞান হইল; কিন্তু ইংরাজ শাসনকর্তৃগণও সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। বিপক্ষ সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া বাহুবলে তাহাদের গতিরোধ করার জন্ত, একদল সৈন্য সর্বদাই সজ্জিত ছিল। রণজিৎ সিং অনতিবিলম্বে সৈন্যগণের প্রত্যাগমনের আজ্ঞা প্রচার করিলেন; এবং সর্দার দেশা সিং স্বয়ং ইংরাজ রাজপ্রতিনিধির নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার দুষ্কৃত্যের ক্ষমা প্রার্থনা করেন, ইহাও তাঁহার আদেশ ছিল।^{৩২} এই সকল ভীতিব্যঞ্জক ঘটনার

৩১। মারে বিরচিত 'রণজিৎ সিং', ১১৭ ও ১২০ পৃষ্ঠা। (Compare 'Murray's 'Runjeet Singh,' p. 117. 120), সা শ্বজার অস্মচরিত, সপ্তবিংশ অধ্যায়। ('Shah Shoojas' 'Autobiography' chap. xviii.) মূলী মোহনলাল লিখিত দোস্ত মহম্মদের জীবনী, প্রথম খণ্ড, ৯৯, ১০৪ পৃষ্ঠা। ('Moonshee Mohan Lal's Life of 'Dost Mahomed', p. 99. 104)

কাশ্মের মারে (p. 131) বলেন, 'আতারি' সম্প্রদায়ের জয় সিং, ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে পক্ষ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু পূর্বকথিত সময়-নিরূপণ সমর্থনার্থ, মিঃ ম্যাসনের ভ্রমণবৃত্তান্ত আলোচনা করা কর্তব্য। (Compare Mr. Masson, 'Travels', iii. 21 32.)

৩২। মারে বিরচিত 'রণজিৎ সিং', ১২১ ও ১২২ পৃষ্ঠা; এবং মুরক্রফটের 'ভ্রমণ বৃত্তান্ত,' প্রথম খণ্ড, ১১০ পৃষ্ঠা। (Compare Murray's Runjeet Singh, p. 121, 122 and Moorcraft, 'Travels', p. 210.) দেশা সিংহের সহিত মহারাজের মনোমালিন্য কত দিন ছিল, তাহাই নিরূপণার্থ শেখোক্ত গ্রন্থ ত্রুট্য।

অবসানে, মহারাজ বিপুল বাহিনী সমভিব্যাহারে কাস্মীর আক্রমণে গমন করিলেন। এই সময় কতকগুলি সৈন্য কাবুল অধিকার করিয়া অবস্থান করিতেছিল; কাবুল হইতে ইতিমধ্যে আর একদল অতিরিক্ত সৈন্য আসিয়া তাহাদের সহিত যোগদান করায়, তাহাদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইল। দেওয়ান চাঁদ নামক যে ব্রাহ্মণ সন্তান মূলতানে বিশেষ দক্ষতার সহিত সৈন্যাধ্যক্ষের কার্য করিয়াছিলেন, তিনিই অগ্রবর্তী সৈন্যদলের অধিনায়ক পদে বরিত হইলেন; যুবরাজ খজা সিং একদল রক্ষক-সৈন্য-বাহুর সেনাপতিত্ব লাভ করিলেন, এবং স্বয়ং রণজিৎ সিং একদল 'রিজার্ভ' সৈন্য লইয়া সর্বপ্রকার যুদ্ধ-সামগ্রী সরবরাহের উদ্দেশ্যে তাহাদের পশ্চাতে রহিলেন। অথারোহী শিখ সৈন্যের কতকগুলি উৎকৃষ্ট সৈন্য, পদাতিক সৈন্যের সহিত পর্বোতোপরি আরোহণ করিয়া পদব্রজে গমন করিতে লাগিল; তাহারা কতকগুলি স্বল্প-ভার কামান ও সশস্ত্র লইয়াছিল। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে সন্ধীর্ণ পার্বত্য পথগুলি অতিক্রান্ত হইল; কিন্তু তখন সকলেই দেখিল, জবর খাঁ তাহাদিগের সম্মুখীন হইতে যুদ্ধ-সজ্জায় প্রস্তুত রহিয়াছেন! প্রথমতঃ আফগানগণ আক্রমণকারীদিগকে বিভাঙিত করিয়া দুইট কামান কাড়িয়া লইল; কিন্তু তাহারা আর অধিক কৃতকার্য হইতে পারিল না। পরন্তু পুনর্মিলিত শিখগণ পুনরায় আক্রমণ করিয়া একরূপ বিনা রক্তপাতে যুদ্ধে জয়লাভ করিল।^{৩৩}

কাস্মীর অধিকারের কয়েক মাস পরে, রণজিৎ সিং নিজে পঞ্জাবের দক্ষিণ প্রদেশে গমন করিলেন এবং কাবুলের অন্যতম উপনিবেশ সিদ্ধু-তীরবর্তী ডেরা-গান্ধী থাঁ বিজয়োত্তম শিখগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইল। সিদ্ধু ও চন্দ্রভাগার সন্ধ্য-স্থলে রণজিৎ সিংহের রাজ্যের অধীন ভাওয়ালপুরের রাজার কতকগুলি রাজ্য ছিল; দুই বৎসর পূর্বে তিনি এই ডেরাগান্ধী-থাঁর দুরাণি শাসন-কর্তাকে পরাজিত করায়, ইজারা-স্বরূপ ঐ স্থান তাঁহাকে প্রদান করা হয়। কিন্তু শতাব্দির পূর্বদিকের সমুদায় রাজ্য প্রকৃত পক্ষে না হউক, প্রকারান্তরে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের আশ্রয়ধীনে আনীত হয়; এবং এই প্রকারে তিনি কতক পরিমাণে, রণজিৎ সিংহের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়াছিলেন।^{৩৪} ১৮২০ খৃষ্টাব্দে কাস্মীরের দক্ষিণ-পশ্চিমস্থিত কলহশ্রিয় মুসলমান-বংশ সমূহের ক্ষমতা হ্রাস-কল্পে তিনি কতক চেষ্টা করেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ডেরা-ইসমাইল থাঁ অধিকার করিয়া, মধ্যসিদ্ধু-প্রদেশে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিতে রণজিৎ সিং স্বয়ং অগ্রসর হইলেন।

৩৩। মারে বিরচিত 'রণজিৎ সিং', ১২২—১২৪ পৃষ্ঠা। (Compare Murray's 'Runjeet Singh', p. 122—124.)

৩৪। Government to Superintendent of Ambal, 15th Jan. 1815. and Sir D. Ochterloney to Government, 23rd July 1815. Compare Murrays Runjeet Singh p. 124. ভাওয়ালপুরের ইতিবৃত্তে জানা যায়, রণজিৎ সিং শতাব্দির নিম্ন দিকে পাকপটন পর্যন্ত গমন করেন; ভাওয়ালপুর আক্রমণ করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু প্রতিরোধের আয়োজন দেখিয়া, এবং বহুমূল্য উপহার গ্রহণ করিয়া, তিনি পশ্চিম দিকে গমন করেন।

পঞ্জাবের পশ্চিমদিকবর্তী দুইটি নদীর মধ্যবর্তী স্বদৃঢ় মানকেরা দুর্গ, বহুদিন হইতে সেই স্বনামধন্য শাসনকর্তার পিতা হাকিজ আমেদ খাঁ রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি কদাচ কাবুলের বশুতা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু সম্মান-স্বচক কতকগুলি সর্ভের অঙ্গীকারে প্রলোভিত হইয়া, বৎসরের শেষ ভাগে তিনি দুর্গ সমর্পণ করিলেন। সিদ্ধনদের দক্ষিণ-তীরস্থ সমগ্র দেশ এবং তদন্তর্গত ডেরা-ইস্মাইল-খাঁ তাঁহার অধীনে রহিল; কিন্তু লাহোরের জায়গীরদার স্বরূপ তিনি উহা ভোগ-দখল করিতে থাকিলেন।^{৩৫}

কতে খাঁর মৃত্যুর পর, তাঁহার ভ্রাতা মহম্মদ আজীম ভ্রাতার সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। সিদ্ধনদের পশ্চিম তীরে, রণজিৎ সিংহের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ-করণ মানসে, তিনি ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়ার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আটকের সম্মুখবর্তী খাইরাবাদ আক্রমণ করাই তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য। আশ্রয়বিহীন শিখ-শাসন-কর্তা জয় সিং তাঁহার সন্ধে রহিলেন। কিন্তু অন্যান্য কারণ বশতঃ, তিনি শীঘ্রই প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার কার্য-প্রণালী পরিদর্শন করিয়া, মহারাজ পশ্চিমাভিমুখে আসিলেন; তিনি তথা হইতে পেশোয়ারের শাসনকর্তা ইয়ার-মামুদ খাঁর নিকট দূত প্রেরণ করিয়া রাজস্ব দাবী করিলেন।^{৩৬} সেই শাসনকর্তা, রণজিৎ সিংহকে যেরূপ ভয় করিতেন, ভ্রাতা মহম্মদ আজীম খাঁর ষড়যন্ত্রেও তদ্রূপ ভীত হইয়াছিলেন; সুতরাং তিনি বহুমূল্য অশ্ব প্রদানের প্রস্তাব করিলেন। মহারাজ তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া সে স্থান হইতে কোঁশলে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে শতদ্রুর দক্ষিণ-তীরবর্তী ওহাদনি নামক স্থানের অধিকার-স্বস্থ লইয়া ইংরাজদের সহিত বিবাদ উপস্থিত হয়। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিং, সেই স্থান ষড়যন্ত্রকারিণী এবং উচ্চাভিলাষিনী স্বশ্রু সদা কোড়কে প্রদান করেন। ইংরাজ প্রতিনিধিগণ মনে করিতেন,—সেই রমণী, শতদ্রুর দক্ষিণতীরবর্তী কাণিয়া (বা বাণি) সম্প্রদায়ভুক্ত শিখজাতির স্বার্থ-সাধনোদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন; সুতরাং তিনি ইংরাজদিগের আশ্রয়লাভের স্বাধিকারিণী। কিন্তু রণজিৎ সিং স্বশ্রু সহিত বিবাদ করিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন, এবং ওহাদনি দুর্গ অধিকার করিয়া লন। এক্ষণে বলপ্রয়োগে মহারাজের উচ্ছেদ-সাধন করিতে হইবে,— ইহাই স্থিরীকৃত হইল। লুণ্ঠিানা হইতে একদল সৈন্য গমন করিয়া কারারুদ্ধ বিধবা রমণীকে পুনরায় তাঁহার স্বাধিকার প্রদান করিল। রণজিৎ সিং সে ক্ষেত্রে ইংরাজ-রাজপ্রতিনিধির কার্যকলাপের কোনই প্রতিবাদ না করিয়া, বিশেষ বিজ্ঞতার পরিচয়

৩৫। মারে বিরচিত 'রণজিৎ সিং,' ১২২ এবং ১৩০ পৃষ্ঠা এবং মার এ. বারনেন্স্ কৃত 'কাবুলের' ২২ পৃষ্ঠা। (Compare Murray's 'Runjeet Singh' p. 129, 130 and Sir A. Burne's 'Caul' p. 92.)

৩৬। মারে বিরচিত 'রণজিৎ সিং,' ১০৫—১০৭ পৃষ্ঠা (Compare Murray's 'Runjeet Singh' p. 134—137,)

প্রদান করিয়াছিলেন। অধিকন্তু সেই স্থান অধিকার করায়, সন্ধি-সর্ত্ত ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া, পাছে ইংরাজগণ তাঁহার প্রতি কুপিত হন, সেই ভয়ে তিনি বিশেষ ভীত হইয়া উঠিলেন। সুতরাং তিনি আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধাভিযানে ব্যাপ্ত হইলেন। পরিশেষে দিল্লীর উচ্চ-পদস্থ কর্মচারিগণের বন্ধুত্ববাজক পত্র প্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহার সে ভয় দূর হইল। 'এক্ষণে আর কোন বাধা-বিয়ের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া, তিনি পেশোয়ার অধিকারের জন্য প্রস্তুত হইলেন।' ৩৭

ইয়ার মামুদ খাঁ উপহারস্বরূপ যে অশ্বসমূহ রণজিৎ সিংহকে প্রদান করিয়াছিলেন, মহম্মদ আজীম খাঁ তাহা অনুমোদন করিলেন না। সুতরাং ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের জাহুয়ারী মাসে তিনি পুনরায় পেশোয়ারে গমন করিলেন। ইয়ার মামুদ, ভাতার সহিত যুদ্ধ না করিয়া বরং 'ইউসফজাহি' দিগের পার্বত্য রাজ্যে পলায়ন করিলেন; সেই প্রদেশ, বহু-বংশের একটি শাখার হস্তচ্যুত হইল। কিন্তু শিখদিগের প্রদান অধাক এই সময়ে অনুরোধেই অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি তখন আপন ক্ষমতার শ্রেষ্ঠ প্রতাপাদন-করে কৃত-সংকল্প হইলেন। ১৩ই মার্চ তাঁহারা সিন্ধুনদ অতিক্রম করিলেন; হস্তী-যুদ্ধ নদীর পরপারে কামান বহন করিয়া লইয়া গেল। সিন্ধুনদ-তীরবর্তী 'খটুক'দিগের রাজ্য অধিকৃত হইল; আকোরা নামক স্থানে মহারাজ, আশ্রয়-বিহীন জয় সিং আত্মরিপ্তালাকে সাদরে আহ্বান করিয়া তাঁহার সকল দোষ মার্জনা করিলেন। মুসলমানগণ ধর্ম-যুদ্ধ বা 'জাহাদ' ঘোষণা করিল; 'খটুক' জাতি এবং 'ইউসফজাহী' সম্প্রদায়ের প্রায় বিশ সহস্র সৈন্য, ধর্মযাজক এবং ধর্মোন্নত ব্যক্তিগণের আহ্বানে ধর্ম রক্ষার্থ অবিখ্যাসী বিধর্মীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমবেত হইল। এই বিশাল সৈন্যবল নওশেরার অনভিজ্ঞবর্তী পার্বত্য প্রদেশে এবং তৎসমুদিকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। কিন্তু কাবুল নদীর পশ্চিম তীরে তাহারা শিবির সন্নিবেশ করিল। মহম্মদ আজীম খাঁ সেই নদীর দক্ষিণ তীরে একটি উচ্চতর স্থানে সেনানিবাস স্থাপন করিলেন। স্বাধীন

৩৭। মারে বিবচিত 'রণজিৎ সিং', ১৩৪ পৃষ্ঠা ত্রুটিব্য। (Compare Murray's 'Runjeet Singh', p. 134) অতি সংক্ষেপে কার্য বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে; সেগুলি সঠিক নহে। ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দিল্লীতে রেসিডেন্টের নিকট কাপ্তেন মারে এবং কাপ্তেন রস যে সকল পত্রাদি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ৭ই নবেম্বর তারিখে স্ত্রার ডেভিড এক্টারলানি, কাপ্তেন রসকে যে পত্র দেন তাহাতে, এবং ঐ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন গবর্নর-জেনারেলের দিল্লীর প্রতিনিধি, কাপ্তেন মারের নিকট ও ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট গবর্নমেন্টের নিকট যে পত্রাদি প্রেরণ করেন, — তাহাতে অন্ত্যস্ত অব্যবহীত সংবাদ পাওয়া যায়। ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল, ১৩ই জুলাই এবং ১৮ই অক্টোবর গবর্নর জেনারেলের প্রতিনিধির নিকট গবর্নমেন্টের পত্রাদি হইতেও অনেক বিবরণ জানা যায়। কাপ্তেন মারে বলেন, এই উপলক্ষে আকালি ফালা সিং একেবারেই গুহাদনি অধিকারের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাঁহার দলই দশ সহস্র সৈন্যকে সৈন্যবল-ভুক্ত করিয়া লইতে রণজিৎ সিংহকে তিনি অনুরোধ করেন।

সামরিক সৈন্যদলের উপর তাঁহার যে প্রভুত্ব ছিল, তাহাতে তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; আপন ভ্রাতার সততার প্রতিও তিনি সন্দেহান্বিত হইলেন। উজীরকে প্রতিরোধ করার মানসে রণজিৎ সিং একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন; সেই সৈন্যদল সশস্ত্র কৃষকদলকে আক্রমণ করিতে নদী অতিক্রম করিল। আকালি সম্প্রদায়ের শিখগণ চকিভের দ্বারা মুসলমান ‘গাজীয়া’দিগকে ভীমবেগে আক্রমণ করিতে লাগিল। সেই যুদ্ধে অমৃতসরের ধর্মোন্নত বোদ্ধগণের দুর্দর্শ পুত্রিচালক ফুলা সিং নিহত হইলেন; বিপক্ষ সৈন্য সুবিধামত স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল; সুতরাং ফুলা সিংহের সৈন্যগণ, সেই পদাতি সৈন্যসাগরে বিশেষ কোনই স্থায়ী নিদর্শন রক্ষা করিতে পারিল না। অতঃপর আকগান সৈন্য উল্লসিত হইয়া অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল; তাহাতে লাহোরের শাসনকর্তার শিক্ষিত সৈন্যদলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। যাহা হউক, সমবেত সৈন্যের অগ্নিবর্ষণে এবং নদীর বিপরীত তীরস্থ সুসজ্জিত সৈন্যের দক্ষতায়, তাহাদের গতি প্রতিহত হইল, এবং পরিশেষে রণজিৎ সিংহের যত্ন ও পরিচর্য্যে এই বাধা-প্রদান, বিজয়লাভে সমাহিত হইল। সাহসী ও ধর্মপ্রাণ পর্বতবাসিগণ এই পরাজয়ের পর পুনরায় সমবেত হইল; “পীড়জাদা”, মহম্মদ আকবরের অধিনায়কত্বে পরদিন যুদ্ধ করিবে বলিয়া, তাহার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কিন্তু কাবুলের উজীর তখন অভিকষ্টে পলায়ন করিয়াছিলেন; সুতরাং আর কেহই তাহাদিগকে উৎসাহ কিংবা সাহায্য প্রদান করিল না। সৈন্যগণ পেশোয়ার ধ্বংস করিয়া ফেলিল; কিন্তু জনসাধারণের শত্রুতাবাহিত সেই বিজিত প্রদেশ শাসনাধীনে রাখা দুষ্কর হইয়া উঠিল। ইয়ার মামুদ খাঁর বশুত্বা স্বীকারের প্রস্তানে বিচক্ষণ মহারাজ, সম্মত হইলেন। অত্যন্তকাল পরে মহম্মদ আজীম খাঁর মৃত্যু হইল; তাঁহার সঙ্গ সঙ্গের পেশোয়ার, কাবুল এবং কান্দাহার প্রভৃতি তিনটি রাজধানীর অধিকারী ভ্রাতৃত্বের সৈন্যদলের একতাও নষ্ট হইল। সা মামুদ এবং তৎপুত্র কামরান, হীরাটে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে থাকিলেন। অতীতকালে, সা আইউব আকগানিস্থানের নামমাত্র সম্রাট বলিয়া বিদ্যমান হইয়াছিলেন; তিনিও তাঁহার রাজধানীতে অবস্থান করিতে থাকিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কোনই ক্ষমতা রহিল না।^{৩৮}

৩৮। মারে বিরচিত রণজিৎ সিং, ১৩১ পৃষ্ঠা ইত্যাদি; মুরক্রফ্টের ভ্রমণবৃত্তান্ত, দ্বিতীয় খণ্ড ৩২২, ৩৩৪ পৃষ্ঠা; এবং ম্যাসনের ‘ভ্রমণ বৃত্তান্ত,’ তৃতীয় খণ্ড ৫৮-৬০ পৃষ্ঠা। (Compare ‘Murray’s Runjeet Singh’ p. 137 &c.; Moorcroft’s ‘Travels’, ii. 333, 334; and Masson’s ‘Journey’s’, iii. 58-60. রণজিৎ সিং কাপ্তেন ওয়েডকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার শিক্ষিত সৈন্যগণের মধ্যে একমাত্র স্তম্ভাই, মুসলমান আক্রমণে অটল ছিল। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল কাপ্তেন ওয়েড, দিল্লীর রেসিডেন্টের নিকট যে পত্র লেখেন, তাহাই দ্রষ্টব্য।—(Compare Wade to Resident at Delhi 3rd April, 1839)

পূর্ববর্ণিত নোটে যে, ধর্মোন্নত ফুলা সিংহের কথা বর্ণিত হইরাছে, পূর্ব হইতেই তাহার দুর্নীতি ছিল। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সার চার্লস মেটকালের শিবির আক্রমণ করিয়াছিলেন। তখনকার ইংরাজ কর্মচারিগণের একটি দল, শতদ্রব দক্ষিণস্থ সমুদ্র রাজ্য জয়ীপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ১৮১০-১১ খৃষ্টাব্দে

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে রঞ্জিং সিং, অধিকৃত বিশাল রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গমন করেন। তথায় বিদ্রোহী মুসলমান-জায়গীরদারগণকে হীনবল করা, এবং সিন্ধুদেশের সীমান্তবর্তী স্থানে আপন ক্ষমতা বদ্ধমূল করাই, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ইতিপূর্বেই তিনি তৎকালীন প্রদেশের আমীরগণের নিকট হইতে রাজস্ব আদায়ের চেষ্টা করিতে ছিলেন।^{৩৯} তিনি শিকারপুর, 'তালপুর' বংশের অধিকৃত রাজ্য বলিয়া স্বীকার করিবার ভাণ করিলেন; কিন্তু তখনও মহারাজ উদ্দেশ্য স্থির করিতে পারেন নাই। সুতরাং তিনি রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন; তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সংসার চাঁদের মৃত্যুর বিষয় তাঁহার নিকট বিজ্ঞাপিত হইল। এক সময়ে সেই শাসনকর্তা মহারাজের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সংসার চাঁদের পুত্রকেই পিতৃস্থলাভিষিক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন। যুবরাজ খজা সিং, বটোচের মিত্ররাজের উত্তরাধিকারীর সহিত বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ শিরস্ত্রাণ বিনিময় করিলেন।^{৪০}

ইতাবসরে কাশ্মীর, মুলতান এবং পেশোয়ার প্রভৃতি তিনটি মুসলমান অধিকৃত প্রদেশ অধিকার করিয়া রঞ্জিং সিং তথায় শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কি পার্বত্য প্রদেশে, কি সমতল ক্ষেত্রে,—পঙ্জাবের সর্বত্রই রঞ্জিং সিংহের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। রাজ্যের অধিকাংশই তিনি বাছবলে অধিকার করিয়াছিলেন। লুণাৎ এবং সিন্ধুদেশ অধিকারের জন্য তিনি যে কলন স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহার কার্যপ্রণালী হইতে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতে পারে। অপরাপর ঘটনাবলীর বর্ণনা ব্যাপদেশে, রঞ্জিং

উবোহারে তিনি এক দুর্গ নির্মাণ করেন—এই স্থান,—কিরোজপুর এবং ভাটনিয়ারের মধ্যে অবস্থিত। বহুকাল হইতে এই-স্থান ইংরাজের রাজ্যভুক্ত বলিয়া অনুমিত হয়। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে কাপ্তেন মারে দিল্লীর প্রতিনিধির নিকট যে পত্র লেখেন, তাহাই দ্রষ্টব্য। (Capt. Murray to Agent Delhi, 15th May, 1823.) ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মিঃ মুরক্রফটকে বলেন, তিনি রঞ্জিং সিংহের প্রতি বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন; এবং সন্তুষ্টচিত্তে ইংরাজদিগের সহিত যোগদান করিতে প্রস্তুত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মুরক্রফট যেখানে ইচ্ছা করিবেন, সেখানেই তিনি ভরবারি ও কামান বহন করিয়া লইবেন। সে অনুমতি তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল। 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, প্রথম খণ্ড ১১০ পৃষ্ঠা। ('Travels' i. 110)

দোস্ত মহম্মদ খাঁর সম্বন্ধে সকলেই জানেন, মিঃ ম্যাসন ('Journey's iii. 59, 60) এবং মুলী মোহন লাল ('Life of Dost Mahomed,' 127, 128) উভয়েই প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই উপলক্ষে দোস্ত মহম্মদ খাঁ যোর বিদ্রোহতারণ করিয়াছিলেন। ইংরাজ প্রতিনিধিগণ এবং জনসাধারণে পরে সেই ঘটনা বিস্মৃত হইয়াছিলেন; শিখগণ ও আকগান জাতি প্রকৃতপ্রস্তাবে শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। তখন তাহারা সম্ভবপর দৈব-ঘটনা সমূহের যেটিতে স্বার্থ-সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখিত, তৎসাধনেই একত্রিত হইতে প্রস্তুত হইত।

৩৬। Captain Murry to Governor-General's Agent at Delhi, 15th Dec, 1825 and Capt Wade to the same, 7th, Aug, 1823.

৪০। মারে বিরচিত রঞ্জিং সিং, ১৪১ পৃষ্ঠা (Muaray's Runjeet Singh, p. 141) সংসার চাঁদের বংশ ও রাজ্যের বিবরণ সম্বন্ধে মুরক্রফটের ভ্রমণবৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য। (মুরক্রফট, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, প্রথম খণ্ড, ১২৬-১৪৬ পৃষ্ঠা।)

সিংহের কার্যপ্রণালীর বিবরণে কিছু কালের নিমিত্ত নিরস্ত হইলে, বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। রণজিৎ সিংহের প্রকৃতি ও চরিত্র বিষয়ে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে সেই সকল বিষয়ের বর্ণনা একান্ত আবশ্যিক। দেশের ইতিহাসের সহিতও সেই সকল বিষয়ের অতি নিকট সম্বন্ধ।

পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে লুথিয়ানায় পৌঁছিয়া, সা হুজা স্বচ্ছন্দে কালান্তিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু কাবুল ও কান্দাহার বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে কিছু দিন বদ্ধমূল ছিল। ইংরাজদিগের বিশ্বাস,—সা হুজা কাপুরুষের ছায় পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন; সা হুজা তাহাতে বড়ই অসন্তুষ্ট হইতেন এবং তৎপ্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতেন। তিনি একজন সম্রাট; ভাগ্যা-চক্রের কঠোর নিষ্পেষণে রাজধান্য হারাওয়া, তিনি নানারূপ বিপজ্জালে জড়িত হইয়াছিলেন; বিপন্ন অবস্থায় হুতরাজ্যের পুনরুদ্ধারকল্পে ঘরে ঘরে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন;—সা হুজা সেই ভাব প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইলেন। ফতে খাঁর আক্রমণে যখন তিনি প্রপীড়িত হইয়া পড়েন, তখন সিদ্ধদেশের আমীরগণ তাঁহাকে বহু আশা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার উপলব্ধি হইল,—দক্ষিণ দিক হইতে আফগানিস্থান আক্রমণ করিলে, ফল লাভের বিশেষ সম্ভাবনা। এতদুদ্দেশ্যে তিনি ইংরাজদিগের নিকট, তাঁহাদের সুবিধাজনক অনেক বিষয়ের প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু ইংরাজগণ তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে, বিদেশীর কার্য-কলাপের সহিত তাঁহাদের কোন সংশ্লষ নাই, এবং পারিপার্শ্বিক সকলের সহিতই তাঁহারা শান্তিতে ও নিবিবাদে বাস করিতে অভিলাষী। সা হুজা যখন এইরূপে স্থানে স্থানে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে ফতে খাঁ নিহত হইলেন। মহম্মদ আজীম খাঁ, সা হুজার বশতা স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন। তৎপ্রতি বিশ্বাস বশতঃ, সা তৎক্ষণাৎ লুথিয়ানা পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে, সা হুজা সেই স্থান পরিত্যাগ করেন; ভাওয়ালপুরের নবাবের সাহায্যে ডেরাগাজী-খাঁ তৎকর্তৃক অধিকৃত হয়। অতঃপর শিকারপুর অধিকারার্থ পুত্র তাইয়্যুরকে প্রেরণ করিয়া, স্বয়ং পেশোয়ার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তিনি দুর্গাদিগের সম্রাট বলিয়া পরিচিত হইবেন; তাঁহার পেশোয়ার যাত্রারও সেই উদ্দেশ্য। কিন্তু ইত্যবসরে মহম্মদ আজীম খাঁ উপযুক্ত সময় বুঝিয়া প্রচার করিলেন,—তিনি স্বয়ং আইউবেব উজীর। সা হুজা ঘোর বিপজ্জালে বিজড়িত হইয়া খাইবার পর্বত-শ্রেণীর কতকগুলি মিত্র-সম্প্রদায়ের আশ্রয় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দুই মাস পরে সেস্থান হইতেও তিনি বিভাড়িত হন; শিকারপুর প্রবেশ করিবার পূর্বেই মহম্মদ আজীম খাঁ তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। হুতরাং সা হুজা সেস্থান হইতেও পলায়ন করিলেন। প্রথমতঃ, তিনি খয়েরপুর গমন করেন; তৎপর হায়দ্রাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হন। সিদ্ধিয়ানদিগের নিকট হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া সা তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন। অতঃপর শিকারপুর পুনরুদ্ধার করিয়া এক বৎসর তথায় বাস করেন। কিন্তু মহম্মদ আজীম খাঁ

পুনরায় আগমন করিলেন। তখন হায়দ্রাবাদের শাসন-কর্তৃগণ এই ভাণ করিলেন যে, সা হুজা ইংরাজদিগকে আনয়ন করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছেন ; এক্ষণে তাঁহাকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যেই যেন অর্থ প্রত্যর্পিত হইল। তথায়ও নিরাপদ নহেন মনে করিয়া, সা হুজা দিল্লীতে পলায়ন করিলেন। পরিশেষে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে শিভীয়াবাস লুণ্ঠিয়ানায় গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাতা অক্ষ জুমান ঠিক সেই সময়ে পারস্ত এবং আরব দেশ পরিভ্রমণ করিয়া, সেই পথে সেই স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন। সা হুজার নির্দারিত বৃত্তি এ পর্যন্ত তাঁহার বিশ্বাসী হুচতুর ওয়াক্কা বেগমপ্রমুখ তাঁহার পরিবারবর্গ গ্রহণ করিতেন। সা জুমান ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট প্রার্থনা করায়, তাঁহার ভরণপোষণের জন্তও প্রথমতঃ ১৮,০০০ টাকা, পরে ২৪,০০০ টাকা বাৎসরিক বৃত্তি নির্দিষ্ট হয়।^{৪১}

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরের হতসর্বস্ব মারহাট্টা-রাজ, আপ্পা সাহেব, ইংরাজদিগের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া, অমৃতসরে উপনীত হন। তাঁহার কার্যকলাপে বোধ হইয়াছিল, তাঁহার নিকট বহুসংখ্যক অর্থ ছিল। রণজিৎ সিং যাহাতে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করেন, অমৃতসরে গমন করিয়াই, তদ্বিষয়ে তিনি চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মহারাজের মিত্র, ইংরাজদিগের সহিত আপ্পা সাহেবের ঘোর শত্রুতার বিষয় জানিতে পারিয়া, মহারাজ রণজিৎ সিং আপ্পা সাহেবকে রাজ্য পরিত্যাগের অমুমতি করিলেন। আপ্পা সাহেব তখন কিছুকালের জন্ত সংসার চাঁদের রাজ্য কটোচে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কটোচে থাকিয়া শতদ্রব দক্ষিণ ও পূর্বদিকে সমগ্র ভারতখণ্ড অধিকারের জন্ত, সা জুমানের পুত্র যুবরাজ হায়দরের সহিত জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ করিলেন। স্থির হইল, দিল্লী হইতে কমোরীণ অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল রাজ্যখণ্ডে দুরাণি রাজ্য হইবেন ; মারহাট্টা স্বয়ং তাঁহার উজ্জীররূপে, অধীন রাজার আয়, দক্ষিণাত্য শাসন করিবেন। এই সংকল্পে পঞ্জাব যোগদান করিল না। কিন্তু রণজিৎ সিং, সংসার চাঁদ কিংবা কাবুলের ভূতপূর্ব শাসনকর্তৃদ্বয় এই অভিসন্ধিতে লিপ্ত ছিলেন কিনা, তাহা জানা যায় নাই। যাহা হউক, এক্ষণে যখন সেই ঘটনা প্রচারিত হইল, তখন সংসার চাঁদ

৪১। Compare 'Shah Shooja's Autobiography.' ch. xxvii, xxviii, xxix, in the Calcutta Monthly Journal for 1839, and 'Bhawalpur Family Annals' (Mannuscript) কাপ্তেন মারে (History of 'Runjeet Singh,' p, 10) বলিয়াছেন যে, সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তির জন্ত সা-হুজা একবার চেষ্টা করেন ; কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা বিফল হয়। যাহা এই অংশে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে, তৎসমর্থনার্থ নিম্নলিখিত পত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে ও ১০ই জুনের দিল্লীর রেসিডেন্টের নিকট গবর্ণমেন্টের পত্র ; ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর এবং ১০ই অক্টোবরের এবং ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে দিল্লীর রেসিডেন্টের নিকট কাপ্তেন মারের এবং ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল, ৩০শে জুন ও ২৭শে আগস্টের স্থায় ডেভিড অকটারলোনির নিকট কাপ্তেন মারের পত্র দ্রষ্টব্য।

আপন অভিধিকে অগ্র স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে আশ্রা সাহেব মৃত্যুতে গমন করেন; এই স্থান শতদ্রু নদী এবং কাজড়ার মধ্যে অবস্থিত। তিনি ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতসরে গমন করেন, এবং পরিশেষে সে দেশ পরিত্যাগ করিয়া পর বৎসর যোধপুরের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই রাজ্যও তখন ইংরাজ-দিগের অধীনতা পাশে আবদ্ধ ছিল। সুতরাং ভূতপূর্ব রাজার আত্মসমর্পণ আবশ্যক হইয়া উঠিল। কিন্তু রাজপুত্র-রাজ তাহাতে নানারূপ আপত্তি করিলেন; সুতরাং আশ্রা সাহেবকে নিরাপদে রাখিতে স্বীকৃত হওয়ায়, গবর্ণমেন্ট আর কোন আপত্তি করিলেন না। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়; অতঃপর সকলেই আশ্রা সাহেবের কথা বিশ্বস্ত হইল।^{৪২}

পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে, নূরপুরের পার্বত্য রাজা, বীর সিংহ, ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। তিনি শতদ্রুর দক্ষিণে আশ্রয়াভ্যুসন্ধান করিতেছিলেন। এই সময় সা হুজা লুধিয়ানায় পৌঁছিলে, বীর সিংহ তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট এক প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন;—রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের জন্ত একতান্ত্রে আবদ্ধ হওয়াই, সেই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। যখন সা বন্দী অবস্থায় লাহোরে বাস করিতেন, তখন মহারাজ বিভিন্ন অসন্তুষ্ট রাজপুরুষগণের সন্ধিপ্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেন নাই। ইংরাজ-দিগের সহিত সার সন্ধির বিষয় তাঁহার স্মরণ হইল; রাজ্যভ্রষ্ট রাজাদিগকে উত্তেজিত করিবার জন্ত উচ্চাভিলাষিগণ কিরূপ তৎপর, তাহা তিনি জানিতেন। এক্ষণে তিনি ইংরাজকর্তৃপক্ষদিগের উদ্দেশ্য জানিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু নূরপুরের রাজার প্রতি ভীতি প্রদর্শনের ভাণ করিয়া মহারাজ ইংরাজদিগের প্রতি আপন সন্দেহ গোপন করিতে চেষ্টিত হইলেন। তিনি জানাইলেন যে, তাঁহার সৈন্যগণ এক্ষণে মূলতানের সন্নিকটে অবস্থিত; সুতরাং বীর সিংহ শতদ্রু অতিক্রম করিয়া, হয়তো বিদ্রোহ-বহি প্রজ্জালিত করিতে পারেন। তখন সা হুজা কর্তৃক প্রতিনিয়িগণের আদর-অভ্যর্থনায় সকলেই অমত প্রকাশ করিলেন; এবং বিতাড়িত রাজার লুধিয়ানায় বসবাসও অনভিপ্রেত বলিয়া অস্বীকৃত হইল। কিন্তু রণজিৎ সিং বুঝিলেন,—আপন প্রাধিকার রক্ষার জন্ত সর্ববিধ উপায় অবলম্বনে, তাঁহার (সার) সম্বন্ধ স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজ-রাজ্যের সীমা মধ্যে তৎকর্তৃক কোন উপায় অবলম্বিত হইতে পারিবে না। মহারাজ

^{৪২}। Compare Murray's Runjeet Singh. p. 126; Moorcroft's 'Travels', i. 109; and the 'quasi-official authority, the 'Bengal and Agra Gazetteer' for 1841, 1842 (articles 'Nagpoor' and 'Jodhpur'). See also Capt. Murray's Letters to Resident at Delhi, 24th Nov. and 22nd Dec. 1821 and the 13th Jan. 1822, and 6th June, 1824; and likewise Capt. Wade to Resident at Delhi, 5th March, 1824.

তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বুঝিলেন,—দক্ষিণে কিংবা পশ্চিমে তিনি যেখানেই থাখুন না কেন, তাঁহার রাজধানী লাহোর সর্বসময়েই নিরাপদ; হুতরাং বিপৎপাতের কোন সম্ভাবনা নাই জানিয়া, মহারাজ আর কোনই প্রতিবাদ করিলেন না।^{৪৩}

১৮১১ খৃষ্টাব্দে বিচক্ষণ পরিব্রাজক মুরজ্জকট, ইয়ারথন্দ ও বোধারা পরিদর্শন মানসে, ভারত-প্রান্তর পরিভ্রাম্য করেন। পঞ্জাবের পার্বত্যপ্রদেশে বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইয়া, তিনি রণজিৎ সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাহোরে প্রত্যাবৃত্ত হন। রণজিৎ সিং মহাসম্মানদে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। তাঁহার ব্যবহারে মহারাজের এবং বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সকল সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছিল। মহারাজ অকপটচিত্তে তাঁহার জীবনের সমুদায় বৃত্তান্ত মুরজ্জকটের নিকট একে একে বর্ণনা করিয়াছিলেন; তিনি পরিব্রাজক মুরজ্জকটকে আপন অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদল দেখাইয়াছিলেন; এবং অবসরক্রমে নিঃসন্দেহে তাঁহার রাজধানীর যে কোন অংশ পরিদর্শন করিতে, তাঁহাকে উৎসাহ, প্রদান করিয়াছিলেন। চিকিৎসাাদি বিষয়ে নৈপুণ্যে, সর্ব বিষয়ে বহুদর্শিতায়, আপন সরল অকপট ব্যবহারে এবং কাৰ্যদক্ষতা ও উৎসাহে মিঃ মুরজ্জকট সৰ্বজনশ্রদ্ধা হইয়াছিলেন; এবং তাহাতে তাঁহার স্বদেশবাদীদিগের অনেক স্খুধি হইয়াছিল। নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকারে তিনি পঞ্জাবে ইংলণ্ডজাত পণ্যদ্রব্য প্রবর্তন করিবার অমুমতি প্রার্থনা করেন। মহারাজ সেই প্রস্তাব কৌশলে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কথিত হয়, মহারাজের বিশ্বাস, তাহাতে রাজস্ব হ্রাস হইতে পারে। বিশেষতঃ, এক্রপ ক্ষেত্রে রাঁহাদের পরামর্শ আবশ্যক, সেই সকল প্রধান কর্মচারী বহুদূরদেশ আক্রমণে গমন করিয়াছিলেন। মুরজ্জকটের ভ্রমণের জন্য সকল প্রকার সুযোগ প্রদত্ত হইয়াছিল; পরিশেষে এইরূপ বন্দোবস্ত হয় যে, যদি তিনি ভিক্তবদেশ হইতে ইয়ারথন্দে না পৌঁছিতে পারেন, তাহা হইলে, তিনি কাশ্মীরের মধ্য দিয়া কাবুল ও বোধারা পর্যন্ত গমন করিবেন। সর্বশেষে সেই পথ অবলম্বন করাই, তিনি জেয়ঃ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। মিঃ মুরজ্জকট নিরাপদে লুদাকে পৌঁছিলেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে, কশ্মিরার মন্ত্রী যুবরাজ নেসেলরোডের নিকট হইতে মহারাজ এক পত্র প্রাপ্ত হন; তাহাতে মন্ত্রীর একজন সওদাগরকে রণজিৎ সিংহের কার্যে নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি আরও নিশ্চিত জানাইয়াছিলেন যে, পঞ্জাবের ব্যাসাধিগণ কৃষ রাজ্যে মহাসম্মানের সহিত অভ্যর্থিত হইবে—কশ্মিরার বাদসাহ একজন

৪৩। ১৮১৬-১৭ খৃষ্টাব্দের সরকারী কাগজ পত্রের, বিশেষতঃ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল তারিখের গবর্ণমেন্ট প্রেরিত বিজ্ঞার রেসিডেন্টের পত্রেরই, এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ বৎসর বীর সিংহ নিজ রাজ্যের পুনরুদ্ধারকল্পে আর একবার চেষ্টা করেন; কিন্তু খুত হইয়া কারাবদ্ধ হন। (Murray's "Runjeet Singh," p. 145, and Captain Murray to Resident at Delhi, 25th February, 1827) পরিশেষে তাঁহাকে কারামুক্ত করা হয়। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি জীবিত ছিলেন; কিন্তু তখন কেহই আর তাঁহার নাম পর্বন্ত করিত না।

সদাগর ব্যক্তি ; তিনি অন্যান্য দেশেরও স্বধ-সমৃদ্ধি ইচ্ছা করেন, —প্রধানতঃ, শিখদিগের রাজ্যের শাসিত রাজ্যের তিনি একজন বিশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। রুষমন্ত্রী প্রেরিত সওদাগর রুঘিয়ার দক্ষিণ প্রদেশে পশ্চিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরিশেষে জানা গিয়াছিল, ছয় বৎসর পূর্বে সেই ব্যক্তি লাহোরের মহামাজ এবং লুণ্ঠকের রাজার নিকট এইরূপ পত্রবাহক দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন।^{৪৪}

রণজিং সিং একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। সেই রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ এক সূত্রে আবদ্ধ করিয়া, উপযুক্ত বিধি-বিধানের প্রবর্তনায়, তাহার শাসন-শৃঙ্খলা সম্পাদন করিতে পারিলে, শিক্ষিত ও বিজ্ঞ ব্যক্তি মাঝেই আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু তাহা রণজিং সিংহের প্রকৃতির উপযোগী হয় নাই ; অথবা সমগ্র শিখ জাতির পক্ষেও তাহা অল্পযুক্ত হইয়াছিল। যতদিন কোন রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের পরিবর্তনশীল শক্তি সময়ের আবর্তনে আপনাই পরিবর্তিত ও ধ্বংস প্রাপ্ত না হয়, ততদিন সেই সম্প্রদায়ের শক্তি সীমাবদ্ধ হয়, অথবা তদন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের উদ্যম গতি স্থগিত হয়, ইহা কদাচ তৎসম্প্রদায়ের অভিপ্রেত নহে। নানক এবং গোবিন্দ যে উদ্যোগের সঞ্চার করিয়া গিয়াছিলেন, রণজিং সিংহের চরিত্রে তাহা পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। আপন পার্থিব আকাঙ্ক্ষার পরিভূষ্টি-সাধন-উদ্দেশ্যে তিনি আপন শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন ; এবং তাহাতে অসুগত প্রজাপঞ্জের মধ্যে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া ছিলেন। তিনি জানিতেন, যে শক্তি ধ্বংস করা কিংবা শাসনে রাখা তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত, সেই শক্তিকে তিনি একটি নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করিতেছেন ; শিখগণ যাহাতে তাঁহার শত্রুতাচরণ না করে, অথবা পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত না হয়, সেই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে রাজ্যবিজয় অথবা দূরবর্তী স্থানে যুদ্ধ ব্যাপদেশে নিযুক্ত রাখাই, তাঁহার একমাত্র কর্তব্য বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন। স্বাধীন শিখ-জাতির প্রথম রাজনৈতিক প্রথা, কয়েকটি কারণে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ; —প্রথমতঃ, সেই প্রথার অসম্পূর্ণতা ; দ্বিতীয়তঃ, হুশিক্ষিত সভ্য গবর্ণমেন্টের সংস্পর্শ ; তৃতীয়তঃ, একমাত্র শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রাধান্য। ইতিপূর্বেই “মিছিল” ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল ; অথবা আলহওয়ালিয়া এবং পাতিয়ালা (বা ফুলকিয়া) সম্প্রদায়ের শিখগণের মধ্যেই মিছিলপ্রথা বর্তমান ছিল। তবে উহাদের মধ্যেও “আলহওয়ালিয়াগণ” তাহাদের সামন্তের প্রাধান্য রক্ষার জন্য রণজিং সিংহের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল ; এবং “পাতিয়ালা” বা ফুলকিয়াগণ, ইংরেজদিগের কোশলে স্বাভাব্য অবলম্বন করিয়াছিল। রণজিং সিং কখনও মনে করেন নাই, তাঁহার রাজ্য অথবা শিখ-সাম্রাজ্য একমাত্র পঞ্জাবেই সীমাবদ্ধ রহিবে। তাঁহার ঐকান্তিক কামনা এই যে, —“খালসা” ধর্মের উপর নির্ভর করিয়া এবং তাঁহার দক্ষতার

৪৪। Moorcroft, 'Travels', i. 99, 103 ; and see also 383, 387 with respect to a previous letter to Runjeet Singh'.

প্রতি বিশ্বাসবান হইয়া, বীর এবং ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ যতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারেন, ততদূর পন্থান্ত সৈন্ত পরিচালনা করিবেন। শাসন নীতির উচ্চ কল্পনায় অথবা বাহু সৌকর্যসাধনে তিনি কখনও প্রয়াসী হন নাই। তিনি কেবল রাজ্য বিস্তারের জন্তই সচেষ্ট ছিলেন; বাণিজ্য-ব্যাপারে তিনি যে ত্রায়ণপরতার পরিচয় দিতেছেন, ইংরেজ প্রতিবেশীদিগের নিকট সে প্রশংসা স্তম্ভিবার জন্ত তিনি আদৌ উৎসুক ছিলেন না। বিভিন্ন মতাবলম্বী মুখ ও উন্নত প্রজাবর্গের স্বেচ্ছাসেবকের জন্ত, তিনি ইংরেজদিগের প্রশংসা-ভাজন হইতে প্রয়াসী হন নাই। তিনি উৎপন্ন শস্তের ত্রায়ণসম্পদ অংশ গ্রহণ করিতেন; ব্যবসায়িগণ আপনাপন লভ্যাংশের উপর সন্তুষ্টচিত্তে যে পরিমাণ কর প্রদান করিতে সমর্থ হইত, তিনি তাহাই লইতেন। তিনি প্রকাশ্য লুণ্ঠ-তরাজ বন্ধ করিয়াছিলেন; শিখ-কৃষকদিগের উপর সামান্য মাত্র কর নির্ধারিত হইয়াছিল। স্থানীয় কোন রাজ-কর্মচারী কোন 'খালসার' প্রতি পীড়ন করিতে সাহসী হইতেন না; রাজস্ব-সংগ্রহকারিগণ যদি কোথায়ও অত্যাচার-অবিচারের দরুণ বাধা প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদেরই পদচ্যুতি ঘটিত; তাঁহাদিগের উদ্বেগ-সাধন বিষয়ে কদাচ সৈন্ত সাহায্য প্রদান করা হইত না। যাহারা স্বহস্তে সে অত্যাচারের প্রতিকার করিতে পারিত, তিনি সাধারণতঃ তাহাদিগের প্রতি শান্তিবিধান করিতেন না; সেরূপ ক্ষেত্রে, তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারিগণ সর্বদাই সতর্কতার সহিত কার্য করিত। শিখ-জাতির সমুদায় ঐশ্বর্য এবং সমস্ত শক্তি যুদ্ধব্যাপদেশে এবং সামরিক অস্ত্রাদি নির্মাণ ও সাজসজ্জাদি সরবরাহে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। জায়গীর (Feudal) প্রথার আদর্শক্রমে তাঁহার রাজ্য-শাসনপ্রণালী গঠিত হইয়াছিল। তাহাতে ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ চরিতার্থের এবং চরিত্রগত স্বাধীনতা রক্ষার সুযোগ প্রদান করিয়াছিল। এইরূপ শাসনপ্রণালী শিখ-জাতির বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল; তাহারা যথেষ্ট কার্য পাইয়াছিল; তাহারা যুদ্ধবিগ্রহে অভ্যস্ত হইয়াছিল। নগরের পর নগরে খালসার আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ায়, তাহাদের সম্ভ্রাম বৃদ্ধি করিয়াছিল; এতদ্বারা তাহাদের পরিবারবর্গ ধনশালী হইয়াছিল। কিন্তু রণজিৎ সিং কখনও স্বেচ্ছাচারী বা অত্যাচারী রাজার হায়ে ক্ষমতালাভ বা উপাধি গ্রহণ করিতে যত্নপর হন নাই। তিনি ধর্মাত্মানে নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন; তিনি ধার্মিক মহাত্মাগণকে ভক্তি করিতেন, এবং বহু দান-ধর্মোচরণে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন। রণজিৎ সিংহ মনে করিতেন,—ঈশ্বরাত্মগ্রহেই সর্ব বিষয়ে সিদ্ধিলাভ হয়। তিনি আপনাকে এবং শিখ-জাতিকę 'খালসা' অথবা গোবিন্দের সাধারণ-তত্ত্ব নামে অভিহিত করিতেন। যখন তিনি নগরপথে শিখ-গুরুদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন, যখন তিনি তাঁহার স্বদলভূক্ত দীর্ঘশ্রমসম্বিত প্রসিদ্ধ পুরুষগণকে পুরস্কৃত করিতেন, যখন তিনি ধর্মোন্মত্ত 'আকালি' সম্প্রদায়ের অমিতাচার প্রশমনকল্পে উত্তোষী হইতেন, অথবা যখন তিনি বিপক্ষ সৈন্তগণকে ধ্বংস করিয়া, নতন রাজ্য অধিকার করিতেন;—কখনই তিনি আপনার প্রতিষ্ঠা-প্রচারে বা

স্বাধ-সাধনে উদ্যোগী হইতেন না, প্রত্যেক কার্যই গুরুর জ্ঞান, 'খালসা' সম্প্রদায়ের সুবিধার জন্ত ঈশ্বরকে নামে সম্পন্ন করিতেন।^{৪৫}

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ডেপুটীরা এবং আর্লার্ড নামক কবাসী সেনাপতিদ্বয়, পাবস্ত এবং আফগানিস্থানের পথ অবলম্বন কবিয়া, লাহোরে পৌঁছিলেন। বাদ প্রতিবাদে কিছুকাল অতিবাহিত হইল, পবে তাঁহারা সম্মানসূচক পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।^{৪৬} সাধারণতঃ কথিত হয়,—এই দুই সেনানায়কের এবং তাঁহাদের পরবর্তী সহযোগী কোর্ট এবং এন্টিটেবাইল নামক সেনাপতিদ্বয়ের বিশেষ পরিশ্রমে শিখ-সন্তেব এত উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যেক শিখেব স্বাভাবিক সহিষ্ণুতা এবং শ্রমশীলতাই

৪৫। কি লিপিবাব সময়, কি আপন গবর্ণমেন্টের কথা বলিবাব সময়,—বর্ণজিৎ সিং সর্বদাই 'খালসা' নাম প্রয়োগ করিতেন। অস্ত্রাশ্রয় শিখদিগের স্তায়, বর্ণজিৎ সিং সাধারণতঃ নিজ সিং সোহরের উপর নামের পূর্বে, 'আকাল হুংই'—এই বিশেষণ ব্যবহার করিতেন। তাহার নামের পূর্বে, স্বয়ং সাহায্যকারী, বর্ণজিৎ সিং—এই বিশেষণ ব্যবহৃত হইত। এই বিশেষণ ব্যবহারের সহিত, ইংলণ্ডেব সাধারণ-স্তরে 'ঈশ্বর আমাদের সহায়'—এই বাক্যেব সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। অধ্যাপক টাইলসন ('Journ Royal Asiatic Society No xvii p 51') বলিয়াছেন, বর্ণজিৎ সিং, নানক ও গোবিন্দকে স্থানচ্যুত কবিয়াছিলেন, এবং জগতেব একেশ্বর শাসনকর্তার আশ্রয় উপেক্ষা করিয়া আপনাকেই 'খালসা'ব' একমাত্র প্রতিকৃতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার এই বর্ণনাব কোন প্রমাণ নাই।

শিখদিগেব শাসনপ্রণালীও তৎকাল ও সাম্রাজ্যিক কিংবা কাঞ্চকারিতা ও উপযোগিতা সন্ধে মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। এইরূপ মতভেদে অস্ত্রাশ্রয় গবর্ণমেন্টের সন্ধে বিরল নহে। শিখ-গবর্ণমেন্টে শিখদিগের বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল,—তাহা স্বতঃসিদ্ধ। কাঞ্চ এইরূপ উপযোগিতা সাধন করা, প্রত্যেক শাসক সম্প্রদায়ের গবর্ণমেন্টের প্রধান উদ্দেশ্যে, এবং এই উপযোগিতার একুত গুণও বর্তমান রহিয়াছে। অধিকন্তু ব্যক্তি বিশেষের সন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে হইলে, তৎসাময়িক সম্ভাব্য বিশেষত্ব স্মরণ রাখা আবশ্যিক। পঞ্জাবের বর্তমান অবস্থা দেখিলে বুঝা যায়,—উহা মধ্যযুগের উন্নতিশীল ইন্দোপের এবং পতনোন্মুখ বাইজানটাইন রাজ্যের বিশেষত্ব সমূহের এক সমন্বয় মিশ্রণ। যে ভাবেই দেখা যায়, তাহারা স্বর্ধ অসম্মত, কিন্তু তাহারা যৌবনমূলক স্বাভাবিক তেজস্বীভায়ে এবং অনেকানেক শিল্পবিভা বিদগ্ধ সাধারণ জ্ঞানে পরিপূর্ণ। এই জ্ঞান ও গাভীর সমাজেব উন্নত অবস্থার জীবনের অলঙ্কারস্বরূপ।

পুনরুত্থানবের স্তায় একটি নগর শিখজাতির প্রতিষ্ঠিত,—এই বিষয় স্বীকার করিলে, নানা অভ্যাস-অবিচার এবং দুর্বল রাজ্যশাসন প্রণালী বিষয়ক বহু অভিযোগ খণ্ডন হইতে পারে। কর্ণেল ফ্রাঙ্কলিন কেবলমাত্র প্রচলিত মতেব পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিয়াছেন, ('Life of Shah Alum', p 77) অধিকৃত রাজ্যেব সমুদায় ভূমিতে, শিখজাতি সাতশিয় অব্যবসায়ের সহিত চাষ আবাদ করিত। মূলতানে কোন অভিযোগ মিঃ ম্যাদনেরও ('Journeys', i. 30, 398) কর্ণগোচর হয় নাই। কিন্তু মুরত্রফট ('Travels', i. 123) কান্ট্রিগিগের শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়াছেন, তাহার পরিভ্রমণের কিছু কাল পূর্বে নিদারুণ দ্বর্জিক-প্রশীড়িত সহস্র সহস্র লোক যে আপনাপন বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভারতক্ষেত্রে আসিয়াছিল, সে সকল কিছুই তাহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সেই উপত্যকা যে বহুকালাবধি আফগানদিগের অধীন ছিল, তাহাও তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ফররীর আফগান শাসনের কঠোরতা বর্ণনা করিয়াছেন। ('Travels', ii. 26 &c)

৪৬। মারে বিবচিত 'বর্ণজিৎ সিং', ১৩১ পৃষ্ঠা। ('Murray's Runjeet Singh, p. 131 &c')

নেই উন্নতি-বুনিয়াদ কাবণ। প্রত্যেক নবোদ্যানশীল জাতি যে উপযোগী ভেদ-শক্তি প্রভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে, প্রত্যেক শিখের ক্ষমতায় সে শক্তি জাগরিত হইয়াছিল; মহাপ্রাণ ধর্মোপদেষ্টাগণ সাধারণের মজল-বিধানার্থ উদ্দেশ্য-সাধন এবং ভগ্নৈশ্বর্য-বিষয়ক যে জ্ঞান ও ভাবের উন্মেষণ করিয়া গিয়াছিলেন, প্রত্যেক শিখ ক্ষমতায় তাহা বহুমূল হইয়াছিল। এই সমস্ত কাবণেই শিখ-জাতি এত উন্নতি লাভ করিয়াছিল। রাজপুত ও পাঠানগণ অতি সংসাহসী এবং সদাশয় বীরজাতি বলিয়া পবিচিত; কিন্তু তাহাদের সে গর্ব ও সাহসিকতা বাল্লিগত, পবন তাহা তাহাদের প্রাচীন বংশ এবং শ্রেষ্ঠকুল-ব্যঞ্জক। তাহারা আপনাপন বংশের অযোগ্য ও অমর্যাদাসূচক কোনও কার্যে অহুষ্ঠান করে না, স্বজাতীয় রাজনৈতিক উন্নতি সাধন তাহারা সম্পূর্ণ উদ্যোগী। অল্প দিকে, বিদেশীয় কঠোর শাসন হইতে মুক্তিলাভের অভিলাষে মারহাট্টাগণ বহু চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট আশা বা উদ্দেশ্যে অহুপ্রাণিত হইয়া, তাহারা কার্যে প্রবৃত্ত হয় নাই। পরন্তু তাহাদের সকল চেষ্টা, সকল উদ্যমই উদ্দেশ্যবিহীন ও নিরাশাপূর্ণ। তাহারা স্বাধীন হইয়াছিল বটে, কিন্তু কিরূপে সে স্বাধীনতা রক্ষা কবিতে হয়, তাহা তাহারা জানিত না। সেই কাবণেই একজন সূচত্ব ব্রাহ্মণ, তাহাদের উদ্দেশ্য-বিহীন কার্য-কলাপ অবলম্বন করিয়া, তাহাদিগকে আপন উদ্দেশ্য-সাধনে নিয়োজিত করিয়াছিল—অশিক্ষিত শূদ্রগণের বীরোচিত কার্যে উপব নির্ভব কবিয়া, “পেশোয়া”-বংশের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। চুরাকাজ্জ-পরবশ সৈন্যগণ শিবাজী-অহুপ্রাণিত শক্তির আর একরূপ স্থবিশাল্যায়ী ব্যবহার কবিতে লাগিল। কিন্তু সেই জীবনীশক্তি কোনরূপ সর্বসামঞ্জস্য-ব্যঞ্জক ধর্মনীতি প্রবর্তনায় অহুমোদিত বা পরিবর্তিত না হওয়ায়, কয়েক পুরুষের মধ্যেই, মুসলমানগণের সর্বশেষ চেষ্টার ফলে, সমগ্র মারহাট্টা জাতি মুসলমানদের বশতা স্বীকার কবিল। বৈদেশিক ইংরাজদিগের শত্রুতাচরণে মারহাট্টাগণ বর্তমান হীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। তৎকালে অকপট মারহাট্টা কদাচিৎ দৃষ্টগোচর হইত,—তাহাদের বংশ লোপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিগত শতাব্দীতেও মেঘপালক ও কৃষকজাতীয় বর্ষাধারী মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য দৃষ্টগোচর হইত। গুর্খাদিগের সম্বন্ধেও সেইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা বাইতে পারে। সেই ভারতীয় জাতি স্বাভাবিক প্রতিভাবলে পরবর্তী সময়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠাষিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোনরূপ ধর্মবিষয়ক আশা-ভরসার মিশ্রণ বর্তমান ছিল না। তাহারা রাজ্যেশ্বর হইয়াছিল বটে, কিন্তু আপনাপন চিন্তা-প্রবাহের নিদর্শন স্বরূপ কেহই বিশেষ কোন সমাজ-প্রতিষ্ঠা বা নিয়ম-প্রণালী বিধিবদ্ধ কবিয়া খ্যাতি লাভ করিতে পারে নাই, জায়গীরদারগণের বিবাদ-বিসম্বাদ ও অজ্ঞ রাজকদলের কুসংস্কার প্রভাবে প্রথম উদ্বীণনার প্রাণভূত শক্তির ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। এই সমুদায় জাতি এবং ভারতীয় বোদ্ধগণের পঞ্চম জাতির মধ্যে পরস্পর পার্থক্য সহজেই অহুভূত হইবে। শিখ জাতির সকলেই কেবল নিজের উন্নতি সাধন কল্পে বদ্ধবান, যৌবন-স্থলভ দৃষ্টিশক্তি প্রভাবে সহজেই যে কোন ধারণা তাহাদের মনে বহুমূল হইয়া থাকে, অথবা অত্যধিক স্থবিধাজনক আকার ধারণ করে। অবিচলিত ধর্মবিশ্বাস হেতু, দারিদ্র্যের কঠোর

নিশ্চয়ণেও তাহারা অটল ও নির্ভীক ; তথাচ পরিণামে বিজয়-লাভের আশায় স্থির-প্রভিষ্ট ও অবচলিত ।

পৃথি, রায় এবং জকিস খাঁর যুদ্ধের সহিত, রাজগুত এবং পাঠানগণের যুদ্ধের তুলনা করা যায় । তাহারা বিশৃঙ্খলভাবে অশ্ব-চালনা করিত এবং নিপুণতার সহিত তুরবারি ও বর্শা সঞ্চালন করিত । কিন্তু এই সমুদায় অশ্বারোহীগণের কেহই নিম্নবন্ধ শ্রেণীতে পরিণত হইতে, অথবা পদাভিক-সৈন্যদলের দ্বারা বন্দুক কামানাদি ব্যবহার করিতে পারিত না । অথচ মুসলমান সৈন্য সচরাচর অতি সাহসী এবং দক্ষ গোলন্দাজ সৈন্য বলিয়া অভিহিত হইত । মারহাট্টাগণও সেইরূপ ইউরোপীয় যুদ্ধনীতিতে সম্পূর্ণরূপে অনভ্যস্ত ছিল । বটসহিষ্ণু গুর্খাগণ কেবলমাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদাতি সৈন্যদল গঠন করিতে পারিত ; কিন্তু তাহারা সেই সৈন্যদলের পৃষ্ঠপোষক দক্ষ অশ্বারোহী অথবা শিক্ষিত গোলন্দাজ সৈন্যদল গঠনে অসমর্থ ছিল । প্রথমতঃ শিখদিগের কেবল মাত্র অশ্বারোহী সৈন্য ছিল ; কিন্তু তাহারা বোধ হয়, সাধারণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়াই, পৈতৃক তীর-ধনু এবং বর্শা পরিত্যাগ করিয়া, আধুনিক নবাবিকৃত গোলাগুলি ও কামান-বন্দুক গ্রহণ করিয়াছে । মিঃ ফরস্টার, ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে, এই বিশেষত্ব এবং নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধব্যাপারে ইহার উপযোগিতা পরিদর্শন করিয়াছিলেন ।^{৪৭} ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে, সার জন ম্যালকমও মনে করেন নাই, মারহাট্টা অপেক্ষা শিখ-অশ্বারোহী সৈন্য অধিকতর শিক্ষিত ।^{৪৮} কিন্তু ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে, সার ডেভিড অক্টারলোনি বুরিতে পারিয়াছিলেন, অপরীক্ষিত শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সিদ্ধিয়া এবং হোলকারের সৈন্যগণ অপেক্ষা, স্বাভাবিক বল-বীৰ্য-সাহসিকতায় তিনি অধিকতর দুর্দমনীয় হইয়া উঠিবেন ; সেই কারণে, অতি শিক্ষিত এবং দক্ষ গোলন্দাজ সৈন্যের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইবেন ।^{৪৯} গত শতাব্দীর বোদ্ধ-জাতির মধ্যে প্রচলিত বিশেষ বিশেষ অস্ত্র-শস্ত্র এক্ষণে জনশ্রুতিমূলক ; মারহাট্টাদিগের বর্শা, আফগানদিগের তুরবারি, শিখদিগের বন্দুক এবং ইংরাজদিগের কামান-বন্দুক এখনও সাধারণতঃ লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায় । তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্রাদির আধিক্য এবং প্রেষ্ঠত্বই তাহাদের কৃতকার্যতার কারণ । ভারতবর্ষের বর্তমান অধিপতিগণ যে বিজয়-গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন, সে গৌরব তাঁহাদের বন্দুক-কামানের উৎকর্ষ বা সংখ্যাধিক্যে অর্জিত হয় নাই ;—প্রকৃত সত্য স্বীকার করিয়া, তাঁহারা স্বর্গবর্ষ করিতে অনিচ্ছুক হইলেও, ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয় যে, নগণ্য পদাভিক সৈন্যের দুর্দমনীয় সাহস এবং দৃঢ় রণসজ্জায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে জয়লাভ হইয়াছিল বলিয়াই, ইংরেজ নামের গৌরবে আজিও দিগদিগন্ত পরিব্যাপ্ত । বাহা হউক, প্রভিষ্টরা রাজশক্তিসমূহের সকলেই অধিকসংখ্যক গোলন্দাজ সৈন্য রক্ষা করিবার জন্য

৪৭

Forster's 'Travels', i. 332.

৪৮ Malcom's 'Sketch to the Sikh's', p. 150, 151.

৪৯ Sir D. Ochterloney of Government, 1st Dec, 1810.

চেষ্টা করিয়াছিলেন; ডি, বয়েন নামক সেনাপতি পরিচালিত সৈন্যদল কখনও কামান পরিভ্যাগ করিত না। কিন্তু এখনও দৃঢ়-ত্তরবারি-ধারণে বিজয়লাভে, ইংরেজ-সৈন্যদলকর্তৃক সিপাহীদিগের সম্পূর্ণ বিধ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়।^{৫০}

রণজিৎ সিংহ বলিয়াছেন, ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লর্ড লেকের সৈন্য-বিভাগ পরিদর্শন করিতে গমন করেন।^{৫১} কথিত হয়, ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ মেটকাকের শরীর রক্ষক, অল্প-সংখ্যক সশস্ত্র ও স্থানীয়বদ্ধ সৈন্য দেখিয়া, মহারাজ তাহাদিগের বিশেষ প্রাংশসা করিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র রক্ষিসৈন্যদল, এক সময়ে আকালিদিগের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়াছিল।^{৫২} অতঃপর কয়েক বৎসর অতীত হইলে, তিনি নিয়মামুখ্যতী, শৃঙ্খলাবদ্ধ স্থায়ী পদাতি সৈন্য গঠনে মনোযোগী হইলেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে স্তার ডেভিড অকটার-লোনি দেখিলেন, যে সকল ব্যক্তি ইংরাজ-পক্ষ পরিভ্যাগ করিয়াছে, অথবা কার্যে অবসর লইয়াছে—তাহারাই দুই দল শিখসৈন্য গঠন করিয়াছে; তদ্ব্যতীত হিন্দুস্থানিদিগের কতকগুলি সৈন্যদল তাহাদেরই নিকট রীতিমত যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে।^{৫৩} পর বৎসর মহারাজ, ২৫টি পদাতি-সৈন্যদল গঠনের প্রস্তাব করিলেন।^{৫৪} শুধু-গণ ইংরাজ-সৈন্যদলকে যেরূপ কৃতকার্যতার সহিত বাধা প্রদান করিয়াছিল, তাহাতে শৃঙ্খলা-পদ্ধতিতে তাঁহার বিশ্বাস বদ্ধমূল ও বদ্ধিত হইয়াছিল। তিনি সেই জাতিকে সৈন্য প্রণীকৃত করিয়াছিলেন; কিন্তু অদেগবাসীগণের যাহাতে রীতিমত শিক্ষা বিধান হয়, তিনি তাহাতেই প্রধানতঃ মনোযোগী হইলেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে, মিঃ মুরক্রফ্ট শিখ-পদাতিক

৫০। যাহারা ভারতীয় সৈন্ত সম্বন্ধে বহুবর্ষিতা লাভ করিয়াছেন, এরূপ মনোভাব তাহাদের অবিস্মৃত নহে। কামান পরিচালক সৈন্ত, বন্দুকধারী সৈন্ত অপেক্ষা অধিকতর গর্বিত। যখন সৈন্তগণ বিদ্রোহী হয়, তখন তাহারা অপরিচিত ব্যক্তিকে কামানের নিকটবর্তী হইতে দেয় না। যুদ্ধে গমন কালে, বিবাসী সৈন্তগণ কখনও সেগুলি পশ্চাতে ফেলিয়া গমন করে না। ইহার একটি দৃষ্টান্ত,—‘জর্জ টমাসের সহিত পেরণের যুদ্ধ বর্ণনার পাওয়া যায়। (Major Smith's Regular Corps in Indian Employ, p. 24)

বস্তুতঃ, রাজপুত, পাঠান এবং ব্রাহ্মণগণে, ইংরাজ সৈন্তগণ গঠিত; কিন্তু ইহাদের প্রায় অধিকাংশই উচ্চতর গঙ্গোপত্যকার অধিবাসী। এ স্থানের অধিবাসিগণ বিদেশীয়দিগের সহিত মিলিত হওয়ার এবং সম্পূর্ণরূপে বিদেশীয়দিগের অধীনতা স্বীকার করার, তাহাদের স্বভাব-গতি অনেক পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে। ষ ষ বংশ মধ্যকার নিদর্শন স্বরূপ অনেক চিহ্ন পরিলক্ষিত হইলেও, সৈন্তদল হিসাবে তাহারা বেতনভোগী; বাহা ক্ষত্রিয় এবং আকগান জাতির অকৃত্রিম বংশধরগণের স্বাভাবিক গুণস্বরূপ, তাহাদের সেরূপ একাগ্রচিত্ত ও অস্থিরমতি, বংশগত সে তেজশক্তি, এক্ষণে আর তাহাদের নাই। মূল ঐচ্ছের এই মন্তব্য, প্রধানতঃ হরিরানা ও রোহিলখণ্ডের এবং অন্তান্ত উপনিবেশ সমূহের পাঠান-জাতির প্রতি, এবং রাজপুতনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারগণ ও ক্ষুদ্র প্রজাবর্গের প্রতিই প্রযুক্ত হয়।

৫১। মুরক্রফ্টের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, প্রথম খণ্ড, ১০২ পৃঃ। (Moorcroft, 'Travels', i, 102)

৫২। যারো কৃত “রণজিৎ সিং”, ৬৮ পৃঃ। ‘Murray’s Runjeet Singh, p. 68)

৫৩। Sir D. Ochterloney to Government, 27th Feb, 1812.

৫৪। Sir D. Ochterloney to Government, 4th March. 1813.

সৈন্যদলকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া, তাহাদের যুদ্ধ-কৌশল ও শিক্ষার বিশেষ প্রশংসা করেন।^{৫৫} সৈন্যদলকে চির-প্রচলিত অস্ত্র-শস্ত্র এবং যুদ্ধপ্রণালী পত্তিভ্যাগ করাইতে, রণজিৎ সিংহকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে প্রচুর বেতন দানে উৎসাহিত করিতেন; অল্প তাহাদিগকে কুচ-কাওয়াজ শিখাইতেন, এবং তাহাদের সাজ-সজ্জায় মনোযোগী হইতেন। রণজিৎ সিং নিজে সেই অভুত পরিচ্ছদ পরিধান, এবং বাহ্যিক ক্রিয়া-কলাপ সম্পন্ন করিয়া, তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতেন।^{৫৬} প্রাচীন রাজগণ এইরূপ সংস্কার ও নববিধান পছন্দ করিতেন না; আধুনিক শিল্পী ও কঠোর-নিয়ম-প্রবর্তনকারী, লেনা সিংহের পিতা, দেশা সিং মুজিথিয়া, মিঃ মুরক্রফটের সাক্ষীদিগকে বলিয়াছিলেন যে, মূলতান, পেশোয়ার এবং কাশ্মীর, স্বাধীন “খালসা” অস্বারোহীগণ অধিকার করিয়াছিল।^{৫৭} ক্রমে ক্রমে পদাতি সৈন্যের উপযোগিতাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইল; রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পূর্বে শিখ-জাতিতে সকলেই একটি যোদ্ধা-জাতি বলিয়া স্বীকার করিতেন। তাহারা একমাত্র বন্দুক পরিচালন শিক্ষা করিয়াই নিরস্ত ছিল না; নিরাপদ-স্থান-প্রয়াসী পদাতি সৈন্যদলের ন্যায়, কেবল সৈন্যজীবীর শোভা-সম্বর্ধন না করিয়া, কিরূপে কামান পরিচালনা করিতে হয়, তাহাও তাহারা শিক্ষা করিয়াছিল।

এইরূপে শিখ সৈন্যের পরিবর্তন ও সংস্কার সাধিত হইল। সেনাপতি আলার্ড ও ভেণ্টুরা যখন পঞ্জাবে সেনাপতিপদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন রণজিৎ সিংহ তদ্রূপ সংস্কারের প্রয়াসী হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ তাহারা কার্যাপযোগী অতি উৎকৃষ্ট উপদান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এবং হৃদয় সৈনিক পুরুষের ন্যায় প্রতিভা-বলে তাহাদিগকে ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাহারা পূর্ব-প্রবর্তিত রীতি-পদ্ধতির সার্থকতা সাধনেও চেষ্টাশীল হইয়াছিলেন। পরন্তু তাহারা করাসী-পদ্ধতিক্রমে শিখদিগের সমর-কৌশল শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ষাট বৎসর পূর্বে অসমসাহসিকতা, ঐকান্তিক আদেশাঙ্ঘবর্তিতা এবং কষ্টসহিষ্ণুতা শিখদিগের প্রধান গুণমধ্যে গণনীয় ছিল; এখনও ভারতীয় সৈনিকগণের মধ্যে ঐ সকল গুণাবলী শিখ-পদাতিকগণের পরিচয় চিহ্নরূপে বিরাজমান আছে। কিন্তু করাসী সৈন্যাদক্ষ্যগণের শিক্ষার কলে, করাসী পদ্ধতিক্রমে শিখগণ কামান সমাবেশে ব্যুহ রচনায় পারদর্শিতা লাভ করায়, তাহাদের রীতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়াছিল; প্রকৃতিগত সঙ্গুণাবলীর উপর করাসী জাতির শিক্ষাপ্রভাব প্রকট

৫৫। মুরক্রফটের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, প্রথম খণ্ড, ৯৮ পৃঃ (Moorcroft, 'Travels', i. 98) বর্তমান সময়ের স্তায় তখনও লাহোরে গুর্খাগণ সৈন্যদলভুক্ত ছিল।

৫৬। সুলী সাহামত আলির নিকট হইতে গ্রন্থকার এই গল্প প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই গল্প তাহার ‘শিখ ও আফগান’ নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে; এ গল্প সাধারণের বিশেষ পরিচিত।

৫৭। মুরক্রফট কৃত ‘ভ্রমণ বৃত্তান্ত’, প্রথম খণ্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা। (Moorcroft, 'Travels', i. 98)

হইয়া পড়িয়াছিল।^{৫৮} ডেপুটী, আলার্ড, কোর্ট, এভিটেবাইল—কেহই শিখ-সৈন্তের প্রতিষ্ঠাতা নাম গ্রহণ করিতে পারেন নাই। স্বরাসী সৈন্যধ্যক্ষগণের কার্যকুশলতা ও স্বাধীন-চিন্তিত্য জনসাধারণের মনে ইউরোপীয় প্রাধান্যের ভাব বদ্ধমূল হইয়াছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের শিক্ষায় শিখগণ সৈনিক কার্যে প্রকৃতরূপে পারদর্শিতা লাভে সমর্থ হয় নাই।

পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে, রণজিৎ সিংহ যখন বালক ছিলেন, তখন গুরুবক্স সিংহের কন্যা, মেতাব কোর্ডের সহিত তাঁহার বিবাহ প্রস্তাব হয়। গুরুবক্স কাণিয়া (বা খানি) সম্প্রদায়ের সামন্তপদের একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন; কিন্তু তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে পিতা মাহাসিংহের সহিত নিহত হন। এই বালিকার মাতা সূদা কোড় অভিশয় ভেজঃগর্ব-শালিনী এবং প্রভুত্ব-প্রয়াসী ছিলেন। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে ‘কাণিয়া’ সেনাপতি জয় সিংহের মৃত্যু হইলে, কাণিয়া সম্প্রদায়ের কার্য-কলাপে তাঁহার আধিপত্যই সর্বপ্রধান হইয়া উঠে। তিনি জামাতাকে তাঁহার বিধবা মাতাব প্রভুত্ব নষ্ট করিতে উৎসাহ প্রদান করেন। কথিত হয়, ভারী মহারাজ কেবল সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণে গ্রহণ করিয়া, ব্যাভিচারিণী অপবাদে মাতাকে নিহত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের ও উন্নতির প্রারম্ভে সূদা-কোর্ডেব পক্ষ সমর্থন করা, বিশেষ আবশ্যকীয় বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। ‘কাণিয়া’ মিছিলের সহযোগিতায়ই তিনি লাহোব ও অমৃতসর অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সূদা কোড় আশা করিয়াছিলেন, রণজিৎ সিংহের উত্তরাধিকারীর মাতামহী হিসাবে, এবং আপন স্বাক্ষরসারে শাসনকর্ত্তী-স্বরূপ শিখদিগের সর্ববিধ ক্রিয়া-কলাপে তিনি আপন প্রভুত্ব-ক্ষমতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন; কিন্তু তাঁহার

৫৮। শিখ সৈন্তের এই কষ্টসহিষ্ণুতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য :—Forster ‘Travels,’ i. 332, 333; Malcolm, ‘Sketch’, p. 141, Mr. Masson, ‘Journeys,’ i. 433; and Colonel Steenbach ‘Punjab’ p. 63. 64.

একজন সেনানায়ক এবং একজন সহকারী সেনানায়কের অধীনে শিখ-সৈন্তের সাধারণ দল গঠিত হইত। প্রত্যেক দলের অধীন সহকারী কর্মচারী থাকিত। ‘বক্কা’ অথবা খাল্লাখির সহকারিগণ তাহাদের বেতন পরিশোধ করিত; কিন্তু ‘মুংহুদি’ অথবা কেরাণিগণ হিসাব তালিকা পরীক্ষা করিয়া দেখিত; লোকজনের উপস্থিতি রেজিষ্টারী কবাই তাহাদের কাব ছিল। প্রত্যেক সৈন্তদলে অন্ততঃ একজন করিয়া ‘গ্রাহী’ অর্থাৎ ধর্মপুস্তক-পাঠক নিযুক্ত হইত। যখন গভর্ণমেন্ট তাঁহাদিগকে বেতন প্রদান করিতেন না, তখন তাঁদার উপর তাঁহাদিগকে নির্ভর করিতে হইত। প্রত্যেক সৈন্তদলের অধীন ‘খান্দা’ বা পতাকাব সন্নিকটেই সাধারণতঃ গ্রাহী স্থাপিত হইত। ঐ স্থানেই তাহাদের বাসস্থানরূপে গৃহীত হইয়াছিল। প্রত্যেক সৈন্তদলের সহিত অন্নভাব শিবির এবং ভারবহনোপযোগী পশু, নির্দিষ্ট পরিমাণে থাকিত; প্রত্যেক সৈন্তদলের নিমিত্ত সবকাব হইতে দুই জন পাচক অথবা কুটিওয়াল নিযুক্ত হইত। প্রত্যেকে আপনাপন ময়লা বস্ত্র মাখিয়া ও ঠাণ্ডিয়া দিলে, তাহাই উত্তম করা তাহাদের কাব ছিল। সময়ে সময়ে তাহারা বলাতি অথবা অপেক্ষাকৃত নীচ ব্যক্তিগণের অন্ন দ্রুতি কুটিও প্রদান করিত। ক্যান্টনমেন্টের সৈন্তগণ ব্যারাকে থাকিত; প্রত্যেকের বস্ত্র গৃহের ব্যবস্থা ছিল না। এ প্রথা এক্ষণে ইংরাজদিগের মধ্যে প্রচলিত।

কন্যা নিঃসন্তান ছিলেন ; রণজিৎ সিং নিজের স্ত্রীচতুর ও সতর্ক ছিলেন । ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে বুঝা গেল, মেতাব কোড়ের সন্তানসন্তানবন । সকলেই বিশ্বাস করিয়াছিল, তাঁহার গর্ভে একটি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছে ; কিন্তু রণজিৎ সিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে প্রত্যাগত হইলে, সন্তান হইয়াছে বলিয়া, তাঁহাকে দুইটি শিশুপুত্র সন্তান প্রদত্ত হইল । তখন মহারাজার মনে সন্দেহ জন্মিল । শের সিং একজন ক্ষুদ্রধরের পুত্র, এবং তারা সিং উদ্ভবায়ের সন্তান ছিলেন, এইরূপ সংবাদে তিনি সচরাচর বিশ্বাস স্থাপন করিতেন । তথাপি তাহার বিখ্যাত মাতামহীর যত্নে লালিত পালিত হইতে লাগিল ;—২নে হইল, সত্য সত্যই তাহার যেন রণজিৎ সিংহের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে । কিন্তু হৃদ্যকোড় দেখিলেন, ঐ বালকদ্বয়ের নামে তিনি কোনই ক্ষমতা পাইতে পারেন না । তখন হত্যাশাস হইয়া সেই রমণী, ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে, ইংরাজ কর্তৃপক্ষগণের নিকট আবেদন করিলেন । জামাতা তাঁহার স্বয়ং বলপূর্বক হরণ করিয়াছেন, বলিয়া প্রকাশ্যভাবে রণজিৎ সিংহকে নিম্নাহ ও শাস্তিযোগ্য বলিয়া নির্দেশ করিলেন । নবমিলিত মিত্ররাজগণের সাহায্যে রণজিৎ সিং ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ক্রুতসংকল্প, তাহাও তিনি জ্ঞাপন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না । তাঁহার এই আবেদনে ইংরাজদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল ; কিন্তু তিনি বিদ্রোহের কোন আয়োজন করিতে সমর্থ হইলেন না । স্ত্রীরাজ তাঁহাকে পূর্ব অবস্থায় ও স্বপদেই সম্ভ্রষ্ট থাকিতে হইল । ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিং, শের সিংহকে প্রকৃত প্রভাবে পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন : তাঁহার স্পষ্ট উদ্দেশ্য রহিল, পরিণামে তদ্বারাই স্বশর আধিপত্য লোপ করিবেন । ঐ রমণী কাণিয়া রাজ্যের অর্দ্ধাংশ, এই যুবরাজের ভরণপোষণের জন্য নির্দেশ করিতে অস্বীকৃত হইলেন । কিন্তু শেষে তাহাতে অস্বীকৃত হওয়ায়, তিনি আক্রান্ত ও কারারুদ্ধ হইলেন,—তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি রণজিৎ সিংহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল । যাহা হউক, ইংরাজদিগের মধ্যস্থতায় শতক্ষর দক্ষিণ, ওহাদনি নামক ক্ষুদ্র সম্পত্তি তাঁহাকে পুনঃ-প্রত্যাপিত হইয়াছিল,—তাহা পূর্বেই বণিত হইয়াছে ।^{৫২}

রণজিৎ সিং, বাল্যাবস্থায় “নাকিয়া” সম্প্রদায়ের অধিপতি, খুজান সিংহের কন্যারও পাণিগ্রহণ করেন । ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার গর্ভে রণজিৎ সিংহের এক পুত্র জন্মে,—সেই পুত্রের নাম খজা সিং এবং তিনিই উত্তরাধিকারীস্বরূপ প্রাপ্তিপালিত হন । ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে একজন কাণিয়া সেনাপতির কন্যার সহিত এই যুবরাজের বিবাহ হয় ; মহা সমারোহে ও আয়োদ-প্রমোদে এই বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল । যুবরাজের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত যে সম্পত্তি প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার শাসন-প্রণালীতে বিশৃঙ্খলা ঘটায়, ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে, মহারাজা, মাতার ক্ষমতা কতক পরিমাণে সীমাবদ্ধ করেন ; এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ও পরিশ্রম-

৫২। Compare Murray's 'Runjeet Singh', pp. 46-51, 63, 127, 128, 134, 135. See also Sir. D. Ochterloney to Government, 1st and 10th Dec. 1816, and this volume.

সাধ্য কার্য সম্পাদনে পুত্রকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু পুত্র স্বভাবতঃ অলস ও দুর্বলচেতা ছিল; হৃদয় তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল হইল। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে খড়্গ সিংহের একটি পুত্র সন্তান জন্মে; সেই বালাকের নাম,—নাও নিহাল সিং; নাও নিহাল সিং শীঘ্রই পঞ্জাব সাম্রাজ্যে মহারাজার উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিচিত হইলেন।^{৬০}

রণজিৎ সিংহের পারিবারিক সম্বন্ধ এইরূপ ছিল। কিন্তু স্বদেশবাসীদিগের উপর, পাণকার্যের প্রত্নয়দাতা এবং পাণাচারী প্রভৃতি যে সকল অপবাদ প্রদত্ত হইত, রণজিৎ সিংহও তাঁহার একজন অংশভাগী ছিলেন। কথিত হয়, তিনি উন্নতকারী মাদক দ্রব্য সচরাচর পান করিতেন। কেবল তাঁহাই নহে,—সময় সময় বেস্তা পরিবৃত্ত হইয়া, উন্নতের জায় সর্বসমক্ষে বাহির হইয়া ভদ্রতা, শীলতা ও মর্যাদা নষ্ট করিতেন।^{৬১} ঘোবনের প্রারম্ভে মহরা নামক একজন বারাকনা, রণজিৎ সিংহের উপর বিশেষ আধিপত্য-প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ফলে, ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার নামাক্তি মুদ্রা এবং পদক মুদ্রণ হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু রণজিৎ সিংহকে একজন মতপায়ী অথবা ইন্দ্ৰিয়-সুখায়ত্ত বলিয়া মনে করাও উচিত নহে; শিখজাতি সম্পূর্ণ নির্লব্ধ এবং মনুষ্যজাতির অপমানসূচক প্রত্যেক পাণকার্যের প্রত্নয়দাতা,—এইরূপ বিশ্বাস করাও অতৈবধ। প্রত্যেক যুগেই শিক্ষিত এবং সভ্য সমাজ অপেক্ষা, অশিক্ষিত এবং অসভ্যগণের মধ্যে যে আত্ম-সন্মান ও জীলোকের সতীত্ব ও পবিত্রতা অল্প আদরণীয় ছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যখন কোন দেশের সমগ্র কৃষকজাতি অকস্মাৎ আধিপত্য ও ঐশ্বর্য লাভ করে এবং সমাজের বিবিধ প্রতিবন্ধক হইতে মুক্ত হয়, তখন তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই ইন্দ্ৰিয় স্নেহের প্রলোভনে আপনাদিগকে উৎসর্গ করিয়া, নীচবৃত্তিগুলির চরিতার্থ করিতে যত্নপর হয়। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও এইরূপ অমিতাচার সাধারণ নিয়ম-পদ্ধতি বহির্ভূত। যাহারা কোন সময়ে শিখদিগকে নিন্দা করিয়া থাকেন, অথচ অগ্গ্র সময়ে তাঁহাদের ক্ষিপ্ৰগতিরতার সহিত দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ-যাত্রার বিষয় বর্ণনা করেন, তাঁহাদের এই পরস্পর-বিরোধী মতের বিষয় স্মরণ রাখা কর্তব্য। তাঁহাদের একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, আমাদের স্বভাবজাত সাধারণ জ্ঞান এবং উচ্চ মনোবৃত্তিসমূহে যাহা সচরাচর নিন্দনীয় ও দণ্ডার্থ বলিয়া অনুমতি হয়, তাহা কখন কোন জাতির প্রকৃতিগত আচার ও অভ্যাস মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। কোন দেশের শাসনকারী শাসনকর্তাকে সাধারণ অধিবাসীর জায় নৈতিক শাসনে আবদ্ধ রাখা অসম্ভব। তাঁহারা কখনও শাস্ত্রস্বভাবে, নির্দিষ্ট বাসস্থানে, ধর্মোপদেশের জায় সাবধান থাকিতে পারে না। কতকগুলি ব্যক্তিচারী

৬০। মারে কৃত 'রণজিৎ সিং', ৪৮, ৫৩, ৯০, ৯১, ১১২, ১২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Compare 'Murray's Runjeet Singh', pp. 48, 53, 90, 91, 112, 129)

৬১। মারে কৃত রণজিৎ সিং, ৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Compare Murray's 'Runjeet Singh', p. 58)

শাসনকর্তা ও সম্পটস্থভাব সৈন্তের আচার-পদ্ধতি পরীক্ষা কবিয়া, সহস্র সহস্র বটসহস্র স্বৰ্ণ ও অশ্বশীল সিন্ধীদিগের চবিত্র বিচার করা যুক্তি-বিরুদ্ধ; অবনতির চরম দশা প্রাপ্ত সৈনিকগণেব চরিত্র দেখিয়া, সাহসী এবং দলবদ্ধ সকল সৈনিককেই দোষী সাব্যস্ত করা কর্তব্য নহে।^{৬২} উত্তর ভারতের অপরাপর প্রদেশস্থ স্বৰ্ণকগণের দ্বারা পঞ্জাবের স্বৰ্ণকগণ, যব বা গমের রুটি এবং এক গণ্ডু কুপজল পাইলেই পরিতৃপ্ত হয়। সৈন্তগণেব অবস্থাও বেশী উন্নত নহে, আমোদ-উৎসবের সময় ব্যতীত, তাহারা অন্য সময় উন্মাদকারী মাদক দ্রব্যাদি ব্যবহার কবে না। ধনৈশ্বর্য এবং পদসম্পন্ন অলস ব্যক্তি অথবা অধিকতর অকর্মণ্য ধর্মোন্নত ব্যক্তিই উন্নততা ও উৎসাহপ্রার্থী হয়, তথবা মানসিক চিন্তাবিহীনতা ও কার্য-শূন্যতা নিরাবরণার্থ মাদক দ্রব্য বা মত্তেব আশ্রয় গ্রহণ করে। আহারাদি সম্বন্ধে ব্যয়বাহুল্য মুসলমানদেবই স্বভাবসিদ্ধ—ভাবতীয়দিগেব সেকণ স্বভাব নহে। ইউরোপীয়গণ যেকণ অমিতব্যয়িতার সহিত পানাহারে আমোদ প্রমোদ কবেন, তাহা তুর্ক ও পারসীদিগেব অবিদিত, সেক্রপ কবিলে, মিতাচাবী হিন্দুগণ নিন্দাভাজন হন।^{৬৩}

বণিজ্য সিংহ, কেবল যে অপরিমিত ইন্দ্রিয়স্বপ্নপরতন্ত্র ছিলেন তাহা নহে,—অত্যাচাবী ও অধিতীয় ক্ষমতাশালী শাসনকর্তাদিগের ন্যায় তিনিও অমিতব্যয়ী, পক্ষপাতি এবং তোষামোদপ্রিয় ছিলেন। একপক্ষে তিনি সমগ্র শিখ জাতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। গোবিন্দের স্বাধীন-চেতা অম্লচরবর্গ, সম্বন্ধে ভোগী ‘খালসা’ অপর এজন সদন্তের কখনই আজ্ঞাবাহী ক্রীতদাস হইতে পারে না। স্তববাং প্রকৃত | না হইলেও, ৩ তি সহভেই যাহাদেব প্রশংসা-ভাজন হইতে পারা যায়, এবং নিজ

৬২। কর্ণেল স্টিনবাকুও (‘Punjab’, p. 76, 77) তাহাদের মোটামুটি আচাবাদির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, কতকগুলি বীভৎস আচাব, জনসাধারণেব মধ্যে প্রচলিত ছিল। কাপ্তেন মারে (‘Runjeet Singh’, p. 85) এবং মিঃ ম্যাসন (‘Journeys I. 435’) উভয়েই এই সকল পদ্ধতির প্রতি অতি সাধারণভাবে ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছেন। মিঃ এলফিনষ্টোনও (‘Hist’ of India’ II. 565) একই রূপ মত প্রকাশ করিয়া, এই নিন্দনীয় ইন্দ্রিয়স্বপ্নপরতা সর্বব্যাপী বলিয়া নির্দেশ কবিয়াছেন। যাহা হউক, কোন জাতির নীতি পদ্ধতি, এবং আচাব ব্যবহারের বিচার করিতে হইলে, ব্যভিচাবিতাব সামান্য করেকটি দৃষ্টান্ত দেখিয়াই, সাধারণ উপসংহাৰে উপনীত হওয়া উচিত নহে। ভারতবাসিগণও ইন্দ্রোপীরদিগের বিষয়ে সেইরূপ অতিবিক্ত বর্ণনা করিয়া থাকে, ব্যববিতা পরিবেষ্টিত হইয়া, ইংরাজগণ মন্তপান করিতেছে এবং নানা বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছে, গ্রাম্য কাব্যে ও সংদাব অভিনয়ে, তাহাই বর্ণিত হইয়া থাকে। কাবনে বা অকারনে তাঁহারা তাহাদের জ্ঞানদি বাবহার করিয়া থাকেন, তাহাও উল্লিখিত হয়।

৬৩। ক্রবট্টার (‘Travels’, I. 335) শিখদিগেব মিতাচাবেব বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। বহুসংখ্যক উদ্ভেজিত ইন্দ্রিয় স্বপ্ন হইতে নিম্প্রহতা সম্বন্ধে অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। স্বমত সমর্থনার্থ তিনি কর্ণেল পলিয়ারের বিবরণের কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ম্যালকমও (‘Sketch’, p. 141) শিখ-দিগের পরিভ্রমী ও সরল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু এই সময় হইতে বখন জাতীয় শক্তির বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল, অধিকাংশ হলেই ধনী এবং অলস ব্যক্তিগণ যে বিলাসী এবং ইন্দ্রিয়-স্বপ্নপরায়ণ হইয়া উঠিল,—তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

অল্পবয়সী ব্যক্তি বোধে বাহাদুরের প্রতি কিরিয়াজ বিশ্বাস স্থাপন করা হাইতে পারে, —সেই বিদেশী ব্যক্তিবর্গকে তিনি আশ্রয় প্রদান করিতেন। প্রথম যে ব্যক্তি এইরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে, তাহার নাম, — খোসহাল সিং। তিনি ব্রাহ্মণবংশীয় এবং সাহরাণপুরের অধিবাসী। রঞ্জিং সিং প্রথমে যে সৈন্যদল গঠন করেন, ইনি সবাগ্রে সেই সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হন; তৎপর মহারাজের সৈন্য-শ্রেণীর একজন বাহক বা পদাতিক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে তৎপ্রতি মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেউরির জমাদার অথবা প্রবেশদ্বারের দ্বারপাল নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাকে স্থানচ্যুত করিবার উপক্রম করিয়াছিল; কিন্তু তিনি শিখধর্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায়, খোসহাল সিংহের আধিপত্যই অক্ষুণ্ণ রহিল। পরিশেষে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার উভয়েই জাম্মু-রাজপুতদিগের বশতা স্বীকার করিলেন। তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র গোলাপ সিং আপত্তি দর্শাইলেন যে, তাঁহার পিতামহ, বিখ্যাত রঞ্জিং দেওর ভ্রাতা ছিলেন। কিন্তু এই বংশ দোষগুরু এবং দরিদ্র বিধায়, গোলাপ সিং, খোসহাল সিং পরিচালিত সৈন্যদলে একজন অস্বারোহী নিযুক্ত হইলেন। তিনি আপন কনিষ্ঠ ধিয়ান সিংহকে তথায় আনিলেন, প্রবল ক্ষমতাশালী তোবামোদকারীর ন্যায় তাঁহার উভয়েই রঞ্জিং সিংহের সৈন্যদলের বাহক-পদাতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উভয়ের অধ্যবসায়, অধিকন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতার সদ্যবহারে, তাঁহাদের প্রতি মহারাজার দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। ধিয়ান সিং শীঘ্রই ব্রাহ্মণ-রাজপুতাদ্বয়ের স্থান অধিকার করিলেন। বাহা হউক, তিনি তাহাকে অবমাননা করেন নাই; কারণ ধনী ব্যক্তির ন্যায় তাঁহারও সম্পত্তি এবং পদবী ছিল। গোলাপ সিং সামান্ত একটি সৈন্যদলের অধিনায়ক হইলেন; কিন্তু এই সময়ে রাজাওয়ারির কলহপ্রিয় মুসলমান শাসনবর্তীকে আক্রমণ করিয়া, তিনি বিশেষ ধ্যাতি অর্জন করিলেন। অতঃপর এই পরিবারের জীবিকা-নির্বাহার্থ ভাগীরথরূপ জাম্মু প্রাপ্ত হইল, এবং সর্বকনিষ্ঠ হুচেত সিং এবং অপর ভ্রাতৃদ্বয় সকলেই একে একে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইলেন; এবং মহারাজার পরামর্শ মন্ত্রণায় সম্পূর্ণ ক্ষমতালাভ করিলেন। কিন্তু ইংরাজ-সম্পর্কীয় কোন পরামর্শ সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন ক্ষমতা ছিল না; — কারণ এতলে তাঁহার নিরপেক্ষ মতের আবশ্যক হইত এবং তাহার উপযোগিতাও যথেষ্ট ছিল। সরলহৃদয় হুচেতুর গোলাপ সিং সর্বদা পার্বত্য প্রদেশেই থাকিতেন; তথায় অন্যান্য রাজপুতদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে, এবং পরিণামে লুণ্ঠকে রাজ্য সংস্থাপন উদ্দেশ্যে, তিনি শিখসৈন্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এদিকে স্বর্ণপারদর্শী অথচ অধিকতর শিক্ষিত ধিয়ান সিং, সর্বদাই মহারাজের নিকট উপস্থিত থাকিয়া, তাঁহার অভিলাষ ব্যক্ত হইবার পূর্বে তাহা জানিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। আবার অন্যপক্ষে জাঁকজমকপ্রিয় হুচেত সিং, কাহারও ক্ষমতা আশ্রয় না করিয়া, কিংবা কাহারও শত্রুতাচরণ না করিয়া, আত্মোদ্বোধ প্রিয়দর্শন সভাসদ ও সাহসী সৈনিক পুরুষের ন্যায় কাণবাণন করিতেন। নামমাত্র খর্ষাছুরাগী কবির, মুসলমান উকীল-উকীল, সাধারণ তোবামোদকারীর ন্যায় নীচ স্থান অধিকার করেন নাই। কিন্তু তিনি প্রথম হইতে সর্বদা

রঞ্জিং সিংহের নিকটে অবস্থান করিতেন ; রঞ্জিং সিংহও তাঁহাকে বিজ্ঞ ও বিশ্বাসী বলিয়া বিশেষ সম্মান ও বিশ্বাস করিতেন। খোসহাল সিং ও ধিয়ান সিং—উভয়ের প্রভুত্ব সময়ে, রঞ্জিং সিং তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন, এবং ইংরাজদিগের সহিত কথাবার্তায় তিনিই মধ্যস্থ নিযুক্ত হইতেন। পূর্ববর্ণিত ব্যক্তিগণই লাহোর রাজসভায় বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু রঞ্জিং সিংহের মানসিক বৃত্তি কখনও অন্য কাহারও পদানত হয় নাই। সচিবচক সাহান মল্লকে রঞ্জিং সিং মূলতানের শাসনকর্ত্ত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। সামরিক প্রতিভাশক্তি ও অকপট শিখধর্মামুরাগের পুরস্কারস্বরূপ মহারাজ, হরি সিং নালায়াকে পেশোয়ার-সীমান্তের অধিনায়কত্ব প্রদান করিলেন।^{৬৪} তাঁহার পুরাতন সঙ্গী, কতে সিং আলহওলিয়া ক্রমবর্দ্ধনশীল ঐশ্বৰ্যের অধিকারী হইয়া, আদিম 'মিছিলের' একমাত্র সাক্ষ্যদাতারূপে বাস করিতে লাগিলেন। অমৃতসর ও জলন্ধর দোয়াবের শাসনকর্ত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া, দেশা সিং মুজিথিয়া মহারাজের প্রশংসা ও বিশ্বাস-ভাজন হইলেন।

৬৪। (Compare Murray's 'Runjeet Singh', p. 84, 113, 125, 147 ; 'Moonshie Shahamut Alee's Shikhs and Afghans', ch. iv and vii. উল্লেখ্য উদ্দীপ্ত ও দেশা সিং সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য :—Mooacraft, 'Travels', i, 94, 98, 110 &c Lieut-Colonel Lawrence's work ; 'The Adventurer' in the Punjab and Capt. Osborne's 'Court and Camp of Ranjeet Singh.' শেলোভ গ্রন্থে মহারাজের মন্ত্রী ও ভোমসোদকারিগণের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য গল্প উল্লিখিত হইয়াছে। লর্ড এলেনববার অল্প মিঃ ব্লার্ক এই বিষয়ের যে একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, গ্রন্থকার সুবিধামত তাহারও আলোচনা করিয়াছেন। মোকুম চাঁদের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে ব্রাহ্মণ দেওয়ান চাঁদের বিবরণ উল্লেখ করা বাইতে পারে। যখন মূলতান অধিকৃত হয়, তখন তিনি প্রকৃত সেনাপতি ছিলেন, এবং কান্দীর আক্রমণ কালে, তিনিই অগ্রবর্তী সৈন্য পরিচালনা করেন। প্রকৃত শিখসৈন্যদিগের মধ্যে মিথ সিং বেরানিরাও অতিশয় সাহসী এবং সফল বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন।

সম্ভ্রম পল্লিচেছদ

মূলতান, কাশ্মীর এবং পেশোয়ার অধিকার হইতে.

রণজিৎ সিংহের মৃত্যু

১৮২৪—১৮৩৯

[ইংরাজ ও শিখদিগের সম্বন্ধ পরিবর্তন ;—বিধিধ কার্য ;—শিখদিগের কার্যকলাপ পরিদর্শনকারী রাজনৈতিক প্রতিনিধি, কাম্পেন ওয়েড;—জাম্মুর রাজগণ;—পেশোয়ারে সৈয়দ আমেদ সার বিদ্রোহাচরণ, —রণজিৎ সিংহের খ্যাতি ;—রূপার লর্ড উইলিয়ম বেটীকের সহিত সাক্ষাৎ ;—সিন্ধুদেশ অধিকারে রণজিৎ সিংহের মন্ত্রণা, এবং সিন্ধুদেশে বাণিজ্যপোত পরিচালনায় ইংরাজদিগের ব্যবস্থা ;—১৮৩৩-৩৫ খৃষ্টাব্দে সা-হজার আক্রমণ এবং রণজিৎ সিংহের পেশোয়ার অধিকার ;—রাজা গোলাপ সিং কর্তৃক হুদাক অধিকার ;—শিকারপুরে রণজিৎ সিংহের স্বত্ব, এবং ইংরাজদিগের বাণিজ্য-নীতি বহির্ভূত সিন্ধুদেশ অধিকারে রণজিৎ সিংহের মন্ত্রণা ;—আফগানিস্থানের 'বান্দকজারীদিগের সহিত ইংরাজদিগের সম্বন্ধ ;—রণজিৎ সিংহের আগমনে দোস্ত মহম্মদের পলায়ন ;—আফগান কর্তৃক শিখদিগের পরাজয় ;—নাও নিহাল সিংহের বিবাহ ;—সার হেনরি ফেণ ;—ইংরাজ, দোস্ত মহম্মদ ও রুশ জাতি। সা-হজার সিংহাসন-প্রাপ্তি ;—ইংরাজগণ কর্তৃক ক্ষমতা হ্রাসের বিষয়ে রণজিৎ সিংহের অনুভূতি ;—রণজিৎ সিংহের মৃত্যু।]

রণজিৎ সিং পেশোয়ার অধিকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তৎপ্রদেশ সম্পূর্ণরূপে বলীভূত করিতে তাঁহাকে বহুকালব্যাপী যুদ্ধে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। রণজিৎ সিং সমস্ত পঞ্জাবের অধিপতি হইয়াছিলেন ; কিন্তু ইংরাজগণ এতদিন যে পক্ষে দৃষ্টি সঞ্চালন করেন নাই। যে দিন নেপোলিয়নের সৈন্তের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জ্ঞ, ইংরাজগণ রণজিৎ সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন, সেই দিন হইতেই শিখ-জাতির সামাজিক অবস্থার ও তাহাদের উদ্দেশ্যের পরিবর্তন সাধিত হয়। যমুনা নদী এবং বোবাই সহরের সম্মেলনকূল, তখন আর ইংরাজ-রাজ্যের নির্দিষ্ট সীমা বলিয়া বিবেচিত হইত না। ইংরাজগণ নর্মদা নদী অতিক্রম করিয়াছিলেন ; রাজপুতনার রাজ্যগুলি করদ-রাজ্য-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। পরিশেষে সমগ্র দেশ যাহাতে ধর্মৈশ্বর্যশালী হয়—তদুদ্দেশ্যে, এবং দৃঢ়প্রেমযোগী বাণিজ্য শৃঙ্খলে দ্রবর্তী প্রদেশ সমূহকে বন্ধন করিবার অভিপ্রায়ে, তাঁহারা জলপথে বাণিজ্য সৌকর্য্যার্থে বিবিধ উপায় বিধানে যত্নপর হইয়া-ছিলেন ; উদ্দেশ্য সাধনার্থে তাঁহারা বাধ্য হইয়া, শিখরাজ্যের উদ্দেশ্যে বাধ্য প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়াই, তাঁহারা অদূরপূর্ব অথচ স্থানিকিত-রূপে রণজিৎ সিংহের রাজ্যপ্রাপ্তের নিমিত্ত যত্নপর হইয়াছিলেন। অধিকন্তু নানক গোবিন্দ আপনাপন প্রতিভাবলে যে ধর্ম-সংস্কার ও সমাজ-স্বাধীনতা বিষয়ক নীতি প্রদান করিয়া-ছিলেন, কঠোর পাণ্ডিবে শাসনের বশবর্তী হইয়া নিষ্ঠুরতার সহিত তাঁহারা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে আটকের উত্তর সিদ্ধনদের উত্তর পার্শ্ব কলহপ্রিয় মুসলমান জাতি বিজ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহাতে শিখ-সেনাপতি হরি সিং গুরুতর বাধা প্রাপ্ত হইলেন। মহারাজ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তথায় আগমন করিলেন এবং পুনরায় প্রস্তুত-গুৰ্ত্ত প্রবল সিদ্ধনদ হাঁটিয়া পার হইলেন। কিন্তু অসভ্য পার্বত্যগণ তাঁহার আগমনেই পলায়ন করিল। ইয়ার মামুদ খাঁ শিখদিগের অধীনতা স্বীকার করিতে না ; তাঁহার পুনঃপুনঃ বাদ-প্রতিবাদে রণজিৎ সিংহের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল।^১ ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে গুখাঁদিগের সন্ধি প্রস্তাবে রণজিৎ সিং বিশেষ আনন্দিত হইলেন। ইংরাজদিগের প্রভুত্ব তাহাদিগের পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল ; স্বতরাং গুখাঁগণ, রণজিৎ সিংহের সহিত পূর্ব শত্রুতা তুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু নেপালীদিগের প্রকৃত উদ্দেশ্য তখনও জানিতে না পারিয়া চঞ্চল-মতি শিখরাজ শিকারপুর আক্রমণ-করে চন্দ্রভাগা অভিমুখে গমন করিলেন।^২ এই সময়ে সিদ্ধ দেশে ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ইংরাজগণ ভরতপুর আক্রমণ উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইতেছেন, লোকমুখে তাহাও শুনা যায়। স্বতরাং সেই বৎসরের শেষ ভাগে মহারাজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তৎকালে 'জাঠ' জাতীয় এক ব্যক্তি যমুনা-তীরবর্তী সমুদায় রাজ্য অন্য়পূর্বক অধিকার করিয়াছিল ; এক্ষণে সেই ব্যক্তি ইরাবতী-তীরবর্তী 'জাঠ' অধিপতির সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু মহারাজ এই দৌত্য বিষয়ে অবিশ্বাসের ভাণ করায় ইংরাজগণ তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। যে দুর্গাধিপতি ইংরাজদিগের শিক্ষিত সৈন্যদলকে বাধা প্রদান করিয়া, তাহাদের ভীতিব্যঞ্জক অস্ত্র শস্ত্রাদির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, রণজিৎ সিং সেই দুর্গাধিপতির সহিত শত্রুতাচরণ করিলেন না।^৩ তবে ঠিক সেই সময়েই দুর্গাধিপতিগণের প্রতি তাঁহার অবিশ্বাসের নানা কারণ উপস্থিত হইল। কতে সিং আলহুওয়ালিয়ার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। স্বতরাং বাধা হইয়া কতে সিং দুর্গটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিলেন ; অধিকন্তু তিনি ভয়ে ভীত হইয়া, শত্রুদের দক্ষিণে পলায়ন করিলেন। ইংরাজদিগের সাহায্য সম্ভাবনায় গৈতুক রাজ্য সারহিন্দ প্রদেশে নিশ্চিন্ত অবস্থায় রহিলেন বটে, কিন্তু লর্ড লেকের সহিত সন্ধির কথা স্বরণ করিয়া রণজিৎ সিং আশ্রয়হীন ব্যক্তির ভয় অপনোদন করিতে যত্নপর হইলেন। ইংরাজদিগের আশ্রয়ে সেই সামন্তকে দুর্দমনীয় জানিয়া রণজিৎ সিং তাহাকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করিলেন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে কতে সিং লাহোরে প্রত্যাগমন করিলে,

১। ক্যাপ্টেন মারে কৃত 'রণজিৎ সিং', ১৪১ ও ১৪২ পৃষ্ঠা। (Capt Murray's Runjeet Singh, p. 141, 142)

২। Agent at Delhi to Capt. Murray, 18th March, 1825 and Capt. Murray in reply, 28th March. Compare also Murray's Runjeet Singh, p. 144.

৩। Captain Murray to Resident at Delhi, 1st and 3rd Oct. 1825 and Capt. Wade to Capt. Murray 5th Oct. 1825.

রঞ্জিং সিং অতি সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন ; তখন কতে সিং প্রায় সমুদায় রাজাই পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন ।^৪

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে রঞ্জিং সিং কঠোর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া, ইউরোপীয় ডাক্তার কর্তৃক চিকিৎসিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন । এই সময়ে ডাক্তার মারে নামক একজন সার্জন ভারতীয় ইংরাজ সৈন্য দলে নিযুক্ত হইলেন । রঞ্জিং সিংহের চিকিৎসার জন্য প্রেরিত হওয়ায় তিনি কিছুকাল লাহোরে অবস্থান করেন ; কিন্তু অজানিত প্রতিবেদকের কার্যকারিতা-সম্বন্ধে বিদেশী চিকিৎসক এবং নবপথাবলম্বীদিগের প্রতি মহারাজ বিশ্বাস করিতেন না ; পরন্তু সময়ের কার্যকারিতা, উপবাস এবং নিম্ন ডাক্তার-বৈজ্ঞানিক বহুদৃশিতা-লব্ধ মুষ্টিযোগ প্রভৃতি প্রতিবেদকের প্রতি তাঁহার অধিকতর বিশ্বাস ছিল । তথাপি রঞ্জিং সিং, বিদেশী ডাক্তার নিকটে রাখিতে ভালবাসিতেন । তিনি মনে করিতেন,—তাঁহার নিকট হইতে নানা বিষয়ে সংবাদ পাওয়া যাইবে, এবং অতি সহজেই তাঁহার সম্ভাব্যবিধান হইবে ;—সেই উদ্দেশ্যেই তিনি বিদেশী ডাক্তারকে আহ্বান করেন । এই সময়ে গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট উত্তরপ্রদেশ পরিদর্শনের আগ্রহ প্রকাশ করেন ; মহারাজ তৎক্ষণ্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন । তিনি ব্রহ্মদেশীয় সৈন্তের গুণপনার তথ্য সংগ্রহে যত্নপর হইলেন । ব্রহ্মদেশবাসীর সহিত যুদ্ধাবসানে বিজেতা ইংরেজ কি পরিমাণ টাকার দাবী করিয়াছিলেন, সে সকল তিনি অহুসঙ্কান করিতে লাগিলেন । বারাকপুরে একদল সিপাহীর বিদ্রোহত্যাচরণের বিষয় তিনি অহুসঙ্কান করিতেন ; সেই বিদ্রোহ দমনে দেশীয় সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছিল কিনা,—তদ্বিষয় তিনি জানিতে ইচ্ছা করেন ।^৫ ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে সিমলায় লর্ড আমহার্স্ট উপস্থিত হইলে, আরও অধিকতর ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইল । তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য এবং অগ্রান্ত বিষয়ে অহুসঙ্কানের জন্য, একজন দূত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছিল । মহারাজের সভায়, ইংরাজ সীমান্তের শাসনকর্তা, কাস্থেন ওয়েড এই অভিনন্দন প্রত্যর্পনার্থ প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরিত হইলেন ।^৬ পর বৎসর

৪। Resident at Delhi to Capt Murray, 13th Jan. 1826; and Capt Murray's "Runjeet Singh," p. 144. ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে, বৃদ্ধ শাসনকর্তা বীর দিজে-ব্রাতার (Turban brother) ভয়ে এত ভীত হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বতন্ত্ররূপে ইংরাজদিগের সম্পর্কীয়, তিনি সেই ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ।

শতাব্দীর দক্ষিণ বায়বতের মুসলমান শাসনকর্তা, এই কারণে ইংরাজদিগের অধীনরূপে গৃহীত হইবার জন্য, বহু চেষ্টা করেন । অবশেষে হতাশ হইয়া, কতে সিংহের দ্বায় পলায়ন করেন ; পরে তিনি প্রত্যাবৃত্ত হন । ইনি প্রথমতঃ কাস্তুরের অধিপতি ছিলেন । (Government to Resident at Delhi, 28th April, 1827, with Correspondence to which it relates, and compare Murray's 'Runjeet Singh', p. 145)

৫। Capt Wade to the Resident at Delhi, 24th Sept. and 30th Nov, 1826, and 1st Jan. 1827, Compare 'Murray's 'Runjeet Singh' p. 135.

৬। Government to Capt. Wade. 2nd May, 1827

ইংরাজ সৈন্তের প্রধান সেনাপতি (জঙ্গী লাট) লুধিয়ানায় আগমন করেন। রণজিং সিং মঙ্গলকামনা জানাইয়া, তাঁহার নিকট একজন দূত প্রেরণ করিলেন; কিন্তু ভরতপুর বিজয়ীকে পঞ্জাবের দুর্গসমূহ পরিদর্শনের নিমন্ত্রণ করা হইল না।^১

ব্রিটিশ এবং শিখ-গবর্নমেন্টের মধ্যে যে কার্য নির্বাহ করিতে হইবে, তৎসম্পাদনের ভার দিল্লীর রাজ-প্রতিনিধির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। তিনি এতদুদ্দেশ্যে আখালায় রাজনৈতিক প্রতিনিধি (এজেন্ট) কাপ্তেন মারের প্রতি আদেশ প্রচার করিলেন। লুধিয়ানায় কাপ্তেন ওয়েড নামক তাঁহার একজন সহকারী ছিলেন; তদ্রূপ সৈন্যদল সম্পর্কেই তিনি তথ্য অবস্থিতি করিতেছিলেন। যখন কাপ্তেন ওয়েড লাহোরে মহারাজার দরবারে উপস্থিত ছিলেন, তখন মহারাজ এক ইচ্ছা প্রকাশ করেন; তাঁহার প্রার্থনা—কাজ-কর্মের সুবিধার জন্য লুধিয়ানার কর্মচারীকে শতক্রর দক্ষিণস্থ রাজ্যসমূহের প্রতিনিধি পদে বরিত করা হউক; সে প্রতিনিধি দিল্লীর রেসিডেন্টের অধীন থাকিবেন; কিন্তু আখালায় প্রতিনিধির সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক থাকিবে না।^২ তাঁহার সে বাসনা পরিপূর্ণ হইল।^৩ কিন্তু কথিত রাজ্যের সীমা নির্দেশ কালে দেখা গেল, কতকগুলি সন্দেহমূলক বিষয়ের তখনও মীমাংসা হয় নাই; সে গুলির মীমাংসা হওয়া প্রথম কর্তব্য।

৭। Murray's 'Runjeet Singh', p, 147. এই সময়ে বিদ্যোৎসাহী পণ্ডিত সোমা ডি করসের বিভ্যালোচনায় ও দেশ-পথটনে এবং সিমলায় ইংরাজদিগের আবাস স্থান নির্মিত হওয়ায়, একপক্ষে তিব্বতের চীনদেশবাসিগণ এবং অল্পপক্ষে রণজিং সিং, ইংরেজদিগের বিষয়ে কোতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলেন। এই হেতু গারো নামক স্থানের কর্তৃপক্ষগণ ইংরেজদিগের অধিকারভুক্ত বিশেহির নামক স্থানের শাসনকর্তাদিগকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছিলেন—‘পুরাকালে ‘ফেফিংগা’ দিগের (‘অর্থাৎ কিরিন্দী অথবা ক্রাকগণ—ক্ষুদ্রকায় এবং অসং জাতি) নাম পর্যন্ত শুনা যায় নাই। এক্ষণে বহুসংখ্যক ‘ফেফিংগা’ প্রতি বৎসর উচ্চ প্রদেশসমূহ পরিদর্শন করিতেছে। তাহাতে বিশেহিরের শাসনকর্তা তাহাদের গতি-বিধি পর্যবেক্ষণ করিয়া, সর্বদা যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রভুতপ্রভাপশালী ‘লামা’ ইহাতে অসন্তুষ্ট; তিনি একদল সৈন্তকে সর্বদা যুদ্ধার্থ সজ্জিত থাকিতে অধ্যুযুক্তি করিয়াছেন; ইংরাজগণ বাহাতে তাহাদের রাজ্য-সীমা অতিক্রম না করেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগকে সতর্ক করা হউক; অথবা যদি তাঁহারা মিত্রতা বাঞ্ছা করেন, তাহা হইলে, তাঁহারা সমুদ্র পথে শিকিনে গমন করিতে পারেন। ইংরাজদিগের যুদ্ধনৈপুণ্য অথবা ঐশ্বর্যে, বিশেহিরের অধিবাসিগণের বিশ্বাস করা উচিত নহে। এক্ষণে বাদশাহ তাহাদের অপেক্ষা ৩০ ‘পাক্ষাৎ’ (১২০ মাইল) উন্নত; তিনি চারি জাতির উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন; এক্ষণে একটি যুদ্ধে এশিয়ার ছয়টি জাতি যোর দুর্দিনে পতিত হইবে; হতরায় ইংরাজগণ বাহাতে তাহাদের রাজ্যসীমা অতিক্রম না করে, তদ্বিষয়ে চেষ্টিত হওয়া আবশ্যক।’ আপননিবারণার্থ প্রার্থনা ও অভ্যাজিবাক্য আরও কত কি লিখিত হইয়াছিল। (Political Agent Subathoo to Resident at Delhi, 26th March, 1827,

১। Captain Wade to Resident at Delhi, 20th June 1827.

২। Government to Resident at Delhi, 4th Oct, 1827.

চুমকৌড়, আনন্দপুর-মাধোয়াল এবং গুরু গোবিন্দের সগোত্রাভূত প্রতিনিধিগণ বা 'সোধি' সম্প্রদায়ের অধিকৃত অন্যান্য স্থানে অধিকার স্বত্ব আছে বলিয়া, রণজিৎ সিংহ দাবী করিলেন। তিনি ওহাদনিতেও আধিপত্য বিস্তারের অভিলাষ করেন; কারণ, কয়েক বৎসর পূর্বে এই স্থান স্বত্বের অধিকৃত বলিয়া, তিনি তথা হইতে বিভাড়িত হইয়াছিলেন। তৎকালে ফিরোজপুর এক সম্মানহীন বিধবার অধীন ছিল; রণজিৎ সিং তথায় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেন। অতঃপর আলহুওয়ালিয়াদিগের নগরসমূহ নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লইতে উদ্যোগী হন। তিনি আরও অপরাপর স্থান অধিকার করিতে যত্নপর হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদের বিশেষ বর্ণনার আবশ্যক নাই।^{১০} ফিরোজপুর এবং ফতে সিং আলহুওয়ালিয়ার পৈতৃক রাজ্য অধিকারের জন্য মহারাজ যে দাবী করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাখ্যাত হইল; কিন্তু পারিশেষে দেখা গেল, ওহাদনিতে ইংরাজদিগের প্রাধান্য স্থাপনের স্বত্বও টিকিল না। চুমকৌড় ও আনন্দপুর-মাধোয়ালে, লাহোরাধিপতির স্বত্বই স্বীকৃত হইল; কারণ তত্তৎস্থান ইংরাজদিগের অধিকারে রাখা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইল না। তাহাদের মনে হইল, স্বধর্মাবলম্বী শাসনকর্তার দ্বারা ই শিখদিগের যাজক-সম্প্রদায়ের ক্রিয়া-কলাপ হুচাক্করূপে নির্বাহ হইতে পারিবে।^{১১} ফিরোজপুর হস্তচ্যুত হওয়ায়, রণজিৎ সিং বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু ইংরাজগণ সহস্র কষ্টে সেই প্রভুত্ব-বিধায়ক স্থানের প্রাশংসা করিতেন।^{১২} বর্তমান ক্ষেত্রে নূতন ব্যবস্থা বন্দোবস্ত অনুসারে সকলেই বুঝিয়াছিলেন, উভয় গবর্ণমেন্টের মধ্যে ভবিষ্যতে বিবাদের সম্ভাবনা অতি বিরল।

এইরূপে ইংরাজদিগের সহিত রণজিৎ সিংহের সম্বন্ধ ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইল। এই সময়েই তিনি, জাম্মুর প্রিয়তম প্রতিনিধিগণের মতেই অনেক স্থলে নির্ভর করিতে

১০। Captain Wade to the Resident at Delhi, 20th Jan, 1828, and Capt Murray to the same, 19th Feb, 1828.

ফিরোজপুর সম্বন্ধে পরিণেবে গবর্ণমেন্ট হির করিয়াছিলেন (Government to Agent at Delhi, 24th Nov. 1838) যে, কতকগুলি এক-গোত্রাভূত উত্তরাধিকারী (যাঁহারা স্বাধিকারের দাবী করিয়াছিলেন) সকলেই স্বত্বান হইবেন না। হিন্দু আইন আমলেও শিখদিগের পক্ষতি অনুসারে পরস্পর পৃথক হইয়া গেলে, উত্তরাধিকারী স্বত্ব ধ্বংস হয়। যাহা হউক, ইংরাজদিগের পক্ষতি এত অনিশ্চিত যে, শিখ-রাজ্য সম্পর্কীয় ব্যবস্থা-সমূহের মধ্যে ফিরোজপুরের দাবীদারগণের অনুকূল কোন না কোন হেতু পাওয়া যাইতে পারে।

১১। Government to the Resident at Delhi, 14th November, 1824

১২। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ সিং বিধবা রমণীর লজ্জা ফিরোজপুরের হৃদয় এবং বিখ্যাত দুর্গ পুনরুদ্ধার করেন। কাপ্তেন মারে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। একজন স্বত্বান ব্যক্তি এই বিধবা ভূম্যধিকারিণীর সম্পত্তি আক্রমণ করিতেছিল; (Captain Murray to the Agent at Delhi, 20th July, 1823) রাজ-প্রতিনিধিগণ বুঝিযা অপেক্ষা ফিরোজপুরের রাজনৈতিক ও সামরিক স্থিতি সম্বন্ধে বিশেষ প্রাশংসা করিতেন। (Government to Agent at Delhi, 20th Jan, 1824)

লাগিলেন। ধীমান সিংহের পুত্র হীরা সিংহের বাল্যবছাতেই মহারাজ তাহার ভাবী মহত্বের লক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। এই বালকের স্বাভাবিক সরলভায় ও শিকা-সৌজন্যে তিনি প্রীত হইলেন। মহারাজ তাহাকে রাজা উপাধি প্রদান করেন। তাহার পিতা প্রকৃত ভারতবাসীর ন্যায়, বিস্তৃত বংশপরম্পরা বিশিষ্ট স্থানীয় কোন রাজ-পরিবারের একটি কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া, নিজ বংশের বিস্তৃততা প্রতিপাদনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে, তিনি কাঞ্চাড়ার শাসনকর্তা মৃত সংসার চাঁদের কন্যার সহিত এই বিবাহ-সম্বন্ধ স্থস্থিরের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কতে সিং আলহওয়ালিয়ার পুত্রের বিবাহোৎসবে যোগদান করার উদ্দেশ্যে, নিজ ভগ্নীর সহিত জাম্বুর শাসনকর্তা আনরোধ চাঁদ লাহোর পরিদর্শন করিতে যান; তথায় অজানিতভাবে তিনি সম্পূর্ণরূপে ধীমান সিংহের নজরবন্দী হন। সুতরাং নতুন শাসনকর্তা আনরোধ চাঁদ অতি অনিচ্ছার সহিত সে বিবাহ প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন। এই প্রস্তাবিত বিবাহে কুলনাশের আশঙ্কায় ঐ পরিবারের প্রধান ব্যক্তি অপেক্ষা বালিকাবৃন্দের মাতা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া, সম্মানগণের সহিত শতদ্রুর দক্ষিণে পলায়ন করিবার অভিসন্ধি করিলেন। তাঁহাদিগকে কিরাইয়া আনিতে আনরোধ চাঁদ আদিষ্ট হন; কিন্তু তিনিও নিজে পলায়ন করেন; সুতরাং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি অবরুদ্ধ হয়। দুঃখে ও বিরক্তিতে মাতার মৃত্যু হইল; অস্ত্র-সাহায্যে সিংহাসনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ক্ষুদ্র রাজ্যের পুনরুদ্ধার সাধনকল্পে পুত্র ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অবশেষে মাতার মৃত্যুর পর, পুত্রও তাঁহার পশ্চাদগামী হইলেন। সংসার চাঁদের কতকগুলি ‘অসিদ্ধ’ সম্ভানও ছিল। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ স্বয়ং দুইটি কতাকে বিবাহ করিলেন। তাঁহার অল্পকম্পায় একটি পুত্র রাজপদে উন্নীত হইল; পিতুরাজ্যের কতকাংশ পুত্রকে প্রত্যর্পণ করিয়া, মহারাজ কিয়ৎ পরিমাণে প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করিলেন। সেই বৎসরই সমবংশ-পর্যায়ের একটি বালিকার সহিত মহা সমারোহে হীরা সিংহের বিবাহোৎসব সম্পন্ন হইল। রণজিৎ সিংহের উদারতা ও মহত্ব বিমোহিত হইয়া, ইংরাজদিগের আশ্রিত বহু রাজা এই উপলক্ষে মহারাজকে অভিনন্দন ও উপঢৌকন প্রদান করিলেন।^{১৩}

ইতিমধ্যে একজন অপরিচিত ব্যক্তি পেশোয়ারের সন্নিকটে জোর বিদ্রোহ-বহিঃ প্রজ্জালিত করিল। উত্তর ভারতের অন্তর্গত বরেলী নামক স্থানে সৈয়দ বংশসম্ভূত আমেদ সা নামক একজন মুসলমান, বেতনভোগী সেনাপতি আমীর খাঁর অধুচর ছিল। তৎকালে মারহাট্টা ও পিণ্ডারা রাজগণের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই যুদ্ধের অবসানে, যখন তাহার প্রভুর সাময়িক সৈন্তদল ভঙ্গ হয়, সেই সময় ইংরাজগণ আমীর খাঁকে একজন অধীশ্বর রাজা বলিয়া স্বীকার করেন; যুদ্ধে বিজয় লাভের পর, এই ব্যক্তি কর্মচ্যুত হয়।

১৩। যারে কৃত ‘রণজিৎ সিং,’ ১৪৭, ১৪৮ পৃষ্ঠা। (‘Murray’s ‘Runjeet Singh,’ p, 147. 148) and Resident at Delhi to Government, 28th Oct, 1828.

সেই সময় সৈয়দ দিল্লীতে গমন করেন; আবদুল আজিজ নামক একজন তত্ত্বাত্ত্বিক ধর্ম-প্রচারক তখন ব্যস্ত করিলেন যে, তিনি আমাদের সভ্য-ধর্ম-নিষ্ঠায় বহুল পরিমাণে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন; তৎকালপ্রচলিত ধর্মোপাসনার সর্ববিধ কু-প্রথা সমূহ আমেদ নিন্দনীয় ও দণ্ডার্থ বলিয়া নির্দেশ করিলেন। তিনি প্রাচীন ধর্ম প্রচারকগণের ধর্ম-ব্যাখ্যার উল্লেখ করিলেন না; একমাত্র কোরাণের উপদেশ সমূহ মনোযোগপূর্বক আলোচনা করিতে, তিনি সকলকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহার যশোরশি চতুর্দিকে বিস্তৃত হইল, ইসমাইল এবং আবদুল হাই নামক শিক্ষিত অথচ স্বতন্ত্র মতাবলম্বী দুই জন মৌলবী সৈয়দের শিষ্য ও অল্পগত আজবাহীরূপে তাঁহার অম্বুদ্র হইলেন।^{১৪} সৈয়দ প্রচার করিলেন,—সবল কার্যের প্রারম্ভে তীর্থ-যাত্রা বিশেষ মঙ্গলশূচক। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রবাস-

১৪। মৌলবী ইসমাইল সৈয়দ আমেদের সম্বন্ধে একখানি পুস্তক উর্দু ভাষায় (উত্তর ভারতে প্রচলিত ভাষায়) প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ সল্পপদেশপূর্ণ এবং তাঁহার মত-সমর্থনক্ষম। এই গ্রন্থের নাম,—‘টাকভিয়া-উল-ইমান’ বা ধর্মের ভিত্তি; এই গ্রন্থ কলিকাতায় মুদ্রিত হয়। গ্রন্থখানি দুই ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম খণ্ডই ইসমাইলের লিখিত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়; দ্বিতীয় খণ্ড কতকংশে নিকট। এই হেতু মনে হয় ইহা অপর কোন ব্যক্তির লেখনীগ্রন্থত।

হুচনায় (মুখবন্ধে) গ্রন্থকার এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন,—‘যে একমাত্র জ্ঞানী এবং বিশ্বাস ব্যক্তি, ঈশ্বর-বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম।’ ঈশ্বর স্বয়ং বলিয়াছেন, ঈশ্বরের উপদেশ-প্রচার-ব্যপদেশে অসত্য ও অজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের মধ্য হইতেই একজন প্রচারক নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। তিনি—জগদীশ্বর—স্বয়ং ইচ্ছা করিয়াই বাধ্যতার পথ এত সুগম করিয়া রাখিয়াছেন। প্রথানতঃ, দুইটি বস্তু সর্বপ্রথমে প্রয়োজনীয়। প্রথম, একেশ্বরবাদিধে বিশ্বাস স্থাপন; এক ঈশ্বর ব্যতীত অজ্ঞ কাহারও প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা, দ্বিতীয়, প্রচারকের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ ও তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন; ইহাই ঈশ্বরাদিষ্ট নিয়মের বাধ্যতা বা বশবর্তিতা। অনেকে মনে করেন, যোগি-পুণ্ড্রবর্গের বাক্যই তাঁহাদের পরিচালক। কিন্তু একমাত্র ঈশ্বর-বাক্যই পালন করিতে হইবে; কিন্তু শিক্ষালাভের জন্ত ধার্মিক ব্যক্তিগণের উপদেশ পাঠ করিতে হইবে; কেননা সেগুলি ধর্মপুস্তকের সহিত একমতাবলম্বী।’

এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে একেশ্বরবাদিধের বিষয়ই উল্লিখিত আছে। এই অধ্যায়ে যোগী, দেবদূত প্রভৃতির নিকট প্রার্থনা অধর্মমূলক বলিয়া বর্জিত হইয়াছে। এইরূপ উপাসনার যে সকল কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা অমূলক; তাহাতে ঈশ্বর-বাক্যের প্রতি সম্পূর্ণ অবমাননা প্রদর্শিত হয়;—এই অংশে তিনি অবশ্রকার বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাচীন পৌত্তলিকগণ বলিয়াছেন যে, তাঁহারা ‘কেবলমাত্র শক্তি এবং ক্ষুদ্র দেবতার পূজা করিয়া থাকেন; তাঁহারা উপাশ্র বস্তুসমূহকে ‘সর্বশক্তিবানের সমপদবাচ্য বলিয়া স্বীকার করেন না; কিন্তু জগদীশ্বর স্বয়ং এই অধার্মিকগণের বাক্যের উত্তর প্রদান করিয়াছেন;—তাঁহাদের অধর্মচরণের শাস্তি বিধান করিয়া দেন। সেইরূপ মৃত সন্ন্যাসী অথবা মঠবাসীকে ঈশ্বর-বোধে তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শন করায়, খুষ্টানগণ তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। ঈশ্বর অধিতীয়; তাঁহার আর কোন সহচর নাই; একমাত্র তাহারই নিকট ধূল্যবলুপ্তিত হইয়া অভিভাবন করা ও ভক্তি প্রদর্শন কর্তব্য; আর কেহই সেগুণ ভক্তির পাত্র নহে।’ গ্রন্থকার এইভাবে অনেক বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু পরিশেষে তিনি সম্মুখে নিপতিত হইয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ,—মহম্মদ বলেন, ঈশ্বর অধিতীয়; পিতা-মাতার নিকট হইতেই মানুষ জ্ঞানিতে পারে যে, সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; মানুষ তাহার মাতাকে বিশ্বাস করে; তথাপি দেবদূতের বা ঈশ্বর-প্রেরিত ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। অন্তর্গত একজন পাপী ব্যক্তিরও যদি ধর্মজ্ঞান থাকে, তথাপি সে একজন ধর্মপ্রাপ পৌত্তলিক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠপদবাচ্য।

গমনোদ্দেশ্যে জয়োল্লাসে জাহাজে আরোহণের জন্ত আমেদ সা কলিকাতা পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেন ; তাঁহার সে যাত্রা মহা মহোৎসব-জ্ঞাপক । কিন্তু বৃহৎ সহরে আগমন করিয়া, তিনি বহুসংখ্যক শিষ্য সংগ্রহ করিলেন ; সভা-সমিতি আহ্বান না করা পর্যন্ত, তাঁহার কার্যকলাপে কেহই দৃষ্টিপাত করেন নাই । তিনি তীর্থ পর্যটনোদ্দেশ্যে মক্কা ও মদিনায় যাত্রা করিলেন ; সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস, তিনি কনস্টিটুনোপলও পরিদর্শন করিয়াছিলেন । কিন্তু তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না । চারি বৎসর পর তিনি দিল্লীতে ফিরিয়া আসিয়া, ধর্মবিশ্বাসিগণকে বিধর্মীদিগের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করিতে আদেশ করেন । বিধর্মী নামে তিনি কেবল শিখদিগকেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন ; তাঁহার কার্যকলাপেও তাহাই বোধ হইয়াছিল ; কিন্তু তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা যায় নাই । ইংরাজ যাহাতে কুপিত না হয়, তদ্বিষয়ে তিনি বিশেষ সতর্ক ছিলেন । কিন্তু বহু-বিস্তৃত জনাকীর্ণ দেশে বৈদেশিক জাতীর প্রাধান্য প্রবল হওয়ায়, অলক্ষিতভাবে জনসাধারণকে উত্তেজিত করিতে তিনি প্রচুর সুবিধা পাইলেন । ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচ শত অশুচর সমভিযাহারে আমেদ দিল্লী পরিত্যাগ করিলেন ; তখন এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, নির্দিষ্ট পরিচালকের অধীনে অপর্যাপ্ত সৈন্যদলও তাঁহার অনুগমন করিবে । পূর্ব প্রভু আমীর খাঁর বাসস্থান ‘টঙ্ক’ নামক স্থানে তিনি কিছুকাল অবস্থান করিলেন । পরে তত্ত্ব্য সামন্তপুত্র তাৎকালিক নবাবও সেই সিদ্ধ পুরুষের শিষ্যদলভুক্ত হইলেন । সেই নব-দীক্ষিত শিষ্যের নিকট আমেদ কিছু অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া, মরুভূমির মধ্য দিয়া, সিন্ধুদেশের খাইরপুর নামক স্থানে উপনীত হন । তথায় মীর রুস্তম খাঁ কর্তৃক মহা সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়া, তিনি পশ্চাৎ ‘গাজী’ বা ধর্মযোদ্ধাগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । ইহার সকলেই তাঁহার পশ্চাতে আসিতেছিল । অতঃপর আমেদ কান্দাহার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন ; কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্যে কেহই বিশ্বাস করে নাই, অথবা সকলেই তাহা ভুল বুঝিয়াছিল । সেই হেতু তাৎকালিক শাসনকর্তা, ‘বারুকজায়ী’-গণের নিকট কোন সাহায্য বা উৎসাহ প্রাপ্ত হইলেন না ; সুতরাং ঘিলজায়ীদিগের অধিকৃত প্রদেশের মধ্য দিয়া তিনি উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন । ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেই কাবুল নদী অতিক্রম করিয়া, তিনি পেশোয়ার ও সিন্ধুনদের মধ্যবর্তী ‘ইউসকজায়ী’ সম্প্রদায়ের অধিকৃত পর্বতমালার অন্তর্গত ‘পাংটারে’ উপনীত হইলেন ।^{১৫}

১৫। Compare Murray's 'Runjeet Singh' p. 145, 146. গাজীর ভগ্নীপতির নিকট হইতে গ্রন্থকার সৈয়দ আমেদের সম্বন্ধে অনেক বিবরণ জানিতে পারিয়াছেন । একজন সম্ভ্রান্ত মৌলবীও তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন । পরে উভয়েই টঙ্ক প্রদেশে সম্মানহচক পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন । মূলী সাহায্যে আলীর নিকটও তিনি অনেক বিশেষ বিশেষ ঘটনা জানিতে পারিয়াছেন । পীর মহম্মদ খাঁ নামক কাণ্ডরের এজন দুর্ভাগ্যবিশিষ্ট এবং কৃতবিশ্ব পাঠানই প্রধানতঃ তাঁহাকে আবশ্যকীয় সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন ; তিনি তখন ইংরাজদিগের একজন কর্মচারী ছিলেন । তিনি মনে করেন, প্যাকটন, মুহতান এবং উচ্চ নগরের পবিত্র সান্নিধ্য সত্ত্বেও আমেদের কথাই সত্য । বস্তুতঃ, প্রত্যেক

রঞ্জুশল ইউসফজাদীদিগের মধ্যে ‘পাঞ্জটার’ রাজপরিবার কতক উল্লেখযোগ্য। ইয়ার মামুদ খাঁর বড়বন্ধে ইউসফজাদীগণ সর্বদা সশস্ত্র থাকিত। রঞ্জিং সিংহের অধীনতা স্বীকার করায় আকগান সম্রাটের আক্রমণ ভয় ইয়ার মামুদের মন হইতে বিদূরিত হইয়াছিল। সুতরাং সৈয়দ এবং ‘গাজী’গণ সশস্ত্র জাতির জাণকর্তা বলিয়া সাদরে গৃহীত হইলেন; সকলেই আমাদের প্রভুত্ব স্বীকার করিল। এই সময়ে একদল শিখ সৈন্ত মহারাজের স্ববংশোদ্ভূত বুধ সিং সিধানওয়ালার অধীনে আটকের কয়েক মাইল উত্তর, অকোরা পর্যন্ত অগ্রসর হইল। সৈয়দ তাঁহার অসম্পূর্ণরূপে সজ্জিত অশ্বচরবর্গকে সেই ক্ষুদ্র শিখ-সৈন্ত-দল আক্রমণ করিতে অহুমতি করিলেন। শিখ সেনাপতি সুরক্ষিত স্থান হইতে সৈন্ত পরিচালনা করিয়া অশিক্ষিত পর্বতবাসীদিগের শৃঙ্খলাবিহীন আক্রমণ ব্যর্থ করিলেন। এই যুদ্ধে তাঁহার কিছু বলক্ষয় হইল; কিন্তু তিনি আর কোন যুদ্ধে শত্রুদিগকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। সুতরাং সৈয়দের যশঃসৌরভ এবং সৈন্ত-বল দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এক্ষণে সৈয়দ যাহাতে ইউসফজাদী-রাজ্যসমূহের প্রতি অহুকম্পা প্রদর্শন করিতে বাধ্য হন, সেইরূপ কোন প্রস্তাবে সৈয়দকে সম্মত করাই ইয়ার মামুদ খাঁ যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। তিনি নীচমনা ব্যক্তির দ্বারা বিষ-প্রয়োগে আমেদকে নিহত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন,—এই অপবাদে পেশোয়ারের হীনবল শাসনকর্তা দোষী সাব্যস্ত হইলেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনা বা সংবাদ প্রচার করিয়া, সৈয়দ অস্ত্র-সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইয়ার মামুদ গুরুতররূপে আহত ও পরাজিত হইলেন; জেনারেল ভেনটুরা এবং যুবরাজ শের সিংহের অধীনে শিখ সৈন্ত আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় পেশোয়ার শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইল; অতঃপর ইয়ার মামুদের ভ্রাতা, সুলতান মামুদকে সেই স্থান প্রদান করা হয়। মহারাজের জ্ঞাত লয়লা নামক প্রসিদ্ধ ঘোড়ক আনয়ন করিবার ভাণ করিয়া শিখসৈন্য তৎকালে সেই দিকে অগ্রসর হইতেছিল। এই ঘোড়ক ‘কাহার’ নামক প্রসিদ্ধ অপর আর একটির সমকক্ষ। কিন্তু ইতঃপূর্বেই বারুক-জাদীদিগের নিকট ‘কাহার’ প্রাপ্ত হইয়া, মহারাজ বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন।^{১৬}

মুসলমানই তাঁহার ধর্মনীতির যৌক্তিকতা এবং উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন। টকের রাজা অকিঞ্চিৎকর উৎসবের বিশেষ বিরোধী ছিলেন। ভূপালের স্বচতুর রিজেন্ট-বেগমও টকের রাজার কঠোরতা অবলম্বনের প্রশংসা করিয়াছেন। ধর্মভীরু লোকের মধ্যেও সৈয়দ বহু শিষ্ট প্রাপ্ত হন। কথিত হয়, তাঁহার বক্তৃতা এত কার্যকরী হইয়াছিল যে, দিল্লীর খলিফাগণ সম্যক বিচার করিয়া, অবশিষ্ট কাপড়, তাহাদের প্রভুদিগের নিকট ফেরত পাঠাইয়াছিল।

১৬। Compare Murray's "Runjeet Singh", p. 146, 149. সৈয়দ আমেদের অশ্বচরবর্গের বিশ্বাস যে, ইয়ার মামুদ বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কলে, “গাজী”গণ অনেক কষ্ট পাইয়াছিল,—তাহারা তাহাও বলিয়া থাকে।

সেনাপতি ভেনটুরা অবশেষে ‘লয়লা’ নামক একটি অশ্ব লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ নামের ঘোড়ক স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল কিনা, তাহা সন্দেহমূলক। আবার কোন সময়ে ঘোষিত হয় যে, ঐ অশ্ব পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। (Capt. Wade to the Resident at Delhi, May 17th, 1829)

শিখসৈন্য শতরু অভিমুখে প্রস্থান করিল। হুলতান মহম্মদ খাঁ এবং তাঁহার ভ্রাতৃ-গণ যথাসাধ্য তাঁহাদের জায়গীর বা উপনিবেশসমূহ রক্ষা করিতে থাকিলেন। তাঁহাদের অবস্থা বিপদসঙ্কুল বুঝিয়া, এবং তৎপ্রদেশের শাসন দণ্ড পরিচালনা করা সহজসাধ্য নহে বিবেচনা করিয়া রণজিং সিং আশা করিয়াছিলেন, উক্ত প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিলে, কোন দোষ হইবে না।^{১৭} কিন্তু সৈয়দ আমেদ সার প্রভুত্ব কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল; অধিকন্তু সেই উপত্যকা ও সিদ্ধনদের মধ্যবর্তী পার্বত্যগণ লাহোরের শাসনাধীন থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে আমেদ, সিদ্ধনদ অতিক্রম করিয়া, সেনাপতি আলাউ ও হরি সিং নালোয়া পরিচালিত শিখসৈন্য আক্রমণের কল্পনা করিলেন; কিন্তু তথায় পরাজিত হওয়ায়, তিনি সিদ্ধনদের পশ্চিমাভিমুখে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি পুনরায় সৈন্যসংগ্রহ করিতে লাগিলেন; এবং নববলে বলীয়ান হইয়া, হুলতান মহম্মদ খাঁকে আক্রমণ করিলেন। বারুকজায়ী যুদ্ধে পরাভূত হইলেন এবং সৈয়দ ও তাঁহার ‘গাজী’-গণ পেশোয়ার অধিকার করিলেন। ক্রতকার্যতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উল্লাসও ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায়, তিনি ‘কালিক’ নাম প্রচার করিয়া স্বনামে মূর্ত্ত্বাঙ্গ আরম্ভ করেন। ঐ মূর্ত্ত্বার উপরিভাগে নিম্নলিখিত কথাগুলি মূর্ত্তিত হইয়াছিল;—‘সত্যনিষ্ঠ ও শ্রায়পর আমেদ,—ধর্ম-স্থাপনকর্তা; তাঁহার তরবারির চাকচিক্যে বিধর্মীদিগের ধ্বংস সাধিত হয়।’ পেশোয়ারের অধঃপতনে লাহোরে কিঞ্চিৎ ভয়ের সঞ্চার হওয়ায়, সিদ্ধ-ভীরস্বিত প্রদেশের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধিত হইল; কুমার শের সিংহ তাহাদের সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। যাহারা স্বার্থপরতার বশবর্তী হইয়া ধর্ম বিসর্জন দিয়াছিল, যাহারা ধর্ম অপেক্ষা স্বার্থসিদ্ধিই শ্রেষ্ঠতর মনে করিত, সেই সকল নামমাত্র মুসলমান শাসনকর্তা, ভারতীয় বিজেতার অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইতে ঘৃণা প্রকাশ করিত; অধিকন্তু আমেদের অব্যবস্থায় তাঁহার অস্থির ‘ইউসফজায়ীগণ, ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তিনি কৃষকদিগের উৎপন্ন শস্তের দশমাংশ রাজস্ব স্বরূপ গ্রহণ করিতেন। এইরূপ প্রথা প্রবর্তনে কোন অসন্তোষের চিহ্নই পরিলক্ষিত হয় নাই। প্রত্যেক বিষয়েই ধর্মগুরুর স্বয়ং বর্তমান,—তাহাদের সে জ্ঞান জন্মিয়াছিল; তাহাতেই তাহারা সন্তুষ্টচিত্তে ঐ করপ্রদান করিত। অতঃপর আমেদ এক হীনতার পরিচয় প্রদান করিলেন; তাহাতেই অনর্থ ঘটিল। তিনি আদেশ করিলেন যে প্রত্যেক যুবতী স্ত্রীলোক বিবাহোপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই, তাহাকে বিবাহ দিতে হইবে; এইরূপ আদেশ প্রচারিত হওয়ায়, অর্থলোলুপ আফগান পিতা-মাতার আয়ের পথ রুদ্ধ হইল। আফগান জাতি সাধারণতঃ

১৭। Capt. Wade to Resident at Delhi, 15th September, 1830. মহারাজ নিজের বারুকজায়ীদিগের সহিত বিবাদের অনেক কারণ পাইয়াছিলেন। “খুটুক” নামক অপর একটি জাতিকে তাহারা অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছিল। তাহাদের সম্বন্ধে রণজিং সিং বলিয়াছিলেন, উজীর কতে খাঁ স্বীকার করিয়াছেন যে, তাহারা স্বাধীনভাবেই বাস করিবে। (Capt. Wade to Government 9th Dec. 1831)

অৰ্ণগুৰু বলিয়া প্রসিদ্ধ ; তাহারা সচরাচর সৰ্বাপেক্ষা ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিকেই কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকে । কিন্তু সৈয়দ আপনার দীন ভারতীয় অমুচরগণকে এক একটি করিয়া কুমারী প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন । সত্য হউক, আর মিথ্যা হউক, সৈয়দ আমেদ সেই অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলেন ; তাহার কু-অভিসন্ধি বিষয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হইল ; সকলেই সৈয়দের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল ; কলে, অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে, নভেম্বর মাসের প্রারম্ভে, কোন নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব বন্ধাবস্থ করিয়া, তিনি সুলতান মহম্মদকে পেশোয়ার প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন । অতঃপর শিখদিগের সহিত যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া, শতদ্রুর পশ্চিম তীরে গমন করিলেন । গৃষ্টমেয় ‘গাজী’গণের উপরই সৈয়দ প্রধানতঃ নির্ভর করিতেন ; তাহারাই স্বধ-দুঃখে পূৰ্বাপর তাঁহাকে সাহায্য করিয়া আসিতেছিল । ‘ইউসফজারীগণের’ সংখ্যা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল ; সুতরাং মজঃফরাবাদ ও অগ্রাফ স্থানের বিদ্রোহী শাসনকর্তৃ-গণের বলবীৰ্যের উপরও তিনি কতকাংশে নির্ভর করিয়াছিলেন । শের সিং এবং কাশ্মীরের শাসনকর্তার ঐকান্তিক চেষ্টায় ও যত্নে পার্বত্য ‘খা’ জাতি শীঘ্রই বশতা স্বীকার করিল । তথাপি আমেদ নিবৃত্ত হইলেন না ; বরং অকূতোভয়ে অবিজ্ঞান চেষ্টা করিতে লাগিলেন । বন্ধুর পর্বতমালা মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল ; প্রথমে কিছুকালের যুদ্ধে আমেদই কৃতকার্য হইয়াছিলেন ; সেই যুদ্ধের পর কিছুকাল নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেল । ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের প্রারম্ভেই বালাকোট নামক স্থানে আমেদ পুনরায় আক্রান্ত হইলেন ; আকস্মিক আক্রমণে তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন ; সৈন্যগণ তাঁহার উপর নিপতিত হইয়া তাঁহাকে নিহত করিল । ইউসফজারীগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রতিনিধিগণকে বিতাড়িত করিল ; ‘গাজী’গণ ছদ্মবেশে দেশ-দেশান্তরে চলিয়া গেল ! সৈয়দ-পরিবার, টঙ্কের নবাবের নিকট আশ্রয় পাইবার আশায়, হিন্দুস্থানে প্রস্থান করিলেন । টঙ্কের নবাব সৈয়দের একজন পরম বন্ধু ছিলেন ; সৈয়দ পরিবার মনে করিয়াছিলেন,—নবাব তাঁহাদিগকে মহাসমাদরে ও সম্মানের সহিত আশ্রয় প্রদান করিবেন ।^{১৮}

একণে রণজিৎ সিংহের যশঃ-প্রভায় দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত হইল ; ভিন্ন-দেশবাসী রাজগণ তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন । ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে বেলুচি-স্থানের রাজ-প্রতিনিধি আসিয়া শিখরাজকে অশ্ব উপঢৌকন প্রদান করেন । তৎকালে হারান্দ এবং দাজেল নামক সীমান্ত প্রদেশ দুইটি ভাওয়ালপুরের করদ রাজা বলপূর্বক অধিকার করিয়াছিলেন । বেলুচি রাজ প্রতিনিধির একান্ত ইচ্ছা, সেই দুইটি প্রদেশ ‘খা’

১৮। Captain Wade to Resident at Delhi, 21st March, 1831, পূর্ব-পূর্ব বৎসরের জন্ত এবং ঐ বৎসরের অস্ত তারিখের পত্রও দ্রষ্টব্য । মারে বিরচিত রণজিৎ সিং, ১৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । (Compare Murray's 'Runjeet Singh,' p. 150.) সৈয়দের ‘কালিক’ উপাধি গ্রহণ, নিজ নামে সূত্রাক্ষণ এবং ভারতীয় অমুচরদিগকে ‘ইউসফজারী’ কুমারী প্রদান,—সৈয়দের অমুচরগণ সে সকলই অধীকার করিয়া থাকে ।

শাসনকর্তাকে পুনরায় প্রত্যর্পণ করা হইবে।^{১৯} হীরটের সা মাযুদের সহিত মহারাজার পত্রাপত্র চলিতেছিল।^{২০} যুবক সিন্ধিয়ার বিবাহে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিতে, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ালিয়রের বাইজাবাই মহারাজকে নিমন্ত্রণ করেন।^{২১} এই সময়ে ইংরাজগণের মনে এক সন্দেহ উপস্থিত হইল। তাঁহারা মনে করিলেন, মহারাজ, রুম-রাজের সহিত সন্ধি সংস্থাপনের জন্ত লেখা-লিখি করিতেছেন।^{২২} হুতরাং ইংরাজ গণও মহারাজকে তোষামোদ আরম্ভ করিলেন; তাঁহারা ভাবিলেন,—লাভজনক বাণিজ্য-ব্যবসায় এবং গ্রায্য অধিকার বিস্তার করিয়া, উদ্দেশ্য-সাধন-কল্পে এরূপ তোষামোদ কদাচ নিন্দনীয় নহে।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের গবর্নর জেনারেল, লর্ড উইলিয়ম বেন্টিন্‌ক, সিমলায় উপনীত হইলেন। গবর্নর জেনারেলের নিজ কুশল-বার্তা শ্রবণের জন্ত এবং ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের উন্নতি-কামনায় রণজিং সিংহের ঐকান্তিক অভিলাষ বিজ্ঞাপনার্থ, শিখ-রাজ-প্রতিনিধি-বর্গ গবর্নর-জেনারেলের সহিত সাক্ষাতের জন্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। গ্রীষ্ম ঋতুর প্রথর উত্তাপ অসহনীয় হইয়া উঠিল; হুতরাং গবর্নর-জেনারেল লাহোর দরবারে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া, লোকাচার-ধর্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। কিন্তু মহারাজকে ধত্ববাদ প্রদানের জন্ত লুধিয়ানার রাজনৈতিক প্রতিনিধি কাপ্তেন ওয়েড পত্রবাহকরূপে প্রেরিত হইলেন। রণজিং সিং, লর্ড উইলিয়ম বেন্টিন্‌কের সহিত সাক্ষাত করিতে ইচ্ছুক কিনা, অথবা তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের জন্ত কোনরূপ প্রস্তাব করিতেও ইচ্ছা করেন কিনা,— তাহাই স্থির করা, প্রতিনিধির প্রধান কর্তব্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। গবর্নর-জেনারেল মনে করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে ইংরাজ-রাজ-প্রতিনিধির অগ্রণী হওয়া অনাবশ্যক; উপ-ষাটকে দেশীয় সামন্তের সহিত সাক্ষাত করিতে যাওয়া, ইংরাজদিগের পক্ষে

১৯। Captain Wade to the Resident at Delhi, 3rd May, 1829 and 29th April, 1830. এক সময়ে হারাম্‌ বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। (See Munshee Mohon Lal's Journal, under date 3rd March, 1836) ভাওয়ালপুরের ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায়, অপরাপর কয়েক ব্যক্তির বিশ্বাসবাতকভ্যায় নবাব এই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শতজর পশ্চিমে সমুদায় রাজ্য হইতে যখন বাহাওয়াল থা বঞ্চিত হইলেন; তখন ঐ স্থান পুনরাধিকারের ভার সেনাপতি ভেন্টুরার হস্তে অর্পিত হয়। (গ্রন্থকার সেই কর্মচারীর নিকট এইরূপ বিবরণই শুনিয়াছিলেন।)

২০। দিল্লীর রেসিডেন্টের নিকট কাপ্তেন ওয়েড লিখিত পত্র,— তারিখ ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী, এবং ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর।

২১। দিল্লীর রেসিডেন্টের নিকট কাপ্তেন ওয়েডের পত্র; তারিখ ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল। যখন তাঁহার পুত্রের বিবাহ হয়, তখন সিন্ধিয়া লাহোরে ছিলেন না,—এই কথা বলিয়া মহারাজ নিমন্ত্রণ গ্রহণে অসম্মত করেন।

২২। দিল্লীর রেসিডেন্টের নিকট কাপ্তেন ওয়েড লিখিত পত্র; তারিখ ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট।

মানহানিকর।^{২৩} দুইটি রাজ্যের মধ্যে সম্পূর্ণ একতা বর্তমান, লোকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করাই,—গবর্ণর জেনারেলের প্রধান উদ্দেশ্য ; কিন্তু মহারাজ নিজ প্রভুত্ব দৃঢ় করিতে যত্নবান হইলেন। প্রবল ক্ষমতামূলী প্রধান প্রধান ইংরাজ শাসনকর্তৃগণ, তাঁহাকেই ‘খালসার’ প্রকৃত নেতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন,—তিনি শিখজাতিকে সেই বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। যুবরাজ গড়গ সিংহের স্বত্ব-প্রভু স্বীকারে বাঁহারা ভিন্নমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, স্বচতুর শাসনকর্তা হরি সিং তাঁহাদের অগ্রতম। ভাবী উত্তরাধিকারী নিজেও শিখ-জাতির মনোভাব অবগত ছিলেন। এক বৎসর পূর্বে তিনি বোম্বাইয়ের শাসনকর্তার সহিত পত্রাদি লিখিতে আরম্ভ করেন ; উদ্দেশ্য—অস্তঃসারশূণ্য স্বধাতিপূর্ণ উত্তরাধি হইতে তাঁহার মনে হয়তো কোন আশার সঞ্চার হইতে পারে।^{২৪} রণজিৎ সিং তাঁহাদের এক সম্মিলনের প্রস্তাব করিলেন ; ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে শতদ্রু তীরে রূপার নামক স্থানে তাঁহাদের সম্মিলন সংঘটিত হইল। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের রাজার নিকট হইতে কতকগুলি অশ্ব উপঢৌকন স্বরূপ লাহোরে আনীত হয় ; লেকটেন্যান্ট বারনেস সিদ্ধনন্দ এবং ইরাবতীর পথে সেগুলি লইয়া লাহোরে পৌছেন। গবর্ণর-জেনারেলের সহিত কয়েকবার সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু একবার চির-বন্ধুত্বের নিশ্চয়তা স্বরূপ, রণজিৎ সিং এক লিখিত সন্মল পাইবার প্রার্থনা করেন এবং পরে তাহা প্রাপ্ত হন।^{২৫} তখন জনসাধারণের মনে এই ধারণা জন্মিল যে, অতঃপর ইংরাজগণ তাঁহার পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন ; তাঁহার বংশধরগণ ইংরাজদিগের সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন। পূর্বেই রণজিৎ সিংহের উদ্দেশ্য কতকংশে সাধিত হইয়াছিল ; এক্ষণে সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হইল। কিন্তু সিদ্ধদেশ লইয়া তিনি বিব্রত হইয়া পড়িলেন ; তৎপ্রদেশ সম্বন্ধে কতকগুলি অস্তঃসারশূণ্য অনিশ্চিত ষড়যন্ত্রের সংবাদ তাঁহার নিকট পৌছিল ; তিনি আপন বিধি-ব্যবস্থা স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিলেন ; ভবিষ্য দেখিলেন,—আমীরদিগের উপযুক্ত সৈন্তের অভাব ; তাঁহারা লেকটেন্যান্ট বারনেসের কার্যকলাপে বাধা প্রদান করিয়াছেন ; স্বতরাং

২৩। কাপ্তেন ওয়েডের নিকট গবর্ণমেন্ট লিখিত পত্র ;—তারিখ : ৮১১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল ; মারে বিরচিত ‘রণজিৎ সিং’ ১৬২ পৃষ্ঠা (Murray's 'Runjeet Singh,' p. 162.)

২৪। এই পত্রাদি সম্বন্ধে পারস্তরাজ সেক্রেটারী ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুলাই বোম্বাইয়ের পোলিটিকাল সেক্রেটারীর নিকট যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহাই দ্রষ্টব্য।

রণজিৎ সিংহ স্বয়ং হরি সিংহের শত্রু ছিলেন ; কিংবা অনুগত ভৃত্য প্রভুর প্রতি বিবাসবাতকতাচরণ করিয়াছিলেন, তাহা কোনমতেই বিবাসযোগ্য নহে। কিন্তু হরি সিং একজন ধর্মপ্রাণ শিখ বলিয়া পরিচিত ; তিনি একজন উচ্চাশয় ব্যক্তি ছিলেন। খড়গ সিং সর্বদাই আপনাকে বিপদসম্মুল মনে করিতেন ; সিংহাসন প্রাপ্তি সম্বন্ধেও তাঁহার মনে সন্দেহ ভ্রমিয়াছিল। রূপার নামক স্থানের সম্মিলন, রণজিৎ সিংহের ব্যগ্রতার বিবরণ, এম, আলার্ড অতিরঞ্জিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। স্বতরাং মারের ‘রণজিৎ সিং’ গ্রন্থে প্রিন্সিপের বিবরণ হইতে তাহা শিক্ষা করা কর্তব্য। (Princep's Account in Murray's Runjeet Singh, p. 306)

২৫। মারে কৃত ‘রণজিৎ সিং’ ১৬৬ পৃষ্ঠা। (Murray's Runjeet Singh, p. 166.)

আমীরগণ ইংরাজদের প্রতিও সন্তুষ্ট নহে।^{২৬} সিদ্ধু রাজগণের নিকট যে প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার উদ্দেশ্য ও মর্ম, গবর্ণর জেনেরল অহুসন্ধিংস্ অভ্যাগত মিত্র-রাজের নিকট কখনও ব্যক্ত করেন নাই। শান্তিস্থাপনের জন্ত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি যেরূপ ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন,—তাহার ভয়, পাছে রণজিৎ সিং তাহার উদ্দেশ্য অবগত হইয়া প্রস্তাবিত কার্যকলাপের কোন অন্তরায় উপস্থিত করেন।^{২৭} রণজিৎ সিং হয়তো বুঝিতে পারিয়াছিলেন,—তাহার প্রতি ইংরাজদিগের আর সে বিশ্বাস নাই;—তিনি ইংরাজদিগের অবিশ্বাসভাজন হইয়াছেন; কিংবা তদ্বশে হয়তো তাহার সে ধারণা আদৌ জন্মে নাই। যাহা হউক, সিদ্ধুনদে বাণিজ্য-পোত পরিচালনা করিতে হইলে, মহারাজকে পক্ষভুক্ত করা আবশ্যক; পরন্তু তদ্বশে বহুকালাবধি জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল এবং তৎপক্ষে ইংরাজ কর্তৃপক্ষগণ বহুদূর অগ্রসর হইয়া ছিলেন। সে ক্ষেত্রে ইংরাজগণ যদি কোন বিষয় গোপন করিবার চেষ্টা না করিতেন, তাহা হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিত;—কর্তৃপক্ষগণ নীতি-সজ্জত কার্যই করিতেন।

পরিব্রাজক মুরক্রফট বেশ বুঝিয়াছিলেন, ইংরাজদিগের বাণিজ্য-বিষয়ের সুবিধার জন্ত সিদ্ধুনদ বিশেষ উপযোগী। সিদ্ধুনদে বাণিজ্য-পোত পরিচালনা করিতে পারিলে, ক্রমশঃই বাণিজ্যের ত্রিবন্ধ সাধন হইবে।^{২৮} সিদ্ধুনদ ও শাখা-নদীসমূহে বাণিজ্য-পোত পরিচালনার প্রস্তাব ভারত-গবর্ণমেন্ট অহুমোদন করিলেন; অধিকাংশ লোকের যাহাতে সুমঙ্গল হয়, যাহাতে অধিকাংশ লোক ধনৈর্ধর্যশালী হয়, সেই হিতবাদ-প্রথা প্রচারকগণ ভিন্নমত প্রকাশ করিলেন না। রাজা উইলিয়মের প্রদত্ত উপঢৌকনসমূহ জলপথে রণজিৎ সিংহকে পাঠাইবার উদ্দেশ্য এই যে, তদ্বারা কৌশলে সিদ্ধুনদে বাণিজ্য-ব্যবসায় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ হইতে পারিবে। গঙ্গা নদীর বাণিজ্য ব্যবসায়ের লাভালাভ অপেক্ষা, সিদ্ধুনদে বাণিজ্য-ব্যবসায় চালাইলে লাভ সম্ভাবনা অধিক,^{২৯} লেফ্‌টেন্যান্ট বারনেসের পরীক্ষার ফলে তাহা স্থিরীকৃত হয়; লর্ড উইলিয়ম বেটিংসেরও তাহাতেই বিশ্বাস জন্মে। তাহার মতে বিশ্বাসের আরও প্রকৃষ্ট কারণ ছিল; তাহার বিশ্বাস,—এক সময়ে পশ্চিম-দেশীয় উপত্যকা, পূর্বদেশীয় স্থানের গ্রায় জনাকীর্ণ ছিল। তিনি ক্ষণকালের জন্ত ভাবিয়া

২৬। Murra'y Runjeet Singh, p. 167. সিদ্ধিয়ার সৈন্য সন্ধ্যাে রণজিৎ সিংহের এই বিবরণ, দাবা ও সিঞানি বিজয়ীর পক্ষে সম্ভাষণক নহে। যদিও মহারাজ তাহাদের সাহসিকতার নিন্দা করেন নাই, কিন্তু তাহাদের শিক্ষার ও সাজ-সজ্জার নিন্দা করিয়াছেন। যাহা হউক ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে সা হুজার আক্রমণেই রণজিৎ সিংহের এইরূপ সিদ্ধান্তের সত্যতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

২৭। Murray's 'Runjeet Singh,' p. 167, 168, ক্যাপ্টেন মারের গ্রন্থের দশম অধ্যায়; রূপারের দরবারের বিষয়, মিঃ প্রিন্সেপের লেখনী গ্রন্থত; গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারীরূপে তিনি তৎকালে গবর্ণর জেনারেলের সহিত ছিলেন।

২৮। মুরক্রফটের ভ্রমণবৃত্তান্ত। (Moorcroft, Travels p. 338.)

২৯। Government to Colonel Pottinger. Oct. 22nd 1831. and Murray's 'Runjeet Singh', p. 153.

দেখিলেন যে, রাজনৈতিক অন্তরায় উপস্থিত হওয়ায়, আলেকজান্ডার-নিসেবিত নদীসমূহ হইতে বাণিজ্য-ব্যবসায় নির্বাসিত হইয়াছে, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ত্রাণ্য বিধি ব্যবহার কলে প্রচেষ্টা প্রচার করিতে সমর্থ হইলে, সে সমুদায় বিঘ্ন-বিপত্তি একে একে অন্তর্হিত হইবে।^{১০} অন্তঃপ্রবণ বাণিজ্যের সুবিধার জন্য সর্বসাধারণের উপকারার্থ সিদ্ধান্তে বাণিজ্য-পোত পরিচালনের বিধি-ব্যবস্থা ও মন্ত্রণা স্থির হইল।

রণজিৎ সিংহের সহিত সাক্ষাতের কিছু পূর্বে, গবর্ণর-জেনারেল কর্ণেল পটিজারকে হায়দ্রাবাদে গমন করিতে আদেশ করিলেন। সিদ্ধান্তের নিয়ন্ত্রণ অংশে বাণিজ্যপোত গমনাগমনের সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট হারে কর প্রদানের প্রস্তাব করিয়া সিদ্ধান্তের আমীরগণের সহিত বন্দোবস্তের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছিল।^{১১} ইহার দুই মাস পরে, ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে, তিনি মহারাজের নিকট এই মর্মে এক পত্র লিখিলেন; বাণ্যীয় পোত দেখিবার জন্য মহারাজ পূর্বে যে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মার্জিত বুদ্ধির পরিচায়ক। দুইটি রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্য সম্বন্ধের দৃঢ়তা ও ঘনিষ্ঠতা সম্পাদনের মন্ত্রণা চলিতেছে, সুতরাং অচিরেই তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইবে। এই সময়ে কাপ্তেন ওয়েড সিদ্ধান্তে প্রেরিত হইলেন; কর্ণেল পটিজার পূর্বে যে উদ্দেশ্যে তথায় গমন করেন, তাহা বুঝিয়া দেওয়া, তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সিদ্ধান্তের নিয়ন্ত্রণ অংশের সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর অংশে সমস্বত্রে অবাধে বাণিজ্য-পোত চালনার অল্পমতি প্রার্থনা করা, তাহার অগ্রতম উদ্দেশ্য। বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ রাজশক্তি বিস্তার করা যে ইংরাজদিগের উদ্দেশ্য নহে,—তদ্বিষয়ে মহারাজকে আশ্বস্ত করার ভারও তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছিল।^{১২} এদিকে রণজিৎ সিংহ নিজের স্বার্থ সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাঁহার মনেও সন্দেহের উদয় হইয়াছিল।^{১৩} পঞ্জাবের দক্ষিণ ভাগে নববিক্রিত ব্যক্তিগণকে প্রয়োজনানুযায়ী যথাসম্ভব কোশল-ক্রমে উত্তেজিত করিলেন। ডেরাগাজী-খাঁর পরপারস্থিত রাজ্যের প্রতিনিধি, ভাওয়ালপুরের নবাব নির্দিষ্ট হারে যথা নিয়মে রাজস্ব প্রদান করিতেন; কিন্তু তিনি তদনুযায়ী রাজস্ব প্রদান করিতে অস্বীকৃত হন। সুতরাং পঞ্জাব হইতে তাঁহাকে বিতাড়িত করাই রণজিৎ সিং প্রেষণের বিবেচনা করিলেন;—তাঁহার মনে হইল, ইংরাজগণ যদি নিরপেক্ষ থাকেন, তাহা হইলে বিপদের আশঙ্কা একরূপ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এদিকে ভাওয়াল খাঁ

১০। Government to Col. Pottinger, 22nd Oct, 1831.

১১। মারে কৃত 'রণজিৎ সিং', ১৬৮ পৃষ্ঠা। (Murray's Runjeet Singh, p. 168)

১২। Government to Capt. Wade, 19th Dec. 1831. অতঃপর স্বীকৃত হইল যে, এই প্রতিনিধি প্রেরণে রণজিৎ সত্যক্কে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু গবর্ণর-জেনারেল তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যস্ত করেন নাই। (Murray's Runjeet Singh, p. 168)

১৩। সিদ্ধান্ত জয় করাই রণজিৎ সিংহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। একজন আমীরের অথবা কোন আমীর পুত্রের সহিত একটি পারসী রাজকন্যার বিবাহ প্রস্তাবের জনরবে, তাঁহার উষ্মে আরও বৃদ্ধি হয়। (Capt. Wade to Government. 5th Aug. 1831)

ইংরাজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শতদ্রুদ পূর্ব তীরে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন ; অতঃপর লেফটেন্যান্ট বারনেস তখন সিদ্ধু নদের উত্তরবর্তী প্রদেশে আগমন করিতেছিলেন । মহারাজ চিরকালই সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন : তিনি স্থির করিলেন,—উক্ত কর্মচারীর মন্তব্যের রাজনৈতিক কোন গুঢ় উদ্দেশ্যের উল্লেখ করিয়া, ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট তাহাই সমর্থন করিবেন ।^{৩৩} এই সমস্ত কারণে সিদ্ধু নদের প্রধান শাখা পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিনিধি সকলই পরিবর্তনশীল দেখিতে পাইলেন । রূপারে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের পূর্বেই জেনারেল ভেন্টুরা, ভাওয়াল থাঁকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন ;—শতদ্রুদ দক্ষিণ-তীরস্থিত তাঁহার পৈতৃক রাজ্য এবং লাহোরের জায়গীর প্রভৃতির অধিকার হইতে তিনি বঞ্চিত হইলেন ।^{৩৪} অধিকন্তু শিকারপুর, ‘কালহোর’ বা ‘তালপুর’ সম্প্রদায়ের অধিকৃত সিদ্ধু রাজ্যের অংশভুক্ত বলিয়া গণ্য হইল না । আইউবের উজীর মহম্মদ আজম খাঁর মৃত্যুর পর ‘তালপুরগণ’ ঐ স্থান বলপূর্বক অধিকার করিয়াছিল ; সেই সময় হইতেই খয়েরপুর, মীরপুর এবং হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানের রাজপরিবারবর্গ একত্রে ঐ স্থান অনায়াসলব্ধ মনে করিয়া ভোগদখল করিয়া আসিতেছিলেন । রণজিৎ সিংহের মনে হইল,—সিদ্ধু-তীরস্থ বারুকজাদিগের তিনিই একমাত্র অধীশ্বর । সুতরাং সিদ্ধু-দেশের দক্ষিণ-পূর্ব প্রদেশস্থ আমীরগণের স্বত্ব অপেক্ষা, ঐ প্রদেশে তাঁহার স্বত্বই প্রবল । সুতরাং তৎপ্রদেশ-সমূহ নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে মহারাজ যত্নপর হইলেন ।^{৩৫}

যখন কান্টেন ওয়েড, ইংরাজ বণিকগণের সুবিধার জন্ত শতদ্রুদে বাণিজ্যপোত পরিচালনার অনুমতি প্রার্থনা করেন, তখন রণজিৎ সিংহের মানসিক গতি এইরূপ ছিল । মহারাজ স্বীকার করিলেন বটে, তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন ; কিন্তু তখনই তাঁহার মনে উদয় হইল,—ইংরাজগণ সিদ্ধুদেশের মধ্য দিয়া বলপূর্বক গমনাগমনের পথ প্রশস্ত করিতে উद्यোগী হইয়াছেন । কর্ণেল পটিজারের সহিত কয়দল সৈন্য প্রস্তুত রহিয়াছে—তাহা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন । এবং অনতিবিলম্বে আমীরদিগের ধ্বংস সাধনের জন্ত বারংবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন ।^{৩৬} অতঃপর আরও প্রমাণিত হইল,—যখন পটিজার ইংরাজদিগের পক্ষ হইতে অপরাপর সামন্তগণের সহিত বন্ধুত্ববন্ধনে আবদ্ধ হইতে ছিলেন, লাহোর রাজ্যের বন্ধু সংগ্রহার্থ এবং ‘তালপুর’ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ সংঘটনোদ্দেশ্যেই যেন মহারাজ, মীরপুরের মীর-আলি-মোরাদকে তখন ডেরা গাজী-খাঁ ইজারা দিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন ।^{৩৭} কিন্তু তিনি দেখিলেন, গবর্নর-জেনারেল

৩৪। মহারাজ এতদুদ্দেশ্যে কার্য করিয়াছিলেন, কান্টেন ওয়েডের অতঃপর তাহাই বোধ হইয়াছিল । গবর্নমেন্টের নিকট : ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর, তাহার লিখিত পত্র দ্রষ্টব্য ।

৩৫। Capt. Wade to Government, 5th Nov. 1831,

৩৬। রণজিৎ সিং সর্বদাই এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন । Capt. Wade to Govt. 15th Jan. 1837.

৩৭। Capt. Wade to Government, 1st and 13th Feb. 1832.

৩৮। Captain Wade to Government, 21st Dec, 1831, and Col. Pottinger to Government, 23rd Sept. 1837.

উদ্দেশ্য সাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন ; সুতরাং সিদ্ধনন্দ ও শতক্রতে সাধারণের মঙ্গলার্থ বাণিজ্য পোত পরিচালনার অল্পমতি প্রদানে স্বীকৃত হইলেন। এই নৌ-ব্যবস্থা পর্যবেক্ষনার্থ মিথেনকোটে একজন ইংরেজ কর্মচারীর বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন। ৩২ বছরদিনের মিত্রগণের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সে ভাব প্রকাশ করিতে মহারাজ আর্দ্র ইচ্ছা করেন নাই। ইংরাজদিগের বাণিজ্য নীতির প্রভাবে তাঁহার রাজনৈতিক ক্ষমতা অনেকাংশে হ্রাস হইয়াছে, এবং তজ্জন্ম তিনি শিকারপুর আক্রমণের সংকল্প কিছুকালের জন্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন ;—কাপ্তেন ওয়েডের নিকট সে বিষয় গোপন রাখিতে রণজিৎ সিং কখনও চেষ্টা করেন নাই।^{৪০}

এক্ষেণে সা-সুজা নূতন আশার উদ্দীপনায় অল্পপ্রাণিত হইয়া উঠিলেন। তাহাতে সিদ্ধতীরবর্তী বিভিন্ন জাতির সহিত ইংরাজদিগের সম্বন্ধ কিছু জটিল হইবার উপক্রম হইল। পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে, সেই হতভাগ্য সম্রাট ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে লুধিয়ানায় গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। তথায় অবসরক্রমে খোরাসান পুনরধিকারের বিষয় মনে স্থির করিতে থাকেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রণজিৎ সিংহের সহিত এ বিষয়ে চিঠিপত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হন ; রণজিৎ সিংহ সর্বদাই দুঃখ প্রকাশ করিতেন যে, সা কখনও তাঁহার অতিথি অথবা বন্দী হইলেন না।^{৪১} ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি (সা-সুজা ; ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থাপন করিলেন ; উত্তরে জানিলেন ;—রণজিৎ সিং কিংবা সিদ্ধিয়ানদিগের সাহায্যে তিনি আপন রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে সম্পূর্ণ অধিকারী এবং এতদুদ্দেশ্যে তাঁহার প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হইবে। কিন্তু যদি তিনি অক্ষতকার্য হন, তাঁহার বর্তমান আশ্রয়দাতা পুনরায় তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন না।^{৪২} সৈয়দ আমেদের প্রভুত্ব স্থাপিত হইলে পেশোয়ারের কার্যকলাপে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল ; ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে সা উৎসাহিত হইয়া, রণজিৎ সিংহকে জানাইলেন যে, শিখ সৈন্তের সাহায্যে অতি সহজেই হুতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া, তিনি আর একবার স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতে সমর্থ হইতে পারেন। বৃথা আশায় মহারাজা তাঁহাকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন ; ইংরাজগণ এদিকে পুনঃপুনঃ তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন। সুতরাং ভূতপূর্ব সম্রাটের সকল আশাই নিমূল

৩২। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। প্রথমতঃ, জিনিয়ের বাণ্ডলের তালিকা প্রস্তুতের কথা উঠে। তদনন্তর প্রতি নৌকার জন্য করাদায়ের বন্দোবস্তই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্যন্ত রাজস্বের পরিমাণ, ৭৭০ টাকা নির্দিষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত লাহোর গবর্নমেন্ট, শতক্রর দক্ষিণ তীরস্থিত রাজ্যের জন্য ১৫৫ টাকা ৪ আনা এবং পশ্চিম তীরস্থিত রাজ্যের জন্য ৩৯ টাকা ৫ আনা এক পাই প্রাপ্ত হইবেন,—এই বন্দোবস্ত হয়। (Govt. to Capt Wade, 9th June, 1834, and Capt. Wade, to Govt. 13th Dec, 1835.)

৪০। Capt. Wade to Government, 13th Feb. 1832.

৪১। Capt. Wade to the Resident at Delhi, 25th July. 1826.

৪২। Resident at Delhi to Capt. Wade, 25th July, 1827.

হইল।^{৭৩} ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পুনরায় অস্ত্র ধারণ করিলেন; তালপুর-আমীরগণ ইংরাজরাজ-প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে আন্তরিক ঘৃণা প্রকাশ করিতেন এবং তাঁহাদিগের নামমাত্র সত্ৰাট সা হুজার প্রস্তাবিত বিষয়ে উৎসাহ দান করিলেন।^{৭৪} রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধি সংস্থাপনের প্রস্তাব চলিতে লাগিল। এই সময়ে সিদ্ধু দেশ লইয়া ইংরেজ দিগের সহিত রণজিৎ সিংহের মনোমালিঙ্গ জন্মে; সা হুজার গ্রাম্য সিংহাসন পুনরুদ্ধার-কল্পে তাঁহাকে সাহায্য করিতেও তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। শিখজাতি পারস্ত-রাজ্যের সীমান্ত এবং সমুদ্র তীর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তারের মন্ত্রণা করিল। তখন রণজিৎ সিং প্রস্তাব করিলেন, যদি সমগ্র আফগানিস্থানে গোহত্যা নিবারণ করা হয়, এবং সোমনাথ মন্দিরের সিংহদ্বার যদি প্রাচীন মন্দিরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে বিশেষ উপকার সাধিত হইবে। সা, এই সকল বিষয় অনুমোদনে সম্মত ছিলেন না; তিনি নানা প্রকার ভাণ করিয়া মহারাজের সে প্রস্তাব উপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রণজিৎ সিংহকে অরণ্য করাইয়া সা বলিলেন,—তাঁহার প্রিয় মিত্র ইংরাজগণ অবাধে গোহত্যা করিতেছেন; এবং গজদী হইতে সিংহদ্বার অপহৃত হইলেই, শিখরাজ্যের পতন অবশ্যজ্ঞাবী এতদ্বিষয়ে দৈববাণীও শুনা গিয়াছে।^{৭৫}

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে শুনা গেল,—পারস্তরাজ হিরাট আক্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। তাহাতে সা-হুজা হৃত-সম্পত্তির পুনরুদ্ধারে আরও উৎসাহ প্রাপ্ত হইলেন।^{৭৬} তিনি প্রভুত্ব পরিচাণ করিবেন, এই সর্তে কিংকর্তব্যবিমূঢ় আমীরগণ, তাঁহাকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন; কৃতকার্য হইলে, তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইবেন,—তিনিও এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন।^{৭৭} রণজিৎ সিংহের নিকট সা এক প্রস্তাব করিলেন;—যদি তিনি দৈন্ত ও অর্থ দ্বারা সাহায্য করেন, তাহা হইলে প্রতাপকার-স্বরূপ পেশোয়ার এবং সিদ্ধু-নদের পরপারস্থিত নগর সমূহ সা তাঁহাকে অর্পণ করিবেন; তাহাতে রণজিৎ সিংহের

৭৩। Government to Resident at Delhi, 12th June, 1829.

৭৪। Capt. Wade to Government, 9th Sept. 1831.

৭৫। Capt. Wade. to Government, 21st Nov. 1831—অতঃপর ইংরেজ কর্তৃক এই পৌরাণিক সিংহদ্বার অপহৃত হইলে. আন্তরিক ঘৃণা ও উপহাস প্রকাশিত হইয়াছিল,—তাহা মনে করিয়া, সেই প্রস্তাবের অনুমোদক ও প্রস্তাবকদিগের বিশেষ সাধনার বিষয় এই যে, ঐ সিংহদ্বারগুলি তত্ত্বাবধানে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থকার যখন ভাওয়ালপুরে ছিলেন, তখন একদল আফগান বশিক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, তাহাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সংঘটিত হইবে কি না?—কারণ, তাহাদের মসজিদের (পূর্বে একটি কবর ছিল, কু-সংস্কারবশতঃ তাহা ভজনালায়ে পরিণত হয়) যণঃ ও ধর্ম-যাজক বা সাধুর আয় অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল। তাহারা বলিল, অতি সতর্কতার সহিত সেগুলি তাহারা বহন করিয়া আঁবে; তাহারা আরও বলিল যে, হিন্দুদিগের সে গুলির আবশ্যক নাই—তাহা তাহারা বুঝিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সে গুলিতে ইংরাজদিগেরও কোন কার্য হইবে না।

৭৬। Government to Capt. Wade, 19th Oct. 1832.

৭৭। Capt. Wade to Government, 13th Dec. 1832.

আধিপত্য বিস্তৃত হইবে ; অধিকন্তু কোহিম্বর হীরক খণ্ডের জ্ঞা তিনি মহারাজকে এক ভ্যাগ-পত্র প্রদান করিবেন। মহারাজ ক্ষণকাল কর্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না ; পেশোয়ারে অতিরিক্ত স্বত্ব পাইতে, তিনি অভিলাষী ছিলেন বটে ; কিন্তু ক্লতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিলে, সা যে আপনার দুর্ভাগ্যসন্ধি সাধনের চেষ্টা করিবেন, সেই কথা মনে করিয়া মহারাজ ভীত হইয়া পড়িলেন।^{৪৮} অধিকন্তু তিনি ইংরাজদিগের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিশ্চিত জানিতে বাসনা করিলেন ; এতদুদ্দেশ্য রণজিৎ সিং ইংরাজদিগকে বলিলেন যে, যুদ্ধ-বিগ্রহাদি সকল কার্য্যেই তাঁহার পক্ষভুক্ত থাকিবেন ; তিনি আরও কহিলেন, আক্ষ-গানদিগের প্রতি কদাচ তিনি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না।^{৪৯} তিনটি পক্ষের প্রত্যেকটিরই বিভিন্ন এবং বিপরীত উদ্দেশ্য ; অধিকন্তু পরস্পরের উদ্দেশ্য পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাকান্ত। গ্রায্য-স্বত্বাধিকারী রাজনৈতিক অধীশ্বরের হস্ত-রাজ্যের পুনরুদ্ধারকল্পে সাহায্য প্রদান করিয়া, রণজিৎ সিং সিন্ধুদেশের আমীরগণের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত না হন—বাণিজ্যনীতি অনুসারে ইংরাজগণ তদ্বিষয়ে এক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন ; রণজিৎ সিংহের ইচ্ছা—তিনি সে প্রতিবাদ প্রত্যাখ্যান করেন। ভূতপূর্ব সন্মতি ভাবিলেন, তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করা বা শাসনাধীনে রাখাই, মহারাজার প্রকৃত ইচ্ছা। সুতরাং তাঁহার সিন্ধু-ব্যবচ্ছেদের মন্ত্রণা ব্যর্থ হইল।^{৫০} অত্র পক্ষে তালপুর আমীরগণ কপটাচারে কৌশলক্রমে শিকারপুরের উদ্ধার-সাধন করিবেন মনস্থ করিলেন। এতদুদ্দেশ্যে যাহাতে শিখ শাসনকর্তার এবং সা'র মধ্যে পরস্পর সন্ধি স্থাপিত না হয়, সে পক্ষে তাঁহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।^{৫১}

রণজিৎ সিংহের সহিত সা হুজা কোনরূপ সম্ভাষণকর সন্ধি-সর্তে স্বীকৃত হইতে পারেন নাই। কিন্তু প্রধানতঃ শিকারপুর রাজ্য সম্বন্ধে তাঁহার নিরপেক্ষতা অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায়, রণজিৎ সিংহের সহিত সা এক সন্ধি স্থাপন করিলেন ; তাহাতে সিন্ধু-নদের অপর তীরস্থিত প্রদেশগুলি এবং শিখদিগের অধিকৃত রাজ্যসমূহ সকলই মহারাজের হস্তে সমর্পিত হইল।^{৫২} ইংরাজগণও তাঁহার কার্য্যের আর প্রতিবাদ করিলেন না ; অধিকন্তু তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করা হইল যে, নির্দিষ্ট হারে তাঁহার পরিবারবর্গকে প্রতি বৎসর রুতি প্রদত্ত হইবে ; সুতরাং প্রত্যাবর্তনের জ্ঞা পূর্বের স্থায় আর তাঁহার প্রতি কোনরূপ কঠোর আদেশাজ্ঞা প্রচারিত হইল না।^{৫৩} অধিকন্তু তাঁহার বাৎসরিক

৪৮। Capt. Wade to Government, 13th Dec. 1832.

৪৯। Capt. Wade to Government, 31st Dec. 1832.

৫০। Capt. Wade Government, 9th April, 1833,

৫১। Capt. Wade to Government, 27th March, 1833.

৫২। এই সন্ধিই, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ত্রিপক্ষীয় সন্ধির ভিত্তি গঠন করিয়াছিল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে এই সন্ধিপত্র লিখিত হয় বটে ; কিন্তু পরিশেষে ঐ বৎসরের আগষ্ট মাসে সকলেই সেই সন্ধি-সর্তে স্বীকৃত হন। (Capt. Wade to Government, 17th June, 1834.)

৫৩। Government to Capt. Wade, 19th Dec, 1832.

বৃত্তির তৃতীয়াংশ তাঁহাকে অগ্রিম দেওয়া হইল। কিন্তু সেই সময়ে রাজনৈতিক প্রতিনিধি, জনসাধারণের মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইতে অভিগাষী হইলেন যে, সা'র কার্যকলাপে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের কোনই স্বার্থ নাই; সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করাই গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য এবং তাঁহাদের স্থূলনীতি। তিনি আরও বলিলেন,—দোস্ত মহম্মদকেও তাঁহার পত্রের উত্তরে এ বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করা যাইতে পারে।^{৫৪} মহম্মদ আজীম খাঁর মৃত্যুর পর, দোস্ত মহম্মদ সমগ্র কাবুলের অধিপতি হইয়াছিলেন; কিন্তু ইংরাজদিগের কার্যকলাপে তিনি সহসা ভীত হইয়া উঠিলেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে, তিনি সিদ্ধুদেশের আমীরগণকে সতর্ক করিয়া বলিলেন, 'সা-হুজা সৈন্তসমভিব্যাহারে শিকারপুর রক্ষার জন্য নিশ্চয়ই আগমন করিতেছেন; হুতরাং ইংরাজগণকে যাহাভে শিকারপুরে কোনরূপ বাণিজ্য-কুঠী প্রস্তুত করিতে না দেওয়া হয়, সে পক্ষে তাঁহারা দৃষ্টি রাখিবেন'।^{৫৫} অতঃপর প্রচলিত রীতি অনুসারে তিনি ভারতের অপরাপর অধীশ্বরদিগের মনোগত ভাব জানিবার জন্য, তাঁহাদিগের সহিত পত্রালাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যভাগে, সা-হুজা লুথিয়ানা পরিত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার সহিত প্রায় ২,০০,০০০ দুই লক্ষ টাকার সম্পত্তি এবং তাঁহার আজ্ঞাধীনে অশ্ব্যন তিন সহস্র সশস্ত্র সৈন্ত ছিল।^{৫৬} ভাওয়াল খাঁর নিকট তিনি একটি কামান ও কয়েকটি উষ্ট্র প্রাপ্ত হন। অতঃপর যে মাসের মধ্যভাগে সিদ্ধুনদ অতিক্রম করিয়া, তিনি নিবিস্ত্রে শিকারপুরে প্রবেশ করিলেন। সিদ্ধিয়ানগণ তাঁহাকে কোনই বাধা প্রদান করিল না বটে, কিন্তু তাহারা কোনরূপ সাহায্যও করিল না। পরিশেষে তাহারা ভাবিয়া দেখিল,—‘আপনাদিগের বৈভব সা’র হস্তে সম্প্রদান করিলে নিজেদের ধ্বংসই অবশ্যম্ভাবী; হুতরাং তাঁহাকে আর প্রশ্নই না দিয়া, তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ’।^{৫৭} কিন্তু ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১ই জানুয়ারী শিকারপুরের অনভিদুরে তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া, স্বেচ্ছাক্রমে সা হুজাকে নগদ ৫,০০,০০০ পাঁচ

৫৪। Government to Capt. Faithful, Acting Political Agent, 13th Dec, 1832, and to Capt. Wade, 5th and 9th of March, 1833.

৫৫। ভাওয়ালপুরের ইতিবৃত্তে জানা যায়, দোস্ত মহম্মদ এইরূপ আদেশ প্রচার করিয়া আমীরদিগকে বিচলিত করিয়াছিলেন। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, বাণিজ্য ব্যপদেশে কাবুল পর্বন্ত সমগ্র দেশে পূর্বে যে সকল ‘রেসিডেন্সি’ বা ‘কুঠি’ নির্মিত হয়, তাহা ক্রমে ক্রমে সৈনিক-বিভাগীয় ভূগর্গ অথবা ‘ছাওনীতে’ পরিণত হইয়াছিল। দোস্ত মহম্মদের প্রধান উদ্দেশ্য, সা হুজাকে দূরে রাখিবেন। তিনি ভাবিতেন,—যতদিন লাহোর আক্রান্ত না হইবে, ততদিন ইংরেজ হইতে তাঁহার বিপদাশঙ্কা অতি বিরল। ইংরাজগণ সা হুজার সহিত কতদূর লিপ্ত ছিলেন, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, নিম্নলিখিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। (See the ‘Asiatic Journal’, xix. 38, as quoted by Professor Wilson in Moorcroft’s ‘Travels’, note, p. 340, vol. ii.)

৫৬। Capt. Wade to Government, 9th April, 1833.

৫৭। Capt. Wade to Government, 25th Aug, 1833, and the Memoirs of the Bhawalpur Family.

লক্ষ টাকা প্রদান করিল, এবং বিজেতার উপস্থিতি পরিহারার্থ, শিকারপুরের জন্ত বাৎসরিক কর প্রদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল।^{৫৮} অতঃপর সা কান্দাহার অভিযুগে গমন করিয়া, কয়েক মাস ঐ নগরের অনতিদূরে অবস্থান করিলেন। ঐ বৎসরের ১লা জুলাই, দোস্ত মহম্মদ এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ বড়ক সা পুনরায় আক্রান্ত হইলেন; যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় হইল।^{৫৯} বহুদিন দেশ পর্যটন করিয়া, পারস্তরাজ ও হিরাটের সা কামরাণের নিকট আবেদন-নিবেদনের পর, তাঁহাদের সাহায্যে শিকারপুর পুনরুদ্ধারের জন্ত সা সূজা আর একবার চেষ্টা করিলেন।^{৬০} ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে সা পুনরায় লুখিয়ানায় প্রত্যাবৃত্ত হন; তখন তাঁহার নিকট নগদ এবং বহুমূল্য সম্পত্তিতে সর্বস্বত্ব অন্যান প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ছিল।^{৬১}

এদিকে রণজিৎ সিং বিশেষ শক্তিত হইলেন। তাঁহার মনে হইল,—সা-সূজা নিশ্চয়ই তাঁহাদের বন্ধুত্ব-ব্যঞ্জক সন্ধিপত্র ও সন্ধিসর্ত পরিহার করিবেন। ভূতপূর্ব সম্রাটের তদ্বিষয়ে সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা; স্বতরাং তাঁহার সিদ্ধিলাভে যে ফলোৎপাদিত হইতে পারে, তাহাতে বাধা দিবার জন্ত তিনি সতর্কতা অবলম্বনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। করদরাজ্যগণ কাবুলের বশতা স্বীকার করিয়া অধীনতাশাণে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বেই, তিনি পেশোয়ার আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।^{৬২} মহারাজের পৌত্র নাও নিহাল সিংহের নামমাত্র সেনাপতিত্বে এবং সদার হরিসিংহের কর্তৃত্বাধীনে বৃহৎ একদল সৈন্য সিদ্ধনদ অতিক্রম করিল। সৈন্য সমভিব্যাহারে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যুবরাজ এই সর্বপ্রথম আগমন করিয়াছেন; স্বতরাং তাঁহার এই উপস্থিতির হেতুবাদে অতিরিক্ত রাজস্বরূপ অধিক সংখ্যক অশ্বের দাবী করা হইল। প্রথমে বোধ হইল, এই দাবীকৃত বিষয় অনুমোদিত হইবে; কিন্তু ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের ৬ই তারিখে পেশোয়ার দুর্গ আক্রান্ত ও অধিকৃত হইল।^{৬৩} প্রবলপরাক্রান্ত হরি সিং, স্থলতান মহম্মদ খাঁর সহিত অন্তঃসারশূন্য কপট সন্ধি-প্রস্তাব উপেক্ষা করিলেন। তিনি আকগান-দিগের প্রতি বিদ্বেষভাব ব্যক্ত করিতেন; অধিকন্তু পেশোয়ার অতিক্রম করিয়া শিখ-আধিপত্য বিস্তৃত হইবে—সে কল্পনাও তিনি তাহাদের নিকট গোপন রাখেন নাই।^{৬৪}

ইতিমধ্যে শিখগণ পেশোয়ার ব্যতীত অন্যান্য স্থানেও যুদ্ধে নিযুক্ত ছিল। ১৮৩২

৫৮। Capt. Wade to Government, 30th Jan, 1834.

৫৯। Capt. Wade to Government, 25th July, 1834,

৬০। Capt. Wade to Govt. 21st Oct. and 29th Dec. 1834, and 6th February, 1835.

৬১। Capt. Wade to Government, 19th March, 1835,

৬২। Capt. Wade to Government, 17th June, 1834.

৬৩। Capt. Wade to Government, 19th May, 1834.

৬৪। কয়েক বৎসর পূর্বে, যখন তিনি সাধারণের নিকট পরিচিত হন. তখন হরি সিংহের এই মত পত্রাবের সকলেই অবগত হন।

ঐষ্টাঙ্গে হরি সিং, আটকের উত্তরস্থ কতকগুলি মুসলমান জাতিকে শেষবার পরাজিত করিলেন ; তাহাদিগকে দৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিবার জন্ত, সিদ্ধুদের দক্ষিণ, তীরে এক দুর্গ নির্মিত হইল।^{৬৫} ১৮৩৪ ঐষ্টাঙ্গে একদল সৈন্য ডেরা ইসমাইল-খাঁ অতিক্রম করিয়া, তাহারা টাক এবং বায়ু প্রদেশস্থ আকগানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিল। কিন্তু একটি পার্বত্য দুর্গ আক্রমণ করিতে গিয়া, বহুসংখ্যক সৈন্য পরাজিত হইল এবং উচ্চপদস্থ একজন সেনানী ও ৩০০ তিন শতাধিক সৈন্য সেই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিল। এই পরাজয়ে মহারাজ বিরক্ত হইলেন। ইংরাজ-কর্তৃপক্ষগণের নিকট বিশেষ বিশেষ বিভিন্ন প্রকার জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিবরণ প্রদান করিতে, আপন প্রতিনিধিকে আদেশ করিলেন। কিন্তু পাছে তাঁহারা, মহারাজের সৈন্যদলের শ্রেষ্ঠ বিষয়ে সন্দিহান হইয়া নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হন, এই আশঙ্কায় তিনি কাপ্তেন ওয়েডকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, পূর্বেও একবার এইরূপ ঘটয়াছিল ; কিন্তু যতদিন অবিশ্বাসের কোন কারণ উপস্থিত না হইয়াছিল, ততদিন তাঁহার অদূরদর্শী কর্মচারিগণ বিলম্ব করে নাই ; বস্তুতঃ জেনারেল (সেনাপতি) গিলেসপি এবং কালাঙ্গার গুখাঁদিগের ব্যবহারই, পূর্ব ব্যাপারের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।^{৬৬} ১৮৩৬ ঐষ্টাঙ্গে কটোচের সংসার চাঁদের পোজ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। সংসার চাঁদের যশোখ্যাতিতে ভাবী বংশ কতকাংশ রাজকীয় সম্মান এবং আধিপত্য-প্রতিপত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই কারণে লুধিয়ানার মধ্য দিয়া আগমনকালে, পশ্চিমধ্যে ইংরাজ রাজ-প্রতিনিধিগণ তাঁহাকে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। মহারাজ হৃদয়হীন বা নির্মম ছিলেন না ; অথবা কূট রাজনীতির অল্পরোধে তিনি কাহাকেও নিরাশ করিতে অভিলাষী ছিলেন না। সেই যুবকের আগমনে মহারাজ তাহাকে ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকার একটি জায়গীর বা যোধ্যভূমি প্রদান করিলেন।^{৬৭} সেই বৎসরই ইংলণ্ডের রাজার জন্ত কিছু উপঢৌকন লইয়া, একজন রাজাকে কলিকাতায় প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। সিদ্ধুদেশ আক্রমণকালে তিনি এক কল্পনা স্থির করিয়াছিলেন ; তদ্বিশেষে সাধারণের মত নির্দেশ করাই সম্ভবতঃ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। পরিশেষে ১৮৩৪ ঐষ্টাঙ্গের সেপ্টেম্বর মাসে, গুজার সিং মজিথিয়া প্রমুখ প্রতিনিধিগণ কলিকাতায় প্রেরিত হইলেন ; তাঁহারা প্রায় দেড় বৎসর কাল তথায় ছিলেন।^{৬৮}

যখন মিঃ মুরক্রফ্ট লুদাকে অবস্থান করিতেছিলেন, (১৮২১ খ্রীঃ ইত্যাদি) তখন তৎপ্রদেশের সকলেই রণজিৎ সিংহের ভয়ে সশঙ্কিত ছিলেন। কাশ্মীরের শিখ-শাসনকর্তা

৬৫। Captain Wade to Government, 7th Aug. 1832.

৬৬। Capt. Wade to Govt., 10th May, 1834. ডেরা-ইসমাইল খাঁ এবং চতুর্দিকবর্তী সমগ্র দেশ শাসনাধীনে আনিতে দুই বৎসরেরও অধিক সময় লাগিয়াছিল। (Capt Wade to Govt., 7th and 13th July, 1836.)

৬৭। Capt. Wade to Government, 9th Oct., 1833, and 3rd June, 1835.

৬৮। Capt. Wade to Government, 11th Sept. 1834, and 4th April, 1836,

তৎপূর্বেই রাজ্যের দাবী করিয়াছিলেন।^{৬৯} কিন্তু সেই হীনবল দূরদেশস্থিত জনপদ, পূর্বে কেহই আক্রমণ করেন নাই। পরে জাম্মু রাজগণ, ইরাবতী ও বিত্তার মধ্যবর্তী সমগ্র পার্বত্য রাজ্যের শাসন-ভার গ্রাপ্ত হইলে, কিছুকাল পরে তাঁহার বৃদ্ধিাছিলেন, রঞ্জিং সিংহের প্রতি তাঁহাদের প্রভুত্ব স্থাপিত হইল; এক্ষণে তাঁহাদের অমুরোধ মহারাজের উপেক্ষীয় নহে। জাম্মু-রাজগণ আপনাদিগের ক্ষমতা নিশ্চিত উপলব্ধি করিয়া, পরিশেষে কাশ্মীর আক্রমণ করেন। রাজা গোলাপ সিংহের কিশোর্য্যের সেনাপতি জোরাওয়ার সিং, ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে লে নামক স্থানের আভ্যন্তরীণ গৃহবিবাদে যোগদান করেন; তিনি এক্ষণে ঘোষণা প্রচার করিলেন, যে কিশোর্য্যের রাজগণ পূর্বে যে প্রাচীন রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, তাহা অবশ্যই তাঁহাদিগকে প্রতাপিত হইবে। শেষে তিনি দক্ষিণ-প্রদেশসমূহে প্রবেশ করেন; কিন্তু ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজধানীতে পৌঁছিতে পারেন নাট। তিনি এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া, তৎকালিক রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন; এবং তৎপরিবর্তে তাঁহার রাজদ্রোহী মন্ত্রীকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে জোরওয়ার সিং ত্রিশ সহস্র টাকা বার্ষিক রাজস্ব নির্ধারণ করিলেন; তথাকার দুর্গে এক দল সৈন্য স্থাপিত হইল। শেষ তিমালয়ের উত্তর-পাদদেশস্থিত ক্রমনিম্ন স্থানের কতকগুলি জনপদে আধিপত্য বিস্তার করিয়া, ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে লুণ্ঠিত সম্পত্তি সহ জাম্মুতে উপনীত হইলেন। হত-সর্বস্ব রাজা, লাসায় চান রাজ-কর্তৃপক্ষাদিগের নিকট অভিযোগ করিলেন। তাঁহার স্থলাভিষিক্তগণ ঐতিমত রাজস্ব প্রদান করিতে লাগিলেন; হতরাং এই অগ্রাধিকারের প্রতি কাহারও দৃষ্ট সঞ্চালিত হইল না। তখন কাশ্মীরের শাসনকর্তা এক অভিযোগ উপস্থিত করিলেন; —গোলাপ সিংহের বাণিজ্য-নীতি প্রবর্তিত হওয়ায়, নিয়মিত শাল-পশম সরবরাহের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে বিষয়ের মীমাংসা হইয়া গেল। পরিশেষে অগ্রহণ্যকাজাদিগের ক্ষমতালাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষায়, তাহাদের আত্মগত ও রাজভক্তি প্রদর্শন সত্ত্বেও, রঞ্জিং সিং তাহাদের প্রতি সন্দিহান হইয়া উঠিলেন।^{৭০}

পেশোয়ারের দিকেই রঞ্জিং সিংহের ভয়ের প্রধান কারণ বর্তমান রহিল, কিন্তু সিদ্ধ-দেশ সম্বন্ধে আশার মোহিনী কল্পনায় তাঁহার প্রাণ নাচিয়া উঠিল। নিজ নিজ ক্ষমতায় পূর্বে আমীরগণের যে বিশ্বাস ছিল, পরাজয়ের পর যে বিশ্বাস বিদূরিত হইল। সাহসী কান্দাহার হইতে পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলে, হায়দ্রাবাদের শাসনকর্তা মহারাজের নিকট এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন; ভূতপূর্ব সম্রাটের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে

৬৯। Moorcroft, 'Travels', i. 420.

৭০। Capt. Wade to Government, 27th Jan. 1835, and Mr. Vigne, 'Travels in Kashmeer and Tibet', ii, 352; গ্রন্থকারের হস্তলিখিত পত্রিকা অনুসারে তাহাদের বাক্যাবলী সংশোধিত এবং পরিবর্তিত হইয়াছে। যুবরাজ খজা সিং, জাম্মু পরিবারের মরণায় সশক হইয়াছিলেন। (Capt. Wade to Government, 10th Aug, 1836)

স্বীকৃত হইলে, হায়দ্রাবাদের নূর মহম্মদ মহারাজাকে শিকারপুর প্রদান করিতে স্বীকৃত হন।^{৭১} এই প্রস্তাবেও ইংরাজগণ প্রতিবাদী না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। অধিকন্তু রণজিৎ সিংহেরও সিদ্ধিয়ানগণের প্রতি সেরূপ বিশ্বাস ছিল না। তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা মনে কৃতসম্বল হইয়া মহারাজ বিতাড়িত কালহোরাদিগের একজন প্রতিনিধিকে সিদ্ধ-নদের পরপারস্থিত রাজেনপুর নামক স্থানে বৃত্তিভোগী অবস্থায় আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন।^{৭২} এক্ষণে তাহাদের উভয়ের এবং বারুকজারীদিগের মনে ভীতি সঞ্চারার্থ, সা লুথিয়ানায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে, তাঁহার সহিত মহারাজ পুনরায় সন্ধি প্রস্তাব করিতে লাগিলেন।^{৭৩} কিন্তু তাঁহার মিত্র ইংরাজদিগের সহিত ব্যবহারেই বিশেষ গণ্ডাগোল উপস্থিত হইল। তাঁহার অসন্তোষের যথার্থ প্রমাণ করিতে হইলে, ‘মুজারি’ দস্যাদল আমীরদিগের নিকট যে গুপ্ত সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাঁহার দৃষ্টান্ত তাঁহাকে প্রদর্শন করিতে হইবে।^{৭৪} তাঁহাকে আরও সপ্রমাণ করিতে হইবে যে, শিকারপুর—খোরাশানের শাসন-কর্তাদিগের অধীন।^{৭৫} তাঁহাকে দেখাইতে হইবে,—‘সিথেনকোটের দক্ষিণে যে নিয়গামী নদী বর্তমান’ তাহা সিদ্ধনদ নহে,—পরন্তু উহা দক্ষিণে উল্লিখিত শতজ্ঞ নদী বলিয়া পরিচিত। তাহাদের বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ সেই চিরস্মরণীয় উদ্যান এতকাল এই নদীর প্রাবল্যেই এইরূপ সৌন্দর্য এবং অভিনব লাভ করিয়াছে। এই নদীই পশ্চিমমধ্যস্থিত ভূখণ্ডের উর্বরতা বিধান করিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে;—তাহাতে পূর্বখণ্ডের মিত্র-রাজশক্তি দ্বয়ের অধিকৃত রাজ্যসমূহ পৃথকীকৃত হইলও, দেখিলে বোধ হয়, যেন উহারা অবিস্তৃত হইয়াছে।^{৭৬}

কিন্তু সিদ্ধনদে বাণিজ্যপোত পরিচালনার্থ, ইংরাজগণ সিদ্ধ দেশের সহিত সেই মর্মে এক সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন। স্মৃতরাং রণজিৎ সিংহের সেই প্রস্তাব, তাঁহাদের নিকট

৭১। Captain Wade to Government, 6th Feb, 1835.

৭২। Captain Wade to Government, 17th June, 1834. সরফরাজ খাঁ, বনাম গোলাম সা, ‘কালহোরা’ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ইনি তালপুরগণ কর্তৃক বিতাড়িত হন। কাবুল হইতে তিনি জায়গীরস্বরূপ রাজেনপুর প্রাপ্ত হন, এবং রণজিৎ সিং তাহা সংরক্ষণ করেন। কথিত হয়, এই রাজ্যে ১,০০,০০০ এক লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইত; এতদ্ব্যতীত রাজকোষের জন্ত কতকাংশ স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইত। বস্তুতঃ, ঐ জেলার প্রকৃত মূল্য ৩০,০০০ ত্রিশ হাজার টাকার অধিক নহে।

৭৩। Captain Wade to Government, 17th April, 1835, and other letters of the same year. (ঐ বৎসরের অন্যান্য পত্রাদি)। তখনও মহারাজ বলিতেছিলেন যে, সা-মুজারি কৃতকাংক্ষায় ইংরাজগণ সাম্য-নীতি অবলম্বন করিবেন। ইহার উদ্দেশ্য—হয়তো, আমেদ সার সর্বশ্রেষ্ঠ বংশের ক্ষমতা, মহারাজের মনে তখনও জাগরিত ছিল। কিন্তু তাঁহার অন্ত উদ্দেশ্য, ইউরোপীয় মিত্রগণের নিকট তাঁহাদের প্রকৃত অভিসন্ধি জ্ঞাপন করা।

৭৪। Capt. Wade to Govt., 5th Oct, 1836.

৭৫। Capt. Wade to Govt., 15th Jan. 1837.

৭৬। Capt. Wade to Govt., 5th Oct., 1836.

অশ্রীতিকর বোধ হইল। তাঁহারা বলিলেন, যাহাদের সহিত তাঁহারা স্বার্থ এবং বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ, তাহাদের প্রতি অথবা শত্রুতাচরণের প্রত্যাশ্য দিতে তাঁহারা কোন মতেই স্বীকৃত নহেন ; তাঁহারা মহারাজের সে উদ্দেশ্য সাধনের সম্পূর্ণ প্রতিবাদী এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহারা বিশেষ দুঃখিত।^{৭৭} অতএব রণজিৎ সিং যাহাতে শিকারপুর আক্রমণের চেষ্টা পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা সে পক্ষে যত্নপর হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, এ কার্য অতি বিবেচনার সহিত করিতে হইবে ; কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্বভাবে অবস্থান করা, জনসাধারণের শান্তিবিধানার্থ পক্ষ অবলম্বন করা ও প্রত্যুত্তর প্রতিষ্ঠাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য।^{৭৮} ইংরাজদিগের মনে সর্বদা এই ভাব জাগরুক ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে সোমাস্ত প্রদেশে শিখ ও সিদ্ধিয়ানদিগের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল ; তাহাতে বিপদাশঙ্কা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মুলতানের শাসনকর্তা, মিথেনকোটের দক্ষিণ সিদ্ধনদের পশ্চিম-তীরবর্তী ‘মাজারি’ নামক দস্থ্যজাতির দণ্ডবিধান করেন। তিনি রোজানের দুর্গ সৈন্তে পরিপূর্ণ রাখিতে বাসনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার এই কার্যে মহারাজ প্রতিবাদী হন।^{৭৯} ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল যে, শিখরাজ্য ও শিখ দুর্গ আক্রমণ করিতে খয়েরপুরের আমীরগণও মাজারিদিগকে উত্তেজিত করিতেছেন। ইংরাজগণের ধারণা—এই জাতি সিদ্ধদেশের অধীন ; কিন্তু মাজারিগণের স্বাভাবিক বিষয় বাণিজ্য-সংক্রান্ত বন্দোবস্তেই প্রতিগম্য হয় ; যেহেতু বাণিজ্য বিষয়ক বন্দোবস্ত অমুসারে তাহারাও জলকরের কতকাংশ পাইবার অধিকারী ছিল। তথাপি ইংরেজগণ আমীরদিগকে জানাইলেন,—তাঁহারা যেন মাজারিদিগকে শাসনাধীনে রাখেন। এরূপ উপায়ে তাহাদের উপর রণজিৎ সিংহের সমস্ত অধিকার লোপ পাইতে পারে,—ইহাই ইংরাজদিগের আশা।^{৮০} ইংরাজদিগের সমুদায় চেষ্টা সত্ত্বেও, এইরূপ আক্রমণ চলিতে লাগিল ; অথবা তাঁহাদের নিকট সেইরূপ সংবাদ প্রদত্ত হইল। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মুলতানী শাসনকর্তা রোজান অধিকার করিলেন।^{৮১} পরবর্তী অক্টোবর মাসে মাজারিগণ, যুদ্ধে পরাজিত হইলে, শিখগণ ‘কেন’ নামক একটি দুর্গ অধিকার করিল। এইস্থান রোজানের দক্ষিণে অবস্থিত এবং শিখজাতির রাজ্যের সীমা-বহির্ভূত।^{৮২}

এইরূপে রণজিৎ সিং বল-প্রয়োগে আপনার পথ পরিষ্কারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

৭৭। Government to Capt. Wade, 22nd Aug, 1836—রোমীরগণ প্রতিপক্ষ অবলম্বন-কালে যেদ্রুপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল, এইরূপ হেতুবাদে তাহাই স্মরণ হয়। তাহাদের অছিল। এই যে,—বিশেষীকরণ তাহাদের বন্ধুগণকে উৎসাহিত করিতে পারিলে না।

৭৮। Government to Captain Wade, 22nd Aug. 1836.

৭৯। Capt. Wade to Govt, 27th May, 1835.

৮০। Government to Capt. Wade, 27th May, 1835, and 5th Sept, 1836 ; and Government to Col. Pottinger, 19th Sept. 1836.

৮১। Captain Wade to Government, 29th Aug. 1836.

৮২। Capt. Wade to Government, 2nd Nov. 1836.

কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরাজগণও কুটনীতিতে তাঁহাকে পরাজিত করিতে ক্রতসংকল্প হইলেন। স্থিরীকৃত হইল যে, পৃথিবীর সর্বসাধারণের বাণিজ্যের স্ববিধার জন্য সিঙ্কুনদে বাণিজ্য পোতা পরিচালনার উদ্দেশ্যে কাপ্তেন বারনেন্স বাণিজ্য-ব্যপদেশে সিঙ্কুনদের তীরবর্তী প্রদেশ-গমন করিবেন।^{১৩} তাঁহার প্রাপ্তি এই উপদেশ প্রদত্ত হইল,—মহারাজের নিকট যেন প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত না হয়, একমাত্র বাণিজ্যই তাঁহাদের উদ্দেশ্য,—তাঁহার নিকট সেই ভাব প্রকাশের জন্তই তাঁহাকে উপদেশ দেওয়া হইল। বস্তুতঃ, বাণিজ্য-সৌকর্য্য প্রথমে যিথেনকোটে যেরূপ একটি বাণিজ্য বন্দর প্রতিষ্ঠিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, সেইরূপ অল্প কোন স্থানে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণকল্পে মহারাজের সাহায্যের আশা ইংরাজগণ করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ও ব্যক্ত করা হইল।^{১৪} তথাপি ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়গণ সিঙ্কুনদেশ সম্বন্ধে বাণিজ্যনীতি ও রাজনীতি, উভয়বিধ নীতি অবলম্বনের চেষ্টা করিতেছিলেন। যাহা হউক, গবর্ণর-জেনারেল বলিলেন, ঐ দেশের অবস্থা বিশেষরূপ আলোচনা করিয়া, তৎফলে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ঐ দেশের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে।^{১৫} তিনি আরও বলিলেন, আমীরগণ, রণজিৎ সিংহের ভয়ে ইংরাজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে অভিলাষী। তাঁহাদিগের আশঙ্কার অথবা তাঁহাদের শত্রুতাচরণে পূর্বে যে সমুদায় সন্ধি-প্রকরণ ভগ্ন হইয়াছে, তাঁহাদিগকে সাহায্য প্রদানার্থ সে সকলই পুনরায় প্রবর্তিত হইবে। সর্বশেষে ইংরাজগণ স্থির করিলেন যে, রণজিৎ সিং এবং সিঙ্কিয়ানদিগের কার্যকলাপে যোগদান করিতে, অতঃপর, যখন হায়দ্রাবাদে একজন ইংরাজ প্রতিনিধি নিযুক্ত হইবেন, তখন তাঁহারা অগ্রান্ত অবাস্তবিক সম্বন্ধ নির্দেশ করিয়া দিবেন।

রণজিৎ সিংহের সম্বন্ধে ইংরাজ-শাসন-কর্তৃগণ ভাবিয়া স্থির করিলেন,—রাজনৈতিক স্বার্থের কঠোরতম বিচারে, সিঙ্কুনদের তীর-ভূমিতে শিখ-দিগের ক্ষমতা অধিকদূর বিস্তারে বাধা প্রদান করিতে তাঁহারা বাধ্য। যে রাজ্য তাঁহারা মহারাজের অধিকৃত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, মহারাজের অধিকৃত সেই রাজ্য সমূহে হস্তক্ষেপ করা নীতিবিরুদ্ধ হইলেও, তাঁহাদের ইচ্ছা এই যে, বর্তমান সন্ধি-সম্বন্ধ ভগ্ন হওয়া উচিত নহে; কারণ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, বাণিজ্য সৌকর্য্যার্থে সিঙ্কুনদে বাণিজ্য-পোতা পরিচালনায় বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। তখন রাজনৈতিক প্রতিনিধির প্রাপ্তি আদেশ হইল যে, যাহাতে রণজিৎ সিং শিকারপুর আক্রমণের আশা পরিত্যাগ করেন, তদ্বিষয়ে তাঁহাকে বাধ্য করিতে হইবে। উদ্দেশ্য-সাধনার্থ ভয়-প্রদর্শন ব্যতীত, তিনি অল্প যে কোন উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক মনে করেন, তিনি তাহাই করিতে পাবিবেন। সা স্বজা তখনও নিরাশ হন নাই; তাঁহার সহিত সন্ধি-স্থাপনের কথা চলিতেছিল। প্রতিনিধির প্রাপ্তি আদেশ প্রচারিত হইল,—তাঁহাকে জানাইতে হইবে যে, যদি তিনি লুণ্ঠিয়ারা পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে,

১৩। Government to Captain Wade, 5th Sept 1836.

১৪। Government to Capt. Wade, 5th Sept, 1836.

১৫। Government to Col. Pottinger, 26th Sept. 1836.

পুনরায় তথায় কিরিতে পারিবে না ; এবং তাঁহার পরিবারের ভরণ-পোষণার্থ যে বৃত্তি প্রদত্ত হইতেছিল, তাহাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। যে ‘মাজারি’দিগের অধিকৃত ভূমি শিখগণ অধিকার করিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে বলিলেন যে, তাহাদের পুরাজয়ে সাধারণের মঙ্গল সাধিত হইয়াছে, এবং তাহাদের শাসন-সংরক্ষণ-বিষয়ক প্রশ্ন ভবিষ্যতে কোন সময়ে মীমাংসিত হইতে পারিবে।^{৮৬}

অতঃপক্ষে, সিদ্ধিয়ানগণ ‘কেনের’ দুর্গাধিকার সম্বন্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিল। রণজিৎ সিং সিদ্ধিয়ানদিগকে জানাইলেন,—তাহাদের বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইবে ; এবং অধিকৃত দুর্গ কিরিয়া পাইতে হইলে, তাহাদিগকে বহু অর্থ প্রদান করিতে হইবে। রণজিৎ সিংহ সিদ্ধিয়ানদিগের নিকট এই সকল বিষয় দাবী করিলেন। সিদ্ধিয়ানগণ উত্তরে তাঁহাকে জানাইল যে, অনন্তোপায় হইয়া তাহারা সকলেই অন্ত-ধারণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে।^{৮৭} তৎকালে সিদ্ধিয়ানদিগকে আশ্রয় প্রদানের জন্য এক সন্ধি প্রস্তাব চলিতেছিল ; পটিঞ্জারের সেই সন্ধি-প্রস্তাবে রণজিৎ সিংহ সে কার্যে নিবৃত্ত হইলেন ; অন্যথা, শিখগণ নিশ্চয়ই সিদ্ধিয়ানদিগকে আক্রমণ করিত। ইংরেজগণ হয়তো মহারাজের এই দাবী অসম্ভবের চিহ্ন প্রকাশ করিয়া, সেই অছিলায় পরিশেষে সন্ধি-সর্ত্ত ভঙ্গ করিবেন,—রণজিৎ সিং তাহা মনে করিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন। তৎকালে কুমার খজা সিং এবং নাও নিহাল সিং বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে সিদ্ধু নদীর তীরে অবস্থান করিতেছিলেন ; কেবলমাত্র ইংরাজ-রাজনৈতিক-প্রতিনিধির বাদ-প্রতিবাদে ও আপত্তিতে মহারাজ লাহোরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এতৎ সত্ত্বেও, সন্ধি স্থাপন ও যুদ্ধ ঘোষণা উভয়ের উপযোগিতা রণজিৎ সিং তুলনা করিয়া বুঝিয়াছিলেন। হুতরাং কাপ্তেন ওয়েড স্বয়ং মহারাজের রাজধানীতে গমনের সংকল্প করিলেন ; প্রকাশ্যভাবে ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্টের শক্ততাচারণ করিয়া, তিনি যে বিপদসাগরে বাষ্প প্রদান করিতে অগ্রসর হইতেছেন, তদ্বিষয় মহারাজকে বুঝাইবার জন্য তিনি লাহোরে উপনীত হইলেন। মহারাজ সকল কথাই শুনিলেন, এবং পরিশেষে বশীভূত হইলেন। তিনি বলিলেন, অন্ত্যান্ত বিষয় বিবেচনা করিয়াই তিনি মিত্রগণের মতামতবর্তী হইয়া থাকেন ; আমীর-গণের সহিত পূর্ব-সম্বন্ধ বজায় রাখিতে তিনি স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু তিনি কেনের দুর্গ ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন ; রোজান এবং মাজারি রাজ্য তাঁহারই শাসনাধীনে থাকিবে।^{৮৮} ইংরাজদিগের দাবীকৃত বিষয়ে সম্মত হইতে রণজিৎ সিংহের অধীনস্থ সামন্তগণ তাঁহাকে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিলেন। তাঁহাদের বিবেচনায় এইরূপ দাবী কতদিনে এবং কোথায় শেষ হইবে, তাহার কোনই নিশ্চয়তা ছিল না। কিন্তু মহারাজ অসম্মতির ভাব প্রকাশ করিয়া, তাহাদিগকে মারহাট্টাদিগের দুই লক্ষাধিক সৈন্যের অবস্থা স্বরণ করাইয়া-

৮৬। Government to Capt. Wade, 26th Sept. 1836.

৮৭। Capt. Wade to Government, 2nd Nov, and 13th Dec, 1836.

৮৮। Captain Wade to Government, 3rd Jan. 1837.

দিলেন।^{৮৯} ইংরেজগণ তাঁহাকে যে বাধা প্রদান করিয়াছেন, কিরূপে তিনি সে সকলই তুলিয়া গিয়া ইংরাজদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন, তৎপ্রদর্শনার্থ পৌত্রের বিবাহোপলক্ষে গবর্নর জেনারল মহোদয়কে আমন্ত্রিত করিয়াছিলেন। রণজিৎ সিং এই পৌত্রকেই সিদ্ধ-বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করিবেন, মনে করিয়াছিলেন।^{৯০} যাহা হউক তিনি নিরাশ হইলেন না ; তাঁহার আশা রহিল, কোন একদিন উদ্দেশ্য সফল হইবে। তিনি আমীর-দিগের সহিত রাজ্যের সীমা বন্দোবস্ত স্থির করিয়া লইলেন না ; ‘মাজারী’দিগের উপর আধিপত্য সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহার মীমাংসাও স্থগিত রহিল।^{৯১} রোজান পরিত্যাগ করিতেও তাঁহার ইচ্ছা ছিল না ; ঐ স্থান শিখদিগের অধিকারেই রহিল। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তত্ত্ব্য শাসনকর্তা অধীনতা স্বীকার করিলেন ; তিনি শিখ রাজকে রীতিমত কর প্রদান করিতে লাগিলেন। অতঃপর ঐ স্থান শিখ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল।^{৯২}

আফগানিস্থানের ‘বাক্কজাদী’ শাসনকর্তৃগণের সহিত কয়েক বৎসর ধরিয়া ইংরাজ-দিগের কি সম্বন্ধ ছিল,—এক্ষণে তাহাই নির্দেশ করা আবশ্যক। পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে, ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে, পেশোয়ার শিখদিগের করদ-রাজ্য ভুক্ত হয়। তাহার অব্যবহিত পরেই মহম্মদ আজীম খাঁ মৃত্যুমুখে পতিত হন। কতে খাঁ এবং মহম্মদ আজীম উভয়ে যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তৎপুত্র হবিবুল্লা তাহারই নামমাত্র অধীশ্বর হইলেন। কিন্তু কিয়ৎকাল পরে বুঝা গেল, যুবক অব্যবস্থিত চিত্ত ; তাঁহার অস্বাভাবিক ক্রিয়া-কলাপে তাঁহার ধর্ম এবং অধামিক পিতৃব্য, দোস্ত মহম্মদ খাঁ, নিজ সম্পত্তি বলিয়া কাবুল, গজনী এবং জালালাবাদ অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণের দ্বিতীয়দল স্বাধীনভাবে কান্দাহার শাসন করিতে লাগিলেন ; এবং তৃতীয় দল রণজিৎ সিংহের করদ-রূপ পেশোয়ারে রাজত্ব করিতে থাকিলেন।^{৯৩} ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে পরিত্রাজক মি. স্মুরকট, বাক্কজাদীদিগের সন্মুখবাহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের প্রতিপোষকতায় তাঁহার বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছিল।^{৯৪} কয়েক বৎসর অতীত হইলে, পেশোয়ারের স্থলতান মহম্মদ খাঁ, বিদেশীয়গণের আগমনে ভীত হইয়া, লুধিয়ানার রাজনৈতিক প্রতিনিধিকে সকল বিষয় বিজ্ঞাপনে প্রবৃত্ত হইলেন।^{৯৫} ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন রাজার ছায় ত্রিটিশ

৮৯। Compare Capt., Wade to Govt., 11th Jan. 1837, ইংরাজদিগের সহিত সকল অবস্থাতেই কেন বন্ধুত্বচরণ করিতে হইবে, তাহার দৃষ্টান্তরূপ মারহাট্টা শক্তির ধ্বংসের কথা সর্বদাই রণজিৎ সিং উল্লেখ করিতেন।

৯০। Capt. Wade to Government, 5th Jan. 1837.

৯১। Capt. Wade to Govt., 13th and 15th Feb., 8th July and 10th Aug 1837.

৯২। Capt. Wade to Govt. 9th Jan. 1838.

৯৩। Compare Moorcroft, ‘Travels,’ ii. 345 &c. and Moonshee Mohun Lal, ‘Life of Dost Mahomed Khan,’ i. 130, 153 &c.

৯৪। Moorcroft, ‘Travels,’ 346, 347.

৯৫। Capt. Wade to the Resident at Delhi, 21st April, 1828.

গভর্নমেন্টের সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে ইচ্ছা করিলেন।^{১৬} কিন্তু কয়েকটি জাড়াই পরস্পর বিরোধী ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্বতন্ত্র রাজ্য লাভের অভিলাষী হইয়া উঠিলেন। দোস্ত মহম্মদ প্রভৃৎ লাভ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তৎকালে পারস্ত-রাজ্যের আক্রমণের বিষয় লোকমুখে ব্যক্ত হওয়ায়, পশ্চিমদিকে তাঁহারা সকলেই ভীত হইয়া উঠিলেন। পূর্বদিকে রণজিৎ সিংহ বলপ্রয়োগে রাজ্য অধিকারে প্রবৃত্ত হইলেন; তাঁহাতে তাঁহারা অধিকতর ভীত হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে আফগানিস্থানে ইংরাজ-পরিব্রাজকের আকস্মিক উপস্থিতিতে তাঁহাদের মনে আশার সঞ্চার হইল,—ভারতের বৈদেশিক অধীশ্বরগণ পরস্পর-বিরোধী-রাজ্যগণের মধ্যে শান্তি সংস্থাপন করিবেন।^{১৭} ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে হুলতান মহম্মদ খাঁ, পুত্রের মুক্তির জন্ত পুনরায় সন্ধি-প্রস্তাব করিতে প্রয়াস পাইলেন; তৎকালে তাঁহার পুত্র রণজিৎ সিংহের নিকট প্রতিভূস্বরূপ অবস্থান করিতে-ছিল।^{১৮} নবাব-উপাধি-প্রাপ্ত কাবুলের জব্বর খাঁও ইংরাজদিগের সীমান্ত কর্তৃপক্ষগণের নিকট সেইরূপ পত্র লিখিলেন; ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে স্বয়ং দোস্ত মহম্মদ ইংরাজদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রার্থনা করিলেন।^{১৯} অতি ভদ্রতার সহিত এই সকল পত্রাদির উত্তর প্রদত্ত হইল; কিন্তু কিছুকালের জন্ত দূরবর্তী শাসনকর্তৃগণের সহিত সর্বপ্রকার ঘনিষ্ঠতা পরিহার করাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া তাঁহারা অনুমান করিয়াছিলেন।^{২০}

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে অগায়াচারী ‘বারুকজায়ী’ সম্প্রদায় আরও নূতন বিপদ-জালে জড়িত হইল। সা হুজা সিন্ধিয়ানদিগকে পরাজিত করিয়া কান্দাহারে পৌঁছিলেন এবং অপরাপর ভ্রাতৃগণ, ইংরাজ-রাজ্যের সন্নিকটে থাকিতে আর একবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহারা পূর্ব হইতেই ইংরাজদিগের রণকোশল এবং অস্ত্র-শস্ত্রাদির বিষয় অবগত ছিলেন; তাঁহারা জানিতেন, তোষামোদে সকলেই বশীভূত হয়। সহসা জব্বর খাঁ পুত্রকে লুথিয়ানায় প্রেরণের প্রস্তাব করিলেন,—তিনি বলিলেন, ইউরোপীয়গণের বিজ্ঞানবলে এবং সভ্যতার ফলে পুত্রের মনোবৃত্তি উন্নত হইবে।^{২১} জব্বর খাঁ অস্ত্রের পক্ষাবলম্বন না করিয়া, দোস্ত মহম্মদের পক্ষ অবলম্বনের ভাব প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ছিল;

১৬। Captain Wade to Government, 19th May, 1832.

মি: মুরফ্রটের মধ্যস্থতায় ভ্রাতৃবর্গ পূর্বেই (১৮২৩, ১৮২৪) এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

১৭। বাঙ্গালার সিভিলিয়ান, মি. ফ্রেজার এবং মি. ষ্টার্লিং উভয়েই তৎকালে আফগানিস্থানে ছিলেন। পূর্বেক্ত ব্যক্তি ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে এবং শেষোক্ত ব্যক্তি ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে তথায় গমন করেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে মি. ম্যাসনও পঞ্জাবের মধ্য দিয়া আফগানিস্থানে প্রবেশ করেন। এক বৎসরের মধ্যেই ডাক্তার হারলান নামক একজন আমেরিকান সেই পথে তাঁহার অনুবর্তী হইলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে হারলান লাহোরে আগমন করেন। ইতিপূর্বেই তিনি ইংরাজ কর্তৃপক্ষগণের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়াছিলেন যে, তিনি ইংরাজ গবর্নমেন্টের ও সা-সুজার কাবুল সম্পর্কীয় মন্ত্রণা বিষয়ে অতিনিবিধি নিযুক্ত হইতে চাহেন। (Resident at Delhi to Capt. Wade, 3rd Feb. 1829)

১৮। Capt. Wade to Govt. 19th May, and 3rd July, 1832

১৯। Capt. Wade to Govt. 9th July, 1832, and 17th Jan. 1833

২০। Govt. to Capt. Wade, 28th Feb. 1833

২১। Capt. Wade to Government, 9th March, 1834

ইংরাজ-জীবনের রমণীয়তার প্রশংসা করিয়া, তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের আশা করিলেন। এইরূপ চেষ্টায় তিনি সকলেরই সন্দেহভাজন হইয়া উঠিলেন।^{১০২} এইরূপে তাঁহার প্রতি সর্ববিষয়ে সন্দ্বিহান হইয়া, সা স্বজার গতিরোধ করিবার জ্ঞা দোস্ত মহম্মদ কাবুল পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু শিখগণ ইতিমধ্যে পেশোয়ার অধিকার করিয়াছিল; সুতরাং কিংকর্তব্যবিমূঢ় শাসনকর্তা অনন্তোপায় হইয়া আর একবার ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।^{১০৩} তিনি ইংরাজদের নিকট বশ্তা স্বীকার করিয়া গ্রেট-ব্রিটেনের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইলেন। এইরূপে নিজ রাজ্য জামিন স্বরূপ স্থাপনের চেষ্টা করিয়া তিনি সা স্বজার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যুদ্ধে সা পরাজিত হইলে, উল্লাসোন্মত্ত বিজয়ী ক্ষণকালের জ্ঞা আপন ঝিন্ন-বিপত্তির কথা ভুলিয়া গেলেন। শিখগণ পেশোয়ার অধিকার করিয়াছে বলিয়া, তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন;—বিধর্মী আক্রমণকারিগণের সকলকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে তিনি জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া একটি ধর্ম-যুদ্ধ ঘোষণার চেষ্টা করিলেন।^{১০৪} তিনি ‘গাজী’ অর্থাৎ ধর্মরক্ষাকারী উপাধি গ্রহণ করিলেন, অনিশ্চিত ‘আমীর’ উপাধি গ্রহণ করিয়া, তাহাই তিনি উচ্চ-বংশ পরিচায়ক বলিয়া ঘোষণা করিলেন; তিনি ভ্রাতৃগণের সম্পূর্ণ অসন্তোষের প্রতি দৃকপাত করিতেন না; তিনি তাহাদিগকে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার পক্ষে এক্ষণে ভ্রাতৃগণের সাহায্য বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল।^{১০৫}

দোস্ত মহম্মদ খাঁ অত্যধিক উল্লসিত হইলেন। তখনও তিনি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন; ধর্মনিষ্ঠগণের ঐকান্তিকতায়ও তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। সুতরাং পেশোয়ার পুনরুদ্ধারের জ্ঞা তিনি ভারতের ইংরাজ-অধিস্বামীদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।^{১০৬} যে যুবক লুধিয়ানায় শিক্ষালাভ করিতে গিয়াছিল, সেই যুবা-পুরুষই কূটনীতিকের ক্ষমতায় ভূষিত হইলেন। আমীর শিখদিগের বিরুদ্ধে ইংরাজ-কর্তৃপক্ষগণের বিদ্বেষ ও শত্রুভাব জন্মাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ‘তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ইংরাজদিগের অভ্যাগতের প্রতি শিখজাতি সন্দ্বিহান হইয়াছে; পঞ্জাব অতিক্রম করিয়া পথিমধ্যে অনেক বাধা-বিপত্তি সহ করিয়াছে,—আমীর এইরূপ নানা কথার উল্লেখ করিলেন। কিন্তু তখনও ইংরাজগণ, স্বার্থ-সাধনোদ্দেশ্যে তাঁহার সহিত মিত্রতা-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই। তাঁহারা দোস্ত মহম্মদকে এই আশ্বাস প্রদান করিলেন যে, শত্রুজয় পূর্বাভিমুখে তাঁহারা নবাব জব্বার খাঁর পুত্রের বিশেষ যত্ন করিবেন। এইরূপে তাঁহারা নানা ভাণ করিয়া আমীরের সাহসনয়

১০২। Capt. Wade to Government, 17th May. 1834. Compare Masson, ‘Journeys’, iii, 218, 220.

১০৩। Capt. Wade to Government, 17th June, 1834

১০৪। Capt. Wade to Government, 25th Sept 1834

১০৫। Capt. Wade to Government, 27th Jan. 1835

১০৬। Capt, wade to Government, 4th Jan. and 13th Feb, 1835 .

প্রার্থনার প্রকৃত উত্তর প্রদান করিলেন না। আংশিক সত্য বিধয়ের অভিরঞ্জিত বর্ণনা করিয়া, তাঁহারা বলিলেন,—‘আফগানগণ ইংরাজদিগের হ্রায় বাণিজ্য-প্রিয় ; বাণিজ্য-সৌকর্য্যার্থে সিদ্ধনদে বাণিজ্য-পোত পরিচালন কল্পের আমীরগণ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বণিক-জাতির এই প্রিয়তম মন্ত্রণার পক্ষপাতী।’ তাঁহারা আরও বলিলেন,—‘তাঁহাদের আশা, বাণিজ্য বিষয়ে যে নতুন উদ্দীপনা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে উভয় গবর্ণমেন্টের মধ্যে বন্ধুত্ব উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইবে ; বিন্ময়াবিষ্ট রণকুশল আমীরকে তাঁহারা সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, আফগানিস্থানের সীমা-নির্দেশক বৃহৎ নদী, এবং কাবুলের মধ্যে বাণিজ্য ব্যবসায় চালাইবার কোন সহজ গম্য পথ সম্বন্ধে তাঁহার কোন বিষয় প্রস্তাব করিবার আছে কি না।’^{১০৭} রণজিৎ সিংহের প্রতিও ইংরেজ শাসনবর্ত্তগণ উত্তর প্রদান করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে শত্রু ও মিত্রগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গাঢ়তর হইতেছে দেখিয়া, রণজিৎ সিংসদ্বিধ-চিত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা, ইউরোপীয় অধিস্বায়িগণ দোস্ত মহম্মদের সহায়তা না করিয়া, তাঁহার পৃষ্ঠপোষণ করিবেন। এ দিকে গবর্ণর-জেনারেল ভাবিয়া দেখিলেন, বাধা দিবার চেষ্টা করিলে ঘোরতর বিপদ সম্ভাবনা। গবর্ণর-জেনারেল আরও স্থির করিলেন যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট যে মিত্রতার ভাগ করিয়াছেন, তাহাতে দোস্ত মহম্মদ বুঝিয়াছেন, ইংরাজ তাঁহার সহায়তার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।^{১০৮}

এরূপে উভয় পক্ষ আপনাপন ক্ষমতার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইলেন। শিখগণ পেশোয়ার অধিকার করিলে, আমীর তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। রণজিৎ সিং প্রথমতঃ আমীর এবং স্থলতান মহম্মদ খাঁর মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটনের চেষ্টা করিলেন। রাজ্যভ্রষ্ট করদ শাসনকর্তা অতি সহজেই মহারাজের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল,—রণজিৎ সিং পরাজিত হইলে, দোস্ত মহম্মদ স্বয়ং পেশোয়ার অধিকার করিয়া বসিবেন। দোস্ত মহম্মদ, খাইবার পাশের পূর্বদিকবর্তী প্রবেশ দ্বারে উপনীত হইলেন ; এবং ষতদিন পর্যন্ত রণজিৎ সিংহের সৈন্যবল একস্থলে মিলিত না হইল, ততদিন রণজিৎ সিং নানারূপ প্রস্তাবে তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতে থাকিলেন। ১৮:৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে, শিখ সৈন্য আমীরকে পরিবেষ্টিত করিল। স্থির হইল, ১২ই মে তাঁহাকে আক্রমণ করা হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে আমীর পলায়ন করাই প্রেয়ঃ বোধ করিলেন। দুইটা কামান এবং কয়েকটি আবশ্যকীয় দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া, আমীর চলিয়া গেলেন। শিখ-দূতগণ বন্দীভাবে বা প্রতিভূস্বরূপ উপস্থিত থাকিলে, যদি কোন উপকার সাধিত হয়, এতদ্বক্ষেত্রে আমীর সেই শিখদিগকে সঙ্গে লইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আমীর এই উদ্দেশ্য-সাধনের ভার, ভ্রাতা স্থলতান মহম্মদ খাঁর হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন ; সময় বুঝিয়া স্থলতান মহম্মদ রণজিৎ সিংহের সহিত যোগদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

১০৭। Government to Capt. Wade, 19th April, 1834 and 11th February, 1835

১০৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে আবদুল ঘিয়াস খাঁ লুধিয়ানার পৌছেন ; দিল্লীতে অধ্যায়নের জন্য পাঠাইবার প্রথম যে কল্পনা স্থির হইয়াছিল, পরে তাহা পরিত্যক্ত হয়।

১০৮। Govt. to Capt. Wade, 20th April, 1835

প্রতিনিধিদিগকে মুক্তিদানের জন্য স্বল্পতান মহম্মদ রণজিৎ সিংহের প্রাধিপত্য হইয়া উঠিলেন। স্বল্পতান মহম্মদ এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ পেশোয়ারে কয়েকটি জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু ঐ প্রদেশের শাসন-বন্দোবস্ত পর্যবেক্ষণের জন্য এবং সামরিক শাসন-কার্য পরিচালনার্থ একজন কর্মচারী লাহোর হইতে ডায় গমন করিলেন।^{১০৯}

একগে দোস্ত মহম্মদ শিখদিগের সহিত যুদ্ধে বিরত হইলেন কিন্তু পলায়নের জন্য তিনি সাধারণের বিরাগভাজন হইয়া উঠিলেন; অনেকাংশে তাঁহার সম্মান হানি হইল। ইংরাজদিগের নিকট তিনি যে সাহায্য প্রাপ্তির আশা করিয়াছিলেন, তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল না; স্বতরাং তিনি পারস্তরাজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করিলেন।^{১১০} কিন্তু ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন অপেক্ষা পারস্তরাজের সহিত মিত্রতাবন্ধন রাজনৈতিক হিসাবে অল্প কার্যকরী বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায়, দোস্ত মহম্মদ পুনরায় গবর্নর-জেনারেলের নিকট সেই প্রস্তাব উত্থাপনের চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন, —শিখগণ অবিখ্যাসী; বৃটিশ গবর্নমেন্টের স্বার্থ ও মঙ্গলকামনায় একমাত্র তিনিই জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন।^{১১১} এদিকে কান্দাহারের ভ্রাতৃগণও হীরাটের সা কামরাণ কর্তৃক উৎপীড়িত ও বিপর্যস্ত হইতে লাগিলেন। দোস্ত মহম্মদ তাঁহাদিগকে কোনরূপ সহায়তা করিলেন না; স্বতরাং তাঁহারা ইংরাজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইতিমধ্যে পারস্ত-রাজের আক্রমণ আশঙ্কায়, কামরাণ ভীত লইলেন; তাহাতে কান্দাহার ভ্রাতৃগণের ভয় বিদূরিত হইল; তজ্জগাই তাঁহারা আর ইউরোপীদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন না।^{১১২} অত্র দিকে, রণজিৎ সিংহও ইংরাজ ও আফগানদিগের মধ্যে মিত্রতা-স্থাপনের বিশেষ বিধেয়ী ছিলেন; দোস্ত মহম্মদকে অধীনতা পাশে আবদ্ধ করিতে রণজিৎ সিং বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি আমীরকে পেশোয়ার প্রদানের অনিশ্চিত আশা প্রদান করিয়া, তাঁহাকে কতকগুলি অশ্ব প্রেরণ করিতে বলিলেন। রণজিৎ সিং জানিতেন, সাধারণ লোকের মনে, অহুগ্রহ প্রদানের ধারণা জন্মাইবার ইহাই একমাত্র উপায়। দোস্ত মহম্মদ, করদরাজ্য স্বরূপেও, পেশোয়ার অধিকার করিতে অভিলাষী ছিলেন; কিন্তু তিনি দেখিলেন, অশ্ব প্রদান করিলে, সেই উপঢৌকন কাবুল হইতে প্রেরিত হইয়াছে বলিয়া শিখগণ প্রচার করিবে। কিন্তু তাহারা পেশোয়ারের নাম উল্লেখ

১০৯। Capt. Wade to Govt. 25th April, and 1st, 15th and 19th May, 1835. Compare 'Masson, 'Journeys', iii. 342 &c; Mohun Lal's 'Life of Dost Mohomed', i. 172 &c.; and also 'Dr. Harlan's 'India and Afghanistan', p. 124, 158. এই উপলক্ষে দোস্ত-মহম্মদের নিকট প্রেরিত দূতগণের মধ্যে ডাক্তার হারলান অন্ততম।

কুণ্ঠিত হয়, এই সময়ে পেশোয়ার উপত্যকায় শিখদিগের ৮০,০০০ হাজার সৈন্ত ছিল।

১১০। Captain Wade to Government, 23rd Feb. 1836. পারস্ত-রাজের নিকট
১১১। Capt. Wade to Government, 19th July, 1836.

১১২। Capt. Wade to Government, 9th March, 1836.

করিবে না।^{১১৩} পলায়নের বিষয় স্থতিপটে উদয় হওয়ায় তিনি অসহনীয় বাতনা ভোগ করিতেছিলেন। পরিশেষে তিনি ব্যক্ত করিলেন—অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক না কেন, ঘোরতর বিপৎপাতের সম্ভাবনা থাকিলেও শিখদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে।^{১১৪} শিখজাতি তাঁহার আভা জবর খাঁকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে; সর্দার হরি সিং, খাইবার পাণেশের প্রবেশ-দ্বার অবরোধ করিয়া রহিয়াছেন; দুর্গম গিরিসঙ্কটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, উদ্দেশ্য সাধন-কল্পে জামরুদে একটি স্বরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করিয়াছেন; সুতরাং তিনি উপায়ান্তর বিহীন হইয়া, অস্ত্রধারণেই অভিলাষী হইলেন।^{১১৫} আমীরের পুত্রগণের মধ্যে স্বেচ্ছায় ও রণকুশল মহম্মদ আকবর খাঁর সেনাপতিত্বে কাবুল-সৈন্য খাইবারের পূর্বদিকে সমবেত হইল। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ শে এপ্রিল, জামরুদের সেনানিবাস আক্রান্ত হইল; কিন্তু শিখসৈন্যের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলেও, আকগান সৈন্য সম্পূর্ণ জয়লাভ করিতে পারে নাই। পলায়নের ভান করিয়া; হরি সিং পশ্চাদ্ধাবিত শত্রুগণকে প্রান্তর ভূমিতে আনয়ন করিলেন; তাঁহার পলায়নপর এবং সমবেতোন্মুখ সৈন্যের মধ্যে বীর সেনাপতি সর্বত্রই উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু সামাজিক আঘাতে তিনি নিহত হইলেন। এদিকে যথা সময়ে কাবুলের আর একদল সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল; বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যস্ত ছত্রভঙ্গ শিখ সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। তাহাদের দুইটি কামান শত্রুহস্তে নিপাতিত হয়। আকগানগণ জামরুদ কিংবা পেশোয়ার অধিকার করিতে সক্ষম হইল না; আকগান কয়েকদিন ধরিয়া তত্রত্য উপত্যকা-সমূহ লুণ্ঠন করিল; ইতিমধ্যে শিখসৈন্য অতিরিক্ত সৈন্যদলের সহিত লাহোরে সমবেত হইল। সুতরাং তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া পুনরায় বিপজ্জালে জড়িত না হইয়া, আকগান সৈন্য স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল।^{১১৬}

হরি সিংহের মৃত্যুতে এবং শিখসৈন্যের পরাজয়ে লাহোরে বিশেষ উদ্বেগের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল। কিন্তু মহারাজ অতি ক্ষিপ্তাসহকারে তাঁহার প্রজাপুঞ্জকে উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন; সকলেই তাঁহার আস্থানে সমবেত হইল। কথিত হয়, চন্দ্রভাগার তীরস্থিত রামনগর হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত ছয় দিনের রাস্তাপথে যুদ্ধ কামান আনীত

১১৩। Captain Wade to Government, 12th April, 1837.

১১৪। Captain Wade to Govt. 1st May, 1837.

১১৫। Capt. Wade to Govt. 13th Jan, 1837.

১১৬। Capt. Wade to Govt. 13th and 23rd May, and 5th July, 1837. Compare Masson, 'Journeys.' iii. 382, 387, and Mohun Lal's 'Life of Dost Mahomed,' i. 226. &c.

অম্ভান হম, প্রথমে আকগান সৈন্য বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত হইয়াছিল। তাহারা কয়েকটি কামান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, কিন্তু ঝাংসমরে সরদ-উদ্দীন খাঁ নামক আত্মীরের একজন আত্মীরের অধীনে কতকগুলি সৈন্য আসিয়া পৌঁছায়, যুদ্ধে আকগানদিগের জয়লাভ হইয়াছিল। এতৎসঙ্গেও সকলকে বিশ্বাস, যদি হরি সিং নিহত না হইতেন, তাহা হইলে শিখসৈন্য জয়লাভ করিতে পারিত। নাও নিহাল সিংহের বিবাহোপলক্ষে এবং গবর্নর জেনারেল ও ইংরেজ সেনাপতির ভাষী পরিদর্শন ও উপস্থিতির উৎসব

হইয়াছিল; রামনগর হইতে পেশোয়ার দূরত্ব দুই শত মাইলেরও অধিক।^{১১৭} স্বয়ং রণজিৎ সিং রোটাংসে (রোহতকে) আগমন করিলেন; এদিকে হুচতুর খেইন সিং সীমান্তে অগ্রসর হইলেন; জামরুদে একটি স্থায়ী দুর্গ স্বহস্তে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তিনি নিজ প্রভু-ভক্তির জাজল্যমান দৃষ্টান্ত প্রদান করিলেন।^{১১৮} দোস্ত মহম্মদ নিফল বিজয় লাভের উল্লাসে উৎফুল্ল হইতে লাগিলেন; যে প্রদেশে সম্পূর্ণরূপে আফগান আধিপত্য বিস্তৃত, সেইপ্রদেশ পুনরুদ্ধার করিতে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর অভিলাষী হইয়া উঠিলেন। কিন্তু রণজিৎ সিং তাঁহার চিত্তপ্রসাদলাভার্থ এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন; তাঁহার সহিত আমীরের সন্ধি হইল; তিনি সা হুজার সহিতও সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন, এবং সেই সময়ে আমীর দোস্ত মহম্মদ ও সা হুজা উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিলেন।^{১১৯} কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরাজদিগের বাণিজ্য দূত ক্রমে ক্রমে কাল্পনিক বাণিজ্য-ব্যপদেশে শিকুনদের বহু উচ্চতর প্রদেশ পর্যন্ত বাণিজ্য-পোতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এক্ষণে ইংরাজ গবর্ণমেন্টের এমন দিন আসিল যে, রাজনৈতিক হিসাবে কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করা আর বিপদসম্মুল বলিয়া অস্বীকৃত হইল না; পরন্তু শান্তিস্থখে অবাধ বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধনে এবং সুবিধাজনক সঞ্চয় স্থাপন সম্পর্কে, এইরূপ মধ্যস্থতা অবলম্বন বা বাধা-প্রদান বিশেষ লাভজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ইংরাজ-শাসন-কর্তৃগণ অতি আনন্দে সহিত উভয় পক্ষের সম্মানজনক সন্ধিস্থাপনে মধ্যস্থতা করিবেন,—ইংরাজগণ সেইরূপ ঘোষণা প্রচার করিলেন। তখন প্রতিবাদ চলিতে লাগিল;—এইরূপ ঘোষণা প্রচারেও দোস্তা মহম্মদ; পেশোয়ারের শ্রায় লাভপ্রদ স্থানের স্বত্ব-স্বামীত্ব কদাপি পরিত্যাগ করিতে পারেন না; হুতরাং সেরূপ আশা করাও অত্যাশা। পুনঃপুনঃ এইরূপ বাদ-প্রতিবাদে ইংরাজ কর্তৃপক্ষগণ, আফগানদিগের প্রতিই অল্পগ্রহ প্রদর্শন করিলেন।^{১২০} তথাপি স্থির হইল,—কাপ্তেন ওয়েড, রণজিৎ সিংহের অভিপ্রায় নিরূপণ করিতে সমর্থ হইবেন এবং কাপ্তেন বারনেস আমীরের মতামত নির্দেশ করিতে পারিবেন। বস্তুতঃ শেখোক্ত কর্মচারী কূটনৈতিক ক্ষমতায় ভূষিত হইলেন।^{১২১} এক দিকে পারস্ত জাতি এবং অত্র দিকে রুষজাতির বৃথা ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। তাহাদের আক্রমণের বৃথা জনরবের অকিঞ্চিৎকর

হেতু, লাহোরে সৈন্ত প্রদর্শনার ব্যবস্থা হয়। তথায় বহুতর সৈন্ত কার্যে নিযুক্ত থাকার, পেশোয়ার উপত্যকার সৈন্ত-সংখ্যা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল।

১১৭। লেক টানেট-কর্ণেল ষ্টিনবাক ('Punjab' p. 64, 68) বলেন, তিনিও শিখসৈন্যের সহিত তিন শত মাইল পথ বার ঘণ্টার গমন করিয়াছিলেন; অপরাপর সকলেই এগার ঘণ্টায় এই দূরত্ব অতিক্রম করেন।

১১৮। Mr. Clerk's Memorandum of 1842, regarding the Sikh Chiefs, drawn up for Lord Ellenborough.

১১৯। Compare Capt. Wade to Government, 3rd June, 1837, and Government to Capt. Wade, 7th Aug. 1837.

১২০। Government to Capt. Wade, 31st July, 1837.

১২১। Government to Capt. Wade, 11th Sept, 1837.

ভয়ে অভিভূত হওয়ায়, শিখ এবং আফগানদিগের পরস্পর বিরোধ মিটিয়া গেল। সা হজাকে কাবুলের সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা-কল্পে তাহার সাক্ষী ইংরাজদিগের সহিত যোগদান করিলেন। প্রায় এক শতাব্দি পরে ইউরোপীয় সৈন্তের ভারত আক্রমণের ভিত্তিহীন জনরবে, ভারতের ইংরাজ অধিপতির স্বাধীনতা পুনরায় ভঙ্গ হইল। ১২২ ফরাসী সেনাপতি আলার্ডের কার্যকলাপে তাঁহাদের মনে আরও সন্দেহ জন্মিল। ইতিপূর্বে কয়েক বৎসর পঞ্জাবে অবস্থান করিয়া, আলার্ড স্বদেশে গমন করেন; পরে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইয়া, তিনি পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হন। যখন তিনি ফ্রান্সে ছিলেন, তখন ফরাসী-গবর্নমেন্টের নিকট এই মর্মে একখানি দলীল পাইতে চেষ্টা করেন যে, যখন তিনি বিপজ্জ্বলে জড়িত হইবেন, অথবা ইংরাজগবর্নমেন্টের নিকট যদি লাহোর রাজ্য পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার প্রাপ্ত না হন, তখন রণজিৎ সিংহ তাঁহাকে ফরাসী দূত বলিয়া স্বীকার করিবেন। ইংরাজগণ বুঝিলেন, অবস্থা একান্ত সঙ্কটাপন্ন না হইলে, মহারাজকে ঐ দলিল প্রদান করা হইবে না। কিন্তু আলার্ড বিবেচনা করিলেন, যখন নিজের অবস্থা বিশেষ বিপদ-সঙ্কুল বলিয়া অনুমিত হইবে, তখনই তিনি সেই দলিল দেখাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিবেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার দলিলাদি শিখ-শাসন কর্তাকে দেখাইলেন; শুনা গেল, জেনারেল আলার্ড লাহোরে ফরাসী দূত নিযুক্ত হইলেন; কিছুকাল পরে ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়গণ তাঁহাদের অভ্যাগতকে কালনিক প্রতারণার জন্ত কমা করিয়াছিলেন। ১২৩

রণজিৎ সিং, মহাসমারোহে পৌত্রের বিবাহ কার্য সম্পন্ন করিলেন। এই উপলক্ষে ভারতের গবর্নর-জেনারেল, আগরার গবর্নর (সার চার্লস মেটক্য) এবং ইংরাজ সৈন্ত-দলের কমান্ডার-ইন-চিফ (সেনাপতি) নিমন্ত্রিত হন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসের প্রারম্ভে শ্রাম সিংহ আভারিওয়াল নামক এক শিখ-সামন্তের কন্যার সহিত যুবরাজের বিবাহ-কার্য সম্পন্ন হইল। কিন্তু ইংরাজ-কর্তৃপক্ষগণের মধ্যে একমাত্র সার হেনরি ফেণ সেই বিবাহে উপস্থিত হইলেন। সেই সূদক্ষ সেনাপতি চিরকালই অতি সতর্কতার সহিত সামরিক শক্তি সামর্থ্য ও বীরোচিত গুণাবলী পর্যালোচনা করিয়া দেখিতেন। পঞ্জাবকে সম্পূর্ণরূপে পদানত করিতে হইলে, কত সৈন্ত ও অর্থসামর্থ্য আবশ্যক, তিনি তাহার একটি হিসাব স্থির করিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি এত মূল্যোত্তীর্ণ স্থির করিলেন; তাঁহার মনে হইল,—শতজ্ঞ এবং রাজপুত্রনার মরুসদৃশ প্রদেশ ও সিদ্ধদেশ ইংরাজ-রাজ্যের প্রকৃত সীমা মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে; পূর্বধণ্ডে ইংরাজদিগের এইরূপ স্থান অধিকার করাই

১২২। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে রুষ-আক্রমণের ভয়ে গবর্নর-জেনারেল বিচলিত হইয়াছিলেন। (See 'Murray's Runjeet Singh' by Prinsep. p. 168) অসুস্থসিংহ কাপ্তেন বারনেসের মনেও সে ধারণা বদ্ধমূল হয়; কিন্তু অভ্যপার তিনি উহা প্রকাশ করেন।

১২৩। ফরাসী কর্মচারীগণ সেই দলিল পত্র যে ভাবে প্ররোগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন,—গ্রন্থকার তাহাই প্রদান করিয়াছেন। জেনারেল ডেক্সট্রাই তাহার একমাত্র উপযুক্ত প্রমাণ; পূর্বে জেনারেলের সহিত এ বিষয়ে তাঁহার কথাবাদী হইয়াছিল। পারিসে ব্রিটিশ রাজদূত এবং কলিকাতার কর্তৃপক্ষ-

কর্তব্য।^{১২৪} তখন শিখদিগের সহিত যুদ্ধের কোনই সম্ভাবনা ছিল না ; পরন্তু একজন আগন্তুক ব্যক্তি ভদ্রতার খাতিরে শত্রুতা-ব্যঙ্গক মন্ত্যগার পরিশোধণ করিতে পারেন না। অতএব সার হেনরি ফেণ, অকপটচিত্তে ও ঐকান্তিকতা সহকারে লাহোরে বিবাহোৎসবে যোগদান করিলেন। তিনি সেই উৎসবে সকলের চিত্ত বিনোদন করিতে লাগিলেন, এবং আপন কল্পনা কার্যে পরিণত করিতে উদ্যোগী হইলেন। রণজিৎ সিং সাধারণ জ্ঞানে তাহা বুঝিতে পারিলেও, তিনি ফেণের কার্যে বাধা দিলেন না ; বরং সম্ভট-চিত্তে ইংরাজ সৈনিক পুরুষের মধ্যেই স্বীকৃত হইলেন। ইউরোপীয় জাতীয় বীর-সমাজে বীরোচিত কার্য-কলাপের জ্ঞান, গুণগণনা হিসাবে, রণকুশল সৈনিক পুরুষদিগের মধ্যে উপাধি বিতরণের প্রথা প্রচলিত আছে। মুম্বই সৈনিক পুরুষদিগের উপাধি-প্রথার জ্ঞায়, উপাধি (Order of Merit) প্রতিষ্ঠার জল্পনা-কল্পনা লাহোরে কিছু দিন হইতে চলিতেছিল। সম্ভবতঃ সেরূপ প্রণালী সকল জাতির পক্ষে উপযোগী হইলেও, প্রতিবেশী ইংরাজদিগের সম্ভট করাই মহারাজের একান্ত ইচ্ছা ছিল। তজন্য সার হেনরি ফেণের উপস্থিতিতে ইংরাজ আদর্শের অনুকরণে মহারাজ পঞ্জাবে সেইরূপ উপাধি (Order of the Auspicious Star of the Punjab) প্রতিষ্ঠা করিবার স্থযোগ পাইলেন।^{১২৫} ইংরাজকর্তৃপক্ষীয়দিগের তুষ্টি-বিধানার্থ, কিংবা তাঁহাদিগকে লিপ্ত রাখার অভিপ্রায়ে, এইরূপ উপায় অবলম্বন রণজিৎ সিংহের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। কিসে ইংরাজদিগের মনোরঞ্জন হয়, মহারাজ তদ্বিষয় গণের সহিত জেনারেল আর্লার্ড ষয়ং কথাবার্তা কহিয়াছিলেন ; তিনি এ বিষয়ে তাঁহাদের মতামতভী ছিলেন ; ইংরাজদিগেরও সেই মত। (Government to Capt. Wade, 16th Jan. and 3rd April, 1837).

রণজিৎ সিংহের প্রতি ইংরাজদিগের কর্তব্য বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এই দুইটি সিদ্ধান্তের মধ্যে ইংরাজদিগের সিদ্ধান্ত, ইংরাজ-জাতির উপযুক্ত নহে। প্রভুর অধীনতা স্বীকার না করিয়া, স্বাধীনভাবে থাকিতে হইবে,—ভূতোর পক্ষে এরূপ চেষ্টা অস্বাভাবিক। তাহাতে সেই ভূতোর পক্ষ সমর্থন করিয়া, বৃটিশ গবর্ণমেন্টের বাধা প্রদানের জ্ঞান নিশ্চয়ই তিনি রূপিত হইতেন।

রণজিৎ সিংহের নিকট পত্রে লুই ফিলিপ, ফরাসী ভাষায় 'Empereur' বা বাদশাহ নামে অভিহিত হইয়াছেন। (Captain Wade to Government, 15th Sept, 1837) ফরাসী জাতি এই উপাধিতে গর্বিত ও সম্ভট হইতে পারে নাই। কিন্তু শিখজাতি ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারে নাই। পারসী ও ভারতীয় পদ্ধতি অনুসারে, 'রাজা' বা 'রাণী' শব্দের পরিবর্তে 'Emperor' শব্দের স্থায়, 'বাদশাহ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

১২৪। সরকারী কাগজপত্রে সার হেনরী ফেণের মত সন্ধ্যা কোন উল্লেখ থাকিতে না পারে ; কিন্তু সে বিষয় গবর্ণর-জেনারেলের পার্শ্চর্যগণ অবদিত নহেন। আমার স্মরণ হয়, আমি কাপ্তেন ওয়েডের নিকট শুনিয়াছি যে, তাঁহার হিসাবে শিখ সৈন্য সংখ্যা সর্বশুদ্ধ ৬৭০০০ এবং তাঁহার বিবেচনায় দুই বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ চলিবার সম্ভাবনা ছিল।

তাঁহার এই লাহোর পরিদর্শনে বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছিল ; বঙ্গদেশীয় সৈন্তের সেনাপতি (Quarter Master General) লেফটেন্যান্ট কর্ণেল গার্ডন, ইহাতে ঐ প্রদেশের একখানি সঠিক মানচিত্র প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরে যখন শিখদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন ঐ মানচিত্রই বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল।

১২৫। গবর্ণমেন্টের বরাবর কাপ্তেন ওয়েডের পত্র। (Capt. Wade to Government, 7th April, 1837)

অল্পসন্ধান করিতেন, এবং যাহা তিনি নিজ স্বার্থানুসঙ্গীয় বলিয়া মনে করিতেন, তাহাও অসম্পূর্ণ থাকিত না। সম্বর-লবণ এবং মালোয়া আফিং প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে, তিনি অনেক বিষয় জানিতে ইচ্ছা করেন, এবং তাহার নমুনা চাহিয়া পাঠান।^{১২৬} সভ্যসভাই মিত্ররাজগণ তাহার প্রতি অস্বস্তিকর কি না, ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে রঞ্জিং সিং তাহার পরীক্ষা করিয়াছিলেন;—মহারাজ ইংরাজদিগের নিকট পাচ শত বন্দুক চাহিয়া পাঠান, এবং তাঁহাদিগের নৈপুণ্যের বিশেষ প্রশংসা করেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মাষ্ট্রেট বন্দুক প্রদত্ত হইল। কিন্তু পরবর্ত্তি সময়ে পুনরায় পাচ সহস্র বন্দুক চাওয়ায়, তাঁহাদের সম্মুখে উদ্বেক হয়।^{১২৭} তৎকালে বোম্বাই সহরে গমনের জন্ত কয়েকখানি পণ্য-বোঝাই পোত প্রস্তুত ছিল; রঞ্জিং সিং তাহার উপর শুদ্ধ আদায়ের ব্যবস্থা করিলেন। যে সকল পোত ফিরিয়া আসিবে, তাহাতে মহারাজের পদাতিক সৈন্য-দলের জন্ত অস্ত্র-শস্ত্র বোঝাই থাকিবে, পরে ইংরাজগণ তদ্বিষয় জানিতে পারিলেন, কিন্তু তৎপূর্ব পর্যন্ত বাগিচ্য-সৌকর্যার্থে মহারাজের ঐকান্তিকতা সম্বন্ধে সকলেই তাঁহাকে প্রশংসা করিতে থাকিলেন।^{১২৮} তাহার ইচ্ছা,—বন্দুকধারী সৈন্য লুধিয়ানায় কামান পরিচালনা শিক্ষা করে।^{১২৯} মহারাজ তাঁহাদের নিকট দস্তা পাঠাইয়া দিভেন; তাহার আশা ছিল, ইংরাজগণ সেগুলি পরীক্ষা করিয়া, তাঁহাকে গোলা-প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা দিবেন।^{১৩০} মহারাজ ইউরোপীয় যুদ্ধপ্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ জিজ্ঞাসা করিতেন; তিনি ভারতীয় সৈন্যের বেতন সংক্রান্ত নিয়মাবলীর এবং সৈনিকদিগের বিচার-সভার ইংরাজ-প্রবর্তিত আইন প্রণালীর নকল লইতেন। এই সমুদয় জটিল এবং অল্পপযোগী প্রথা বিষয়ে উপদেষ্টাদিগকে তিনি সম্মানসূচক উপাধি ভূষণে ভূষিত করিতেন।^{১৩১} বেজাবাদের পরিবর্তে আর এমন উপযোগী কোন শাস্তি-প্রথা প্রবর্তন করা যাইতে পারে, তিনি তাঁহাদিগকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেন।^{১৩২} তাহার একজন অধীন শাসনকর্তার এক আত্মীয় পুত্রকে লুধিয়ানার স্কুলে ইংরাজী ভাষা

১২৬। Captain Wade to the Resident at Delhi, 2nd Jan. 1831 and to Government; 25th Dec., 1835.

১২৭। Captain Wade to Government, 2nd July, 1836.

১২৮। ক্যাপ্টেন ওয়েডের বরাবর গবর্ণমেন্টের পত্র; ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর।

১২৯। Captain Wade to Government 7th Dec. 1831.

১৩০। যখন সা-স্বজাকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠার কল্পনা স্থির হইয়া গেল, তখন রঞ্জিং সিং লুধিয়ানায় গোলা প্রেরণ করিয়া বলিলেন, তিনি কোন রাজনৈতিক কারণেই এরূপ কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি আরও বলিলেন—সৈনিক বিভাগীয় কোন বিষয়ে কাহারও নিকট গোপন রাখা উচিত নহে।

১৩১। ম্যাজর হোয়ের বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার, ভারতীয় সৈন্যগণের সুখ্যাতি বৃদ্ধি হয়; তিনি রঞ্জিং সিংহের অনুরোধে শিখদিগের পরিলক্ষিত কোর্টমার্সেল (সৈনিকপুঙ্খের বিচার) বিচার প্রণয়ন করেন। (Government to Captain Wade, 21st. Nov. 1834.

১৩২। Government to Capt. Wade. 18th May, 1835—জানান হয় যে, বেজাবাদের পরিবর্তে নির্জন কারাবাসই উপযুক্ত হও।

শিক্ষার জন্ত প্রেরণ করেন।^{১৩৩} মহারাজের ইচ্ছা,—বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত পত্রাদি লিখিবার সময় ঐ যুবক তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিবে। তখন লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক পারস্ত ভাষার পরিবর্তে অতঃপর ইংরাজী ভাষায় কাঁধাদি নির্বাহ করিতে ইচ্ছা করেন। মহারাজ আরও কয়েকটি বালককে লুধিয়ানার চিকিৎসালয়ে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার জন্ত প্রেরণ করেন। তৎকালে রাজনৈতিক প্রতিনিধি কর্তৃক সেই চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মহারাজের উদ্দেশ্য—তাঁহার সৈন্য দলে সেই শিক্ষিত ব্যক্তিব্যয় অনেক সহায়তা করিতে পারিবে।^{১৩৪} রণজিৎ সিং বৃটিশ শক্তিকে কখনও বাধা দিতে সাহসী হন নাই; কিংবা তৎপ্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাসও ছিল না। কিন্তু তিনি এক্ষণে কতকটা ঐকান্তিকতা সহকারে এবং কতকটা অবসন্নতার সহিত সেই ইংরাজ প্রতিনিধিদিগের অল্পগ্রহ-ভাজন হইতে চেষ্টা করিলেন।

ইতিমধ্যে আক্ষগানগণ জামরুদে জয়লাভ করে। হুদক্ষ সেনাপতি হরি সিং সেই যুদ্ধে নিহত হন;—পূর্বে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল দুঃসংবাদে পোজের বিবাহোৎসবের আনন্দ, রণজিৎ সিংহের মনে অধিক দিন স্থায়ী হইল না। যৌবনকালে পোজের ভাবী মহন্তের চিহ্ন উপলব্ধি করিয়াও, মহারাজ আনন্দ প্রকাশ করিতে পারিলেন না। বৃদ্ধ মহারাজ সেই ‘প্রকৃত শিখের’ শোচনীয় পরিণাম শ্রবণ করিয়া, অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না; তিনি তাহাকে মাথায় করিয়াছিলেন, স্তভরাং তাঁহার ক্ষোভের আর অবধি রহিল না।^{১৩৫} পেশোয়ার উপত্যকায় সৈন্ত সমাবেশ করিয়া, মহারাজ সীমান্ত প্রদেশে আপন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন; এমন সময় তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কয়েক বৎসর দুঃখভারাক্রান্ত করিতে এবং তাঁহার মনে অশান্তির প্রচণ্ড বহিঃপ্রকাশ করার অভিপ্রায়েই যেন ইংরাজগণ তাঁহাকে বাধা প্রদান করিলেন। পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে তাঁহার আধিপত্য পূর্বেই সীমাবদ্ধ হইয়াছিল; এক্ষণে পশ্চিম দিকেও তাঁহার মহারাজের প্রভাব সীমাবদ্ধ করিলেন। ইংরাজ জাতির বাণিজ্য-নীতি অল্পসারে, সিন্ধুদেশ, খোরাসান এবং পঞ্জাব প্রদেশের অর্ধ-শিক্ষিত জাতিবৃন্দের মধ্যে শান্তি স্থাপন করা আবশ্যিক; বাহাতে সেই সকল জাতি শ্রমশীল হয় এবং শিল্পাদির উন্নতি সাধিত হয়, সে পক্ষে যত্ববান হওয়া কর্তব্য। নবপ্রতিষ্ঠিত করন-রাজ্যের শাসন-প্রণালীর নির্দিষ্ট পথে পরিচালনার জন্ত বৃথা চেষ্টা করা হইয়াছিল; সামরিক বৃত্তি সম্পন্ন রাজগণের মধ্যে

১৩৩। Capt. Wade to Govt. 11th April, 1835, ভারতবর্ষের কতকগুলি রাজা সর্বদাই সন্ধিচিহ্নিত ছিলেন। তাঁহাদেরও বিশ্বাস, ইংরাজী-ভাষা প্রবর্তিত করিয়া সম্রাটের প্রকৃত অভিসন্ধি এবং ঘোষণা পত্রাদি জানিতে না দেওয়াই এই প্রস্তাবের প্রধান উদ্দেশ্য।

● ১৩৪। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়ারে সৈন্ত নির্বাচন কার্য শেষ হয়। সেই সৈন্তের সহিত এই যুবা পুরুষদিগের কয়েকজন। যুবরাজ তাইমুরের যুদ্ধযাত্রাকালে, খাইবারের মধ্য দিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে নিযুক্ত হইয়াছিল।

১৩৫। Captain Wade to Government, 13th May, 1837. এখানে বৃটিশ সৈন্তের চিকিৎসক, ডাক্তার উডের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন; ডাক্তার উড রণজিৎ সিংহের চিকিৎসার জন্ত অস্বাভাবিক প্রেরিত হন, তৎকালে রণজিৎ সিং রোটাসের (রোহতকের) শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন।

সাম্যাবধানের চেষ্টাও নিষ্ফল হইয়াছিল। তাঁহাদের ইচ্ছা, রণজিৎ সিং পূর্ববর্তী সময়ের অধিকৃত রাজ্যলাভেই সন্তুষ্ট থাকিবেন; সিন্ধু দেশের আমীরগণ, এবং হীরাট, কান্দাহার ও কাবুলের শাসনকর্তৃগণ আপনাদিগের রাজ্য বিপন্ন হইয়া যেন করিবেন; পরন্তু তাঁহারা আর অধিক রাজ্য লাভ করিতে প্রয়াসী হইবেন না; এবং অস্ত্র-যতি সা হুজ্জ! তাঁহার স্বপ্নদৃষ্ট সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তির সকল আশা ও স্বপ্ন বিনা আপত্তিতে পরিত্যাগ করিবেন।^{১৩৬} তালপুর, বারুকজায়ী এবং শিখদিগের নিকট এই বিষয় বুঝাইয়া দিবার জন্য, ইংরাজ রাজপ্রতিনিধি তাঁহার প্রতিনিধিগণকে আদেশ প্রদান করিলেন। অবশেষে কৃষ্ণগণ পারস্ত ও তুর্কিস্থানের মধ্য দিয়া সিন্ধুনদের তীর পর্যন্ত অগ্রসর হইবার সুবিধা পাইলেন; তাঁহাদের এরূপ বড়বস্ত্রের আরও অনেক কারণ ছিল। এইরূপ অভাবনীয় বিষয় সংঘটিত না হইলে, ইংরাজগণ তাঁহাদের অবৈধ কল্পনার অসারতা ও অযোগ্যতা সহজেই বুঝিতে পারিতেন।^{১৩৭} রণজিৎ সিং এবং দোস্ত মহম্মদের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ স্থাপন অভিলাষে, গবর্ণমেন্ট মধ্যস্থতার প্রস্তাব করিলেন।^{১৩৮} ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের স্পষ্টবাদী অধ্যবসায়শীল দূতের ব্যবহারে বুঝা গিয়াছিল যে পেশোয়ার সম্বন্ধে আপনার আধিপত্য পরিত্যাগ করিতে, আমীর কোন মতেই স্বীকৃত নহেন।^{১৩৯} এই পক্ষপাতিত্বে সেই দূত

১৩৬। Compare Government to Capt. Wade, 16th Nov., 1837, and to Capt. Burnes and Capt. Wade, both of the 29th January, 1838. রণজিৎ সিংহের সিন্ধুদেশ অধিকারের কল্পনাও ইংরাজগণ সন্তুষ্ট ছিলেন না। আমীরগণের সহিত যে সকল পত্রাধি বিনিময় হইত, তাহাও স্বার্থবল্লক, অথবা গুপ্ত-বিষয়-প্রকাশক। অধিকন্তু তাঁহার যে আদৌ কোন ক্ষমতা ছিল না, পত্রগুলি তাহারই পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। (Government to Capt. Wade, 25th Sept, 13th Nov., 1837.)

১৩৭। রুবিয়ার নির্দিষ্ট রাজনীতি অথবা রুবিয়ার ক্ষমতা প্রতিহত করিতে, পারস্ত ও তুরস্ককে ইংলও সাহায্য প্রদান করিতেন;—তৎসম্বন্ধে রুবিয়ার মতামতের কোনরূপ উল্লেখ নিশ্চরোজন। খোরাসান ও তুর্কীস্থানে অসুস্থকিৎস প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে এবং ভারতে ইংরাজরাজ্যের উত্তরোত্তর বিস্তৃতি দেখিয়া, স্তায়সঙ্গত কোন সম্মেলনের কারণ না পাইলেও, তাঁহাকে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

১৩৮। Government to Capt. Wade, 31st July, 1837.

১৩৯। স্তার আলেকজান্ডার বারনেসের পক্ষপাতিত্বে দোস্তমহম্মদ আশা স্থাপন করেন। ইংরাজদিগের এই স্বপ্ন নেতার সহিত বাঁহারা স্থপরিচিত ছিলেন, এ বিষয় তাঁহাদের অবস্থিত নহে। অন্ততঃ, হুলতান মহম্মদের জন্য পেশোয়ার পুনরুদ্ধারকল্পে তাঁহার আশা ছিল;—তাহা ম্যাসনের স্বপ্নবৃত্তান্তে স্পষ্টই উল্লিখিত হইরাছে। (Masson's 'Journeys', iii. 423) দোস্ত মহম্মদ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের নিষিদ্ধ, শিখদিগের নিকট হইতে এই প্রদেশ অধিকারের যে যন্ত্রণা চলিতেছিল, স্তার আলেকজান্ডার বারনেসের প্রকাশিত পত্রে তাহা প্রকাশিত হইরাছে। (Letters of 5th Oct., 1837 and 26th Jan. and 13th March, 1838—Parliamentary papers) এ সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য গবর্ণমেন্ট যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা হইতে (dated 20th Jan, and especially of 27th April, 1838.) এবং মিঃ ম্যাসনের বিবরণ হইতেও এ বিষয় তাহা জানা যায়। (Masson's 'Journeys', iii. 423, 448) মিঃ ম্যাসনের বিবেচনায়, হুলতান বামুকে এ প্রদেশ প্রদান করিলে উচিত কার্যই করা হইত। কিন্তু সুলী মোহনলালের মতামতানুসারে (Life of Dost Mohomed, I,

শাসনকর্তা এক স্বযোগ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি শিখদিগকে বিশেষ ভয় করিতেন ; আমীর তাঁহার সহিত সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন, শিখদিগের আক্রমণ-ভয় নিবারণার্থ তিনি সেই ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু তিনি পারস্য সম্রাটের সহিত পুনরায় সন্ধি প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। ইংরাজদিগের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল, তাঁহার। পেশোয়ার প্রত্যর্পণ করিবেন, এবং রণজিৎ সিংহের হস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্ত ইংরাজগণ সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইবেন,—এই সকল আশায় তিনি রুমরাজ দূতকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। কান্দাহার-ভ্রাতৃগণের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া, শিখ সৈন্তের কাবুল আক্রমণের বিষয় প্রচারিত হইলে, দোস্ত মহম্মদ নিশ্চয়ই আপন অজ্ঞতা উপলব্ধি করিতে পারিতেন।^{১৪০} কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট তাঁহার এই শত্রুভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন, অথবা তাঁহাদের মনে সে ধারণা জন্মিল। এই সময়ে ভারতের রাজ্যচ্যুত কতিপয় যুবরাজ উত্তর প্রদেশীয় আক্রমণের পরম্পরাগত সংবাদ অবগত হইয়া, সে সংবাদ সযত্নে প্রচার করিতে লাগিলেন। তখন সমগ্র ভারত এক নূতন আশায় অল্পপ্রাণিত হইল ;—ইংরাজদিগের বিসদৃশ ও অপ্রিয় আধিপত্য বিনুগ্ন হইবে, এবং তাহার সমাধিক্ষেত্রে অপর একটি জাতি আধিপত্য বিস্তার করিবে ;—ইংরাজগণ সেই জাতির অধীনতা স্বীকার করিবেন।^{১৪১} কাবুল হইতে কাপ্তেন বারনেন্সের পুনরাহ্বানে এই ভ্রাম্যাক সংবাদ বহুল প্রচারিত হইতে লাগিল। ইহার ফলে, গুরুতর প্রতিঘাতের সম্ভাবনা অনিবার্য হইয়া উঠিল। এক্ষণে একতা-বিধানকল্পে সিদ্ধান্তে শান্তি স্থাপন আবশ্যক। সুতরাং বিজয়োল্লাসে মধ্য-এশিয়ার সমতলক্ষেত্রে অভিক্রম করিয়া সা-স্রজাকে তৎ-পিতৃসিংহাসনে করদল্পে প্রতিষ্ঠিত করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তাঁহাদের এই কল্পনা কার্যে পরিণত করিতে পারিলে, অভিপ্সিত উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইত ; ইংরাজগণ বিশেষ খ্যাতিলাভ করিতে পারিতেন ;—ইহা ইংরাজ নামের উপযুক্ত কার্য হইত।^{১৪২}

257 &c.) জানা যায়, পেশোয়ারে শিখদিগের আধিপত্য বিদ্যুত হওয়া অপেক্ষা, ভ্রাতৃগণকে ঐ প্রদেশ প্রদান করিলে, নিজ স্বার্থের অধিকতর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা—আমীর তাহাই মনে করিয়াছিলেন।

১৪০। কাপ্তেন ওয়েন্ডের মত এইরূপ। বাণিজ্য বিষয়ে, ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর ও ১৪ই মে তিনি যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে তাঁহার মত সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত রহিয়াছে ; কিন্তু নীতি-প্রাণী বিচলিত ভাবে অনুস্থত না হইলেও কিংবা সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী না হইলেও তাঁহার মত গৃহীত হইয়াছিল।

১৪১। তৎকালে লোকের মনে এই ভাব কতদূর বদ্ধমূল হইরাছিল, বাহারা সেই সময়ে ভারতীয় কার্যকলাপ পরিদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা ই তদ্বিষয়ে পরিচয় প্রদান করিতে পারেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ২-শ্রে আগষ্ট তারিখের গবর্ণর-জেনারেলের 'মিনিটে' এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

১৪২। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এই উপলক্ষে যে সংবাদে বিচলিত হইয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণের ক্ষুদ্র, ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ২২ই মে তারিখের গবর্ণর জেনারেলের 'মিনিটে' এবং সেই বৎসরের ১লা অক্টোবরের ঘোষণা পত্র উল্লেখযোগ্য। পার্লামেন্টের অন্তিমতঃ এই দুইটি বিষয়ই ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে গবর্ণর-জেনারেল, সা-হুজাকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিলেন না।^{১৪৩} কিন্তু চারি মাসের মধ্যে সেই ব্যবস্থাই গৃহীত হইল ; এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতে সেই বৎসর মে মাসে জার উইলিয়ম ম্যাগনাটন রঞ্জিং সিংহের নিকট প্রেরিত হইলেন।^{১৪৪} ভারতবর্ষের প্রবল শক্তির সাহায্যে সা হুজাকে সৈন্তের অধিনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, মহারাজ আপন উদ্দেশ্য সাধনের কর্তব্য পরিণত করিতে যত্নপর হইলেন। কিন্তু তিনি এই ব্যবস্থার তাঁহাদের সম্পূর্ণ মতানুযায়ী হইতে অস্বীকৃত হন ; পূর্বে মিত্রগণের সহকারিতায়ও তিনি বিশেষ বিবেচী ছিলেন। তাঁহাকে শিকারপুর লাভের সকল আশাই বিসর্জন দিতে হইবে ;—পরন্তু ইংরাজ শাসনের কঠোর নিয়মের অধীন থাকিয়া তাঁহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইবে ;—তাহাই ভাবিয়া তিনি সান্ত্বনয় ক্রুর ও ক্রুদ্ধ হইলেন। অকস্মাৎ আদিনা নগরের শিবির ত্যক্ত করিয়া তিনি কহিলেন,—ইংরাজ দূতগণ অবসর মত তাঁহার অনুবর্তী হইতে পারেন ; অথবা ইচ্ছা করিলে, তাঁহারা শিমলায় প্রত্যাবর্তনও করিতে পারেন। কিন্তু মহারাজ সংবাদ পাইলেন, তিনি যোগদান করুন, বা না করুন, কল্পিত ব্যবস্থা কার্যে পরিণত করা হইবে। তখন সেই সংবাদে সা-হুজার সহিত তাঁহার সন্ধির রূপান্তর বা পরিবর্তন সাধিত হইল। কিন্তু এই সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত মহারাজ সর্ব বিষয়েই নীরব ছিলেন। তখন বারুকজায়াদিগের প্রভুত্ব ধ্বংসের নিমিত্ত ত্রিপক্ষীয় সন্ধি সংস্থাপিত

১৪৩। Government to Capt. Wade, 20th January, 1838.

১৪৪। বস্তুতঃ সা হুজাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এত ব্যগ্র হওয়ার প্রধান কারণ এই যে, দোস্ত মহম্মদ, ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপন করা অপেক্ষা পারস্ত কিংবা রুশ-রাজের সহিত সন্ধি স্থাপন করাই বরং শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়াছিলেন। ইংরাজগণ যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, বখা সম্ভব রঞ্জিং সিংহকে তাহাতে পক্ষভুক্ত করাই—সার উইলিয়ম ম্যাগনাটনের লাহোর গমনের উদ্দেশ্য। (See among other letters, Government to Capt. Wade 15th May, 1838.) ২০শে মে তারিখে ইংরাজ দূত পঞ্জাবের অন্তর্গত রূপারে পৌছেন। কিছুকাল আদিনা নগরে অবস্থান করিয়া, পরে তিনি লাহোর অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ৩১শে মে রঞ্জিং সিংহের সহিত প্রথমবার ও ১৩ই জুলাই তাঁহার শেষ দেখা। সার উইলিয়ম ম্যাগনাটন ১৫ই জুলাই শতদ্রু পুনরায় অতিক্রম করিয়া লুধিয়ানায় পৌছেন ; এবং সা হুজাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সমুদায় সর্ব বন্দোবস্ত করিতে তাঁহার সৈন্য ও তৎপর দিবস অতিবাহিত হয়।

এই প্রতিনিধির আগমনের দুই মাস পূর্বে, রঞ্জিং সিং জাম্মু পরিদর্শন করেন। সম্ভবতঃ এই বোধ হয় তাঁহার প্রথম জাম্মু পরিদর্শন, অথবা ইহাই তাঁহার শেষ দর্শন। এই সময়েই বৃদ্ধ রাজা অকুশল, অবিমিশ্র স্বহৃৎ উপভোগ করিয়াছিলেন। সর্বপ্রকার রাজতন্ত্রের চিহ্ন প্রদর্শন করিয়া, গোলাপ সিং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন ; মহারাজের পদতলে নিপতিত হইয়া, চরিত্র হাজার পাউণ্ড মূল্যের উপঢৌকন (নজর) প্রদান করিয়া তিনি বলেন,—মহারাজের অধীনস্থগণের মধ্যে তিনি সকলের অধর ; বাঁহাঙ্গিকে মহারাজ অনুগ্রহ করিয়াছেন, এবং বাঁহারা মহারাজের বিশেষ প্রিয়পাত্র ভূক্ত্যে তিনিই বৃত্তান্ত। রঞ্জিং সিং অশ্রুবর্ষণ করিলেন ; কিন্তু অন্তঃপর তিনি সেখিতে পাইলেন যে জাম্মুতে পূর্বে প্রস্তর ও উপলব্ধও ক্ষয়িত্ব অতঃপরে কিছুই লক্ষিত হইত না, তথায় এক্ষণে নিচরই বর্ষব্যস্ত দৃষ্ট হইবে। Major Mackeson's letter to Capt. Wade, 31st March, 1838).

হইল।^{১৪৫} ইংরাজগণ দ্বিগুণ উৎসাহে দুই দিক হইতে একযোগে আকগানিন্হান আক্রমণের কল্পনা করিলেন। প্রথমতঃ সিদ্ধুর আমীরগণ, মিত্রতা-ব্যঞ্জক বা অধীনতা-নুচক প্রস্তাবিত সকল সন্ধিতেই ঘৃণা প্রকাশ করিতেন; হুতরাং কান্দাহার গমন কালে পশ্চিমধ্যে সা হুজা কর্তৃক তাঁহাদের ক্ষমতা ধ্বংস হওয়াই সুবিধা-জনক; দ্বিতীয়তঃ তৃত্তপূর্ব অধীশ্বরকে রণজিৎ সিংহের হস্তে অর্পণ করা, কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইল না; কারণ, রণজিৎ সিং ইংরাজদিগের উদ্দেশ্য সাধনে যত্নপর না হইয়া, বরং প্রলোভন-বশতঃ তাঁহাকে শিখ দিগের কার্যোদ্ধারেই নিযুক্ত করিবেন।^{১৪৬} অতএব এক্ষণে এই বন্দোবস্ত হইল যে, সা হুজা শিকারপুর ও কোয়েটার পথে যাত্রা করিবেন। এবং পাঞ্জাবের মহারাজ প্রেরিত সৈন্তের সেনাপতিরূপে সার পুত্র শেখোয়ারের পথ অবলম্বন করিয়া, কাবুল অভিমুখে অগ্রসর হইবেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ইংরাজ সৈন্ত কিরোজপুরে সমবেত হইল। ইংরাজ-রাজ প্রতিনিধি এবং শিখ-শাসন-কর্তার মধ্যে পরস্পর আতিথ্য বিনিময়ে, এই বিখ্যাত অভিযানের উদ্বোধনে অধিকতর আড়ম্বর উৎসব হইল।^{১৪৭} প্রকৃতপক্ষে রণজিৎ সিং সর্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন; তিনি

১৪৫। রণজিৎ সিংহকে বলা হইয়াছিল, যদি তিনি সন্ধি-সর্তে আবদ্ধ হইয়া যোগদান করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করা হইবে;—এ বিষয় রাজকীর সাধারণ কাগজ-পত্রাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। বহুকালব্যাপী বাহুব্বাসের সময়, সম্ভব-ভ্রমনার্থ কেবল এইরূপ যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল। আমার মনে হয়, ম্যাজর ম্যাকেনসন সংবাদ-বাহক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৪৬। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখের গবর্নর জেনারেলের “মিনিট” বা সংক্ষিপ্তসার, এবং ঐ মাসের ১৫ই তারিখে স্তার উইলিয়ম ম্যাগনাটনের প্রতি তৎপ্রদত্ত উপদেশাবলী দ্রষ্টব্য। এই আক্রমণে নিজ লভ্যাংশ-স্বরূপ কিছু পাইতে রণজিৎ সিং বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন। শিকারপুর প্রাপ্তি বিষয়ে বিপদের আশঙ্কা অধিক জানিয়া, মহারাজ জেলালাবাদ পাইতে অভিলାষী হইলেন। সৈন্তের ব্যয়ভার নির্বাহার্থ মহারাজ প্রকৃতপক্ষে প্রতি বৎসর সার নিকট দুই লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রাপ্ত হইতেন; অথচ এই কর প্রদানে গবর্নর-জেনারেল আদৌ সন্তুষ্ট ছিলেন না। (See letter of Sir William Macnaghten. 2nd July 1838) হুতরাং সেই সর্ব লোপ প্রাপ্ত হইল।

রণজিৎ সিংহকে কাবুল আক্রমণে উৎসাহিত করিয়া, আকগানিন্হানে একটি মিত্ররাজ্যের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার কল্পনা, অনেক দিন হইতেই চলিতেছিল। এইরূপ কল্পনায় অনেক বিষয়ে সুবিধার আশা ছিল। গবর্নর-জেনারেলের সংক্ষিপ্তসার (12th May, 1838) দ্রষ্টব্য। পার্লামেন্টের অমুমতিক্রমে, ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে যে প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়, এবং এই বিষয়ে স্তার উইলিয়ম ম্যাগনাটনের পত্র সম্বন্ধে মি. ম্যাসন বাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তৎসমুদয় হইতে গবর্নর জেনারেলের “মিনিটের” প্রত্বেকার কৃত সংক্ষিপ্তসার অনেক বিষয়ে অনৈক্য। সা হুজার পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যে সন্ধি হয়, চতুর্থ পরিশিষ্টে তাহা দ্রষ্টব্য।

১৪৭। এই উপলক্ষে অনেকবার সাক্ষাৎ হয়। তন্মধ্যে একবার এইরূপ আতিথ্য বিনিময় হইয়াছিল; তদ্বিষয়ের আলোচনা কর্তব্য। রণজিৎ সিং দুইটি রাত্দের বন্ধুত্ব একটি আত্মজের সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন,—আত্মজের রক্তাশ ও গীতবর্ণ পরস্পর এত মিশ্রিত যে, যদিও দুইটির আকৃতি বিবিধ, তথাপি প্রকৃতপক্ষে তাহার উভয়ই এক। লর্ড অকলাও উত্তরে কহিয়াছিলেন,—মহারাজের উপমা অতি স্মরণ; যেহেতু ইংরাজ ও শিখ উভয় জাতির জাতীয় বর্ণ বর্ণাক্রমে—রক্ত ও স্নিগ্ধবর্ণ। রণজিৎ সিংহও তদুত্তরে সেই ভাবে বলেন যে রক্তঃ, এই তুলনা অতি উপযোগীই হইয়াছে; কারণ উভয় শক্তির

উচ্চাকাঙ্ক্ষার চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিলেন; তিনি উন্নতির উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিয়া-
ছিলেন। তাঁহার কৃষিজীবী পূর্ব-পুরুষগণের প্রতি যে রাজ্যের অত্যাচার অসহনীয় হইয়া
উঠিয়াছিল, তিনি সেই রাজ্যের ভাগ্য-বিধাতা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন; এক্ষণে
ভারতের বিশেষীয় অধিপতিগণ, তাঁহাকে উচ্চাসনে স্থান দিয়া, তৎপ্রতি বিশেষ সম্মান
প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য গুরুতররূপে ভয় হইয়া আসিল। মহারাজ
বুঝিলেন, তিনি ইংরাজের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। হুজুরাং বে সকল
কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তৎসমুদয়ের স্বচাক্ষর সম্পাদনে তিনি বিশেষ উদ্যোগ প্রকাশ
করিতে লাগিলেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে, ইংরাজদিগের প্রতিনিধি কর্ণেল
ওয়েড সমভিষায়াহায়ে, সাজাদা তাইমুর লাহোর হইতে যাত্রা করিলেন। পেশোয়ারে
সম্ভিবদ্ধ সৈন্যদলকে একত্রিত করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল। পরিশেষে উপত্যকা
সমূহে বহুসংখ্যক সৈন্য শিবির স্থাপন করিল বটে; কিন্তু, রণজিৎ সিংহের পৌত্র তাহাদের
সেনাপতি পদে বরিত হইলেন। আফগানদিগের সম্রাটের সাহায্যার্থ মিত্র সংগ্রহে ব্যাপৃত
না হইয়া, তিনি লাহোরের পক্ষে মিত্র লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; হুজুরাং যুবরাজ
তাইমুর এবং ইংরাজ প্রতিনিধির সম্মিলিতভাবে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। ১৮৮৮ ক্রমে রণজিৎ
সিংহের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে লাগিল। তিনি এপ্রিল মাসে কান্দাহার অধিকারের সংবাদ
শুনিলেন। তথায় স্ব-পক্ষদলের বিলম্ব হওয়ায়, তাঁহার হতাশা প্রাণে পুনরায় এক নূতন
আশার সঞ্চার হইল : মহারাজ আনন্দে গদগদ হইলেন। তাঁহার মনে হইল,—এখনও
ইংরাজদিগের উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে। কিন্তু কাবুল সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হইতে না
হইতে গজনী অবরোধের পূর্বে, ২৭শে জুন তারিখে, ৫৯ উনবাট বৎসর বয়সে, রণজিৎ
সিংহের মৃত্যু হইল। আপন সৈন্যদ্বারা খাইবার পাশ উন্মুক্ত হওয়ায়, রণজিৎ সিং
অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে যুদ্ধের অংশভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে জয়লাভের আশা সমূলে
নিশূল হইল।

রণজিৎ সিংহের অভ্যুত্থান সময়ে পঞ্জাব কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্ভিবদ্ধ রাজ্যে বিভক্ত
ছিল। সেগুলিও ক্রমে হীনবল হইয়া আসিতেছিল। আফগান ও মারহাট্টাদিগের
উৎপীড়নে বিভিন্ন প্রদেশের অধিপতিগণ পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া রাজ্যাদি লুণ্ঠন করিত।
কিন্তু সকলেই ইংরাজদিগের অধীনতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল। তিনি বিভিন্ন ক্ষুদ্র

বহুত্ব আশ্রয়ের (আপেলের) দ্বারা উপায়ে ও তৃপ্তিকর। দ্বারা উইলিয়ম ম্যাগনাটন এবং বক্রি-
উদ্দিন অতি স্পষ্টরূপে এবং বিশেষভাবে বখাত্রমে ইংরাজী ও উর্দু ভাষায় তাহার অনুবাদ করিয়াছিলেন;
কি বলিবার সময়, কি লিখিবার সময়—সর্ব সময়েই উভয়েরই ভাষায় অধিকার ছিল।

১৮৮। See among other letters, Capt. Wade to Government, 18th Aug.,
1839, ক্যান্ডেন ওয়েডের দৈনিক কার্যকলাপের বিস্তৃত বিবরণ সম্বন্ধে লেকটিন্যান্ট বার্নের প্রকাশিত
'জরনাল' দ্রষ্টব্য; (Lt. Barr's published 'Journal'); তাঁহার দোতায় কুট-রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত
সম্বন্ধে মূলী সাহায্যত আলীর "শিখ ও আফগান" নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

রাজ্যসমূহ একত্রিত করিয়া একটা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রদেশ, তিনি বলপূর্বক কাবুল সম্রাটের নিকট হইতে অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্যকলাপে বাধা প্রদান করার কোন হেতুই ইংরাজগণ প্রাপ্ত হন নাই। তিনি দেখিলেন, অম্বারোহী সৈন্যই তাঁহার স্বদেশের সৈন্য-সজ্জা। তাহার সকলেই বীর ও সাহসী; কিন্তু কেহই জ্ঞানিত না যে, যুদ্ধবিদ্যা একটি শিক্ষার সামগ্রী। পঞ্চাশ সহস্র শিক্ষিত সৈন্য, পঞ্চাশ সহস্র হুসজ্জিত ক্ষেত্রপাল (yeomanry) ও সামরিক সৈন্য, এবং তিন শতেরও অধিক সংখ্যক যুদ্ধ-কামান রাখিয়া রণজিৎ সিং পরোলোক গমন করেন। প্রজাবৃন্দের প্রকৃতি অল্পসারে তিনি শাসনকার্য নিবাহ করিতেন। কিন্তু সামরিক নীতি ও রাজ্য-প্রসারণ ইত্যাদি সমবেত কার্যও তাঁহার রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। যখন শিখ রাজ্যের সীমা নির্দিষ্ট হয়, এবং তাঁহার প্রভুত্ব-ক্ষমতা বা প্রতিভা বিলুপ্ত হয়, তখন শিখ জাতির প্রচ্ছন্ন ভেজঃশক্তি, নিরবচ্ছিন্ন গৃহবিবাদে ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ১৪২

যখন লর্ড অকলাও রণজিৎ সিংহের অধিভিক্সেপে লাহোরে এবং অমৃতসরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন মহারাজের কথা বলিবার ক্ষমতা অতি অল্পই ছিল। তাঁহার শরীরের সামর্থ্যও কমিয়াছিল; ক্রমে তাঁহার বাকশক্তি লোপ প্রাপ্ত হইল; পরে তাঁহার ধী-শক্তিও অস্তহিত হইল। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে, নাওনিহাল সিংহ স্থানান্তরে ছিলেন; হুতরাং জাম্মুর রাজগণ অতি সহজেই গবর্ণমেন্টের সর্বপ্রকার ক্ষমতা বলপূর্বক গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন। সমগ্র সৈন্য সমবেত করা হইল; এবং মুমূর্ষু মহারাজের শিবিকা সৈন্য-শ্রেণীর পাখ

১৪২। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে, ক্যাপ্টেন মারে প্রতিগমন করিয়াছিলেন,—শিখদিগের রাজত্ব পরিমাণ, ২৫০ লক্ষ পাউণ্ড টালি-এর কিছু বেশী; সৈন্য সংখ্যা—৮২০০ আট সহস্র দুই শত। এতদ্ব্যতীত হারী পদাতি সৈন্য,—১৫,০০০ এবং কামানের সংখ্যা,—৩৭৬টি, (Murray's "Runjeet Singh" by Princep, p. 185, 186)। সেই বৎসর ক্যাপ্টেন বারণেসের হিসাব মতে হির হয়, শিখরাজের রাজত্ব পরিমাণ,—২৫০ লক্ষ পাউণ্ড; সৈন্য পরিমাণ ৭৫,০০০; ২৫,০০০ হারী পদাতি ইহার অন্তর্ভুক্ত। (Capt. Burnes, "Travel", i. 289, 291.) মিঃ ম্যাসনও ("Journey's", i. 430) সমপরিমাণ রাজত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে,—সৈন্য সংখ্যা ৭০,০০০; এতদ্ব্যতীত ২০,০০০ শিক্ষিত সৈন্য। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে মিঃ ম্যাসন কাবুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন; এই হিসাব সেই সময়ের বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে, লেফ্‌টেন্যান্ট কর্ণেল স্টিনব্যাক (Steinbach, "Punjab", p. 58) যে বিবরণ প্রদান করেন, তদনুসারে শিখ সৈন্যের পরিমাণ,—১,১০,০০০; ইহার মধ্যে ৭০,০০০ হারী সৈন্য। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের গবর্ণমেন্টের জন্য যে হিসাব সংগ্রহ করা হয়, সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ না হইলেও,—তাহাতে দেখা যায় যে, ৪০,০০০ চল্লিশ হাজারের অধিক সংখ্যক শিক্ষিত পদাতিক সৈন্য তৎকালে রণজিৎ সিংহের অধীনে ছিল; সর্বশ্রেষ্ঠ সৈন্য পরিমাণ ১,২৫,০০০; তাহাদের প্রায় ৩৭৫টি কামান ছিল। নির্দিষ্ট হিসাবের জন্য নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী দ্রষ্টব্য,—Calcutta Review, iii, 176; Dr. Macgregor's "Sikhs", ii. 86, and Major Smith's "Reigning Family of Lahore," Appendices, p. xxxvii; এ সম্বন্ধে প্রত্যেক কোন কোন বিষয়ে দৃষ্টিক; জাতির কোন স্থলে পরিমিতরূপ।

লাহোরের রাজত্ব হিসাব সম্বন্ধে দ্বিবিংশ পরিমিতি (App. xxii) এবং লাহোর সৈন্যের তালিকাভুক্তি, অরোবিন্দ পরিমিতি (App. xxiii) দ্রষ্টব্য।

দ্বিগুণ বহন করিয়া লওয়া হইল। ধীমান সর্বদাই মহারাজের জন্য শোক-চিহ্ন প্রকাশ করিতে ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল, তিনি যেন মৃত্যু নরপতির নিকট হইতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন; অস্বাভাবিক যাত্রাকালে, সময়ে সময়ে তিনি প্রচার করিয়াছিলেন যে, রণজিৎ সিং, খড়্গ সিংহকে তাঁহার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন; এবং তিনি বলিয়াছেন,—ধীমান সিংহই, রাজ্যের উজীর বা মন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।^{১৫০} সৈন্যসমূহ নীরবে তাহাতেই স্বীকৃত হইল;^{১৫১} পঞ্জাবে অভিনব ও অযোগ্য শাসনকর্তাকে অকপটভাবে যথারীতি অভিনন্দন প্রদানে, শিখজাতি অপেক্ষা সম্ভবতঃ বৃটিশ গবর্ণমেন্টই অধিকতর প্রয়াসী ছিলেন।

১৫০। Mr. Clerk's Memorandum of 1842 for Lord Ellenborough.

১৫১। রণজিৎ সিংহের ব্যক্তিগত আকৃতি এবং আচার-ব্যবহারের অনেক বিবরণ লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বোধ হয়, মারের “জীবনী” প্রিন্সেপের সঙ্কলন অধিকতর বিবৃত। (Princep's Edition of Murry's 'Life', p. 178 &c.) কিন্তু ক্যাপ্টেন অসবর্গের “দরবার ও শিবির” (Capt. Osborne's 'Court and Camp'), এবং কর্ণেল লরেলের “পঞ্জাববিজয়ী” (Capt Lawrence's Adventurer in the Punjab) এই দুই গ্রন্থে অনেক চিত্রযুক্ত বিষয় ও গল্প সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। মহারাজের দায়িত্ব বিষয়ে বতাই বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অনারবল মিস ইডেনের চিত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রাধান্যতঃ আদি অন্ধনই সঠিক এবং ভাবব্যঞ্জক। রণজিৎ সিং কিছু স্বর্বাঙ্গী ছিলেন। যুবাবসরে তিনি সর্বপ্রকার পৌরুষব্যঞ্জক ব্যারামেই বিশেষ পারদর্শী ছিলেন; কিন্তু বৃদ্ধবয়সে তিনি দুর্বল ও দুলাল হইয়া পড়েন। বাল্যকালে বসন্তরোগে তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট হয়; তাঁহার মানসিক শক্তির শ্রেষ্ঠ-গুণ-ব্যঞ্জক, তাঁহার ললাট উচ্চ, গুরু ও প্রশস্ত ছিল; কিন্তু সাধারণ প্রতিভাভিমে তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না।

অষ্টম পত্রিচ্ছেদ

মহারাজ রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হইতে জোয়াহীর সিংহের মৃত্যু ।

১৮৩৯—১৮৪৫

[পুত্র নাও নিহাল সিং কর্তৃক খড়গ সিংহের রাজ্যচ্যুতি ;—সেফটেনাণ্ট কর্ণেল ওয়েড এবং মি. ব্রার্ক ; —নাওনিহাল সিং ও জাম্মুর রাজগণ ;—খড়গ সিংহের মৃত্যু ;—নাও নিহাল সিংহের মৃত্যু ;—শের সিং মহারাজ বলিয়া ঘোষিত হন ; কিন্তু নাও নিহাল সিংহের মাতা রাজকীয় সর্বপ্রকার ক্ষমতা গ্রহণ করেন ; সৈন্যদলের বশ্যতা-স্বীকার এবং শের সিংহের ক্ষমতা লাভ ;—সৈন্যগণের রাজকার্যে হস্তক্ষেপ এবং সৈন্যদলের রাজ-নৈতিক সম্প্রদায় গঠন ;—ইংরাজগণের বাধাপ্রদানে অভিলাষ ;—শিখজাতির প্রতি ইংরাজগণের তাচ্ছল্য প্রকাশ ;—তীব্রতঃ শিখজাতি ;—চীনদেশীয়গণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত, এবং ইংরাজ কর্তৃক তাহাদের ক্ষমতা হ্রাস ;—কাবুলে ইংরাজ ;—জেনারেল পলকের অভিযান ;—সিখানওয়াল এবং জাম্মু পরিবারদ্বয় ;—শের সিংহের মৃত্যু ;—রাজা ধীরান সিংহের মৃত্যু ;—মহারাজ দলীপ সিং এবং উজীর হীরা সিংহের ঘোষণা প্রচার ; নিফল রাজদ্রোহ ;—পণ্ডিত জুলালের কার্য-কলাপ ও ব্যবস্থাবলী ;—হীরা সিংহের পদচ্যুতি ও প্রাণহণ ;—উজীর জোয়াহীর সিং ;—গোলাপ সিংহের বশ্যতা স্বীকার ;—পেশোয়ারা সিংহের বিরোধ ;—সৈন্যগণ কর্তৃক জোয়াহীর সিংহের নিধন সাধন ।]

হীনবল অকর্মণ্য খড়গ সিংহকে সকলেই পজাবের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিলেন । কিন্তু মৃত মহারাজের খ্যাতনামা পুত্র শের সিং আপন প্রেষ্ঠ স্বহ ও গুণাবলী প্রতিপন্ন করিয়া, বৃটিশ প্রতিনিধির চিত্তাকর্ষণ করিতে লাগিলেন ।^১ নামমাত্র রাজার ঔরসজাত পুত্র নাও নিহাল সিংহ সম্রাটের সকল কার্য-ভার স্বহস্তে গ্রহণের উদ্দেশ্যে, পেশোয়ার হইতে অনতিবিলম্বে লাহোরে আগমন করিলেন । অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক যুবরাজ, মন্ত্রী এবং জাম্মুর রাজগণ আন্তরিক স্তুতি করিতেন । কিন্তু মহারাজের দুর্বল চিন্তের উপর চৈত্র সিং নামক একব্যক্তি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ; খড়গ সিং বৃটিশ-রাজ-দূতের প্রভুত্বের উপর নির্ভর করিয়া স্বখে কালযাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন । স্তত্র্যং বাধ্য হইয়া উভয় পক্ষ পরস্পর সম্মিলিত হইল । তাহাদের প্রথম উদ্দেশ্য তেবোমদকারিগণের ধ্বংস-সাধন করা ; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, কর্ণেল ওয়েডকে স্থানান্তরিত করা । সেই কর্মচারি শিখদিগের স্বহাদিকার উদারভাবে ব্যাখ্যা করিতেন, এবং কিরূপে ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ পরিহার করা কর্তব্য, —তাঁহা বুঝাইয়া দিডেন : এই সমুদায় কারণে তিনি রণজিৎ সিংহের নিকট বিশেষ

১. Govt. to Mr. Clerk, 12th July, 1839. পেশোয়ারে কর্ণেল ওয়েডের অনুপস্থিতি কালে, তাঁহার স্থলাভিষিক্ত মি. ব্রার্ক, শের সিংহের দূতকে আবদ্ধ করেন ; পরে তিনি সাধারণভাবে গবর্নর জেনারেলের নিকট নিজ পত্র প্রেরণ করেন । তাহাতে আবশ্যকীয় সর্বপ্রকার অনুমতি প্রদানের জন্য সকল বিষয়ে উল্লিখিত হইয়াছিল । খড়গ সিংহই তাঁহার প্রভু :—শের সিংহকে এই কথা জানাইবার জন্য, লর্ড অকল্যান্ড অনতিবিলম্বে আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন ।

আদর ও সম্মান পাইতেন। ধোয়ান সিংহের মধ্যবর্তী মহারাজের সহিত সর্ব-প্রকার ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত স্থির করিতে হইবে,—মহারাজের ও প্রস্তাব তিনি অটলভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। আকগান রাজগণের সহিত ষড়যন্ত্রের লিগু হওয়ার মিথ্যা দোষে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া, তিনি অভ্যুত্থোচিত ব্যবহারে ভাবী উত্তরাধিকারীর বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। রূপারের দরবারে তিনি যেরূপ কাৰ্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে শিখজাতি মনে ভাবিত,—তিনি ষড়ঙ্গসিংহের নিকট প্রতিভু-স্বরূপ রহিয়াছেন। তাঁহার উপস্থিতিতে সকলেই বিম্বেষ ও ঘৃণা প্রকাশ করিত; কেহ কেহ ইংরাজদিগের প্রস্তাবে অমুমোদন করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ছিল। অথচ লাহোরের অধীশ্বর বাহাতে গবর্ণর-জেনারেলের অমুমিত বিষয়গুলি রীতিমত সম্পন্ন করেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে সেই সকল ব্যক্তি একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিত। কর্ণেল ওয়েডের বাধা-প্রদানে বা অনধিকার-চর্চায় তাহারাও ভীত হইয়াছিল।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর প্রাতঃকালে যুবরাজ ও মন্ত্রী অতি উশুষ্কভাবে মহারাজ-প্রাসাদসম্পর্কীয় পারিবারিক মর্যাদা নষ্ট করিলেন। অতি নৃশংসতার সহিত পারিবারিক নিয়ম ভঙ্গ হইল। ভীত, চকিত প্রভৃ কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই, চৈয় সিংহকে হত্যা-করা হইবে, সেই সংকল্পে তাঁহাকে জাগ্রত করা হইল।^২ কর্ণেল ওয়েডকে স্থানান্তরিত করায়, পঞ্জাব অতিক্রম করিয়া ব্রিটিশ-বাহিনী পরিচালনার সুযোগ উপস্থিত হয়। কর্ণেল ওয়েডের স্থানান্তর গমনের সঙ্গে সঙ্গে অল্প উপায়ে ব্রিটিশ সৈন্য পরিচালনার ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত স্থিরীকৃত হইল।

গবর্ণর-জেনারেল এক কল্পনা স্থির করিলেন। ইতিপূর্বে বহুসংখ্যক ভারতীয় ইংরাজ-সৈন্য সা-সুজা সমভিব্যাহারে কাবুল গমন করিয়াছিল। তাহারা বোলান পাশের মধ্য দিয়া প্রত্যাবৃত্ত না হইয়া, পেশোয়ারের মধ্য দিয়া প্রত্যাগমন করিবে, গবর্ণর-জেনারেল তাহা স্থির করিয়াছিলেন। গবর্ণর জেনারেল লাহোরে রণজিৎ সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করেন; তখন পত্রাদি বিনিময়ে এ বিষয় স্থস্থির না হইলেও, মহারাজ মৌখিক ব্যবহারে এ প্রস্তাবে সন্মত হইয়াছিলেন।^৩ মহারাজের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জগ্ন, নূতন মহারাজের অভিনন্দন মানসে, এবং সর্বশেষে গজনী বিজয়ীদিগের সহিত লর্ড কীনের প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে ব্যবস্থা স্থির করিতে, ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মি. ক্লার্ক দূত রূপে প্রেরিত হইলেন। যুবরাজ এবং মন্ত্রী পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ছিল; অধিকন্তু ক্ষমতা লাভের জন্য উভয়ে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই পঞ্জাবের কেন্দ্রস্থলে ব্রিটিশ সৈন্যের

২। নাও নিহাল সিং এবং গোলাপ সিংহের জাতীয় উপস্থিতি সন্দেহে, গোলাপ সিং ষষাই শোকাবহ ব্যাপারের অগ্রণী হন; তিনিই এই শোকাবহ কার্যের অভিনেতা। লাহোরে একগু ভাড়াচারীর—একগু বাড়িচার সম্ভব হইতে পারে, তজ্জন্য লাহোর দরবারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের দ্বংখ প্রকাশ করিতে, কর্ণেল ওয়েড আগমন করেন; (Government to Col. Wade, 28th Oct, 1839) ষড়ঙ্গ সিংহের পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রম সময়ের ঘটনা উল্লেখ করিয়া, সতীরাহ প্রথা ইংরাজদিগের অনুমোদিত নহে, ষড়ঙ্গ সিংহের নিকট মি. ক্লার্ক তাহা প্রকাশ করিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন।

৩। Government to Mr. Clark, 20th Aug. 1839.

উপস্থিতিতে সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তাঁহাদের ভয়,—সৈন্যদল কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়া অপরের ক্ষংস সাধন করিবে; অথবা ঘৃণিত খড়্গা সিংহের সাহায্য উভয় পক্ষের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবে। কিন্তু সৈন্যদলের প্রবেশাধিবার সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইতে পারে না, অথবা তাহাদের গতিরোধ করা যাইবে না। তাঁহারা ডেরা-ইসমাইল খাঁর দুর্গম পথে ইংরাজ সৈন্যের প্রভ্যাগমনের পথ নির্দেশ করিলেন; এবং তাঁহারা বিজ্ঞতার সহিত যে পথ নির্দেশ করিলেন, তাহাতে রাজধানী নিরাপদ রহিল। ইংরাজগণ প্রভিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, ভবিষ্যতে ইংরাজ সৈন্য আর কখনও শিখ রাজ্যের মধ্য দিয়া গমন করিবে না।^৪ শিখ-শাসনকর্তৃগণ এই নূতন সন্ধি ব্যবস্থাপকের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। সেই কার্যকুশল এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারী সকলেরই বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। পরিবর্তনের ফলে, কোন নূতন বিষয় উৎপত্তি অনিবার্য। যখন শিমলায় দূত প্রেরিত হয়, তখন গোপন অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় যে, কর্ণেল ওয়েড স্বয়ং লাহোরের শাসন-কর্তৃগণের বিরাগভাজন হইয়াছেন। তৎসম্বন্ধে লর্ড কীনের নিকট উপযুক্ত পরি ক্রমাগত অভিযোগ হইতে লাগিল; মহারাজের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হেতু, তিনি কয়েকদিনের জন্য সৈন্য পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।^৫ ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কর্ণেল ওয়েড কাবুল হইতে প্রভ্যাগমন করেন; সেই সময়ে তিনি শিখ-রাজধানীতে উপনীত হন। তখন অনেকেই খড়্গা সিংহের প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করিতেছিলেন; অথবা খড়্গা সিং বাহাতে প্রভূত-ক্ষমতা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তৎপক্ষে অনেকেই উত্তোষী ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই কর্ণেল ওয়েডকে ঘৃণা করিতেন। খড়্গা সিং তাঁহাদের হস্ত হইতে মুক্তি লাভের আশায়, পাছে চির-শত্রুর আশ্রয় গ্রহণ করেন,—এই আশঙ্কায়, ধর্মাহুষ্ঠানের ভাণ করিয়া তাঁহারা খড়্গা সিংহকে দূরে রাখিলেন; কর্ণেল ওয়েডের সহিত তাঁহার দেখা হইল না।^৬

আকগানিস্থান আক্রমণকারী একদল ইংরাজ সৈন্য পরিশেষে আকগানিস্থানে স্থাপিত হইল। তখন বুঝা গেল, সাহায্য প্রদান ব্যতীত সা-সুজা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। স্থায়ী-সৈন্যসমূহের নানাবিষয়ে অভাব হইতে লাগিল। স্বতরাং ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে লুধিয়ানায় কর্ণেল ওয়েডের কার্যভার গ্রহণের পর, কাবুলে প্রেরণের

৪। Mr. Clerk to Government, 14th Sept 1839. ইংরাজ সৈন্য পুনরায় শিখ-রাজ্যের মধ্য দিয়া গমন করিবে না,—এইরূপ নিশ্চয়তা প্রদানে গভর্নর-জেনারেল সন্তুষ্ট হন নাই। (Govt to Mr. Clerk, 4th Oct. 1839)

৫। See particularly, Government, to Col. Wade, 29th Jan. 1840, and Col. Wade to Government, 1st April, 1840.

৬। Compare Moonshie Sahamut Alee's 'Sikh's and 'Afghan's', p. 543 &c.; খড়্গা সিংহের প্রতি ইংরাজগণ যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে ৪৪৫ পৃষ্ঠার “নোট” যে মন্তব্য প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই স্মরণ্য; ইহা যে কাপ্তেন ওয়েডের স্বহস্তলিখিত—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদি কর্ণেল ওয়েড, গভর্নর-জেনারেলের সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ও অনুগ্রহভাজন হইয়া থাকিতে পারিতেন, তাহা হইলে, পক্ষাবের পরবর্তী ইতিবৃত্ত উৎকৃষ্ট না হইলেও, বর্তমান বৃত্তান্ত অপেক্ষা স্বতন্ত্র হইত। বৃটিশ-রাজ-প্রতিনিধি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বিশ্বাসী, স্মরণরায়ণ এবং বহুজ্ঞ হইলে, একাশাভাবে বাধা না দিয়াইয়াও, ভারতীয় রাজসরকারে তিনি এ কার্য সম্পন্ন করিতে পারিতেন।

জন্য খাণ্ডামগ্রী এবং অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতি সাময়িক সাজ-সজ্জা সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। সেই সকল দ্রব্যজাত ও সৈন্যদলের রক্ষার্থ, একদল সিপাহী সৈন্য প্রহরী-স্বরূপ প্রেরণ করিবার প্রস্তাব উপস্থিত হইল; কিন্তু শিখ-মন্ত্রী ও ভাবী উত্তরাধিকারী উভয়ে বলিলেন যে, কয়েক মাস পূর্বে যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে, তৎসর্তাহুসারে এরূপ কার্য কখনও হইতে পারিবে না। ভূতপূর্ব ইংরাজ-প্রতিনিধির প্রতি তাঁহারা বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিলেন; এক্ষণে বিদেশীয় সৈন্যের গমনাগমনের জন্য দেশ রাজপথে পরিণত করার প্রস্তাবে, তাঁহারা আরও কুপিত হইলেন; সকলেই একবাক্যে সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিল। প্রধানতঃ কর্ণেল ওয়েডের দুর্নাম রটনায় এবং তাঁহার অপমানের জন্য বিচ্ছিন্ন রুটিশ সৈন্তের সাজ-সজ্জা যুদ্ধোপকরণাদি প্রেরণের উদ্যোগে বাধা প্রদানে সাহসী হইল। এক্ষণে কাবুল অভিমুখে গমনের জন্য স্তব্ধ পথ সর্বদা উন্মুক্ত রাখিবার আবশ্যকতা গবর্নর-জেনারেল উপলব্ধি করিতে পারিলেন; লাহোরেব কলহপ্রিয় বিভিন্ন দলের তৃপ্তি বিধানের জন্য তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া, তথা হইতে প্রতিনিধিকে স্থানান্তরিত করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু খায়ান সিং এবং যুবরাজ উদ্দেশ সাধনে হতাশ হইলেন। সন্ধীন-হস্ত প্রহরী সৈন্তদ্বিগকে স্বপথে অগ্রসর হইতে কোনরূপ বাধা প্রদান করিলেন না; তখন গবর্নর জেনারেল তাঁহাদের প্রস্তাব অহুমোদন করিলেন।^১ ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের প্রারম্ভে মি ক্লার্ক, পঞ্জাবের সহিত ইংরাজদিগের সহস্র-স্থাপন সম্পর্কীয় কার্যভার প্রাপ্ত হইলেন। তিনি শিক্ষিত এবং বহুগুণে ভূষিত ছিলেন; আবশ্যকীয় সাময়িক কার্যাদি সম্পাদনের তিনিই একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। সিদ্ধদেশ শাসনাধীনে রাখিয়া যখন আফগানিস্থান আক্রমণ করাই অভিপ্সিত হইয়াছিল, তখন যে কারণে কর্ণেল ওয়েডের দৌত্যকার্য সর্বশ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান বলিয়া অহুমিত হয়, এক্ষণেও সেই কারণেই মি. ক্লার্কের দৌত্যও ভারতে ইংরাজদিগের অনিশ্চিত শাসন-নীতির পক্ষে বিশেষ মঙ্গল-বিধায়ক হইয়া উঠিল। বস্তুতঃ, কর্মচারিত্ব উভয়েই তৎসাময়িক শিখ শাসনবর্জগণের বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। পঞ্জাব গবর্নমেন্টের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় এবং ইংরাজদিগের স্বার্থনীতির বশবর্তী হইয়া তাঁহারা সকল কার্য নির্বাহ করিতেন,—তখন সর্ববিষয়ে সেইরূপ ভাবই প্রকাশিত হইত।

এইরূপে শিখ-শাসনকর্তা এবং গবর্নর জেনারেল উভয়েই তৎকালিক উদ্দেশ সাধন করিলেন। একপক্ষে মহারাজ উচ্চাভিলাষী পুত্রের তেজস্বীতায় ও বিজয়লাভে অত্যধিক ভীত হইলেন; অন্যপক্ষে পঞ্জাব প্রদেশে রুটিশ সৈন্যের অবাধ গতিবিধিতে তিনি বিশেষ চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। দক্ষিণ এশিয়ার সহিত ইউরোপের গচ্ছিতাংশকে বন্ধুত্বের

১। এই সময়ে গবর্নর-জেনারেল কলিকাতায় গমন করিতে ইচ্ছা করেন। তৎকাল শিখদিগের প্রিয় এবং নিজে অগ্রগ্রহভাজন একজন প্রতিনিধিকে সীমান্ত প্রদেশের কার্য নির্বাহের জন্য নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন। তৎকালে লাহোরে বাঁহারা আধিপত্য লাভ করিতেছিলেন, তাহাদের মনোভাবের জন্য একজন উপযুক্ত লোক সেই কার্যে নিযুক্ত হয়,—ইহাই গবর্নর-জেনারেলের বাসনা। (Government to Capt. Wade, 29th Jan. 1840.)

চিরস্থায়ী বন্ধনে আবদ্ধ করিবার কল্পনা তাহাতে কার্যপরিণত হওয়া সম্ভব, সেই ভাবনায় তিনি আকুল হইলেন। অতঃপর নিকট-সম্পর্কীয় ও অভ্যাবস্ত্রকীয় অপর্যাপক কতকগুলি বিষয়ে ব্যবস্থা-বিধানের উভয় পক্ষের দৃষ্ট সঞ্চালিত হইল। সিদ্ধনদে বাণিজ্য পোত পরিচালনার জন্ত ইংরাজগণ, অধিকতর সুবিধাজনক বাণিজ্য-নীতি অমুসরণ করিলেন। সিদ্ধনদের উপকূলে একটি বন্দর নিৰ্ম্মাণের জন্ত তাহারা পুনঃ পুনঃ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। তাহাদের মনে হইল, এই বন্দর সম্বন্ধেই বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিবে।^৮ যে সকল বাণিজ্য পোত সিদ্ধনদ ও শতজুতে গমনাগমন করিত, ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে, তাহাদের উপর কর নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে শিখগণ, ইংরাজদিগের পরিবর্তনশীল মতের অমুসরণ হইল না; পণ্য বোঝাই পোতের উপর কর ধার্য না করিয়া, পণ্যের মূল্যানুসারে নির্দিষ্ট হারে তাহারা নিজেই বাণিজ্য শুদ্ধ স্থাপন করিল।^৯ এইরূপ নিয়ম অমুসৃত হওয়ায়, আর এক নতুন প্রথার সৃষ্টি হইল;—বাণিজ্যপোত অমুসন্ধানের ফলে, বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে বাণিজ্য তরঙ্গীর উপর পুনরায় পরিবর্তিত হারে কর সংস্থাপিত হইল; কিন্তু এবারে খাজদ্রব্য, কাঠ এবং পাখুরিয়া চূণ বোঝাই বাণিজ্য তরঙ্গী এ নিয়মের বহির্ভূত বলিয়া, তাহাদের উপর শুদ্ধ ধার্য হইল না।^{১০} কিন্তু গবর্নমেন্টের শত চেষ্টা সত্ত্বেও, বৃহৎ সৈন্ত দলের আকস্মিক সাহায্য প্রাপ্ত হইলেও, সিদ্ধনদের বহুমূল্য বাণিজ্য প্রথা প্রবর্তিত করিবার আশা এ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ফলবতী হয় নাই। এতৎসম্বন্ধে কতকটা কারণ এই হইতে পারে যে,—প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধনদে ও আকগানিস্থান মোটের উপর অমুসরণ প্রদেশ; তথায় অর্ধ অসভ্য জাতির বাস; তাহাদের অভাবও সামান্য, আয়ও অতি অল্প। দ্বিতীয় কারণ এই যে, বহু-কালাবধি ভূ-ভাগীয় বাণিজ্যে অনেক মূলধন ব্যয়িত হইয়াছিল; উত্তর ও দক্ষিণ ভারত পরস্পর সেই বাণিজ্য-মুদ্রে গ্রথিত ছিল। রাজপুতানায় প্রাচীন জনপদ সমূহে এবং মালোয়ার উর্বর প্রদেশেও এই বাণিজ্য কার্য চলিত; সেই বাণিজ্য প্রভাবে বহুসংখ্যক

৮। Government to Mr. Clerk, 4th May, 1840. সিদ্ধনদে বাণিজ্য-পোত পরিচালনার কল্পনা স্থির করিয়া, উপকূল স্থানে বৃহৎ একটি বাণিজ্য বন্দর নিৰ্ম্মাণ করিবার উদ্দেশ্যে ইংরাজগণ বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। (Government to Capt. Wade, 5th Sept. 1836,)

৯। Mr. Clerk to Government of India, 19th May and 18th Sept. 1839, and Government to Mr. Clerk, 20th Aug. 1839. For the Agreement itself, see Appendix vi.

১০। Mr Clerk to Government, 5th May, and 15th July, 1840. For the Agreement itself, see Appendix xvi. বস্তুগুলি কাঠ মধ্যে পরিগণিত হইবে কিনা, এ সম্বন্ধে পরবর্তী সময়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণের সহিত সময়ে সময়ে বাধামুবাদ হইত। ধান চাউল শস্যাদির “(Grain)” অন্তর্ভুক্ত কিনা, তদ্বিবরণেও অনেক তর্ক-বিতর্ক চলিত; ভারতে এইগুলি শস্যাদির অন্তর্ভুক্ত নহে। উক্ত “Corn” শব্দের বিলাতে নির্দিষ্ট অর্থ থাকার, আধুনিক শব্দ “Bread-stuff” বা ‘খাদ্য দ্রব্য’ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

উষ্ট্র ও কৃষ্ণবর্ণ মেঘপালক জাতির জীবিকা-সংস্থান হইয়াছিল। যে রাজ্যে বহুকাল হইতে রাজনৈতিক বিবাদ-ব্যবচ্ছেদ চলিয়া আসিতেছে, তৎকালকার বিজ্ঞ ব্যবসায়ীগণের চির-প্রচলিত পরিমিত প্রথার পরিবর্তন সাধন করা সময় সাপেক্ষ; স্বভ্রাতা ইংরেজোচিত বৃদ্ধি ও বিচার-শক্তির পরিবর্তে প্রাচ্য-গৌরবের কেন্দ্রস্থলরূপে এক বাণিজ্যবন্দর প্রতিষ্ঠার কল্পনা, ঘোষণা দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল।^{১১}

জাম্মুর কমতাশালী রাজার ধ্বংস সাধন করাই নাও নিহাল সিংহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; জাম্মু-রাজ সমুদায় রাজশক্তি গ্রহণ করিতে বাসনা করিয়াছিলেন; পঞ্জাবের বিভিন্ন প্রদেশে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য তাঁহার অধিকারে ছিল। তদ্ব্যতীত ইরানী ও বিজন্তা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী পার্বত্য জনপদ সমূহে এবং লুদাকে তিনি আংশিকরূপে শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেন। মাণ্ডি এবং কান্দ্রার পারিপার্শ্বিক রাজপুত্র-রাজগণ স্বীকৃত রাজস্ব প্রদানে পুনঃপুনঃ বিলম্ব করিতেন। সেই অছিলায় জাম্মুরাজ পূর্ব-প্রদেশীয় পার্বত্য রাজ্যে বহুসংখ্যক সৈন্ত প্রেরণ করিলেন। এই দুর্গম পর্বতশ্রেণী মধ্যে তাঁহার সৈন্তদল গুরুতর বাধা প্রাপ্ত হইল; স্বভ্রাতা বাধ্য হইয়া তিনি পুনঃপুনঃ অতিরিক্ত সৈন্ত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তিনি জাম্মুর উত্তর-পূর্বাংশে একদল সৈন্ত স্থাপন করিলেন; এই সৈন্তদল লাহোর হইতে আগত সৈন্তের সহিত সমবেত হইয়া, পরস্পর সাহায্য করিতে পারিবে—তাহাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। সুচতুর সেনাপতি ভেণ্টুরা এবং রণকুশল যুবকরাজা অজিৎ সিং সিদ্ধানওয়ালা, এই সৈন্তসমূহের সেনাপতি মনোনীত হইলেন। কিন্তু কেহই রাজা দীওয়ান সিংহের মজলাকাখী কিংবা তৎপ্রতি অমুহুরিত ছিলেন না।^{১২} স্বভ্রাতা সেই রাজগণকে সম্পূর্ণ আত্মত্যাগীনে রাখা সম্বন্ধে অপরিণত-বয়স্ক যুবরাজের কল্পনা বিশেষ সমীচীন বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু ক্রমবর্ধিত লাহোররাজ্যের এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কাবুল রাজ্যের সীমা নির্দেশ সম্বন্ধে ইংরাজকর্তৃপক্ষীয়গণের সহিত বিবাদ উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহার সকল মন্ত্রণাই বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। এই সময়ে দোস্ত মহম্মদ সৈন্তাভিযানে প্রস্তুত হইতেছিলেন; সেই আক্রমণ ভয়ে ধোঁরাসানের ইংরাজ-শাসনবর্ত্তগণ কম্পিত হইলেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার যে শত্রুভয়ে ভীত হইয়াছিলেন, সেই শত্রুর আত্মসমর্পণের পথ স্বগম হইয়া আসিল। দোস্ত মহম্মদ খাঁর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছেন, এহং কলহপ্রিয় রাজগণকে সা-সুজার অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিতে উৎসাহিত করিতেছেন,—যুবরাজ সেই অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইলেন; ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার আরও মনোমালিন্য ঘটিল। সে সকল রাজ্যের

১১। বাহা হউক, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে জলন্ধর-দোয়াব রাজ্যভুক্ত হইলে, পুনরায় সমীক্ষা আরম্ভ হয়। তখন সকলেরই আশা ছিল যে, হুসিয়ারপুর বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল স্বরূপ হইবে; কিন্তু সে আশাও বিফল হয়। ইংরাজ শাসনের ভাবী উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া, অনেক সম্ভব ব্যক্তির অপূর্ণ আশার নানা নিদর্শন ভারতের সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজ-শাসনে বস্তুতঃই বিবিধ নীতি এবং আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা সত্য; কিন্তু অতি ধীরে এবং পরিশ্রম সহকারে বিবিধ উপায়ে শাসনপ্রণালী প্রবর্তন করা আবশ্যক।

১২। Compare Mr. Clerk to Government, 6th Sept. 1840.

বিষয় সন্ধিপত্রে উল্লেখিত হয় নাই, অথবা যাহা প্রকাশ্যরূপে লাহোরের অধিকারভুক্ত নহে সা-সুজা সেই সকল রাজ্যের অধিকার-স্বত্বের দাবী করিলেন। সা-সুজার কার্যে যে সকল ইংরাজকর্মচারিগণ বাপুত ছিলেন, তাঁহারাও যে বিজেতা শিখদিগের স্বত্ব অপেক্ষা, দুরাশি-দিগের স্বত্বই অধিকতর বলবৎ বিবেচনা করিয়াছিলেন,—তাহাও অস্বীকার করিতে পারা যায় না। পঞ্জাব গবর্ণমেন্টের মতামতসারে, পেশোয়ার প্রদেশ ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সা স্বত্ব-রূপে সমর্পণ করিয়াছিলেন; এবং ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি সর্তীকৃত্যসারে তাহাতে লাহোরা-ধিপতির স্বত্বাধিকার জন্মিয়াছিল; এক্ষণে পার্শ্বকা-বিধায়িনী নদীর তীর-ভূমিতে সেই প্রদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করার প্রস্তাব চলিতে লাগিল।^{১৩} নাও নিহাল সিংহের মোহরাস্থিত দলিলাদি প্রদর্শিত হইল; দোস্ত মহম্মদকে অকীকৃত অর্থ সাহায্য প্রদানের বিষয়ও তাহাতে উল্লেখিত ছিল। বিশ্বাসঘাতকতা-মূলক সকল অভিযোগই দূর হইল বটে; কিন্তু তাঁহার নামস্থিত মোহর জাল সাব্যস্ত হইল। পঞ্জাবের বৃটিশ রাজপ্রতিনিধি স্বীকার করিলেন,—অপ্রকাশ ও রাজদ্রোহমূলক উপায়াবলম্বন করা, স্বাধীন ও অকপট সরল বিশ্বাসী শিখগণের স্বাভাবিক বৃত্তি নহে।^{১৪} এই সময়ে খিলজী-বংশীয় রাজোদ্রোহি-গণ পেশোয়ারের সন্নিকটে কোহাট নামক স্থানে সুলতান মহম্মদের জায়গীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল; তাহারা নিকটবর্তী হওয়ায়, স্বেচ্ছাচারী সা এবং তাঁহার সাম্যনীতি অস্ব-সরণকারী মিজ ইংরাজদিগের বিসদৃশ শাসনকার্যে বিঘ্ন ঘটয়াছিল। বারুকজায়ী শাসন-কর্তা সুলতান মহম্মদ খাঁ, তাহাদিগকে বন্দী করিয়া লুণ্ঠিয়ানায় প্রেরণ করিতে বাধ্য হইলেন।^{১৫}

এক্ষণে দেখা গেল, নাও নিহাল সিং ইংলণ্ড হইতে যে বিপৎপাতের আশঙ্কা করিয়া-ছিলেন, সে সকল দুরীভূত হইয়াছে। এক্ষণে তিনি পিতামহের প্রিয়তমগণের সীমাতিক্রান্ত ক্ষমতার উচ্ছেদ-সাধনে উদ্যোগ করিতেছেন। এই সময়ে মহারাজের মৃত্যুকাল ক্রমেই নিকটবর্তী হইতেছিল। বিশ্বস্তস্বত্বে অবগত হওয়া যায় যে, অতিরিক্ত মাদকদ্রব্য সেবনে এবং পুত্রের কু-সম্মানোচিত নিষ্ঠুরতায়, অভ্যন্তরকাল মধ্যেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন; কিন্তু এরূপ অযোগ্য ও দুর্বলচেতা শাসনকর্তাকে কেহই গ্রাহ্য করিত না। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের এই নভেম্বর তারিখে ৩৮ বৎসর বয়সে খজা সিংহের

১৩। See particularly Sir Wm. Macnaghten to Government, 24th, Feb. and 12th March, 1840.

১৪। Government to Mr. Clerk, 1st Oct. 1840, and Mr. Clerk to Government, 9th Dec. 1840. কর্ণেল টিনবাকের গ্রন্থও দ্রষ্টব্য। ('Punjab,' p. 23) তিনি বলেন যে, ইংরাজদিগের উচ্ছেদ সাধন মানসে, যুবরাজ নেপাল এবং কাবুলের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু তিনি হয়তো ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, জাম্বুর রাজগণকে ক্ষমস করিয়া, পঞ্জাবের অধিপতি হওয়াই, নাও নিহাল সিংহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

১৫। Government to Mr. Clerk, 12th Oct., and Mr. Clerk to Government, 14th May, 10th Sept. and 24th Oct. 1840.

মৃত্যু হয়। তাঁহার বয়স অধিক না হইলেও, তিনি অকালে বৃদ্ধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, নাও নিহাল সিং, রাজা বলিয়া বিবোধিত হইলেন, এবং রাজশক্তি অধিকার করিয়া বসিলেন। কিন্তু যে দিন মনিমানিকাধচিত চাকচিক্যশালী রাজমুকুটে তাঁহার মস্তক পরিশোভিত হইল, সেই দিনই তিনি নিহত হইলেন। তিনি তাঁহার পিতার অস্বাভাবিক চিতা-সজ্জার শেষ অনুষ্ঠান সম্পাদন করিয়া, গোলাপ সিংহের জ্যেষ্ঠ, পুত্রের সহিত সিংহদ্বারের মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলেন; এমন সময় সেই অট্টালিকার কতকাংশ ভাঙিয়া পড়িল; মস্তক ভ্রাতৃপুত্রের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইল; নাও নিহাল সিং এত গুরুতর আঘাত পাইলেন যে, কিছুকাল অজ্ঞানবস্থায় থাকিয়া রাতেই প্রাণত্যাগ করিলেন। নাও নিহাল সিংহকে নিহত করিবার জন্য জাম্মু ও কাশ্মীর রাজগণ এইরূপ অভিসন্ধি করিয়াছিলেন কিনা,— তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। কিন্তু তাঁহাদিগকে এ দোষ হইতে মুক্ত করা, নিতান্ত দুঃসাধ্য; এ পাপকার্য যে তাহাদের দ্বারা সম্ভব, তাহাও নিশ্চিত। আত্মরক্ষাই দোষখালনের একমাত্র হেতু। কারণ। যুবরাজ তাঁহাদিগের অবনতির জন্য, এবং সম্ভব-পর হইলে, তাঁহাদিগের ধ্বংস-সাধন-কল্পে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।^{১৬} এইরূপে বিংশতি বৎসর বয়সে; নাও নিহাল সিং নিহত হইলেন; সফলেই আশা করিয়াছিল, তিনি একজন সুদক্ষ ও বীর্যবান শাসনকর্তা বলিয়া পরিচিত হইবেন। যদি অকালে তাঁহার জীবন সংহার না হইত, এবং স্বার্থ-নীতি অনুসারে যদি ইংরাজগণ তাঁহাকে কতকাংশে অগ্রণী বলিয়া স্বীকার না করিতেন, তাহা হইলে সিদ্ধদেশ ও আফগানিস্থানে তাঁহার ক্ষমতা বিস্তৃত হইত। এমন কি, হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়াও তিনি আশন লালসা পরিতৃপ্তির প্রচুর সুযোগ পাইতেন। পরিশেষে হয়তো আত্মসম্মতি করিয়া বলিতেন, ভারতের নবজীবন প্রাপ্ত কৃষীজীবগণ কর্তৃক মামুদ এবং তাইমুরের লুণ্ঠনের ও অভ্যাচারের সম্পূর্ণ প্রতিকূল প্রদত্ত হইয়াছে।

শিখ-রাজমন্ত্রী এবং ইংরাজ রাজপ্রতিনিধি সংস্রভাব সম্পন্ন বিষয়াসক্ত শের সিংহকে পঞ্জাব সিংহাসনাধিরোহণের একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করিলেন। যখন মহারাজের মৃত্যু হয়, এবং তৎপুত্র নিহত হন, তখন শের সিং স্থানান্তরে ছিলেন; এক্ষণে যাহাতে শের সিং বনিষ্ঠ বন্ধুবর্গ সমবেত করিবার যথেষ্ট সময় ও অবসর প্রাপ্ত হন, তৎক্ষণাৎ ধীয়ান সিংহ শেখোক্ত ঘটনাটি যতদিন সম্ভব গোপন রাখিলেন। তৎকালে যাহা সংঘটিত

১৬। Compare Mr. Clerk to Government, 6th, 7th and 10th Nov. 1840. ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে মিঃ ক্লার্ক লর্ড এলেনবরার জন্য যে সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুত করেন তাহাতে তিনি আরও বলিয়াছেন যে, জেনারেল স্টেটস্‌ম্যানের মতে দৈবঘটনাক্রমে সিংহদ্বার পতন হইয়াছিল। বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে, লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ট্রিনব্যাকের “পঞ্জাব” নামক গ্রন্থ (p. 24) এবং ম্যাক্সর স্মিথের “লাহোরের রাজবংশ” (‘Reigning family of Lahore’, p. 35. &c.) নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। কাপ্তেন গার্ডনার নামক জনৈক চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষকারী ইংরাজ দলপতির বর্ণনা ভিত্তি-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, শেখোক্ত গ্রন্থখানি লিখিত। তিনি কিছুকাল তথ্য উপস্থিত ছিলেন; তাঁহার প্রমাণ-সংগ্রহ, রাজা ধীয়ান সিংহের প্রতিকূল বলিয়া বোধ হয় না।

হইয়াছিল, তাহাতে সর্বসাধারণের স্বতঃই উত্তেজনা বৃদ্ধি সম্ভব জানিয়া, সীমান্ত প্রদেশে শাসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থার জন্ত ইংরাজ প্রতিনিধি তাঁহাকে পুনঃপুনঃ আদেশ করিতে লাগিলেন।^{১৭} কিন্তু শের সিংহের বংশ ও জন্ম বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ ছিল; তাঁহার প্রকৃত-ক্ষমতা অতি অল্পই ছিল; তিনি জনপ্রিয় ছিলেন না। জাম্মুর রাজগণ অধিকাংশ শিখ-সামন্তের বিশেষ ঘৃণা ও অপ্রীতি-ভাজন হইয়াছিলেন। অতএব খজাসিংহের বিধবা পত্নী এবং মৃত যুবরাজের মাতা চাঁদ কোর স্বয়ং রাজপ্রতিনিধি (অভিভাবিকা) নিযুক্ত হইয়া, সমুদায় রাজকার্য চলাইতে লাগিলেন। বস্তুতঃ, অকস্মাৎ অজানিত-ভাবে কাঞ্চন সমাধা হইল; কিন্তু বাহারা তাঁহার এ কার্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিল, তৎকালে তাহারা কেহই তাঁহাকে বাধা দিল না, কিংবা কোন আপত্তি করিল না। কতকগুলি খ্যাতিমান ব্যক্তি তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিলেন বটে; কিন্তু রণজিৎ সিংহের নিকট সম্পর্কীয় এবং স্ববংশজাত ‘সিদ্ধানওয়ালা’ রাজবংশই প্রধানতঃ তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিল। প্রাপ্ত-বৌবন হীরা সিংহের স্বাধিকার বলবৎ করিবার জন্ত এই রমণী তাহাকে পোষ্য গ্রহণের প্রস্তাব করেন; বৃদ্ধ মহারাজ প্রকৃত পক্ষে তাহাকে পোষ্যরূপে গ্রহণ না করিলেও, সামাজিক প্রথা অনুসারে তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুনরায় স্বীয় কন্যা গর্ভবতী বলিয়া ঘোষণা করিয়া, তিনি পরম্পর-বিরোধী বিভিন্ন দলপতিগণকে হতবুদ্ধি করিয়া ফেলিলেন। তখন শের সিংহের বিবাহ-প্রস্তাব করিয়া, একদল সেই রমণীকে দলভুক্ত করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু অবজ্ঞা প্রকাশে চাঁদ কোর এ বিবাহ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। অপর পক্ষ অধিকতর ত্রাণ্য কারণ দর্শাইয়া বলিলেন, উত্তর সিং সিদ্ধানওয়ালাই বোগ্য ব্যক্তি; কারণ এ বিবাহ অমুষ্ঠিত হইলে, উত্তর ভারতের প্রচলিত সামাজিক প্রথা অনুসারে, পরিবার মধ্যে তিনি সম্মানসূচক উচ্চ-পদ লাভ করিতে পারিবেন। বাহা ইউক, মহারাজের বিধবা পত্নী, রাজ্যাধিকারে আপনার স্বত্ব বিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিলেন, কয়েক সপ্তাহ অতীত হইলে, এইরূপে গঙ্গাব-গবর্ণমেন্ট গঠিত হইল,—প্রথমতঃ, “মায়ি” অথবা “মাতা”—প্রধানতঃ শাসনকর্ত্রী বা নাও নিহাল সিংহের ভাবী সম্ভানের অভিভাবিকা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন; দ্বিতীয়তঃ, শের সিংহ—সহকারী প্রতিনিধি বা অভিভাবক অথবা মন্ত্রী-সভার সভাপতি; তৃতীয়তঃ, ধীয়ান সিং—উজীর অথবা শাসনবিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু এই বিধি-ব্যবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। কিছুকাল পরে ধীয়ান সিং এবং শের সিং উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লাহোর হইতে স্থানান্তরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইংরাজদিগের সহিত তৎকালে বহু কার্য উপস্থিত হইয়াছিল; সে কার্যনির্বাহে, একজন ভাবিলেন, তিনিই একমাত্র সক্ষম। তাহার আশা রহিল, স্চারিকরূপে সে কার্য নির্বাহিত হইলে, সাধারণের মনে এই বিশ্বাস জন্মিবে যে, শাসন-দণ্ড পরিচালনায় তাঁহার সাহায্যই একমাত্র আবশ্যক। দ্বিতীয় ব্যক্তি,

১৭। Compare Mr. Clerk to Government, 7th Nov. 1840, and also Mr. Clerk's Memorandum of 1842.

পরন্তু উভয়েই, উপহার ও অধিক বেতন প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া, সৈন্তদলের সাহায্য প্রাপ্তির আশায় পরোক্ষে প্রচ্ছন্ন-ভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; আবশ্যক হইলে, বলপ্রয়োগ দ্বারা কার্য-সিদ্ধ হইতে পারিবে, তাহাদের মনে তখন সেই ভাবের উদয় হইল। কিন্তু যেকল্প যুগার সহিত শের সিংহের পৈতৃক স্বয়ং উপেক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে মজীবর তৎপ্রতি সন্দিহান হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, অধিকতর উপযোগী উপায়স্বের আবশ্যক হইবে কিনা। তদনুসারে, ইংরাজ কর্তৃপক্ষগণ কখনও যে-বিষয় অবগত ছিলেন না, তাহা তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইল;—কাবুলের সিংহাসনে সা-মুজাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা-কল্পে যখন পরামর্শ সভার অধিবেশন হয়, তাহার কয়েক মাস পূর্বে রণজিৎ সিংহের প্রিয়তমা মহিষী অথবা উপপত্নী রাণী জিলান, দলীপ নামক এক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন।^{১৮}

ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি (গবর্নর জেনারেল) কখনও মায়ি চাঁদ কৌরকে তাঁহার স্বামী ও পুত্রের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী অথবা তাঁহাদের রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া স্বীকার করেন নাই। পরন্তু ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিগণের দ্বারা উভয় রাজ্যের রাজকাৰ্য্য নির্বাহ সম্পর্কে গবর্নর জেনারেল তাঁহার রাজ্যকে প্রকৃতপক্ষে ইংরাজরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিতেন; যাহা হউক, পঞ্জাবে শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য গবর্নর-জেনারেল বিশেষ উদ্যম ছিলেন। আকগানিস্থানের কার্যাবলীর অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উদ্বেগ আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দোস্ত মহম্মদ এই সময়ে সিংহাসন-প্রাপ্তির চেষ্টা করেন; একমাত্র ইংরাজসৈন্য সাহায্যে তাঁহার সম্মুখীন হওয়ার দৃঢ় সংকল্পে অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণের আবশ্যক হইল; সুতরাং খড়্গ সিংহের মৃত্যুর পূর্বেই তিনি সহস্র সৈন্য কাবুল গমনোদ্দেশ্যে কিরোজপুরে পৌছিয়াছিল।^{১৯} লাহোরের গৃহবিবাদে এই প্রবল সৈন্য-স্রোতের গতি প্রতিহত হয় নাই; কিংবা তাহারো তথায় বিলম্ব করিবার অবসর পায় নাই। নিবিবাদে সৈন্তগণ ক্রমাগত যাত্রা করিতে লাগিল, পেশোয়ারে উপনীত হইয়া তাহারো দেখিল, দোস্ত মহম্মদ বন্দী হইয়াছেন। একদল অবসর প্রাপ্ত সৈন্য দ্বারা গ্রহরী-পরিবেষ্টিত হইয়া, রাজ্যচ্যুত আমীর, পঞ্জাবের মধ্য দিয়া গমন করিলেন। তখন শের সিং লাহোরের দুর্গ অবরোধ করিতে ব্যাপৃত ছিলেন; তথাপি তিনি পূর্ব হইতেই বিজ্ঞতার সহিত শিখ-রাজ্যের সীমার পরপারে ইংরাজ সৈন্তের গমনাগমনের পথ নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে মুসলমান জাতিগুলিও সম্পূর্ণরূপে অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। সুতরাং ইংরেজ

১৮। Compare Mr. Clerk to Government, of dates between the 10th Nov. 1840, and 2nd Jan. 1841. উল্লিখিত পত্রাদি ব্যতীত, প্রদানতঃ ১১ই ও ২৪শে নভেম্বর এবং ১১ই ডিসেম্বর পত্রগুলিও ব্রটব্য। দলীপ নামক কোন বালকের অস্তিত্ব বিষয়ে যে, ইংরাজ কর্মচারিগণ কিছুই অবগত ছিলেন না,—তাহা সত্য বলিয়া অনুমান হয়।

১৯। Government to Mr. Clerk, 1st and 2nd Nov. 1840, and other letters to and from that functionary.

সেনাপতি অগ্র উপায়ে গৃহবিচ্ছেদের বিষয় কিছুই জানিতে পারিলেন না ; কেবল সংবাদ-লেখকদিগের প্রচারে এবং লোকমুখে সেই সমুদায় তাঁহার নিকট ব্যক্ত হইল । ২০

বস্তুতঃ লাহোরের সিংহাসনে কে উত্তরাধিকারী হইবে তৎসম্বন্ধে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট কোনই ঘোষণা প্রচার করিলেন না । কিন্তু সকলেরই বিশ্বাস হইল যে, শের সিংহই রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন । তখন মায়ি চাঁদ কোরের মন্ত্রিগণ বুঝিতে পারিলেন, রাজা দীওয়ান সিংহের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে, যুবরাজ অপ্রকৃত স্বাধিকারে, এবং ইংরেজদিগের প্রভুত্ব-ক্ষমতায় বাধা প্রদান করা অসম্ভব । দীওয়ান সিং কোন সময়ে মহারাণীর প্রধান মন্ত্রী লাভে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন নাই । গোলাপ সিং সর্বাপেক্ষা চতুর ও বিচক্ষণ ছিলেন । বিচক্ষণ রমণীর স্বাভাবিক জটিল শাসন প্রণালী, তিনি আপন পরিবারের উন্নতিপক্ষে সুবিধাজনক বহু বিষয় বর্তমান দেখিলেন । বস্তুতঃ পক্ষপাতিত্ব দোষে কলুষিত এবং শিখ ধর্মের অমুখ্য সাধারণ-জ্ঞান-বিশিষ্ট রাজগণের শাসনে এ সকল দোষ কিছুই বর্তমান থাকিতে পারিত না । কিন্তু মায়ির মন্ত্রীগণ সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত অবস্থায় থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন । দীওয়ান সিংহ দূরে থাকিয়া উপযুক্ত সময়ে সাহায্য প্রদান করিতে বলিয়া, গোপনে শের সিংকে আশ্বাস দিলেন । এ দিকে, যুবরাজ আপন সিংহাসন-প্রাপ্তির সম্বন্ধে ইংরাজ-প্রতিনিধির মতামত জানিতে চাহিলেন । ইংরাজগণ তদ্বিষয়ে উত্তর প্রদান করিলেন ;—ইংরেজ প্রতিনিধি তাঁহাকে নিশ্চিত জানাইলেন,—যাঁহার বজ্র বৎসর কাল শিখদিগের সহিত মিত্রত-স্বন্ধে আবদ্ধ, তাঁহার পক্ষাবে কেবল দৃঢ়-শাসন-নীতি প্রবর্তন দেখিতে বাসনা করেন ; যুবরাজ এইরূপ উত্তর পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন । ২১

মন্ত্রীর সাহায্যে শের সিং কয়েকটি সৈন্য-বিভাগ হস্তগত করিয়াছিলেন । তাঁহার বিশ্বাস ছিল, যদি তিনি সাহসে নির্ভর করিয়া তাহাদের সেনাপতি হইতে পারেন, তাহা হইলে, সমগ্র সৈন্য বিভাগই তাঁহার পক্ষ সমর্থনে দণ্ডায়মান হইবে । যুবরাজ অথবা তাঁহার প্রিয় অম্লচরগণের ব্যগ্রতায় সকল কার্যই অনতিবিলম্বে সংঘটিত হইল । ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী যখন তিনি অকস্মাৎ লাহোর আক্রমণ করিলেন, তিনি দেখিতে পাইলেন দীওয়ান সিং তখনও জাম্মু হইতে আসিয়া পৌছেন নাই ; পরন্তু তাঁহার অব্যবস্থিত মন্ত্রণায় বিনীতভাবে মন্ত্রীর পক্ষ অবলম্বন করা অপেক্ষা, রাজ্যের সর্ববিধিত অধিষ্ঠাত্রী রাজীর অমূল্যে যুদ্ধ করাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া গোলাপ সিং, হস্তজিত হইয়া আছেন । কিন্তু শের সিং আর অধিকক্ষণ প্রভুত্ব-শক্তি পরিচালনা করিতে পারিলেন না ; তাহার আর কোন ক্ষমতা রহিল না । নিজেও আর দৈর্ঘ্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না । সুতরাং অস্তিত্ববিলাসেই প্রবল সৈন্যদল দুর্গ ভগ্ন করিতে অগ্রসর হইল । গোলাপ সিং কিছুকাল

২০ । দক্ষ এবং স্বচতুর কর্ণেল হইলার কতৃক প্রত্যাবর্তনকারী সৈন্যদল পরিচালিত হইয়াছিল । আকগান এবং শিখ-যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁহার নাম সাধারণের বিশেষ পরিচিত ।

২১ । See Mr. Clerk's letters to Government of Dec. 1840 and Jan. 1841, generally that of the 9th Jan.

প্রতীক্ষা করিতে বলিলেন, এবং তাহাদিগকে শত্রুতাচরণ পরিত্যাগ করিতে অহ্বোধ করিলেন ; কিন্তু তাহাতে কোনই কললাভ হইল না। ১৮ই জাম্বুয়ারী ধীয়ান সিং এবং প্রধান প্রধান রাজগণের অনেকেই আসিয়া পৌঁছিলেন ; দুই দলে বিভক্ত হইয়া, তাহারা কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করিলেন। পরিশেষে বিবাদ মীমাংসা হইয়া গেল ; মায়িকৈ সকলেই বাহ্যিক সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তিনি একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন ; কিন্তু শেষ সিং পঞ্জাবের মহারাজ বলিয়া ঘোষিত হইলেন, ধীয়ান সিং শেষ বার সাম্রাজ্যের উজীর-পদ লাভ করিলেন ; মাসিক এক টাকা হারে স্বায়ীরাপে সৈন্তাদিগের বেতন বর্ধিত হইল। সিদ্ধান্তওয়ালাগণ বুঝিল, তাহারা নূতন মহারাজের অপ্রিয়ভাজন হইবে। উত্তার সিং ও অজিত সিং সর্ব প্রথমে নানা উপায়ে রাজধানী হইতে পলায়ন করিয়া, পরিশেষে ইংরাজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু লেহনা সিং নামক আর একজন প্রধান ব্যক্তি কুলু এবং মণ্ডির পার্বত্য প্রদেশে যে ক্ষুদ্র সৈন্তদল পরিচালনা করিয়াছিলেন, তৎসঙ্গে রাজধানীতেই রহিলেন।^{২২}

শের সিংহকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে, সৈন্তগণ স্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু সৈন্ত-রূপে তাহাদিগকে পরিচালনা করিবার অথবা প্রজারূপে তাহাদিগকে শাসন পালন করিবার ক্ষমতা তাঁহার আদৌ ছিল না। সুতরাং তাঁহার অক্ষমতা বুঝিয়া, এবং আপনাদিগের ক্ষমতায় ও বীরত্বে বিশ্বাসবান হইয়া, যে সকল কর্মচারিগণ তাহাদিগের শত্রুতাচরণ করিয়াছিল অথবা সৈনিকবিভাগের হিসাব-নিকাশকারী যে সকল কর্মচারী প্রভাবপূর্বক তাহাদিগকে বেতনলাভে বঞ্চিত করিয়াছিল, এক্ষণে তাহারা তৎপ্রতিকূল প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। তাহার বহু ঘর বাড়ী লুণ্ঠন করিল, কতকগুলি নির্দোষ ব্যক্তি নিহত হইল। কয়েকজন ইউরোপীয় কর্মচারী তাহাদের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন ; সদনয় ও সংযতাবসম্পন্ন উদার-চেতা জেনারেল কোর্ট প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন ; ক্ষম্ভ নামক একজন সাহসী ইংরাজ যুবক অতি নৃশংসভাবে নিহত হইলেন। একমাত্র রাজধানীর সৈন্তগণের মধ্যেই এই অত্যাচার-উত্তেজনা আবদ্ধ ছিল না, অথবা কেবল পূর্বদিকের পার্বত্য প্রদেশেই ইহা বিস্তৃত হয় নাই ; পরন্তু কান্দীর ও পেশোয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র প্রদেশে সে অত্যাচার-উত্তেজনা স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। পূর্বোক্ত স্থানে তদ্রূপ শাসনকর্তা মিহানসিং, সৈন্তগণ কর্তৃক নিহত হইলেন, এবং শেখোক্ত স্থানে জেনারেল এভিটেবাইল এত বিপদাপন্ন হইয়া পড়িলেন যে, তিনি কার্য পরিত্যাগ করিয়া জালালাবাদে আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা করিলেন।^{২৩}

তখন সকলের বিশ্বাস জন্মিল যে, সৈন্তগণ কেবলমাত্র আপনাদের অনিষ্টের প্রতিফল প্রদান করিয়াই নিবৃত্ত হইবে না ; মনে হইল, তাহারা সর্বসাধারণের ঐশ্বর্য-সম্পদ-লুণ্ঠন করিবে, এবং রাজ্য অধিকার করিতে অগ্রসর হইবে। এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ায়, শত্রুদের উত্তর পার্শ্বের অধিবাসীগণ, আত্মরক্ষার এক বিধম বিশৃঙ্খলা গুণ্ডাগোলের সম্ভাবনা

২২। See Mr. Clerk's letters, of dates from 17th to 30th Jan. 1841.

২৩। Compare Mr. Clerk to Government, 26th Jan., 8th and 14th Feb., 28th April, and 30th May, 1841.

পূর্ব হইতে সতর্ক হইয়াছিল ; মালওয়ার লুণ্ঠনের আশঙ্কা করিয়া, অমৃতসরের ঐশ্বর্যশালী ব্যবসায়ীগণ পূর্ব হইতে ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। শের সিং অত্যাধিক ভয়ে আকুল হইলেন ; তৎকর্তৃক যে শক্তি উদীপ্ত হইয়াছিল, যে শক্তির গতিরোধ করিতে তিনি অপারগ হইয়াছিলেন, সেই দুর্দমনীয় শক্তির ধ্বংস সাধনে উজোগী হইতে তিনি কাপুরুষের ন্যায় ইংরাজকে অহুরোধ করিলেন ; সেই ইংরাজ প্রতিনিধির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি সম্মিহান হইয়া জানিতে চাহিলেন যে, এই অস্ত্রবিবাদ-স্থত্রে, তাঁহার রাজস্ব লোপের এবং ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতা অবসানের কোন সম্ভাবনা থাকিতে পারে কিনা ? ইংরাজ এই বিশৃঙ্খলা অভিযন্য কোঁতুল ও উষ্মের সহিত পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এক্ষণে, যখন সহরাদি ও নগর সমূহ লুণ্ঠনের সম্ভাবনা দেখিলেন, এবং জনগণ প্রদেশে অত্যাচার শ্রোত প্রবাহিত হইল, তখন হুসভা ও ক্ষমতাশালী রাজ-শক্তির কর্তব্য-প্রশ্ন স্বতঃই মনোমধ্যে জাগরিত হওয়ায়, এই অত্যাচার-অবিচার নিবারণের জন্ত উচ্চ রোল উঠিল ; কিন্তু যে সকল উপায়ে সে অত্যাচার দমনের বিষয় অভিযুক্ত হইয়াছিল, তাহা বিরুদ্ধধর্মাক্রান্ত ও পরম্পর-বিরোধী। এতৎ সত্ত্বেও, সৈন্যগণের মধ্যে এক দিকে যেমন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল, অন্য দিকে তেমনি রাজ্য বিস্তারের উৎকট লালসা বলবতী হইয়া উঠিল। সৈনিক-পুরুষ-হিসাবে শিখজাতির নিকটতম সত্বে কৃত্রিম বিশ্বাস তাঁহাদের মনে বহুমূল হইল ; জাম্মুর রাজগণের পার্বত্য সৈন্তের শ্রেষ্ঠ বিষয়ে তাঁহাদের বিশ্বাস জন্মিল ; তৎকালে, একমাত্র জাম্মুর সর্দারগণই কর্মচারী ও ভৃত্যগণকে বশীভূত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়দিগের ধারণা,—কৃষিজীবী শিখজাতি হঠাৎ এইরূপ প্রভু লাভ করিয়াছে ; এবং ধর্মহানির আশঙ্কায় উত্তেজিত ও উন্নত না হইলে, তাহাদের বীরত্ব ও রণকুশলতা সন্দেহমূলক। কিন্তু রাজপুতদিগের একমাত্র প্রাচীন নামই, কতিপয় সাহসিক রাজার অল্পসংখ্যক অল্পচরগণের সর্ববিধ বীরত্বব্যঞ্জক। হুতরাং কুরুসহরের যুদ্ধ দিনের পূর্ব পর্যন্ত, ইংরাজ সদস্যদিগের মনে শিখদিগের সত্বে একটা ভ্রম ধারণা বহুমূল ছিল ; তাহাতে তাঁহাদের উদ্বেগ অসিদ্ধ হইয়াছিল।^{২৪}

২৪। শিখসৈন্যের অনুপাতে জাম্মুর রাজগণের এবং পঞ্জাবের অপরাগর পার্বত্য রাজগণের সৈন্য-সংখ্যা গণনার নানা ভ্রম দৃষ্ট হয়। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী এবং ১৩ই এপ্রিল, মি. ক্লার্ক লিখিত গবর্ণমেন্টের বরাবর পত্রে, তাহা বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ঐ বৎসরের ৮ই ও ১০ই জানুয়ারী এবং ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী, ১০ই ফেব্রুয়ারী এবং ২৩শে এপ্রিলের পত্রেও তাহার উল্লেখ আছে। মি. ক্লার্ক যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। তিনি বলিয়াছেন, শিখজাতি পার্বত্য-অধিবাসীদের ভয়ে সন্ত্রস্ত ; পার্বত্যগণ শিখজাতি অপেক্ষ, অধিকতর সাহসী। শিখজাতি যে আকগানদিগকে দমন করিতে পারে নাই, রাজপুতজাতি সে আকগানদিগকে দমন করিতে সমর্থ। কিন্তু হ্রদতো তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, একশতাব্দীর মধ্যেই প্রাচীন রাজপুতগণ, উখানীল ও নারহাটী উত্তর জাতির নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। এমন কি, গজা হইতে কান্দীর পর্যন্ত সমগ্র হিমালয় প্রদেশের বিজাতীর রাজগণ, শিখদিগকে রাজত্ব প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এইরূপে ইংরাজগণ কোন না কোন কার্য নির্বাহের জন্ত অগ্রসর হইলেন। ইংরাজ-দিগের এক জন প্রতিনিধি কাবুলে সা-স্বজ্ঞাকে সম্রাট পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন; এই সময়ে রণজিৎ সিংহের শেষ উত্তরাধিকারীর মৃত্যু হওয়ায় তিনি বিশেষ সুবিধা পাইলেন। তিনি প্রচার করিলেন,—লাহোরের সহিত পূর্বে যে সন্ধি হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়াছে। এইরূপে ইংরাজ গবর্নমেন্টের মনো-ভাব ব্যক্ত করিয়া, তিনি পেশোয়ার আফগান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিলেন। এই অবিস্মৃতিকারিতার জন্ত, ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট তাঁহাকে বিশেষ ভৎসনা করিলেন বটে; কিন্তু শিখদিগের প্রতি কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতার ভাব প্রকাশ না করিয়া, ভবিষ্যতে সিদ্ধুতীরস্থ ডেরাজাত ও পেশোয়ার, হীনবল দুরাণী-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার আশায় ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট উল্লাসিত হইলেন। তাঁহারা মনে করিলেন,—সিদ্ধানওয়ালা সর্দারগণ এবং জাম্মুর রাজগণ কর্তৃক অনতিবিলম্বেই শিখরাজ্য নিশ্চয়ই দুই ভাগে বিভক্ত হইবে।^{২৫} লাহোর সাম্রাজ্য এত শীঘ্র এইরূপ প্রণালীতে বিচ্ছিন্ন হইবে, শতদ্রু তীরস্থ ইংরাজ রাজ-প্রতিনিধি তাহা কখনও মনে করেন নাই। অপিচ আপান রণইনপুগে সৈন্যদলের শিক্ষা-চাতুর্যে এবং ইংরাজ নামের মহত্ব বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই, চতুর্গুণ অধিক বিদ্রোহী সৈন্যকে বিধ্বস্ত করিতে, তিনি কেবলমাত্র দ্বাদশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে শিখরাজধানী অভি-মুখে যুদ্ধ যাত্রার মনস্থ করিলেন।^{২৬} তাহার উদ্দেশ্য,—পঞ্জাবে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন, শের সিংহের স্বামী প্রভৃৎ প্রতিষ্ঠা, শতদ্রু পূর্ব তীরবর্তী রাজ্যখণ্ডে ইংরাজদিগের প্রভুত্ব বিস্তার, এবং সাহাব্য প্রদানের পুরস্কার স্বরূপ চল্লিশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করা। এতদ্বন্দ্বেষ্টই তিনি মুঠিমৈয় সৈন্য সমভিব্যাহারে, শিখ-সৈন্য-সাগরে বাষ্প প্রদান করিয়াছিলেন। বেক্রম ঔৎস্রকা ও ক্ষিপ্তকারিতা সহকারে তাঁহারা অগ্রসর হইলেন, তাহাতে মহারাজ মনে করিলেন, প্রজাগণের হস্তেই তাঁহার মৃত্যু অবধারিত; মিত্রগণের হস্তেই রাজ্যনাশ অবশ্যজ্ঞাবী।^{২৭} গবর্নর জেনারেলও প্রকৃতপক্ষে শিখ-রাজ্য আক্রমণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন

২৫। See especially Government to Sir Wm. Macnaghten, of 28th Dec. 1850 in reply to his proposals the 20th Nov. গবর্নর-জেনারেল প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, কোন একজন নির্দিষ্ট রাজার সহিত সন্ধি হয় নাই; পরন্তু শিখরাজ্যের সহিতই সেই সন্ধি হইয়াছিল। যে পর্যন্ত এই সৈন্তভার কর্তব্য পালন ও দায়িত্ব অনুসারে কার্য হইবে, ততদিন ঐ সন্ধি-সর্ত অক্ষুণ্ণ থাকিবে :—গবর্নর জেনারেলের এ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বটে।

২৬। Mr. Clerk to Government, of the 26th March 1842.

২৭। যখন শের সিং মি. ক্লার্কের প্রস্তাব অবগত হন, কথিত হয়, তিনি কেবল একটি অঙ্গুলী-গলদেশে স্থাপন করিয়া অঙ্গুলিট টানিয়া লইয়াছিলেন। তাহাতে বুঝা গেল, যদি তিনি তাঁহার মন্ত্রণার সম্মত হন, তাহা হইলে শিখগণ তৎক্ষণাৎ তাহার জীবন সংহার করিবে। ইংরাজগণ সাহাব্য প্রদানের জন্য প্রস্তুত, প্রথমতঃ স্বকীর উজীজ উদ্দীনের নিকটই তাহা বিজ্ঞাপিত হয়। পরে সেই কার্যকূল সন্ধি-প্রস্তাবক বলিলেন, যে এক্ষণ গুরুতর বিষয় কাগজ-পত্রাদিতে জানান হইলে, তাহাতে বিশ্বাস হইবে না; তিনি ব্যর্থ গমন করিয়া শের সিংহকে এ কথা বলিবেন। উজীজ-উদ্দীন প্রস্থান করিলেন বটে, কিন্তু আর ফিরিয়া আসিলেন না। তাঁহার উদ্দেশ্য, এইরূপ বিপজ্জনক মন্ত্রণা হইতে দূরে থাকাই মঙ্গল।

না; কিন্তু যদি মহারাজ স্বয়ং এবং শিখজাতির অধিকাংশ, ইংরাজদিগের এইরূপ মধ্যস্থতায় ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে গবর্ণর জেনারেল বল-প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন।^{২৮} অতঃপর লাহোর সন্নিকটস্থ সৈন্তগণের মধ্যে বিবাদ বিশৃঙ্খলা প্রাণমিত হইল। কিন্তু সকলেরই মনে বিশ্বাস জন্মিল যে, রাজ্যলোলুপ ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি-সন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছে। শিখসৈন্তগণ বিদেশীয়দিগের সাহায্য প্রার্থনার এত বিধেবী ছিল যে, বিদেশীয়দিগের প্রভুত্ব প্রবর্তনের নিমিত্ত রাজ্যচ্যুত জাত্যার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছেন,— এই অপরাধে লেহনা সিং সিদ্ধানওয়াল, মণ্ডির পর্বতমধ্যে নিজ অস্থচরগণ কর্তৃক বন্দী হইলেন।^{২৯}

আর একটি কর্মচারীর গর্হিত কার্য-কলাপে শিখজাতির সন্দেহ, অবিশ্বাস ও ঘৃণা আরও বৃদ্ধি হইল। ইনি পরে ইংরাজদিগের বন্ধুত্ব ও সাম্য-নীতি-ব্যবস্থাপক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। সা-স্বজার জন্ত, ম্যাজর ব্রডফুট নামক একজন কর্মচারী, “জাপার” ও “মাইনর” নামক দুইটি বিভাগের জন্ত সৈন্ত সংগ্রহে নিযুক্ত হন। তখন ঐ সম্রাটের পরিবারবর্গ এবং পত্নীপুত্রাদি সমভিব্যাহারে স্বয়ং সা জুমান কাবুল অভিযুগ্মে অগ্রসর হওয়ার, বিভিন্ন পরিকল্পনারী বহু সংখ্যক প্রহরী সৈন্ত পরিচালনার ভার, তাহাদের হস্তে ন্যস্ত হয়। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে শিখ সৈন্তের বিরোধ-বহি রাজধানী হইতে যখন প্রদেশ-সমূহে বিস্তৃত হইতেছিল, তখন তিনি পঞ্জাবে প্রবেশ করেন। এই সময়ে লাহোর গবর্ণমেন্ট একদল মিশ্রিত সৈন্ত অথবা মুসলমান সৈন্যকে প্রহরী স্বরূপ রাজপরিবারে অস্ত্রগমন করিতে অল্পমতি করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সৈন্যদলের সত্যতা বিষয়ে সন্দেহান হইয়া ম্যাজর ব্রডফুট ইরাকবী নদীতীরে নব-সংগৃহীত সৈন্য সাহায্যে নিরাপদে সম্রাটকে পরিচালনোদ্দেশ্যে প্রেরিত সৈন্যদিগের আক্রমণে বাধা প্রদানে প্রস্তুত হইলেন। সিদ্ধনন্দ অভিযুগ্মে গমনকালে পশ্চিমধ্যে আর এক দল সৈন্যের সহিত দেখা হইল বা তাঁহার সৈন্যদলের অগ্রে গমন করিলেন। এই সৈন্যদলের প্রতি তাঁহার আরও অবিশ্বাস জন্মিল। তাঁহার বিশ্বাস হইল, এই সৈন্যদল তাঁহার শিবির লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যেই আসিয়াছে। তখন তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, স্বকৌশলে সন্ধি-প্রস্তাব করিয়া এবং যথাসময়ে সৈন্যবিন্যাস দ্বারা, তিনি যুদ্ধ পরিহার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি আটক নামক স্থানে নদী অতিক্রম করিলেন। পারিপার্শ্বিক স্থান সমূহ এবং পেশোয়ার লুণ্ঠন করিয়া উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, সৈন্যগণের মধ্যে তাঁহার উত্তেজনা-শ্রোত এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, বাধা-প্রদানের জন্য তিনি নিজ শিবিরটি সম্পূর্ণরূপে স্বরক্ষিত রাখিয়া নৌ-সেতু ভাঙিয়া দিলেন। সমগ্র আকগানদিগকে রাজ্যের সৈন্যদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত

৩

২৮। Government to Mr. Clerk, 18th Feb. and 29th March, 1842. বস্তুতঃ, গবর্ণর-জেনারেল এই যন্তব্য প্রকাশ করেন যে, যি, ক্লার্ক স্বয়ং সৈন্য সাহায্যে বাধা প্রদানের প্রস্তাব করেন। মহারাজের এ বিষয়ে কোনই সত্য ছিল না।

২৯। Mr. Clerk to Government, 25th March 1842.

করিয়া, মাজর তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তাহার এইরূপ অহুত্বের কোন ন্যায্য কারণ আছে বলিয়া অহুত্ব হয় না। এই সময়ে বিদ্রোহী সৈন্যের কতকগুলি প্রতিনিধি নেতৃবর্গের পরামর্শ সভা হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল; তাহারা ইংরাজদিগের স্বরক্ষিত সীমানা মধ্যে দণ্ডাই বলিয়া অহুমিত হওয়ায়, যখন তিনি তাহাদিগকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিলেন, তখন তাহার সেই সন্দেহের কারণ উপলব্ধি হইল। এই কার্য-প্রণালীতে জেনারেল এন্টিটেবাইল, পেশোয়ারের শাসনকর্তা এবং উন্নত এজেন্ট সকলেই সজ্জত হইয়া উঠিলেন। একদল শিখ সৈন্য এই সময়ে সিদ্ধু নদের অনতিদূরে শিবির সংস্থাপন করিয়া অবস্থান করিতেছিল; তাহাদিগের মনে ভয়-সঙ্কারের জন্ম পূর্বের আদেশ অহুসারে একদল স্থসজ্জিত সৈন্য, জেলালাবাদ হইতে অতি সত্ত্বর প্রেরিত হইল। কিন্তু অতিরিক্ত সৈন্যের খাইবার পাশ নির্মুক্ত করিবার পূর্বই, সার পরিবার ও অহুচর-বর্গ নিবিঘ্নে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। সুতরাং এই সকল কার্যকলাপে কেবল শিখদিগের উত্তেজনা এবং তাহাদের অবিশ্বাস ও সন্দেহ বৃদ্ধি হইয়াছিল। ইহাতে শের সিং স্বযোগ পাইয়া কলহপ্রিয় হৃদয়নীয় শিখ সৈন্যদিগকে জানাইলেন যে, পঞ্জাবের চতুর্দিকে ইংরাজ সৈন্যে পরিবেষ্টিত; তাহারা শিখদিগের সহিত যুদ্ধের জন্য সর্বদা স্থসজ্জিত অবস্থায় রহিয়াছে।^{৩০}

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে, শিখসৈন্যের অসামান্য অত্যচার ও গর্হিত কার্য-প্রণালী সকলই নিবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু রাজ-ব্যবস্থার সহিত সৈন্যের যে সন্ধ ছিল, এক্ষণে তাহার সকলই পরিবর্তিত হইল। সৈন্যগণ এক্ষণে আর অধিতীয় ক্ষমতাপালী ও সর্বসামঞ্জস্যবাক্য গবর্ণমেন্টের শাসনাস্ত্র স্বরূপ নহে। তাহারা মনে করিত, পরন্তু জন-সাধারণের সেই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, তাহারা শিখজাতির প্রতিনিধি সম্প্রদায়,— তাহাদের সম্প্রদায়ই, ‘খালসা’ নামে অভিহিত; সর্বসাধারণের স্বধ-সমৃদ্ধি বিধান কল্পে এবং শাসন-সংরক্ষণ ব্যাপদেশে তাহারা জাতি বা শত-বোধপতি একত্র সম্মিলিত। শিক্ষিত সৈন্য হিসাবে তাহাদের কার্যকুশলতা কতকাংশে বিনষ্ট হইয়াছিল। উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সংগ্রহবৃত্তি সমূহ তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়ায়, প্রকৃত শিক্ষার অভাব বিদূরিত হইয়াছিল। তাহারা নীতিসঙ্গত ও শৃঙ্খলাযুক্ত একতার কার্যকারিতা বুঝিতে পারিত। গোবিন্দ প্রবর্তিত সাধারণতন্ত্রের সাংসারিক সম্প্রদায়ের ন্যায়, তাহারা তাহাদের যুদ্ধ-সজ্জা ও বোদ্ধবশেই আত্মাভিমান প্রকাশ করিত। দৈনিক পুরুষের নাম বোদ্ধবশে সজ্জিত হইয়া, গোবিন্দের সাধারণতন্ত্রের প্রতিনিধি সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত হওয়াই, তাহারা স্নানীয় বলিয়া মনে করিত। সাধারণ নিয়মাহুসারে সচরাচর, সৈনিকপুরুষোচিত কর্তব্য পালনে, তাহারা যথাসম্ভব স্ব স্ব নির্দিষ্ট সেনাপতি বা নেতার আদেশাহুত্বই হইত, কিন্তু দেশের শাসনীতি সম্পর্কে প্রত্যেক বিভিন্ন বিভাগের (‘ব্রাইগেড,’ ‘রেজিমেন্ট’

‘উভিসন’ প্রভৃতি) সৈন্য, এমন কি সমগ্র সৈন্যে পদ-মর্যাদা নিরূপণ করিতে হইলে, তাহা ‘পাক’ বা ‘পঞ্চায়েৎ’ নামক কমিটি অথবা কমিটিসমূহের একটি সভায় স্থিরীকৃত হইত। ‘জুরি’ বা পাঁচ জন বিভিন্ন ব্যক্তি লইয়া যে সভা গঠিত হইত, তাহাই ‘পাক’ বা ‘পঞ্চায়েৎ’ নামে অভিহিত। প্রত্যেক সৈন্তদল (‘ব্যাটালিয়ন’ বা ‘কোম্পানি’) হইতে প্রধান প্রধান ব্যক্তি সেই সভার বা সম্মিলনের সদস্য নিযুক্ত হইতেন। মনোনয়নের সময় তাহাদের স্বভাব-চরিত্র আলোচিত হইত; প্রকৃত-শিখ সৈন্ত হিসাবে তাঁহাদের যোগ্যতা জনসাধারণ বিচার করিয়া দেখিতেন, অথবা স্ব স্ব গ্রামে তাঁহাদের কিরূপ প্রভুত্ব বর্তমান, এবং তাঁহারা কিরূপ ধর্মপরায়ণ, সেই সকল বিষয় বিবেচিত হইলে, তাঁহারা ‘পঞ্চায়েৎ’ সভার সদস্য নিযুক্ত হইতেন। বস্তুতঃ, ‘পঞ্চায়েৎ’-প্রথা ভারতের সর্বত্রই প্রচলিত। যাহার যে জাতি, যে বংশ, যে ব্যক্তি যে বাণিজ্য ব্যবসায়ী বা যে যে কার্যই করুক না কেন,—সেই সেই জাতি, বংশ, ব্যবসা-বাণিজ্য বা বৃত্তের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ একত্র সমবেত হইয়া সম্মিলনে যাহা স্থির করেন, তাহারা সকলেই প্রত্যেকেই আপনাপন প্রধান ব্যক্তির আজ্ঞার বশবর্তী হইয়া থাকে। সৈনিক বিভাগের আবশ্যকতা অনুসারে একটি সমিতি গঠিত হইয়া, এই প্রথা পঞ্জাবপ্রদেশে আরও অধিকতর পরিষ্কৃতিত হইয়াছিল। এইরূপে শিখগণ প্রতিনিধিষ্ণের যে ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল, তাহার অতি পরিণত অবস্থায়ও শিখজাতি আপনাদিগের শাসনকর্তা নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত; তাহারা তৎকালে অনেকাংশে একমতাবলম্বী হইত, এবং তাহাদের অনুমোদন নিষ্ফল হইত না। সময়ে সময়ে সভা-সমিতির অনুমতিক্রমে বা কার্যকলাপে স্বেচ্ছাচারী সৈন্তগণ বিদ্রোহী প্রকার সহিত যোগদান করিত; অসহ্য বিদ্রোহী জনসাধারণ সৈনিক পুরুষের স্বেচ্ছাচার বা অত্যাচার অবিচারের প্রতীক দিত; অসভ্য কৃষককুল, বেতনভোগী সৈন্যের ন্যায় অসংস্বভাব সম্পন্ন হইত। তাহাদের প্রতিজ্ঞা প্রায়শঃই কণ্ডাক্কর বা অস্থায়ী; অথবা অজ্ঞতার পরিচায়ক। কোন দৃঢ় বিশ্বাস বা ধারণা তাহাদের মনে বদ্ধনুল হইত না, অথবা তাহারা স্বেচ্ছাক্রমে কোন কু-সংস্কারের বশবর্তী হইত না। পরন্তু তাহারা সচরাচর ভিন্নমত অবলম্বন করিত। উৎকোচ প্রদানে তাহাদিগকে বশীভূত করা যাইত; অথবা রাজা গোলাপ সিংহের ন্যায় হুচতুর এবং অবিম্ভ্যকারীর প্রলোভনে তাহারা প্রতারিত ও প্রবিক্ত হইত।^{৩১}

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে কিছুকাল নিরুদ্বেগে অতিবাহিত হইল। সেই সুযোগে বাণিজ্য সৌকর্য্য উদ্দেশ্যসাধনের পুনরায় উদ্যোগ হইতে লাগিল। ইংরাজ-গবর্ণমেন্ট কখনও সে বাণিজ্যনীতি^{৩২} বিশ্বস্ত হন নাই। সিদ্ধনন্দ ও শতক্রতে বাণিজ্যপোত পরিচালনার হুবিধা অনেকাংশে বৃদ্ধি হইয়াছিল। অতএব এক্ষণে পঞ্জাবের স্থলপথে

৩১। ককীর উজীজ উদ্দিনের স্বীকারোক্তি সম্বন্ধে মিঃ ক্লার্কের পত্র দ্রষ্টব্য। (Letter of the 14th March, 1841) তখনও সমস্ত সৈন্য একতা-হুয়ে আবদ্ধ ছিল; তাহারা পঞ্চায়েৎগণ কর্তৃক শাসিত হইত।

আগিক্যের তদন্তরূপ উৎকর্ষ সাধনে চেষ্টা হইতেছিল। নির্দিষ্টহারে কর প্রদান করিয়া বিলাতী পণ্যস্রব্য প্রবর্তনের অসুবিধা প্রাপ্তির জন্য, প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে মিটার মুদ্রকট স্বৈচ্ছাক্রমে রণজিৎ সিংহের নিকট এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন।^{৩২} পঞ্জাবের সর্বত্র বাণিজ্য-প্রথা প্রবর্তনের জন্য, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল ওয়েড পুনরায় এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। মহারাজ রণজিৎ সিং মিত্রগণের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে অসম্মত ছিলেন না বলিয়াই অসুস্থ হইয়াছেন। কিন্তু যে বিষয়ের উদ্দেশ্য-অভিপ্রায় স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিতেন না, তদ্বিষয়ে কোনরূপ ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করিতে তিনি একান্ত অসম্মত ছিলেন; তজ্জন্ত তিনি নানা বিষয়ের মীমাংসায় বিলম্ব করিতে লাগিলেন। এইরূপ বন্দোবস্ত অমৃত-সহরের উন্নতির অন্তরায় হইবে, সেই ভাণ করিয়া এবং গো-হত্যা সম্বন্ধে আপত্তি প্রদর্শন করিয়া, নদী সমূহের বাণিজ্য শুদ্ধ নির্দেশে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, ইংরাজদিগের জামিনাধীনে যাহারা পঞ্জাবে পদার্পণ করিবে, কেবলমাত্র তাহারা ইং-মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে।^{৩৩} ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে যখন আফগানিস্থানে ভারতীয় সৈন্তের সমাবেশ হয়, তখন গবর্ণর জেনারেল পুনরায় লাহোরের কর্তৃপক্ষীয়গণের গোচরীভূত করেন। প্রায় এক বৎসরের অধিক কাল অতীত হইলে, শের সিংহ স্বল্প পরিমাণে এবং পরিবর্তিত হারে বাণিজ্য শুদ্ধ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন; এবং কোন এক নির্দিষ্ট স্থান হইতে ঐ কর সংগ্রহের সম্মতি প্রদান করিলেন। কিন্তু তখনও ঐ শুদ্ধ পরিমাণ অত্যধিক বলিয়া বোধ হইল; শিখদিগের মহারাজ যে অনভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, এবং প্রজাগণের প্রকৃত স্বার্থ-সম্বন্ধে তিনি যেরূপ শৈথিল্য ও ভ্রান্তচিন্তার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে গবর্ণর জেনারেল প্রকৃতপক্ষে ব্যথিত হইলেন।^{৩৪}

লাহোর গবর্ণমেন্টের কেন্দ্রস্থলেই এইরূপ বোর অশান্তি উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু সীমান্ত প্রদেশ দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল;—রাজ্যবৃদ্ধির উদ্ভেজনাও প্রবল হইয়াছিল। সে রাজ্য ইংরাজ-সৈন্য তখনও পরিবেষ্টন করে নাই। গোলাপ সিং তিব্বত দেশে যে রাজ্য অধিকার করিয়াছেন, কাশ্মীরের শাসনকর্তৃগণ তজ্জন্য তৎপ্রতি ঈর্ষাপরবশ ছিলেন; লাহোরে যখন বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তখন কাশ্মীর উপত্যাকার শাসনকর্তা মিহান সিং নামক একজন অসভ্য দৈনিকপুরুষ, ক্ষমতাপ্রাপ্তি উচ্চভিলাষী জাহ্নু-রাজগণের

৩২। মুদ্রকটের “ভ্রমণ-বৃত্তান্ত” প্রথম খণ্ড ১০৩ পৃষ্ঠা। (Moorcroft, 'Travels', i, 103.)

৩৩। Compare Colonel Wade to Government, 7th Nov, and 5th Dec, 1832,

ভারতবর্ষে এইরূপ প্রতিবাদ সচরাচর প্রদর্শিত হইয়া থাকে। সেগুলি প্রকৃতই যে ভারতসত্ত্ব বিনা অসুস্থিত হয়, অথবা প্রস্তাবিত বিষয়ে তাহারা যে যথাব্যগতরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে—তাহাও প্রকৃতপক্ষে অনুমান করা যায় না। কিন্তু ধর্মই যে একমাত্র অবলম্বন, ইংরাজ যে সেই ধর্ম পরিবর্তনে সমর্থ নহেন,— তাহাই এইরূপ আপত্তির মূলীভূত কারণ। এইরূপ ভীতিজনক অথবা অনিচ্ছা-জ্ঞাপক সকল বিষয়েই ধর্মবিষয়ক আপত্তি করা বাইতে পারে।

৩৪। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবরের এবং ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে ক্রাফোর্ড বরাবর গবর্ণমেন্টের এবং ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর গবর্ণমেন্টের বরাবর মিঃ ক্রাফোর্ডের পত্র।

ভয়ে ভীত হইয়া, রাজ্যের কতকাংশ তাঁহাদিগকে প্রদান করিতে বাধ্য হন। তিনি ইস্কা কারদো এবং সিদ্ধুদের উৎপত্তি-স্থানের সন্নিকটস্থ সমগ্র উপত্যকা তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করেন; অতঃপর তাঁহাদের অধীনস্থ কর্মচারীগণ এই স্থান স্বাধীন ভাবে 'দেহ্রাজ্জ' আক্রমণ করিতেন। এই সময়ে বালটির তাত্‌কালিক শাসনকর্তা আমেদ সার সহিত, তৎপরিবারবর্গের মনোমালিন্ত জন্মে। তৎক্ষণ্য তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া, কনিষ্ঠ পুত্রকে সিংহাসন প্রদানের প্রস্তাব করেন। অনেকে অস্বস্তান করিয়াছিলেন, সিংহাসন লাভের জন্য, রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী কান্দীয়ের শাসনকর্তা এবং লুদাকের জাম্বুরাজ প্রতিনিধি জোরাওয়ার সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন। তদুদ্দেশ্যে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পিতার নিকট হইতে পলায়ন করিলেন; 'লে' নামক স্থানে বাইয়া তিনি আশ্রয় অঙ্গুসন্ধান ও সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে লুদাকের সাক্ষীগোপাল রাজা গণদুপ টানজিন, জাম্বুর রাজগণের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিতে মনস্থ করেন; এতৎদৃষ্টে তিনি আমেদ সার সাহায্য পাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তৎকালে জোরাওয়ার সিং উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহার স্থানান্তর অবস্থান হেতু, সময় বৃক্ষিয়া একদল 'ইস্কারদো' সৈন্য, "লে" আক্রমণ করিল;—তাঁহাদের শাসনকর্তার পুত্রকে বন্দী করিয়া লইতে অগ্রসর হইল। এই আকস্মিক আক্রমণে জোরাওয়ার সিং এক স্থবিধা পাইলেন;—সেই অছিলায় তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে তিনি 'কুদ্র তিরকত' অধিকার করিলেন বটে; কিন্তু ইমাইউস ও ইমোদাসের মধ্যবর্তি পার্বত্য রাজ্যগুলি এত অল্পবয়সে ছিল যে, বার্ষিক সাত হাজার টাকা কর প্রাপ্তির অঙ্গীকারে, আমেদ সার পরিবারবর্গের মধ্যেই তৎপ্রদেশের শাসন ভার অর্পণ করিয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন।^{৩৫} এক্ষণে এই ক্রুত-কার্যতা লাভে এবং লাহোরের স্বর্গবিজ্রোহে জোরাওয়ার সিং বিশেষ সাহসী হইয়া উঠিলেন। তিনি গীলগিট হইতে রাজস্ব আদায় করিতে চাহিলেন। ইয়ার-খন্দের চীনদেশীয় শাসনকর্তার সহিত বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন,—এরূপ অভিপ্রায়ও তিনি প্রকাশ করিলেন। লুদাকের আধিপত্য প্রাচীন স্বয়ং পুনরুত্থাপন করিয়া, লাসা নগরীর ধর্মযাজক-রাজার নিকট হইতে রোহতক, গারো এবং মানসরোবর নামক হ্রদগুলির স্বাধিকার দাবি করিলেন।^{৩৬}

জোরাওয়ার সিং রাজ্য বিস্তারের ইচ্ছা করিলেন। তিনি শাল-পশমের একচেটিয়া ব্যবসায় চালাইতে উদ্বুদ্ধ হইলেন। তখন এই ব্যবসায়ের বিস্তার শাখা-প্রাখা শতক্রম নদীর নিম্নত্বমি পর্যন্ত, পূর্বদিকে দিল্লী ও লুধিয়ানা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল বটে; কিন্তু তাহাতে জাম্বুর রাজকোষের কোনরূপ আর্থিক উন্নতি সাধিত হয় নাই।^{৩৭} ১৮৪১

৩৫। Compare Mr. Clerk to Govt., 26th April, 9th and 31st May, and 25th Aug. 1840.

৩৬। Compare Mr. Clerk to Govt., 25th Aug. & 9th Oct. 1840, and 2nd Jan. and 5th June, 1841,

৩৭। Compare Mr. Clerk to Govt. 5th and 22nd June, 1841.

খ্রীষ্টাব্দের যে ও জুন মাসের মধ্যেই আরোয়ার সিং সিদ্ধ ও শতজ্ঞ নদীর উপত্যকায় নদী পর্যন্ত বিস্তৃত উপত্যকাসমূহ অধিকার করিলেন। নেপাল-সীমান্তের সন্নিকটে এবং আলমোরার ইংরাজনিবাসের অনতিদূরবর্তী ভূমির সমাচ্ছন্ন পর্বত জেদীর সমুখ পর্যন্ত সমগ্র স্থানে সেনানিবাস স্থাপন করিলেন। তাহাতে কালী ও শতজ্ঞের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজপুত্র শাসনকর্তৃগণের রাজত্বের অনেক ক্ষতি হইল; তাহারা স্ব স্ব রাজ্য রক্ষার জন্যে সজ্জ হইয়া উঠিলেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নেপাল গবর্ণমেন্ট যে বড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, পুনরায় সেই বড়যন্ত্র আরম্ভ হইল; লাহোরের স্বেচ্ছুর রাজমন্ত্রী এবং অসম্ভব সিদ্ধানুযায়ী-বংশীয় সর্দারগণের সহিত নেপাল গবর্ণমেন্ট পুনরায় তৎসম্বন্ধে পত্রাদি চালাইতেছিলেন।^{৩৮} পৃথিবীর পরিধির অর্দ্ধাংশ পরিমিত দূরবর্তী স্থানে, ইংরাজগবর্ণমেন্ট চীন দেশের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহাদের মতে, জাম্মুরাজগণকে চীনের অধিকৃত ভিন্নভাষা-প্রাধিপত্য বিস্তারের স্বযোগ প্রদান করিয়া ভারতে ইংরাজ বাণিজ্যের বিঘ্ন উপস্থাপন করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। লাহোর ও নেপাল সৈন্যকে অবোধে হিমালয় অতিক্রম করিতে দেওয়া, তখন অর্থোক্তিক বলিয়া অস্বীকার্য হইল। পরে তাহারা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, পিকিন সম্রাট অবশ্যই ক্ষমতাশালী ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইবেন; তাহাতে স্বাধীন শিখদিগের প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইবে। অধিকন্তু প্রস্তাবিত সন্ধি-সংঘটনে অধিকতর প্রতিবন্ধক ঘটবে।^{৩৯} অতএব তাহারা স্থির করিলেন, শের সিং

৩৮। Compare Mr. Clerk to Government, 16th August & 23rd November, 1840, and 7th Jan. The Government to M. Clerk, 19th Oct. 1840. মাহাবুর সিং নামক বিখ্যাত গুপ্তা এই সময় পঞ্জাবে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার উপস্থিতিতেই শিখ ও গুপ্তা-দিগের অথবা গুপ্তা ও জাম্মুর বিরোধিগণের মধ্যে পরস্পর সন্ধি প্রস্তাব চলিতেছিল। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যক্তি শতজ্ঞ অতিক্রম করিলে, লাহোর সৈন্যের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কার্যে তিনি নিযুক্ত হন; অথবা রাজ-দরবারে হরতো কোন উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইরাছিলেন। তিনি সর্ব বিষয়েই সিদ্ধিলাভ করিতে লাগিলেন; নেপাল-গবর্ণমেন্ট তাহার ভয়ে বিশেষ ভীত হইয়া উঠিল। অবশেষে ইংরাজদিগের নিকট তিনি এত কার্যক্ষম হইয়া উঠিলেন যে, ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে যখন মতানৈক্য হেতু কাঠমাণ্ডুর সহিত যুদ্ধ সম্ভাবনা উপস্থিত হয়, ইংরাজগণ তখন তাহার নিকট সকল বিষয়েই প্রস্তাব-উত্থাপন করেন। যুদ্ধ আবশ্যক হইলে, তাহাকেই স্বাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিবেন, এবং তিনি কোন পক্ষের নেতা বলিয়া স্বীকৃত হইবেন, ইংরাজগণ তাহাকে সেই উদ্দেশ্যে হস্তগত করিলেন; এইরূপে তিনি পঞ্জাব পরিত্যাগ করিতে প্রলোভিত হইলেন। বস্তুতঃ, অপরাপর বিষয় বিবেচনায়ও তথায় তাহার উপস্থিতি মঙ্গলপ্রদ নহে বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু গুপ্তা-দিগের সহিত বিবাদ মিটাইয়া গেল, এবং যে শক্তিশালী গবর্ণমেন্ট তাহাকেই স্বয়ং-স্বল্প ব্যবহার করিয়া নীচতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহারই নিকট হইতে মাসিক এক হাজার টাকা মাসহারা প্রাপ্ত হইয়া, তিনি কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। প্রধানতঃ, ১৬ই মে এবং ২৬শে অক্টোবর গবর্ণমেন্টের বরাহুর ক্লার্কের পত্র; এবং ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর গবর্ণমেন্টের বরাহুর সি. ক্লার্কের পত্র দেখা।

৩৯। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ও ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৬ই আগস্টের গবর্ণমেন্ট লিখিত ক্লার্কের পত্র দেখা। চীন যুদ্ধে শিখদিগের কোন উদ্দেশ্য ছিল। তাহারা সরলভাবে ইংরাজদিগকে সাহায্য প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছিল। সমুদ্রতীরে তখন যে যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই যুদ্ধে সাহায্য প্রদানের জন্য তাড়ার

তাঁহার করদ রাজত্ববর্গকে লাসা রাজ্য পরিভ্যাগ করিতে অস্বমতি করিবেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর গারো সমর্পণের দিনস্থির হইল; প্রধান লামার (Grand Lama) আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিনা, তাহা পর্যবেক্ষণ করিতে একজন ইংরাজ কর্মচারী তথায় গমন করিলেন। মহারাজ এবং তাঁহার অধীনস্থ রাজত্ববর্গ তাহাতে সম্মত হইলেন; জোরাওয়ার সিংহের প্রতি প্রত্যাবর্তনের আদেশ প্রচারিত হইল। কিন্তু এই আদেশবাণী তাঁহার নিকট পৌছার পূর্বেই অথবা তদনুসারে কার্য-সমাধা হওয়ার প্রারম্ভেই, নিদারুণ শীতে তিনি তিব্বতীয় সৈন্য কতৃক পরিবেষ্টিত হইলেন। তিব্বতীয় সৈন্য শীতে তুষার-বরফ-সমাচ্ছন্ন পথে চলিতে চির অভ্যস্ত। সমুদ্রতল হইতে ষাটশ সহস্র ফিট বা ততোধিক উচ্চ স্থানে নিদারুণ শীতকালে স্থিতিতে লাসা-সৈন্য জারোয়ার সিংহকে অবরুদ্ধ করিল। ভারতীয় সমতলভূমে ও হিমালয়ের পাদদেশস্থ অধিবাসিগণ কাষ্ঠাভাবে বিবম বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িল। শীতকালে তত্ত্বাত্ত্ব জলবায়ু অল্পসারে ঋতু-ভ্রবোর ঋতায় জ্বালানি কাষ্ঠও বিশেষ আবশ্যকীয়। এমন কি, কেহ কেহ হস্ত উত্তপ্ত করিতে বন্দুকের কাষ্ঠতন্তু পর্যন্ত জ্বালাইয়া কেলিয়াছিল। ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে যুদ্ধের দিন উপস্থিত হইল; তখন সাংঘাতিক ও অন্তর্ভজনক বিরাম কালের মধ্যেই, তাহারা সকলে অসাড় ও অচেতন হইয়া পড়িল। তাহাদের সেনাপতি নিহত হইল; কয়েকজন মাত্র প্রধান ব্যক্তি বন্দী হইলেন। কিন্তু অধিকাংশ সৈন্যই পর্বতশ্রেণীর পশ্চাত্তাগে অথবা গিরি-সঙ্কটের অন্তরালে কুপাকারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। এই পরাজয়ের সংবাদ শ্রবণ করিয়া, নেপাল সীমান্তস্থিত সমুদায় পশ্চাদ্বর্তী নৈম্ন পলায়ন করিল। কেহই এই সকল সৈন্তের পশ্চাদ্ধাবিত হইল না; কিন্তু ১৬,০০০ ফিট উচ্চ পর্বতশ্রেণীর উপর দিয়া আলামোরা অভিমুখে তাহাদের অর্ধসংখ্যক সৈন্য নিদারুণ শীতের কঠোর প্রকোপে মৃত্যুমুখে পতিত হইল; অবশিষ্ট সৈন্তের অর্দ্ধাংশ বিকলাঙ্গ ও মুমূর্ষু অবস্থায় ফিরিয়া আসিল।^{৪০}

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে বিজয়ী চীন সৈন্য সিঙ্কুনদের তীরভূমি পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া, তাহাদের সমুদায় হস্ত রাজ্য পুনরধিকার করিল। তাহারা ইহাতেই নিবৃত্ত হইল না; অধিকন্তু লুণ্ঠন অধিকার করিয়া, তাহারা লের দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিল। ‘কালমুক’ এবং প্রাচীন ‘শকপো’ অথবা ‘শাকি’ জাতি, কান্সীর পুনরাক্রমণের বিষয় আলোচনা করিতে লাগিল; “গ্রেটার” ও “লেসার” তিব্বতের ভাভারগণ প্রতিশোধ

প্রদেপে গমনের জন্য তাহারা অস্বরোধ করিয়াছিল। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট এবং ২০শে অক্টোবর গার্মেন্টের বরাবর মিঃ ক্লার্কের পত্র দ্রষ্টব্য।

৪০। এই লুণ্ঠন ব্যাপারের সংক্ষিপ্ত বিবরণে গ্রন্থকার পরোক্ষরূপে অধিকাংশ স্থলেই ব্যক্তিগত জ্ঞান ও প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করিয়াছেন। মানসরোবর যুদ্ধের যুদ্ধের অবসানে, পশ্চিম-দিকস্থ গিরিপথ পাঁচ সপ্তাহকাল অবরুদ্ধ ছিল; শিখদিগের এই পরাজয় সংবাদ নিকটবর্তী পরোতে প্রচারিত হওয়ার পূর্বেই, আলামোরা অভিমুখে যে সকল সৈন্য পলায়ন করিতেছিল, তাহাদের দ্বারা সেই পরাজয় সংবাদ কলিকাতা ও গুপ্তেশ্বরে প্রচারিত হয়।

প্রদান ও দূতনের আশায় আনন্দে উৎকুল হইল; কিন্তু এই সময় হিমালয় অতিক্রম করিয়া জলস্রোতের দ্বায় সৈন্ত আসিতে আরম্ভ হইল। দক্ষিণ প্রদেশের তরবারিধারী ও কামান পরিচালক সৈন্ত, তীক্ষ্ণ তুটিগণের ভয়ে ভীত হইয়া উঠিল; স্বতরাং লের অবরোধ পরিত্যক্ত হইল। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে গোলাপ সিংহের সেনাপতি কৌশলক্রমে লাসার উজীরকে আক্রমণ করিয়া, লে ও রোহতকের মধ্যবর্তী স্থান হইতে তাঁহাকে বিভাড়িত করিলেন; সেই স্থানে সেনাপতির সৈন্তগণ শীতকাল আগমন প্রতীক্ষায় অবস্থিতি করিতে বাসনা করিয়াছিল। অতঃপর লাসা ও লাহোর কর্তৃপক্ষীয়গণের মধ্যে এক সন্ধির প্রস্তাব হইল। তাহাতে ইংরাজদিগের ইচ্ছা অল্পসারে সমস্ত বিষয়ই পূর্বের দ্বায় প্রাচীন নিয়মাধীন রহিল। এই সময়ে ইংরাজ অধিকৃত প্রদেশ-সমূহে শাল-পশমের ব্যবসায় পুনঃপ্রবর্তিত হওয়ায়, প্রতিহিংসাপরবশ চীনবাসী দিগের ও পরাজিত শিখদিগের কার্ণ-কলাপে আর কোন বাধা প্রদানের আবশ্যক হইল না।^{৪১}

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কাস্মীরের সৈন্তদল বিদ্রোহী হইয়া, শাসনকর্তাকে নিহত করে। তখন রাজা গোলাপ সিং বিদ্রোহ প্রশমিত করিয়া, তথায় শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য কাস্মীরে প্রেরিত হন। নবপ্রতিষ্ঠিত শাসন-কর্তা গোলাম মহী-উদ্দীনের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, দৃঢ়রূপে তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করাও তাঁহার অপর উদ্দেশ্য ছিল। বিদ্রোহী সৈন্তদল অপেক্ষা গোলাপ সিংহের সৈন্ত-সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; স্বতরাং বিদ্রোহী সৈন্ত অতি গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হইল। পরে সকলেই বুঝিলেন, যে রাজার সাহায্যার্থ গোলাপ সিং প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে বশীভূত করিয়া গোলাপ সিং নিজেই সেই উপত্যকার অধিপতি হইয়াছেন।^{৪২} তাঁহার মন্ত্রী কিংবা তাঁহার ভ্রাতা, পঞ্জাবের কার্ণ-কলাপে ইংরাজদিগের হস্তক্ষেপের বা পক্ষ গ্রহণের পক্ষপাতী, তাহা কেহই কখনও মনে করেন নাই। এই সময়ে নেপালের সহিত তাঁহাদের কথাবার্তা চলিতেছিল; কিন্তু তাঁহারা তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই। তাঁহারা স্থলতান মহম্মদ খাঁর একান্ত অল্পগত ছিলেন; সা স্বজার শত্রু-পক্ষীয়গণের সহিত তিনি বড়বন্ধ করিতেছেন, প্রকৃত বা আত্মমানিক সন্দেহ বশে, স্থলতান মহম্মদ ইহার এক বৎসর পূর্বে লাহোরে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন।^{৪৩} পেশোয়ারের বিপদসঙ্কুল পদ হইতে জেনারেল এভিটেবাইলকে

৪১। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে অনুতসরে যখন গোলাপ সিং জাম্মুর সিংহাসনে মহারাজ-পদে অভিষিক্ত হন, তখন লাসার লামার সহিত তাঁহার সন্ধির প্রত্যক্ষ নিদর্শন-স্বরূপ, তাঁহার পক্ষে পীত বর্ণের এবং চীন দেশীয়দিগের পক্ষে লোহিত বর্ণের পতাকা উড্ডীন হইরাছিল। এতোক কেতনেই সন্ধিকর্তা-দিগের হস্ত লক্ষিত রহিয়াছে; সন্ধিকর্তৃগণ উভয় বর্ণের মধ্যে হস্ত নিমজ্জিত করিয়া, রীতিমত মোহর বা স্বাক্ষরের পরিবর্তে পতাকার উপরিভাগে হস্ত-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছিলেন। “শাঞ্জা” অর্থাৎ হস্ত-সন্ধি বা মিত্রতাবন্ধনের নিদর্শনস্বরূপ। উহা এশিয়ার সর্বত্রই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। অধিকতর পূর্ব-প্রদেশের আকগানদিগের ক্ষমপতাকারও সাধারণতঃ ইহাই আদর্শ-চিহ্ন।

৪২। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মে, ২২ই জুলাই এবং ৩রা সেপ্টেম্বর গবর্নমেন্টের বরাবর মি. ক্লার্কের পত্র।

৪৩। জাম্মুর রাজাদিগের এবং পেশোয়ারের বাল্লকজারীদিগের মধ্যে পরস্পর এই আত্মমানিক

স্থানান্তরিত করা ক্রমশঃই অভ্যাবশ্যকীয় হইয়া দাঁড়াইল। শিখদিগের মন্ত্রিগণের মধ্যে ধীরান সিংহের প্রভুত্ব-প্রভাবই প্রবল ছিল। জাম্মুর রাজস্ববর্গের কার্যদক্ষতা সম্বন্ধে ও তাঁহাদের সৈন্তদলের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে ইংরাজগণ যে মত প্রকাশ করেন, তাহা কাহারও অবদিত নহে; তাহাতে লোকের মনে পক্ষ-পাতিষেধের বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল।^{৪৪} অভ্যবশ্যের সিংহ প্রস্তাব করিলেন যে, যে ব্যক্তি কাম্মীরে শান্তি ও স্থাশাসন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাকেই আকগানদিগের প্রদেশ প্রদান করা হউক। কিন্তু এইরূপ বন্দোবস্ত অনুসারে কাঞ্চড়ার নিকটবর্তী স্থান হইতে থাইবার পাশ পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র পার্বত্য প্রদেশ, ইংরাজদিগের বিদেষী, এবং সা স্বজ্ঞার শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তিগণের হস্তে নিপতিত হইত। তিব্বতদেশে বিশেষ কঠোরতার সহিত তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা দমিত হইয়াছিল; কাবুল নদীর তীরে তাহার যে স্থায়ী ব্যবস্থা-বিধানের চেষ্টা করিতেছিল, যোর বিপদ সম্মুল সেই ব্যবস্থা বিধানে বাধা অম্মাইবার জন্ত তাঁহারা বহুপরিকর হইলেন। অতঃপর ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে পোশোয়ারের সিংহাসনে গোলাপ সিংহের নির্বাচনে, ইংরাজ প্রতিনিধি আপত্তি করিলেন।^{৪৫}

অতঃপর প্রায় দুইমাস অতীত হইল। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর কাবুলে সহসা এক রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইল। ইংরাজদিগের ইতিহাসে সে একটি মর্মভেদী ঘটনা; সেক্ষণ দুদিন বোধ হয় তাঁহাদের ভাগ্যে আর কখনও ঘটে নাই। তখন সর্বত্রই সৈন্তগণের আধিপত্য বিস্তৃত; সকলই সৈনিক পুরুষ দিগের অধীন। তাহাদিগের প্রভুত্ব প্রভাবে সকলই ধ্বংস মুখে পতিত হইতে চলিয়াছিল। এমন কোন বীরপুরুষ ছিলেন না, যিনি সেই সৈনিক-প্রভুত্ব ধ্বংস করিয়া তাহাদিগের উপর আধিপত্য লাভ করেন; এবং তাঁহারই প্রভাবে মুষ্টিমেয় ইংরাজ-সৈন্ত নির্বিঘ্নে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে। অথবা বীর পুরুষের ত্রায় সাহসে নির্ভর করিয়া ইংরাজ সেনানিবাস শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিয়া চিরকীর্তি অর্জন করেন।^{৪৬} তৎকালে ইংরাজ সৈন্তদলের উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণের মনে

সন্ধি-সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের নিকট মিষ্টার ব্রাকের পত্র, (Dated 8th Oct. 1840) অন্যান্য দলিলাদির মধ্যে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

৪৪। মিষ্টার ব্রাক, ধীরান সিংহের কার্যনৈপুণ্য এবং রণ-প্রতিভা হয়তো বাহুল্যরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। জেনারেল ডেন্টন মনে করিয়াছিলেন যে, রাজা অতি স্বল্প-বুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন। তিনি স্বয়ং মন্ত্রী প্রতি বিদ্রোহী হইলেও, এই সকল বিষয়ের ন্যায্য ও উপযুক্ত বিচারক বলিয়া তিনিই অংশসাহী।

৪৫। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২রা আগস্ট, মি. ব্রাকের বরাবর গবর্ণমেন্টের এবং ১৮৪১ খৃঃ ২০শে আগস্ট, গবর্ণমেন্টের বরাবর মি. ব্রাকের পত্র।

৪৬। নিরঞ্জনীর সৈন্যগণের মধ্যে সাহসী এবং সক্ষম ব্যক্তির অভাব ছিল না। শুনা যায়, হতভাগ্য মাজর পটিল্লার এই কাপুরুষোচিত শোচনীয় প্রত্যাঘাতনে অমত প্রকাশ করেন। তবে দলিল পত্রের সত্যতা অতিপাদনার্থ একমতাস্থবর্তিত প্রদর্শন হেতু দুর্ভাগ্যক্রমে কাম্মাহার এবং জালালাবাদ সমরগণের আদেশ-পত্রে যদিও তিনি নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি অন্যত প্রকাশ করিতে পক্ষাৎপন্ন হন নাই।

অথবা ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল; ঐকান্তিক অধ্যবসায় অভিযায় সাহসের সহিত সার উইলিয়ম ম্যাগনাটেন তাঁহাদের সেই কাপুরুষোচিত ভয় অপনোদন করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা—সকল উত্তম বিফল হয়। এই সময়ে কয়েকজন ইংরাজ সেনাপতি শোরাসান অবরোধ করিয়া, তথায় অবস্থান করিতেছিলেন; অথবা, অথচ গুরুতর কার্যভারে তাঁহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারাও এই সময়ে ভয়ে আকুল হইয়া উঠিলেন; সেই দুরবর্তী সেনানায়কগণের ভয়-বিহ্বলতার বিষ-বীজ, ভারতের শাসনকর্তাদিগের মনে প্রভাব বিস্তার করিল। এই সমস্ত কারণে ভয়ে অভিভূত হইয়া, তাঁহারা সাধু-সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। এক্ষণে দুরাগির সহিত সন্ধিসর্ত্ত ভঙ্গ করা ও মিত্রতা-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করাই স্থির হইল। ইংরাজগণ স্থির করিলেন,—সিদ্ধান্তীত, এমন কি তৎপশ্চাতে শতক্র পৰ্যন্ত বিস্তৃত ভূ-খণ্ডে সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া সেনানিবাস স্থাপন করিতে হইবে। ভয়-বিস্ময়ে ইংরাজগণ তখন অভিভূত হইয়া ছিলেন; সুতরাং আকস্মিক মোহঘোরে অস্বাভাবিক কল্পনাশক্তিবলে তাঁহারা নানারূপ ভৌতিক ব্যাপারের অবতারণা করিতে লাগিলেন। হিন্দুস্থান সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য, তাহারা স্থির করিলেন, সেই সকল সৈন্তদ্বারা, কাল্পনিক আকগান-সৈন্ত-শ্রোতের অপ্রতিহত গতি প্রতিরোধ করিতে হইবে।^{৪৭} কার্যকুশল মিত্র শিখগণের প্রতি তাঁহারা আর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। সর্ব বিষয়ে তাহাদের সাহায্য প্রাপ্তি বিশেষ কার্যকারী বলিয়া অনুমিত হইলেও, যে প্রণালীতে সে সাহায্য প্রার্থনা করা হইত এবং যে ভাবে সৈন্তগণ যুদ্ধে নিযুক্ত হইত, তাহাতে ইংরাজগণ লাহোর সৈন্তের প্রতি বিশেষ অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেন; তাহাদের কার্যকলাপে শিখ সৈন্তের নিকৃষ্টতা প্রকাশ পাইত।^{৪৮}

৪৭। Compare Government to the Commander-in-Chief 2nd Dec. 1841, and 10th Feb. 1842; Government to Mr. Clerk, 10th Feb. 1842; the Government to Gen. Pollock, 24th Feb. 1842. এইরূপ বিপৎকালে যে নীতি অবলম্বন করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে বাহারা মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদ্বশ্যে মি. রবার্টসন, আগ্রার লেকটনার্ট গবর্নর, পোলিটিকাল সেক্রেটারী স্যার হাবার্ট ম্যাডক প্রভৃতির নাম সখিলে উল্লেখযোগ্য; তাঁহারা ই পেশোয়ারে একটি সেনা-নিবাস স্থাপনের পরামর্শ প্রদান করেন। কোমিলের মেজর মিঃ প্রিলেপ এবং গবর্নর-জেনারেলের আইডেটে সেক্রেটারী মি. কলভিন শতক্র অভিযুখে সৈন্ত প্রত্যাহারের অনুরোধ করিয়াছিলেন। বাহা হউক, এক্ষণে সকলেই ভবিষ্যত ঘটনাবলীর বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

প্রধান সেনাপতি স্বয়ং দেখিলেন যে, একমাত্র ইংরাজ সৈন্ত ভারতবর্ষ রক্ষা করিতে অসমর্থ। মি. ক্লার্ক দেখিলেন, যদি জালালাবাদ শত্রু হস্তে পতিত হয়, তাহা হইলে পার্বত্য জাতি শিকারী ভারত আক্রমণ করিবে; শিখ-সৈন্ত কিছুতেই তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিতে পারিবে না।

৪৮। পূর্ববর্তী নোটে সংক্ষিপ্তসারের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতে শিখ সৈন্তের প্রতি মিঃ ক্লার্কের অবজ্ঞাযুক্ত বাক্যে আকগানদিগকে বাধা প্রদান করার তাহাদের অক্ষমতা আনিয়া মিঃ কলভিন শতক্র অভিযুখে সৈন্ত প্রত্যাহৃত করিতে অনুরোধ করেন। এতদুত্তর জাতির আপেক্ষিক সাহসিকতা সম্বন্ধে কর্ণেল ওরডেরও সেই মত। তিনি অনুমান করেন যে, মূলী সাহামত আলির “শিখ ও আকগান” নামক গ্রন্থের ৫২৫ পৃষ্ঠার নোট তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত। তিনি বলেন, “শিখ” জাতি সর্বদাই ‘বাইবারী’

কিরোজপুর হইতে চারিটি সিপাহী দল গমন করিল। তাহাদের সহিত কামান কিংবা অঝারোহী সৈন্ত কিছুই রহিল না; সুতরাং তাহাদিগকে রক্ষা করিবারও কোন উপায় ছিল না। তাহাদের সকল চেষ্টা বিফল হইল; তাহারা খাইবার পানীয় উদ্ধৃত্ত করিতে পারিল না। স্থানীয় ইংরাজ কর্মচারীগণ ঐকান্তিকতার সহিত শেনোয়ারের শিখ সৈন্তদলকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। সিপাহীদিগকে সহায়তা করিতে অথবা জেলালাবাদ পর্যন্ত পৌছিতে, ইংরাজ কর্মচারীগণ শিখদিগকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু ইংরাজদিগের অভিপ্রায় অমুসারে, তাহারা শিখ গবর্ণমেন্টের তৎসম্বন্ধে কোন নির্বন্ধাতিশয্য প্রকাশ করেন নাই। তখন ইংরাজ সৈন্তের পরাজয়ের সংবাদ প্রচারিত হওয়ায়, তাহাদের ভয়বিহ্বলতায় বিশ্বাস-স্থাপন বিশেষ মঙ্গলপ্রদ বোধিয়া অমুমতি হইল। অপরাপর বিষয় সম্বন্ধে আদেশ প্রতীক্ষা না করিয়াও শিখশাসনকর্তা এক্ষণে সৈন্তদিগের “পাক” অথবা কমিটির মত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। তখন সৈন্তপরিচালনার অমুরোধ উপেক্ষিত হইল। ইংরাজগণ বলিলেন, একমাত্র ভয়-বিহ্বলতাহেতু শিখরাজ এ অমুরোধ রক্ষা করিলেন না। প্রকৃত পক্ষে ঘৃণা অবিশ্বাস এবং ভয় বশতঃ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইল। জেলার গবর্ণর-জেনারেল এন্ডিটেবাইল সৌভাগ্যবলে এককাল নিজ রাজ্যেই আধিপত্য করিতেছিলেন; তিনি নিঃসংকোচে স্বাধায়া সাহায্য করিতে লাগিলেন। এন্ডিটেবাইল কিছু গোল-গুলি বন্দুক-কামানাদি অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রয়োজনীয় মন্ত্রাণ্ড এবং প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করিলেন; তখন ইংরাজ সৈন্তদল আলি-মসজিদ পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইল। কিন্তু আহরিত খাদ্য পরিভ্যাগ করিয়া, অনাহারে দুর্গপ্রবেশে শৈথিল্য হেতু তাহারা যে অপরাধী হইয়াছিল, তাহাদের সে অপরাধ মার্জনা হইল না। সুতরাং কয়েকদিন পরেই সৈন্যদল প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইল। অতঃপর বৈদেশিক জাতির সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতে শিখগণ অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। ইংরাজদিগের বেডনভোগী সৈন্যগণ তৎসংবাদ প্রাপ্ত হওয়ায়, আকগান-দিগের সহিত মিত্রতা স্থাপনে গবর্ণর-জেনারেলের অধিকতর বিশেষ জ্ঞিল।^{৪১}

জাতিকে ভয় করিত। বস্তুতঃ, জেনারেল এন্ডিটেবাইল যখন লুণ্ঠনকারী পান্ধী জাতি পরিবেষ্টিত একটি রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন, তখন প্রকৃতপক্ষে তিনি সেই মত গ্রহণ করিতে পারিতেন। অস্ত্র পক্ষে, যখন তিনি শিখ-সৈন্তের প্রতি বিবেচ্যতাপন্ন হইয়া, ইংরাজদিগের উদ্যোগে গিরিসঙ্ঘটে গমন করেন, তখন তিনি কোপলব্ধে এই মতামতটী হইতে পারিতেন।

৪১। এই অংশের সমুদয় বিবরণ, প্রধানতঃ গ্রন্থকারের সরকারী এবং অর্থসরকারী পত্রাবির সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে গৃহীত। আলি-মসজিদ অধিকারে অকৃতকার্যতা সম্বন্ধে, ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের গবর্ণমেন্ট লিখিত মি. ক্লার্কের পত্রের উল্লেখ করা বাইতে পারে। এতৎসম্বন্ধে আরও বলা বাইতে পারে যে, মি. ক্লার্ক ১০ই ফেব্রুয়ারীর পত্রে নির্দেশ করিয়াছিলেন,—ইংরাজ-কর্তৃক কোন আকস্মিক আক্রমণে, শিখ সৈন্ত বেচ্ছাক্রমে সাহায্য প্রদান করিবে না, কিন্তু তাহাদের বহুদৃষ্টিতা অজ্ঞতা অমুসারে যে উপায়ে আক্রমণ করিলে সিদ্ধি লাভের অধিকতর সম্ভাবনা, সেইরূপ যুদ্ধ সময়ে বা অবরোধ কালে, তাহারা স্বভাবতঃই সাহায্য প্রদানে উদ্যোগী হইবে।

অন্তঃপৰ জেলালাবাদেৰ সৈন্যদলকে সাহায্য প্ৰদান কৰাই একেৰে বিশেষ আবশ্যক হইল। স্বত্ৱাং ১৮৪২ খ্ৰীষ্টাব্দেৰ বসন্তকালে একদল সুসজ্জিত ইংৰাজ সৈন্য পেশোৱাকে উপস্থিত হইল; কিন্তু কাৰ্যকালে শিখদিগেৰ সাহায্য-গ্ৰহণ তখনও প্ৰয়োজন হইয়া দাড়াইল। তৎকালে সা-সুজাৰ সহিত “জিৰক্ষীয়া” সন্ধিৰ এক অপ্রচলিত সৰ্ত্ত্বক্ৰমে ইংৰাজগণ শিখদিগেৰ সাহায্য প্ৰাৰ্থনা কৰিলেন; এই সন্ধি-সৰ্ত্ত্বানুসাৰে পাঁচ সহস্ৰ সৈন্যেৰ সাহায্য বিনিময়ে লাহোৰ-ৰাজ দুইলক্ষ টাকা অৰ্থ সাহায্য প্ৰাপ্ত হন।^{৫০} শেৰ সিংহ এই নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণেৰ অতিৰিক্ত সৈন্য দ্বাৰা সাহায্য প্ৰদান কৰিতেও অভিলাষী ছিলেন; তিনি পঞ্জাবে বহুল পৰিমাণে শস্ত্ৰাদি ধৰিণ কৰিয়া ৰাখিলেন; এবং শকটবাহী গো-মহিষাদি প্ৰচুৰ পৰিমাণে আহৰণ কৰিলেন। একেৰে মহাৰাজেৰ নিজ সৈন্যেৰ পৰিমাণ সহায়তাকাৰিগণেৰ সৈন্য সংখ্যা অপেক্ষা অনেকাংশে অধিক হইল; কিন্তু সিদ্ধান্তওয়ালা নৱপতিগণেৰ কাৰ্য-প্ৰণালীতে তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। এই সময়ে তাঁহাদেৰ একজন নৱপতি স্বীয় স্বত্ব অথবা মায়িচাঁদ কোঁৱেৰ স্বত্ব প্ৰতিপন্ন কৰিতে কলিকাতায় গিয়াছিল; সকলেই শিখদিগেৰ মध्ये লক্ষপ্ৰতিষ্ঠ ও ক্ষমতাশালী ছিলেন। ইংৰাজ কৰ্ত্ত্বপক্ষীয়গণ শেৰ সিংহকে নিশ্চিত বলিলেন, তাঁহাৰ ৰাজত্বকালে কোন স্বত্বহীন ও আশ্ৰয়হীন ব্যক্তি তাঁহাৰ ৰাজকাৰ্যে বাধা প্ৰদান কৰিতে পাৰিবে না; এইৰূপে মহাৰাজেৰ সম্পূৰ্ণ সহায়ভূতি ও সাহায্য প্ৰাপ্তি সম্বন্ধে কোন বিঘ্ন ৰহিল না।^{৫১} কিন্তু ইংৰাজগণ মনে কৰিলেন, ধৰ্মপ্ৰাণ শিখ-সৈন্ত স্বভাবতেই ৰাজদ্ৰোহী অথচ বীৰোচিত তেজপ্ৰভায় তাঁহাৰা নিৰুপ্ত। স্বত্ৱাং ইংৰাজগণ জাম্মু সৈন্যদিগকেই শ্ৰেষ্ঠ মনে কৰিলেন। গোলাপ সিং পেশোৱাৰে গমন কৰিয়া অবাধ্য ও ৰাজদ্ৰোহী “খালসা” সৈন্ত দমন কৰিবেন, এবং জেনাৰেল পলককে যথাসাধ্য সাহায্য প্ৰদানেৰ অঙ্গীকাৰ কৰিবেন, গোলাপ সিংহেৰ প্ৰতি সেই আদেশ প্ৰচাৰিত হইল।^{৫২} এই সময়ৰ ৰাজা কাশ্মীৰ ও আটকেৰ মধ্যবৰ্তি

৫০। ১৮৪২ খ্ৰীষ্টাব্দেৰ ৩০ মে এবং ২০শে জুলাই ক্লাৰ্কৰ বৰাবৰ গবৰ্ণমেণ্টেৰ পত্ৰ। বাহা ইউক, ইংৰেজ প্ৰতিনিধিগণ উপহাসচ্ছলে। অথচ সান্থনয়ে শিখকৰ্ত্ত্বপক্ষীয়দিগকে বন্ধুত্বেৰ বিষয় স্মৰণ কৰাইয়া নিয়াছিলেন। ইংৰাজগণ বলিয়াছিলেন স্বীকাৰোজিতে শিখজাতি এ সাহায্য প্ৰদানে বাধ্য এবং প্ৰতিজ্ঞাপালনাৰ্থ সৰ্বদা যথোপযুক্ত সৈন্য প্ৰস্তুত ৰাখিতে হইবে। সন্ধিৰ চুক্তি অনুসাৰে, ঐ সৈন্য-সাহায্য প্ৰদানেৰ বিষয় মৌখিক ভাবে উল্লেখ না কৰিয়া, পূৰ্বোন্নিযিত সৰ্ত্তে সাহায্য প্ৰাৰ্থনা কৰা জায়া-সজ্জাই হইয়াছিল।

৫১। আকগান-বুদ্ধ সময়ে, ইংৰাজ-সৈন্যেৰ সাহায্যকাৰ্যে, প্ৰহৰী সৈন্য, সৈন্যাদি এবং শকট-বানাদি সৱবাহ কৰিয়া, শিখজাতি যেকুণ সাহায্য কৰিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে মি. ক্লাৰ্কৰ পত্ৰাদি (of the 15th Jan, 18th May, and 14th June, 1842) সৰ্বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেৰোক্ত পত্ৰ খানিতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, ১৮৩৯ এবং ১৮৪২ খ্ৰীষ্টাব্দেৰ মध्ये শিখজাতি কৰ্ত্ত্বক ১৭,০৮১ টি উষ্ট্ৰ সংগৃহীত হইয়াছিল।

৫২। গোলাপ সিং কাৰ্যোদ্ধাৰে গমন কৰিলেন কি না, তৎপক্ষে ইংৰাজপক্ষীয়গণ প্ৰথমে দৃষ্টিপাত কৰিলেন না। বস্তুতঃ মি. ক্লাৰ্ক ৰাজাৰ সাহায্য প্ৰাপ্তিৰ বিষয় প্ৰস্তাব কৰেন; কিন্তু তাঁহাকে সাহায্য প্ৰদানে বাধ্য দেওয়া সম্বন্ধে, তিনি কোন কথাই বলেন নাই। একুণ অবস্থায় আনুমানিক বিষয়ে বা যথেষ্ট বৰ্ণনাৰ বিৰাট স্থাপন কৰা অনুচিত।

কতকগুলি বিদ্রোহী জাতির ক্ষমতা হ্রাস করিতে কলন করিয়াছিলেন। যে ভিত্তিতে দেশে বহু সৈন্যবল ক্ষয় হইয়াছে, এবং বিশাল রাজ্য তাঁহার হস্ত-খলিতে হইয়াছিল ;— সেই ভিত্তিতে বিজয় গোলাপ সিংহের আন্তরিক ইচ্ছা। তিনি তথায় গমন করিলেন বটে, কিন্তু তিনি পার্বত্য সৈন্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে সকলই জানিতেন। তিনি নিজে যে সকল বিষয়ে অনভ্যস্ত, বৈদেশিক জাতির সেই নীতি-প্রণালী অবলম্বন করিয়া বিপদ-সাগরে নিমজ্জিত হইতে কখনও তিনি ইচ্ছা করেন নাই। স্তত্রাং 'রেজিমেন্ট' সৈন্যদলের ন্যায়, শিখ-সৈন্যদলকে সভ্য, শিক্ষিত ও শৃঙ্খলাবৃত্তী করিতে সমর্থ হইলেন না। সেই অকৃতকার্যতা হেতু তিনি যে বিচক্ষণতার ভাণ করিতেন, তাহা প্রস্তারণাময় ও কপটতাপূর্ণ বালয়া অল্পমিত হইল। তখন সকলেরই বিশ্বাস জন্মিল, তিনি যুগিতে ইউরোপীয় শক্তির সৈন্য-রাশির ধ্বংস-সাধন হেতু, আকবর খাঁর সহিত যড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন।^{৫৩} তথাপি তাঁহার সাহায্য অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া মনে হইল। তখন স্থানীয় ইংরাজ কর্মচারীগণ, অধিস্বামী শের সিংহের বিনা সম্মতিতেই, গোলাপ সিংহকে উৎকোচ স্বরূপ জেলালাবাদ প্রদানের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু মিষ্টার ক্লার্ক এই প্রস্তাবে সম্পূর্ণরূপে অসম্মত হইলেন।^{৫৪} এপ্রিল মাসে ষাইবার পাশ উন্মুক্ত হইল ; অতিরিক্ত শিখ সৈন্য ইংরাজ-সেনাপতির সম্পূর্ণ সন্তোষ বিধান করিয়া, আপনাদিগের দোষ খালন করিল। তাঁহারা জাম্মুর রাজাকে কোন আশ্বাস বাণী প্রদান করিলেন না ; বৈদেশিক শক্তির কার্য-সিদ্ধি অথবা প্রতিশোধ গ্রহণ অপেক্ষা তিনি আপন স্বার্থসাধনই প্রিয়তর বলিয়া মনে করিলেন ; এবং উদ্দেশ্য সাধনার্থ তৎপরতার সহিত তিনি লুণ্ঠকের সামান্য-প্রদেয় অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। জেনারেল পলক স্থির করিলেন, জেলালাবাদ অধিকার করিয়া থাকার জন্য, সমুদায় শিখ সৈন্য তিনি জেলালাবাদে রাখিয়া ষাইবেন ; কিন্তু প্রধান ইংরাজ সৈন্যদল কাবুলে গমন করিল। ইতিমধ্যে কর্ণেল লরেন্স সময় বুঝিয়া এক বীরোচিত কার্য সম্পন্ন করিলেন ; তাঁহার মধ্যস্থতায় একদল লাহোর সৈন্য ইংরাজ সৈন্যের অল্পবর্তী হইল।^{৫৫} পূর্ব আক্রমণে তাহারা যেক্ষণ প্রতিশোধ প্রদান করিয়াছিল, সেই প্রতিশোধ কামনায় তাহারা এবারেও ইংরাজ সৈন্যের সহিত যোগদান করিল। তাহারা এ সময়ে সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ করিয়াছিল যে, স্বাধীনভাবে স্ব স্ব প্রণালী অবলম্বনের অবসর প্রদান করিলে, তাহারা সর্বপ্রকার বিপদের সম্মুখীন হইতে সমর্থ।

৫৩। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ, গবর্ণমেণ্টের বরাবর মি. ক্লার্কের পত্র।

৫৪। যে সকল কর্মচারীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ম্যাজর ম্যাকেসন এবং লেক্টন্যান্ট কর্ণেল স্যার হেনরি প্রভৃতিই প্রধান। উত্তর-পশ্চিম ভারতে, ইংরাজদিগের কার্য-কলাপের সহিত মি. লরেন্সের ঐক্য দৃষ্টরূপে গ্রথিত ; সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিয়া থাকে।

৫৫। 'কলিকাতা রিভিউ' সংবাদপত্রের প্রবন্ধ ; তৃতীয় সংখ্যা, ১৮০ পৃষ্ঠা। পেশোয়ারে কর্ণেল ওয়াইল্ড, স্যার জর্জ পলক এবং রাজা গোলাপ সিংহের কাধাবলী সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থের নামোল্লেখ করা

অবরোধ করে
পারে।

ইতিপূর্বে গোলাপ সিংহকে জেলালাবাদ প্রদানের যে প্রস্তাব হইরাছিল—নূতন গবর্নর-জেনারেল লর্ড এলেনবরা সে প্রস্তাব পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত ভাবে গ্রহণ করিলেন। এতৎসম্বন্ধে তাঁহার মত প্রকাশিত হইলে, তিনি এই নীতি বিধিবদ্ধ করিলেন যে, ইংরাজ অথবা শিখ গবর্নমেন্ট কেহই হিমালয়ের পরপারে অথবা কাবুলের অন্তর্গত “সাক্কে কো” অতিক্রম করিয়া রাজ্য বিস্তার করিতে পারিবেন না। এক্ষণে দুরাশিদিগের সহিত মিত্রতা-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা জানিয়া, তাহাদের মন হইতে জাম্মু এবং বারুকজাগ্রিগণের ষড়যন্ত্রের ভয় বিদূরিত হইল। মহারাজের আদেশানুসারে গোলাপ সিং লুদাক পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু পঞ্জাবের অধীনতা স্বীকার করিয়া সম-সর্তে তিনি জেলালাবাদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।^{৫৬} তখন শিখগণ আর একটি আফগান রাজ্য অধিকার করিতে ইচ্ছা করিল। বাহা হউক, এই সমুদায় সর্তে গোলাপ সিং সম্বৃত হইলেন না; কাবুল স্বতন্ত্র গবর্নমেন্টের বিষয় অমুমোদন সম্বন্ধে ইংরাজদিগের প্রকৃত মন্তব্য না জানিয়া, কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, শের সিং যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিলেন না।^{৫৭} এক্ষণে সা-সুজার মৃত্যুতে এবং শের সিংহের সন্দেহমূলক কার্যকলাপে ঐ দেশ পুনরধিকার করা তাঁহারা নিশ্চোয়েজনীয় বলিয়া মনে করিলেন; সুতরাং ইংরাজদিগের ঘোষণাক্রমে ‘ত্রিপক্ষীয়’ সন্ধি বিলুপ্ত হইল।^{৫৮} কিন্তু আফগান রাজধানী আক্রমণের বিষয় বিশেষ আবশ্যকীয় প্রতিপন্ন হওয়ায় অতি বিজ্ঞতার সহিত সেই নীতি অবলম্বিত হইল।^{৫৯} তখন ইংরাজগণ দেখিলেন,—কাবুলে শীতকাল অভিবাহিত করিতে হইবে, তাহার অনেক সম্ভাবনাও রহিয়াছে। বিজয়ী সৈন্যদল ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত কেহই বিশ্বাস করেন নাই যে, ইংরাজগণ বৃহৎ একটি সাম্রাজ্য অধিকারের আশা পরিত্যাগ করিবেন। অতঃপর শিখগণ জেলালাবাদ গ্রহণে সম্মত হইল; কিন্তু এই স্থান হস্তান্তরকরণের আদেশ জেনারেল পলকের নিকট পৌঁছার পূর্বেই, সেনাপতি দুর্গ ধ্বংস

৫৬। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিলের গবর্নমেন্টের বরাবর মি. ক্লার্কের পত্র।

৫৭। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মে এবং ১৯শে জুলাই মি. ক্লার্কের বরাবর গবর্নমেন্টের পত্র।

৫৮। সন্ধি-প্রস্তাবে কোন এক পক্ষ অবলম্বন করিতে, শিখগণ যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে, তাহাতে শিখজাতি সিদ্ধুর আদীর্ষগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লিখিত হইরাছে। কাবুলের শাসনকর্তার স্বীকারোক্তি অনুসারে শিখজাতি প্রধানতঃ এই সন্ধির মূলীভূত; তাহারা পক্ষভুক্ত হওয়ার বিষয় কতকংশে খণ্ডন করিয়াছে। বাহা হউক, এই সন্ধি কখনও নিষ্পন্ন হয় নাই।

৫৯। যে ভাবে ইংরাজগণ আফগানিস্থান হইতে সৈন্য কিরাইরা আনিরাহিলেন, শিখজাতি সেই কু-প্রথা বা যুগাজনক বিষয়ের পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়াছিল। (Mr. Clerk to Government, 19th July, 1842) যে সকল প্রধান ব্যক্তি, কাবুল আক্রমণের বিষয় প্রথমতঃ অতিশয় ঐবীত ভাবে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, মি. ক্লার্ক তাহাদের অন্ততম। অতঃপর এত শীঘ্র কাবুল পরিত্যাগের সম্বন্ধে তাঁহারা যৌর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। (See his letter above quoted and also that of the 23rd April, 1842.)

করিয়া কেলিলেন।^{৬০} তখন বাল্য হিসারে বাহাকে কৌশলক্রমে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন, সেই রাজাকেই সেনাপতি হুগের ধ্বংসাবশেষ প্রদান করিলেন। লাহোরের শাসন-প্রণালী বিশৃঙ্খল হওয়ায়, শের সিং এই যুগাজনক উপচৌকন প্রদানের দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে হয়তো অনিচ্ছুক ছিলেন না। পঞ্জাবের মধ্য দিয়া নিরাপদে গমনের অস্বীকারে, দোস্ত মহম্মদও এই সময়ে মুক্তি-লাভের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইংরাজ-দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া আকবর খাঁর পিতা জয়লাভ করেন, তাহাতে তাঁহার যশঃ-সৌরভে চারিদিক উজ্জ্বলিত হয়, সকলেই সেই ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এক্ষণে শাসনের আধোগ্য একটি রাজ্য আকবর খাঁর পিতার হস্তে সমর্পণ করিয়া, তাহার সহিত মিজতঃ স্থাপন করাই ইংরাজগণ যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন।^{৬১}

এই সময়ে গবর্ণর জেনারেল, কিরোজপুরে একদল সৈন্য সমাবেশের সংকল্প করিয়া বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিলেন। আফগানিস্থানে পুনরায় বিপৎপাতের সম্ভবনা হইলে, তৎপ্রতিকারার্থ এই সৈন্যদল প্রস্তুত রাখাই, তাঁহার উদ্দেশ্য। ভারতের নরপতিগণকে তিনি আর এক বিষয় জানান স্থির করিলেন;—কোন রাজা বিজোহাচরণ করিলে, তাহাদের ইংরাজ প্রভুগণ সে বিজোহ দমন করিবেন।^{৬২} লর্ড এলেনবরা স্বয়ং শের-সিংহের

৬০। ১২৪২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর এই আদেশ প্রচারিত হয়। লর্ড এলেনবরার মনেও সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে বিজয়ী সেনাপতিগণ কাবুলে শীতকাল অতিবাহিত করার জন্য নানা যুক্তি প্রদর্শন করিবেন। এই কারণে সার জন এম. ক্যাসকেলের কোহিস্তান আক্রমণে তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হন নাই।

৬১। শিখগণ কখনও রাজ্যলাভে অনিচ্ছুক ছিল না। কিন্তু তাহারা প্রকাশ্য উপায় অবলম্বনে অভিলাষ করিয়াছিল এবং বাহাতে তাহাদের কাযকলাপে কেহ বাধা না দেয়, তাহাই ইচ্ছা করিয়াছিল। যে পর্বন্ত ইংরেজ আপনাদিগের নীতি অনুসারে এ বিষয় স্থির না করিয়াছিলেন, সে পর্বন্ত তাহারা উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে নাই। আফগানিস্থানের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য, গবর্ণর-জেনারেল যে প্রতিজ্ঞা করেন, শিখগণ সে সকলই অবগত ছিল; কিন্তু অস্বাভীভাবে এই সম্বন্ধ রক্ষার জন্য ইংরাজ-গণের অধিকাংশ ব্যক্তি যে মত প্রকাশ করেন, শিখগণ তাহা জানিত। অধিকন্তু তাহারা দেখিল যে, নবাগত সৈন্য কর্তৃক সমুদায় দুর্গই অধিকৃত, এবং স্বেচ্ছাক্রমে রাজ্য-পরিত্যাগ-নীতি তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে নুতন। অতএব তাহারা কিছুকাল প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। সৈন্যগণের এত্যাগমনে স্বাধীনভাবে কার্য করা যখন তাহাদের পক্ষে সহজসাধ্য বলিয়া অনুমিত হইল, তখন দোস্ত মহম্মদের মুক্তিতে পুনরায় তাহারা অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইল। তাহারা পঞ্জাবের মধ্য দিয়া আশীরকে নিরাপদে পরিচালন করিতে অহরী-ধরূপ নিযুক্ত হওয়ার, তাহার সহিত শিখগণ কোনই প্রস্তাব করিতে পারিল না। যতদিন শিখ জাতি ইংরাজদিগের নীতি অনুসারে অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনভাবে শাসন-কার্য পরিচালনায় অত্যন্ত না হইয়াছিল, সে পর্বন্ত হলতান মহম্মদ খাঁ এবং অন্যান্য শাসনকর্তৃগণের দ্বারা শিখজাতি কায সম্পন্ন করিতে পারিত। (Compare Mr. Clerk to Government 2nd Sept. 1842.)

৬২। লর্ড অকল্যাণ্ডও মনে করিয়াছিলেন যে, এই প্রমাণ যুক্তি সঙ্গত। (Government to Mr. Clerk, 3rd Dec. 1841.) লর্ড এলেনবরার শাসনকালে যে উপায়াবলী গৃহীত হয় তাহাতে আফগানিস্থানের সৈন্যপরিচালক সেনাপতিদিগকে তিনি শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন। সার উইলিয়ম নটের এতিনিধি আদেশ করেন,—পূর্ব আদেশের সহিত কোন সংশয় না রাখিয়া, সৈন্যের

সহিত সাক্ষাতের মনস্থ করিলেন। তৎকালে ক্লান্ততা প্রকাশের ইচ্ছা বলবতী হওয়ার,— তাহাতে জয়লাভেও সৌকর্য বিধান করায়, মহারাজ বন্ধুত্বের যে প্রমাণ নিয়ত প্রদান করিয়াছিলেন, তজ্জগৎ গবর্ণর-জেনারেল নিজে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিবেন স্থির হইল। মহাসমারোহে সে উৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য তাৎকালিক উদ্দীপনাবশে আরও স্থিরীকৃত হইল যে, কাবুল হইতে যে দুইটি সৈন্যদল যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছে, তাহারা কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খলতাচরণ না করিয়া, ইংরাজদিগের উদারতা ও সাম্যনীতির পরিচয় প্রদান করিবে। আলেকজান্দার এবং তাঁহার গ্রীক সৈন্যকর্তৃক পঞ্জাব প্রদেশ ম্যাসিডনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর, আর এত অধিক ইউরোপীয় সৈন্য কখনও ভারত-ক্ষেত্রে একত্র সমবেত হয় নাই। শিখজাতি সাধারণতঃ এক কারণে সমুদ্র হইয়াছিল; বাহাতে পশ্চিম সীমান্তে ইংরাজগণ উপস্থিত না হন, তজ্জগৎ এই স্মরণে, তাহারা বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু অত্যাশ্চর্য অবস্থায় ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য বৈভব প্রদর্শনের সুবিধা পাইয়া, তিনি বিশেষ গর্বিত হইতে পারিতেন। শের সিং নিজে নিঃসন্দেহে লর্ড এলেনবরার সহিত সাক্ষাতের জন্য প্রতীক্ষা করেন নাই। তিনি শাসনকার্যে আপন অক্ষমতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন; শিখদিগের অত্যাচারের জন্য, এবং যে সকল রাজপ্রতিনিধী আমীরগণ তৎকালে আপনাপন অদৃষ্ট চিন্তা করিয়া ভয়প্রকম্পিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত তিনি লিপ্ত হইয়াছেন সেই সন্দেহে, তাঁহাকে যে কৈকিয়ৎ প্রদান করিতে হইবে, তাহা ভাবিয়া তিনি অনর্থক ভীত হইলেন। পঞ্জাব প্রদেশ অধিকার করিলে যে, সমস্ত আফগানিস্থান সম্পূর্ণরূপে অধিকারের প্রথম সোপান গঠিত হইবে, ইহাই ভাবিয়া তিনি আকুল হইয়া পড়িলেন। শের সিংহের নিজের প্রতিও বিশ্বাস ছিল না। অল্পচরগণের প্রতিহিংসা-বৃত্তির চরিতার্থের ভয়েও তিনি বিশেষ ভীত হইয়াছিলেন। তাহাদের বিশ্বাস, শের সিং স্বার্থ-সাধনোদ্দেশ্যে খালসা সৈন্য উৎসর্গ করিতে যত্নপর। গবর্ণর-জেনারেলের সহিত মহারাজ সাক্ষাৎ করেন, ধীমান সিংহের তাহা অভিপ্রেত নহে। অধিকন্তু তিনি স্বভাবতঃই সন্দেহভাজ ছিলেন; ধীমান সিংহের ভয় হইল তাঁহার প্রভু ইংরাজ প্রতিনিধিকে উত্তেজিত করিয়া তাঁহার ধ্বংস সাধনে প্ররূপ হইবেন, অথবা তাঁহার বৈদেশিক প্রভুত্বের উচ্ছেদ সাধনে চেষ্টা হইবেন। শের সিং এবং তাঁহার মন্ত্রী উভয়েই উল্লাসিত হইলেন যে, যে মতবিরোধের জন্য লুধিয়ানার লেহনা সিং মাজিধিয়ার বিশিষ্টরূপ সমাদর করা হয়

নিরাপত্তার জন্য এবং ব্রিটিশ নামের গৌরব-রক্ষা হেতু তিনি বাহা ভাল মনে করেন, (Resolution of Government, 6 Jan. 1842,) তিনি তাহাই করিবেন। এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া, তিনি আপন যোগ্যতা ও গুণাবলীর সম্পূর্ণ পরিচয় দিয়াছিলেন। (Government, to Sir William Nott, 10th February, 1842,) বাহা ইউক, দোস্ত মহম্মদের মৃত্যু-প্রস্তাবে লর্ড অকলান্ডই প্রশংসার যোগ্য। (Government to Mr. Clerk, 24th Feb. 1842.) কাবুল হইতে প্রত্যাবর্তনের পর, ইংরাজগণের যে বিপৎপাত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তিনি যে ভদ্রগণকে বোরতর বিপদাশঙ্কার অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন, সে জন্য তিনিও কৃতকায়ে দোষী। শতক্রতীয়ে অথবা সিদ্ধতীয়ে আশ্রয় গ্রহণের জন্য কাপুরুষোচিত সতর্কার জন্যও তিনি কিরণগরিমাণে অপরাধী।

নাই, এক্ষণে সেই মতবিরোধ অছিলার ইংরাজগণের বিরুদ্ধাচরণে মহারাজের সহিত তাঁহার সম্মিলন অসম্ভব। ৬৩ এবার অবহেলা ও অবমাননার জন্য লর্ড এলেনবরা প্রকৃতই ক্রুদ্ধ হইলেন; কিন্তু না জানিয়াই তাঁহার প্রতি এইরূপ অবমাননা প্রদর্শিত হইয়াছিল। তাঁহার ক্রোধ সহজে প্রশমিত হইবার নহে। কিন্তু প্রকৃত ভাবী উত্তরাধিকারী সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া স্বয়ং মন্ত্রী যখন ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, তখন এলেনবরার অসন্তোষের সকল কারণই অস্তিত্ব হইল। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসের প্রারম্ভে সৈন্য-দল-ভাঙের নির্দিষ্ট সময় আসিল; গবর্নর-জেনারেল দূরত্বর দেশ হইতে আগত যুদ্ধ-ক্লিষ্ট সৈন্যগণকে আর অধিককাল তথায় রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না। এইরূপে শের সিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইল না; কিন্তু লর্ড এলেনবরা অল্পবয়স্ক বালক-মুবরাজ প্রতাপসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। যখন বজ্রার জলে সিন্ধুনদের উভয় কূল প্রাবিত

৬৩। অনেকবার রাজা ধীরান সিং এবং মহারাজ উভয়ে ইংরাজদিগের আক্রমণের বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। (দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী গবর্নমেন্টের বরাবর মি. ক্লার্কের পত্র দ্রষ্টব্য।) ব্রিটিশ গবর্নর-জেনারেল এবং মহারাজের সাক্ষাতে, ধীরান সিং বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কলিকাতা রিভিউয়ের প্রবন্ধ লেখক, (No. ii, p. 493 of the Calcutta Review)—তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এই সমালোচক তৎকালে শের সিংহের উদ্বেগের কথাও বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার মতে, শের সিংহ অকপটে ইংরাজদিগের আশ্রয়ে থাকিতে অভিলাষী ছিলেন। যদি তিনি নৃশংস হত্যাকাণ্ড হইতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ মনে করিতেন এবং সর্বপ্রকার বিপদ সম্ভাবনা জানিতা যদি লর্ড এলেনবরা তাঁহাকে লাহোর সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত রাখিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই ইংরাজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন।

সিন্ধুর আমীরগণের সহিত যে সন্ধি প্রস্তাব হয়, তাহা শত্রুতামূলক ও সন্দেহজনক। তথিৎয়ে থরনটন কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস দ্রষ্টব্য (See Thornton's "History of India" vi. 447.) যাহা হউক, এই সম্ভার অপরাধের কৈফিয়ৎ প্রদানের লজ্জা, শিখগণ কখনও আহুত হয় নাই।

সন্ন্যাস লেহনা সিং যে মত-বিরোধের কারণ হইয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে নিয়ে প্রদত্ত হইল:—সীমান্ত প্রদেশে গবর্নর-জেনারেলের আগমনে, প্রচলিত আচার-প্রণালী অনুসারে ঐ সর্দার তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য প্রেরিত হন। তখন এইরূপ বন্দোবস্ত হয় যে, গবর্নর-জেনারেল লুধিয়ানার সর্দারকে সমাদর করিবেন; এতদর্থে দিন ও সময় নির্দিষ্ট হয়; এবং সকল বন্দোবস্তই যথোচিত ভাবে স্থির হইয়া যায়। মি. ক্লার্ক স্বয়ং রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাকে গবর্নর-জেনারেলের নিকট আনয়ন করিতে গমন করেন। তাঁহার প্রতি এইরূপ আদেশে ছিল যে, শিখদিগের শিবির অভিমুখে তিনি অর্ধগম্ভীর গমন করিবেন। সর্দার ভাবিলেন অথবা বুঝিলেন,—মি. ক্লার্ক তাঁহার শিবির মধ্যে আসিবেন; হুতরাং তিনি নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া রহিলেন। এদিকে মি. ক্লার্ক ছই ঘণ্টা বা ততোধিক কাল অর্ধগম্ভীর সর্দারের লজ্জা প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। লর্ড এলেনবরা মনে করিলেন, সর্দারের এই আপত্তি বুঝিহীনতার পরিচায়ক; এবং ইচ্ছাপূর্বকই তাঁহার প্রতি এই অবমাননা প্রদর্শিত হইয়াছে। হুতরাং গবর্নর-জেনারেল ইহার কৈফিয়ৎ প্রদানের আদেশ করিলেন। (১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর, মি. ক্লার্কের বরাবর গবর্নমেন্টের পত্র দ্রষ্টব্য।) গবর্নর-জেনারেলের শিবিরে স্থপিত লেহনা সিংহকে পরিচালন করিবার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে এবং ধীরান সিংহের স্বার্থ সাধনোদ্দেশ্যে লাহোর গবর্নমেন্টের উকীল, তাঁহাকে বিপত্নাঙ্গী করিয়াছিল; নিজ প্রভু এবং ইংরাজগণ উভয় পক্ষেরই অবিধাস-ভাজন করিবার কল্পনাই, সেই ব্যক্তি এরূপ কাজ করিয়াছিল।

তখন বেক্সপ কিপ্রকারিতার সহিত বহু সংখ্যক শিখ সৈন্ত প্রহরী বহুগুণ শতক্রম পরপারে প্রেরিত হয়, এবং বেক্সপ নিশ্চয়তা ও চতুরতার সহিত সৈন্ত পরিচালিত হইয়াছিল ; ইংরাজ সেনাপতিগণের সৈন্য-সংখ্যা অধিক হইলেও এবং ইংরাজসৈন্যের সিদ্ধি লাভে আত্মাভিমানের কারণ থাকিলেও, এ বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ মনোযোগ সহকারে দেখা কর্তব্য। যুবরাজও সেইরূপে ভারতীয় ইংরাজ-সৈন্য পরিদর্শন করিলেন ; শিখ-রাজ অতিশয় আগ্রহের সহিত জালালাবাদ উদ্ধারকারী সৈন্যদলকে পরীক্ষা করিলেন ; এবং বিশ্বয়ের সহিত জেনারেল নট এবং তাঁহার সাহসী বীর কষ্টেসিফু সৈন্যগণকে অকপটে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অবশেষে সুসজ্জিত সৈন্যদল ভঙ্গ হইল ; ফিরোজপুরের সমতলক্ষেত্রে আর অসংখ্য শুভ্র শিবিরশ্রেণী পরিদৃষ্ট হইল না। বিপদমুক্ত শের সিং ঘোরতর বিপদের অবসানে অতি শীঘ্র অমৃতসর পরিত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। এই সকল কার্য শেষ হইলে, তিনি দোস্ত মহম্মদ থাকে অতি সমাদরে লাহোরে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বন্ধনমুক্ত আমরীরের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। কিন্তু এই সন্ধি-পত্রে ইংরাজদিগের উপটোজন জেলালাবাদের কোনই উল্লেখ রহিল না।^{৬৪}

কিন্তু শের সিং, অধীনস্থ রাজা ও প্রজাদিগকেই প্রধানতঃ ভয় করিতেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে মায়ি চাঁদ কোঁরের আকস্মিক বা সন্দেহমূলক মৃত্যুতে যদিও তাঁহার ভয়ের অনেকটা লাঘব হইয়াছিল।^{৬৫} তথাপি বিদ্বেষভাবাপন্ন ধীমান সিংহের প্রভুত্বে তিনি উদ্ভিগ্ন হইলেন। তখন তিনি ভাই গুরুমুখ সিংহের প্রস্তাব সমূহে কোনরূপ বিধামত প্রকাশ না করিয়া, তদমুযায়ী কার্য করিতে লাগিলেন। এক হিসাবে এই ব্যক্তি তাঁহার ধর্মযাজক ছিলেন, এবং ধার্মিক বলিয়া তাঁহার বিশেষ স্থখ্যাতিও ছিল ; সকলেই জানিত তিনি একজন প্রসিদ্ধ যোগী ও ক্ষমতাশালী পুরুষের আত্মজ।^{৬৬} দেশের বিরুদ্ধ

৬৪। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী এবং ১৭ই মার্চ তারিখে মি. ক্লার্কের নিকট গবর্ণমেন্ট এক পত্র লেখেন, এখানে তাহাই উল্লেখ।

৬৫। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন গবর্ণমেন্টে বরাবর মি. ক্লার্কের পত্র। দাসীগণের মুখে শুনা যায়, খড়গ সিংহের বিবধা পত্নী, এত গুরুতররূপে আহত হইয়াছিলেন যে, তিনি কিছুকাল পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই নৃশংস ব্যাপারের একটি মাত্র জবাব দেওয়া হইয়াছিল যে, তিনি কোন অপরাধের জন্য হত্যাকারী ভৃত্যগণকে ভিন্নকার করিয়াছিলেন ; কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের উত্তেজনার শের সিং যে নির্দগ্ধ ছিলেন, সাধারণে তাহা বিশ্বাস করিতে চাহে না।

৬৬। রাজত্বের প্রারম্ভে শের সিং অধিকাংশ স্থলে জওলা সিং নামক একজন দক্ষ অথচ উচ্চাভিলাষী অমৃতসরের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন। লাহোর আক্রমণ সময়ে এই ব্যক্তি বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। এই নগর সেনানায়ক, সিদ্ধানওয়ালা রাজগণ, জামুরাজগণ এবং ক্ষমতাপন্ন রাজ-মন্ত্রাদিগণের হান অধিকারের আশা করিয়াছিল ; কিন্তু অবিস্মৃতির ভয়ে ঘরাবিত হওয়ায়, ধীমান সিং কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া, ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তিনি কারারুদ্ধ হন। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই তিনি আত্মহত্যা করেন। (গবর্ণমেন্টের বরাবর মি. ক্লার্কের পত্র ; তারিখ ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে এবং ১০ই জুন।)

পক্ষগুলিকে একতা-সূত্রে আবদ্ধ করিতে অভিলষী হইয়া, ইংরাজ গবর্ণমেন্ট শুভ উদ্দেশ্যে অথচ অসম্ভব আশায় প্রাণোদিত হইয়া সিদ্ধানওয়ালা রাজগণের প্রতি পুনরায় অল্পগ্রহ প্রকাশের অভিল্য করিলেন। তাহাদিগের ভয়ে ইংরাজ প্রতিনিধিকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, এবং মহারাজ স্বয়ং ভীত ও সন্দ্বিহান হইয়াছিলেন।^{৬৭} স্বাভাবিক অকপটতা হেতু শের সিং এইরূপ মিথ্যতা-বন্ধনের বিরোধী ছিলেন না; বরং জাম্বু-রাজগণের সম্বল সম্পন্ন এই রাজ পরিবারকে ক্রমে ক্রমে মিথ্যাসূত্রে আবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। দীয়ান সিংহও তাঁহাদের প্রত্যাবর্তনে কোনরূপ বাধা দেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, এক্ষণে মায়ি চাঁদ কোর ইহুদ্যম ত্যাগ করিয়াছেন; হুতরাং তাঁহাদের দ্বারা বহু উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। এইরূপে অজিৎ সিং এবং তাঁহার পিতৃব্য পুনরায় লাহোর রাজসভায় স্ব স্ব স্থান অধিকার করিলেন। এতৎসত্ত্বেও ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে দীয়ান সিং বুঝিলেন, মহারাজের উপর তাঁহার প্রতিপত্তি ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া আসিতেছে। এদিকে গুরুমুখ সিংহের কুমন্ত্রণায় ভীত হওয়ারও তাঁহার অনেক কারণ ছিল। গুরুমুখের ন্যায় একজন ব্যক্তি কর্তৃক জনসাধারণ উত্তেজিত হইলে, তাহার বিষময় ফলও তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। অতঃপর মন্ত্রীবর পুনরায় বালক দলীপ সিংহের কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি সিদ্ধানওয়ালা রাজগণের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন যে, কেবলমাত্র আপনাদিগের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিতেই তাঁহারা লাহোরে আসিতে প্রলোভিত হইয়াছেন। ইতিমধ্যে অজিৎ সিং রাজ্য প্রিয় সহচর হইয়া উঠিলেন। এক্ষণে তিনি নিজে ক্ষমতা লাভের জন্য লালায়িত; তিনি এবং তাঁহার পিতৃব্য লেহনা সিংহ উভয়েই আপনাপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মন্ত্রী-বরকে পক্ষভুক্ত করিয়া লইতে ক্লতসংকল্প হইলেন। তাঁহারা যেন সম্পূর্ণরূপে মন্ত্রীর মতামত-বর্তী, তাঁহারা সেই ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাঁহারা বলিলেন, নিজ জীবন রক্ষার্থ তাঁহারা শের সিংহের জীবননাশে প্রস্তুত। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর, অজিৎ সিংহের আহবিত সৈন্যগণের নব-সম্প্রদায় পর্যবেক্ষণ করিতে, মহারাজ তাঁহার তথায় আগমন করিলেন; বোধ হইল, সর্বশ্রেষ্ঠ একটি কামান উপঢৌকন স্বরূপ প্রদানের জন্য, প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী অভিনন্দন গ্রহণের জন্যই যেন অজিত সিং মহারাজের নিকটবর্তী হইলেন। কিন্তু নিজ অন্তোত্তোলন করিয়া মহারাজকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিলেন। ঠিক এই সময়ে নির্মম লেহনা সিং বালক প্রতাপসিংহেরও জীবন সংহার করিলেন। তখন মন্ত্রীকেই রাজা বলিয়া ঘোষণা করিতে জাতি-বন্ধুবর্গ, দীয়ান সিংহের সহিত মিলিত হইয়া দুর্গ

৬৭। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল, গবর্ণমেন্টের বরাবর ক্লার্কের পত্র; এবং ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে ক্লার্কের বরাবর গবর্ণমেন্টের পত্র। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর গবর্ণমেন্ট লেফটেন্যান্ট কর্ণেল রিচমন্ডকে যে পত্র দেন তাহাও দ্রষ্টব্য। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে মি. ক্লার্ক আগরার লেফটেন্যান্ট গবর্ণর হন; সীমান্ত এলাশে লেফটেন্যান্ট-কর্ণেল রিচমন্ড প্রতিনিধিরূপে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। রিচমন্ড একজন বিখ্যাত কর্ণচাৰী; অনুরূপ তিনি সার জর্জ পলকের অধীনে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

অভিমুখে অগ্রসর হইল। চির-সতর্ক মন্ত্রী এক্ষণে আপনার কণ্ঠে আপনি ধরা পড়িলেন ; তিনি এক্ষণে নিজ পাণকার্যের সহায়তাকারীগণের ক্রীড়া-পুত্তলীধরূপে রহিলেন, অধিকন্তু নির্জনে থাকিবার জগাই যেন তিনি প্রিয় সহচর ও আজ্ঞাবহিগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন। যে ধুষ্ট নির্লজ্জ রাজা কিছুকাল পূর্বে তাহাদের অধিতীয় প্রভুর রক্তে হস্তরঞ্জিত করিয়াছিল, সেই রাজাই তাঁহাকে গুলি করিয়া হত্যা করিল।^{৬৮} ষড়যন্ত্রকারীগণ এইরূপে নিজ নিজ কার্যে বিশেষ কৃতকার্য হইল ; কিন্তু তাজিলাবশতঃ তাহার মন্ত্রী-পুত্রকে নিহত অথবা কারারুদ্ধ করিল না। এদিকে মহারাজের হত্যা সংবাদেব জগা সৈন্তগণ যেক্রপ সমুদ্র হইয়াছিল, ধীয়ান সিংহের মৃত্যুতে তাহার ভেমনই দ্রুঃখিত হইল। বোধ হইল, তাহার ধীয়ান সিংহের হত্যার বিষয় কখনও মনে স্থান দেয় নাই। আপনার বিপদাশঙ্কায় ধীরা সিং সন্তানোচিত কর্তব্য সাধনে উদ্বুদ্ধ হইলেন। যে তিনটি হত্যাকাণ্ড সাধিত হইয়াছিল, তজ্জন্ত তিনি একমাত্র সিদ্ধানওয়ালাদিগকেই গ্রায্যরূপে অপরাধী করিতে পারিতেন। তাহাদের বন্ধু ও তাঁহার পিতার নৃশংস মৃত্যুর প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হইলে, তিনি সৈন্তদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সৈন্তদল সকলেই তাঁহার আহ্বানে সম্মত হইয়া, অব্যাহতির পরেই দুর্গ আক্রমণ করিল। শিখজাতির মধ্যে জাম্মুর রাজগণের প্রাধান্যে বিদ্বেষ এত অধিক প্রবল ছিল যে, বিশ্বয় ও ক্রোধের প্রথম উত্তেজনা তিরোহিত না হওয়া পর্যন্ত, যদি এই যৎসামান্য সৈন্য তিন চারি দিন সহ্য করিয়া থাকিতে পারিত, তাহা হইলে, নিশ্চই ধীরা সিং প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে এই স্থান আক্রান্ত হয়, আহত লেহনা সিংহ নৃশংস রূপে নিহত হইলেন। এবং অজিৎ সিং সাহসিকতার সহিত উচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘনের চেষ্টা করায়, তথা হইতে পতিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।^{৬৯} অতঃপর দলৌপ সিং মহারাজ বলিয়া ঘোষিত হইলেন, এবং ধীরা সিং উজ্জীর পদে উন্নীত হইলেন। কিছুকালের জন্য তিনি সর্বসর্বা হন ; সিদ্ধানওয়ালাগণের সমুদায় রাজ্য সরকারে গৃহীত হয়, এবং শিখগণ তাহাদের বাসস্থান ধুলিসাং করিয়া ফেলে ; ভাই গুরমুখ এবং মিত্র বেলীরাম উভয়কে অল্পসম্মান করিয়া হত্যা না করা পর্যন্ত প্রতিহিংসা পরবশ যুবক নিবৃত্ত হইলেন না। প্রথম ব্যক্তির সহক্ষে তাহার এই বিশ্বাস জন্মিল যে, তিনি তাঁহার দৃঢ়-বিশ্বাসী প্রভুর মৃত্যুর সহায়তা করিয়াছেন এবং মন্ত্রী নিধন সাধনে উত্তেজনা বৃদ্ধি করিয়াছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তির সহক্ষে তাঁহার ধারণা হইল যে, জাম্মু পরিবারের প্রাধান্যের প্রবল বিরোধী হইলেও, তিনি সর্বদা মহারাজের বিশেষ প্রিয় ও অল্পগ্রহভাজন হইয়াছিলেন ; লাহোর আগমন কালে সর্দার উত্তার সিং সিদ্ধানওয়ালা দুর্গ অবরোধের সংবাদ জ্ঞাত হইয়া ধর্মপ্রাণ খ্যাতিনামা ভাই বীরসিংহের প্রভুত্ব ঘোষণা করিয়া গ্রাম্য অধিবাসীগণকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা

৬৮। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ও ১৮ই সেপ্টেম্বর লেকটেন্যান্ট-কর্ণেল রিচমণ্ড গবর্ণমেন্টের বরাবর যে পত্র লেখেন তাহাই দ্রষ্টব্য।

৬৯। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে সেপ্টেম্বর লেকটেন্যান্ট-কর্ণেল রিচমণ্ড গবর্ণমেন্টের বরাবর যে পত্র প্রেরণ করেন, এখানে তাহাই দ্রষ্টব্য।

করিলেন; কিন্তু যাবতীয় ‘খালসা’ সৈন্যদল সমবেত দেখিয়া, হীরা সিংহের দুভের কার্যকলাপ পরিহার করিয়া তিনি ভৎক্ষণাৎ ইংরাজ রাজ্যে প্রবেশ করিলেন।^{৭০}

নূতন মন্ত্রী মাসিক দুই টাকা আট আনা অর্থাৎ পাঁচ শিলিং হারে প্রত্যেক সৈন্তের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। পূর্বে যাহা বাকী পড়িয়াছিল, তাহাও তিনি পরিশোধ করিলেন। সৈন্তগণ ভাবিল, তাহারাই রাজ্যের অধিপতি; তাহারাই অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিল, অথবা জাম্মু-দলপতিগণকে বিতাড়িত এবং পূর্ববর্ণিত ভাই বীরসিংহকে ধর্মযাজক ও রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার ভীতি প্রদর্শন করিয়া সর্বসাধারণের নিকট বিশেষ সম্মানার্থ ও ভয়প্রদ হইতে চেষ্টা করিল।^{৭১} বালক মহারাজের মাতুল জোয়াহির সিং যথাসাধ্য সর্বোচ্চ পদ অধিকার করিলেন, কিন্তু মন্ত্রীর পরিবারবর্গের মধ্যে একতা রহিল না। যুবক, যুদ্ধে অনভিজ্ঞ এবং কার্যে অপটু ভ্রাতৃপুত্রের প্রাধান্য লাভে র্ম্মাহত হইলেন। প্রভু লাভের জন্য সূচ্যে সিং একটি দল সংগঠন করিলেন।^{৭২} সাহায্যের জন্য যুবক উজীর পিতৃব্য গোলাপ সিংহের আশ্রয় অবলম্বন করিলেন; সেই স্বচতুর নরপতি, যখন অপরের মতালম্বী হইতেন, অথবা কার্য সম্পন্ন করিতেন, তখন যে কেহ উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিত, তাহাকে গ্রাহ্য করিতেন না। কিন্তু শিখগণ তখনও তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট; পাছে তিনি প্রত্যেক দুর্গ নিজ সৈন্য পরিপূর্ণ করিতে চেষ্টা করেন, এই জন্য তাঁহার প্রতি তাহারাই ঈর্ষাপরবশ ছিল। পরন্তু গোলাপ সিং নিজ কার্য-প্রণালীতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১০ই নবেম্বর তারিখে লাহোর পৌছিবার পূর্বে তিনি একমাত্র জোয়াহীর সিংহ ব্যতীত অপরাপর সকল পক্ষের সহিতই মিত্রতা-স্থাপন পূর্বক তাহাদের অমুগ্রহভাজন হইতে চেষ্টা করিলেন। তিনি জোয়াহীর সিংহকে অকর্ম্মণ্য বলিয়া ঘৃণা করিতেন।^{৭৩} তাঁহার এই ব্যবহারে জোহীর ক্রুদ্ধ হইলেন; মহারাজের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ থাকায়, তাঁহার নিকট সর্বদা গভীরাভ্যন্তর সুবিধা পাইয়া, ‘রিভিউ’ বা সৈন্য-পরিদর্শন উপলক্ষে বালক মহারাজকে ক্রোড়ে লইয়া জোয়াহীর সিং পরিদর্শন-ক্ষেত্রে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া, জাম্মুর রাজগণকে পদচ্যুত করিতে জিদ করিয়া, তিনি সমবেত সৈন্য-গণকে বলিলেন,—যদি তাঁহার প্রস্তাবে তাহারাই অসম্মত হয়, তাহা হইলে তাহাদের ভাবী রাজ্য তাঁহার ভ্রাতৃপুত্রকে লইয়া, তিনি ইংরাজ রাজ্যে পলায়ন করিবেন। কিন্তু ইংরাজদিগের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণের কল্পনা স্বাধীন জাতি ও স্বাধীন সৈনিক পুরুষ শিখজাতির পক্ষে একান্ত অসন্তোষজনক বিধায়, জোয়াহীর সিং ভৎক্ষণাৎ কারারুদ্ধ হইলেন। পূর্বে

৭০। লেকটেন্যান্ট-কর্ণেল রিচমন্ডের পত্র; ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর হইতে ২রা অক্টোবর পর্যন্ত।

৭১। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের, গবর্ণমেন্টের বরাবর লেকটেন্যান্ট-কর্ণেল রিচমন্ডের পত্র।

৭২। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এবং ২২শে অক্টোবর তারিখে লিখিত গবর্ণমেন্টের বরাবর লেকটেন্যান্ট-কর্ণেল রিচমন্ডের পত্র।

৭৩। রিচমন্ডের পত্র; ১৮৪৩ খৃঃ, ২৬শে সেপ্টেম্বর ও ১৬ই নবেম্বর।

যে শিক্ষায় তাঁহার স্বভাব গঠিত হয়, এবং যে শিক্ষাযলে তিনি কার্যাবলী সম্পন্ন করিতেন, জীবনের শেষভাগে তিনি সেই নীতিই শিক্ষা করিলেন।^{৭৪}

যাহা হউক, তথাপি হীরা সিং ক্রমশঃ বিপদ-জালে জড়িত হইতে লাগিলেন। কতে খণী টোয়ানা নামক এক ব্যক্তি ধীমান সিংহের একজন প্রিয়-সহচর ছিলেন। এই ব্যক্তিই নিজ প্রভুর প্রস্তাবিত হত্যাকাণ্ডে গুপ্ত মন্ত্রণা দাতা। যখন অজিৎ সিং এরূপে রাজাকে গ্রহণ করেন, তখন চতুরতার সহিত কু-অভিপ্রায়ে এই ব্যক্তি প্রচুরভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন,— ইহাই সাধারণের অজ্ঞান। যখন সৈন্যরাশি দুর্গ আক্রমণ করিল, তখন এই নগণ্য নেতা স্বদেশ ডেরা-ইসমাইল-খণী নামক স্থানে পলায়ন করিয়া রাজজ্যোহের স্মৃতি করিতে চেষ্টা করিল। মূলতানের বিদ্রোহী ও দক্ষ শাসনকর্তা তাঁহার এইরূপ উদ্যমে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন, তৎকালে তাহাই অল্পমিত হওয়ার, বিশেষ উদ্বেগ ও অধিকতর দুষ্চিন্তার কারণ হইল।^{৭৫} এই সমুদায় বিদ্রোহ দমনের উপায় অবলম্বন করিতে না করিতেই, কাশ্মীরী সিং এবং পেশোয়ারা সিং নামক রণজিৎ সিংহের আত্মজ অথবা পোষ্যপুত্রদ্বয়, নাবালক দলীপ সিংহের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইলেন। যখন আফগানদিগের দুইটি প্রদেশের নামানুসারে এই বালকদ্বয়ের নামকরণ হইয়াছিল, রণজিৎ সিং তখন সেই দুইটি প্রদেশ অধিকার করেন, তখন মহারাজ তাঁহাদিগকে গ্রহণ করেন। তাঁহারা এক্ষণে শিয়ালকোট প্রকাশ্যভাবে প্রতিকূলতাচরণ করিয়া স্ব স্ব দল গঠন করিতে চেষ্টা করিলেন। যে কয়েকটি সৈন্যদল পেশোয়ার অভিযুখে গমনের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহারা এই যুবরাজদ্বয়ের সহিত মিলিত হইল; একমাত্র শিখসৈন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিল; কিন্তু লাহোরের মুসলমান সৈন্যগণও ভ্রাতৃত্বকে আক্রমণ করিতে অস্বীকৃত হইল। অতি কষ্টের সহিত ও একমাত্র গোলাপ সিংহের সাহায্যে শিয়ালকোট অপরূক হইল। অতঃপর দেখা গেল, সেই যুবকদ্বয় কোন দলের অধিনায়কত্ব কার্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; তাহাদিগকে দমন করিতে হীরা সিং আর কোন উদ্যোগ করিলেন না। মার্চ মাসের শেষ ভাগে তিনি দুর্গ অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া, তাহাদিগকে মুক্তি দান করিলেন।^{৭৬} যাহা হউক, জোয়াহীর সিংহের কৃতকার্যতায় সন্তুষ্ট হওয়ার কারণ, মন্ত্রীর অতি অল্পই ছিল; এই সময়ে জোয়াহীর সিং নিজ মুক্তির জন্য প্রহরীদিগের সহিত মন্ত্রণা স্থির করিয়াছিলেন, তাহারাও তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছিল। রাজসভায় পূর্বপদ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইলেও, তিনি তাহাতে সন্মত হইলেন। স্থলতঃ, এই

৭৪। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে নবেম্বর লেফটেন্যান্ট-কর্ণেল রিচমণ্ড, গবর্ণমেন্টের বরাবর যে পত্র দেন, এহলে তাহাই দ্রষ্টব্য।

৭৫। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর লেফটেন্যান্ট-কর্ণেল রিচমণ্ড, গবর্ণমেন্টের বরাবর যে পত্র প্রেরণ করেন, এহলে তাহাই দ্রষ্টব্য।

৭৬। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ও ২৭শে মার্চ, লেফটেন্যান্ট-কর্ণেল রিচমণ্ডের পত্র।

বালকের শাসন সময়ে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে সকলেই কতকটা ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন।^{৭৭}

সাধারণের বিশ্বাস, রাজা সূচেন সিং, কান্দীরা সিংহের সমস্ত মন্ত্রণায় অগ্রকাশভাবে তাহাকে সাহায্য করিয়াছেন। জোয়াহির সিংহের মুক্তিলাভও তাঁহারই সম্মতিক্রমে সংঘটিত হইয়াছে। রাজার বিশ্বাস, তিনি সৈন্যগণের মধ্যে সকলেরই প্রিয়পাত্র; প্রধানতঃ যে অস্বাভাবিক সৈন্য কতকটা অশিক্ষিত, এবং যাহারা স্থায়ী ও শিক্ষিত পদাতি ও শস্ত্রচালনাকারী সৈন্যদলের শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্য-প্রণালীতে কতক পরিমাণে ঈর্ষাপরতন্ত্র, তাহাদেরই তিনি অধিকতর প্রিয়পাত্র। তিনি অতিশয় বিরক্তি ও অনিচ্ছার সহিত পার্বত্য প্রদেশে গমন করিলেন, আত্মপুত্রকে বশিত করিয়া সিংহাসন অধিকার করিতে তখনও তাঁহার উৎকট অভিলাষ ছিল। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৬এ মে অপরাহ্নে কয়েকজন অল্পচর সমভিব্যাহারে তিনি অকস্মাৎ লাহোরে উপনীত হইলেন; কিন্তু অধিকাংশ সৈন্যদল তাঁহার বিনীত প্রার্থনা উপেক্ষা করিল। তাহার একটি কারণ এই যে, হীরা সিং দানে মুক্তহস্ত এবং প্রতিজ্ঞায় অটল ও অতিশয় উদারচেতা ছিলেন; দ্বিতীয় কারণ এই যে, যে সকল স্বচর প্রতিনিধি সৈন্যদল সমূহের “পঞ্চায়েৎ” স্বরূপ নিযুক্ত হইতেন— অথবা বাহাদুর দ্বারা “পঞ্চায়েৎ” সভা গঠিত হইত, তাহারা আপনাপন মহত্ব ও আত্মসম্মান বিশেষরূপ উপলব্ধি করিতে পারিতেন; একমাত্র অধ্যাবসায়শীল এবং বিজ্ঞকোচিত অহুসন্ধান না করিয়া, বিদ্রোহের উদ্দেশ্যে সহজে তাহারা কাহারও পক্ষ অবলম্বন করিতেন না। স্বতরাং স্ব-প্রত্যাশী ও অবিশ্বাস্যকারী রাজার আগমনের অব্যবহিত পরে, প্রাতঃকালে বৃহৎ এক দল সৈন্য কোনরূপ দ্বিধামত প্রকাশ না করিয়া, রাজার বিরুদ্ধে যাত্রা করিল; কিন্তু রাজা অত্যন্ত সাহসী ও বীরপুরুষ ছিলেন; তিনি ভয়-প্রাণীদের মধ্যে থাকিয়া বাধা দিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যদিও তাঁহার মুষ্টিমেয় সৈন্য বহুসংখ্যক শস্ত্রধারী সৈন্যের অগ্নিবর্ষণে একরূপ নিঃশেষ হইয়াছিল; কিন্তু আক্রমণ-কারিগণ দুর্গ-প্রাকার মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্বে, তিনি শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।^{৭৮}

উত্তার সিং সিদ্ধানওয়ালা এ যাবৎ ধানেশ্বর বাস করিতেছিলেন। এইরূপ অবিশ্বাস্যকারিতা ও অসমসাহসিক কার্যের পর, দুই মাসের মধ্যেই সৈন্যগণের সাহায্যে তিনি হীরা সিংহকে বিভাঙিত করিতে চেষ্টা করেন। ২রা মে তারিখে তিনি শতজ্ঞ নদী অতিক্রম করিলেন; কিন্তু অসাময়িক সংঘর্ষণ পরিহার-করে এবং শিখদিগের নিকট বিনীত প্রার্থনা জানাইয়া, তাহাদিগের সহায়ত্ব প্রাপ্ত হইবার জন্য, কোন দুরবর্তী স্থানে অবস্থিতি না করিয়াই, তিনি একেবারে ভাই বীর সিংহের সহিত মিলিত হইলেন। এই

৭৭। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ লেকটন্যান্ট-কর্ণেল রিচমন্ডের পত্র।

৭৮। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৯এ মার্চ, লেকটন্যান্ট-কর্ণেল রিচমন্ড গবর্ণমেণ্টের বরাবর যে পত্র লেখেন, তাহা ত্রুটি।

সময়ে তাঁহার ধর্মপ্রাণতা ও খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে বহুসংখ্যক কৃষিজীবী শিখ তাঁহার আজ্ঞাশ্রবণী হইয়াছিল। তখন তিনি রাজধানী হইতে ৪০ মাইল দূরবর্তী কিরোজপুরের সন্নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অসন্তুষ্ট-চিত্ত কাশ্মীরা সিং তাঁহার সহিত যোগদান করিবেন; কিন্তু এ দিকে হীরা সিং নতজাহ্নু হইয়া সমবেত ‘খালসার’ অল্পগ্রহ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন;—‘সিদ্ধান্ডয়ালাগণ’ ইংরাজদিগের নিকট সাহায্যপ্রার্থী এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদেরই অস্থগত,—এই সকল বিষয়, শ্রবণ করাইয়া দিয়া, তিনি ‘খালসা’ সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ একটি বৃহৎ সৈন্যদল লাহোর হইতে যাত্রা করিল; কিন্তু বিদ্রোহী দল হইতে ভাই বীর সিংহকে স্বতন্ত্র স্থানে রাখার ইচ্ছা অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল; সৈন্যগণ ভাবিল, এক্ষণ একজন ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষকে আক্রমণ করা ধর্মবিরুদ্ধ ও অপবিত্র। যাহা হউক, ঐ মাসের ৭ই তারিখে ভাই বীর সিংহকে প্রস্থান করিতে অহরোধ জানাইয়া, তাঁহার নিকট প্রতিনিধি প্রেরিত হইল। প্রতিনিধিগণের কু-বাক্যবর্ষণে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সর্দার উত্তার সিং স্বহস্তে একজন প্রতিনিধিকে নিহত করিলেন। এই নৃশংস ব্যাপারের ফলে, তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের নৃত্যপাত হইল। উত্তার সিং ও কাশ্মীরা সিং উভয়েই নিহত হইলেন। তৎপরে দেখা গেল, ভাই বীর সিংহও একটি গোলের আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন;—মৃতদেহের মধ্যে তাঁহার মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। এই যুদ্ধে জাম্বুর রাজপুত বীর, লাভ সিং সেনাপতি ছিলেন; কাশ্মীরা সিংহের পরিবারবর্গকে হস্তগত করায়, তাঁহার সিদ্ধিলাভের পথ অধিকতর সুগম হইয়া আসিল। কিন্তু স্ত্রীলোক ও বালিকাগণকে লাহোরে আনয়ন করা সম্বন্ধে, শিখ-পদাতিক সৈন্য অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া, প্রতিবাদ করিল। সৈন্যগণের এই প্রতিবাদে এবং ভাই বীর সিংহের মৃত্যুতে মর্মভেদী বিলাপ-চিহ্ন দর্শনে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া, লাভ সিংহ আপনার নিরাপত্তার জন্য অতি সত্বর রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।^{১৯}

এইরূপে হীরা সিং রাজ্যের শত্রু এবং শাসনের প্রতিবাদী দুইজন প্রধান ব্যক্তিকে অপসৃত করিয়া, কতকাংশে সিদ্ধি লাভ করিলেন। এক্ষণে মূলতানের শাসনকর্তার সহিত সন্ধি-স্থাপিত হওয়ায়, কতে খাঁ জাওয়ানার কার্য-প্রণালীতে অণুমাত্র উদ্বেগের কারণ রহিল না।^{২০} এক্ষণে কেবল মাত্র শিখ-সৈন্যই, তাঁহার উদ্বেগের প্রধান কারণ হইয়া উঠিল। শিখ-সাম্রাজ্য সঙ্গীর্ণতাপ্রাপ্ত হইবে, তাহাতে তিনি কিছুমাত্র ভীত হন নাই; তিনি নিজে শিখ-রাজ্যের আধিপত্য হইতে বঞ্চিত হইবেন—ইহাই তাঁহার ভয়ের প্রধান কারণ। ‘পঞ্চায়ত্ত’গণ স্ব স্ব প্রভু অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্নপর ছিলেন, এবং তাঁহাদের অধীনস্থ সৈন্যগণের জন্য অতিরিক্ত বেতন ও বিশেষ অধিকারস্বত্ব লাভের চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু সৈন্যদল সাম্রাজ্যের একতা এবং স্বেচ্ছা অক্ষুণ্ণ রাখিতে কৃতসংকল্প

১৯। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই, ১১ই, এবং ১২ই মে, গবর্ণমেন্টের বরাবর লেক্টনাট-কর্ণেল রিচমন্ডের পত্র।

২০। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিলের, গবর্ণমেন্টের বরাবর লেক্টনাট কর্ণেল-রিচমন্ডের পত্র।

হইয়াছিল; প্রাদেশিক সৈন্যদের সাহায্য হেতু তাহারা পরস্পর ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত স্থির করিয়াছিল। বস্তুতঃ, সীমান্ত প্রদেশে শিখগণ স্বাভাবিক বীরত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিল; ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে গিলগিট রাজ্য আক্রান্ত ও কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্ত হইল। পঞ্চায়েতগণ বুঝিতে পারিলেন যে, শিখ-সৈন্যকে রাজ্যমধ্যে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া, রাজা এবং তাঁহার পরামর্শদাতা উভয়েই অতিরিক্ত পার্বত্য-সৈন্য সংগ্রহ করার মন্ত্রণা করিয়াছেন। তাঁহারা স্থির করিলেন, এইরূপ উপায়ের সাধকতা প্রতিপাদন করা আবশ্যিক; সন্তোষজনক প্রমাণ প্রদান না করিলে, এবং সন্দেহভঞ্জন ব্যতিরেকে, কোন সৈন্যদল লাহোর পরিত্যাগ করিতে পারিবে না, কমিটিতে তাহাই স্থির হইল। এইরূপে হীরা সিংহ, সিদ্ধু-দেশস্থ ইংরাজ-সৈন্যের ভাবী সাহায্যের আশায় রহিলেন। তদাভ্যুত্থানিক কয়েকটি সৈন্যদল তৎকালে শতদ্রু অভিমুখে গমন করায়, তাঁহার সন্দেহ বর্ধিত হইল। অন্যদিকে তাহাতে ইংরাজদিগের হস্তে শিখজাতির আসন্ন বিপদের বিষয় জানাইয়া দিল। ‘খালসা’ সৈন্য এই ইংরাজ-সৈন্যের সম্মুখীন হইতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ছিল। ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়গণের নিকট প্রতিশ্রুত খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য আহরণের ভাণ করিয়া, একদল শিখ-সৈন্য কুস্তুর অভিমুখে এবং অপরাগর সৈন্যদল রাজধানীর সন্নিকটবর্তী স্থানে প্রেরিত হইল।^{৮১} বস্তুতঃ, রণজিৎ সিংহও সময়ে সময়ে এইরূপ উপায় অবলম্বন করিতেন; তখন ইংরাজ-সৈন্য অসংখ্য হইলেও তাঁহার ভয় বৃদ্ধি হইত না।^{৮২} কিন্তু বারংবার সিদ্ধিলাভ হেতু এবং ইংরাজদিগের কার্যে নিযুক্ত স্বায়ী ও শিক্ষিত সৈন্যদলের তাত্‌কালিক লজ্জাকর ও ঘৃণিত ব্যবহারের জন্য, নিজ সৈন্য ও সাহায্যকারী ইংরেজ সৈন্যের ভয়, হীরা সিংহের মন হইতে অনেক পরিমাণে অন্তর্হিত হইয়াছিল। সিপাহী সৈন্য সিদ্ধু অভিমুখে গমনে অস্বীকার করিল, এবং শিখ-সৈন্য অভিশয় জ্ঞানান্তঃকরণে এবং বিশ্বাস্যবিষ্ট হইয়া, সিপাহী বিদ্রোহের ক্রমোন্নতি প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। দেশ-প্রসিদ্ধ সিপাহীগণ তাহাদের নিজ গবর্ণমেন্টের বিপক্ষতাচরণে দণ্ডায়মান,—এই আকস্মিক দৃশ্য শিখজাতির পক্ষে প্রকৃতই অভিনব ব্যাপার। কিন্তু ইউরোপীয় সৈন্যের যুদ্ধকৌশলে, অস্বারোহী সৈন্যের উজ্জলতর দৃষ্টান্তে এবং সিপাহী-সৈন্যের বশ্যতা স্বীকারের জ্ঞান পুনরায় উদয় হওয়ায়, বিশাল বৈদেশিক শক্তির সহিত অনিবার্য ও সাংঘাতিক সংঘর্ষের আশালোক একেবারেই নির্বাণিত হইল। ব্রিটিশ সৈন্য সিদ্ধুদেশাভিমুখে গমন করায়, কুস্তুর হইতে লাহোর সৈন্য প্রস্থান করিল।^{৮৩}

যাহা হউক, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের প্রতি অসন্তোষের প্রকৃত কিংবা কাল্পনিক কারণের অভাব ছিল না। পরিশেষে এই অসন্তোষের ফলে, লাহোর সৈন্য মর্মান্বিত হয়;

৮১। লেফটন্যান্ট-কর্ণেল রিচমন্ডের পত্র; ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ, এবং ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর।

৮২। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের সার ডেভিড অক্টারলোনির পত্র; ১৬ই অক্টোবর।

৮৩। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল তারিখে লেফটন্যান্ট-কর্ণেল রিচমন্ড গবর্ণমেন্টকে যে পত্র লেখেন, এখানে তাহাই দ্রষ্টব্য।

তৎপ্রতি তাহাদের দৃষ্টি সঞ্চালিত হওয়ায়, অনেকাংশে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইয়াছিল। নান্দার আশ্রিত শিখ রাজ, মহারাজের অল্পরোধে মাওরাণ নামক একটি পল্লী রণজিৎ সিংহকে প্রদান করেন ; তাহার (মহারাজার) উদ্দেশ্য এই যে, ঐ স্থানটি ধান সিং নামক নান্দারাজের একজন প্রজাকে প্রদান করা হইবে ; তখন সেই ব্যক্তি পঞ্জাব-অধিপতির বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। অতএব ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে অথবা ইংরাজ প্রভু প্রবর্তনের পরেই ঐ গ্রাম তাহাকে প্রদান করা হয় ; কিন্তু ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়গণ এ বিষয়ে কিছুই জানিতে পারিলেন না। যদি প্রমাণিত হয় যে, এই পল্লী ব্রিটিশ-রাজত্বের সম্পূর্ণ বহির্ভূত ও তাহা হইতে স্বতন্ত্র, তাহা হইলে, ঐ স্থান হস্তান্তর করা অগ্ৰায় ও বিধিবিবুদ্ধ। নান্দার রাজা ধান সিংহের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় দান প্রত্যাহরণ করিলেন ; কিন্তু তাঁহার সৈন্তগণ রাজার এই কার্যে জায়গীরদারের ঐশ্বর্য-সম্পত্তি সকলই লুণ্ঠন করিল। তাহাতে লাহোর গবর্ণমেন্ট অভিযোগের কারণ পাইলেন এবং সেই স্বযোগে তাহার পক্ষাবলম্বন করিলেন।^{৮৪} কিন্তু বহুসংখ্যক মুদ্রা ও অমূল্য রৌপ্য ও স্বর্ণ-পিণ্ড সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের মীমাংসা-নিষ্পত্তিতে হীরা সিং এবং তাঁহার পরমর্শদাতা, আরও অধিকতর আপত্তি করিলেন। রাজা হুচৎ সিং এই অর্থরাশি কিরোজপুরে গুপ্তভাবে সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন ; তাঁহার মৃত্যুর পর, সঞ্চিত অর্থ অপহরণের চেষ্টা করায় তাঁহার ভৃত্যগণ ধৃত ও দণ্ডিত হয়। ঐ অর্থরাশির পরিমাণ ১৫,০০,০০০ পনের লক্ষ টাকা এবং ইদানীং আকগান যুদ্ধ সময়ে ইংরাজ-গবর্ণমেন্টের প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণস্বরূপ প্রদানের উদ্দেশ্যে, উহা কিরোজপুরে প্রেরিত হইবে—এইরূপ বৃথা গিয়াছিল। ইংরাজ গবর্ণমেন্টও এই সময়ে আশ্রিত শিখ রাজগণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতেছিলেন। লাহোরের মন্ত্রী ঐ অর্থরাশি দাবী করিলেন। তিনি বলিলেন, যেহেতু করদ রাজা সম্ভান-বিহীন ; স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী পুত্রের অবর্তমানে, উক্ত জায়গীরদারের সমুদায় সম্পত্তি সরকারের রাজ্যভুক্ত ; অধিকন্তু সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া নিহত হওয়ায়, রাজদ্রোহিতার অপরাধে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি গ্রাব্যভাবে দণ্ড স্বরূপ রাজকোষভুক্ত। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট বিবেচনা করিলেন যে, স্বাধিকারীর রাজা-দ্রোহিতায় উক্ত সম্পত্তিতে তাঁহার অধিকার স্বয়ং কিছুমাত্র নষ্ট হয় নাই। তাহারা বলিলেন, জান্ম অথবা পঞ্জাবের আইনানুসারে ঐ সম্পত্তি অধিকার স্বত্বের প্রমাণ গ্রাব্যরূপে ইংরাজদিগের আইন আদালতে প্রমাণ করা আবশ্যিক। তখন লাহোরের অল্পকালে স্থিরীকৃত হইল যে, ইংরাজদিগের কোন প্রজা অথবা প্রতিবাদী ঐ ধনসম্পত্তির দাবী করে নাই ; এবং গ্রান্স-সম্বন্ধ অথবা দেশ-প্রচলিত স্বাধিকারীকে উহা সমর্পণের জন্ত সে সম্পত্তি যথা সময়ে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তর হস্তে সমর্পিত হইবে। কিন্তু উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারীগণ ইউরোপের প্রচলিত নিয়মানুসারে আর অধিক শৈথিল্য প্রদর্শন করিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, যদি মহারাজ পূর্বেই জানাইতেন যে, আইন-সম্বন্ধ উত্তরাধিকারীকে ঐ ধন-

সম্পত্তি প্রত্যর্পণের উদ্দেশ্যে শিখ-রাজকোষে উহা সমর্পণে রাজা গোলাপ সিং ও হীরা সিং উভয়েই সম্মত, তাহা হইলে এত অধিক কাল ঐ অর্থরাশি আবদ্ধ থাকিত না। কিন্তু এই প্রস্তাবে কেহই সম্মত হইলেন না, তাহার কারণ, পূর্ব হইতেই পিতৃব্য ও ভ্রাতৃপুত্রের মধ্যে পরস্পর মনোমালিন্য জন্মিয়াছিল। দ্বিতীয় কারণ, ভারতীয় আইন ও আচার-পদ্ধতি অনুসারে, লাহোরের রাজ-সভাসদৃগণ বিবেচনা করিলেন, তাঁহাদের স্বাধিকারের আদি ও প্রথম কারণসমূহ অখণ্ডনীয়। এইরূপে ঐ ধনসম্পত্তিই অসন্তোষের মূলভূত কারণ হইল। পরে ইংরাজগণ লাহোর অধিকার করিয়া তাঁহারা গোলাপ সিংহকে কাশ্মীর প্রত্যর্পণ করেন; এবং যতদিন ইংরেজগণ তাহার আংশিক মূল্য স্বরূপ লাহোর গ্রহণ না করিলেন,—ততদিন এই অসন্তোষ বর্তমান রহিল। ৮৫

৮৫। এই অর্থরাশি প্রত্যর্পণ ও আবদ্ধ রাখার যে তর্ক উঠে, তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত পত্রাদি দ্রষ্টব্য :—
Lieut-Col. Richmond to Govt. of the 7th April, 3rd and 27th May, 25th July, 10th Sept. and 5th and 25th Oct. 1844; and of Government to Lieut-Colonel Richmond of the 19th and 22nd April, 17th May and August of the same year,)
ব্রিটিশ বিচারালয়ে কোন সম্পত্তির মালেকী-স্বত্ব বিচার-বিষয়ক যে নীতি বিধিবদ্ধ রহিয়াছে তদনুসারে, এবং লাহোর ও জাম্মুর আইনানুসারে, উত্তরাধিকারিত্ব সাধারণ ও ব্যক্তিগত স্বত্বের মধ্যে কোনই পার্থক্য লক্ষিত হয় না। বরং অসাধারণ অপ্রকাশ্য বিচারাদির আইনানুসারেই প্রধানতঃ এই ব্যবহারিক প্রথা চলিয়া আসিতেছে যে, মৃত ব্যক্তি যে জাতীয় এবং যে প্রদেশের অধিবাসী, সেই জাতি ও দেশগত প্রথা অনুসারে সেই সকল সম্পত্তির বিতরণ ও তাহার ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত হইবে। সম্রাটর যখন বিরোধী ব্যক্তিগণ একই বিদেশী রাজ্যের প্রজা হয়, তখন বিবাদ সম্পত্তির জন্ত সম্রাটের হস্তেই উহা সমর্পিত হইয়া থাকে। তখন এই হেতুবাদ প্রদর্শিত হইয়া থাকে যে, বিরোধীরা স্থানে পক্ষগণের স্বত্ব উত্তমরূপে মীমাংসিত হইতে পারে, এবং প্রত্যেক শাসনকর্তাই স্মারবান ও বিচারক্ষম।

ব্যক্যমান ঘৃষ্টান্তে, একজন নিঃসন্তান রাজহোহার সম্পত্তিতে একটি সন্ধিবদ্ধ মিত্র-রাজ্যের অধিকার-স্বত্ব মানিয়া লইতে অস্বীকার করার, ভারত গবর্ণমেন্ট এবং কলিকাতার আইন-ব্যবস্থাপক ও বিচারপতিগণ অপেক্ষা ইউরোপের ভিন্ন-জাতি-সম্পর্কীয় আইনের অসম্পূর্ণতাই সর্বতোভাবে অধিকতর নিম্ননীয়। অবিকৃত এই সম্পত্তিতে কোন ব্রিটিশ প্রজা অথবা আশ্রিত ব্যক্তিই দাবি করে না। ভ্যাটেল এই নীতি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন যে, একজন বিদেশীয় ব্যক্তির সম্পত্তি তাহার জাতীয় ঐশ্ব্য সমষ্টির অংশ মাত্র; এবং ঐ ব্যক্তির দেশীয় আইনানুসারেই উক্ত সম্পত্তির স্বত্ব স্থিরীকৃত হওয়া আবশ্যক। (Bk. ii. chap. viii, sects 109 and 110); কিন্তু যে স্থলে প্রজাগণ অথবা সাধারণ পক্ষগণ (মোকদ্দমাকারী) প্রতিবাদী, ব্যক্যমান অংশে (Section) কেবলমাত্র সেই সকল ঘটনা বা মোকদ্দমার কথাই বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু মিষ্টার চিট ১০৩ ধারার নোটে, (ed. 1834) দেখাইয়াছেন যে, বিদেশীয় সম্রাটগণ অন্ততঃ ইংলণ্ডে ব্রিটিশ প্রজার নামে মোকদ্দমা আনিতে পারেন বা অভিযোগ করিতে পারেন।

জারগারদারগণের (বা করদ বৃত্তিভুক্তিগণের) রাজা ও ঐশ্বর্য বিষয়ক প্রাচ্যদেশ প্রচলিত আইনাদি বারনিম্বারের ভ্রমণ বৃত্তান্তে দেখা যায়। ("Bernier's Travels, i, 145-147") এখানে গবর্ণমেন্টের সম্পূর্ণ স্বত্ব অধিকার। বৃত্তিভুক্ত ব্যক্তিগণ কেবলমাত্র জীবিতকাল পর্যন্ত সম্পত্তিপদ ভোগদখল করিতে পারিবে, এবং ক্রপণতা বা প্রজা-পীড়ন দ্বারা তাঁহারা যে অর্থ উপার্জন করিয়াছেন, তাহা সম্রাজ্যের সম্পত্তি। সাধারণ ব্যক্তি এবং একজন বিতাড়িত সম্রাটের মধ্যে তাহার দোষ অথবা তাহার প্রভাবনা

হীরা সিং আপন কার্যকলাপে আশ্চর্যকর কল লাভ করিলেন। যে প্রণালীতে রাজকার্য পরিচালিত হইত, তাহাতে তাঁহার শ্রেষ্ঠ ও অসাধারণ দক্ষতা ও ক্ষমতা প্রমাণিত হইত। কিন্তু উপযুক্ত দান ও শ্রীতিজনক সম্ভাবনে রাজা তাঁহাকে প্রশংসা করিতেন। জালা নামক একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমুদায় উপায় নির্দেশ করিতেন, তিনি এক হিসাবে জাম্মু ভ্রাতৃগণের পারিবারিক পুরোহিত, এবং ধীমান সিংহের পুত্রগণের শিক্ষক ছিলেন। এই ধূর্ত এবং চরাকাজ্ঞ ব্যক্তি, যুবক মন্ত্রী উপর সর্বপ্রকার প্রভুত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন, এবং যাহারা রণজিৎ সিংহের অশেষ অল্পগ্রহ ভাজন হইয়াছিলেন, সেই শিশুগণের উপরও তিনি সেইরূপ প্রভুত্ব বিস্তার করিতেন। এক্ষণে বোধ হইল, যেন শিক্ষকই সভাসদ হইয়া আদেশ প্রচার করায়, সৈন্যগণ যুদ্ধ করিয়া, শাসন কর্তৃগণকে পরাজিত করিল। ক্রমে লালসা বৃদ্ধি হইল, এবং দাক্ষিণাত্যের অশিক্ষিত মারহাট্টাগণের মধ্যে যেমন তাঁহারই স্বজাতীয় এক ব্যক্তি কিছুকাল পূর্বে স্বতন্ত্র একটি রাজবংশ স্থাপিত করিয়াছিল; বোধ হয়, তিনিও তেমন পঞ্জাবের অশিক্ষিত এবং কষ্ট-সহিষ্ণু 'জাঠ' অধিবাসীগণের মধ্যে 'পেশোয়া' রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করিবার কল্পনা করিলেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে নৃষিতে পারিষাছিলেন যে, শিখ সৈন্যকে সম্ভ্রুত রাখিয়া তাহাদিগের দ্বারা কার্যোদ্ধার করিতে হইবে। কোন কারণবশতঃ তিনি রাজ্যের অধিকাংশ নামমাত্র শাসনকর্তাদিগের প্রকৃতি ও শক্তি-সামর্থ্যে ঘৃণা প্রকাশ করিতেন। তাঁহার উপসক্তি হইল,—রাজা গোলাপ সিং রাজ্যের অধিকাংশ রাজস্ব শোষণ করিয়া, অসীম শক্তি ও প্রভুত্ব বলে প্রধান রাজশক্তিকে অতি গুরুতররূপে ব্যতিভ্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। প্রথমতঃ সৈন্য-সম্প্রদায়ের নেতন নিয়মিত রূপে পরিশোধ করিয়া তাহাদিগকে সম্ভ্রুত করাই প্রধান আবশ্যক। অতএব পণ্ডিতপ্রবর নিঃসঙ্কোচে সর্দারদিগের কতকগুলি জায়গীর স্বতন্ত্র রাখিবার প্রয়াস পাইলেন। পরিশেষে সৈন্যগণকে জাম্মুর বিরুদ্ধে যুদ্ধবাজার আবশ্যকতা বুঝাইয়া, তিনি তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। গোলাপ সিংহকে ভয় প্রদর্শন করাও তাঁহার যে কোন কাণ ছিল না, তাহা নহে, সেই অবিবেচক রাজা সম্প্রতি রাজ্য হুচেৎ সিংহের সমুদায় রাজ্য আত্মসাৎ করিয়াছিলেন : কারণ তিনি ভাবিয়াছিলেন, তিনিই ঐ সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী।^{১৬}

সর্বপ্রকার কার্যেই জালার বীরত্ব ও দক্ষতাব পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু কোন

সময়ে বিচার করা কষ্টকর হইতে পারে, কিন্তু রাজদ্রোহ ও বিদ্রোহ সম্বন্ধে সজিব রাজা এবং রাজ্যের প্রজার মধ্যে বিচার কালে, কোনই ক্লেণ বা বিরোধেতে পাওয়া যায় না। যে গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে কোন পলাতক রাজদ্রোহী অথবা দেশহিতৈষী ব্যক্তি বড়ই ভাল। তাহাদের আশ্রয়স্থল কলুহিত করিতে সক্ষম নহে। যে রাজ্যের অনুগ্রহে তাহার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাদের অনুগ্রহীত হইয়াছে, অবিমুখ এবং দ্বন্দ্বনীয় কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে, তাহাদের সম্পত্তি বা দানান্তরিত করিয়া নির্ভিক ব্যক্তিগণ রাজ্যের প্রভাবনা বিধান না করিতে পারে, এই প্রণালী হইলে, তাহা নিবারিত হইত।

১৬। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট এবং ১০ই অক্টোবর, গবর্ণমেন্টের বরাবর লেক্টার্স কর্তৃক রিপোর্ট যে পত্র লেখেন, তাহাই উক্ত।

কোন সময়ে তিনি অতি অবিমুগ্ধকারীরা হ্রাস কার্য করিতেন এবং একই সময়ে অত্যধিক কার্যসাধনে চেষ্টা করিতেন। সম্ভবতঃ তিনি শিখদিগের প্রকৃতি সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, এবং স্বচতুর গোলাপ সিংহের প্রতিও তিনি তাদৃশ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে স্বচৈঃ সিংহের জায়গীর সমূহ তাঁহার (স্বচৈঃ সিংহের) ভাতৃপুত্রের সহিত অংশ বিভাগ করিয়া লইতে রাজা বাধ্য হইয়াছিলেন।^{৮৭} এদিকে কতে খাঁ চৌহান পুনরায় ডেরাজাতে এক বিদ্রোহ আরম্ভ করিলেন;^{৮৮} চত্তার সিং আত্মরিওয়ালা রাওয়ালপুত্রের নিকট অস্ত্রধারণ করিলেন;^{৮৯} এবং পণ্ডিত জালা বাহাকে ৫৭৫ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই স্বচতুর ও বহুদর্শী রাজার উত্তেজনায় কাশ্মীরের দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ মুসলমান জাতিগুলি উৎসাহিত হইয়া বিদ্রোহ বহিঃ প্রজ্জ্বলিত করিল।^{৯০} পেশোয়ারা সিং এই সময়ে পুনরায় পঞ্জাবের রাজ্য লাভের আশা করিলেন; গোলাপ সিং তাঁহাকে সাহায্য প্রদান করিলেন; তখন এইরূপ দুর্দান্ত ব্যক্তির সহিত সন্ধি-স্থাপন ও মিত্রতা বন্ধনের আবশ্যকতা পণ্ডিত জালা বুকিতে পারিলেন।^{৯১} স্বতন্ত্রাৎ তদনুসারে এক সন্ধি স্থাপিত হইল, এবং রাজা তাঁহার পুত্র সোহান সিংকে লাহোরে প্রেরণ করিলেন।^{৯২} তখন পেশোয়ারা সিংহের সকল আশাই নির্মূল হইল, এবং তিনি নিরাপদের জন্য শতক্রুর দক্ষিণ তীরে পলায়ন করিলেন।^{৯৩}

পণ্ডিত জালা আরও ভ্রমে পতিত হইল। শিখগণ কেবল যে এক গোলাপ সিংহের প্রতিই অবিখ্যাসী ছিল, তাহা নহে; বরং তাহারা যে ভিন্ন-জাতি এবং ভিন্ন-ধর্মাবলম্বী প্রত্যেকের প্রতি ঈর্ষাপরদশ, পণ্ডিত জালা তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কেবলমাত্র প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিয়া, তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, সে সকল ব্যক্তিও সৈন্যদিগের স্বজাতীয় ও স্বধর্মাবলম্বী শিখ জাতি; এবং ‘খালসা’ নামে কি ধনী, কি দরিদ্র, কি উচ্চ, কি নীচ,—সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই একতা-স্বত্রে আবদ্ধ হইতে পারে। তিনি হুনিপুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন সদারদিগের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করিতেন

৮৭। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর, লেফটেন্যান্ট-কর্ণেল লিথিট গবর্ণমেন্টের পত্র।

৮৮। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুন, গবর্ণমেন্টের বরাবর লেফটেন্যান্ট-কর্ণেল রিচমন্ডের পত্র।

৮৯। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর গবর্ণমেন্টের বরাবর লেফটেন্যান্ট কর্ণেল রিচমন্ডের পত্র দ্রষ্টব্য।

৯০। ম্যাজর ব্রডফুট লিখিত গবর্ণমেন্টের পত্র; তারিখ ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৪ই নবেম্বর।

৯১। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর গবর্ণমেন্টের বরাবর লেফটেন্যান্ট-কর্ণেল রিচমন্ডের এবং ৪ই অক্টোবরের ২৪শে নবেম্বর গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র দ্রষ্টব্য।

৯২। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর গবর্ণমেন্টের বরাবর রিচমন্ডের এবং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর ব্রডফুটের পত্র দ্রষ্টব্য।

৯৩। গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র; ১৮৪৪ খৃঃ, ৪ই ও ১৮ই নবেম্বর, (Major to Government, 14th and 18th Nov, 1844.) লেফটেন্যান্ট-কর্ণেল রিচমন্ডের পত্র,

১৮ই নবেম্বর ম্যাজর ব্রডফুট সীমান্ত প্রদেশের এজেন্টের পক্ষে প্রতিজ্ঞিত হন। পেশোয়ারা করিয়া, তিনি তাহাকে মাসিক এক হাজার টাকা হিসাবে মাসহারা প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাৎকালিক অবস্থা বিবেচনায় তাহার এ কার্য অতি গর্হিত হইয়াছিল।

না। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ভীর্ণবাত্ম্য ভাণ করিয়া, লেহনা সিং মজিধিয়া পঞ্জাব পরিভাগ করিয়া যান।^{২৪} তখন যোগ্য ব্যক্তির অভাবে জাম্মুর রাজার অস্থচর ব্রাহ্মণবংশীয় লাল সিং নামক একজন অযোগ্য ব্যক্তিকেই প্রধান পদে উন্নীত করা হয়। কিন্তু এই বক্তি অসদুপায়ে অসচ্চরিত্র রাণী ঝিন্দানের নীচ প্রবৃত্তির উপর আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন,—পরে তাহাই বুঝা যায়। পণ্ডিত-প্রবর পুনরায় স্বাভাবিক উদ্ধত-প্রকৃতি হেতু অধৈর্য হইয়া, মহারাজের মাতার প্রতি অসম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে সাহসী হইলেন; এবং রাণীর ভ্রাতা জোহীর সিংহের প্রতি অবমাননা ও ঘৃণা প্রকাশ করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইলেন না। হঠকারী সৈন্তগণ রোষপরায়ণা রমণী এবং দুরাকাজ্ঞ জোয়াহীর সিং কর্তৃক উত্তেজিত হইল। পূর্ববর্তী সদারগণের অযথা নিধন-সাধনে, খালসার সম্মান-সম্মতিগণ পূর্ব হইতেই উত্তেজিত হইয়াছিল; এক্ষণে মহামহিম মহারাজের বিধবা পত্নী তাহাদের সকলের নিকট সাহস্রায়ে নিবেদন করিলেন। তখন হীরা সিং ও পণ্ডিত উভয়েই বৃষ্টিতে পারিলেন, তাহাদের শাসনকালের অবসান হইয়া আসিয়াছে। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে তাঁহারা উভয়ে রাজধানী হইতে অকস্মাৎ পলায়ন করিয়া শিখ-সৈন্তের হস্ত হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু জাম্মুতে পৌঁছান পূর্বেই তাঁহারা ধৃত ও নিহত হইলেন। তাঁহাদের সহিত মন্ত্রী ভ্রাতা সোহান সিং এবং বিজয়ী সেনাপতি লাভ সিং মৃত্যুমুখে পতিত হন। পণ্ডিত জালার পরিণাম স্মরণ করিয়া সকলেই ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু হীরা সিংহের মৃত্যুতে কতকটা শোব-চিল্ল প্রকাশিত হইল। কারণ, তিনি দ্রাব্যরূপে তাঁহার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং পবিত্রভাবে ও মাধুর্যের সহিত তাঁহার বংশগত মহত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন।^{২৫}

হীরা সিংহের শাসন-প্রণালী হঠাৎ ভগ্ন হওয়ায়, কিছুকাল রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। বোধ হইল, রাজ্যমধ্যে যেন দায়িত্ব জ্ঞান-সম্পন্ন কোন ব্যক্তি বর্তমান নাই। কিন্তু পরিশেষে ক্রমশঃ বুঝা গেল যে, জোয়াহীর সিং এবং রাণীর প্রিয়-পাত্র লাল সিং—উভয়েই শাসন-কর্তৃবর্গের মধ্যে অত্যধিক ক্ষমতাসালী।^{২৬} ইতিমধ্যে পেশোয়ারা সিং ইংরাজদিগের নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। যখন তিনি শতরু অতিক্রম করিয়া পলায়ন করেন, তখন তিনি ইংরাজদিগের ভাবাবধারণে ও আয়ত্বাধানে

২৪। লেহনা সিং প্রথমতঃ হরিদ্বারে, তৎপরে বারাণসীক্ষেত্রে গমন করেন। অন্তঃপর তিনি গয়াধাম, জগন্নাথ, এবং কলিকাতা পরিদর্শন করিলেন। যখন শিখদিগের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন লেহনা সিং শে.মোক্ত স্থানে বাস করিতে লাগিলেন।

২৫। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে এবং ২৮শে ডিসেম্বর, গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র (Compare Major Broadfoot to Govt. 24th and 28th Dec. 1844.)

২৬। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ও ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুট যে পত্র লেখেন, এখানে তাহাই উদ্ধৃত্য; (Compare Major Broadfoot to Govt., 24th and 28th Dec. 1844.)

সংস্থাপিত হন, কিন্তু সেই মুহূর্তে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ক্মতা লাভের জন্য কোনই চেষ্টা করেন নাই। যাহারা হীরা সিংহের প্রতি তাঁহার অজ্ঞায়ের প্রতিশোধ এত অমানুষিক ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, তিনি তাঁহাদেরই পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।^{১৭} প্রভুভক্তি ও স্ব-কার্যের পুরস্কারস্বরূপ সৈন্যগণের মাহিনা মাসিক আট আনা হারে আরও বর্ধিত হইল। তাহারা অনেক আত্মগীরি করিয়া পাইল, এবং গোলাপ সিংহের বিরুদ্ধে পুনরায় বড়বস্ত্র আরম্ভ হওয়ায়, রাজ্যের বিভিন্ন পক্ষাবলম্বী ব্যক্তিগণের ধন-লালসা প্রবল হইয়া উঠিল।^{১৮} কান্দীরের পার্বত্য প্রদেশে অশান্তি প্রথমিত হইল; বিদ্রোহী কতে ঋ অল্পগ্রহ ভাজন হইলেন। তখন সমগ্র আফগান-শক্তির আক্রমণ হইতে পেশোয়ার নিরাপদ হইল বটে; কিন্তু শুনিতে পাওয়া গেল যে, গোলাপ সিং সাহায্য প্রদানের অস্বীকার করিয়া, পরাজিত বারুকজাদীদিগকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিতেছেন।^{১৯} প্রত্যেক গবর্ণমেন্টেরই সৈন্য নিযুক্ত রাখা প্রধান কর্তব্য, যাহাতে লালসা পরিতৃপ্ত হয়, অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের উপায় বর্তমান, তাহা সকলের পক্ষেই বিশেষরূপে আনন্দনায়ক; অতএব শিখ-সৈন্য হর্ষোৎফুল্ল হইয়া জাম্মুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিল।^{২০০}

গোলাপ সিং তাঁহার সৈন্যদলের আপেক্ষিক নিকৃষ্টতা সত্ত্বেও সকলই জানিতেন। এক্ষণে তিনি সর্বপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিতে লাগিলেন। গোলাপ সিং, সৈন্যদলের পক্ষান্তরগণের মধ্যে অকাতরে অর্থদান করিলেন; ব্যক্তিগত সম্মান প্রদর্শন করিয়া, তিনি সেই কমিটি সমূহের সদস্যগণকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন, এবং রাজস্ব ও প্রভুত্ব লাভের আশা দেখাইয়া, পুনরায় তিনি পেশোয়ারা সিংহকে উত্তেজিত করিলেন। যে সমুদায় সৈন্য তাঁহার নিকট বস্ত্রতা স্বীকারের উপযোগিতা ও স্বার্থকতা প্রতিপন্ন করিতে গিয়াছিল,—যাহারা তাঁহাকে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তিনি সেই সৈন্যগণকে পারিতোষিক প্রদানে প্রতিশ্রুত হইলেন। তিনি পরিবারবর্গের সর্বসাধারণের অধিকৃত সম্পত্তির নির্দিষ্ট কিয়দংশ প্রত্যাপর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলেন, এবং

২১। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী এবং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুট যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহাই ত্রুটি। (Compare Major Broadfoot to Government 24th Dec. 1844, and 4th Jan, 1845.) ম্যাজর ব্রডফুট বলেন, জানুয়ারী মাসে ক্মতা ও প্রভুত্ব গ্রহণের জন্য যুবরাজ প্রস্তুত ছিলেন।

২২। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী এবং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র। (Compare Major Broadfoot to Government, 24th Dec, 1844 and 2nd Jan, 1845.)

২৩। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র। (Major Broadfoot to Government, 15th Jan. 1845.)

১০০। লাহোর কোর্ট গোলাপ সিংহের সহিত বেল্লপ সর্ভ-বন্দোবস্ত করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, সৈন্যগণ সে সমুদায় সর্ভই অস্বীকার করিল। (১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন, গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র ;—Major Broadfoot to Government, 22nd June, 1845.)

রাজস্ব ও বরপণ ৩৫,০০,০০০ টাকা পরিশোধ লক্ষ টাকা দিতে অস্বীকার করিলেন। ১০১ কিন্তু যখন অস্বীকৃত দান প্রত্যাহৃত হইতে চলিল, তখন লাহোর ও জাম্মুর অম্বচরবর্গের মধ্যে বাদামুবাদ উপস্থিত হইল, এবং পরিণামে তাহা সাংঘাতিক সংঘর্ষে পরিণত হইল। পরিশেষে কতে সিং যান নামক জনৈক বুদ্ধ শিখরাজ ও বুচনা নামক আর এক ব্যক্তি পশ্চিমধ্যে আক্রান্ত হইয়া নিহত হইলেন। ১০২ রাজা প্রথমতঃ বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্ররোচনার অভিযোগের প্রতিবাদ করিলেন ; তৎকালে তিনি বুচনা ব্যতীত অন্য কাহারও জীবন সংহার করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাও সম্ভব নহে। তিনি বুচনাকে নানা কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং একমাত্র বুচনাই তাঁহার বৈভবাসির পরিমাণ অবগত ছিলেন। যাহা হউক, শিখসৈন্য এই কার্যে অধিকতর উত্তেজিত হইল ; গোলাপ সিং দেখিলেন, জাম্মু-মুঠীন পরিহার করিতে হইলে, বশতঃ স্বীকার করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। যাহা হউক, গোলাপ সিং দুইটি ক্ষুদ্র সৈন্যদলকে কতকাংশে স্বপক্ষে আনিতে সমর্থ হইলেন। তিনি তাহাদের শিবিরে সম্মিলিত করিলেন, এবং ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের প্রারম্ভে একরূপ বন্দো অবস্থায় লাহোরে উপনীত হইলেন। তথাপি তিনি সমগ্র দেশের মন্ত্রী-পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশায় একেবারে নিরাশ হইলেন না। কারণ সম্রাট শিখ-সৈন্য মনে করিল যে, এইরূপ একজন মহৎ ব্যক্তি যথেষ্টরূপে নমিত হইয়াছেন ; এবং তাঁহার অর্থদানে ও মনোমুগ্ধকর মিষ্ট বাক্যে পক্ষায়েংগণও বশতঃ স্বীকার করিয়াছে। অধিকন্তু তাঁহার দক্ষতার, প্রধানত রাজ্যের মঙ্গল কামনায় রণজিৎ সিংহের অনেক পুরাতন ভৃত্যেরই বিশ্বাস ছিল। ১০৩ যাহা হউক তখনও শত্রুতার শেষ হইল না ; পরিশেষে তাহাই হীরা সিংহের পক্ষে প্রাণহানিকর হইয়া দাঁড়াইল। বহুসংখ্যক বিতাড়িত পার্বত্য রাজার প্রতিনিধিগণ তাহাদের পরম শত্রুর প্রাণনাশের জন্য বড়বস্ত্রে লিপ্ত হইতে প্রস্তুত ছিল ; এবং কোন ‘আকালি’ সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি অবাধে ‘ডগরা’ রাজার প্রাণ বিনাশ করিয়া প্রশংসাভাজন হইতে পারিত। জোয়াহীর সিং প্রকৃতই উজীরের পদ-প্রার্থনা করিলেন। লাল সিং স্বীয় উচ্চাভিলাষে প্রাণোদিত হইয়া মহারাজের মাতার সহিত মিলিত হইলেন ; এবং বাহার কার্য-কুশলতায় সকলই তৎপ্রতি ঈর্ষাপরবশ হইয়াছিলেন, সেই রাজার অমুকুল ক্রমবর্ধিসু সখ্যভাবের বখাসাখা প্রতিকূলতাচরণে সকলেই প্রেয়াস পাইলেন। হুতরাং তৎকালে ক্ষমতা লাভের জন্য

১০১। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র। (Major Broadfoot to Government, 11th March, 1845.)

১০২। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র। (Major Broadfoot to Government, 3rd March, 1845.)

১০৩। গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র ; ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ও ৯ই এপ্রিল এবং ৫ই মে। (Compare Major Broadfoot to Government, 8th and 9th April, and 5th May, 1845.)

১০৪। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র। (Major Broadfoot to Government, 5th May, 1845.)

বিবাহে প্ররত্ত না হইয়া, লাহোর হইতে অধিকতর নিরাপদ স্থানে গমন করাই, গোলাপ সিং প্রেরণ বোধ করিলেন। তিনি সর্বমুখ ৬৮,০০,০০০ আটঘটি লক্ষ টাকা রাজদণ্ড স্বরূপ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন; এবং নিজের অধিকৃত গ্রাম্য জায়গীর বা করদ-রাজ্য ব্যতীত, পরিবারবর্গের অধিকৃত অন্যান্য প্রায় সমুদায় জনপদই ছাড়িয়া দিতে অঙ্গীকার করিলেন। সর্বশেষে তিনি যে সকল নির্দিষ্ট সর্তে সিদ্ধনন্দ ও বিভক্তার মধ্যবর্তী লবণের খনি পাট্টা লইতে বাধ্য হইলেন, তাহাতে তাঁহাকে বহু আয় হইতে বঞ্চিত হইতে হইল; এবং রোহতকের পার্বত্য প্রদেশে তাঁহার রাজনৈতিক প্রেরণ ও লোপ পাইল।^{১০৪} ১৪ই মে জোয়াহার সিংহের উজীরপদে অভিষেককালে^{১০৫} এবং ১০ই জুলাই তারিখে আতারি-রাজ চম্ভার সিংহের কন্ঠার সহিত মহারাজের বিবাহোপলক্ষে^{১০৬}—উভয় আনন্দোৎসব সময়েই, গোলাপ সিং তথায় উপস্থিত ছিলেন। পরিণেবে পরবর্তী মাসের শেষভাগে অনেকাংশে ক্ষমতাহীন হইয়া, তিনি আশ্রিতে গমন করেন। কিন্তু তাঁহার নম্রতা হেতু সৈন্যদল সকলেই তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিল, এবং সর্বশেষে ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়গণ ও তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। তাঁহাদের মনে বিশ্বাস জন্মিল, পার্বত্য রাজপুত্র সৈন্য ও যুদ্ধ বিগ্রহে শিখ-সৈন্যের সমকক্ষ নহে।^{১০৭}

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লুঠনের অপরাধে এক ব্যক্তির হাতে মূলতানের স্বদক্ষ শাসনকর্তা পশ্চিমধ্যে নিহত হন। তথাপি কর্তৃপক্ষীয়দিগের অবিবেচনা হেতু ঐ ব্যক্তি কিম্বৎপরিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করিতেছিল।^{১০৮} দেওয়ানের পুত্র মুলরাজ তাঁহার পিতৃপদে নিযুক্ত হইয়া, অথবা হীরা সিংহের পতনোন্মুখ গবর্ণমেন্টের সম্মতিক্রমে পিতৃপদের উত্তরাধিকারী স্বরূপ রাজকার্যে আশাভীত নৈপুণ্য ও দক্ষতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে প্রাদেশিক সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; কয়েকদল শিখ-সৈন্যও সে বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল; মুলরাজ অতিশয় বীরত্বের সহিত সে বিদ্রোহ দমন করিয়া সকলের প্রশংসাজনক হইলেন। এত দেওয়ানের স্বাভাবিক উত্তরাধিকারীরূপে তিনি অধিরাজ্য প্রাপ্ত হন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অন্যান্যপূর্বক সেই রাজ্যের স্ব-স্বামীত্বে দাবী করে; মুলরাজ স্বাভাবিক নৈপুণ্য সহকারে তাহাকেও বিতাড়িত করিয়াছিলেন। মুলরাজ স্বীয় ভ্রাতাকে বন্দী করিয়া স্থানীয় সকল বিপদ হইতেই মুক্ত

১০৫। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মে, গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র।) Major Broadfoot to Government, 24th May, 1845.)

১০৬। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুট যে পত্র প্রেরণ করেন, এহলে তাহাই দ্রষ্টব্য। (Major Broadfoot to Government, 14th July, 1845)

১০৭। ম্যাজর ব্রডফুট স্বীকার করিয়াছেন, “শেষ ঘটনার একাংশ পাইয়াছে”, পার্বত্য প্রদেশের রাজ্যগুলি হীনবল। তাঁহার অন্তঃস্বর্ণ সাহসী ও বিশ্বাসী হইলে তথায় তাঁহার আরও বীরত্ব দেখান উচিত ছিল। (গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র; ১৮৪৫, ৬ই মে।—Major Broadfoot to Government, 5th May, 1845.)

১০৮। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর গবর্ণমেন্টের বরাবর লেফট-কর্নেল রিচমন্ডের পত্র। (Lieut-Col. Richmond to Government, 10th Oct. 1844.)

হইলেন ; কিন্তু অতিরিক্ত ভূ-সম্পত্তি অথবা কনট্রাক্টের (চুক্তি বা নিয়ম পত্রের) জন্য লাহোর-কোর্ট যে দাবী করেন, তিনি তাহা দৃঢ়রূপে উপেক্ষা করিতে লাগিলেন ; এবং উত্তরাধিকারিণের সাধারণ নিয়মামুসারে দেয় অতিরিক্ত “নজরানা” অথবা সাহায্য প্রদানেও তিনি সেইরূপ আপত্তি করিলেন । অতঃপর গোলাপ সিংহের অধীনতা স্বীকারে অনতিবিলম্বে মূলতানের বিরুদ্ধে সৈন্ত প্রেরণের প্রস্তাব হইল । ‘রেজিমেন্ট’ ও ‘ব্রাইগেড’ সৈন্তদলের সমবেত পক্ষাঘ্নে-প্রমুখ “খালসা”, এই প্রস্তাব অমুমোদন করিল । নব-প্রতিষ্ঠিত শাসনকর্তা এই প্রস্তাব গুনিয়া, অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন । ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এই বন্দোবস্ত হইল যে, সেই শাসনকর্তা ১৮,০০,০০০ আঠার লক্ষ টাকা রাজদণ্ড স্বরূপ প্রদান করিবেন । চুক্তিপত্রে উল্লেখিত টাকার অতিরিক্ত টাকা প্রদানের দায় হইতে তিনি অব্যাহতি পাইলেন বটে ; কিন্তু প্রথম দাবীকৃত বিষয়ের বর্ষে বর্ষে পরিশোধ করিতে গিয়া, তিনি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ হইতে বঞ্চিত হইলেন । ১০২

এক্কে পেশোয়ারা সিংহের কার্যকলাপে নূতন উজীর বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন । মূলতানের শাসনকর্তা তাঁহাকে যে বাধা প্রদান করেন, কিংবা গোলাপ যখন তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, তখন হয়তো তাঁহার উদ্বেগ এত বৃদ্ধি হয় নাই । পেশোয়ারা সিংহের কার্যকলাপে তাঁহার উদ্বেগের অবধি রহিল না । যুবরাজ আত্মাভিমানী, গর্বিত, ইন্দ্রিয়-পরবশ এবং ভীরা ছিলেন । কিন্তু রণজিৎ সিংহের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলিয়া, শিথলতাতি তাঁহার প্রতি অমুদ্বিত ছিল । এক্কে গোলাপ সিং তাহার সৈন্যানিবাসে নিরাপদে থাকিয়া যুবরাজকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন । যখন জোয়াহীর সিং মহারাজকে লইয়া ব্রিটিশ রাজ্যে পলায়ন করিবার ভয় প্রদর্শন করেন, তখন যে দুইটি সৈন্তদল জোয়াহীর সিংহকে বন্দী করিয়াছিল, এক্কে সেই সৈন্তদলের সাহায্য প্রাপ্তি বিষয়ে তাঁহাকে নিশ্চয়তা প্রদান করিলেন । জোয়াহীর সিং ভবিষ্যে ক্রক্ষেপ করিলেন না । পেশোয়ারা সিংহকে বাধা প্রদান করা সত্ত্বেও সৈন্তদলের বিচার ক্ষমতা রাজ্যের পক্ষে কতদূর হিতকর, তাহা তাঁহার মনে উদয় হইল না । আপনার অপমানই তাঁহার চিন্তার প্রধান কারণ হইয়া উঠিল । প্রভুত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই, তিনি অতি নির্মম ও নৃশংসের ছায় নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়া, অপরাধী সৈন্তদলের সেনাপতিঃক শাস্তি প্রদান করিলেন । পেশোয়ারা সিং ভাবিলেন, তাঁহাকে উৎসাহ প্রদান করা হইল । তিনি আপনার বোধভূমি শিয়ালকোটে সৈন্ত সংগ্রহ করিতে

১০২। এই অংশের ঘটনাবলী বর্ণনার, গ্রন্থকার প্রধানতঃ নিজের সংকিশ্তসারের উপর নির্ভর করিয়াছেন । ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মূলতানে সিপাহী বিদ্রোহ হয় । গবর্ণর তাৎক্ষণিক বিদ্রোহীদিগকে পরিবেষ্টন করেন ; তাহারা আত্মসমর্পণ করিতে অস্বীকার করায়, সবত্র সৈন্তের প্রতি গোলা-গুলি বর্ষিত হয় । তাহাতে আর চারি শত সৈন্ত নিহত হইয়াছিল । বেওয়ান মুলরাজ ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে জাতিকে আক্রমণ করিয়া, তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন, এবং পরবর্তী মাসে লাহোর দরবারে তাঁহার সিংহাসন-প্রাপ্তির সমুদায় সর্ভ নিধারিত হয় ।

লাগিলেন। কিন্তু এত শীঘ্র তাঁহার অধিকার স্ব স্ব স্বীকার করিতে শিখজাতি কোন মতেই সম্মত ছিলেন না। তিনি বিশেষ বিপদে পড়িলেন, এবং জুন মাসে পলায়ন করিয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু জুলাই মাসের শেষভাগে "আটকের দুর্গ আক্রমণ করিয়া তিনি মহারাজ, পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি পরে দোস্ত মহম্মদ খাঁর সহিত পত্রাদি গিথিতে আয়ত্ত করিলেন। এই জাল-রাজার বিরুদ্ধে 'আতারি' সম্প্রদায়ের সদার সিং প্রেরিত হইলেন। এবং তাঁহার সাহায্যার্থ ডেরা-ইসমাইল-খাঁ হইতে একদল সৈন্য যাত্রা করিল। রাজা আপনার দুর্গে অবরুদ্ধ হইয়া নিজ অক্ষমতা বুঝিতে পারিলেন। ৩০শে আগষ্ট অধীনতা স্বীকার করায়, তাঁহাকে লাহোরে আনয়নের আদেশ প্রচারিত হয়। কিন্তু কথিত হয়, কতে খাঁ ভোয়ানার প্ররোচনায় এবং জোয়াহির সিংহের উত্তেজনায়, কতে খাঁ বর্তৃক গুপ্তভাবে তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছিল। কারণ, এই সময় কতে খাঁ ভোয়ানা কোন বিশেষ কার্যসাধন করিয়া তাত্‌কালিক প্রভুর অধিকতর অসুগ্রহভাজন হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরে কতে খাঁ প্রভুর বিশেষ অসুগ্রহভাজন হন, এবং প্রভু তাঁহাকে সিদ্ধনদের উচ্চতর ডেরাজাতের ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করেন। ১১০

জোয়াহির সিং এবারেও সিদ্ধিলাভ করিলেন। কিন্তু এই শেষবারের জয়লাভ, জোহির সিংহের পক্ষে বিশেষ অন্তঃকরক হইল। তাঁহার প্রতি চিরদিন সাধারণের ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব বর্তমান ছিল; এক্ষণে তৎসঙ্গে বিজাতীয় ক্রোধ পূর্ণমাত্রায় মিলিত হইল। সময় সময় তাঁহার উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার সে উৎসাহ—সে ভেজ, তাঁহার ব্যক্তিগত অসন্তোষ ও ক্রোধের উত্তেজনা বা অভিযুক্তি মাতঃ;—ক্রোধের উত্তেজনা বেশেই, তাঁহার সে ভেজ-শক্তি প্রকাশ পাইত। তাহাতে কখনও বিশিষ্ট বিচারশক্তি কিংবা তাঁহার শ্রেষ্ঠ প্রতিভা-শক্তি প্রকাশ পায় নাই। ইংরাজদিগের নিকট তাঁহার পলায়নের প্রথম অভিসন্ধিতেই শিখগণ অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, এবং "খালসা" সম্প্রদায়ের সমস্ত হিসাবে তাঁহার সরল বিশ্বাসেও শিখ-জাতির অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল। হোরা সিং এবং পণ্ডিত জালার নির্বাসনে তাঁহার প্রতিহিংসা বৃদ্ধি চরিতার্থ হইল বটে; কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি কেবল-মাত্র সৈন্তগণের হস্তে তাহাদের ক্রীড়-পুত্তলীবিশেষ;—সাধারণের উদ্দেশ্য-সাধনব্যপদেশেই সৈন্তগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছে। এক্ষণে "পন্থ খালসাজি" অর্থাৎ প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসিগণের সমাজ বলিয়া সৈন্তগণ প্রধানতঃ আপনাদের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। ১১১ অবিকল্প সশস্ত্র সৈনিক

১১০। গবর্নমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র; ১৮৪৫ খৃঃ ১৪ই, ২৬শে জুলাই এবং ৮ই ও ১৮ই সেপ্টেম্বর। (Compare Major Broadfoot to Government, 14th and 26th July, and 8th and 18th Sept. 1845.)

১১১। অথবা, "সারবাত খালসা"—যুক্ত ব্যক্তিগণের সমাজ। ম্যাজর ব্রডফুট (১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারীর পত্র;—letter of 2d Feb. 1845) মনে করেন, সৈন্তগণের এই উপাধি তাঁহার পত্রাদিতে হ্রত। তাহার সে উপাধি অস্তায়পূর্বক গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু উক্তের গবর্নমেন্ট তাঁহাকে জানাইলেন যে, কলিকাতার সরকারী কাগজপত্রাদি অনুসারে ইহা পুরাতন শব্দ। "

পুরুষগণ যে শক্তিতে অতুপ্রাণিত হইয়াছিল, তাহাতে জোয়াহীর সিংহের মনে অত্যধিক ভয় জন্মিল। জাম্মুর বিরুদ্ধে সিাঙ্কলাভের মধ্যেও তিনি নিজ পরিণাম চিন্তা করিয়া ভয়বিহ্বল হইলেন, এবং দুইবার শতক্রম দক্ষিণে পলায়নের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহাদের নামমাত্র রাজার এই অসহুগায় অবলম্বনে সমুদায় সৈন্য বিশেষরূপে কুপিত হইল। তখন তাঁহার অসুস্থত্ব হইল, তিনি নজরবন্দী অবস্থায় অবস্থিত; হুতরাং পলায়ন করিয়া নিজনে শান্তি-স্থলভোগের যে আশা তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল তাহাতে, এবং মুসলমান সৈন্য সংগ্রহের সমুদায় আশায় তিনি জলাঞ্জলি দিলেন; আশ্রয়দাতা ইংরাজদিগের সহিত তিনি মিলিত হইলেন না, এবং ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধের নিষ্ফল বাক্যলাপে ভয় প্রদর্শনেও তিনি বিরত রহিলেন।^{১১২} এইরূপে জোয়াহীর সিং, শিখ-দিগের অবিবাসী ও ঘৃণাভাজন হইলেন। লাল সিং উজীরের পদ প্রাপ্তির আশা করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাঁহারই প্ররোচনায় জোয়াহীর সিংহের প্রতি শিখদিগের বিদ্বেষ ও অবিবাস আরও গাঢ়তর হইল। পেশোয়ারা সিংহের হত্যাকাণ্ডে শিখজাতির সেই প্রধুমিত বিদ্বেষ-বহি অনন্ত শিক্ষা বিস্তার করিল। কারণ, জনসাধারণের অবমাননা-সূচক বলিয়া, সকলেই সেই কার্য অপরাধজনক ও দণ্ডার্হ বলিয়া মনে করিল; এবং এই নৃশংস কার্য অবোধে সংঘটিত হইলে, সামন্তগণ কখনও নিরাপদে থাকিতে পারিবেন না মনে করিয়া, দেশীয় সামন্তগণ উহা দণ্ডার্হ বলিয়া নির্দেশ করিলেন।^{১১৩} সৈন্য-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দলের পক্ষাঘ্নেগণের এক সভা আহত হইল; তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্থির করিলেন,— সাধারণ-ভক্তের বিরোধী এবং বিশ্বাসঘাতক জোয়াহীর সিংহের প্রাণদণ্ড হইবে। কারণ, কোন অপরাধী মন্ত্রীকে অপসারিত করিতে হইলে, কলহপ্রিয়, বিপৃথ্বল এবং অর্ধ-অসভ্য গবর্ণমেন্টের পক্ষে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাই একমাত্র উপায়। হুতরাং ২১শে সেপ্টেম্বর জোয়াহীর সিং ‘খালসা’ সভায় স্বীয় দুষ্ক্রিয়ার অভিযোগ খণ্ডন করার জন্য উপস্থিত হইতে আদিষ্ট হইলেন। তিনি হস্তী-পৃষ্ঠোপরি আরোহণ করিয়া তথায় গমন করিলেন; কিন্তু পরিণাম চিন্তায় ভীত হইয়া, তিনি শিশু মহারাজকে এবং কতকগুলি স্বর্ণ ও মণিমাণিক্য সঙ্গে লইয়া চলিলেন। সৈন্যগণের পুরোভাগে পৌছিবা মাত্র, হস্তস্থিত উপহার এবং বিপুল অর্থরাশি প্রদানের প্রতিজ্ঞা করিয়া, কতকগুলি ক্ষমতাশালী ডেপুটী ও কর্মচারিকে তিনি স্বদলভুক্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতি সাধারণের কঠোর অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হইল যে, মহারাজ তাঁহার নিকট থাকিতে পারিবেন না, এবং তাঁহার কোন কথাই শুনা হইবে না। মহারাজকে অনতিদূরবর্তী একটি শিবিরে রাখা হইল, এবং একদল সৈন্য

১১২। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী; ৪ই এপ্রিল এবং ১৫ই ও ১৮ই সেপ্টেম্বর গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র। (Compare Major Broadfoot to Government, 23rd and 28th Feb, 5th April—a demi-official letter— and 15th, 18th Sept. 1845.)

১১৩। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র। (Compare Major Broadfoot to Government, 22nd Sept. 1845.)

অগ্রসর হইয়া বন্দকের গুলির এক আঘাতেই উজীরকে নিহত করিল।^{১১৪} ঠিক সেই সময়ে মজীর ভোবামোদকারী আর দুইজন ব্যক্তিকেও নিহত করা হইল বটে, কিন্তু কোনরূপ লুণ্ঠন বা হত্যাাকাণ্ড সংসাধিত হইল না। বিচার-বিভাগের পবিত্রতা ও সামান্যিতি অল্পসারেই, এই বিচার কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল; জনসাধারণ সকলেই তাহতে যোগদান করিয়াছিলেন। তখন জোয়াহির সিংহের মৃতদেহ স্থানান্তরে লওয়ার আদেশ প্রচার হইল; সহমরণের ঘোর বিভীষিকাময় এবং ভয়াবহ সম্মানের সহিত জোয়াহির মৃতদেহ ভক্ষীভূত হয়। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে এই শেষবার সতীদাহ সংঘটিত হইয়াছিল।

জোয়াহির সিংহের মৃত্যুর পর, কেহই রাজ্য-মধ্যে প্রভুত্ব-ক্ষমতা পরিচালনা করিতে অগ্রসর হইলেন না। কিংবা স্বাধীন সৈন্তদলের নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত হইতে ইচ্ছা করিলেন না। কয়েক মাস মধ্যেই জাম্মুর অসীম ক্ষমতামূলী রাজা শিখ-সৈন্তের হস্তে বন্দী হইলেন; তাহারা মূলতানের শাসনকর্তাকে পরাজিত করিল;—মূলতানের শাসনকর্তা তাহাদের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। মহারাজের ভ্রাতা নামে পরিচিত এক ব্যক্তির বিদ্রোহ দমিত হইল, এবং শিখগণ রাজ্যের ক্ষমতাপন্ন কর্মচারিগণের কার্য-প্রণালীর রীতিমত বিচার করিয়া তাঁহাদের দণ্ড-বিধান করিল। পেশোয়ারে এবং সীমান্ত প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ আকগানদিগকে শাসনে রাখিবার জন্য, শিখগণ নানা উপায় অবলম্বন করিল বটে, কিন্তু তাহাতে কোনই ফললাভ হইল না। রাজা গোলাপ সিং, রাজধানীতে গমনের জন্য পুনঃপুনঃ অহরহ হইলেন : কিন্তু সৈন্তগণের কার্যকলাপে তিনি ও অপরাপর সকলেই যারপরনাই ভীত হইয়াছিলেন। উজীর অবর্তমানে রাণী বিন্দান স্বয়ংই শাসন-সংরক্ষণ ও বিচারকার্য চালাইতে লাগিলেন। এইরূপ ব্যবস্থা-বন্দোবস্তে সৈন্তগণ কতক পরিমাণে সন্তুষ্ট হইল; কারণ ‘কমিটি’ সমূহ ভাবিল যে, তাহারা রাজ্যগুলিকে অধীন রাখিতে সক্ষম। অধিকন্তু তাহারা খাজাকি দীননাথ, বেতনদাতা ভগবৎ রাম এবং ছুরউদীন নামক অপর ব্যক্তির প্রতিভা এবং সাধুতার যথেষ্ট বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল। শেখোক্ত ব্যক্তি, আপনার বুদ্ধ এবং স্থবির ভ্রাতা উজীজ উদ্দিনের স্ত্রায়, ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি এবং যুদ্ধাদির বিশেষ বিবরণ অবগত ছিলেন। সৈন্তগণ পূর্বেই বলিয়াছিল যে, এই তিন ব্যক্তির সহিত জোয়াহির সিংহের পরামর্শ করা কর্তব্য। কিন্তু দায়িত্ব-জ্ঞান-সম্পন্ন কর্মচারী আপন স্থযোগ-স্থবিধা সকলই বৃষ্টিতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে সৈন্তগণ ক্রমে ক্রমে ইউরোপীয়গণের সহিত যুদ্ধ করিতে উত্তেজিত হওয়ায়, রাজা লাল সিং উজীরপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সর্দার তেজ সিং সেনাপতিপদে (Commander-in-Chief) পুনরায় নির্বাচিত হইলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসের প্রথমে এই সম্মুখ কর্মচারী স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত হইলেন।^{১১৫}

১১৪। Compare Major Broadfoot to Government 26th Sept, 1845. এখানে বলা বাহিত্রে পারে যে, শিখ জাতির সাধারণ বিশ্বাস ছিল, জোয়াহির সিং ইংরাজদিগকে আনিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন; এবং খালসার প্রতিও তাহার সন্দেহ ছিল।

১১৫। এই অংশে গ্রন্থকার, ঘটনাবলী স্বর্ণনার নিজের সংক্ষিপ্ত নোটই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়াছেন।

নবম পন্নিচ্ছেদ

ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ

১৮৪৫—১৮৪৬

[শিখ এবং ইংরাজদিগের যুদ্ধের কারণ ;—সীমান্ত প্রদেশে অশান্তি সম্ভাবনায় ইংরাজদিগের আতঙ্ক ;—১৮০৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধিনিষ্পন্ন নিয়মের বিরুদ্ধাচরণে বাধা প্রবানের উত্তোগ ;—শিখদিগের সন্দেহের ক্রমবিকাশ ;—ইংরাজ-আক্রমণের বিপদাশঙ্কা ;—ইংরাজ প্রতিনিধিগণের প্রতি অবিবাসবশতঃ শিখদিগের উত্তেজনা বৃদ্ধি ;—ইংরাজদিগের শক্তিসামর্থ্য নির্ণয়ে শিখদিগের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ;—শতদ্রু অতিক্রম করিয়া শিখ সৈন্যের যুদ্ধের উত্তোগ ;—শিখদিগের রণনৈপুণ্য ;—শিখ-সেনাপতিগণের উদ্দেশ্য ;—যেচ্ছাপূর্বক কিরোরপুত্রের পরিত্যাগ ;—যুদ্ধের যুদ্ধ ;—কিরোরহরের যুদ্ধ এবং শিখদিগের পলায়ন ;—ইংরাজ ও ভারতবাসী সম্বন্ধে এই সমুদায় নিফল বিজয় লাভের পরিণাম ;—শিখগণ কর্তৃক শতদ্রু পুনরতিক্রমণ ;—বান্দোয়ালের খণ্ড যুদ্ধ ;—আলিওয়ালের যুদ্ধ ;—সন্ধি প্রস্তাবে রাজা গোলাপ সিংহের মধ্যস্থতা ;—সুভ্রাওনের যুদ্ধ ;—শিখসর্দারগণের অধীনতা স্বীকার এবং ইংরেজ কর্তৃক লাহোর অধিকার ;—পঞ্জাব বাবুচ্ছেদ ; দলীপ সিংহের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি ;—গোলাপ সিংহের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি ;—উপসংহার, ভারতে ইংরাজদিগের পদ-সামর্থ্য ।]

ইংরাজ গবর্ণমেন্ট বহুকাল পূর্বেই হির করিয়াছিলেন, বাধা হইয়া পঞ্জাবের আত্ম-ভিমানী শিখ-সৈন্তের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ভারতীয় জনসাধারণ, কেবলমাত্র বিদেশীয়গণের উন্নতি বিষয়ে অল্পধাবন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অল্প আর একটি রাজ্য-ইংরাজ-রাজ্যের সহিত সংযোজনের সংবাদ শুনিতে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু কি কারণে রাজ্য-সংযোজিত হইল, তবিসয় পুঙ্খানুপুঙ্খ অহুসন্ধান করিয়া তাঁহারা নিজ নিজ কোঁতুল-বৃত্তি চরিতার্থ করিতে যত্ন করেন নাই। ঘোর স্বার্থপর শিখনায়কগণ সর্বদাই মনে করিতেন যে, বাহাতে তাঁহারা সুখ-স্বচ্ছন্দে ও নির্বিবাদে আগনাগন রাজ্য ভোগদ্বল্য করিতে সমর্থ হন, তাঁহাদের দেশের কার্য-প্রণালীতে সেইরূপ প্রতিফলিতাচরণ আবশ্যক। এই সমুদায় ঐক্যবশালী অথচ হীনবল রাজগণ, রণজিৎ সিংহের শ্রেষ্ঠতম প্রতিভা সম্বন্ধে এবং যে নিগূঢ় শক্তিতে অল্পবয়সে সম্ভিত শিখ-জাতিকে অল্পপ্রাণিত করিয়াছিল, সেই অব্যক্ত শক্তি সম্বন্ধে বিশেষরূপে নিন্দনীয় ও ভিরত্ব হইতেন। এইরূপে বাহারা নিবোধের ত্রায় আশা করিয়াছিল যে, কোনরূপ পরিবর্তন সাধিত হইলেই, তাঁহাদের সকল অতীষ্টই সিদ্ধ হইবে। কিন্তু শিখ-সৈন্ত হিন্দুস্থানের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবলপরাক্রান্ত শক্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার বিষয়ে বৃথা গর্ব করিলেও, প্রথম যুদ্ধের পূর্বে দুই তিন মাসেক মধ্যে শিখগণ আত্মরিক ভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উৎসুক হইয়াছিল কিনা—তাহা সন্দেহজনক। তখন পর্যন্তও অসত্য ক্ষেত্রপালগণ তাবিয়াছিল, একমাত্র আত্মরক্ষার জন্যই তাহারা যুদ্ধে গমন করিতে প্রস্তুত হইতেছে।

যখন রাজ্য-মধ্যে শিখ সৈন্তই অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিল, তখন হইতেই ইংরাজ

কর্তৃপক্ষীয়গণ জানিতে পারিলেন যে, শাসন-ব্যয় খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন হইবে ;—সর্বত্রই লুণ্ঠনকারীর দল সৃষ্টি হইবে ; এবং সাধারণতঃ সমাজের প্রতি হুসভ্য জাতির ঐতিকর্তব্যতা এবং স্ব স্ব অধীনস্থ প্রজাবর্গের প্রতি শাসনকারী রাজশক্তির কর্তব্য কার্যে সকলেই সংঘর্ষ উপাদানের জন্য সমবেত হইবে। এইরূপে সীমান্ত দুর্গগুলি স্বরক্ষিত ও দৃঢ়ীকরণের উদ্দেশ্যে এবং পূর্ব-আক্রমণে বাধা প্রদানের উপযোগী সৈন্য সত্তত হুসজ্জিত রাখিবার জন্য, যথানিয়মে সকল উপায়ই অবলম্বিত হইল। যে পরিমাণ সৈন্য অন্ততঃ সমরূপ প্রতিকূল প্রদান করিতে পারে, অথবা ইংরাজ নামের প্রাধান্য প্রমাণ করিতে সমর্থ হয়, শুধুপযোগী সৈন্যও আহরিত হইল।^১ ইহাই ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের সং ও নিয়মিত উদ্দেশ্য। কিন্তু শিখগণ, উভয় রাজ্যের আপেক্ষিক অবস্থায় অন্তঃ মত গ্রহণ করিল ; তাহারা সন্নিহিত বিশালশক্তিসম্পন্ন প্রতিবেশীদিগের অথবা উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ভীত হইল। যখন আভ্যন্তরীণ গৃহবিবাদে তাহাদের আপেক্ষিক নিষ্কণ্টকতার আরও নীচ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তখন কেন অপরে তাহাদিগের ভয়ে ভীত হইবে, সে বিষয় তাহারা বুঝিতে পারিল না। তাহাদের নিকট বাধা প্রদানের উপায় অবলম্বন, প্রথম আক্রমণের আয়োজন বলিয়া উপলব্ধি হইল। তখন শিখগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, অতি শীঘ্রই তাহাদের দেশ আক্রান্ত হইবে। দুর্বল এবং স্বল্পবৃদ্ধি শক্তিপঞ্জের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসও অর্থোক্তিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই ;—কারণ, মনে রাখা উচিত যে, সভ্যতায় ভারতবর্ষ ইউরোপের সমকক্ষ নহে ; পরন্তু ভারতবর্ষ তখনও পশ্চাত্য সভ্যতার উচ্ছল আলোকরশ্মি প্রাপ্ত হয় নাই ;—ভারতবর্ষ তখনও অসভ্যতার ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন ছিল। মধ্যযুগে খ্রীষ্টীয় রাজ্যে রাজনৈতিক সভ্যতা, ধর্ম ও কর্তব্যজ্ঞান যেমন কচিং সমাদৃত ও হৃদয়ঙ্গম হইত ; তদ্রূপ বর্তমান সময়ে পূর্বেখণ্ডেও তাহার আদর ছিল না। অধিকন্তু কারুল হইতে আসামভ্যালি এবং সিংহলদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র হিন্দুস্থান একরাজ্য বলিয়া অভিহিত হইত, এবং এই বিশাল ভূখণ্ডের অন্তর্গত কোন রাজ্যের কথা বলিলেই, সাধারণতঃ লোকের মনে একই রাজা অথবা একই বংশের প্রাধান্যের ভাব স্বতঃই উদয় হইত। ভারতে বিক্রমজিৎ এবং চন্দ্রগুপ্ত, তুর্কমান ও মোগল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রাজগণ ও বংশপরম্পরার প্রাধান্য ও রাজত্ব-বিষয়ক বিবরণ সকলেরই বিশেষ পরিচিত। এক্ষণে ইংরাজগণ কর্তৃক পুনরায় রাজ্য বিভাজনের বা অধিকারের কথা প্রবণ করিয়া, কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলেই মনে করিবেন যে, ইংরাজ জাতির ভাগ্যবল অতি মহৎ, এবং তাঁহাদের অশ্রুশ্রাবাদি দুর্নিবার ও অনিবার্য। কোন কোন রাজা হয়তো কোত বা-ছুখ প্রকাশ করিতে পারেন যে, তাঁহার রাজ্য অপহৃত হইতেছে এবং তিনি করদ রাজার মধ্যে পরিগণিত হইতেছেন ; কিন্তু জন-সাধারণে কখনও বিজেতৃত্বকে অন্ত্যায়

১। Compare Minute by the Governor-General, of the 16th June, 1845, and the Governor General to the Secret Committee, 1st October, 1845, (Parliamentary paper, 1846,)

অধিকারের দোষে অভিযুক্ত করিবে না ; অথবা অন্ততঃ তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ এবং নীতি-বিরুদ্ধ দুরাকাজ্ঞ বলিয়াও ইংরাজদিগের প্রতি দোষারোপ করিবে না ।

পূর্বের ন্যায় বর্তমান সময়েও ইংরাজগণ চিরকালই আপনাদিগের ক্ষমতা বিস্তারে দ্রুতঃপন্নতঃ অভিলাষী ছিলেন,—ভারতীয় অপর্যাপ্ত জাতির ন্যায় শিখদিগের এই সাধারণ বিশ্বাসে, একমাত্র পঞ্জাবের প্রতি ব্রিটিশগবর্ণমেন্টের বিশেষ ব্যবহার সম্বন্ধ সংযোজিত হওয়া আবশ্যিক । ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে যখন পূর্ব-বঙ্গে করাসী আক্রমণের আতঙ্ক প্রচারিত হইল, এবং যমুনা নদীকেই রাজ্যের সীমা নির্দেশ করার প্রতিজ্ঞা যখন অল্পমোদিত হইল না, তখন ইংরাজ রাজ-প্রতিনিধি গবর্ণর-জেনারেল বলিয়াছিলেন যে, রণজিং সিংহকে অসম্মত এবং উত্তেজিত করা অপেক্ষা, লুধিয়ানা অভিযুগ্মে যে কয়েকটি সৈন্যদল প্রেরিত হইয়াছে, তাহাদিগকে কর্ণাল অভিযুগ্মে কিরাইয়া আনাই বরং শ্রেয় ; এবং এতদুদ্দেশ্যে তিনি এক আদেশাজ্ঞাও প্রচার করিয়াছিলেন ।^১ বস্তুতঃ এই প্রস্তাব অল্পযায়ী কার্য করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া অল্পমিত হয় নাই ; কিন্তু তৎকালে যুদ্ধের অবসানে পার্বত্য পল্লী প্রহরীর জন্য সাবাধু নামক স্থানে যে প্রাদেশিক সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছিল, তদ্বাদে, ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের আফগান যুদ্ধ সময়ে, শিখ সীমান্তে লুধিয়ানার সৈন্য সমূহই ইংরেজদিগের একমাত্র সমগ্র সৈন্যবল মধ্যে পরিগণিত হয় । শতদ্রু-তীরস্থিত অগ্রগামী সৈন্যের নির্দিষ্ট স্থান হইতে কোনরূপ সামরিক অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই ; কিন্তু ইহা শিখদিগের সহিত মিত্রতার স্পষ্ট প্রতিকল্পক বলিয়া স্মৃতিত হইত । বাহাতে স্বল্পমাত্র ঘনিষ্ঠতা ও মিত্রতা নিশ্চিত প্রমাণিত হয়, ক্ষমতার নিকৃষ্টতা হেতু তাহারা সচরাচর পূর্ব অঙ্গীকার আশ্রয়রূপ অবলম্বন করিতে অভিলাষী ছিল । লাহোর ব্যতীত আর সমস্ত শিখরাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ হেতু প্রাপ্য বলিয়া, এবং রাজা নিঃসন্তান পরলোক গমন করায়, উত্তরাধিকারী অভাবে, ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে, লুধিয়ানা হইতে ৭০ মাইল দক্ষিণ শতদ্রু-তীরস্থ ক্ষুদ্র কিরোজপুর রাজ্য, ইংরাজগণ অধিকার করিলেন । সময় বিভাগের মতাল্লসারে দেখিতে গেলে, ঐ স্থানের সমুদায় সুবিধার বিষয় অতিশয় অভিনিবেশ সহকারে প্রণয়িত ও আলোচিত হইত, এবং পঞ্জাবের রাজধানীর সান্নিধ্য হেতু রণজিং সিং, ভবিষ্যতে ভয়ের কারণ জানিয়া, ঐ স্থান স্বীয় অধীন রাজ্য বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন ।^২ ঐ নগর্য্য সহর ভবিষ্যতে সেনানিবাস মধ্যে পরিগণিত হইবে, ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজের এইরূপ ভীতি ইংরাজগণ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন । এই সময়ে ধোরাসান গমনের জন্ত কিরোজপুরে দ্বাদশ সহস্র সৈন্ত সমবেত হইয়াছিল । সৈন্তগণের অগ্রসর হওয়ার নির্দিষ্ট দিনের পূর্বেই জানিতে পারা গেল যে, পারস্ত সৈন্ত হীরাটের অবরোধ পরিত্যাগ করিয়াছে । তখন স্থিরীকৃত হইল যে, কমিত আক্রমণে বিজয়লাভ হইলে, যখন তৎস্থানে সৈন্ত-সম্মারবেশের আর আবশ্যক হইবে না, ততদিন পর্যন্ত তথায়

১. Government to Sir David Ochterlony, 30th January, 1809.

২. See Chap. vii, and also note in the book.

কিন্তু একদল সৈন্য অবস্থান করিবে।^৪ কিন্তু আফগানিস্থান ও সিন্ধুদেশে পরবর্তী যুদ্ধ সময়ে এই নবপ্রতিষ্ঠিত সেনানিবাস স্থায়ীভাবে ধারণ করিল। পরে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে শতক্র-তীরস্থিত দুইটি সেনানিবাস সাহায্য প্রদান না করায়, আফগানরা স্থায়ীরূপে বৃহৎ একদল সৈন্য প্রেরিত হয়; এবং তথা হইতে শিখ-সীমান্তের অধিকতর নিকটবর্তী স্থানে পার্বত্য প্রদেশে ইংরাজ সৈন্যদলের অবস্থিতির তাহাই মূলীভূত কারণ মধ্যে গণ্য হইল।^৫ ইহা সত্ত্বেও শিখগণ ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি-বন্ধনের বিষয় বা সর্ত পালন করিত; কিন্তু ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের পরিবর্তনশীল অবস্থার আত্মসম্বন্ধি নানাবিধ বিচার-আলোচনায়, ইংরাজগণ তাহাদিগকে গ্রাহ্য করেন নাই।

যাহাতে জনপদ সমূহের জনসাধারণের মনে বিশ্বাস স্থাপিত হয়, লুণ্ঠনকারী বিভিন্ন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তত্ত্ব্য স্থানের সৈন্যগণই যাহাতে তাহাদিগকে বাধা প্রদানে কৃতকার্য হইতে পারে, তদ্বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান হেতু লুণ্ঠিয়ানা ও ফিরোজপুরে তদুপযুক্ত অতিরিক্ত সৈন্য স্থাপিত হইল। দেশের চিরপ্রচলিত গবর্ণমেন্টের অসহায় অবস্থাই যে তাহার একমাত্র কারণ—তাহা কখনও শিখ-রাজ-কর্তৃপক্ষীয়গণের নিকট গোপন করা হয় নাই।^৬ রাজ্যের নিরাপত্তা হেতু ইংরাজগণ যে যথেষ্ট সৈন্য-বন্দোবস্ত ও তৎসজ্জাস্থ ব্যবস্থা করিতে পারেন, এবং তদ্বিষয়ে যে তাঁহারা স্বস্থান—শিখজাতি তাহা কখনও স্বীকার করে না; কিন্তু যাহারা আপনাদিগের দুর্বলতা উপলব্ধি করিয়াছিল, লাহোর হইতে কোন বিপৎপাতের সম্ভাবনায় তাহারা কখনই তাহা স্বীকার করে নাই। এইরূপে যুক্তি-তর্কের প্রত্যেক প্রণালী ও নীতি হইতে শিখগণ তথাপি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, ইংরাজগণ তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেছেন। অপরাপর আরও অনেক বিষয় ইংরাজগণ কর্তৃক উপেক্ষিত অথবা অবিবেচিত হওয়ায়, শিখদিগের এই বিশ্বাস

৪। তৎকালে এইরূপ বন্দোবস্তই হইয়াছিল। কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোনরূপ দলিলাদি লেখা পড়া হয় নাই বলিয়াই অনুমিত হয়। কিন্তু সকলেরই আশা ছিল যে, সা-বজা সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবেন; এবং এক বৎসরের মধ্যে ইংরাজ সৈন্য প্রত্যাহত হইবে।

৫। এই সমস্যার কারণের প্রমাণ স্বরূপ গ্রন্থকার কোনই লিখিত দলীল পত্রের উল্লেখ করিতে পারেন না। কিন্তু তিনি বলেন যে, এই সমস্যার প্রযুক্ত হইয়াছিল। অগ্রসর হওয়ার উপায় স্থির হইল; কিন্তু বিষয় এই যে, সারহিন্দে কোনই সেনানিবাস স্থাপিত হয় নাই। শতক্রর প্রধান প্রধান পথের কেন্দ্রস্থল-স্বরূপ পঞ্জাব সম্পর্কে এই স্থানে একটি সেনানিবাস স্থাপনের সুবিধা ও উপযোগিতা, বহুদিন পূর্বেই সার ডেভিড অক্টারলোনি প্রমাণ করিয়াছিলেন। ('Sir David Ochterloney to Government, 3rd May 1810.') কিন্তু পাতিয়ালায় শিখদিগের প্রতি কিছু ভয়ব্যবহার করা হয়; তখন সারহিন্দ তাদেরই অধিকারে ছিল। কিন্তু কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়াই, লাহোরের শিখদিগকে ভীতি প্রদর্শনের অধিকতর আবশ্যকীয় অথচ অল্পমাত্র রক্ষণোপযোগী উপায় গৃহীত হইত।

৬। Compare the Governor-General to the Secret Committee, 2d December, 1845 (Parl. papers, 1846); and also his Dispatch of the 31st December, 1845. (Parl. papers, p. 28.)

আরও প্রবল হইল। প্রকৃতপক্ষে রণজিৎ সিংহের পৌত্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যখন রণজিৎ সিংহের বংশ-লোপ করিয়া দেওয়া হইবে, তখন স'-রাজাকে পেশোয়ার প্রত্যর্পণ করিয়া সার উইলিয়ম ম্যাগনাটেন ও অন্যান্য সকলে শিখ-রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করায় যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, শিখদিগকে তদ্বিষয় জানান হয় নাই; কিন্তু যখন সরকারী কাগজ-পত্রাদিতে এবং গুপ্ত-মন্ত্রণা-সভায় এ বিষয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক ও বিচার-মীমাংসা হইয়া গিয়াছে, তখন লাহোর গবর্নমেন্ট যে এই মন্ত্রণায় সম্পূর্ণ অনভিভক্ত ছিলেন, এরূপ অনুমান করাও বুধা। অথবা ঐ স্থান দোস্ত মহম্মদকে প্রদান করিতে সার আলেকজান্ডার বারগেস পূর্বে একবার যে ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহাও শিখ-গবর্নমেন্টে অবগত ছিলেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে শিখ-রাজধানীতে গমন করিয়া, তদ্রূপে শিখ-সৈন্যকে বিভাড়িত করিতে তিনি সৈন্য প্রেরণের যে প্রস্তাব করেন, অন্ততঃ সেই জাঙ্কল্যামান স্মৃতি অবশ্যই শিখ কর্তৃপক্ষীয়গণের মনে জাগরুক ছিল।^১ পুনরায় ১৮৪৪ ও ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের এই সংবাদ চতুর্দিকে বিস্তৃত হওয়ায় সকলের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইল যে, শতজ্ঞ নদীতে সেতু নির্মাণের জন্য ইংরাজগণ নৌকা বা জলযান প্রস্তুত করিতেছেন; এবং মুগতান আক্রমণের জন্য তাঁহারা সিন্ধুদেশীয় সৈন্যগণকে হুসজ্জিত করিতেছেন।^২ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন অসংখ্য সৈন্যদলের সহিত অতিরিক্ত সৈন্য যোগদান করায় ক্রমশঃ তাহাদের দলগুটি হইতেছে।^৩ এ সমস্ত বিষয় শিখ-গবর্নমেন্টকে কিছুই

১। Compare the Governor-General to the Secret Committee, December 2nd. 1845.

২। মুলতান অভিযুখে যুদ্ধ যাত্রার জন্য পাঁচ সহস্র সৈন্যকে হুসজ্জিত করিবার উদ্দেশ্য, শুকুরে যে সমুদায় আবশ্যকীয় জব্যাপি সংগ্রহের আয়োজন হয়, ১৮৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ সরকারী পত্রাদিতে তাহাই আলোচ্য বিষয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ—কলিকাতার মিলিটারী বোর্ড এবং তদবীন বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মচারিগণের মধ্যে যে পত্রাদি সিখিত হয়, তাহাই দ্রষ্টব্য।

৩। লর্ড এলেনবর্গা এবং লর্ড হাডিঞ্জ যুদ্ধের আয়োজন সম্বন্ধীয় যে বিস্তৃত বিবরণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন কলিকাতা রিভিউ নামক সংবাদপত্রে শেখোক্ত মহৎশক্তি ব্যক্তির শাসন কাল সম্পর্কীয় এক্ষে তাহা দ্রষ্টব্য। লেকটন্যান্ট-কর্নেল লরেল ঐ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, ইহাই সকলের বিশ্বাস ও ধারণা।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সীমান্তের সমুদয় সৈন্তের পরিমাণ নিম্নলিখিত হিসাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে,— সাবাধুতে একটি রেজিমেন্ট, এবং লুথিয়ানার দুইটি রেজিমেন্ট। তাহাদের অধীন ছয়টি কামান; সর্বশুদ্ধ তাহারা স্বরাধিক ২,৫০০ সৈন্তের সমকক্ষ। লর্ড অক্ল্যাণ্ড লুথিয়ানার সৈন্তদল বৃদ্ধি করিয়া এবং ফিরোজপুরে নতুন সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া, মোট সংখ্যা ৮,০০০ আট হাজার করিয়া তুলিয়াছিলেন। লর্ড এলেনবর্গা পুনরায় আখালা, কুশৌলি এবং শিমলা প্রভৃতি স্থানে নতুন নতুন সেনানিবাস প্রস্তুত করিয়া সেই সমুদায় স্থানে সর্বশুদ্ধ ১৪,০০০ চৌদ্দ হাজার সৈন্ত, এবং তাহাদের অধীনে সীমান্তে ৪০টি কামান সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। লর্ড হাডিঞ্জ এই সকল অতিরিক্ত সৈন্তদল বৃদ্ধি করিয়া, সৈন্ত-সংখ্যা,— ৩২,০০০ বত্রিশ হাজার এবং তাহাদের অধীনে ৬৮ আটবট্টিটি কামান স্থাপন করেন। এতদ্ব্যতীত মিরাটেও বন্সকাপি সহিত ১০,০০০ দশ সহস্র সৈন্ত ছিল। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের পর সমুদায় তীরবর্তী কর্ণালের সেনানিবাসটি পরিত্যক্ত হইল। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং তৎপূর্ববর্তীকালে ঐ স্থানে অন্ততঃ চারি সহস্র সৈন্তের সমাবেশ হইতে পারিত।

জানান হয় নাই ; কিন্তু এতৎসঙ্গেও বাবতীয় শিখসৈন্য তাহাতে বিশ্বাস করিল। তাহাদের ধারণা হইল, এই সকল বিষয় আত্মরক্ষার আয়োজন নহে, অপচিৎ উহা পূর্ব আক্রমণের উত্তোগ ব্যতীত আর কিছুই নয়।^{১০}

তখন শিখগণ মনে মনে ভাবিতে লাগিল, রাজ্যের পর রাজ্য অধিকার করাই ইংরাজ-দিগের স্কুলনীতি। এবং বর্তমান ক্ষেত্রে লাহোর অধিকার করাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। ইংরাজদিগের তাৎকালিক প্রতিনিধির কার্যকলাপে জনসাধারণের মনে সেই বিশ্বাসই বদ্ধমূল হইয়াছিল। প্রতিনিধির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শিখদিগের মনে পূর্ব হইতে যে ধারণা জন্মিয়াছিল, তাহাতেও তাহাদের সন্দেহ অনেক পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছিল। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে মিঃ ক্লার্ক আগরার লেকটেন্যান্ট-গবর্নর পদে প্রতিষ্ঠিত হন ; শিখদিগের কার্য-কলাপ সম্পর্কে লেকটেন্যান্ট কর্ণেল রিচমণ্ড, মিঃ ক্লার্কের স্থান অবিকার করেন। পরিশেষে শে:বাক্ত কর্মচারীর কার্যান্তর গ্রহণে, পর বৎসর নবেম্বর মাসে ম্যাজর ব্রডফুট তাঁহার কার্যভার গ্রহণ করেন। ম্যাজর ব্রডফুটের অধ্যবসায় ও কার্যকুশলতা সম্বন্ধে সকলেরই তৎকালে গাঢ় বিশ্বাস ছিল। মিত্ররাজগণ এবং অধীনস্থ সামন্তদিগের নিকট ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের মনোভাব ব্যক্ত করিতে হইলে, ভারতবর্ষের প্রচলিত প্রথা অনুসারে কেবল একমাত্র উপায়েই তাহা বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে ; ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারীর মধ্যবর্তিতায় ভারতীয় রাজগণের সহিত গবর্নমেন্টের কার্য নিবাহিত হয়। সেই কর্মচারীর ব্যক্তিগত চরিত্র তাঁহার কার্যপ্রণালীতে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে ; -তিনি বাহা বলেন, বা যে কার্য করেন, সর্ব-বিষয়েই তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র-প্রভুতি প্রতিকলিত হয়। গবর্নমেন্টের কর্মচারীর কার্য-কলাপেই গবর্নমেন্টের গৃহ উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং এই কর্মচারীর কার্য-প্রণালীতে শিখ কর্তৃপক্ষগণ ইংরাজ-গবর্নমেন্টের শাস্তি স্থাপনের কোনই চিহ্নই দেখিতে পান নাই। যে ব্যক্তি প্রায় ত্রিশ মাস পূর্বে শিখদিগের রাজ্যমধ্যে এত অশান্তির সূত্রপাত করিয়াছিলেন, এবং যিনি বলপ্রকারে তাহাদের রাজ্যের মধ্য সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তির নির্বাচনে ইংরাজদিগের শাস্তি-স্বপ্নে বাস করিবার কোনই নিদর্শন, শিখজাতি উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

ম্যাজর ব্রডফুটের কার্যাবলীর মধ্যে,—সর্বপ্রথমে তিনি ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, লাহোরে অধিকৃত শতজন পূর্ববর্তী সমুদায় রাজ্যগুলি, পাতিয়ালা এবং অপরূপ রাজ্য সমূহের দ্বায় সমগ্র-প ইংরাজ দিগের আশ্রিত ও তাঁহাদের অধিকারভুক্ত এবং মহারাজা দলীপ সিংহের মৃত্যুর পর, অথবা তিনি রাজ্যচ্যুত হইলে তাঁহার কোন আইনসম্মত

১০। নোপনীর পরামর্শ-সভার, ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর গবর্নর-জেনারেল যে পত্র লেখেন, তাহাই ত্রুটি। (Compare Governor-General to Secret Committee, Dec, 2d, 1845.)

উত্তরাধিকারী অবর্তমানে ঐ সমুদায় রাজ্য ইংরাজদিগের রাজ্যভুক্ত হইবে।^{১১} শিখ-গবর্ণমেন্টের নিকট এই মন্ত্রণা আইনামুসারে ঘোষিত হইল না; কিন্তু ইহা কাহারও

১১। যে উদ্দেশ্যে এই ঘোষণা প্রচারিত হয়, তৎসম্বন্ধে ম্যাজর ব্রডফুটের পত্রাদি (Letters to Government of the 7th December, 1844, January, and 28th February, 1845') এহলে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার শেষ পত্রে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে যুবক মহারাজ দলীপ সিংহ বশভ্রমণে আক্রান্ত; বনি তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তিনি আদেশ করিবেন যে, শতঙ্গর পূর্বদিকবর্তী রাজ্য সংক্রান্ত সকল সংবাদ তাঁহার নিকটই প্রেরণ করিতে হইবে (অবশ্য লাহোরের আইন ব্যবসায়ী অথবা প্রতিনিধি দ্বারা); কিন্তু পঞ্জাবের অপর কাহারও নিকট তৎসম্বন্ধে কোনও সংবাদ প্রেরিত হইবে না।

শুনিতে পাওয়া যায়, ম্যাজর ব্রডফুট শিখদিগের নিকট একখানি পত্রের বিষয় উল্লেখ করেন। ঐ পত্র ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে সার ডেভিড অকটারলোনি রণজিৎ সিংহের প্রতিনিধি মোকুম চাঁদের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার মর্ম এই যে, অপরাপর রাজ্যের সহিত শতঙ্গর পূর্বভাগস্থিত লাহোর রাজ্যও ইংরাজদিগের আশ্রয়ধীন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের আবেশপত্রও তিনি প্রদর্শন করেন। তাহাতে রণজিৎ সিংহ, তাঁহার শতঙ্গর দক্ষিণস্থ কর্ণচারীগণকে, ইংরাজ প্রতিনিধির আদেশানুসারে কার্য করিতে আদেশ করিয়াছিলেন;—অস্বস্তা হইলে, দণ্ডস্বরূপ তাহাদের নাসিকা কণ্ঠিত হইবে; তৎকালে সার ডেভিড অকটারলোনি, তাৎকালিক কোন কোন বিশেষ বিশেষ কার্যে ইংরাজদিগের বন্ধুত্বের প্রকৃতি যে এইরূপই বুঝিয়াছিলেন—তাহাও অসম্ভব নহে। কিন্তু শতঙ্গর পূর্ববর্তী লাহোর-রাজ্য-সমূহ, আরগীর-প্রাণী অনুসারে ইংরাজদিগের আশ্রিত, এইরূপ ঘোষণা নিয়লিখিত কারণে বিশেষ যুক্তিযুক্ত বলিয়া অনুমিত হয় না;—(১) যখন ইংরাজগণ, সারহিন্দের রাজগণকে আশ্রয় প্রদান করেন, তখন ঘোষিত হয় যে, রণজিৎ সিংহের হস্ত হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করাই, আশ্রয় প্রদানের উদ্দেশ্য। সুতরাং ইহাতে বুঝিতে হইবে না যে, ইংরাজগণ শতঙ্গ ও যমুনার মধ্যবর্তী সকল প্রদেশকেই আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন। কারণ এই রাজ্যের-কতকাংশ লাহোরের অধিকৃত। (১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধিপত্র এবং ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে তারিখের ঘোষণা—Declaration—প্রথম আর্টিকেল বা প্রথম সর্ভ ব্রট্য। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল তারিখে গবর্ণমেন্ট লিখিত সার ডেভিড অকটারলোনির পত্রও এহলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।) অধিকন্তু স্থবিধা বুঝিলেই ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট মনে করিতে পারেন যে, শতঙ্গর পূর্ববর্তীরা রাজ্যসমূহ সর্বক্ষে, ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি, রণজিৎ সিংহের অবশ্য পালনীয় হইলেও, তাহা ইংরাজদিগের পালনীয় নহে; কেন না তাহাতে ইংরাজদিগের যথেষ্ট কার্য করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছে। (Government to Captain Wade, 23rd April, 1833) বস্তুতঃ, ভাওরালপুর সর্বক্ষেই এই বিষয় লিখিত হয়। কিন্তু এক্ষণে সাধারণতঃ সর্বত্রই উহা প্রযুক্ত হইতে লাগিল। (২) সারহিন্দের রাজগণকে যে আশ্রয় প্রদান করা হয়, অতঃপর সমতলভূমি সমূহে তাঁহাদিগকে অধিকতর নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা প্রদানের জন্য আরও সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছিল; কিন্তু রণজিৎ সিংহ এবং গুর্ধারিগণের বিরুদ্ধে পার্বত্য প্রদেশ সমূহে তাঁহাদিগকে কোনরূপ সাহায্য বা আশ্রয় প্রদান করা হয় নাই। (Government, to Sir D. Ochterloney, 23rd January, 1810) কিন্তু শতঙ্গর পূর্বদিকস্থ রণজিৎ সিংহের রাজ্যগুলি সর্বক্ষে তখন ঘোষিত হইল যে, (নেপালের বিরুদ্ধে) ঐ সমুদায় রাজ্য তিনি স্বয়ংই রক্ষা করিবেন। তাহাদের রক্ষণোদ্দেশ্যে তাহাকে কোন সাহায্য প্রদান করা উচিত কি অনুচিত—তাহা রাজনৈতিক বিষয় বলিয়া বীণাসিদ্ধ হইল না। পরন্তু আরও বলী হইল যে, তিনি শতঙ্গর পূর্ববর্তী রাজ্যসমূহের মধ্য দিয়া গমন করিবেন; তাহা হইলে, তিনি উল্লিখিত রাজ্য-রক্ষাকল্পে যমুনার দক্ষিণবর্তী পার্বত্য প্রদেশে গুর্ধারিগণকে আক্রমণ করিতে সক্ষম হইবেন। (Government, to Sir David Ochterloney, 4th October, and 22nd November, 1811.)

অবিদিত রহিল না,—পরন্তু ইংরাজদিগের এই উদ্দেশ্য সকলেই অবগত হইল। যখন ম্যাজর ব্রডফুট আনন্দপুর মাথোয়ালের ধর্ম-যাজকোপম সোধিগণের কার্যকলাপে বাধা দিতে অগ্রসর হন, তখন তিনি এই মন্তব্য বশবর্তী হইয়াই কার্য করিয়াছিলেন। আনন্দপুর মাথোয়াল একটা বোধভূমি; কয়েক বৎসর পূর্বে ঐ স্থানের দাবী-দাওয়া পরিত্যাগ করাই জেডস্বর বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ, রণজিৎ সিংহই যখন বিশেষ-অধিকার-প্রাপ্ত ভূ-স্বামীদিগের সহিত যথোপযুক্ত কার্য নির্বাহ করিতে সক্ষম, তখন সর্বপ্রকার দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ করাই ইংরাজদিগের পক্ষে জেয়।^{১২} অধিকন্তু লাহোরের অধিকৃত কটকোপুরা অভিযুখে গমনের জন্য একদল অস্বারোহী সৈন্য ফিরোজপুরের নিকট শতরু অতিক্রম করিয়াছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য,—সচরাচর তথায় যে সৈন্যদল রক্ষিত হইত, সেই অস্বারোহী প্রহরী সৈন্যগণকে সাহায্য করা, অথবা তাহাদের বল বৃদ্ধি করা। কিন্তু ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধির নিয়ম মতে, উভয় গবর্ণমেন্টের মধ্যে যে বন্দোবস্ত হইয়া, তদনুসারে ব্রিটিশ এজেন্টের অহুমতির অপেক্ষা না করিয়াই, সৈন্যদল শতরু নদী অতিক্রম করিল। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় সৈন্য যে উদ্দেশ্যে তথায় গমন করিতেছিল, তথিবেচনায় সেই পরিবর্তিত নিয়ম সৈন্যদলের পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে না। যাহা হউক, তথাপি ম্যাজর ব্রডফুট সৈন্য-দলকে ফিরিয়া আসিতে অহুমতি করিলেন। কিন্তু আজ্ঞাপালনে তাহাদিগকে দীর্ঘশ্রমী এবং উদাসীন মনে করিয়া নিজেই প্রহরী সৈন্য সমভিযাহারে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। যখন তাহারা হাঁটুয়া নদী পার হইতেছিল, তখন তাহারা ধৃত হইল। ইংরাজ পক্ষীয়গণ গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু শিখ-সেনাপতি তাহাদের সহিত কোনরূপ বিবাদ-বিসম্বাদ করিলেন না। এরূপ কোন কার্য দ্বারা পাছে লাহোর গবর্ণমেন্ট বিপদগ্রস্ত হয়, এই ভয়েই তিনি ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে বিরত রহিলেন।^{১৩} অধিকন্তু সেতু-নির্মাণার্থে বোম্বাই সহরে যে সমুদায় নৌকা প্রস্তুত হইতেছিল, ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে শরৎকালে সেই নৌকাগুলি ফিরোজপুরে প্রেরিত হইল। পোতগুলি যাহাতে নির্দিষ্ট স্থানে নিরাপদে আনীত হইতে পারে, তজ্জন্য ম্যাজর ব্রডফুট একদল সশস্ত্র ও হুসজ্জিত প্রহরী-সৈন্যকে উহা রক্ষার্থে অহুমত করিতে আদেশ করিলেন; এবং ফিরোজপুরে পোতগুলি আসিয়া পৌছিলে তিনি নাবিকদলকে সেতু নির্মাণার্থে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। তখন এই সমুদায় কার্য-

১২। আনন্দপুর সন্ধির সপ্তম অধ্যায়ের নোট দ্রষ্টব্য। মূলগ্রন্থে বর্ণিত বিবাদ বিসম্বাদ সন্ধির, ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখের গবর্ণমেন্টের নিকট ম্যাজর ব্রডফুট লিখিত পত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে; এই পত্রে ম্যাজর ব্রডফুট আপনার কার্যপ্রণালীর এবং সামান্য কারণে সীমা-গ্রহণের নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন।

১৩। Compare Major Broadfoot to Government, 27th March 1945. শুনিতে পাওয়া যায়, গবর্ণমেন্ট এই সকল কার্যকলাপ অনুমোদন করেন নাই।

কলাপে বিপদ সম্ভাবনা প্রকাশ পাইল, তিনি প্রায় একরূপ স্বীকার করিলেন যে, শিখ-দিগের সহিত প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে।^{১৪}

শতাব্দের পূর্বদিকে জনপদসমূহ সম্বন্ধে এবং বিশেষ বিশেষ ঘটনায় যে সকল উপায় অল্পমত হইত, তদ্বিষয়ে ম্যাজর ব্রডফুট যে মত অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং পরে প্রধান গবর্ণমেন্ট যাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কতক পরিমাণে তাঁহাদের সেই মত সমর্থন করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ, কালনিক ও অপ্রকৃত কারণানুসারে, অথবা সার ডেভিড অক্টারলোনির অনিশ্চিত বোষণা দ্বারা কিংবা রণজিং সিংহের প্রভেদব্যাঙ্গক নির্বন্ধাতিশয়ের ফলে, এই কার্য-প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল। আরও বিশ্বাস হইল যে, বিরোধীরা রাজ্যাংশ যদি পরিত্যাগ করাই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, বিনা অন্ত-ধারণেই ঐ স্থান অতি সহজেই পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করা যাইতে পারিবে। কিন্তু ম্যাজর ব্রডফুটের প্রতিকার্যে ইংরাজ গবর্ণমেন্টের পূর্ব-কল্পিত স্থির প্রতিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল, এবং হিষ্টেবর্ণা অপেক্ষা বরং শত্রুতার ভাবই অল্পভূত হইল।^{১৫} এদিকে শিখগণও তাহাদের সাহায্যকারী কর্তৃক চারিদিকে সম্ভ্রান্ত হইতে লাগিল। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে মূলতান হইতে কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্ত, বহুসংখ্যক দস্যবৃন্দের অল্পসরণ করিয়া, সিদ্ধুরাজ্যে কয়েক মাইল পর্যন্ত অগ্রসর হইল। সিদ্ধুনা

১৪। পঞ্জাবের তাৎকালিক অবস্থানুসারে প্রত্যেক পোত-সমষ্টির সহিত এক এক জন ইউরোপীয় কর্মচারীর অধীনে সৈন্যদল প্রেরণের আবশ্যক হইল। যাহা হউক, তৎকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহনির্মিত জলবান, প্রহরী সৈন্যের বিনা সাহায্যে শতাব্দের নদীতে গমনাগমন করিতে পারিত; একখানি পোত ফিলোলের কামান দ্বারা হুমকিত হইতে অনেক দিন তথায় অবস্থান করিতেছিল; শিখগণ তৎপ্রতি সৌজন্ত প্রদর্শন ভিন্ন পক্ষত্যাগ করত না।

১৫। ভারতের ইংরাজগণ সাধারণতঃ মনে করিতেন,—ম্যাজর ব্রডফুটের নিয়োগেই শিখদিগের সহিত যুদ্ধ-সম্ভাবনা অধিক হইয়াছিল। সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, যদি মিটার ক্লার্ক রাজ্য প্রতিনিধি পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, শিখদিগের সহিত যুদ্ধ বাধিত না। ম্যাজর ব্রডফুটের বহুস্ত-লিখিত পত্রাদি হইতেই সম্ভবতঃ জানা যায় যে, ম্যাজর ব্রডফুট, শিখদিগের শত্রু-মাধ্যমে, পরিণামত হইয়াছিলেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ তিনি লিখিয়াছিলেন,—“মূলতানের শাসনকর্তা ম্যাজরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যদি শিখগণ (লাহোর সৈন্ত) তাহাদের দাবী অনুসারে মূলতানের শাসন-কর্তাকে বলপূর্বক বশতা স্বীকার করাইতে তদ্বিকল্পে অন্ত-ধারণ করে, তাহা হইলে মূলতানের শাসনকর্তা কি উপায় অবলম্বন করিবেন? কিন্তু সাধারণ অবস্থার একজন রাজপ্রাধাণ-অস্বীকারকারী ভৃত্য, তাহার প্রভু ও ইংরাজদিগের মধ্যে বন্ধুত্ব-রক্ষণকারীকে এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারে, তাহা সম্ভবপর বলিয়া অনুমিত হয় না। বাহা হউক, ম্যাজর ব্রডফুট, দেওয়ান মুলরাজের প্রত্যাবেই পুনরায় সম্মত হইতেন বলিয়া বোধ হইল। কারণ ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর যখন তিনি পঞ্জাবের সহিত কোনরূপে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণকে লিখিয়া জানাইলেন যে, ইংরাজদিগের অধিকৃত রাজ্যগুলি আক্রান্ত হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা। তখন তিনি প্রকৃত বীর এবং সর্ব-সমরে হুমকিত সার চার্লস বেনিয়ারকে বলিলেন যে, মূলতানের শাসনকর্তা ষায়েই নিজ রাজ্যসমূহ এবং সিদ্ধুদেশ শিখদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবেন।—তাঁহার এই নিশ্চয়তা প্রদানে বিশ্বাস জন্মিল যে, তাঁহার মূলতানের শাসনকর্তাকে লাহোরের অধীনতা হইতে মুক্ত করিতে এবং শিখজাতি হইতে তাঁহাকে স্বতন্ত্র রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ও পর্বতমালার মধ্যবর্তী এই দুই রাজ্যের সীমা কোন স্থলেই স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট ছিল না ; সুতরাং মুষ্টিমেয় সৈন্তের উদ্দেশ্য সহজেই বুঝা গিয়াছিল। কিন্তু শাসনকর্তা সার চার্লস নেপিয়ার তৎক্ষণাৎ একদল সৈন্তকে অবিলম্বে রজানের নিয়োগার্থী কয়েক মাইল দূরবর্তী কান্দীয়ে গমন করিতে অজ্ঞপ্তি করিলেন। এই আক্রমণ হইতে তাঁহার রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশ রক্ষা করাই সৈন্ত-অভিযানের উদ্দেশ্য। এদিকে লাহোর কর্তৃপক্ষীয়গণও প্রকৃত-পক্ষে পূর্ব হইতেই সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু যে সকল কারণ প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহারা যথেষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন নাই ; পরন্তু সিদ্ধেশ্বর বিজয়ীর এইরূপ এত সত্তর এত তৎপরতার সহিত উপায় অবলম্বন করায় শিখগণ বিবেচনা করিল যে, পঞ্জাবের সহিত যুদ্ধ সংগঠন করাই ইংরাজদিগের সম্পূর্ণ অভিলাষ, এবং এই সমুদায় বন্দোবস্ত তাহারই প্রমাণস্বরূপ বলিয়া গৃহীত হইল।^{১৬}

শিখ-সৈন্যগণের, বস্তুতঃ সমগ্র শিখ-জাতির বিশ্বাস জন্মিল যে, ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য। কিন্তু গবর্ণমেন্টের অতি দূরদর্শী কর্মচারিগণ জানিতেন যে, শিখজাতি প্রকান্তভাবে শত্রুতাচারণ না করিলে সম্ভবতঃ ইংরাজ গবর্ণমেন্ট বাধা দিবেন না।^{১৭} যখন পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তরাজগণ পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা পরবশ হইলেন, এবং সকলেই শত্রুদিগকে সম্মুখোৎসর্গ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা আত্মসম্মান এবং স্বাধীনতা-ধনে জলাঞ্জলি দিয়া, ধনৈর্ঘ্য এবং স্বখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জগুই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। এইরূপে মহারাজ শের সিং, সিদ্ধানওয়ালাগণ এবং অত্যাচার সকলেই করদ-মিত্র মধ্যে পরিগণিত হইতে প্রস্তুত হইলেন এবং বৈদেশিক শক্তির উপর সমগ্র আশ্রয় ভার অর্পণ করিলেন। সৈন্তাদিগের শক্তি যেমন প্রবল হইতে লাগিল, এবং তাহারা যেমন “কমিটি” বা সমিতি-প্রণালী হইতে শক্তি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল, রাজকীয়

১৬। শুনিতে পাওয়া যায়, কান্দীয়ে একদল সৈন্ত স্থাপনের জন্ত সার চার্লস নেপিয়ার বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু হুপ্রিম গবর্ণমেন্ট ঐ স্থানে একদল ইউরোপীয় সৈন্ত প্রেরণের পূর্বাঙ্গ প্রত্যাখ্যান করিলেন। এই সময়ে পঞ্জাবে ইংরাজদিগের প্রবেশের আবশ্যকতা সন্দেহে সার চার্লস নেপিয়ার যে একটি অসংযত বক্তৃতা করেন, তাহাও উল্লেখ করা বাইতে পারে। (Compare Major Smyth's Reigning Family of Lahore, Intro xx ii) ;— বিশেষতঃ ম্যাজর ব্রডফুট হির করিয়াছিলেন, শিখ-নেতৃবৃন্দ ভারতীয় সংবাদ-পত্রসমূহ পাঠেই অধিকতর উত্তেজিত হইয়া থাকে। পরন্তু আক্রমণ সন্দেহে পুনরাবৃত্ত অংশের প্রতি সান্নাধ্য মনোযোগে তাহাদের ভিত্তিভেদনার ভাব ব্যক্ত হয় না। তিনি ভাবিয়াছিলেন,— জনসাধারণের মত কি পরিমাণ অসুস্থ করা বাইতে পারে, তাহা পণ্ডিত জালা সিং বুঝিতেন এবং সেই ব্রাহ্মণ উপযুক্ত সংবাদপত্রসমূহ উপযুক্ত অন্তরঙ্গ প্রয়োগ করার যত্ন করিয়াছিলেন। (Major Broadfoot to Government 30th Jan. 1845.)

১৭। Compare Inclosure No 6 of the Governor-General's Letter to the Secret Committee of the 2d Oct, 1845 (Parl. Papers' Feb. 26th, 1846, p. 21) ম্যাজর ব্রডফুট গোলাপ সিংহের সন্দেহে বাধা বলিয়াছেন, তাহা অনেকের পক্ষেই যে প্রযোজ্য ও সত্য— তথ্যের কোনই সন্দেহ নাই। তিনি মনে করিতেন, ইংরাজগণের পঞ্জাব বিজয়ে বড়ই সাধ এবং তাহারই দৃঢ়তা করিতে তাঁহারা ব্যস্ত। (Major Broadfoot to Government, 5th May, 1845.)

শাসনকর্তৃগণ এবং গবর্ণমেন্টের কার্যে নিযুক্ত বীরগণও তেমনই এক নূতন বিপদের ভয়ে সন্ত্রস্ত হইলেন। তাহারা হয়তো সকলেই একে একে এই দুর্দমনীয় সৈন্ত-সম্প্রদায়ের স্পৃহার বশবর্তী হইতেন; অথবা তাঁহাদের মধ্য হইতে এরূপ একজন দক্ষ ও পরাক্রান্ত নেতার আবির্ভাব হইত যে, সেই ব্যক্তি অস্ত্রাস্ত্র সকলের শক্তিসমষ্টি শোষণ করিয়া, ধনী, স্বার্থপর এবং দুর্বল ব্যক্তিগণের সর্বনাশ সাধন করতঃ অহুচ্চরবর্ণের হুস্তি-বিধান করিতেন। জাম্মুর রাজা এতকাল ইংরাজদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের বড়ই বিরোধী ছিলেন। এক্ষণে তিনি ইংরাজদিগের সাহায্য ব্যতীত লাহোরের মন্ত্রীরূপে নিজ ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে অক্ষম হইলেন, এবং পার্বত্য প্রদেশের জায়গীরদার-স্বরূপ স্বীয় নিরাপত্তা বিষয়ে হতাশাস হইয়া পড়িলেন। এদিকে লাল সিং, তেজ সিং এবং অন্যান্য ক্ষমতাসম্পন্ন নেতৃবৃন্দ সৈন্যাগণকে দমন করিতে পারিলেন না। হুতরাং সৈন্যাগণের শাসন-সম্বন্ধে তাঁহারা আপনাপন অক্ষমতা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন,—ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, সৈন্যদলকে উত্তেজিত করিয়া কোন যুদ্ধে নিযুক্ত করাই যুক্তিযুক্ত; এই উপায়ে তাহাদিগকে স্থানান্তরে রাখাই একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়। এই যুদ্ধে যে তাহারা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইবে এবং তাহাদের দুর্দমনীয় ক্ষমতা ধ্বংস হইবে, তাহা তাঁহারা জানিতেন। তাঁহাদের আরও বিশ্বাস এই যে, জনসাধারণের প্রতি কর্তব্যপালন করা অপেক্ষা, এই উপায়ে তাঁহারা অধিকতর নিশ্চিন্তরূপে মন্ত্রী বলিয়া স্বীকৃত হইবেন, এবং ক্ষমতা লাভের পথও পরিষ্কৃত হইবে। হুতরাং যাহাতে গজাবের স্বাধীনতা লোপ অবশ্যজ্ঞাবী, সেরূপ যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতে তাঁহারা নির্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিলেন না।^{১৮} যদি সৈন্যদিগের হুচতুর

১৮। Compare Inclosures to the Governor-General's letter to Secret Committee of 31 December, 1845. "Parl paper," 26th Feb. 1846, p. 27 (শুভ সন্টার গবর্ণর জেনারেল ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩১শে ডিসেম্বর যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা এবং পার্লামেন্টের কাগজপত্র—২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৬, ২৯ পৃঃ—দ্রষ্টব্য) এহ্নে ভগ্নোৎসাহ জোরাহির সিংহের অমিতাচার এক মহারানীর গুপ্তপ্রণয় সম্বন্ধে কোন বিষয় উল্লেখ করা অনাবশ্যক। পার্লামেন্ট মহাসভার প্রেরিত কাগজপত্রে, এই সকল ঘটনার কেবলমাত্র লাহোর দরবারের (Court) অকর্মণ্যতার এবং ঘূর্ত্তাইই পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। হয়তো সময় সময় জোরাহির সিংহকে মাদকোন্মত্ত হইতে দেখা গিয়াছে; মহারানী হয়তো তাঁহার ব্যাভিচারের বিষয় সম্ভাবিক গোপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সাধারণের সম্বন্ধে তাঁহারা হয়তো কদাচিৎ অভ্যুত্থাতিত ব্যবহার করিয়াছেন। প্রধানতঃ বঁধন বিধেয়ী ব্যক্তি উপহিত থাকিত। তখনও শেষ পর্যন্ত রাজদরবারের অত্যাচারকারী রীতিনীতি অতি সতর্কতার সহিত পালিত হইত। সাহাজাদাধিরের গাহ্‌হা জীবন অধিক দুঃখী ও লজ্জাকর হইতে পারে; কিন্তু জনসাধারণের নৈতিক অবস্থা আদর্শহীন। অধিকন্তু শাসনকার্যে নিযুক্ত পাপীগণও জনসাধারণের এই অবস্থার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, ক্ষমতাপালী ব্যক্তিগণের অসৎ স্বভাবের ও পাপের ভুলনার সাধারণ কার্য-প্রণালীতে উহার প্রাবল্য অতি অল্পই বৃদ্ধি হইয়াছিল। অধিকন্তু এই সকল ব্যক্তিগত দোষ অতিরিক্তিত করিয়া, সর্বদলকে প্রকাশ করার স্বাভাবিক প্রবণতাও বার্তাবাহকদিগের মধ্যে যথেষ্টরূপে বিস্তারিত ছিল; এবং যথপরবশ অথবা লালসা-পরভর হইয়া এই সমস্ত বিষয় বিবৃতভাবে বর্ণনা করার, ভারতের কূট-নৈতিক কার্য সর্বদাই দুঃখী বলিয়া নির্দিষ্ট এবং ভৎসিত হইয়াছে। আর

সম্প্রদায় (Committees) সমষ্টি ইংরাজদিগের পক্ষেও কোনরূপ সামরিক সাজ-সজ্জা উপলব্ধি না করিতে পারিত। তাহা হইলে,—পূর্বকালে তাহারা পরাক্রান্ত মহারাজ রণজিৎ সিংহের আদেশ-অনুসারে কোন বিষয়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসু না হইয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেও—বর্তমান সময়ে, লাল সিং ও তেজ সিংহের হ্রাস অর্থলোলুপ ব্যক্তিগণের কপটি উৎসাহ ও পরামর্শে কর্ণপাত করিত না। কিন্তু গবর্ণমেন্টের কর্মচারীগণের মত ও উদ্দেশ্য সকলই হঠকারী সৈন্তদিগের বিশ্বাসের সহিত মিলিয়া গেল—সকলই সৈন্তগণ বিশ্বাস করিল। যখন বিপক্ষদল সৈন্তদিগকে বিক্রমস্থরে জিজ্ঞাসা করিল,—‘খালসা’ রাজ্য ক্রমশঃই সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে, এবং লাহোরের সমতলভূমি বহুদূরবর্তী বিদেশী ইউরোপীয়গণ কর্তৃক ক্রমশঃ অধিকৃত হইতেছে; সুতরাং তখনকি তাহাদের নিরুদ্বেগচিত্তে সে সকলই দর্শকের হ্রাস ক্যাল ক্যাল নেত্রে চাহিয়া দেখা উচিত? তখন তাহারা একবাক্যে উত্তর করিল যে, গোবিন্দের সাধারণতন্ত্রভুক্ত সকলেই প্রাণপাত করিয়াও রাজ্য রক্ষা করিবে, এবং সমবেত খালসা সৈন্য যুদ্ধাভিযান করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে আক্রমণকারিগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে।^{১৯} যে সময়ের কথা বলা হইতেছে অর্থাৎ নভেম্বর মাসের প্রারম্ভে, লুধিয়ানার সন্নিকটস্থ দুইটি জনপদ, পৃথকভাবে স্বতন্ত্ররূপে স্থাপিত হইল। তাহাদিগের মধ্যে ব্যবচ্ছেদ ঘটিল। যে সকল অপরাধী ব্যক্তি এই দুইটি স্থানে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করা হয় নাই,—এইরূপ ব্যবহারের এই হেতুবাদ প্রদর্শিত হইল।^{২০} যখন ইংরাজ এবং শিখ উভয় পক্ষই পরস্পর সমভাবে শান্তিভোগ করিতেছিল, তখন এইরূপ ব্যবহার বড়ই অস্বাভাবিক ও নীতিবিরুদ্ধ। এই ঘটনায় বাধ্য হইয়া গবর্ণর জেনারেল স্বয়ং কালবিবরণ না করিয়া

একটি শেষ কথা এই যে, হিল্লুহানে ইংরাজদিগের দেশীয় (native—ভারতীয়) ভৃত্যকর্মচারিগণ, অধিকাংশই বেতনভোগী এবং অর্থলোলুপ। তাহারা প্রারম্ভেই অশিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত অথবা সম্বৎসর জ্ঞাত নহে। তাহারা ভাবে যে, কাহারও দুর্নাম বা অপবাদ রটাইতে পারিলেই প্রভুকে সন্তুষ্ট করা হয়; অথবা তাহার সুরে সুর মিশাইতে পারিলেই প্রভুভক্তির পরকাঠা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যাহাদের সহিত শত্রুতা কিবা মনোমালিন্য আছে, প্রধানতঃ তাহাদের অপবাদ বোষণা করাই এই অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের একমাত্র লক্ষ্য। এখানে তোবামোদ করার অভ্যাস বহুমূল ও স্বাভাবিক। সাধারণের বিশ্বাস,—ইংরাজগণ আপনাদিগের প্রশংসা শুনিতে ভালবাসেন, এবং অপরের নিন্দাবাদে আনন্দিত হন। এই সকল বিশ্বাস এত প্রবল যে, সম্ভবতঃ রাজ্যমধ্যে আশ্রিত রাজগণের নিকট মৌখিক অথবা লিখিত সংবাদ (রিপোর্ট) প্রেরণ করিতে হইলে, স্থানীয় নিয়মদ্বয় কর্মচারিগণ প্রতিযোগিতাগণের নিন্দাত্মক কোন কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেন না। এই হেতু লাহোরের সংবাদদাতা তাহার ব্যবসারোপযোগী স্বভাববশতঃই এই ব্যক্তিচারিতার দৃঢ় বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার আর একটি কারণ এই হইতে পারে যে, হয় তো তাহার বিশ্বাস ছিল, ইংরাজ জাতি বাহা শুনিতে বা জানিতে অভিলাষী, তিনি তাহাই প্রদান করিতেছিলেন।

১৯। মূল গ্রন্থে যে বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছে, তদনুসারে অনেক বিবরণই তাত্‌কালিক ব্যক্তি বিশেষের পত্রাদিতে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়।

২০। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে নভেম্বরের পর হইতেই, সম্ভবতঃ ম্যাজর ব্রডফোর্টের সরকারী পত্রাদি বন্ধ হয়। হয়তো, সেই কারণেই সরকারী চিঠি-পত্রাদিতে এ সম্বন্ধে কোন বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

সীমান্ত প্রদেশে উপনীত হইলেন। ইংরাজদিগের এই ব্যবহারে ‘পঞ্চায়েৎগণের’ চিরবোষিত মানসিক সন্দেহ সকলই বিদ্রুিত হইল। শিখজাতি তখন দলে দলে সমবেত হইল এবং অনতিবিলম্বে তাহাদিগকে যে যুদ্ধ বোষণা করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে মজ্জণা করিতে লাগিল। রণজিৎ সিংহের সমাধি ক্ষেত্রে সমবেত হইয়া শিখ-জাতি ‘খালসা’র প্রতি বিশ্বাসী হইতে এবং তদনুসারে কার্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল।^{২১} এইরূপে মনোমালিন্য জন্মানয়, শিখজাতি উত্তেজিত হইয়া ১৭ই নভেম্বর ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ বোষণা করিল। ইহার কয়েক দিন পরে, লাহোর হইতে দলে দলে সৈন্য গমন করিতে লাগিল। ১১ই ডিসেম্বর তাহারা হারিকি এবং কাভরের মধ্যবর্তী কোন স্থানে শতদ্রু নদী অতিক্রম করিয়া ১৪ই ডিসেম্বর কতক সৈন্য কিরোজ-পুরের কয়েক মাইল দূরে সেনানিবাস স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল।^{২২}

এইরূপে শিখ জাতির উত্তেজনার স্মৃতিপাত হইল। ইংরাজগণ পঞ্জাবের সহিত মিজভা-সুত্রে আবদ্ধ হইয়া শাস্তিতে কালযাপন করিতে একান্ত অভিলাষী ছিলেন,— একথা মানিয়া লইলে, তাঁহারা পরে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের পূর্ব অঙ্গীকার দৃঢ়রূপে পালন করার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথবা, ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তবলী এবং ব্যবহারিক জীবন অবগত হইয়াও, রাজনৈতিক বিষয়ে ইংরাজদিগের ন্যায় বিচক্ষণ রাজশক্তির যেরূপ বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করা কর্তব্য, ইংরাজদিগের সে বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতারও কোন প্রমাণ দেখা যায় না। কেবলমাত্র কাল্পনিক শিখ আক্রমণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছিল; কেবল হীনবল প্রতিবেশীর ধ্বংস-সাধনের উত্তোগ হইতেছিল। কিন্তু অতীত কালের মূল ব্যবস্থাবন্দোবস্তের প্রতি কাহারও দৃষ্টি সঞ্চালিত হয় নাই; তদনুসারে সারাহিন্দ প্রদেশে কোন সৈন্যদল অথবা ইংরাজ প্রজা কিছুই ছিল না। এই ব্যবস্থা অনুসারে অধীনস্থ মিজ-রাজ্যগুলি ইংরাজ-রাজ্যের এবং লাহোরের অধিকারভুক্ত লইয়াছিল। ইহাতে অর্দ্ধসভ্য সৈনিক-রাজ্যের এবং শিষ্ট ও শিক্ষিত গবর্ণমেন্টের পরস্পর যুদ্ধাদি নিবারণিত হইতে পারিত। ইংরাজ শাসনকর্তৃগণের সরলতা অবিদ্যাস-যোগ্য নহে; কিন্তু মজ্জণাজাতি বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞান ও বিচক্ষণতা এবং বিচার-শক্তি জলাঞ্জলি দিয়াই, কেবল তাঁহাদের সততার বিষয় স্বীকার করা যাইতে পারে।

তখনও ইংরাজদিগের এই অপ্রশংসনীয় আশঙ্কা দূরীভূত হয় নাই। তাঁহাদের এই ভয়েরকোনই কারণ ছিল না। সীমান্তবর্তী নদীর উপর নৌ-সেতু নির্মাণার্থ পোত আহরণে শত্রুতার কোনই চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় নাই। অধীনস্ত জাতির উপর

২১। The Lahore news-letter of the 24th November, 1845, prepared for the Government.

২২। Compare the Governor-General to the Secret Committee, 2nd and 31st December, 1845, with Inclosures (Parl. papers, 1846.)

ইহার প্রভাবে কি কলোণপাদন হইবে, তাহা কেহই অল্পখাবন করেন নাই। তাহাদের আশার কারণ অপেক্ষা, ভয়ের কারণই অধিক ছিল; কারণ শিখগণ দেখিল, এক লাহোরের পথ ব্যতীত সৈন্ত পরিচালনার আর কোন উপায় নাই। ইংরাজগণ নির্বন্ধাভিমন্যে গোবিন্দের শিষ্টদিক্ষকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইংরাজ-গবর্ণমেন্ট গোবিন্দের শিষ্টদিক্ষের সজীবনী শক্তি প্রকৃত ভাবে বুঝিতে পারিলেন না; সুতরাং তাহা তাঁহাদিগের নিরবিচ্ছিন্ন বিজয়লাভের পক্ষে মহৎ অন্তর্ভজনক ও সাংঘাতিক অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ইংরাজগণ মনে করিলেন, শিখজাতি আকগানদিগের সমকক্ষ নহে; কিংবা তাহাদের প্রতিবাদিতাচারণেও অক্ষম;—একথা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে তাঁহারা মনে করিলেন, শিখজাতি বীরোচিত গুণগ্রামে জাম্বুর পার্বত্যজাতি অপেক্ষাও নিম্নতর। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের সরকারী সংবাদে লাহোর সৈনিকগণ “ইতর” জাতীয় (Rabble) বলিয়া অভিহিত হইল। পরবর্তী বর্ণনায় যদিও সৈন্তদল, দেশীয় জোদার এবং গৃহস্থ সমূহে গঠিত বলিয়া উক্ত হয়, তথাপি তখন পর্যন্তও ইংরাজগণ প্রচার করিতে লাগিল যে, সৈন্ত সম্প্রদায় হিসাবে লাহোর সৈন্ত দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে।^{২৩} বক্তব্য: কতকগুলি ইংরাজ-কর্মচারী এবং ভারতীয় সিপাহীর বিশ্বাস ছিল, দৃঢ়তার সহিত সৈন্ত পরিচালনা করিয়া অল্প পরিমাণ আয়ুধ—গোলাগুলির সাহায্যে তাঁহারা যুদ্ধে জয়লাভ করিবেন। কিন্তু এখানে যে বিশেষ দক্ষতার ও চতুরতার পরিচয় প্রদান করিতে হইবে, ঘোরতর যুদ্ধ ষড়িবে এবং সেই যুদ্ধ বহুকাল চলিবে,—তাহা তাঁহারা কখনও মনে করেন নাই।^{২৪}

ইংরাজগণ শক্তিদিক্ষকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াই বিরত হন নাই। শিখদিগের প্রথম আক্রমণের বিষয় তাঁহারা বহুকাল পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এই আক্রমণ যে ভাবে ও যে উপায়ে সম্পাদিত হইবে, ইংরাজগণ তৎসম্বন্ধে বিশেষ ভ্রম পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন নাই যে,—মস্তিস্তা, অথবা এমন কি সৈনিক সম্প্রদায় বলপূর্বক নদী পার হইতে সাহসী হইবে; এবং সমভাবে ঘোরতর যুদ্ধ

২৩। Major Broadfoot to Government 18th and 25th January, 1845. এক বৎসর পূর্বে লেকটনার্ট-কর্ণেল লরেল (Calcutta Review, No iii. p. 176, 170) বলিয়াছিলেন, ভারতীয় অন্ত্যস্ত শক্তিপুঞ্জের ভ্রায় শিখসৈন্ত অতি শিষ্ট। মহারাজপুরের যুদ্ধে গোয়ালিয়রের সৈন্তদল যুদ্ধ করিয়াছিল বটে; কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা শিখসৈন্ত কোন অংশে নিম্নতর নহে। তবে লাহোরের গোলন্দাজ সৈন্ত যে অতি দুর্ব্বল, তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন; তাহার মতে গোলন্দাজ শিখসৈন্ত কামান বর্ষণে বিশেষ পটু। তাহার (Adventurer in the Punjab, p. 47, note k) গ্রন্থে তিনি বারহাট্টা সৈন্তেরই প্রশংসা করিয়াছেন।

২৪। আবার ম্যাকগ্রেগর মতের মতে, ইংরাজদিগের সিপাহী সৈন্তগণ শিখসৈন্তের বিশেষ প্রশংসা করিত। কিন্তু ইংরাজগণ নিজেরাই শিখদিগকে কাপুরুষ ও অস্বাক্ষরী বলিতেন। (Major Smith's Reigning Family of Lahore, Introduction, xxiv. and xxv.) Compare Dr. Macgregor, "History of the Sikhs," ii. 89, 90,

করিলে। রাজগণের বিরোধব্যঞ্জক মত সঙ্কে ইংরাজগণ সকলই অবগত ছিলেন; শিখসৈন্য যে একতা এবং গভীর ভাবের অধিকারী তাহাও তাঁহারা জানিতেন। তথাপি ইংরাজগণ সে সকলই সমভাবে উপেক্ষা করিলেন। তাঁহাদের তখনও বিশ্বাস যে, যোরতর বিশ্বাশ্রয় ও যুদ্ধ ঘটিবে; তাহাতে ইংরাজদিগের বাধা প্রদান আবশ্যক হইবে, এবং তাঁহারা আপনাদিগের সুবিধামত যথেষ্টাচার করিতে পারিবেন।^{২৫}

২৫। Compare the Governor-General to the Secret Committee, 31st. December, p. 1845 ('Parl. Papers', 1846) and the 'Calcutta Review,' No. xvi. p. 475. সিক্রেট কমিটির বা গুপ্তমন্ত্রণা সভার নিকট গবর্নর জেনারেলের পত্র, তারিখ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৮৪৫ (পার্লিামেন্টের কাগজপত্র, ১৮৪৬) এবং কলিকাতা রিভিউপত্রের বোড়শ সংখ্যার ৪৭৫ পৃষ্ঠা। এই সময়ে কোন একটি বিষয় লইয়া, ভারতবর্ষে বিশেষ বাদানুবাদ চলিয়াছিল; তৎসম্বন্ধে এখানে কয়েকটি কথা বিশেষ আবশ্যক। সেই বিষয়টি এই;—ম্যাজর ব্রডফুটের সহকারী কাপ্তেন নিকলসন এই সময়ে ফিরোজপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। নিকলসন পুনঃপুনঃ ম্যাজর ব্রডফুটকে জানাইলেন যে শিখ-সৈন্য শতদ্রু নদী অতিক্রম করিতে উদ্যোগী হইয়াছে। তথাপি ম্যাজর ব্রডফুট অবিবাসবশতঃ সহকারী কথার কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার মনে হইল না যে, শিখ-সৈন্য শতদ্রু পার হইতে সমর্থ হইবে। ভাবতীয়া জনসাধারণ এ বিষয় স্বীকার করিলেন। তাঁহাদের মনে হইল, কাপ্তেন নিকলসন যেন কয়েকমাস ধরিয়া অথবা এক বৎসর কি ততোধিক সময় পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইংরাজ-অধিকৃত প্রদেশসমূহ শিখ-সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হইবে। পরিশেষে শিখ-সৈন্য কি করিবে তৎসম্বন্ধে কাপ্তেন নিকলসন অগ্ৰাস্ত সকলের দ্বারা অনভিজ্ঞ ছিলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এক সপ্তাহ কি সমসংখ্যক দিবসের মধ্যে শতদ্রু অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত, কেহই কিছু বলিতে পারিলেন না। সত্য কথা বলিতে গেলে, ম্যাজর ব্রডফুট, কাপ্তেন নিকলসনের সমুদায় ত্রিপোটেই অবিবাস করিয়াছিলেন। লাহোর সৈন্তের যুদ্ধ বাত্মা, নিকট আগমন, শতদ্রু তীরে লাহোর-সৈন্তের সেনানিবাস স্থাপন, এবং শতদ্রু অতিক্রমণ সম্বন্ধে তাহাদের প্রকাশ্য স্থির-অভিজ্ঞতা প্রভৃতি সকল বিষয়ই কাপ্তেন নিকলসন জানাইয়াছিলেন। ম্যাজর ব্রডফুট এ সমুদায় বিশ্বাস না করিয়া, শিখদিগের রাজধানী লাহোর হইতে যে সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহা বিরুদ্ধমতজ্ঞাপক হইলেও, তাহাতেই তিনি বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। ব্রডফুট বুঝিয়াছিলেন, শিখ-সৈন্তের শেষ কার্যকলাপ সম্বন্ধে এই সংবাদই তাঁহার উদ্দেশ্যোপযোগী। ইহাই যে সত্য ঘটনা, গবর্নর-জেনারেলের পত্রাদি হইতে তাহা প্রমাণিত হইতে পারে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর গবর্নর-জেনারেল এই বর্ষে "গুপ্ত সমিতির" নিকট এক পত্র লিখিয়াছিলেন। (Parl. Papers. 1846, p. 26, 27.)

"কলিকাতা রিভিউয়ের" বোড়শ সংখ্যায় যে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, সেই প্রবন্ধলেখক ম্যাজর ব্রডফুটের ঘোষণালনের চেষ্টা করিয়াছেন। সীমান্ত-প্রদেশে সকল কর্মচারীই যে এ বিষয়ে এক মতাবলম্বী ছিলেন, তিনি তাহাই দেখাইয়া ব্রডফুটকে নির্দোষী সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। বাহা হউক, সাধারণতঃ বলিতে গেলে, তখন শিখ আক্রমণের কোনই সম্ভাবনা ছিল কি না—প্রকৃতপক্ষে তাহা বিচার্য বিষয় নহে। শিখসৈন্তের শতদ্রু অতিক্রমণের সম্ভাবনা জানিয়া, ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের প্রথম হইতেই ম্যাজর ব্রডফুটের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল কিনা—এখানে তাহাই বিচার্য। স্থানীয় কর্মচারীগণের মধ্যে একমাত্র ম্যাজর ব্রডফুটই জানিতেন, শিখ-সৈন্য তৎকালে কিরূপ উত্তেজিত হইয়াছিল। সমালোচক এ বিষয়ের উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। ১৭ই নভেম্বরের সংবাদ জিন্ন অপরাপর কর্মচারী তাহার পর আর কোন আধুনিক ও নূতন সংবাদ প্রদান করেন নাই। অন্ততঃ এই সকল ঘটনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, যখন ম্যাজর ব্রডফুট ব্যতীত, অন্য কাহারও সম্ভবনীর পরবর্তী

এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হওয়ায়, নো-সেতু নির্মাণার্থ পোত, সৈন্তদল এবং কামান প্রভৃতি যুদ্ধোদ্দীপক সমুদায় অব্যাহি প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু খাত্ত, যুদ্ধোপকরণ, যানাদি এবং চিকিৎসাপকরণ প্রভৃতি যুদ্ধকালীন আবশ্যকীয় বস্তু সকলই দিল্লীতে পড়িয়া রহিল; কোন কোন অব্য আত্মা হইতে আসিয়া পৌঁছিল না, কিংবা তখনও আবশ্যকীয় বস্তু আহরণের কোনই উত্তোগ হইল না।^{২৬}

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের প্রথমেই গবর্নর-জেনারেল আদ্বালায় গমন করিয়া সেনাপতির (Commander-in-Chief) সহিত মিলিত হইলেন। যখন নিশ্চিন্ত-রূপে বুঝা গেল, শিখ-সৈন্য শতক্রম অভিযুগ্মে আগমন করিতেছে, তখন উত্তর-প্রদেশস্থ ইংরাজ-সৈন্যগণও বাধা প্রদানের জন্ত পরিচালিত হইল। আদ্বালা, লুধিয়ানা এবং কিরোরজপুরের সৈন্যগণই অধিকতর নিকটবর্তী হইয়াছিল; তাহাদের সংখ্যা সর্বসমেত সত্তের হাজার; তাহাদের সহিত ৬২টি কামান ছিল। শেষোক্ত সৈন্তদলের প্রতি প্রথম আক্রমণের সম্ভাবনা বুঝিয়া, আদ্বালা-সৈন্য অত্র কোথাও বিলম্ব না করিয়া, তাহাদের দলপুষ্টির জন্ত সেই সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইল। এদিকে লুধিয়ানার ক্ষুদ্র দুর্গ রক্ষার জন্য যে সৈন্য ছিল, লর্ড হার্ডিঞ্জ সেই সৈন্য সহ লুধিয়ানা পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাহার উদ্দেশ্য, লর্ড গাকের অবীনে যথাসম্ভব অতিরিক্ত সৈন্য স্থাপন করিবেন, এবং শিখগণ শতক্রম-নদী অতিক্রম করিলে, লর্ড গাক সেই সৈন্য লইয়া শিখদিগের সম্মুখীন হইবেন।^{২৭}

এই সময়ে লুধিয়ানায় একদল শিখ-সৈন্য প্রেরিত হয়। অবস্থাসুসারে সুবিধা পাইলেই বিপক্ষ দল আক্রমণ করিবে, তাহাদের প্রতি সেইরূপ আদেশ ছিল। এক্ষণে সেই লুধিয়ানার সৈন্য ব্যতীত সুসজ্জিত লাহোর সৈন্যের পরিমাণ পয়ত্রিশ কি চব্বিশ হাজার হইয়া দাঁড়াইল। তাহাদের সহিত কামান-বন্দুক প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র সর্বসমেত ১৫০টি

ঘটনাবলী বিচারের ক্ষমতা ছিল না। ইংরাজগণ কোন বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিবেন, তৎসম্বন্ধে লেকটেন্যান্ট-কর্ণেল রিচমণ্ডের পত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল জঙ্গী লাটের বরাবর ঐ পত্র প্রেরিত হয়। আপনাদিগকে বজায় রাখিতে হইলে, সেনানিবাসহমূহ দূর করা আবশ্যক—ঐ পত্রে এতৎ সম্বন্ধে অনেক বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

২৬। এই সময়ে জনসাধারণ নানা মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু সাধারণের সে মন্তব্য স্মারসম্মত ও স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল। তাহার বালি, এরূপ অবস্থায় যুদ্ধ চাপিতে থাকিলে, লর্ড হার্ডিঞ্জের নায় একজন স্ত্রীলোক ও প্রদিক সৈনিক-পুরুষ প্রাপ্ত হইয়া, ভারত-গবর্ণমেন্ট সৌভাগ্যবান বটে; কিন্তু লর্ড এলেনবরা এ সময়ে গবর্ণর-জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত থাকিলে, সৈন্যগণ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিত।

২৭। “কলিকাতা রিভিউ” (No. xvi. p. 472) অনুসারে, তৎকালে ফ্রিসহরে ১৭,৭২৭ সৈন্য ছিল। কিন্তু ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে লর্ড হার্ডিঞ্জের সংবাদ অনুসারে জানা যায়, তখন ফ্রিসহরের সৈন্য-পরিমাণ—১৬,৭০০। ৩২,৪৭৯ সৈন্য আদ্বালা হইতে শতক্রম পর্বত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল—তন্মধ্যে এই সৈন্যই সর্বাপেক্ষা উপযোগী।

ছিল। এই সময়ে শিখ-সৈন্যের পরিমাণ বর্ণিত সংখ্যা অপেক্ষা অনেকাংশে অধিক ছিল। বিজেতৃবৃন্দ ও পরাজিত ব্যক্তিগণ সকলেই সৈন্যবল সম্বন্ধে সাধারণতঃ অতিরঞ্জিত-ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কথিত হয় শিখদিগের স্থায়ী সৈন্যদল, ইংরাজ-সৈন্যের দেড়গুণ অধিক ছিল;—কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোন সম্ভাবজনক প্রমাণ পাওয়া যায় না। ফলতঃ বহুসংখ্যক অশিক্ষিত অস্বারোহী সৈন্য আসিয়া যোগদান করায়, আক্রমণকারি-গণের সৈন্য পরিমাণ যে প্রতাপক ইংরাজ সৈন্য সংখ্যার ত্রিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছিল,—তদ্বিম্বরে কোন সন্দেহ নাই।^{২৮}

শিখ-সেনাপতিগণ ফিরোজপুর আক্রমণের ভয় দেখাইলেন। কিন্তু দুর্গ-রক্ষক সাত হাজার বৃটিশ-সৈন্যের প্রতি তাঁহারা কোনই আক্রমণ করিলেন না। সেনাপতি সার জন লিট্‌লার যথোচিত তেজঃ-গর্বের সহিত এই সৈন্যদল পরিচালনা করিতেছিলেন। সুতরাং তাহারা অগণ্য শিখ-সৈন্য তুচ্ছ জ্ঞান করিল। নিরাশ্রয় সৈন্যদলের ধ্বংস সাধন করিয়া, ইংরাজকর্তৃক বিপদগ্রস্ত হওয়া, লাল সিং ও ভেজ সিংহের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। ফলতঃ, প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরাজ-পক্ষীয় সমবেত সৈন্য কর্তৃক বাহাতে শিখ-সৈন্য বিপর্যস্ত ও ছত্রভঙ্গ হয়, তাহাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ক্রুতজ্ঞ বিজেতৃবৃন্দ তাঁহাদিগকেই বিজিত রাজ্যের মন্ত্রী বলিয়া স্বীকার করেন,—তাহাই লাল সিং ও ভেজ সিংহের একান্ত বাসনা। সুতরাং তাঁহারা ফিরোজপুর আক্রমণ করিলেন না; পরন্তু, তাঁহারা স্থানীয় কর্মচারিগণকে নিজ নিজ গৃহ অভিসন্ধি এবং যথেষ্ট সহায়ত্ব জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহাদের স্বদেশহিতৈষণার ভাব প্রদর্শনেরও আবশ্যক হইয়াছিল। অতএব সহজ-লভ্য কতেপুর দুর্গ অস্পৃশ্যবৎ পরিত্যাগ করিয়া, ইংরাজ-সৈন্যের অধিনায়কদিগকে আক্রমণের আবশ্যকতা ই শিখ-সৈন্যের নিকট তাঁহারা পুনঃপুনঃ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—গবর্গর জেনারেলকে বন্দী করিতে পারিলে, অথবা তাঁহাকে নিহত করিলে, খালসার যশঃ-প্রভায় চারিদিক উদ্ভাসিত হইবে।^{২৯} যে পর্যন্ত গবর্গর-জেনারেল নিহত অথবা বন্দী না হন, এবং যতদিন ইংরাজনায়কগণ আক্রান্ত না হন, ততদিন অন্যান্য

২৮। গবর্গর-জেনারেল ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর যে “ডেনপ্যাচ” প্রেরণ করেন, তাহাতে জানা যায়,—তৎকালে শিখ-সৈন্যের সংখ্যা ৪৮ হাজার হইতে ৬০ হাজার ছিল। কিন্তু হুশিক্ষিত সৈন্য সম্বন্ধে বলিতে গেলে, সমগ্র দেশের স্থায়ী সৈন্যের পরিমাণ,—৪২ হাজার পদাতিকের অধিক নহে। লাহোর, মুলতান, পেশোয়ার এবং কাশ্মীরের সৈন্যদলও ইহার অন্তর্ভুক্ত। আবার আক্রমণকারী সৈন্যের অধিকাংশই ইহার মধ্যে গণনা করা বাইতে পারে। বাহা হউক, সর্বত্রকার সৈন্যের মোট সংখ্যা ৩০ হাজার গণনা করিলে, অনেকটা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বাইতে পারে।

২৯। ফিরোজপুরে ইংরাজদিগের একজন প্রতিদ্বিধি ছিলেন। তাঁহার নাম ক্যাপ্টেন নিকলসন। এই সময়ে লাল সিং তাঁহার নিকট পত্রাদিতে সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিতেন,—তাঁহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সাধারণেরও তাহাই বিশ্বাস ছিল। কিন্তু ঐ কর্মচারীর অকাল-মৃত্যুতে লাল সিংহের প্রতাবাদির বিষয় কিছুই জানা ছিল না। নিকলসন তাঁহাকে কি আশা দিয়াছিলেন,—তাঁহাও এক্ষণে জানিবার কোন উপায় নাই।—Compare Macgregor's. "History of the Sikhs," ii. 80.

স্থান আক্রমণে বিরত থাকিতে, তাঁহারা শিখ সৈন্যের উপদেশ দিলেন। যুদ্ধাদি-ব্যাপারে সর্বসম্মত যুক্তি-পরামর্শের আবশ্যকতা শিখ-সৈন্য বুঝিতে পারিয়াছিল। রাজ্যের প্রধান প্রধান শাসন-কর্তাদিগের সহিত একমত হইয়া, তাহারা সৈনিক-সমিতি এবং অপরাপর সমিতির ক্ষমতা কিছুকালের জন্য উপেক্ষা করিয়াছিল। এইরূপে এই সকল অযোগ্য ব্যক্তি অতি সহজেই তাহাদের হেয় উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিয়াছিলেন।^{৩০} সাময়িক বিধি-ব্যবহার প্রচলিত নিয়মামুসারে বিভিন্ন স্থানে সেনানিবাস স্থাপনকালে এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পদাভিক ও অস্বারোহী সৈন্যের নিয়োগ সময়ে, সেনাপতি ও নিম্ন-পদস্থ দলপতিগণ, আপনাপন স্বার্থ-সাধনোদ্দেশ্যেই কার্য করিয়াছিলেন। যে শক্তি বলে সামান্য সৈনিক-পুরুষও গোবিন্দের সাধারণ-তন্ত্র রক্ষাকল্পে যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, সেই স্বর্গীয় শক্তির প্রতি সকলকেই কতকটা ভক্তি প্রদর্শন করিতে হইয়াছিল। তখন সৈন্যগণ একই উদ্দেশ্য এবং একই কার্য-সাধন-কল্পে অল্পপ্রাণিত। কিন্তু এই সকল সৈন্য পরিচালনায় সেনাপতিগণ অক্ষম ছিলেন। তাঁহারা যুদ্ধ-কার্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; স্বার্থ-সাধনই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা অল্পচরবর্ণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। হুতরাং এইরূপ উৎসাহশীল সৈন্যগণ দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিগণ কর্তৃক পরিচালিত হইলে, পরিণামে কি-কুফল উৎপন্ন হইতে পারে,—তাহা সহজেই বুঝা যায়। কসভা, যেরূপ ক্ষিপ্র-কারিতা সহকারে কামান-বন্দুক প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র এবং আহাৰ্য জব্য বৃহৎ নদীর পরগারে আনীত হইল, তাহা হইতেই এ বিষয় স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতে পারে। প্রত্যেক শিখ এই যুদ্ধ যেন আগুন বলিয়া মনে করিল; প্রত্যেকেই মজুরের ন্যায় কার্য করিতে লাগিল। যুদ্ধ সময়ে অস্ত্র-শস্ত্র কামান-বন্দুকাদি চালানায়ও তাহারা অভ্যস্ত ছিল। প্রত্যেকেই কামান-বন্দুক বহন করিল; বন্দ ও উল্টুচালকরূপে কার্য করিতে লাগিল; এবং আনন্দোন্মাদে পৌতে মাল বোকাই এবং থালাস করিতেও কুণ্ঠিত হইল না। তাহারা বিস্তভোগী সৈন্যের ন্যায় অপটু। অলস কিংবা অবাধ্য ছিল না। বহু আয়াস ও যত্ন-পোষিত বিস্তভোগী সৈন্য দেশের জন্য কিংবা বিদেশী প্রভুর মজল-কামনায় কদাচ অল্পপ্রাণিত হয় না। কিন্তু শিখ-জাতি স্বদেশের স্বজাতির মজল-কামনায় অকাতরে প্রাণদান করিতে প্রস্তুত হইল। ‘খান্সা’ সৈন্য প্রত্যেকেই কার্যকুশল ও দৃঢ়মন। কিন্তু তাহারা কখনও এরূপ চূর্ঘ্ব শত্রুর সম্মুখীন হয় নাই। এশিয়া-খণ্ডের সবজাই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইংরাজ সৈন্য প্রসিক হইয়াছিল। শিখজাতি ইংরাজ সৈন্যের ভয়ে স্বভাবিঃই ভয় পাইত; তজ্জন্ত তাহাদের যুদ্ধ-কৌশল এবং সাময়িক নীতিও কতকাংশে পরিবর্তিত হইয়াছিল। এক্ষণে শিখ-সৈন্য সিদ্ধান্ত অতিক্রম করায়

১৮৩৮। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১ই নভেম্বর লাহোর হইতে গভর্নমেন্টের নিকট একখানি সংবাদপত্র প্রেরিত ফিরসহরগতে জানা যায়,—লাল সিং লাহোর-গভর্নমেন্টের উজীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এক স্থাপিত হইয়াপতি পদে বরিত হন।

সন্ধি-সর্ত্ত ভঙ্গ হইল। অতঃপর শিখ-সৈন্য আপনাদের ধৃষ্টতা বুঝিতে পারিয়া চমকিত হইয়া উঠিল; তাহাদের একদল সৈন্য তথায় শিবির স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল; অপর আর একদল বিপৎকালে সাহায্য প্রদানের জন্য রক্ষিত হইল। এইরূপে তাহারা বিপৎপাৎ হইতে অব্যাহতি পাইল। প্রকৃতপক্ষে এই কার্য শিখ-জাতির ভীষণতার পরিচায়ক। যখন দুঃসাহসিক ‘সুইডগণ’ সম্রাট-শ্রেষ্ঠ গাস-টাভাসের অধিনায়কত্বে জর্ম্মি আক্রমণ করিয়াছিল, তখন তাহারা তুঙ্গিয়ার বহুদর্শী সেনাপতিগণের সম্মুখে রোমীয় সৈন্যগণের শিবির-সংস্থাপন-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিল।^{৩১} তাহার অতুলনীয় সাহস ও বলবীর্যে সকলে ভয়-প্রকম্পিত হইত, যিনি কখনও বর্ষা সাহায্যে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই, সেই যুদ্ধক্ষেত্রে বীর টেলিমেকাসও ক্রোড়-ভরে ইথেকার যুবরাজের প্রতি বর্ষা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; এবং পরে আশ্রয়লাভার্থ বীরশ্রেষ্ঠ পিতার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।^{৩২}

এই সময়ে আঘালা এবং লুথিয়ানায় ইংরাজদিগের দুই দল সৈন্য ছিল। ১৮ই ডিসেম্বর সেই দুই দল সৈন্য, কিরোজপুর হইতে ২০ মাইল দূরবর্তী ‘মুকি’ নামক স্থানে উপনীত হইল। তাহারা শিবির সন্নিবেশ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিতে না করিতেই, একদল শিখসৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তৎকালে সকলেরই বিশ্বাস ছিল,—হুম্মিত শিখ-সৈন্যের সংখ্যা ত্রিশ সহস্রেরও অধিক ছিল; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে এই সৈন্যদলের মধ্যে পদাতিক সৈন্যের সংখ্যা দুই হাজারেরও কম; তাহাদের সহিত ২২টি কামান ছিল, এবং আট হইতে ষাণ্ণ সহস্র অশ্বরোহী সৈন্য তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছিল।^{৩৩} লাল সিংহের অধিনায়কত্বে শিখ-সৈন্য ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিল। প্রথম অতিসন্ধি

৩১। লিপজিগে যুদ্ধ হইবার পূর্বে ‘ওয়ারবনে’ হুইজারল্যান্ডের সৈন্য এইরূপ করিয়াছিল। কর্ণেল মিচেল বলেন,—শিবির সংস্থাপনের হুকোশলে এবং সৈন্যগণের রণকোশলে গাসটেভাস এই যুদ্ধে জয়লাভ করেন।—*Life of Wallestein, p, 210,*

৩২। *Odyssey, xxii.* শিখ-সৈন্য রোমীয় এবং গ্রীকদিগের নীতি অবলম্বন করিয়াছিল। রাজ্যকালে এবং পথিব্যে অবস্থান সময়ে, রোমীয়গণের ন্যায় শিখসৈন্য সুরক্ষিত শিবির সংস্থাপন করিয়া অবস্থান করিত এবং গ্রীকদিগের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে দূর্ভেদ ব্যুহ রচনা করিয়া যুদ্ধ করিত। পরন্তু ইউরোপীয়গণ তৎকালে যে প্রাণী অনুসারে যুদ্ধ চালাইতেন, তাহাতেই শিখগণ ইংরাজদিগের ভবিষ্যত যুদ্ধনীতি অনুভব করিতে পারিয়াছিল। ইউরোপীয়গণ নিয়ন্ত্রণীয় গোলামজ সৈন্য বৃদ্ধি করিতেন, এবং তাহাদের সংখ্যাই প্রবল হইত। শিখসৈন্য পদাতি ও কামান সমভিঘাঘারে একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিত; তাহাদের বহু অশ্বরোহী সৈন্যও দেশের সর্বস্থানে দেখা বাইত। ইহাতে শট্টই বুঝা যায়,—স্থানান্তর-যোগ্য ইংরাজ সৈন্যদল ব্যতীত ভারতীয় কিম্বা দক্ষিণ এশিয়ার কোন সৈন্যই শিখদিগকে পরাজিত করিতে পারিত না।

৩৩। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর কর্ত্ত গাক্ এক ‘ডেনপ্যাচ’ প্রেরণ করেন; তাহাতে জানা যায়, শিখদিগের সৈন্য-সংখ্যা তখন ৩০ হাজার ছিল, এবং তাহাদের সঙ্গে ৪০টি কামান ছিল। এই সময় কাম্পেল নিকটস্থ কিরোজপুর হইতে একখানি বে-সরকারী পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে জানা যায়, তৎকালে

অনুসারে, শিখ সৈন্যদিগকে ঘোর সমরসাগরে ভাসাইয়া দিয়া, লাল সিং তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন ; সুতরাং তাহারা পরিচালক বিহীন হইয়া আপনাদিগের সাহস ও অভিজ্ঞতা অনুসারে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায়, শিখ সৈন্য পলায়ন করিল ; তাহাদিগের ১৭টি কামান ইংরাজদিগের হস্তগত হইল।^{৩৪} কিন্তু এই যুদ্ধে ইংরাজগণ সম্পূর্ণ জয়লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা এত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই যুদ্ধে জয়লাভ তাঁহাদের গৌরবের উপযুক্ত হয় নাই। সুতরাং শিখ-সৈন্যের পুরোভাগে আক্রমণ করিবার পূর্বে সার জন লিটারের সৈন্যদলের সহিত মিলিত হওয়াই স্থিরীকৃত হইল। এই সময়ে সার জন লিটারের সৈন্যদল, মুদকি ও কিরোন্দপুর হইতে দশ মাইল দূরবর্তী কিরুসহর গ্রামের চারিদিকে অশ্ব-খুর-নালের ন্যায় গভীর বাহ রচনা করিয়া শিবির সংস্থাপন করিয়াছিল।^{৩৫} শতাধিক কামান দ্বারা এই সেনানিবাসটি সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। মুদকির যুদ্ধের পর, এই স্থানের ঈশ্বর অসম্পূর্ণ পরিধা ইত্যন্তঃ এক কোমর করিয়া উন্মোচিত হইয়াছিল। তৎকালে সকলেরই মনে হইল, তথায় পঞ্চাশ সহস্র সৈন্যের স্থান সংকুলান হইতে পারিবে। কিন্তু পরবর্তী অনুসন্ধানে স্থির হইল, দ্বাদশটি পদাতিক সৈন্যের দল এবং আট কি দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের অধিক সে স্থানে থাকা অসম্ভব। অতএব পার্শ্ববর্তী আক্রান্ত শিখ-সৈন্য, আক্রমণকারীগণকে সর্ববিষয়ে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। শিখদের সৈন্য সংখ্যা অধিক ছিল, এবং তাহাদের সঙ্গে বড় বড় কামান ছিল। কিন্তু ইংরাজ সৈন্যের অধিকাংশই বিভিন্ন শ্রেণীর গোলন্দাজ সৈন্য ; তাহাদের

শিখ-সৈন্যের পরিমাণ সাড়ে তিন হাজারের অধিক ছিল না। বস্তুতঃ, তাহার গণনায় শিখ-সৈন্যের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। পরে অনুসন্ধানে জানা যায়, শিখদিগের পদাতিক সৈন্যের সংখ্যা কম ছিল, এবং তাহারা হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। কিরুসহরে যে কয়েকটি সৈন্যদল ছিল, সেই কয়েকটি ক্ষুদ্র দলের প্রত্যেকটি হইতে অল্প অল্প সৈন্য লইয়া, এই পদাতিক সৈন্যদল গঠিত হইয়াছিল। (The Calcutta Review, No xvi, p- 489,) কলিকাতা রিভিউ পত্র অনুসারে জানা যায়,—শিখদিগের নিকট বাইশটি কামান ছিল ; এই হিসাব কিছু নিরূপিত হইলেও—ইহাই সত্য বলিয়া অনুমিত হয়।

৩৪। এই যুদ্ধে ইংরাজ গুলে ২১৫ জন নিহত এবং ৬৫৭ জন আহত হয়। (১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর লর্ড গাল্‌ফোর্ড 'ডেসপ্যাচ' প্রেরণ করেন, তাহাতে এ বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে।) তৎকালে লর্ড গাল্‌ফোর্ডের অধীনে ১১ হাজার সৈন্য ছিল।

৩৫। যে স্থানে এই ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তাহার প্রকৃত নাম মূল গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। মালুয়ের "কিরু" নাম হওয়া অস্বাভাবিক নহে ; "সহর" শব্দ সীমা-নিরূপক। কোন স্থানের বা নগরের পরিবর্তে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। "কিরোজ সা" নাম ভ্রমশূলক। কৃষকগণ এবং সাধারণ লোকে "কিরুসাহার" শব্দ বিকৃত ভাবে উচ্চারণ করিয়া থাকে। সম্ভবতঃ তাহাদের সেই বিকৃত উচ্চারণ হইতেই সেই কিরুসহর নাম প্রবর্তিত হইয়াছে।

কামানগুলিও আকৃতিতে শিখদিগের কামান অপেক্ষা অনেক ছোট ছিল। ৩৬ কিন্তু ব্রিটিশ-সৈন্যের সৌভাগ্যে ও বিজয়-শ্রী লাভে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল; হুতরাং দশ গুণ অধিক সৈন্যের বিরুদ্ধে সিপাহী-সৈন্য আনন্দোন্মাদে যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইল।

২১শে ডিসেম্বর মধ্যাহ্নকালে পূর্বোক্ত সৈন্য সার জন লিটারের সৈন্যের সহিত মিলিত হইল। এই স্থান শত্রুগণের সেনানিবাস হইতে চারি মাইল দূরে অবস্থিত। আক্রমণের বিস্তৃত বর্ণনা বিন্যাস করিতে কিছু বিলম্ব ঘটিল। সূর্যাস্তের পর এক ঘণ্টার মধ্যেই যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আত্মবিশ্বাসী ইংরাজগণ পরিশেষে অভিলিখিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ইংরাজ সৈন্য যুদ্ধ-পদ্ধতিতে যুদ্ধ-যাত্রা করিল; চির-প্রসিদ্ধ গোলন্দাজ সৈন্য অবিচ্ছিন্নভাবে গোলাগুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। শিখদিগের কামানসমূহ প্রবলবেগে অগ্নি উদগারণ করিতে আরম্ভ করিল; তাহাদের একটা লক্ষ্যও ভ্রষ্ট হইল না। তাহাদের পদাতিক সৈন্য হুসজ্জিত কামান শ্রেণীর মধ্যে ও পশ্চাত্তাগে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইল। তাহারা অবিচলিতভাবে সৈন্য-বিন্যাসের মধ্য হইতে অশ্রিত গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। ইংরাজ-সৈন্য কখনও এরূপ প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হয় নাই, কিংবা কখনও এরূপ কঠোর বাধা প্রাপ্তির আশাও করে নাই। সকলেই বিশ্বাসে চমকিত হইয়াছিল। কামান অবতারণিত হইল; যুদ্ধোপকরণ বৃথা ব্যয়িত হইল; কতক বা আকাশে নিক্ষিপ্ত হইল; ব্রিটিশ সৈন্যের দল ভঙ্গ হইতে লাগিল; দলে দলে সৈন্য পশ্চাৎ হটিয়া গেল; কিন্তু প্রত্যেক সৈন্যদল বিধ্বস্ত ও পরাজিত হইল। অবশেষে সূর্যাস্তের পর বিপক্ষ দলের অধিকৃত স্থানের কতকাংশ অধিকৃত হইল। তৎসাময়িক রক্তনির গাঢ় অন্ধকারে এবং অবিচ্ছিন্ন ঘোরতর যুদ্ধে ইংরাজ সৈন্যের মধ্যে দারুণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। বিভিন্ন দলের বিভিন্ন অস্ত্রধারী সৈন্য সকলেই এক সঙ্গে মিশিয়া গেল। সেনাপতিগণ তৎসময়ে কিছুই জানিতে পারিলেন না, এবং আপনাপন কৃতকার্যতার বিষয়ও তাঁহারা অনুভব করিতে পারেন নাই। কর্ণেলগণ জানিতে পারিলেন না, তাঁহাদের অধীনস্থ সৈন্যগণের বিরূপ দৃশ্য উপস্থিত হইয়াছে। অথবা তাহারা যে সৈন্য-শ্রেণীর অংশ সেই সৈন্যেরই বা কি পরিণাম ঘটিয়াছে, তাহাও তাঁহাদের জানিবার অবসর হইল না। শত্রু-পক্ষীয় সৈন্য শ্রেণীর কতকাংশ তখনও অটল অচলভাবে দণ্ডায়মান ছিল। শিখদিগের যে কামানগুলি শত্রুহস্তে পতিত হয় নাই, তাহারা সেই

৩৬। শিখগণ এবং লাহোরের ইংরাজ-কর্মচারীগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন,— ফিরঙ্গসহরের যুদ্ধে ১২টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্যদল নিযুক্ত হইয়াছিল। বস্তুতঃ, তাহাই সত্য বলিয়া অনুমান হয়। গবর্নর-জেনারেল এবং সেনাপতি (জেনারেল) উভয়ের প্রতীতি অনুসারে জানা যায়,— শত্রুর পশ্চিম তীরে ৬০ হাজার হুসজ্জিত সৈন্য সমবেত হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহাদের সৈন্যপ অসুস্থিতি ভ্রমবূলক। লর্ড গাফ বলেন, কয়েকটি ক্ষুদ্র পদাতিক সৈন্য ছাড়া, আরও ৩০ সহস্র অসারোহী সৈন্য সহ তেজ সিং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তিনি আরও বলেন, ২২শে ডিসেম্বরের যুদ্ধে তাঁহার সহিত কতকগুলি আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। হুতরাং ফিরঙ্গসহর রক্ষার্থে অতি অল্প সংখ্যক সৈন্যই অবশিষ্ট ছিল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে এবং ৩১শে ডিসেম্বরের ‘ডেন্সপ্যাচ’ ঐষ্টব্য।

কামানগুলি লইয়া বিপক্ষ ইংরাজ-সৈন্য আক্রমণ করিল; তুষাণ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রান্ত ইংরাজ সৈন্যের প্রতি ঘন ঘন অগ্নি বর্ষণ হইতে লাগিল। নিদারুণ শীতে ইংরাজ সৈন্যের হস্ত-পদাদি অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল; খড়ের আশুপল জালিয়া তাহারা শরীরের উষ্ণতা-বিধান করিতেছিল। সেই সঙ্কেত পাইয়া, সতর্ক শিখগণ তাহাদিগকে প্রবলবেগে আক্রমণ করিল। ইংরাজগণ তখন বিপদসাগরে ভাসমান হইলেন। সৈন্যদলের মধ্যে বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। সবলেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। কি বিদেশ, কি ভারতবর্ষে, ইংরাজদিগের বিস্তৃতভোগী সৈন্যদল সর্বত্রই সাহস ও বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। তখন স্থলিকার অভাব ছিল বটে, কিন্তু অবিচ্ছিন্ন ক্রতকার্যতা লাভে সে অভাব হইত না। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পঞ্চ সহস্র বিদেশীয় ইংরাজ-সৈন্য দেখিয়া আশ্চর্য হইল যে, দেশীয় সৈন্য তাহাদের যুদ্ধ-চাতুর্য এবং রণ-কৌশল সকলই শিক্ষা করিয়াছে। এক্ষণে এমন সঙ্কটকাল উপস্থিত যে, তাহাদিগকে অপরিণীম কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। সেই চিরস্মরণীয় রজনীতে ইংরাজগণ কদাচিত্ত জয়লাভ করিতে পারিয়াছিলেন; তাহারা যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাহা তাহারা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হন নাই। তাহাদের সন্নিহিতে আর কোন মজুত সৈন্য ছিল না; বিপক্ষ শিখ-সৈন্য পঞ্চাদশময়ন করিয়া, দ্বিতীয় সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইয়াছিল। তাহারা এক্ষণে অতিরিক্ত সৈন্য সাহায্যে পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে লাগিল। তখন ইংরাজগণ কিরোজপুরে পলায়নের মনস্থ করিলেন; তাহাদের সে সঙ্কল্প অর্থোক্তিক বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু সাহসী বীর লর্ড গাক ভিন্নরূপ কল্পনা স্থির করিলেন; তিনি এবং লর্ড হার্ডিঞ্জ অতিশয় নির্ভীকতার সহিত ইংরাজ-সৈন্য এবং শ্রমশীল পদাতিক সৈন্যদলের পুরোভাগস্থিত আয়েয়াস্ত্র সাহায্যে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিলেন। পরিশেষে আংশিক জয়লাভে সমর্থ হইয়া, ইংরাজগণ কিছুকালের জন্য বিশ্রামের সুযোগ পাইলেন। ২২শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে শিখদিগের অবশিষ্ট সৈন্য তাহাদের শিবির হইতে বিভাড়িত হইল। কিন্তু বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, শিখ-সৈন্যদলের দ্বিতীয় অংশ রণ-সাজে সজ্জিত হইয়া অগ্রসর হইল। তখন পরিশ্রান্ত, ক্রান্ত এবং ক্ষুধার্ত ইংরাজসৈন্য দেখিল, সম্মুখে ঘোর দুর্দৈব উপস্থিত; তাহারা বুঝিল,—ঘোরতর যুদ্ধ সম্ভাবনা, এবং সে যুদ্ধে কোনমতেই জয়লাভ হইবে না। ডেজ সিং এই সৈন্যদলের অধিনায়ক ছিলেন। তাহার একাগ্র এবং অকণ্ট সৈন্যদল, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিবার জন্ত জিদ করিতে লাগিল। কিন্তু ভীতি-প্রদায়ক ‘খালসা’ সৈন্য বাহাতে পরাজিত হইয়া ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়, তৎসাধনই ডেজ সিংহের উদ্দেশ্য ছিল। স্বভরার লাল সিংহের সৈন্যদল সর্বস্থলে বিধস্ত হইয়া পলায়নপর নাহি ওয়া পর্যন্ত, ডেজ সিং বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে তাহার প্রতিপক্ষগণ পূর্ণ-উদ্যমে পতাকাবুলে সমবেত হইল। এমন কি, শেষ পর্যন্ত ডেজ সিং কয়েকটি ঋণে যুদ্ধে ব্যাপ্ত হইলেন; তিনি কয়েকটি কৃত্রিম যুদ্ধের ভাণ করিলেন যাহা, কিন্তু দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতার সহিত শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিলেন না। পরিশেষে আপন সৈন্যদলকে

অকূল সমর সাগরে ভাসাইয়া, তিনি তাড়াতাড়ি পলায়ন করিলেন। তাহার অধীনস্থ সৈন্যগণের মধ্যে দারুণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল; কিছুকালের নিমিত্ত তাহার কিস্তিও বায়িমুদ্র হইয়া পড়িল। তখন ইংরাজদিগের গোলন্দাজ সৈন্যের যুদ্ধোপকরণ সকলই ফুরাইয়া গিয়াছিল; তাহাদের একদল সৈন্য ফিরোজপুরে, প্রস্থান করিতেছিল।^{৩৭} সেই সময় যদি শিখ-সৈন্য সাহসিকতার সহিত অগ্রসর হইয়া ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে, ইংরাজগণ সহস্র চেষ্টায়ও অবশিষ্ট সৈন্যদলকে রক্ষা করিতে পারিতেন না।

এইরূপে একটি যুদ্ধে জয় হইল। ৭০টির অধিক কামান এবং বিজিত ও অধিকৃত রাজ্য লাভ হওয়ায়, বিজয়-শ্রী ইংরেজের অঙ্কশায়িনী হইলেন। কিন্তু বিজয়ী ইংরেজ-সেনার সপ্তমাংশ এই যুদ্ধে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। অত্যধিক উত্তেজনা ও অশেষ পরিশ্রমে ইংরেজসৈন্য অনেকাংশে-অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময়ে শিখগণ শতক্রম নদী পার হইয়া নূতন যুদ্ধের আয়োজন করিবার অবসর পাইয়াছিল। ইংরাজ-পক্ষের বেতনভোগী সিপাহী-সৈন্যগণকে এইবার সম্মুখিশালী শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইল। কি অস্ত্র-শস্ত্রে, কি সৈন্য সংখ্যায়, কি গোলাগুলি বর্ষণে উভয় পক্ষই সমকক্ষ ছিল। শিখ-দিগের কামান অপেক্ষা সিপাহীদিগের কামানগুলি নিকট ছিল বলিয়া, সিপাহীগণ ঘোর

৩৭। ফির সহরের যুদ্ধ-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে লর্ড গার্কের ডেসপ্যাচ' উদ্রব্য। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর, লর্ড গার্ক সেই ডেসপ্যাচ প্রেরণ করেন। লর্ড হাড্ডিন্সও ৩১শে ডিসেম্বর আর একটা সংবাদ প্রেরণ করেন। সেই সকল ডেসপ্যাচে ফিরসহরের যুদ্ধবৃত্তান্ত বিবরণঃ পূর্ণ বর্ণিত আছে। অবারোহী সৈন্যদলের কার্যকারিতার বিষয় গবর্ণর-জেনারেল বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষে ৬৯৯ জন সৈন্য নিহত, এবং ১৭২১ জন আহত হয়।

'কোয়ার্টারলি রিভিউ' ('Quarterly Review' for June, 1845, P. 203-206) এবং 'কলিকাতা রিভিউ' (Calcutta Review for December, 1847, p. 498.) পত্রের বর্ণনায় কতগুলি অজ্ঞাত বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সকল বিষয় এই ইতিহাসে উল্লেখ আবশ্যক। তন্মধ্যে দুইটি বিষয় প্রধান;—(১) ২১শে ডিসেম্বর রাত্রিষোড়শে ফিরোজপুরে আশ্রয়গ্রহণ করার প্রস্তাব। (২) পর দিন প্রাণে অধিক সংখ্যক ইংরাজ-সৈন্য ফিরোজপুরের দিকে অগ্রসর হইবার ব্যবস্থা।

যদি শিখ-সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পরিচালিত হইত, তাহা হইলে সমরনীতি অনুসারে ফিরোজপুর অতিযুগ্মে ইংরাজ সৈন্যের প্রত্যাগমন করাই শ্রেয়ঃ ছিল; কিন্তু কয়েকজন স্বদেশ-দ্রোহী বিধাসবাতকের আজ্ঞামুসায়ে শিখ-সৈন্য পরিচালিত হওয়ায়, নির্ভয়ে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবস্থানই, ইংরাজগণ শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। লাল সিং এবং তেজ সিংহের অকর্মণ্যতা কিংবা বিধাসবাতকতার বিষয়, ইংরাজ-সেনানায়কগণ সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করিতে পারেন নাই, কিংবা তাহাতে সমুহ বিধাস স্থাপন করিতে সাহস করেন নাই। এই কারণে সমগ্র ব্রিটিশ-রাজ্যের শান্তি রক্ষার ভার যাহার উপর ন্যস্ত ছিল, তিনি তজ্জন্য কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

যুদ্ধের অবসানে ফিরসহরে দুই পক্ষের সেনানিবাস-ক্ষেত্রে, উভয় পক্ষের অস্ত্র-শস্ত্রাদির অবস্থা উপলব্ধি হইয়াছিল। শিখ-গোলন্দাজদিগের কামানের বৃহৎ নালসমূহ এবং গোলাগুলির গুলুভার লক্ষিত হয়; এবং ইংরেজদিগের যুদ্ধ কামানসমূহ তত্তুলনায় নিকট বলিয়া বুঝা গিয়াছিল। শিখদিগের যে সকল কামান ইংরাজদিগের অধিকৃত হইয়াছিল, তাহাতে গোলায় কোনরূপ আঘাত-চিহ্ন ছিল না; কিন্তু ইংরাজদিগের কামানসমূহের তৃতীয়াংশ, গাড়ীর উপর অকর্মণ্য অবস্থায় দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।

আপত্তি জানাইয়া ছিল। নদী তীরে দুই তিন ফিট উচ্চ মৃত্তিকা তৃণগুলিকে তাহারা দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাচীর বলিয়া অতিরঞ্জিতভাবে ব্যক্ত করিতে লাগিল; তাহাদের কল্পনা-প্রভাবে বারুদখানা এবং যুদ্ধ-সরঞ্জামাদি সাংঘাতিক গুপ্তঅস্ত্র ('মাইন') রূপে প্রতিপন্ন হইতে লাগিল। কেবল ভারতীয় সৈন্যগণই যে বিপক্ষদের যুদ্ধ আয়োজনে ভীত ও চকিত হইয়াছিল, তাহা নহে; ইউরোপীয় সৈন্যগণের মধ্যেও সে প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। রাজকীয় বর্তৃপক্ষগণ এবং ধর্মযাজকগণ প্রমুখ বৃটিশ জনসাধারণের প্রাণেও ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল; তাহাতে বৈদেশিক অধিকারের শাস্তি এবং নিরাপদের বিষয়ে সকলেই বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।^{৩৮} এই সময়ে অভিদূরবর্তী প্রদেশ হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য এবং বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত অসংখ্য সৈনিককর্মচারী আহৃত হইয়াছিলেন। ইংরাজজাতির চিরন্তন রণনৈপুণ্য প্রদর্শন ও পুরুষত্রয় অজিত রাজনৈতিক প্রাধান্য রক্ষার জন্যই বৃটিশ-গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। সকলেই প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। এই সঙ্কট-সময়ে একজন প্রধান সৈনিকের উচ্চ-প্রকৃতি ও স্থিরচিত্ততা, এবং অপর একজন সেনাপতির ঐকান্তিক পরিশ্রম ও যুদ্ধোপকরণের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতায়, সকলেই সন্তোষলাভ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এই অত্যধিক আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা অল্পক্ষণ মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল; কারণ উপস্থিত বীর বিপদের বিষয় স্বরণ করিয়া প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার আশা অনেকেরই মনে হইতে বিদূরিত হইয়াছিল। যাহা হউক, অতঃপর সৈন্যগণের মুক্তির জন্য ঘোষণা-দ্বারা ঈশ্বরোপাসনার আদেশ প্রচারিত হয়। বিজ্ঞ বীর ইউলিসিসের নিষেধাজ্ঞার প্রতি দৃকপাত না করিয়া, একদেশদর্শী দেবতা উপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছিল, ইহাতে সেই কথাই মনে হয়;—

ঈশ্বরের উপাসনা নরহত্যা হেতু,

সে নহে পবিত্র— শুধু নরকের সেতু।^{৩৯}

৩৮। ভেরাসের পরাজয় এবং সেনাদলের ধ্বংসের সংবাদ শ্রবণ করিয়া, অগাস্টস্ ভয়বিহীন হইয়াছিলেন। দিল্লী এবং যমুনার অন্তর্গত প্রদেশ অধিকৃত হওয়ায়, ইংরাজগণও সেইরূপ শঙ্কিত হইয়াছিলেন। রোমের শক্তিমত্তা, এবং তাহার দুর্বলতার কারণ-পরম্পরা অবগত হইয়াও, সেই দৃঢ়মনা অগাস্টস্ জর্মনি কর্তৃক ইটালী আক্রমণের পরিণাম চিন্তা করিয়া ভীত হইয়াছিলেন। তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে, ভারতবর্ষ স্বন্ধে ইংরাজদিগের আশঙ্কার বিষয়ে দোষারোপ করা যাইতে পারে না। সামান্য ভিত্তির বা অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা পরম্পরায় নির্ভর করিয়া, অতুল প্রতাপশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, ইহাতে তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

৩৯। *Odyssey* xxii. ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর গবর্ণর জেনারেল এক ঘোষণা পত্র প্রচার করেন। তাহাতে সৈন্যদিগকে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে আদেশ দেওয়া হয়। তদনুসারে কলিকাতায় খৃষ্টীয় ধর্মযাজকগণ উপাসনার প্রণালী-পদ্ধতি সর্বত্র প্রচার করেন। গবর্ণর জেনারেলের উৎকর্ষতার বিষয় তাহার ঘোষণা-প্রচারেই বৃদ্ধি পাইয়া যায়। সেই ঘোষণায় তিনি শিখ সৈন্যদিগকে স্বদল পরিত্যাগে উৎসাহিত করেন; ভবিষ্যতে বৃত্তি এবং বর্তমানে পুরস্কার দিবার প্রলোভন দেখান। স্বলত্যাগী ব্যক্তিগণ

ক্রমশঃ বৃটিশ-সৈন্যের দলপুষ্টি হইতে লাগিল। ফিরোজপুর হইতে হারিকী পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানে সৈন্যদলের সমাবেশ হইল। এক্ষিকে শিখগণও শতক্রন্দীর পশ্চিম পারে, ইংরাজ সৈন্যশ্রেণীর সমান্তরালভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। যুদ্ধোপকরণ এবং বৃহৎ কামান প্রভৃতির অভাবে ইংরেজগণ অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। যুদ্ধে বিলম্ব হওয়ায়, ইংরাজ-সৈন্য শৈথল্য প্রকাশ করিতেছিল; তাহাতে বিপক্ষ সৈন্যদল নবোত্তম অসীম সাহসে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। এক্ষণে শতক্রন্দীর পূর্বতীরবর্তী জায়গীরদারগণ ইংরাজদিগকে সাহায্য না করিয়া, বরং দেশ মধ্যে উদ্বেজনা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ইংরাজদিগের অধীনস্থ লাদোয়ার রাজা এক বৎসর পূর্বে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া দণ্ডিত হইয়াছিলেন।^{৪০} তিনি এখন কর্ণালের সরিকট হইতে অগ্রসর হইয়া প্রকাশ্যভাবে রণজোর সিংহ পরিচালিত শিখসৈন্যদলে যোগদান করিলেন। রণজোর সিংহের সেই সৈন্যদল জলন্ধর-দোয়াব পার হইয়া লুধিয়ানার অনতিদূরে অবস্থান করিতেছিল। এই সময় লুধিয়ানা সহর শূন্য করিয়া সকল সৈন্য আক্রমণ প্রতিরোধী সৈন্যদলের দলপুষ্টি করে। অবশেষে পূর্বাঞ্চল হইতে ক্রমে ক্রমে কতকগুলি নতুন সৈন্য আনয়ন করিয়া ঐ স্থান সুরক্ষিত করা হয়। যমুনা হইতে ফিরোজপুর অভিমুখে যে সকল ইংরাজসৈন্য অগ্রসর হইতেছিল, এই সকল

ইংরেজরাজ্যে আসিয়া কোনরূপ অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে, শীঘ্রই তাহার মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইবে,—শিখদিগকে তাহাও বলা হয়।

ক্রমশঃ বা গাঠাভাসের সৈন্যদল বিজয়ক্ষেত্রে যে অনুরাগভরে নতজানু হইয়া, ঈর্ষ্যের উপাসনা করিয়াছিল, তাহা প্রশংসনীয়। কারণ, তাহা ঐকান্তিকতাপূর্ণ; এবং উচ্চ হইতে নিম্ন স্তরের সকলের মধ্যেই সেই ঐকান্তিক ভাব প্রসূত হইয়াছিল। এক্ষেত্রে সৈন্যদল পরাজিত হইলে, তাহারা সমভাবে ভৎসিতও হইত। তখন সম্মান বা অবজ্ঞার চিহ্ন আপনান্যাপনিই প্রকটিত হইত; রাজকীয় আদেশ বা ‘সরকারী বোষণার’ আবরণ তাহার প্রাণভূত হইতে পারিত না। কোন সুসভ্য ও হৃদয়বান গবর্ণমেন্ট এই প্রকার আন্তরিকতাপূর্ণ বাহ্য উপাসনা বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সর্বথা বিরত হইতেন; তাহারা সাময়িক নিয়মাবলীর পরিপালনে সমধিক ধর্মপারায়ণ হইতেই চেষ্টা করিতেন। দৈনিক উপাসনায় এবং উপদেশে সৈনিক রাজকর্মচারিগণের মানস ক্ষেত্রে সর্বদা ঈশ্বর বিরাজমান থাকেন; সেইরূপ ব্যবহারই সমীচীন। কচিং যুদ্ধের কালে ঈশ্বরের প্রাণসা-কীর্তন আড়ম্বর মাত্র।

৪০। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর মেজর ব্রডফুট গবর্ণমেন্টকে এক পত্র লেখেন, তাহাতে এ বিষয় উল্লিখিত আছে। এই সামন্ত (লাদোয়ার রাজা) লর্ড অকল্যান্ডের নিকট হইতে রাজ্য উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি রণজিৎ সিংহের আত্মীয় এবং ধানেশ্বরের নিকটবর্তী ইতিহাস অসিদ্ধ সরস্বতী-নদীর উপর সেতু নির্মাণ বিষয়ে দানশীলতার পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া, ইনি রাজ্য উপাধি প্রাপ্ত হন। লাদোয়ার রাজা সাধারণ মানুষের দ্বারা সামান্ত শক্তিশালী ছিলেন। তিনি অপরিস্থিতব্যারী এবং ব্যাভিচারী বলিয়া পরিচিত। পিতা গুরুদত্ত সিংহের অস্থিরচিন্তা তাহাতে বিঘ্নমান ছিল। গুরুদত্ত সিং, এক সময়ে কর্ণাল ও যমুনা নদীর পূর্ব-তীরস্থিত কতকগুলি গ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন; এবং ১৮০৩ হইতে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজদিগকে বিশেষ কষ্ট দিয়াছিলেন।

সৈন্য পরিশেষে তাহাদিগের গতিরোধ করিতে সক্ষম হয়।^{৪১} জাহ্নসারী মাসের প্রারম্ভে লুধিয়ানার নিকটবর্তী বান্দোয়ালের জায়গীর হইতে পরিবারবর্গকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য লাদোয়ার রাজা প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে তৎকর্তৃক লুধিয়ানার সেনানিবাসের কিয়দংশ অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত হয়, তৎকালে লুধিয়ানায় অল্পমাত্র পদাতিক সৈন্য ছিল, অথারোহী সৈন্য আদৌ ছিল না; সেই সুযোগেই তিনি সেনা-নিবাস ধ্বংস করিতে পারিয়াছিলেন। এই সময়ে বিপক্ষদলের অলস ভাব উপলব্ধি করিয়া প্রধান শিখসৈন্যদল শম্ভুজ নদী পুনরায় অতিক্রম করিতে লাগিল এবং পারাপারের জন্য তাহারা অবাধে একটি সেতু নির্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইংরাজ-সৈন্য নিরস্ত থাকিতে বাধ্য হইল; তাহারা মনে করিল,—সে সময়ে শিখদিগকে আক্রমণ করিলে, যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা; এবং যুদ্ধোপকরণ প্রভৃতির অভাবে নিজেদের জয়লাভ সম্বন্ধে বিশেষ অন্তরায় ঘটিতে পারে। যাহা হইক, স্বভাবতঃই শিখগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল, এবং পুনরায় ঘৃণিত বৈদেশিকগণকে আক্রমণ করিবে বলিয়া ঘোষণা করিল। তাহাদের এই আফালনে কেহ সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না; কিরোজপুুর ইংরাজদিগের সীমান্ত প্রদেশরূপে নির্দিষ্ট হওয়ায় অস্থবিধা ক্রমে ক্রমেই প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ইংরাজগণ এতদিন পর্যন্ত কেবল কাগজ কলমে যে সকল দেশ জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তরবারির দ্বারা তাহা শাসন-সংরক্ষণে কৃতকার্য হন নাই, এক্ষণে সেই সকল দেশ হইতে সাহায্য প্রাপ্তি, তাহাদের পক্ষে দুর্শা হইয়া দাঁড়াইল। চুমকোড় হইতে গোবিন্দ সিংহের পলায়নের সময় তাঁহার অত্মসুরণ করিতে গিয়া, মোগলবাহিনী মুকুতসর বা মুক্তিসরের যে ক্ষুদ্র দুর্গে ইতিপূর্বে তৎকর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল, প্রাদেশিক ইংরাজ সৈন্যদলের এবং বিকানীর হইতে আনীত অতিরিক্ত সৈন্যদলের আক্রমণেও এক্ষণে সেই দুর্গ শিখ সাহায্যে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইল। বলা বাহুল্য, বিকানীর সৈন্যদল প্রাদেশিক ইংরেজসৈন্যের ন্যায় যুদ্ধোপকরণ বিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। ধর্মকোটের ক্ষুদ্র দুর্গও এই প্রকার ইংরেজগণ কর্তৃক দক্ষিণ

৪১। কি জন্ম সে সময়ে লুধিয়ানার উপযুক্তরূপে সৈন্য সমাবেশ হয় নাই, তাহার কারণ বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় না। কি জনাই বা বিরূপসহরের যুদ্ধের পর, মিরাত হইতে সৈন্ত আসিয়া লুধিয়ানায় বেটন করে নাই, তাহার কারণও অবিস্ত। কিরোজপুুরের অরক্ষিত অবস্থায় সৈন্তদল প্রেরণেও তাহার দৃঢ়তা সম্পাদনে, গবর্নর জেনারেল প্রধানতঃ মনোযোগী হইয়াছিলেন। সেই স্থানের সাময়িক অস্থবিধার জন্য তিনি বিশেষ দুঃখপ্রকাশ করেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দের প্রথমে পরামর্শ হয়, শম্ভুজ নদীর নিকটবর্তী প্রদেশ-সমূহ হস্তান্তর করাই কর্তব্য। শিখদিগের সহিত যুদ্ধ পরিহার পক্ষে, তাহাই একান্ত বিজ্ঞতার কার্য বলিয়া মনে হয়। এই বিপৎপাতের মধ্যেও সম্ভবতঃ গবর্নর-জেনারেলের মনে এই ভাবের উদয় হইয়াছিল।

পাঞ্জাবের রাজধানীর এবং শিখসৈন্যগণের প্রধান দলের চতুর্পার্শ্বে সৈন্ত সমাবেশের জন্য, লর্ড হার্ডিজ, সিন্ধুদেশ হইতে সার চার্লস নেপিয়ারকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিয়াছিলেন। মূলতানের প্রতি তিনি এ সময়ে বিশেষ মনোযোগ করেন নাই। তিনি পট্টাই বলিয়াছিলেন, পুনঃপুনঃ আক্রমণের সময় উপস্থিত হইলে, বিজয়ী সৈন্তদলকে তিনি মূলতানে প্রেরণ করিবেন।

পার্শ্ব হইতে আক্রান্ত হইলেও, শিখগণ তাহা রক্ষা করিয়াছিল। সারহিন্দের নিকটবর্তী অন্যান্য রক্ষণীয় স্থানের জনসাধারণ সম্ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; রক্ষী সৈন্য এবং অপরাপর সৈন্যদল অবাধে অগ্রসর হইতেছিল; এক্ষণে তাহারা বাধা প্রাপ্ত হইল।^{৪২}

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী ধর্মকোট (ধর্মকোট) আক্রমণের জন্য ম্যাজর-জেনারেল সার হ্যারি স্মিথ সসৈন্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন। বিনা রক্তপাতে ঐ স্থান আত্মসমর্পণ করে। ইহাতে সৈন্যদলের জন্ত রসদ প্রেরণের পথ প্রশস্ত হয়। যে সকল সৈন্যদল কামান, যুদ্ধোপকরণ এবং রসদাদি লইয়া ফিরোজপুরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তাহাদিগের প্রতি বিপক্ষদলের দৃষ্টি না পড়ে, সেই উদ্দেশ্যেই সার হ্যারি স্মিথ ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। গমনাগমনের পথে বিপক্ষদল যে বাধা প্রদান করিয়াছিল, তাহা মুক্ত করাও তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু যখন জানা গেল, রণজৌব সিং সৈন্য সহ শতক্র অতিক্রম করিয়া লুধিয়ানা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইয়াছেন, তখন তিনি সেই স্থান রক্ষার জন্য আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। ২০শে জানুয়ারী তিনি জাগরাওন নামক এক বাণিজ্য-বন্দরে শিবির স্থাপন করেন; তাঁহার গন্তব্য স্থান হইতে জাগরাওন ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে ক্ষেত্রে সিং আলহুওয়ালিয়ার পুত্র জাগরাওনের অধিকারী হইয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি তত্ত্ব্য স্বদৃঢ় হুগ্গ ইংরাজ সেনাপতিকের অর্পণ করিলেন। এই সময় জানা গিয়াছিল, লুধিয়ানার অব্যবহিত পশ্চিমে রণজৌব সিং শিবির স্থাপন করিয়াছেন; বাদোয়ালে তাঁহার অল্পমাত্র সৈন্য অবস্থিতি করিতেছে। জাগরাওন হইতে বাদোয়াল ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত। এক্ষণে চারিদল পদাতিক, তিন দল অশ্বারোহী এবং ১৮টি কামান আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, ইংরাজ সৈন্যের দলপুষ্টি হইল। তাহারা গভীর রাত্রে বাদোয়াল অভিমুখে যাত্রা করিল। ২১শে জানুয়ারী প্রত্যুষে জানা গেল, প্রায় দশ সহস্র শিখসৈন্য পূর্ব দিবস বাদোয়াল অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। ইংরাজ সৈন্যের পুরোভাগ হইতে সেই স্থান তখন ষাট মাইল মাত্র ব্যবধান। সার হ্যারি স্মিথ বিবেচনা করিলেন, তিনি যদি বক্রগতিতে দক্ষিণ দিক দিয়া অগ্রসর হন, তাহা হইলে শিখ-সৈন্য তাঁহার বামপার্শ্বে তিন মাইল দূরে পড়িয়া থাকে; তিনি অবাধে লুধিয়ানার সৈন্যদলের সহিত সম্মিলিত হইতে পারেন। যুদ্ধের সরঞ্জামাদি অগ্রে পাঠাইবার জন্য তাঁহারা এক স্থানে অল্পকণ

৪২। সিরলার পার্বত্য নিবাসে বহুসংখ্যক ইংরাজ পরিবার বাস করে। উহা শতক্র নদীর নিকটবর্তী; কাশোলি এবং সাবাধু হইতে ঐ স্থানে সহজেই গমন করা যায়। এই সময়ে কতকগুলি শিখ-সৈন্য এবং লাহোরের অধীনস্থ সুত্তির জারগীরদার কর্তৃক সিমলা শৈলের পাবত্যনিবাস আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা হইয়াছিল। ঐ সকল স্থান রক্ষার জন্ত সচরাচর যে সৈন্যদল অবস্থিতি করিত, এক্ষণে তাহারা স্থানান্তরিত হইয়াছিল; সুতরাং বিপক্ষ কর্তৃক ঐ সকল স্থান অতি সহজেই বিধ্বস্ত হইতে পারিত। কিন্তু স্থানীয় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষগণ কতকগুলি পার্বত্য রাজপুত-সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, তাহাদের দ্বারা ঐ সকল স্থান রক্ষার উপায় বিধান করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল স্থান আক্রান্ত নাই; কিন্তু নির্জন আনন্দপুর মাথোরালের একদল দুর্দান্ত লোককে জবাবদিহি হইতে হইয়াছিল।

মাত্র বিলম্ব করিলেন। তখন বন্দোবস্ত হইল,—যুদ্ধোপকরণবাহী পশুপাল সৈন্যদলের দক্ষিণ ভাগে সমান্তরালভাবে গমন করিবে; তাহাতে সৈন্যদল কর্তৃক আবৃত থাকায়, বামপার্শ্ব হইতে তাহাদিগকে কেহই দেখিতে পাইবে না। বাদোয়াল সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া ইংরাজসৈন্য দেখিল, শিখগণও সেইরূপভাবে অগ্রসর হইতেছে। বুঝা গেল,—ইংরাজদিগকে বাধা দিবার জন্য তাহারা যেন বক্রগতি অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে যুদ্ধ আরম্ভ করা অসুচিত বিবেচনা করিয়া, সার হারি স্মিথ আরও দক্ষিণদিকে বক্রগতি অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন; মধ্যে মধ্যে অঝারোহী সৈন্যদিগকে দাঁড় করাইয়া, পদাতিক সৈন্যদিগকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। পথ বন্ধুর বলিয়া পদাতিকগণ স্বভাবতঃই মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু শিখগণ যুদ্ধার্থে রুড-প্রতিজ্ঞ হইয়া, ইংরাজ অঝারোহীদিগের উপর গোলাগুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। এই সময় বালুকাষ্পূর্ণের পার্শ্বে ইংরাজ-সৈন্যদলের নিক্ষিপ্ত কামানে, শিখ সৈন্যদিগের গতিরোধ হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে বৃটিশ পদাতিক সৈন্যদল এবং তৎপশ্চাত্ত্বিত ক্ষুদ্র অঝারোহী সৈন্যদল একত্র সম্মিলিত হইল; শিখ-সৈন্যের গোলাবর্ষণের কার্য-কারিতা উপলব্ধি হইতে লাগিল। ইংরাজ সেনাপতি বিবেচনা করিলেন, তাহার পদাতিক সৈন্যগণ এই সময়ে নিরবিচ্ছিন্ন গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিলে, শিখসৈন্য ছড়াজ্ঞ হইতে পারে, তাহাদের সরঞ্জামাদি নির্বিঘ্নে সংবাহিত হয়, এবং লুণ্ঠিয়ার সৈন্যগণ অগ্রসর হইয়া, সহচরদিগের সহায়তা করিতে পারে। তখন প্রত্যেকেরই মনে ঘোর যুদ্ধের আশঙ্কা উদয় হইতে লাগিল। কিন্তু পদাতিক সৈন্যদল যখন জেগীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইল, তখন দেখা গেল, কর্মকুশল শিখসৈন্যগণ অলক্ষিতভাবে বালুকাষ্পূর্ণের পার্শ্ব দিয়া ইংরাজ সৈন্যদলের পশ্চাদিকে কামান বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে;—বিপক্ষ ইংরাজ সৈন্যদিগকে তাহারা বামপার্শ্বে হটাইয়া দিয়াছে, ইহাই তখন বুঝা গেল। শিখগণ অতি বিচক্ষণতার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। তাহাতে ইংরাজদিগের সমস্ত সৈন্য যেন এককালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল; কামানের গভীর গর্জনে হতাহতের আর্তনাদ কর্ণগোচর হইল না। যুদ্ধক্ষেত্র বন্ধুর; ক্রমাগত নয় ঘণ্টাকাল আঠার মাইল পথ পর্যটন করিয়া সৈন্যদল অবসর; স্তব্ধতা সহজেই প্রতীয়মান হইল, জয়লাভ করিলেও এই যুদ্ধ সাংঘাতিক হইবে, সংশয় নাই। পদাতিক সৈন্যদল আর একবার অগ্রসর হইল; অঝারোহী সৈন্যের দৃঢ়তা এবং কৌশল বলে তাহারা লুণ্ঠিয়ার দিকে গোপনে পলায়ন করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইল। শিখসৈন্য তাহাদের পশ্চাদ্ধসরণ করিল না। কারণ তাহারা তখন পরিচালক হীন, ইংরাজ সৈন্য পরাজিত হয়, তাহাদের কোন পরিচালকেরই সে ইচ্ছা ছিল না। রণজোর সিং তাহার সৈন্যদলকে যুদ্ধকার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন কিনা, সন্দেহ স্থল। বিপক্ষ ইংরাজসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হউক, এবং শিখসৈন্যদল জয়লাভ করুক, তিনি সে পক্ষে সামান্য চেষ্টাও করেন নাই। ইংরাজদিগের সমস্ত যুদ্ধ-সরঞ্জামাদি এক্ষণে শিখসৈন্যের সন্নিকটে উপস্থিত হইল; তাহাদিগকে

যুদ্ধক্ষেত্রে পরিচালনার জন্য কোন নায়ক ছিল না; সুতরাং তাহারা লুণ্ঠনের লোভে সম্বরণ করিতে পারিল না। ভারবাহী যে সকল পশু লুণ্ঠিয়ানার নিকটে উপস্থিত হইতে পারে নাই, কিংবা কামানের শব্দে ভয় পাইয়া বাহাদিগকে কোশলে জাগরাওনের দিকে ফিরাইয়া লওয়া হইয়াছিল, তৎসমুদায় এক্ষণে শিখদিগের হস্তে পতিত হইল। সেই সকল যুদ্ধোপকরণ-বাহী গাড়ী প্রাপ্ত হইয়া, শিখগণ ইংরাজদিগের নিকট হইতে কামান কাড়িয়া লইয়াছে বলিয়া আশ্চর্যান করিতে লাগিল।^{৭৩}

লুণ্ঠিয়ানা মূক্ত হইল। কিন্তু এই ঋণযুদ্ধে ইংরাজগণ পরাজিত হওয়ায়, পতনোন্মুখ ভারতের রাজন্যবর্ণের মনে বড়ই আনন্দের সঞ্চার হইল। তাঁহারা মনে করিলেন, গুরুগোবিন্দের শিষ্যগণের সাহসিকতায় ও দক্ষতায় তাহাদের বৈদেশিক প্রভুর ভীষণ সৈন্যবল এতদিনে বিধ্বস্ত হইল; স্বদেশের প্রিয় সম্ভ্রানগণ জয়লাভ করিল। ইংরাজদিগের অধীনস্থ সিপাহী সৈন্যগণ এইবার পরস্পর গোপনে পরামর্শ আরম্ভ করিল; তাহারা কার্যত্যাগ করিয়া পূর্বাঞ্চলে তাহাদের গৃহাভিমুখে পলায়নের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। ইংরাজদিগের গণ্ডস্থল কালিমার চিহ্ন লক্ষিত হইল; জয়লাভ অপেক্ষা সংস্বের চিন্তাই তাঁহাদিগকে আকুল করিয়া তুলিল। গবর্নর-জেনারেল এবং প্রধান সেনাপতি এক্ষণে অবরোধোপযোগী কামানবাণী শকট এবং যুদ্ধোপকরণাদির রক্ষক সৈন্যগণকে নিরাপদ করিবার জন্য বিচলিত হইয়া পড়িলেন। আক্রমণকারী বিপক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে যে সকল সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের রক্ষার জন্য এবং বিপক্ষ-পক্ষীয় সৈন্যের আক্রমণজনিত ক্ষতিপূরণার্থ শেবোক্ত ব্যবস্থাই এক্ষণে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। পরাজিত সৈন্যদলের নেতা জীবনব্যাপী পরিশ্রমের পরে, এক্ষণে কলঙ্ক-পশরা মস্তকে লইলেন; শীঘ্র তাহার সে কলঙ্ক মোচনের আশা রহিল না। অন্য পক্ষে শিখগণ আনন্দে উন্মত্ত হইল; ইউরোপীয়গণকে বন্দী অবস্থায় লাহোরে লইয়া যাওয়ায়, তাহাদের জয়োল্লাসের অবধি রহিল না। লাল সিং এবং তেজ সিং মনে মনে ভয় পাইলেন। গোলাপ সিং যুগপৎ মন্ত্রী ও সেনানায়কপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন; তিনি এক্ষণে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার অপেক্ষা বহুগুণে ধাহারা শ্রেষ্ঠ, 'খালসা' সৈন্য তাঁহাদিগকেও পরাজিত করিতে পারে, তাহারা এতই দৃঢ়বল সম্পন্ন।

৪০। গোপনীয় পরামর্শের জন্য যে সভা হইয়াছিল, ১৯শে জানুয়ারী এবং ৩রা ফেব্রুয়ারী সেই সভায় গবর্নর-জেনারেল যে পত্র লেখেন, এবং ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারীর লর্ড গাফের প্রেরিত কাগজ-পত্র দ্রষ্টব্য। (Compare the Governor-General to the Secret Committee, 19th Jan. and 3rd February, and Lord Gough's despatch of the 1st February, 1845.) ২১শে জানুয়ারীর ঋণযুদ্ধে ইংরাজ-পক্ষের ৬৯ জন সৈন্য নিহত এবং ৬৮ জন সৈন্য আহত হয়। ৭৭ জন সৈন্যকে খৃষ্টিয় পাওয়া যায় না। শেবোক্ত সংখ্যার কতকগুলি শিখদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছিল; অবশিষ্টগুলি দুই এক দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া, ব্রিটিশ সৈন্যদলে যোগদান করিয়াছিল। বন্দীদিগের মধ্যে মিঃ ব্যারন নামক একজন ডাক্তার (Assistant Surgeon) এবং কতকগুলি ইউরোপীয় সৈন্য লাহোর প্রেরিত হইয়াছিল।

২৭শে জানুয়ারী, তিনি কাহোরে আগমন করেন ; শিখদিগের অধিনায়কগণের প্রাণে একতা ও উৎসাহ সম্পাদন, তাঁহার উদ্দেশ্য।^{৪৪} তেজ সিংহের সৈন্যদল অশেষ উৎসাহে পুনরায় শতরু নদী অতিক্রম করিল। পূর্বোক্ত সেতু এইবার বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল ; তাহাতে ব্রিটিশ সৈন্যদলের সম্মুখে শিখদিগের একটি স্বদৃঢ় সেনানিবাস স্থাপিত হইল। শিখগণ পুনরায় শত্রুদিগের অধিকার মধ্যে পতিত হইয়া, যুদ্ধ চালাইবে বলিয়া মনে হইল। কিন্তু গোলাপ সিং বিলম্বে আসিয়া পৌঁছিলেন;—এ সময় শিখগণ যশোগোরবের উচ্চুড়ায় আরোহণ করিয়াছিল ; কিন্তু পরবর্তীকালের পরাজয়ের এবং অধীনতা স্বীকারে শীঘ্রই তাহাদিগকে সে গৌরবভ্রষ্ট হইতে হয়।

২২শে জানুয়ারী রাত্রিযোগে রণজোর সিং, বাদোয়াল হইতে শতরু নদীর নিকটবর্তী একটি স্থানে যাত্রা করিলেন। ঐ স্থান লুধিয়ানা হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। নদী পার হইবার জন্য পথ অনুসন্ধানে তিনি অবিলম্বে কতকগুলি নৌকা সংগ্রহ করিলেন। তাঁহার এই অভিযানের উদ্দেশ্য জানা যায় না। শিখগণ তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নাই বলিয়াই হয়তো তিনি এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তৎকালে শিখদিগের কয়েকটি মাত্র স্থায়ী সৈন্যদল ছিল ; অবশেষে প্রধান সৈন্যদল হইতে কতকগুলি কামান এবং চারিদল (ব্যাটালিয়ন) পদাতিক সৈন্য আসিয়া পূর্বোক্ত শিখ-সৈন্যদলের সহিত যোগদান করিল। ইহাতে তাহাদের সৈন্য-সংখ্যা প্রায় পঞ্চদশ সহস্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। এদিকে বিপক্ষদের পরিত্যক্ত স্থানসমূহ এক্ষণে সার হারি শিখ অধিকার করিয়া বসিলেন। ক্রমে শিখদিগেরও যেমন সৈন্যদল পুষ্টি হইতে লাগিল, পক্ষান্তরে ইংরাজদিগের প্রধান সৈন্যদল হইতে একদল পদাতিক সৈন্য আসিয়া তাহাদেরও দলপুষ্টি করিল। ২৮শে জানুয়ারী সেনাপতি সার হারি শিখ এগার সহস্র সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন ; শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ, কিংবা আপনার অধিকৃত স্থানের দৃঢ়তা সম্পাদন, অথবা অবস্থা বুঝিয়া সেই স্থানের ধ্বংস সাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য। শিখগণ প্রায় দশ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল ; অর্দ্ধপথ অগ্রসর হইয়া সার হারি শিখ জানিতে পারিলেন,—গুগ্রানার দুর্গ পুনরুদ্ধার অথবা জাগরাওনের নিকটবর্তী নগর-সমূহ অধিকারের জন্য সমস্ত বা কতকাংশ শিখ-সৈন্য দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হইতেছে। ইংরাজ-সৈন্যের মধ্যে পরস্পর সংবাদ আদান প্রদানের জন্য যমূনার নিকটবর্তী স্থানে যে আড্ডা ছিল, জাগরাওন ও গুগ্রানা তাহার অতি সন্নিকটেই অবস্থিত। অতঃপর ইংরাজ-সৈন্য এক অধিত্যকার প্রোজ্ঞভাগে আসিয়া উপনীত হইল। এই অধিত্যকা অধিক দূর বিস্তৃত আর্দ্র ভূ-খণ্ডকে মেথলার শ্রায় বেষ্টন করিয়া আছে ; সেই নিম্নভূমির মধ্য দিয়া অনির্দিষ্ট বক্রগতিতে শতরু নদীর ক্ষীণপ্রণালী প্রবাহিত হইতেছে। এই

৪৪। গোপনীর পরামর্শ সভার নিকট ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী গবর্নর জেনারেলের পত্র দ্রষ্টব্য। (Compare the Governor General's letter to Secret Committee. 3rd February, 1846.)

স্থানে উপনীত হইয়া ইংরাজ সেনাপতি দেখিলেন, বাম পার্শ্বের পরিচালিত বৃটিশ সৈন্যের আক্রমণ পরিহার পূর্বক একদল শিখ সৈন্য দক্ষিণ পার্শ্বে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু শিখগণ যখন দেখিল, তাহাদের পশ্চাৎ হইতে ইংরেজ সৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে, তখন তাহারা কিরিয়া দাঁড়াইল; তাহাদের দক্ষিণ-পার্শ্বস্থিত 'বুন্দরী' গ্রাম এবং বাম পার্শ্বের আলিওয়াল গ্রাম তাহারা দখল করিয়া বসিল। সাধারণ সৈন্যের রীতি-প্রকৃতি এবং শিখদিগের জাতিগত ক্ষিপ্ৰকারিতা অল্পসারে, তাহারা আপনাদের কামানের পুরোভাগে মৃত্তিকা দ্বারা বাঁধ বাঁধিতে লাগিল। অন্য কোন আশ্রয় না থাকিলেও, তাহারা তৎপশ্চাতে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিতে পারিবে, এবং আক্রমণকারীদিগকে বাধা দিতে সক্ষম হইবে,—ইহাই তাহাদের উদ্দেশ্য। আকস্মিক সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া পড়িল। ব্রিটিশ-সেনাপতি অবিলম্বে যুদ্ধের আদেশ প্রদান করিলেন। বৃটিশ-সৈন্যদলের পুরোভাগে অশ্বারোহী সৈন্যদল অবস্থিত ছিল; বাম-পার্শ্ব ও দক্ষিণ পার্শ্বের সৈন্যদলের মধ্যে তাহাদিগের শাণিত তরবারি ঝকঝক করিয়া উঠিল। তখন জ্যেষ্ঠবদ্ধ পদাতিক সৈন্যদল এবং কামানের অগ্নুদগীরণ পরিলক্ষিত হইল। সেই দৃশ্য কি স্বশোভন, কি ভোতিব্যঙ্গক! চক্ষুর সমক্ষে যেন সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র প্রতিফলিত হইল! ইংরাজ সৈন্যের রণসাজ এবং শিখদিগের নিশ্চল সৈন্যসমূহের প্রতি স্বতঃই দৃষ্টি সঞ্চালিত হইতে লাগিল। সকলেরই অন্তরে আনন্দ, হৃদয়ে সাহস! অগ্রগমনোন্মুখ সৈন্যদলের উল্লাসব্যঞ্জক মুখমণ্ডল দর্শনে বোধ হইতেছিল, যেন তাহাদের সহযোগী সৈন্যদলের মৃত্যুর ইচ্ছায় তাহারা অত্যাশ্রিত হইয়াছে; প্রত্যেক সাহসী সৈনিক পুরুষই সেই ইচ্ছায়ই উত্তুদ্ধ হইয়াছিল। সৈন্যগণ যখন যুদ্ধে জ্যেষ্ঠবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল, প্রতিপক্ষগণ তখন সমান্তরাল ভাবে দণ্ডায়মান হয় নাই। শিখ-সৈন্য-জ্যেষ্ঠী সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল, এবং বৃটিশ-সৈন্যের দক্ষিণদিকে বিতৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের অপর আর একদল কিছুকালের জন্য কিয়দূরে পশ্চাতের দিকে অবস্থিত ছিল। জ্যেষ্ঠবদ্ধ-ভাবে সৈন্য-সজ্জার জন্য, ইংরাজগণ আট মাইল পথের মধ্যে একবারও বিশ্রাম করেন নাই; কিন্তু শিখগণ সেই অভাব সত্ত্বেও যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল। সার হারি শ্বিথ বিবেচনা করিলেন,—আলিওয়াল গ্রাম আক্রমণ করাই সর্বপ্রথম আবশ্যক; দক্ষিণদিকের পদাতিক সৈন্যদল তদুদ্দেশ্যেই পরিচালিত হইল। এইবার ষোরতর যুদ্ধের সম্ভবনা উপস্থিত। শিখগণ দ্রুততার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে কামান বর্ষণ করিতে লাগিল। এই সময়ে শিখদিগের একদল পার্বত্য পদাতিক সৈন্য আলিওয়াল রক্ষা করিতেছিল। তাহারা সংস্কার সম্পন্ন; কিন্তু 'খালসার' প্রতি অল্পরত নহে;—এই জন্যই কূচক্রিয় তাহাদিগকে উচ্চপদ প্রদান করিয়াছিলেন। অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ হইলে, তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল; তাহাদের তাত্কালিক অধিনায়ক রণজোর সিংহও পলায়ন করিলেন। বিজয়ী ইংরাজ-সৈন্য কর্তৃক নিহত হইবার জন্যই যেন একদল সাহসী শিখ-গোলন্দাজ সৈন্য, রণক্ষেত্রে পড়িয়া রহিল। দক্ষিণদিকের বৃটিশ অশ্বারোহী সৈন্যদল এই সময়ে ভীমবেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তখন প্রতিদ্বন্দী শিখসৈন্যের

অর্ধেক অংশ ছত্রভঙ্গ হইয়া বিতাড়িত হইল। ইংরাজ পদাতিক এবং গোলন্দাজগণের বিপুল উত্তমোত্তম, দক্ষিণ পাশ্চাত্তি অবশিষ্ট শিখ-সৈন্য বিপক্ষসৈন্যকে বাধা প্রদান করিতে লাগিল। কারণ, তখনও যুদ্ধক্ষেত্রে স্থায়ী পদাতিক শিখ-সৈন্য প্রতীক ভাবে অবস্থিত ছিল; যাহারা প্রকৃত শিখ, সহজে তাহারা পরাজয় স্বীকার করিবে কেন? এক্ষণে ইংরাজ-পক্ষ সমস্ত বিশেষ উত্তম আবশ্যক হইল। একদল ইউরোপীয় বহুমুখী সৈন্য, বেতনভোগী ভারতীয় অস্বারোহী সৈন্যের সাহায্যে—শিখ-পদাতিকগণের মধ্যে সবেগে নিপাতিত হইল। ইংরেজ যোদ্ধাগণের প্রচণ্ড আক্রমণে প্রথমে শিখগণ বাধা প্রদান করিল। ইংরাজ সৈন্য স্বদেশের সম্মান-রক্ষার কথা স্মরণ করিয়া, বীরোচিত যশঃখ্যাতি অর্জনের অভিলাষে এবং ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা-তৃষা নিবারণের জন্য, অতুল সাহসে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এই সঙ্কট সময়ে, গোবিন্দের বহুসংখ্যক অশিক্ষিত সৈন্য নিরুৎসাহিত হইয়া পড়িল। তথাপি শিখগণ যুদ্ধ পরিত্যাগ করিল না; বজ্রের সম্মুখীন হইয়া তাহারা অসীম সাহসের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। এইরূপে পুনঃপুনঃ তিনবার পরাজিত হইয়া, শিখগণ ছত্রভঙ্গ হইল। ইংরাজ-পক্ষ অতি বিজ্ঞতা ও সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিলেন; তবে পরাজিত পদাতিক শিখসৈন্য অপেক্ষা, ইংরেজ পক্ষের বিজয়ী অস্বারোহী সৈন্যের মৃতদেহে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হইল। তখন বৃন্দীর পশ্চাদ্ধিকে পুনরায় সৈন্য সমাবেশের চেষ্টা হইল; শিখগণ বাধা দিয়া কোনই ফললাভ করিতে পারিল না। অতঃপর শিখ-সৈন্য শতজ্ঞ-নদীর পূর্বপারে বিতাড়িত হইল; তাহাদিগের পক্ষাটিক ও অধিক কামান ইংরাজগণ কাড়িয়া লইলেন, ইংরাজ সেনাপতি পূর্বদুঃখ বিষ্মিত হইলেন; সৈন্যগণ অপমান এবং সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া গেল; ইংরাজগণের জয়োল্লাসে দিগ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল।^{৪৫}

৪৫। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী তারিখে প্রেরিত সার হ্যারী স্মিথের কাগজপত্র, এবং ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রেরিত লর্ড গাফের কাগজপত্র দ্রষ্টব্য। (Compare Sir Harry Smith despatch of the 30th January, and Lord Gough's despatch of the 1st February, 1846.; পার্লামেন্টের কাগজপত্র, ১৮৪৬;—Parliamentary paper's 1846.) এই যুদ্ধে ইংরেজ-পক্ষের ১৫১ জন সৈন্য নিহত এবং ৪১০ জন সৈন্য আহত হয়; ২৫ জন সৈন্যকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

‘কলিকাতা রিভিউ’ পত্রের বোড়শ সংখ্যার ৪২৯ পৃষ্ঠায়; (Calcutta Review, no. xvi, p. 499) জানা যায়, বাদোয়ালের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর, শিখদিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধ প্রযুক্ত হইবার সময়, সার হ্যারী স্মিথের কতকগুলি যুদ্ধোপকরণের আবশ্যক হইয়াছিল। সেই যুদ্ধ সেনাপতিকে উৎসাহ দানের কোনই প্রয়োজন ছিল না। যে সময়ে তাহার সাহায্যের জন্য সৈন্যদল আসিয়া পৌছিয়াছিল, তাহার আরও পূর্বে উপযুক্ত পরিমাণ সৈন্যদল আসিলে, আলিওয়ালের যুদ্ধ বহু পূর্বেই আরম্ভ হইতে পারিত। ইহা অবশ্য উল্লেখযোগ্য যে, ‘কলিকাতা রিভিউ’ পত্রের লেখক তাহার প্রবন্ধে লর্ড ক্লিফোর্ডের প্রতি আপনাদিগের ন্যায়পরতার পরিচয় দেন নাই; অথবা বিশেষ বিশেষ স্থলে সৈন্যদলের ‘কমিসেরিয়াট’ বিভাগের প্রতিও ন্যায়সঙ্গত মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। প্রধান সেনাপতি (Commander-in-Chief) সম্বন্ধে লর্ড হার্ডিঞ্জের কোন দোষ নাই। সেই প্রবন্ধে (৪২৭ পৃষ্ঠা; see p. 497) তাহাও পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। ক্লিফোর্ডের শিখদিগের প্রতি আক্রমণে যে বিলম্ব

এই যুদ্ধে-জয়লাভ ইংরাজের পক্ষে বড়ই সমায়াচিত্তি এবং সুবিধাজনক হইয়াছিল। নীচমনা গোলাপ সিং ইচ্ছা করিলে, তাঁহার কার্য-কুশলতা ও শক্তিমত্তার গুণে, বহুকণ যুদ্ধ চালাইতে পারিতেন। কিন্তু তৎপরিবর্তে বিশাল ক্ষমতাসম্পন্ন ইংরাজদিগের সহিত দৃঢ়তা সহকারে যুদ্ধ করিবার জন্য পরাজিত শিখগণকে প্রথমেই তিনি ভৎসনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ইংরাজ দলপতিদিগের সহিত সন্ধি স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া বসিলেন।^{১৬} লাহোর-কর্তৃপক্ষীয়গণের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে, গবর্নর-জেনারেল অসম্মত ছিলেন না। বস্তুতঃ, তিনি বুঝিয়াছিলেন, একবারের চেষ্টায় পঞ্জাব অধিকার করা বড়ই দুঃসাধ্য; অধিকন্তু শিখ-সৈন্য, তাঁহার সৈন্যদল অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন

ঘটিয়াছিল, প্রবন্ধ-লেখকের মতে লর্ড গাফই তজ্জন্য দোষী। বস্তুতঃ, প্রকৃত কারণ নির্দেশ, অথবা কাহার কি দোষে এক্ষণ ঘটিয়াছিল তাহার পরিমাণ নিরূপণ বড়ই দুষ্কর। গবর্নর-জেনারেলের ক্ষমতা এবং কাৰ্যকারিতার বিষয় সকলেই স্বীকার করিতেন; সুতরাং তিনি আপনার গৌরবে আপনাই গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। এবং তাহার পক্ষ সমর্থনের জন্য তাঁহার কোন পুরাতন বন্ধুর ক্রটি স্বীকারের আবশ্যক হয় নাই। ‘কমিসারিয়াট’ বিভাগ সম্বন্ধে (৪৮ পৃষ্ঠায়—p. 488) এইরূপ কথিত হয়, ছয় সপ্তাহের মধ্যে যে সকল রসদ সরবরাহের কথা ছিল, ম্যাজর ব্রডফুট, ছয় দিনে তাহা সংগ্রহ করিয়া-ছিলেন। ‘কমিসারিয়াট’ বিভাগ কেবল অর্থ ব্যয় করিতে পারিতেন; চুক্তিপত্র অনুসারে জব্যাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন; কিংবা প্রকাশ্য হাট-বাজারে জব্যাদি খরিদ করিতে সক্ষম হইতেন। কিন্তু ম্যাজর ব্রডফুট, আশ্রিত সামন্তগণের নিকট হইতে আবশ্যকীয় জব্যাদি আদেশমাত্র অবিলম্বে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আশ্রিত সামন্তগণের সম্পত্তি প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়া, সেই সময়ে তিনি কার্যোদ্ধার করিয়াছিলেন। একজন সামন্ত এইরূপভাবে রসদ সরবরাহ সম্বন্ধে আপত্তি করায়, তিনি অপমানিত হন এবং তাঁহার নিকট হইতে জরিমানা আদায় করা হয়; অপর একজন সামন্তও এই কারণে রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। এ বিষয় প্রবন্ধ লেখকের অবশ্যই জানা উচিত ছিল, কিংবা হয়তো তিনি তাহা জানিতেন। দিল্লী, সাহরাণপুর, বরেনী এবং অন্যান্য স্থানের ইংরাজ ম্যাজিষ্টারগণ, তাঁহাদের সীমানার মধ্যে শস্য এবং শকট প্রভৃতি যদি পূর্বোক্তরূপে জোর করিয়া আক্রমণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে ‘কমিসারিয়াট’ বিভাগকে কদাচ নিলম্বিত হইতে হইত না। অধিকন্তু সমর-বিভাগের আবশ্যকমত জব্যাদি সংগ্রহের জন্য, যদি সমর-বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ আদেশ প্রাপ্ত হইতেন, অথবা স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহারা কাৰ্য করিতে পারিতেন, তাহা হইলে শিখগণ শত্রু নদী পার হইবার পূর্বেই আক্রমণ করিবার জন্য অথচ আত্মরক্ষার জন্য, ইংরাজগণ যথোপযুক্ত জব্যাদি আহরণ করিতে সমর্থ হইতেন। বাহারা সামান্য সৈনিক মাত্র আর্থিক অভাব অনুভব করিবার তাহাদের কোনই কারণ ছিল না;—একথা অনেকেই জানেন, এবং ইহা যে স্পষ্ট কথা, তাহা বলাই বাহুল্য। যুদ্ধের সম্ভাবনা অনুভব করিয়া, সৈন্যদিগের জন্য যথাসময়ে উপযুক্ত যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ পক্ষে প্রধানতঃ লর্ড হার্ডিজই দায়ী ছিলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অত্যধিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত গবর্নর-জেনারেলের সঙ্গে সঙ্গে এই যুদ্ধ ব্যাপারে প্রধান সেনাপতিরও (Commander-in-Chief) কোন কোন বিষয়ে দারিদ্র্য আছে। কিন্তু সেনাপতির সে দারিদ্র্য কোন কোন অংশে সীমাবদ্ধ; অবরোধের কোণল এবং যুদ্ধের ফলাফল বিষয়েই তাঁহাকে দায়ী করিতে পারা যায়।

৪৬। গোপনীর পরামর্শ সমিতির নিকট ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী, গবর্নর-জেনারেল যে পত্র লেখেন, এখানে তাহা ত্রুটি। (Compare the Governor-General to the Secret Committee of the 19th February, 1846.)

নহে ; সেই অসংখ্য সৈন্যদলকে দমন করিয়া, কয়েক মাসের মধ্যে দুইটি রাজধানী অধিকার করা, এবং মূলতান, জাম্মু ও পেশোয়ার আক্রমণ করা, বড়ই কঠিন কার্য ; তাহাতে বিপদের আশঙ্কা পদে পদে বিद्यমান। ভারতে ইংরাজ রাজ্য কেবল ইংরাজ-সৈন্তের কার্যকুশলতা এবং তাহাদের সংখ্যার উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে। অত্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থাতেও, গ্রীষ্মকালে ইউরোপীয় সৈন্তদল বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্য করিতে সমর্থ হয় না। সে সময়ে সাধারণভাবে সাময়িক ব্যারাম-পীড়া উপস্থিত হইলে, সামান্য সৈনিক পুরুষ হইতে প্রত্যেক সৈন্তদলের কর্মচারীসৈন্ত সমূহের পক্ষে তাহা সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়ায়। এতাদৃশ বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও, ভারতবাসী প্রত্যেকেই তখন উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, ইংরাজদিগের মনে তখন সেই কথায় উদয় হইতে লাগিল। এই শত্রুভাব বহুদিন বর্তমান থাকিলে, কেবল যে যমুনার পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহ বিপদগ্রস্ত হইবে, তাহা নহে ; উহাতে উত্তর-পশ্চিমের সমগ্র প্রদেশ উত্তেজিত হইতে পারে। ঐ সকল প্রদেশ প্রধানতঃ যোদ্ধাজাতি বসতি করে ; লুঠনের লোভে কিংবা বেতনের প্রত্যাশায়, তাহারা স্বতঃই যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রস্তুত হয়। বিশেষতঃ দেশের শাস্তি-সুখ ভঙ্গ হইতেছে দেখিয়া, তৎপ্রদেশস্থ জনসাধারণ পূর্ব হইতেই হতাশাস হইয়া পড়িয়াছিল। সিদ্ধু নদীর তীরবর্তী প্রদেশসমূহে বিজয়কেতন উড্ডীন করিবার স্বপ্নে, এবং আলেকজান্ডারের অধিকৃত দূর প্রদেশসমূহ ব্রিটিশ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবার উচ্চ কল্পনায়, গবর্নর-জেনারেলের অন্তর নিঃসন্দেহে উল্লাসোৎফুল্ল হইয়াছিল। তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য,—অশ্রুবলে শিখদিগকে শতজ্ঞ-নদীর পরপারে বিভাজিত করিবেন ; কিংবা তাহারা যেকোনক্রমে তাহাদের নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিবে ; সামন্তগণ এবং সৈন্তাদিগের প্রতিনিধিবর্গ কোনরূপ বিরুদ্ধি না করিয়া ব্রিটিশ-গবর্নরমেন্টের অধীনতাপাশে আবদ্ধ হইবেন। যে পর্যন্ত তাহা না হইবে, ততদিন পর্যন্ত যুদ্ধে শ্রেয়ঃলাভ হইয়াছে বলিয়া বুঝা যাইবে না। কারণ, হিন্দুস্থানের প্রত্যেক ক্ষুদ্র সীমাস্থই নীরবে আপনাপন স্বাধীনতা প্রাপ্তিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন ; কিংবা এই অবসরে তাঁহারা নিজ নিজ রাজ্যের সীমা বিস্তৃতির জন্য উজোগী হইয়াছেন। কিন্তু যদি দেশে সামন্তগণ সকলেই নির্ভিকচিহ্নে রূতপ্রতিজ্ঞ হইয়া শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হন ; এবং দেশের সৈন্তগণ একতান্বিত্রে আবদ্ধ হইয়া যদি একজন রণকুশল সেনাপতি আজাদীনে পরিচালিত হয় এবং ভীমবেগে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে, ব্রিটিশ-গবর্নরমেন্টের সৈন্তগণ কখনই এত অধিক সংখ্যক সুসজ্জিত শিখসৈন্তকে একবার পরাজিত করিয়াই শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিতে সক্ষম হইবে না। ইংরাজগণ তাহাই ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন। সুতরাং এক্ষণে তাঁহারা গোলাপ সিংহকে জানাইলেন, যদি গজাবের সৈন্তদল বিজয়ী হইয়া হয়, তাহা হইলে, ইংরাজগণ লাহোরে শিখ-প্রাধাণ্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু শিখ-সৈন্তদল ভঙ্গ করা সত্ত্বেও রাজা গোলাপ সিং, ইংরাজদিগকে আপনার অক্ষমতা জানাইয়া বলিলেন যে, তিনি নিজেই তখনও সৈন্তদলের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন ; এমন কি, রণজিৎ সিংহের পরিবারের মজলাকাজী ব্যক্তিগণও সৈন্তদলের

ভয়ে সন্ত্রস্ত। বস্ত্রভঃ, স্বার্থ-সাধনের জন্তই রাজা আপনার অসহায় অবস্থায় বিষয় ইংরাজদিগের নিকট কতকটা অতিরঞ্জিত ভাবে বর্ণন করিলেন। ক্রমে সময় সঙ্গীর্ণ হইয়া আসিল; তখন ইংরাজ নামের গৌরব রক্ষার্থ লাহোরের সহিত অনতিবিলম্বে এক সন্ধি স্থাপনের আবশ্যকতা ইংরাজ পক্ষের সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিলেন। পরিশেষে উভয় পক্ষ একমত হইয়া, এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। স্থির হইল, ইংরাজগণ শিখ-সৈন্য আক্রমণ করিবেন; যুদ্ধে শিখ-সৈন্য পরাজিত হইলে, লাহোর-গবর্ণমেন্ট প্রকাশ্যভাবে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন। তাহারা আপনাদের গবর্ণমেন্টের নিকট কোনই সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না। আরও স্থিরীকৃত হইল যে, শতদ্রু নদী অতিক্রমকালে ইংরাজদিগকে কেহই কোন বাধা প্রদান করিবেন না, এবং বিজয়ী ইংরাজগণ যাহাতে অবাধে রাজধানী লাহোরে উপনীত হইতে পারেন, তাহার সকল ব্যবস্থাই সামন্তগণ নির্দেশ করিয়া দিবেন। এইরূপ অবস্থায়, লজ্জাস্কর ষড়যন্ত্রে এবং আশ্রয়ক্ষণোপোযোগী নীতি অনুসারে স্ত্রী-ওনের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।^{৪৭}

শতদ্রু নদীর পূর্ব তীরস্থিত পরিধাবেষ্টিত দুর্গে ক্রমে ক্রমে বহুসংখ্যক শিখ-সৈন্য আসিয়া সমবেত হইল। তখন দেখা গেল, অধিকাংশ শিখসৈন্য এই দুর্গে অবস্থিত। প্রবল উদ্দীপনার সঙ্গে সঙ্গে অবসর ক্রমে তাহারা সেই দুর্গের আয়তন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়াছিল। সেই দুর্গ প্রাকারের চতুর্দিকে ৬৭টি কামান সজ্জিত অবস্থায় রহিয়াছে, দেখা গেল। তৎকালে পয়ত্রিশ সহস্র শিখ-সৈন্য সেই দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিল। সম্ভবতঃ তাহাদের প্রকৃত সৈন্য-সংখ্যা সর্বশুদ্ধ ২০ সহস্রের অধিক নহে; অধিকন্তু সেই পরিবর্তিত সৈন্যসংখ্যার অধিকাংশই স্বামী সৈন্য নহে। এই দুর্গ নির্মাণে কৌশলের অভাব ছিল। সৈন্য এবং সেনাপতিগণের মধ্যে একতা ছিল না। এই বহুকালব্যাপী যুদ্ধের সময়, প্রত্যেক যুদ্ধে সৈন্যগণ প্রাণপাত চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু সেনাপতিগণ কোনরূপ রণ-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করেন নাই। তাহারা সর্বসময়ে এবং সর্ববিষয়ে নিখর নিশ্চল অবস্থায় কাঁলমাপন করিয়াছিলেন। শিখসৈন্যের মধ্যে কর্মীলোকের এবং সাহসী পুরুষের অভাব ছিল না; কার্যকুশল সৈন্যও তাহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক ছিল। কিন্তু সেই সকল সৈন্য-পরিচালনার কিংবা তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার কেহই ছিল না;—প্রত্যেক নিয়মদৃষ্ট সেনানায়ক নিজ নিজ রণ-নৈপুণ্য এবং শক্তি সামর্থ্যে নির্ভর করিয়া ষষ্ঠাধ্যায় সৈন্যের অগ্রভাগ রক্ষা করিয়াছিল। সৈন্য-শ্রেণীর কেন্দ্রস্থলে এবং বাম পার্শ্বে প্রধানতঃ শিক্ষিত পদাতিক সৈন্য ছিল; একটি মাস্তুলের

৪৭। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২শে ফেব্রুয়ারী গুপ্ত-মন্ত্রণা সভায় গবর্নর জেনারেল যে পত্রাদি প্রেরণ করেন, এখানে তাহাই দ্রষ্টব্য। (Compare the Governor-General's letter to the Secret Committee of the February, 1846) গোলাপ সিংহের সহিত সন্ধি-প্রস্তাব সম্পর্কে যে পত্রাদি লেখা হয়, তাহাতে কেবলমাত্র গোলাপ সিংহের সহিত ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের কথাই উল্লিখিত আছে। মূলগ্রন্থে তাহারই উল্লেখ করা হইল।

উচ্চতার সমপরিমাণ উচ্চস্থানে, সেই সৈন্যশ্রেণীর কেন্দ্রস্থলে এবং বামপার্শ্বে সারি সারি কামান স্থপঞ্জিত ছিল ; সেই উচ্চ স্থান হইতে যুদ্ধ করায়, শিখদিগের অনেক সুবিধা হইয়াছিল। সৈন্য-শ্রেণীর পুরোভাগের বিস্তৃত পরিধা বিনা আয়াসে লক্ষ প্রদান করিয়া সেই পরিধা উল্লঙ্ঘন করা, শস্ত্র সৈনিক পুরুষের পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর। সময়ে সময়ে সৈন্যশ্রেণীর অধিকাংশ সেই বাঁধ বা পরিধার অন্তরালে অবস্থান করিয়া দেখিতেছিল যে, সেখানে কোন প্রহরী না থাকিলেও, লক্ষভেদী অব্যর্থ-সন্ধান গোলান্দাজ সৈন্য তথায় নিবিষ্টে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে ; এবং সেখানে তাহার বিপদাশঙ্কাও অতি অল্প। দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত সৈন্যদল প্রধানতঃ সেই ভাবই প্রকাশ করিতে লাগিল ; নদী-তীরবর্তী বালুকা প্রাকারের অসম্বন্ধ অবস্থা হেতু তথায় কোনরূপ প্রাচীর উত্তোলন বা নির্মাণ করাও সহজসাধ্য নহে ; বিশেষ কৌশল এবং পরিশ্রম ব্যতিরেকে সেই স্থানে প্রাচীর নির্মাণ করা অসম্ভব। যাহারা স্থায়ী সৈন্যদল ভুক্ত নহে, তাহারা এইরূপ অস্থবিধার প্রতীকারে অনভ্যস্ত ; সেই সকল অশিক্ষিত অনিয়মিত শিখ-সৈন্য, সেই সঙ্কট-স্থলে স্থাপিত হইয়াছিল। দক্ষিণ-পার্শ্বস্থিত সৈন্যদলের প্রহরী-স্বরূপ দুই শত ‘জাম্বুরাক’ বা শিকারী সৈন্য তৎপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। কিন্তু এই সৈন্যদল কামানসমূহ হইতেও কিয়ৎ-পরিমাণ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল ; অধিকন্তু শতদ্রু নদীর পরপারে সে সমুদায় বৃহৎ কামান ছিল, তাহাতেও এই সৈন্যদলকে অনেকাংশে সহায়তা করিয়াছিল।^{৪৮} তেজ সিং এই দুর্গস্থিত সৈন্যের সেনাপতি ছিলেন ; এবং শতদ্রু নদীর আরও উত্তরাংশে লাল সিং অতি অসম্বন্ধ-ভাবে বিশৃঙ্খলার সহিত একদল অস্বারোহী সৈন্য পরিচালনা করিতেছিলেন। ইংরাজদিগের একদল অস্বারোহী সৈন্য, লাল সিংহের গতিবিধি এবং কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। আগিওয়ালের যুদ্ধের পর, শিখসৈন্য কিছু নিরুৎসাহিত হইয়াছিল। নির্মল-সলিলা শতদ্রুর খরস্রোতে নাচিতে নাচিতে যে সকল মৃত দেহাবশেষ ভাসিয়া যাইতেছিল, সেই সকল মৃত শিখ সৈন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহারা আরও মর্মান্বিত হইয়াছিল। স্ব-দেশবাসী, স্ব-ধর্মাবলম্বী, সহচর ও সমব্যবসায়ী শিখদিগের ভাসমান মৃত দেহের প্রতি কোনরূপ বিরোচিত সম্মান প্রদর্শিত হয় নাই মনে করিয়া, তাহারা অধিকতর ক্ষুব্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু আত্মবিশ্বাসী

৪৮। সাধারণতঃ সকলের বিশ্বাস,—সুভ্রাওনের দুর্গ-পরিধা নির্মাণে উভয়ের পরামর্শ ছিল। একজন ফরাসী সেনাপতি এবং একজন স্পেনীয় সেনাপতি উভয়ে পরামর্শ করিয়া, এই দুর্গ পরিধা নির্মাণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু সে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না। ফরাসী এবং ইটালিয় সেনাপতিগণের শিক্ষা চাতুর্থে শিখ-সৈন্য রণনিপুণ এবং কার্যকুশল হইয়াছিল, সে মন্তব্যও বিশ্বাসযোগ্য নহে। সীহসী স্পেনীয় বীর হারবন এবং ফরাসী সেনাপতি মোটন তৎকালে সুভ্রাওনে ছিলেন ; এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন,—তাহাতে অণুহাত সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহারা একদল ‘রেজিমেন্ট’ কিংবা একদল ‘ব্রাইগেড’ সৈন্যদলের উপরই আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ; তথাহীত অন্য কোথাও তাহাদের প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই। কিন্তু সৈন্য শ্রেণীর মধ্যে কখনও বৈজ্ঞানিক কৌশল কিংবা মতের একতা পরিলক্ষ্য হয় নাই।

শিখ-সৈন্যের সে আত্মাভিমান পুনরায় হৃদয়ে জাগরিত হইল। এই সময়ে ইংরাজ-নির্মিত একটি পরিদর্শন-মঞ্চ শিখদিগের হস্তগত হয়। সে রাতে তথায় কোন ইংরাজ গ্রহরী ছিল না। সেই স্থান অধিকার করিয়া, এক্ষণে ইংরাজদিগের স্বরক্ষিত স্থানের সম্মুখে শিখ-সৈন্যগণ আপনাদিগের রণ-নৈপুণ্য ও সামরিক কৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিল। এতদসত্ত্বেও প্রবীণ এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের বিচার-শক্তির প্রতি তাহারা কখনও উপেক্ষা প্রদর্শন করিল না। সমগ্র শিখ-জাতির অদৃষ্টে যে বিপৎপাত অবশ্যজ্ঞাবী, তাহার ঘোর বিভীষিকাময়ী মূর্তি স্বতঃই তাহাদের মনে উদয় হইতে লাগিল। পারি-বারিক বিপ্লব বা বৈদেশিক জাতি অতীনতা-পাশ হইতে পরিত্রাণের আর কোন উপায়ই তাহারা দেখিতে পাইল না। ‘আতারি’ সম্প্রদায়ের শুল্ক কেশ সামন্ত শ্রাম সিং স্বদেশের এবং স্ব-জাতির শত্রুর সহিত প্রথম যুদ্ধে নিহত হইতে ক্লতসংকল্প হইয়া, আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। এইরূপে গোবিন্দের মুক্তাভ্যার তুষ্টিসাধনে, বৃদ্ধ শ্রাম সিং আপনার জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার মনে হইল, গোবিন্দের সাধারণ-তত্ত্বের নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের ইহাই একমাত্র উপায়।

রুটিশ-শিবিরে ইংরাজ-সৈন্যগণের উৎসাহের আর অবধি রহিল না। তখনও ইংরাজ-সৈন্তের হৃদয়ে অগাধ বিশ্বাস ;—ইংলণ্ডের ভাগ্যলক্ষ্মী সূত্রসম। ইংলণ্ডের পরিণাম চিন্তা করিয়া, ইংরাজপক্ষীয় সৈন্যগণের মনে তখন আর অগুমাত্র হতাশার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না। আলিওয়ালের বিজয়লাভের পর, সকলেই আশার উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিলেন, এবং সৈন্যগণের উৎসাহ দ্বিগুণ বদ্ধিত হইয়াছিল। কেক্রয়ারী মাসের প্রারম্ভেই দিল্লী হইতে দুর্দমনীয় অসংখ্য সৈন্য ও কামান আসিয়া পৌঁছিল ; সেই সময়ে প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধোপকরণও দিল্লী হইতে সরবরাহ হইয়াছিল। মহাপ্রতাপশালী হস্তাযুধ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুরুভার কামান সমূহ স্থানান্তরে বহন করিয়া লইল ; তাহাতে ইংরাজপক্ষীয় সিপাহী-সৈন্য অল্পম আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। এদিকে ইংরাজ-জাতির বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার নিদর্শন স্বরূপ সেই ভয়াবহ কামান শ্রেণী অবলোকন করিয়া, ইংরাজ-সৈন্তের অন্তঃকরণ গর্বে ফ্যোত হইয়া উঠিল। তখন সকলেই স্থির করিলেন, ১০ই কেক্রয়ারী শিখ-সৈন্তের আবাস-স্থান দুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে। বিপক্ষ ইংরাজ-সৈন্তের মনে প্রতিহিংসা গ্রহণের আশা বলবতী হইয়া উঠিল ; স্বত্তরার সম্পূর্ণ বিজয়লাভে ক্লতনিশ্চয় হইতে, সৈনিক পুরুষগণ বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। ইংরাজ-গোলন্দাজ সৈন্তদলের ‘অক্সিসার’ বা কর্মচারী সৈন্যগণের মনে স্বতঃই উদয় হইল যে, ইঞ্জিয়ারদিগের প্রবর্তিত প্রচলিত নিয়ম অল্পসারে অতি স্বকৌশলে কামান চালনা করিতে হইবে ; এবং অসহায় পদাতিক সৈন্যগণ কর্তৃক বিধ্বস্ত হইবার পূর্বেই, বিপক্ষদিগের দুর্গ-প্রাচীর সম্বন্ধভাগ হইতে ভগ্ন করিয়া, দুর্গ-পার্শ্ব এবং তৎপশ্চাৎ হইতে সেই দুর্গে প্রবেশ করিতে হইবে। কিন্তু বিচারক্ষম অধৈর্য সেনাপতিগণের নিকট এই উপায়-প্রণালী সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। তাহারা

মনে করিলেন, এইরূপ আক্রমণ-প্রণালী দূরদর্শিতার পরিচায়ক বটে, কিন্তু বড়ই ক্লেশজনক। তখন তাঁহারা স্থির করিলেন, শত্রু পক্ষীয় দুর্গ-প্রাচীরের পূর্বভাগস্থিত, কোন নির্দিষ্ট স্থানে সারি সারি বহুসংখ্যক কামান সংস্থাপিত হইবে; যখন নিরবিচ্ছিন্ন গোলাগুলি বর্ষণে শিখগণ বিচলিত হইয়া উঠিবে, এবং তাহাদের দুর্গ প্রাচীর ধ্বংসপ্রায় হইবে, তখন প্রভুতবলশালী তিনটি সুসজ্জিত সৈন্যদল জ্যেষ্ঠবদ্ধ হইয়া বিপক্ষদুর্গের দক্ষিণভাগ বা অরক্ষণীয় দুর্বল অংশ আক্রমণ করিবে; তখন সেই তিন সৈন্যদলের মোট সংখ্যা অন্যান্য ১৫ সহস্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এক্ষণে বৃহৎ একদল ইংরাজ অধিরোহী সৈন্য লাল সিংহের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত হইল। এই যুদ্ধে জয়লাভ হইবামাত্র, যাহাতে বাহুবলে ইংরাজ-সৈন্য শত্রু অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, তজ্জন্য ইংরাজদিগের দুইটি সৈন্যদল কিরোজপুরের সন্নিকটে সুসজ্জিত অবস্থায় রহিল। কি উপায়ে, কি প্রণালীতে শিখদিগকে আক্রমণ করিতে হইবে, তাহার সঠিক বৃত্তান্ত কাহারও নিকট প্রকাশ করা হইল না। কারণ, ইংরাজ পক্ষের অসতর্কতায় এবং অবহেলায় যে পরিদর্শন-স্থল কিছুকাল পূর্বে শিখগণ অধিকার করিয়া লইয়াছিল, তত্রত্য শিখদিগকে হতবুদ্ধি করিয়া ফেলিবার জন্যই এই উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। ২ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ন এবং সায়াংকাল এইরূপ আয়োজনেই কাটিয়া গেল; সকলেই তৎসম্পর্কে ব্যস্ত রহিলেন। যে সকল সৈন্য-শিবির হইতে এ পর্যন্ত কোন ইংরাজ-সৈন্য যুদ্ধে নিযুক্ত নাই, সেই সকল স্থান হইতেও সৈন্যগণ আসিয়া সম্মিলিত হইল। সৈন্যগণ জ্যেষ্ঠবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল; বীরত্ব প্রকাশে যে কর্তব্য সাধন করিতে হইবে, সৈন্যগণ তাহাই আলোচনা করিতে লাগিল; আদেশ গ্রহণ এবং আদেশ-জ্ঞাপনের জন্য, 'অফিসার' বা কর্মচারী সৈন্য ক্ষিপ্ৰকারিতা সহকারে অস্থ পরিচালনা করিতে থাকিলেন। সেই রাত্রে সামান্য বিশ্রামের জন্য, কিংবা মুহূর্তমাত্র নির্জ্জন পরামর্শের জন্য, কাহারও অবসর ছিল না। সর্বদাই সৈন্যদলের পর সৈন্যদল যুদ্ধক্ষেত্রে অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। সর্বদাই গোলাবর্ষণ এবং অস্ত্রের ঝঞ্জন শব্দ যাইতেছিল; সেই অনল বর্ষণের উজ্জল আলোক মধ্যে শাস্ত্রিগণ বীর পদবিক্ষেপে বিচরণ করিতেছিল। সে দৃশ্যে, অমর কবি সেজ্জপীরয়ের প্রতিভা প্রভাবে, চিরস্মরণীয় এজিনকোট যুদ্ধের প্রারম্ভে, এবং বীর নৃশত্রির স্মৃতি স্বতঃই মনোমধ্যে উদ্ভিত হইতে লাগিল।^{৪২}

ক্রমে ক্রমে রজনীর গাঢ় অন্ধকারে দিগ্বাণল ছাইয়া কেিল। প্রকৃতি দেবী যেন নীলাশ্বর পরিধান করিলেন। নিবিড় অন্ধকার; অধিকন্তু অনন্তবাণী কুজ-বাটিকায়, অন্ধতমসাচ্ছন্ন রজনীর গাঢ় অন্ধকার যেন আরও গভীর হইয়াছিল। সেই ভয়াবহ নিশীথ পদবিক্ষেপে বৃটিশ-সৈন্যজ্যেষ্ঠী ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। বাহ্যিক সেনা-নিবাসে উপনীত হইয়া, ইংরাজপক্ষ তথায় কোন শিখসৈন্য দেখিতে পাইল না। বোধ হইল, যেন শিখগণ সর্বত্রই ভয়-বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছে। যখন আক্রমণের কাল

উপনীত হইল, তখন শিখগণ সমূহ বিপদ উপলব্ধি করিতে পারিল; শিখসৈন্যের শিবির হইতে ঘোর অর্তনাদ উপস্থিত হইল। এতৎসঙ্গেও তাহারা সকলেই যুদ্ধার্থ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইতে লাগিল। স্বর্ঘোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজপক্ষ অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ করিলেন; বিপক্ষ দলের অধিকাংশ সৈন্যের উপর অনানুতিন ঘণ্টা ধরিয়া অনবরত অগ্নিবৃষ্টি হইল। ঘৃণিত গোলায় প্রচণ্ড আঘাতে শকটগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে লাগিল; রাশি রাশি বালুকা-স্তূপ বিধ্বস্ত হইয়া বাতাসের সহিত অনন্ত আকাশে মিশিয়া গেল; শূন্যগর্ত গোলা-সমূহ শিখসৈন্যের সম্মুখভাগে নিপতিত হইয়া বিদীর্ণ হইতে লাগিল; তদভ্যন্তরস্থিত সাংঘাতিক অস্ত্র-শস্ত্র শিখসৈন্যের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়ায়, শিখ-সৈন্য বিপর্যস্ত হইতে লাগিল। লক্ষ্যভ্রষ্ট ‘রকেট’ (হাউয়াই বাজীর ন্যায় অস্ত্র-বিশেষ) অস্ত্র ভীমবেগে শূন্যমার্গে উড্ডীন হইয়া, সম্মুখ সৈন্য-স্রোতের মধ্যে নিপতিত হইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ইংরাজ-পক্ষের এত চেষ্টা, এত উত্তম সকলই নিফল হইল; শিখগণ কিছুতেই নিকৃৎসাহিত কিংবা ভীত, বিচলিত হইল না। তাহারা অস্ত্রাঘাতের পরিবর্তে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল; অগ্নির বিনিময়ে অগ্নিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। স্ব-সজ্জিত সৈন্য শ্রেণীর অস্ত্রসমূহের বিদ্যায়নালকে যুদ্ধক্ষেত্রে উজ্জলতাব ধারণ করিয়াছিল। সে দৃশ্য কি মনোহর! গজকময় ধূমরাশি উদ্ভিত হইয়া, কখনও সৈন্যগণকে আচ্ছন্ন করিয়া কেলিতেছিল; কখনও বা উজ্জলতর ধৌতরবারির বজ্র-কঠোর তীক্ষ্ণ রশ্মিতে এবং থরথর পিতল-নির্মিত অসিকোষ ও বর্মের অসাধারণ চাকচিক্যে চক্ষু বলসিয়া বাইতেছিল;—সৈন্যগণের মুখমণ্ডল উজ্জল হইতে উজ্জলতরতাব ধারণ করিতেছিল। গুরুভাষ কামান সমূহের গভীর গর্জন এবং ঘোর প্রতিধ্বনিতে সেই মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি হইতেছিল। জয়েচ্ছু কষ্ট-সহিষ্ণু সৈনিকপুরুষদিগের কর্ণ-কুহরে সেই ধ্বনি প্রবিষ্ট হইয়া, তাহাদের হৃদয়ে উৎসাহ আরও বাড়িতে লাগিল। কিন্তু স্বর্ঘদেব যতই আপন পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ পক্ষের সকলেরই প্রতীত হইল যে, বহুদূরবর্তী স্থান হইতে অনিদিষ্টভাবে অগ্নিবর্ষণ করিলে, কোনই সফল ফলিবে না; কেবল নিরবিচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধই চলিতে থাকিবে। স্বতরাং যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইলে, সম্মুখ-সমর-কুশল বীরহৃদয় পদাতিক সৈন্তের আক্রমণই এক্ষণে বিশেষ কার্যকরী হইবে। অতএব কিছু কালের জন্য অগ্নিবর্ষণ নিবৃত্ত হইল; প্রত্যেক ঘোড়াই ভাবী যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত হইতে লাগিল। বৃটিশ-সৈন্তের অন্তরে এক ভেজঃগর্বশালিনী মহাশক্তি স্বতঃই জাগ্রত হইয়াছিল; যে শক্তি তাহাদের মনে উৎসাহের ও আশার আলোক প্রদান করিয়াছিল, তাহাদের কীর্ণপ্রভ রক্তায়তলোচন এবং অস্ত্রধারণে দৃঢ়মুষ্টিই সেই ভেজঃশক্তির প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বৃটিশ সৈন্তের বায়পার্শ্ব সৈন্তদল যুদ্ধপ্রথা অল্পসারি অতি মৃদুমন্দ পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইল। কিন্তু ইংরাজপক্ষ প্রথমই এক ভুল করিয়া বলিলেন; সৈন্তদলের অধিনায়কগণ প্রত্যেক সৈন্তদলকে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড় না করাইয়া, তাহারা সৈন্ত-বৃহৎ রচনা করিয়াছিলেন; স্বতরাং ইংরাজ-সৈন্ত, শিখসৈন্তের সমকক্ষ হইতে পারিল না; এক্ষণ আক্রমণে

যতক্ষণ যুদ্ধহওয়া সম্ভব, তাহা অপেক্ষা অধিকসময় অতিবাহিত হইল। বিপক্ষ শিখদিগের অব্যর্থ সজ্জানে ইংরাজ পক্ষীয় সৈন্য বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল; শিখদিগের প্রত্যেক অন্ত্রক্ষেপে বিশাল ইংরাজসৈন্তের অধিকাংশই মৃত্যু অলিঙ্গন করিল; শিখদিগের সাংঘাতিক 'মাস্কেট' এবং ঘূর্ণাহমান কামানের নিয়ত অগ্নিবর্ষণে, এবং শিখ গোলন্দাজ সৈন্তের আক্রমণে, ইংরাজসৈন্তের অধিকাংশই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল, কেহ বা পশ্চাৎ হটিয়া গেল। বামপার্শ্বের প্রান্তভাগে, ইংরাজসৈন্তগণ দুর্গের বহির্ভাগস্থ পরিখা অতিক্রম করিয়া, দুর্গ প্রাচীরের পশ্চাত্তাগে প্রবেশ করিল। কিন্তু সে স্থান অধিকার করায়, কোনই ফল হইল না। এদিকে দক্ষিণপার্শ্বে তাহাদের সহচরগণ কতকাংশে জয়লাভ করিয়া উৎসাহিত হইল বটে; কিন্তু পৃষ্ঠ প্রদর্শনের বৃশ্চিক দংশনে তাহারা জর্জরিত হইতে লাগিল; তাহাদের ক্রোধ ও ক্ষোভের আর অবধি রহিল না। ইংরাজসৈন্তগণ স্বাভাবিক উত্তেজনা বশে বিভিন্ন দলে (Wedges and Masses) বিভক্ত হইল; পরিশেষে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া, একজন প্রাজ ও নির্ভীক বীর সেনাপতির অধিনায়কত্বে, ব্রিটিশ-বাহিনী প্রবলবেগে শিখসৈন্যের উপর নিপতিত হইল।^{৫০} এক বিকট চাংকারধ্বনিতে ব্রিটিশ সৈন্যগণ পরিখা উল্লঙ্ঘন করিল; দুর্গের চতুর্দিকস্থ প্রাচীরের উপর আরোহণ করিয়া ইংরাজ পক্ষীয় সৈন্যগণ শিখদিগের কতকগুলি কামান অধিকার করিয়া বাসিল; যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষের জয়লাভ হইল। কিন্তু এই যুদ্ধে ইংরাজদিগকে বহু আত্মা স্বীকার করিতে হইয়াছিল; শিখগণ ঐকান্তিকতা সহকারে এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত অটলভাবে যুদ্ধ করিল; অভ্যন্তরস্থ কামানসমূহ শ্রান্ত ও ক্লান্ত আক্রমণকারীগণকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। তখন কেবল পরিখার প্রান্ত বা তীরভূমি অধিকৃত হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু এই পরিখাপ্রান্তও এক মুহূর্তে অধিকৃত হয় নাই। প্রথম আক্রমণকারীগণ বিধ্বস্ত হইলে, কেন্দ্রস্থিত সৈন্যদলকে পুরোভাগে আগমনের আদেশ প্রদান করা হয়। এই সকল গ্রহরী সৈন্য জেগীবদ্ধ হইয়া সেই দুর্গ প্রাচীর অভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছিল; সামান্য বেড়া অপেক্ষা সেই প্রাচীর অত্যধিক উচ্চ, এবং বহুদূর বিস্তৃত; সেই প্রাচীরের জন্যই ইংরাজ সৈন্যের প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ হয়। বিজয়-গবিত শিখদিগের অগ্নিবর্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া, শেষোক্ত ইংরাজ সৈন্যও পশ্চাৎপদহইয়াছিল। কিন্তু অতঃপর তাহারা পুনরায় একত্রিত হইয়া, শিখদিগকে আক্রমণ করিল; প্রায় এক কাঁলং বা ৪৫০ হস্ত পরিমিত দূরবর্তী স্থান হইতে শিখদিগকে আক্রমণ করিয়া, ব্রিটিশ সৈন্য আপনাদিগের স্বাভাবিক বীরত্বের এবং চরিত্রগত উচ্চ-শিক্ষার পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হইল। দ্বিতীয়বার আক্রমণকারী ব্রিটিশসৈন্যদল বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছিল, এবং তাহাদের নিকট অনেক সাহায্যও পাইয়াছিল। এই বোরতর যুদ্ধের অবসানে, কেন্দ্রস্থিত সৈন্যদল

৫০। দুর্গ পরিখার সন্নিকটে সার রবার্ট ডিক যখন আপনার অনুরাগী সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিতেছিলেন তখন তিনি সাংঘাতিক রূপে আহত হন।

পুরোভাগস্থিত বিপক্ষপক্ষীয় সকলগুলি কামানই অধিকার করিয়া লইল। ব্রিটিশ সৈন্যের দ্বিতীয় দলের এই অভাবনীয় পৃষ্ঠ-প্রদর্শনে, এবং প্রথম দলের ঘোরতর যুদ্ধাভিযানে হয়তো কোন প্রত্যক্ষবাদী স্বতঃই বিজয়লাভের পরিবর্তনশীল বিভিন্ন কারণ ও অবস্থা-পরম্পরার বিষয় চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। কিন্তু সেনায়ুদ্ধে সকলেই সমবেত হইয়া, ক্ষিপ্তকায়িতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। আলিওয়ালের যুদ্ধে বিজয়ী সৈন্যগণ, দক্ষিণপার্শ্বে থাকিয়া তাহাদের সম্মুখভাগস্থিত শিখসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। অন্যান্য সমস্ত অংশ আক্রান্ত হওয়ায়, নির্ভীক বীরপুরুষ সকলেই ধ্বংসমুখে পতিত হইল। স্থানে স্থানে ভূপাকারে মৃত সৈনিকদল পতিত হইল; প্রথমশ্রেণী, দ্বিতীয়শ্রেণীর উপর পড়িল। এই দ্বিতীয় সৈন্যদল নির্ভীক-চিন্তে বিপক্ষ ব্রিটিশ সৈন্য আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইতেছিল। এক্ষণে ব্রিটিশ-সৈন্যের দুইটি দল একত্র মিশিয়া গেল; পরিশেষে ব্রিটিশ-সৈন্য বিশৃঙ্খলভাবে ভীমবেগে বিপক্ষদলকে আক্রমণ করিতে লাগিল, তখন দ্বিতীয় সৈন্যদল তাহাদের লুপ্ত-খ্যাতির পুনরুদ্ধার সাধন করিল; বিপক্ষ শিখদিগের শিবির মধ্যে জলস্রোতের ন্যায় ব্রিটিশ অশ্বারোহী আসিয়া পতিত হইল; তাহারা বামপার্শ্ব হইতে আসিয়া অগ্রবর্তী সৈন্যের সহিত যোগদান করিল; স্বতরাং পরিশ্রান্ত ইংরাজ পদাতিক সৈন্য অপেক্ষা তাহাদের সৈন্যবল অনেকাংশে বৃদ্ধি হইল।

এইরূপে শিখদিগের দুর্গ পরিধার সর্বত্রই উন্মুক্ত হইল। ব্রিটিশ সৈন্যের গোলাগুলির আঘাতে দুর্গের সর্বত্রই ভয় হইয়াছিল। কিন্তু অসম্মিত কামান-শ্রেণী পরিচালক শিখ-সৈন্য তখনও বশ্যতা-স্বীকার করিল না। দুর্গাভ্যন্তরে বহুতর সাহসী সৈন্য দৃষ্টিগোচর হইল; তাহারা প্রতি বিপৎপাতেই প্রত্যেক বাধা-বিষয়ে অবসর বুঝিয়া স্বযোগ অহুমস্কান করিত;—তাহা হইতে সেই সকল বীরপুরুষ লভ্য অহুমস্কান করিত। এমন কি, সূচ্যাগ্র-প্রমাণ ভূমিধগুর জন্যও তাহারা ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে কুণ্ঠা বোধ করিত না। বস্তুতঃ, দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক তেজ সিং উত্তেজনা-বহির অনলশ্রোত প্রবাহিত করিয়া, আপনার দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত সৈন্যগণের হতাশ-হৃদয়ে বলসঞ্চার করেন নাই। তিনি প্রথম আক্রমণেই পলায়ন করিয়াছিলেন। হয় আকস্মিক ঘটনাবশতঃ, না হয় স্বেচ্ছাপূর্বক, তেজ সিং শতজ্ঞ-নদী নৌ-সেতুর মধ্য-ভাগস্থিত একখানি নৌকা ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। বৃদ্ধ প্রাচীন শ্রাম সিং আপনার প্রতিজ্ঞা বা ব্রতের কথা কখনও বিশ্বত হন নাই। তিনি স্তম্ভবর্গের সামান্য একটি গোষাক পরিধান করিলেন; বোধ হইল, তিনি যেন মৃত্যুর জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। অতঃপর শ্রাম সিং, গুরুধর্ম রক্ষার জন্য সকলকেই প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে অহুরোধ করিলেন, তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, সাহসী বীরপুরুষকেই গুরু গোবিন্দ অবিমিশ্র নিত্য-স্বপ্নের অধিকারী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এইরূপ উৎসাহ বাক্যে শ্রাম সিং বিধ্বস্ত সৈন্যদিগকে পুনর্মিলিত করিলেন; পরিশেষে স্বদেশ-প্রাণ বৃদ্ধ শ্রাম

সিং, স্বদেশের, স্বজাতির জন্ত, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জন দিলেন ; স্বদেশবাসীর রাশিকৃত মৃতদেহের মধ্যে তাহার মৃতদেহ পড়িয়া রহিল। তখন জয়ভূমি, স্বদেশ-রক্ষার্থে অন্যান্য সকলেও শ্রাম সিংহের উৎসাহে অল্পপ্রাণিত হইল। বিপক্ষ ইংরাজ সৈন্যের নিরবচ্ছিন্ন অগ্নি-বর্ষণের মধ্যেও তাহার দূর্গ প্রাচীরের উপর দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহার তরবারি হস্তে বিপক্ষদিগের উপর পতিত হইল, এবং ইংরাজসৈন্য বেদিক হইতে আক্রমণ করিয়াছিল, সেই দিকে কামান ফিরাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণের জন্য, শিখ-সৈন্য কামান-পরিচালক সৈন্যদিগকে উপদেশ প্রদান করিল। ভয় দূর্গ প্রাচীরের দুর্ভেদ্য অর্দ্ধাংশ বরাবর প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া ঘোরতর যুদ্ধ চলিল ;—লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হইল। এক প্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত দূর্গপ্রাচীর রক্তে রঞ্জিত হইয়া গেল ; এবং মৃত, অর্দ্ধমৃত ও মুমূর্ষু সৈন্যদেহে দূর্গ-পরিখা পরিপূর্ণ হইল। কর্ণধারকারী কামান গর্জনে এবং অসংখ্য বন্দকের ঘন ঘন অগ্নিদগীরণের মধ্যে, তখনও ইংরাজপক্ষের জয়ধ্বনি অথবা ঘৃণাব্যঞ্জক ঘোর চীংকার শব্দ শুনা যাইতেছিল। এবং অগণিত তরবারির বিদূৎ-ঝলক তখনও স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল ; অথবা সময় সময় অগ্নিদগীরণকারী কামানসমূহ হইতে শূন্যগর্ভ গোলা সমূহ নিগতিত হইয়া, মহাশব্দে বিদীর্ণ হইতেছিল ; কখনও বা সেই প্রচণ্ড গোলার আঘাতে বিক্ষোভিত ধূম ও অনলসমূহ ভেদ করিয়া, বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড এবং বৃহৎ মৃত্যুকানুপ শূন্যমার্গে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তৎকালে বোধ হইয়াছিল, যেন সৈন্যগণ সেই ধূম ও অগ্নি-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। তখন সেই লোমহর্ষণ যুদ্ধে, অস্ত্রের রক্তমাংস এবং কামানের গভীর গর্জনের মধ্যেও ক্ষণকালের জ্ঞানও তৎপ্রতি সকলেই মনঃসংযোগ করিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে রক্তশোষণযোগী সমুদায় স্থানই বৃটিশ সৈন্য অধিকার করিয়া বসিল। শিখসৈন্য ক্রমশঃই হুতর শতদ্রু অভিমুখে পশ্চাৎ হটিতে লাগিল। বৃটিশ সৈন্য, অস্বারোহী ও পদাভিক সৈন্যদলে বিভক্ত হইয়া, উভয় দিক হইতে শিখদিগকে আক্রমণ করিল ; কিন্তু এতৎসঙ্গেও শিখদিগের কেহই অধীনতা স্বীকারে সন্মত হইল না ;—গোবিন্দের শিশুগণের কেহই আশ্রয় প্রার্থনা করিল না। শিখগণ সর্বসময়েই বিজয়ী ইংরাজদিগের সন্মুখীন হইয়া, সদর্পে বাধা প্রদান করিল ; কেহ কেহ বা সগর্বে মৃদুশব্দ পদবিক্ষেপে রোষভরে চলিয়া গেল ; কিন্তু মৃত্যু অবধারিত জানিয়াও অধিকাংশ শিখসৈন্য ভীমবেগে বিপুল ইংরাজ বাহিনীর সন্মুখীন হইয়া অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিল। পরাজিত শিখদিগের অদম্য সাহস, উৎসাহ ও বীরত্ব দেখিয়া, বিজয়ী বৃটিশ-সৈন্য বিস্ময়াবিষ্ট ও হতবুদ্ধি হইল ; অসহায় মুমূর্ষু সৈন্যের ঘৃণাব্যঞ্জক নিফল জ্বকুটি ভক্তিমায়, বৃটিশ সৈন্য আর তাহাদের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিল না। কিন্তু সৈন্তের অধিনায়কগণ তখনও আপনাপন উদ্দেশ্য সাধন কল্পিতে সমর্থ হন নাই। হুতরাং বীরোচিত প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থের প্রলোভন বশতঃই হউক, অথবা নিজ নিজ স্বার্থ সাধনোদ্দেশ্যেই হউক, সৈন্তের অধিনায়কগণ গোলন্দাজ সৈন্যদিগকে শতদ্রু নদীর খরস্রোতে অবতরণ করার জন্ত জিদ করিতে

লাগিলেন। যে সৈন্যদল এ পর্যন্ত তাঁহাদের প্রভুত্ব-ক্ষমতা স্থগার সহিত উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে, আরও নিশ্চিতরূপে সেই শিখদিগের ধ্বংস-সাধন করাই অধিনায়কগণের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু মহাকাব্যে বর্ণিত দেব-দেবীসমূহ কখনই জীবন্ত বীরপুরুষগণকে প্রাপীড়িত বিপদে প্রোতস্থিত করিয়া সলিলে উৎসর্গ করেন নাই। বহুসংখ্যক মৃতদেহ তুপাকারে পতিত হইয়া প্রোতস্থিত গতি রোধ হইল, এবং পলায়নপর হতাহত সৈন্যের রক্তে নদীর জল লোহিত বর্ণ ধারণ করিল।

চিরকীৰ্ত্তি অর্জনে অভিলাষী বীর সমাজ

এইরূপেই প্রতীহিংসা-বৃত্তি চরিত-

ত্যাগ করিয়া থাকেন।

তখন নেতৃবৃন্দের প্রতীহিংসা-বৃত্তি সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হইল। ধূলিরাশি, ধূম এবং মৃতদেহ পরিবৃত্ত সৈন্যগণ ক্ষণকালের জন্য স্পন্দহীন অবস্থায় দণ্ডায়মান রহিল। পরিশেষে বিজয় লাভের মাহাত্ম্য স্বভঃই মনে উদয় হওয়ায়, সৈন্যগণের মনোভাব আপনাই ব্যক্ত হইয়া পড়িল। পুনঃপুনঃ জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া, সৈন্যদল বিজয়ী সেনাপতিগণকে অভিবাদন ও অভিনন্দন করিতে লাগিল।^{৫১}

যে দিন যুদ্ধে বিজয়লাভ হইল, সেই দিন রজনীযোগে একদল বৃটিশ সৈন্য কিরোজ-পুরের সম্মুখভাগে শতজ্ঞ নদী অতিক্রম করিল। তথায় তাহারা শত্রুপক্ষীয় কাহাকেও দেখিতে পাইল না। ১২ই ফেব্রুয়ারী সৈন্যগণ কাম্বরের দুর্গ অধিকার করিয়া বসিল; তথায় কেহই তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিল না। পর দিবস সেই সৈন্যদল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সেই প্রাচীন নগরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া রহিল। তৎকালে সকলেরই অজ্ঞান হইল, তখনও ২০ সহস্র শিখ সৈন্য অমৃতসর অঞ্চলে সমবেতরূপে অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু “খালসার” সমস্ত প্রতিনিধিবর্গের বা “খালসা” সৈন্যের তখন আর সে পূর্ব ক্ষমতা ছিল না। ধন-সম্পত্তি, আহাৰ্য এবং যুদ্ধোপকরণ প্রভৃতি তাঁহাদের কর্তৃত্বাধীনে ছিল, প্রথমে তাঁহারা উদাসীন থাকায় শিখ সৈন্যের পরাজয় হইল; তাঁহারা প্রকারান্তরে শিখ সৈন্যের ধ্বংস সাধন করিলেন। পরিশেষে তাঁহারা যাইয়া বিপক্ষ ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইলেন। স্বভাৱে অনন্যোপায় হইয়া, শিখগণ লাহোর দরবারের অহুরোধে সম্মতি জ্ঞাপন করিল;—বৃটিশ-গবর্ণমেন্ট পূর্বে যে যে সর্তে লাহোরে শিখরাজ্য প্রতিষ্ঠার

৫১। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী লর্ড গাফ, গবর্ণর-জেনারেলের নিকট যে কাগজ-পত্র প্রেরণ করেন, এ স্থলে তাহাই উল্লেখ্য। ম্যাকগ্রিগরের ‘শিখ-ইতিহাস’, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠা ইত্যাদি। (Compare Lord Gough's despatch of the 13th February, 1846; and Macgregor's 'History of the Sikhs, ii. 154. &c.) এই যুদ্ধে ব্রিটিশ পক্ষে সম্ভবতঃ ৩২ জন নিহত এবং ২০০০ জন আহত হয়। শিখদিগের পক্ষে সম্ভবতঃ ৫,০০০ পাঁচ সহস্রেরও অধিক সৈন্য নিহত হয়। সম্ভবতঃ নিহত শিখসৈন্যের পরিমাণ,—৮,০০০ আট সহস্র। ইংরাজদিগের কাগজ-পত্রে যে হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতেও এই হিসাব অল্প বসিয়া অনুমিত হয়।

প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন, এক্ষণে ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্টের সহিত সেই সমুদায় সর্ব-বন্দোবস্ত নির্ধারিত করিতে, শিখদিগের প্রিয় মন্ত্রী গোলাপ সিং সর্বপ্রকার ক্ষমতার ভূষিত হইলেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারী রাজা গোলাপ সিং এবং অপরাপর কতকগুলি সামন্ত গবর্ণর-জেনারেলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; কাণ্ডুরে গবর্ণর-জেনারেল তাঁহাদিগকে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। গবর্ণর জেনারেল তাঁহাদিগকে জানাইলেন,—দলীপ সিং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের মিত্র-রাজ মধ্যে পরিগণিত হইবেন; শত্ৰু এবং বিপাশার মধ্যবর্তী সমগ্র রাজ্যখণ্ড বিজয়ী ইংরাজদিগের অধিকারে থাকিবে; যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ লাহোর গবর্ণমেন্ট ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে ১৫ লক্ষ পাউণ্ড ষ্টার্লিং (পাউণ্ড=১৫.০০ টাকা) ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য হইবেন। গবর্ণর-জেনারেল সামন্তগণকে বলিলেন যে, প্রথম আক্রমণকারিগণ যে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, তদ্বিষয় সর্বসাধারণের গোচরীভূত করাই এই ক্ষতিপূরণ গ্রহণের উদ্দেশ্য। তাঁহাদের মনেও ধারণা হইবে,—নিরপরাধী ইংরাজদিগের সহিত বুখা শত্রুতাচরণে শত্রুপক্ষের সমুচ্ছ কতি অবশ্যস্বারী। বহু তর্ক-বিতর্কের পর শিখ-প্রতিনিধিগণ বিরক্তিসহকারে সেই সন্ধি-সর্তে স্বীকৃত হইলেন; যুবক মহারাজ স্বয়ং আসিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অধীনতা স্বীকার করিলেন; পরিশেষে ২০শে ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ বাহিনী শিখ-রাজধানীতে আসিয়া উপনীত হইল। ইহার দুই দিবস পরে, দুর্গের কিয়দংশ ইংরাজ সৈন্তে পরিপূর্ণ হইল। আত্মাভিমानी বিপক্ষ শিখগণ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া অধীনতা স্বীকার করিয়াছে, ভারতীয় জনসাধারণের মনে সেই বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া দেওয়াই,—ইহার গৃঢ় উদ্দেশ্য। তৎকালে ভারতের সর্বত্রই সামন্তগণ জাতকোপ এবং হিংসাপরবশ হইয়া, দুর্দ্বন্দ্ব ব্যবচ্ছেদ-বিধানকারী বৈদেশিক ইংরাজদিগের অবশ্যস্বারী অধঃপতনের বিষয় সচরাচর আলোচনা করিতেন। ৫২

এক্ষণে গবর্ণর-জেনারেল শিখদিগের পূর্ব অপরাধের শাস্তি বিধান করিয়াই নিরন্তর

ভারতের প্রধান ইংরাজ-সেনাপতির হিসাব মতে, শিখসৈন্তের পরিমাণ, ৩০ সহস্র ছিল। সচরাচর কথিত হয়, সেই দুর্গে শিখদিগের ৩৬টি ‘রেজিমেন্ট’ বা সৈন্যদল থাকিত। কিন্তু পরিখায় এবং দুর্গে প্রাচীরে ২০ সহস্র পরিমিত সৈন্য ছিল কিনা, তাহা সন্দেহমূলক। আক্রমণকারী সশস্ত্র সৈন্তের পরিমাণ, তৎকালে ১৫ সহস্র নিরূপিত হইয়াছিল।

এই যুদ্ধ সূত্রাণের যুদ্ধ নামে পরিচিত। যে স্থানে যুদ্ধ হয়, তৎকালে তৎসন্নিকটে সূত্রাণ বা সাত্তাহান নামে একটি বা দুইটি পল্লী ছিল; তাহাদের নাম অনুসারেই এই যুদ্ধের নামকরণ হইয়াছে। “সাত্তা বা (বহুবচনে) সাত্তাহান” নামক জাতির কয়েকটি শাখা সম্প্রদায় তৎকালে সেই পল্লীতে বাস করিত। তাহারা যে স্থানে বাস করিত, তাহাদের নাম অনুসারেই সেই স্থান অভিহিত হইয়াছে। পরিশেষে একটি যুদ্ধে জয়লাভ হওয়ার, সেই সূত্রাণ নাম যুদ্ধের সহিত আজিও গ্রথিত রহিয়াছে।

৫২। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী এবং ৪ঠা মার্চ শুণ্ডমন্ত্রণা সভার, গবর্ণর জেনারেল যে কাগজ-পত্র প্রেরণ করেন, এখলে তাহাই উল্লেখ্য। (Compare the Governor-General to the Secret Committee, under dates the 19th February, and 4th March, 1846.)

রহিলেন না। ভবিষ্যতে তাহারা কখনও ইংরাজদিগকে বিপর্যস্ত না করে, তজ্জন্য তিনি শিখদিগের মনে ভয় জন্মাইতে চেষ্টা করিলেন। তজ্জন্যই তিনি বিপাশা নদীর তীরবর্তী স্থানসমূহ অধিকতর উপযোগী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। শত্ৰুর প্রাচীন সীমানা সম্পর্কে না হইলেও, লাহোরের সম্পর্কে সে সমুদায় স্থান অধিকার করা বৃটিশ-গবর্নমেন্টের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইয়াছিল। সেই উদ্দেশ্যেই গবর্নর-জেনারেল প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলেন, গোলাপ সিং, জাম্মুর পার্বত্য প্রদেশে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষিত হইবেন।^{৫৩} বৃটিশ-গবর্নমেন্ট স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করেন, গোলাপ সিংহের পরিবারবর্গ সর্বদা সেই আশাই করিতেন। বস্তুতঃ, আশ্রিত ও অধীনস্থ পঞ্জাব গবর্নমেন্টের সর্বাদিসম্মত মন্ত্রী বলিয়া পরিচিত হইতে তখনও যে গোলাপ সিং অভিলাষী ছিলেন, হয়তো সে বিষয় কাহারও স্মৃতি-পথে পতিত হয় নাই।^{৫৪} আলিওয়ালের যুদ্ধে বৃটিশ-পক্ষের বিজয়লাভে যখন জানা গেল, শিখদিগের সম্পূর্ণ পরাজয় অবশ্যস্বাবী, তখন রাজা গোলাপ সিং ইংরাজদিগের নিকট এক প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। সমগ্র লাহোর রাজ্যের শাসনকর্ত্বয়পদে গোলাপ সিংকেই প্রতিষ্ঠিত করা হইবে;—গোলাপ সিং সেই আশাতেই যে পূর্বে ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তাহাও এক্ষণে কাহারও মনে উদয় হইল না। পূর্বে পঞ্জাবের সামন্তগণ এবং জনসাধারণ ঘোর বিপজ্জালে বিজড়িত হইয়া গোলাপ সিংহকে উজ্জীর পদ প্রদান করেন। যখন সময় অতি সন্ধ্যা হইয়া আসিল, অথচ সমস্ত যুদ্ধ সামগ্রী আসিয়া পৌঁছিল না, তখন গবর্নর-জেনারেল প্রমুখ ইংরাজগণ

৫৩। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা ও ১৯শে ফেব্রুয়ারী গুপ্ত মন্ত্রণা-সমিতির বরাবর গবর্নর জেনারেলের পত্র।
(Compare Governor-General to the Secret Committee.)

৫৪ গোলাপ সিংহের পরিবারবর্গ বহুকালব্যধি এই কল্পনা মনে মনে পোষণ করিয়া আসিতে-ছিলেন। ধীরান সিং, কর্ণেল ওয়েডকে স্থানান্তরিত করিতে বহু চেষ্টা করেন। ধীরান সিংহের মনে হইয়াছিল,—কর্ণেল ওয়েডের পর যে ব্যক্তি প্রতিনিধি নিযুক্ত হইবেন, তিনি ধীরান সিংহের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, তাহারই মঙ্গলসাধন করিবেন; কর্ণেল ওয়েড সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। যখন ধীরান সিং সেই ধারণার বশবর্তী হইয়া কার্যে প্রবৃত্ত হন, তখন হইতেই গোলাপ সিংহের পরিবারের এই আশা। লাহোর-সত্রীর এই উভয় সংকল্পই মিঃ ক্লার্ক অবগত ছিলেন; কিন্তু জাম্মুর সামন্তগণকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করার প্রস্তাবই মিঃ ক্লার্ক প্রধানতঃ অধিকতর শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন। নাও নিহাল সিংহের মৃত্যুর পর, সকলেই জাম্মুরাজগণের প্রতি বিেষ ভাব প্রকাশ করিত,—সম্ভবতঃ সেই কারণেই মিঃ ক্লার্ক জাম্মুর রাজগণের পক্ষপাতী ছিলেন।

ইংরাজগণ যদি গোলাপ সিংহকেই মন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে ইচ্ছা করিতেন, এবং লাল সিংহের জীবদ্ভাব্যে সন্ধ্যা কোনই তথ্য না লইতেন, তাহা হইলে, সম্ভবতঃ লাহোরে বিশাল শক্তিসম্পন্ন হুনিয়ন-বদ্ধ গবর্নমেন্ট পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত। তাহা হইলে সম্ভবতঃ লাহোর অধিকারের এবং ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের সন্ধি-বন্ধনেরও কোনই প্রয়োজন হইত না।

গোলাপ সিংহকেই পঞ্জাবের মন্ত্রী বলিয়া মানিয়া লইলেন।^{৫৫} কিন্তু যখন লাল সিং দেখিলেন, চারিটি তুমুল সংগ্রামের পর, গবর্নর-জেনারেল সন্তুষ্টচিত্তে, অথবা বাধ্য হইয়া, লাহোর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, এবং লাহোর ব্রিটিশ-গবর্নমেন্টের মিত্র-রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইল, তখন তাঁহার আনন্দের আর অবধি রহিল না। লাল সিং মনে ভাবিলেন, মচারাঙ্গের মাতার উপর তাঁহার অযথা প্রভুত্বপ্রভাব তখনও সম্পূর্ণরূপে বর্তমান; সুতরাং সেই রমণীর সহযোগিতায় তিনি ঘৃণিত জাম্মু-রাজকে পদচ্যুত করিতে সমর্থ হইবেন,—লাল সিংহ সেই আশায় উৎফুল্ল হইতে লাগিলেন। সমস্ত ষড়যন্ত্র, রাজদ্রোহ ও স্বদেশদ্রোহের ফলে, অবিলম্বেই সিদ্ধিসাভের সম্ভাবনা দেখিয়া, সেই নীচাশয় চাটুকার লাল সিং মনে মনে আপনাকে বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই স্বদেশদ্রোহিতা এবং ষড়যন্ত্রের ফলে, স্বাধীন শিখ-রাজ্যের উচ্ছেদ-সাধনে তাঁহার আয়োজনিত বিহিত হইবে,—লাল সিংহের আশার আর অবধি রহিল না। গোলাপ সিংহ বুঝিলেন,—ইংরাজদিগের সাহায্য ব্যতীত আত্মরক্ষা করা অসম্ভব; তাঁহার পূর্ব ক্ষমতা সমস্তই লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজগণ তাঁহাকে লাহোরে মন্ত্রীরূপে সাহায্য করিতে অস্বীকার করেন নাই। সুতরাং গোলাপ সিং এক্ষণে নূতন বিষয়ের দাবী করিয়া, গবর্নর-জেনারেলকে হতবুদ্ধি করিয়া ফেলিলেন। গোলাপ সিংহ বলিলেন, তৎকর্তৃকই এত শীঘ্র শিখদিগের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে; এবং তাঁহারই ষড়যন্ত্রে শিখগণ এত শীঘ্র ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে; সুতরাং গবর্নর জেনারেল গোলাপ সিংহকে কি পুরস্কার প্রদান করিবেন? এক সময়ে গোলাপ সিং কান্তার বলিয়াছিলেন যে, ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ চালাইতে হইলে, দুর্দ্বর্ষ পদাতিক সৈন্যসমূহ দুর্গমধ্যে সুরক্ষিত এবং সুসজ্জিত অবস্থায় থাকিবে;—সে কথা তখন সকলেরই স্মৃতিপথে পতিত হইল; এবং দিল্লীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত সমস্ত দেশে কেবল অস্বারোহী সৈন্য বিচরণ করিবে,—গোলাপ সিংহের সে কথাও কেহ বিস্মৃত হন নাই। যখন সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছিল, এবং সময় ক্রমেই সংক্ষেপ হইয়া আসিতেছিল, তখন সকলেরই উপলব্ধি হইল যে, অবশিষ্ট শিখসৈন্যের সহিত যোগদান করিয়া, রণকুশল জাতিকে অকাতরে প্রচুর অর্থরাশি এবং অসু-শস্ত্র প্রদানে যে ব্যক্তি কোন না কোন

৫৫। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা ও ১৯শে ফেব্রুয়ারী 'গুপ্ত মন্ত্রণা সমিতিতে' গবর্নর-জেনারেল যে পত্র প্রেরণ করেন, এখানে তাহাই দ্রষ্টব্য L. (Compare the Governor General's letter to the Secret Committee, of the 3rd and 19th February, 1846.) এতদ্ব্যতীত পত্রেই লর্ড হার্ডিঞ্জ জানাইয়াছিলেন যে, গোলাপ সিংহের কোন উপকার করিতে, তাঁহার একান্ত বাসনা। গোলাপ সিংহকে স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে ব্রিটিশ-গবর্নমেন্ট ইচ্ছা করেন, গবর্নর-জেনারেল সে কথাই কোনও উল্লেখ করেন নাই। কিংবা তৎকালে যে সন্ধি প্রস্তাব চলিতেছিল, জাম্মুর স্বাভাব্যতা অবলম্বন সম্বন্ধে উল্লেখ্য কোন সর্ব নির্দিষ্ট হইবে, গবর্নর জেনারেল সে বিষয়ও শিখদিগকে জানান নাই। সত্য কথা বলিতে গেলে, ইংরাজদিগের বিজয়সান্তের আনন্দোৎসবে, সেই ক্ষমতাশালী রাজাকে সন্তুষ্ট করার বিষয়, ইংরাজ পক্ষ একান্তরূপে বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

সময়ে দুর্দ্বর্ষ ও দুর্দমনীয় হইয়া উঠিতে পারে, এক্ষণে তাঁহাকেই সঙ্কট রাধা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের প্রধান কর্তব্য।

তৎকালে লাহোর রাজকোষের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। লাল সিংহও শত্রুকে অপসারিত করিয়া আপনাদের উন্নতির পথ মুক্ত করিতে স্বতঃপরতঃ চেষ্টা করিতে-
ছিলেন। সেই অবসরে গবর্ণর-জেনারেল ও কারান্তরে রাজা গোলাপ সিংহের আশঙ্ক্যবায়ী
তৃপ্তি-বিধান করিলেন। তাহাতে রণজিৎ সিংহের উত্তরাধিকারীর আধিপত্য-প্রতিপত্তি
আরও হ্রাস হইল। জাম্মুর রাজা আপনাদের সামান্য গণ্ডীর মধ্যে বিপুল ক্ষমতা সীমাবদ্ধ
রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না। তখন যুদ্ধের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য ইংরেজগণ যে ক্ষতি-
পূরণের দাবী করিয়াছিলেন, লাহোর গবর্ণমেন্ট তাহার তৃতীয়াংশের অধিক পরিশোধ
করিতে সক্ষম হইলেন না; তাহার দুই তৃতীয়াংশ বাকী রহিল। হুতরাং ব্রিটিশ-
গবর্ণমেন্ট টাকার পরিবর্তে রাজ্য গ্রহণ করিলেন। পঞ্জাব ব্যবচ্ছেদ আরম্ভ হইল;
কাশ্মীর এবং বিপাশা হইতে শতদ্রু নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-খণ্ড পঞ্জাব হইতে পৃথক হইয়া
গেল; গোলাপ সিং সেই রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া লাহোরের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত
হইলেন। রাজ্যলাভের জন্য তন্মুলাস্বরূপ গোলাপ সিং, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে ১০ লক্ষ
পাউণ্ড ষ্টার্লিং প্রদান করিলেন। শিখদিগের ক্ষমতা হ্রাস করা সম্পর্কে বলিতে গেলে
ইংরেজগণ অতি চতুরতার সহিত এই নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু এই সকল
কার্য-প্রণালী ব্রিটিশ নামের মহত্বের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়াছিল; তাহাতে ব্রিটিশ নামের
গৌরব কিছুই রক্ষিত হয় নাই। যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পূর্বে, গোলাপ সিং আপন
প্রভু লাহোরপতিকে দণ্ড স্বরূপ ৬৮ লক্ষ টাকা (৬৮,০০,০০ পাউণ্ড) প্রদান করিতে
স্বীকৃত হন,—সে বিষয় বিবেচনা করিলে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের এই নীতি সন্দেহে ঘোর
আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে।^{৫৬} প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য উভয় মহাদেশের প্রথা
অনুসারে, প্রত্যেক জায়গীরদার তাহার প্রভুকে বৈদেশিক যুদ্ধাদি সময়ে কিংবা পারি-
বারিক অন্তর্বিবাদে সাহায্য প্রদান করিয়া থাকে। হুতরাং যে ১০ লক্ষ পর্যন্ত ষ্টার্লিং
নাজাই পড়িয়াছিল, লাহোরের অধীনস্থ জায়গীরদার হিসাবে, তাহা গোলাপ সিংহের
পরিশোধ করা উচিত ছিল। এমনতাবস্থায় স্বাধীনভাবে লাহোরের অধিকারভুক্ত
প্রদেশ সমূহে আধিপত্য বিস্তার করিয়া, গোলাপ সিংহ কোন মতেই গ্রাঙ্গপরাণতার
পরিশোধ প্রদান করেন নাই। রাজার উত্তরাধিকারী পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার, শিখগণ
বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। গোলাপ সিং কখনও এরূপ স্বাভাব্যতা গ্রহণের আশা
করেন নাই; কিন্তু রণজিৎ সিংহের সাম্রাজ্যের মন্ত্রিবর্গ গোলাপ সিংহকে বিভ্রান্ত
করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এক্ষণে গোলাপ সিং রাজশক্তি ও প্রভুত্ব-ক্ষমতা লাভ
করিলেন; তাহাতে সকলেরই জেঁবা বৃদ্ধি হইল,—সকলেরই মনে আন্দোলনের আশা

৫৬। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে গবর্ণমেন্টের বরাবর ব্যালর ব্রডমুটের পত্র। এই টাকা গোলাপ সিং
প্রদান করিয়াছিলেন, এইবার কখনও তাহা শুনে নাই, কিংবা তাহাতে তিনি খিঁচিয়াও করেন না।

জাগিয়া উঠল। তেজ সিং বিশেষ ধনী ছিলেন, তিনি আপনার অর্থ-সামর্থ সকলই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন,—অর্থ বলে কি না সংসাধিত হইতে পারে? স্বতরাং রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজ মুকুটে স্বশোভিত হওয়ার জন্য, এবং গজাব বিভাগ করিয়া আর একটি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রাপ্তির আশায়, লাল সিং বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে ২৫ লক্ষ টাকা প্রদানের অঙ্গীকার করিলেন। কিন্তু ইংরাজদিগের রাজ-নীতি বুঝিবার তাঁহার কোন ক্ষমতা ছিল না, বা সেই নীতির অযথা বিচারে, লাল সিং বিশেষ ভৎসিত হইলেন। তৎকালে একমাত্র গোলাপ সিংহের সহিতই এইরূপ বন্দোবস্ত হইল; কিন্তু আর কেহই সে বন্দোবস্তের অংশভাগী হইতে পারিলেন না। এক্ষণে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ অমৃতসরে গোলাপ সিং মহারাজ ভূষণে ভূষিত হইলেন; বৃটিশ-গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে মিত্ররাজ বলিয়া স্বীকার করিলেন।^{৫৭} কিন্তু প্রথমে গোলাপ সিংহকে যে রাজ্য প্রদানের কথা হয়, তাঁহার প্রভু ইংরাজগণ সে রাজ্য কিছু কালের নিমিত্ত স্বতন্ত্রভাবে রাখিলেন; তাঁহার নিকট যে অর্থের দাবী করা হইয়াছিল, তাহার চতুর্থাংশ গ্রহণে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট সম্মত হইলেন। তাঁহাদের মনে হইল, গোলাপ সিংহের ভ্রাতা হুচেং সিং, ফিরোজপুরে যে অর্থ সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন, গোলাপ সিংহই সেই ধন-সম্পত্তির প্রকৃত অধিকারী ছিলেন; তাহাই বিবেচনা করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্ট দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ কমাইয়া দিলেন। এক্ষণে গোলাপ সিংহের পক্ষে সে দাবী পরিশোধ করা সহজসাধ্য হইয়া দাঁড়াইল।^{৫৮}

লাল সিং আর একবার মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। লাল সিং এবং তাঁহার

৫৭। এই উপলক্ষে মহারাজ গোলাপ সিং, দণ্ডায়মান হইয়া, কৃতজ্ঞলিপিতে ইংরাজ-প্রতিনিধি গবর্ণর-জেনারেলের নিকট আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে মহারাজ গবর্ণর জেনারেলের “জান-খারিদ” অথবা স্বর্ণে ক্রীত ক্রীতদাস বিশেষ। বস্তুতঃ মহারাজ উপহাসচ্ছলে এ কথা বলেন নাই।

এই ইতিহাসে একাধিকবার রাজা গোলাপ সিংহের নীচ প্রকৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে। তাই বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, মহারাজ গোলাপ সিং ঈর্ষাপরায়ণ এবং অসংস্খভাবসম্পন্ন ছিলেন। তিনি শত্রুকে প্রভাবিত করিয়া, অক্সেসে তাহার প্রাণ সংহার করিতেন; এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য, তিনি অত্যাচার-উৎপাদনের পরাকারী প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু তিনি যে সময়ে বর্তমান ছিলেন, সেই শতাব্দীর এবং তাঁহার জাতিগত নৈতিক উন্নতি বিচার করিয়াই, মহারাজের চরিত্র-প্রকৃতির বিচার করা আবশ্যক। অপিচ তাঁহার দ্বার উচপদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির স্বপ্ন বজায় রাখিতে হইলে, যে যে বিষয় আবশ্যক তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত। এই সকল বিষয় প্রশিধান পূর্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যুগ্ম, গোলাপ সিং একজন কার্যকুশল এবং পরিমিতাচারী ছিলেন; তিনি যেচ্ছাচারীর দ্বার অথবা অদল ব্যক্তির দ্বার কোন কার্য করিতেন না। তাঁহার প্রকৃতিতে সন্তোষ এবং দয়া-দাক্ষিণ্য সকলই বর্তমান ছিল।

৫৮। অষ্টাদশ, উনবিংশ এবং বিংশ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। লাহোর এবং জাম্মুর সহিত যে সন্ধি হয়, সেই সন্ধির বিষয় ইহাতে উল্লিখিত রহিয়াছে। (See Appendices xviii. xix. xx, for the Treaties with Lahore and Jummoo.)

বিশ্বাসঘাতক রাজপ্রোহী সহকারী সামন্তগণ সকলেই জানিতেন, ইংরাজগণ পঞ্জাব পরিত্যাগ করিলে, মুষ্টিমেয় সৈন্তের আক্রমণ হইতেও তাঁহারা আপনাপন পদ-সামর্থ্য রক্ষা করিতে পারিবেন না। সুতরাং গোলাপ সিংহের স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে, প্রথম সন্ধি-সর্তের কিছু ব্যতিক্রম ঘটিল। তখন স্থির হইল, ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিন পর্যন্ত একদল বৃটিশ-সৈন্য লাহোরে অবস্থিত করিবে। ইতিমধ্যে সামন্তগণ আপনাপন ক্ষমতার দৃঢ়তা বিধান করিয়া লইবেন; সৈন্তদলের পুনঃসংস্কার এবং পুনর্গঠন সংসাধিত হইবে; দেশে শৃঙ্খলা এবং স্থানিয়ম-বদ্ধ শাসনপ্রণালী প্রবর্তিত হইবে। ক্রমে বৎসর শেষ হইয়া আসিল; কিন্তু তখনও সামন্তগণের অসহায় অবস্থা;—তাঁহারা তখনও আপনাপন প্রভুত্ব-ক্ষমতার দৃঢ়তা সাধনে সমর্থ হন নাই। সুতরাং সামন্তগণ সাগ্রহে বৈদেশিক শক্তির সাহায্যের উপর নির্ভর করিলেন, এবং তাঁহাদের সহিত পুনরায় এক বন্দোবস্ত হইল;—সামন্তগণ তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। সেই বন্দোবস্তক্রমে, রণজিৎ সিংহের সঙ্গীর্ণ রাজ্য ইংরাজদিগের শাসনাধীনে রহিল; রণজিৎ সিংহের পালিত পুত্র এবং হীনবশ উত্তরাধিকারী সাবালক না হওয়া পর্যন্ত, ইংরাজগণ সে রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণ সমুদায় কার্য নির্বাহ করিবেন।^{৫২}



বিশ্ব সহস্র সৈন্য সমভিবাগ্যারে যখন গবর্ণর-জেনারেল এবং ইংরাজদিগের প্রধান সেনাপতি (কমান্ডার-ইন-চিফ) লাহোরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একদল শিখ-সৈন্য তথায় উপনীত হইল। তখন তাহাদের বেতন পরিশোধ হইয়া তাহাদের দল ভঙ্গ হইয়া গেল। তৎকালে সেই সৈন্যদলের বাহ্যিক আকৃতি-প্রকৃতিতে বিজোহ-পরায়ণ বিপ্লবকারীর নৈরাশ্র, অথবা বেতনভুক বৈদেশিক সৈন্তের নির্লজ্জভাবে কিংবা ঔদাসিন্য প্রকাশ পায় নাই। যে বীরত্বের সহিত শিখ-সৈন্য বিজয়ী ইংরাজ-গণের সম্মুখীন হইয়াছিল, বিজয়ী ইংরাজগণ শিখদিগের যে বীরত্বের বিশেষ প্রশংসা করিতেন, শিখ-সৈন্তের বীরোচিত ব্যবহারে তাহাদের সেই সাহসিকতার মাপুর্ন আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশত: যুদ্ধে পরাজয় হইয়াছে, শিখজাতি সেই কথাই বলিত;—অথবা প্রবলক্ষমতাশালী প্রভুগণের আগমনের পথ তাহাঁরাই স্থগম করিয়া দিয়াছে, শিখদিগের মনে সেই ধারণাই বদ্ধমূল রহিল। এইরূপ অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্যেও তাহারা অন্তরে অন্তরে আপনাদিগের ভবিষ্যৎ ভাগ্যের বা পরিণামের বিষয় দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে চিন্তা করিত। আপনাদিগের অদৃষ্ট সম্বন্ধে তাহাদের বিশ্বাসের অণুমাাত্রও লাঘব হয় নাই। যদি কেহ কৌতুকচ্ছলে কখনও তাহাদিগকে অল্পপযুক্ত এবং অপরিণতবয়স্ক শিশুসম্প্রদায় বলিয়া উপহাস করিত, তাহা হইলে, শিখগণ নীরস ও অর্ধ-ব্যঞ্জক ঈষৎহাস্তে উত্তর দিত,—তখনও ‘খালসার’ শিশুকাল অতিবাহিত হয় নাই। যখন শিখদিগের সাধারণ-ভক্ত ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইল, গোবিন্দ তাঁহার শিষ্যগণকে এক নূতন ভূষণে ভূষিত করিলেন; শিষ্যগণের হৃদয়ে সাহস ও শক্তি সঞ্চার

৫২। লাহোরের সহিত দ্বিতীয় সন্ধি সংক্রান্ত বন্দোবস্ত, পঞ্চদশ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। (See Appendix xv. for the Second Treaty with Lahore.)

করিয়া, গোবিন্দ তাহাদিগকে অধিভীষ্ম নৈপুণ্যের সহিত পরিচালিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে সাহসী বীরগণ সাধনা লাভ করিলেন; যে উন্নত শক্তি বলে তাহারা একতা-মুখে আবদ্ধ হইতে শিক্ষা করিয়াছিল, যে শক্তিবলে শিখগণ অল্পপ্রাণিত হইয়াছিল, তাহাদের সেই তেজঃশক্তি, ইউরোপের শ্রেষ্ঠ এবং সভ্যতা বলে এক্ষণে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইল; তাহারা বাধা প্রদান করিল বটে, কিন্তু কোন ফললাভ হইল না। শ্রেষ্ঠ শক্তির কঠোর শাসনাধীনে বিস্তৃতভাব ধারণ করিতেই শিখদিগের সেই শক্তি ইংরাজ শক্তির পদানত হইল। ইউরোপের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের আলোক-মালায় তাহাদের মন উন্নত ও উচ্চ চিন্তায় নিমগ্ন হইবে এবং উচ্চ কার্য সম্পাদনে উপযোগী করিয়া গঠিত হইবে। ৬০

এইরূপে শিখদিগের স্বতন্ত্র শাসনকালের অবসান হইল;—পঞ্জাবের স্বাধীনতা সূর্য চিরতরে ‘অস্তাচলশায়ী’ হইলেন। প্রাচীন ভারত-ভূমির বিস্তৃত ভূ-খণ্ডে এক্ষণে ইংলণ্ডেরই একাধিপত্য বিস্তারিত; ইংলণ্ড এক্ষণে ভারতের অবিসম্বাদিত অধিস্বামী। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দিগের প্রাচীন শাসন-প্রণালী অপেক্ষা ইংলণ্ডের রাজনৈতিক প্রাধান্য অধিকতর নিয়মানুবর্তী। প্রাচীন মুসলমান-সাম্রাজ্য বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। কিন্তু ব্রিটিশ রাজ্য বহিঃশত্রুর আক্রমণ ভয় হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ; বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণে সে রাজ্য বিধ্বস্ত হওয়া নিতান্ত দুর্লভ। ইংলণ্ডের সৈন্যদল স্বশিক্ষিত, এবং অর্থ-সামর্থ্যও অত্যন্ত অধিক; সর্বকার্যেই ইংলণ্ডের জনসাধারণের একতা বর্তমান; এবং অতি বিচক্ষণতার সহিত সকল মন্ত্রণাই স্থির হইয়া থাকে; সে শাসন প্রণালী প্রাচ্য দেশের বিচক্ষণ ব্যক্তিগণেরও বোধগম্য নহে। ইংলণ্ডের প্রতিষ্ঠিত শাসনপ্রণালী, প্রাচীন রোমের আদর্শ শাসননীতির সমতুল। কিন্তু এক্ষণে হিন্দুগণ সমগ্র দেশে আপনাদিগের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; সমুদ্রোপকূল হইতে সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত তুষারচ্ছন্ন হিমালয় শৃঙ্গ হইতে বীরপ্রবর রামচন্দ্র নির্মিত পৌরাণিক সেতু পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল রাজ্যের অধিবাসী শ্রীরাম কৃষ্ণকুল দ্বি-জাতি বংশের ভাষা গ্রহণ করিয়াছে; এখনও তাহারা সেই ভাষাই ব্যবহার করিয়া থাকে। ক্ষত্রিয় জাতির প্রাধান্য প্রবল হওয়ায়, মধ্যখণ্ড ও দক্ষিণ ভারতের অসভ্য পর্বতবাসী এবং বহু প্রদেশের অধিবাসী-গণের ভাষা ক্ষত্রিয়দিগের ভাষার সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে তাহারা একটি মিশ্রিত ভাষায় কথাবার্তা কহিয়া থাকে। সহস্র সহস্র লোকের প্রাত্যহিক আচার-

৩০। শিখ-যুদ্ধের অব্যবহিত পরে, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে গ্রন্থকার শিখদিগের ধর্ম্মশ্রম ও ধর্ম্মালাসমূহ পরিদর্শন করিতে কীর্তিপুর এবং আনন্দপুর-মাধ্যমালে গমন করেন। শেখোক্ত হানটি গোবিন্দের অধিকতর প্রিয় ছিল। তদ্রূপে সকলেই ভবিষ্যতে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। বিচক্ষণ ও বহুদর্শী ধর্ম্মবাজক এবং ধর্ম্মবিধাতৃগণ বলিতেন, সর্ব সময়ে সকল দেশের অধিবাসীই ‘খালসা’ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে। দুর্ব্বিসহ প্রজাপীড়ক মুসলমান-সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ-সাধনে বৈদেশিক ইংরেজগণ যে সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, নানকের শিষ্য-সম্প্রদায় সে সাহায্য আশ্রিত জন্য ইংরাজদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ,— ধর্ম্মবাজকগণ তাহাও স্বীকার করিতেন।

ব্যবহারে, ধর্মপ্রাণতা এবং ধর্মভীরুতায় ব্রাহ্মণদিগের নিগূঢ় সারগর্ভ দর্শনশাস্ত্র এবং পুরাণতত্ত্বের মাহাত্ম্যই ব্যক্ত হইয়া থাকে। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্বে গ্রীকগণ, ব্রাহ্মণদিগের এই গবেষণাপূর্ণ দর্শন-শাস্ত্রের নীতি এবং যুক্তি-তর্কে বিমোহিত হইয়াছিলেন। মুসলমানগণ প্রথমে দেশ-ধ্বংসের নিমিত্তই আগমন করে। ভারতে আসিয়া প্রথমতঃ তাহারা উপনিবেশ স্থাপন করিতে থাকে; পরিশেষে বিজয়ী জাতিসমূহ পদ্ধতপালনের ন্যায় আসিয়া স্বর্ণভূমি ভারত-ক্ষেত্র ছাইয়া ফেলিল; তাহাদের প্রভাবে পরাজিত অধিবাসীদিগের ভাষায় এবং ভাবে পরিবর্তন ঘটিল; বিজ়েতৃ-বৃন্দের সংসর্গে তাহারা ক্রমে পরিবর্তিত হইতে লাগিল। পরিশেষে বাদসাহ আকবরের রাজত্বকালে ভারতে ‘ইসলাম’ ধর্ম, একটি জাতীয় ধর্ম মধ্যে পরিগণিত হইল; মজ্জু এবং সেকেন্দর সাহের (আলেকজান্ডারের) সময়ে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্য ছিল, বর্তমান সময়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ততটা ভেদা-ভেদ নাই; বস্তুতঃ কয়েকটি বিশেষ বিশেষ স্থল ব্যতীত, অল্প কোন বিষয়ে তাহাদের সে স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয় না। হিন্দু ও মুসলমান দুইটি ভিন্ন জাতি; তাহাদের ধর্মও পরস্পর বিভিন্ন। কিন্তু সামাজিক জীবনে বা গার্হস্থ্য জীবনে তাহারা পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া বসবাস করিয়া থাকে। তাহারা পরস্পর পরস্পরের কার্য প্রণালীতে যোগদান করে; পরস্পর পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে; এবং পরস্পর পরস্পরের কার্যপ্রণালী হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়। এইরূপে তাহাদের পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য এবং বিশেষত্ব ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিতরূপে ভিরোহিত হইতেছে। স্বতরাং এতদুভয় জাতির ধ্বংস-সাধনে, তাহার সমাধি স্থলে নূতন উপাদানে ভবিষ্যতে কোন একটি সাধারণ ধর্ম-প্রথা বা সম্প্রদায় প্রবর্তিত হইতে পারিবে। যুগিত শূদ্র জাতির—মারহাট্টা, গুজরাট, শিখ প্রভৃতি জাতির—প্রাধান্য হেতু গ্রাম্য কৃষককূল এবং নগর ও সহর সমূহের ইতর জ্ঞেয়ীর মধ্যে আরও অধিক মিশ্রণ সংসাধিত হইয়াছে। এইরূপে পুরাতত্ত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পক্ষে কতকটা অন্তরায় হ্রাস করিয়াছে। কোন জাতির কথিত ভাষা অপেক্ষা, সেই জাতির ধর্ম-বিশ্বাস অনিশ্চিত বা ক্ষণস্থায়ী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আরব-দেশীয় ধর্ম-প্রবর্তক মহম্মদ প্রচারিত ধর্ম কিংবা বেদ ও পুরাণতত্ত্ব প্রভৃতির কোনটিকেই অনেক স্থলে বিশুদ্ধ ভাবে দেখিতে পার্ভায়া যায় না; তবে ধর্ম-প্রাণ মোল্লাগণ এবং শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অথবা উভয় ধর্মের ধনী এবং মহৎ ব্যক্তিগণই সেই সেই ধর্মের পবিত্রতা এ পর্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। যে ক্ষমতা-বলে এই সমস্ত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী অসংখ্য ভারতবাসীর উগর ইংলও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে; ইংলও সেই ক্ষমতা বলেই এইক্ষণে ভারতবাসীর শাসন সংরক্ষণ করিতে সমর্থ। অধুনা ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠত্ব লাভে অপরাপর জাতি তৎপ্রতি ঈর্ষা পরবশ হইতে পারেন; কিন্তু ইংলণ্ডের হৃদয়স্থান সাহসী ইংরাজগণ প্রাচ্যধর্মে যে গুরুত্বের কার্যভার ইংলণ্ডের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, সেই গুরুত্বের কার্য সম্পাদনে ইংরাজদিগের ক্ষণকালের অল্প চিন্তা করিয়া দেখা কর্তব্য। মানবের মঙ্গল-বিধানার্থ ইংলও যে মহৎ কার্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, তৎসম্পাদনার্থ

ইংলণ্ড অতি বিচক্ষণতার সহিত কার্য করিবেন; সকলের প্রতিই সহায়ত্ব প্রদর্শিত হয়, ইংরাজগণের তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য; তাহা হইলে ইংরাজগণ উদ্বেগ সাধনে কৃতকার্য হইবেন। ইংলণ্ডের রাজত্ব সর্বশ্রেষ্ঠ; সর্বপ্রকার রাজনৈতিক বিবাদ-বিসম্বাদ ইংলণ্ডই মীমাংসা করিয়া দেন। কিন্তু সামাজিক পরিবর্তন এবং মানসিক বিপ্লব সাগরের বীচিবিচ্ছোভে, হুবহু রুটিশ সাম্রাজ্যের ক্ষীণ বহিরাবরণ টলায়মান হইয়া পড়ে। কি সভ্যতালোকে, কি মধ্যবর্তিতার নিরপেক্ষতায়, সর্ববিষয়েই ইংলণ্ডের অধিতীয় মহত্বই প্রকাশ পাইয়া থাকে। অধীনস্থ প্রজাবর্গের নিকট ইংলণ্ড কেবলমাত্র সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন; ইংলণ্ড কখনও প্রকৃতিপুঞ্জের অত্যধিক কৃতজ্ঞতা এবং অম্লরক্তির উপর নির্ভর করিতে পারেন না। রাজনৈতিক প্রাধান্ত বজায় রাখিতে হইলে, ইংরাজদিগের বিচক্ষণ এবং সতর্ক হইতে হইবে; এবং চিরস্থায়ী শ্রুতি-চিহ্ন বর্তমান রাখিতে হইলে, সাম্রাজ্যের ক্ষণভঙ্গুর কীতিস্বস্ত স্বরূপ প্রিয়দর্শন রাজপ্রাসাদ কিংবা উপাসনা মন্দির নির্মাণের পরিবর্তে, ইংলণ্ডকে তদপেক্ষা গুরুতর কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে। প্রাচীন গ্রীস এবং রোমের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, ইংলণ্ড অধিতীয় সৌন্দর্য-বিশিষ্ট অট্টালিকা নির্মাণ করিতে পারেন; নদী, মহানদী প্রভৃতির উপর, তাঁহারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সেতু নির্মাণ করিতে সক্ষম; বিজ্ঞানবলে এবং অর্থের ঐন্দ্রজালিক মোহিনী-শক্তি সাহায্যে তাঁহারা পর্বত ভেদ করিতে সমর্থ। সেই সকল প্রাচীন জাতির ন্যায়, ইংরাজগণও বৈদেশিক রাজ্যে, প্রবল-পরাক্রান্ত 'হেরড দি গ্রেটের' ছায়া নরপতি-কুল সৃষ্টি করিতে পারেন; তাঁহাদের শিক্ষা কৌশলে ফ্লেভিয়াস জোসেকাসের ন্যায় খ্যাতনামা ঐতিহাসিক দৃষ্টিগোচর হওয়াও সম্ভবপর। কিন্তু ভট্টজার্ণের আস্থানে হেজিষ্ট যেক্রপ তাঁহার অমুগত হইয়াছিলেন, এবং সিয়াগ্রীসর যেমন রুভিসের নিকট বস্ত্রাভা স্বীকার করিয়াছিলেন, প্রাচীন রোমের ন্যায়, ইংলণ্ডের সারা জীবনেও সেরূপ ঘটবে কিনা সন্দেহস্থল। ইংলণ্ড অপর একজন 'সিথেলিন'কে সভ্য জীবনের রমণীয়তা শিক্ষা দান করিতে পারেন; ইংলণ্ডের প্রেরচেনায় অপর একজন এটেলাস, পারগেমাসের সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে;—অর্থাৎ বর্তমান সময়েও ইংলণ্ডের শিক্ষা-পুণে অসংখ্য বীরপুরুষ, অধিতীয় কল্পনাশক্তি-সম্পন্ন কবি প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিতে পারেন,— তাহাতে সন্দেহ নাই। এ সমুদায় অতি সহজেই নিম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতে যে সকল জাতি গঠিত হইবে, তাহাদের মধ্যে বাহাডে সেই সকল কবি এবং দার্শনিক অক্ষরকীর্তি অর্জন করিতে পেরেন;—এক্ষণে ইংলণ্ডের তাহাই করা কর্তব্য; ৬০ পুরুষ পরেও বাহা বর্তমান থাকিতে পারে, সেইরূপ আইন পদ্ধতি বিবিধকর করাই যুক্তিযুক্ত; রোমের প্রাচীন নীতি এবং গ্রীসের দর্শনশাস্ত্র যেমন খৃষ্টধর্মের সংস্কার সাধন করিয়াছিল, সেইরূপ বিজ্ঞান এবং নীতি-শাস্ত্রবলে ইংলণ্ডেরও, লোকের ধর্ম-বিশ্বাস এবং চিন্তা বৃত্তির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করা যুক্তিসঙ্গত। যে আদর্শের উপর ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত, সেই আদর্শের সমকক্ষ হইতে, অথবা তাহা হইতে শ্রেষ্ঠত্ব

লাভ করিতে হইলে, প্রথমতঃ সেই সকল বিষয়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং আশা-বীজ রোপণ করা, ইংলণ্ডের একমাত্র কর্তব্য। ৬১

৬১। বর্তমান সময় পশ্চিম ইংলণ্ড, ভারতবাসীর মনে কোন স্থায়ী-চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। তবে ইংরাজগণ ভারতে অত্যাব্যতীকর সামরিক পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছেন। বস্তুতঃ, বিচক্ষণতার সহিত নানা ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত সম্পন্ন করিয়া, শাসনক্ষম শক্তি বলিয়া গণিত হওয়ার পক্ষে তাঁহারা যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন।

তথাপি ইংরাজদিগের প্রতিভা-শক্তি তখনও ভারতবাসীর মন-অধিকার করিতে পারে নাই; কিংবা ভারতবাসীর অন্তর তাহাতে পরিপূর্ণ হয় নাই। শিক্ষিত পণ্ডিতগণ যতদিন সংস্কৃত এবং পারস্য (Arabic) ভাষায় জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে সমর্থ না হইবেন, ততদিন ভারতবর্ষ ইউরোপীয় জ্ঞানালোকে উন্মত্ত হইবে না; সুতরাং অধ্যাবসায়ের সহিত এই দুইটি ভাষা শিক্ষা করা কর্তব্য। বস্তুতঃ, সেই ভাষাঘরের সারস্বত হেতুই যে তাহা শিক্ষা করিতে হইবে, তাহা নহে; পরন্তু শিক্ষা দিবার পক্ষে সেই ভাষাই একমাত্র উপায়রূপ। স্ব স্ব অভ্যস্ত ভাষায় প্রকাশিত হইলে, “জিমনসফিট” বা ভারতীয় দার্শনিক এবং উল্লেখ্যগণ, গণিত এবং তর্ক-শাস্ত্র সম্পর্কীয় সর্বপ্রকার বিষয়েই সম্মতি জ্ঞাপন করিতে পারেন। এবং তাঁহারা যে বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, আবশ্যিকমত তাহাও জনসাধারণের নিকট ব্যক্ত করিতে সমর্থ হন। বর্তমান সময়ে অসম্পূর্ণ বঙ্গ-ভাষার সাহায্যে জ্ঞানালোক বিস্তারের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু এরূপ শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্তনে, অতি ধীরে ফল লাভ হইবে। সম্ভবতঃ শক্তিশালী ব্যক্তিবর্গের বিশেষ-ভাব বশতঃই এইরূপ উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। এরূপ প্রচারে কখনও সিদ্ধিলাভ হইবে না। কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ এবং দৃষ্টান্ত ও চিত্র প্রভৃতি দ্বারা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করিয়া বিশদভাবে সর্বসাধারণের গোচরীভূত করিতে পারিলে, হয়তো কোনরূপ ফললাভ হইতে পারে। আংশিক বা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অধিকাংশ স্কুল-পাঠ্য পুস্তকের দ্বারা অসম্পূর্ণ ও অবিদগ্ধ বর্ণনার উদ্দেশ্য সাধন হইবে না। এই সমুদায় সুবৃহৎ ও সুবিস্তৃত গ্রন্থের প্রতিলিপি, সংস্কৃত অথবা পারস্য ভাষায় মুদ্রিত হইলে, শিক্ষিত ভারতবাসীর গর্ব অতি সহজেই ধ্বংস হইত।

টোলেমির জ্যোতিষ-শাস্ত্র এবং ইউক্লিডের জ্যামিতি, সংস্কৃত ভাষায় মুদ্রিত হওয়ার, উহা ব্রাহ্মণগণের পাঠ্য-পুস্তকরূপে নির্দিষ্ট হয়। বর্তমান যুগে বাঁহারা উন্নতি বিধানে যত্নপর হইয়াছেন, তাঁহারা যেন সে বিষয় কখনও বিস্মৃত না হন। লাতিন ভাষার সাহায্যে, রূপারনিকাস, গ্যালিলিও, বেকন এবং নিউটন প্রভৃতি দার্শনিক পণ্ডিতগণ পদার্থ বিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করেন। প্রথমতঃ বাঁহারা খৃষ্টধর্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহারা বিখ্যাত এবং বহুবিস্তৃত রোমান এবং গ্রীক ভাষাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়াছিলেন; প্রাচীন হিব্রু ভাষা এবং গল, সিরিয়া আফ্রিকা এবং এশিয়া মাইনরের অসম্পূর্ণ ভাষাসমূহ তাঁহারা কখনও গ্রহণ করেন নাই। উভয় পক্ষেই সেই নব-গৃহীত ভাষায় ধর্ম প্রচারিত হইত। তাহাতে ওরিয়েন্ট, আইরেনিয়াস, টাউলিয়ন এবং রোমের ক্রিস্টের ধর্ম-বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল, এবং আরও আধুনিক দার্শনিকগণের ধর্ম-বিশ্বাসও তাহাতে বর্ধিত হইতে আরম্ভ হয়। সেইরূপ ভারতবর্ষেও সংস্কৃত, আরবী এবং পারস্যী ভাষার সাহায্যে সর্ব বিষয়ই জনসাধারণের গোচরীভূত করা বাইতে পারিত, এবং তর্ক-শাস্ত্রের প্রমাণসমূহ আরও সঠিক হইত।

স্থানীয় এবং ইংরাজী ভাষার সাহায্যে শিক্ষা-দান হওয়ার, কলিকাতা সহরে বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনার অনেকটা সুফল ফলিয়াছে। প্রধানতঃ মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপকদিগের অধ্যাবসায় এবং কার্যকুশলতার গুণেই ভিন্ন ভিন্ন পরিবার এবং বংশের ও জাতির ভারতীয় বালকগণ, যতদূর ব্যবচ্ছেদ করিতে উৎসাহ হইয়াছিল। পূর্বে যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, বর্তমান এসঙ্গে তাহার বিরুদ্ধবাদী বলিয়া মনে হয় না; তাহাদের সভ্যতা প্রমাণের পক্ষে এ সমুদায় বিশেষ দৃষ্টান্ত স্বরূপ। কলিকাতার ইংরাজের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ঐশ্বর্যবিশিষ্ট, জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন এবং রাজনৈতিক উন্নতিতে সেই ইংরাজ-

কিন্তু ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিয়া, রাজ্য রক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা স্থির করিতে না পারিলে, ইংলণ্ড কিছুই করিতে সমর্থ হইবেন না। এ পর্যন্ত ইংরাজগণ কেবল প্রাধান্ত বিস্তারেই যত্নবান ছিলেন; রাজ্যরক্ষার জন্য তাঁহারা কোন বন্দেবিস্তাই স্থির করিতে পারেন নাই। এ পর্যন্ত তাঁহাদের ক্ষমতা কেবল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছিল। তাহারা মোগল এবং মারহাট্টাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়াছেন এবং দূরবর্তী মিজরাজকে সাহায্য প্রদান করিয়া, তাঁহার রাজ্যের সন্নিকটস্থ দোদাঁড়-প্রভাপশালী শত্রুকে দমন করিয়াছেন। এক্ষণে ইংলণ্ড মহত্বের উচ্চুড়ায় আরোহণ করিয়াছেন। অধুনা ইংলণ্ডের নামে সকলেই ভীত হইয়া থাকে; কেহই আর বন্ধুভাবে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করেন না। পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া, ভারতের রাজত্ববৃন্দ এক্ষণে রাজ্য কিংবা যশ অর্জন করিতে অক্ষম। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের শাসনাধীনে সেই রাজত্ববৃন্দের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং স্বাভাবিক শত্রুতাব আপনাপনিই দূরীভূত হইবে। শাসনকর্তার প্রকৃত শক্তি পরিচালনা না করিয়াই তাঁহারা রাজপদে সঙ্কষ্ট থাকিতে চেষ্টা করিবেন। হর্ষোৎফুল্ল অগণিত নক্ষত্র-মণ্ডল-পরিবৃত্ত স্থানকর যেমন হাসিতে হাসিতে নৈশ-গগনে উদ্ভিত হইয়া স্নিগ্ধ কিরণ-বর্ষণে দিম্বাণ্ডল পুলকিত করিয়া তুলে; ইংলণ্ডও তেমনি অধীনস্থ রাজত্ববৃন্দ পরিব্যাপ্ত হইয়া, নৈশ-গগনের চক্রেয় ত্রায় পরিশোভমান হইবেন; ভারতবাসী, ইংলণ্ড এবং ভারতীয় রাজত্ববৃন্দকে নক্ষত্র পরিবৃত্ত চক্রেয় সহিত তুলনা করিবে। অগ্রপক্ষে, অসীম প্রতাপ-শালী দিবাকরের অসহনীয় মধ্যাহ্ন কিরণে, কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না; ভারত-বাসী, ইংলণ্ডকে সূর্যের সহিত কখনও তুলনা করিবে না। মনুষ্য মাঝেই ক্ষমতা এবং শাস্তি লাভের ইচ্ছা করে; সকলেই খ্যাতি-প্রতিপত্তি এবং ধনৈশ্বর্যের অধিকারী হইতে চায়। বাহারা দরিদ্র ব্যক্তিদ্বিগকে ঘৃণা করিত, তাহাদেরই মনে সেই ভাবের উদয় হইত। ইংরাজগণ অনতি-বিলম্বে ভারতীয় রাজত্ববর্গের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল আরম্ভ করিল;—তাহাতে অল্পচর রাজত্ববর্গ মনে ভাবিতে লাগিলেন,—বাধা প্রদানের চেষ্টা করা বৃথা। ইংরাজগণ তাঁহাদিগকে আর অসভ্য বর্বর বলিয়া ঘৃণা করেন না, কিংবা তাঁহাদের প্রতি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের কোনরূপ বিদ্বেষ ভাবও নাই; অধিকন্তু তাঁহারা শাসন-সংরক্ষণে ভারতীয় গবর্ণমেন্টে কতকটা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ পর্যন্ত ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালীতে প্রধানতঃ কেবল বণিক সম্প্রদায়েরই উন্নতি সাধিত হইয়াছে; সেই বণিক-সম্প্রদায়ের মঙ্গল-বিধান-কল্পেই যেন ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এতকাল রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন। সঙ্কশঙ্কাত ব্যক্তিগণ ইংরাজ সমাজে স্থান পান না; ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের কোন কার্যেই তাঁহারা নিযুক্ত হইতেন না। দরিদ্র কৃষককুল সময়ে

দিগের প্রাধান্ত-প্রভাব অধুনা অনেকাংশে বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের এই মানসিক প্রাধান্য এত সহজে নষ্ট হইয়াছে যে, রাজধানী হইতে ৫০ মাইল দূরত্বের মধ্যবর্তী সहर সমূহে, তাহা আনো অদৃশ্য হইয়াছে। কানী, দিল্লী, পুণা, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানের ন্যায় জনাকীর্ণ স্থানসমূহে সে প্রাধান্ত-স্থিতি পুনরুদ্ধার করা সহজ-সাধ্য নহে।

সময়ে উৎপীড়িত হইত; অত্যাচারিগণ তাহাদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিত; সর্বস্বান্ত হইয়া তাহারা অনন্ত দুঃখ-সাগরে নিপতিত হইত; কখনও কখনও তাহারা আবার শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করিত। ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্টের শাসনে এ সমুদায় বিতীক্ষিত দুরীকৃত হইল বটে; কিন্তু, মজল-বিধায়ক হইলেও, অল্পপযোগী গীড়ানায়ক আইনের ফলে, এক্ষণে তাহারা সময় সময় বিশেষরূপ উৎপীড়িত এবং সর্বস্বান্ত হইতে লাগিল।^{৬২} তাহারা অত্যধিক করভারে প্রপীড়িত হইয়া পড়িল; কিন্তু সর্বত্র তুল্যাংশে সে কর সংস্থাপিত হইল না। গবর্ণমেন্টের আবশ্যকীয় রাজস্বের অল্প জমির উপরেই প্রধানতঃ সেই কর নিক্ষেপিত হইতে লাগিল।^{৬৩} কৃষক-সম্প্রদায় তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল; গবর্ণমেন্টের

৬২। ভারতীয় পুলিশ-সম্প্রদায় দ্রুতগতির এবং প্রজাপীড়ক। তাহারা প্রজাপীড়ন, উৎকোচ গ্রহণ এবং অন্যান্য অসৎ কার্যের অল্প বিশেষ প্রসিদ্ধ। ঠগ, ডাকাইত, দলবদ্ধ নরহত্যা এবং দস্যু সম্প্রদায়ের তথ্যানুসন্ধানের জন্য যে সমুদয় কাৰ্যালয় এবং স্থায়ী বিধি ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রবর্তিত হইরাছিল, তাহার ফলে, অনতিবিলম্বে দেশমধ্যে পাপপ্রস্রোত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইত। এক দিকে দলবদ্ধ অপরাধী ব্যক্তিগণের অত্যাচার-উৎপীড়ন যেমন বৃদ্ধি হইত, অন্যদিকে এই সমুদয় ব্যবহার ফলে, পাপাসক্ত ব্যক্তিগণ তেমনই প্রচুর পাইত। পাপ-কার্য নিবারণে এবং পাপী অপরাধীদিগের শাস্তি-বিধানের ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্ট সম্পূর্ণরূপে অক্ষম এবং নিসর্হ। সত্য বটে, সৈনিক বিভাগ সম্পর্কীয় শক্তি-সামর্থ্যে ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্ট অধিতীয় এবং অসীম ক্ষমতালব্ধ; কিন্তু দেশবাসীদিগের ধন-সম্পত্তি রক্ষাকরা সম্বন্ধে, ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্ট অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাহীন। বাহাতে প্রভৃতি-পুঞ্জ ধনের-প্রাণে নিরাপদে বাস করিতে পারে, ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্ট সেদিক ব্যবস্থা বিধান সম্পূর্ণ অপরক। ভারতবর্ষের এবং ভারতবাসীর অবস্থা সম্বন্ধে ইংলও এত অনভিজ্ঞ যে ইংলওবাসিগণ অনারাদ্যেই অর্থ-লোপ বৈতন-ভুক কর্ণচারী সম্প্রদায়ের উপরই তাহারা প্রধানতঃ নির্ভর করিয়া থাকেন; তাহারা ইংলওর ক্ষমতা-প্রাধিকারে ভীত হইয়া থাকে, অথচ বাহারা ইংলওর প্রতি, বিশেষভাবে গম্ভীর বা যুগ্ম পরবশ, সেই সমুদায় লোকের হস্তেই আভ্যন্তরীণ হুমুখলা বিধানের ভার অর্পিত হয়; তাহারা অতি সহজেই নিঃসঙ্কোচে ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্টকে প্রতারিত করিয়া থাকে। দেশে হু-বিচার, হু-শাসন এবং হু-শুখলা প্রবর্তিত করিতে হইলে, এখনও দেশের লোক এবং বহুসংখ্যক বৈতন-ভুক কর্ণচারী নিমুক্ত করা ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্টের একান্ত কর্তব্য। মধ্যবিত্ত বা মধ্যমশ্রেণীর জোন্সারদিগের উপর কতকংশে শাসন-ভার বা জবাবদারী ক্ষমতা অর্পণ করা উচিত; এবং অপরাধের সকলের উপর তাহাদের আপদাপন ‘পরগণা’ বা জেলাসমূহের (Hundreds and shires) ‘জুরি’ বা ‘শকারং’ সম্প্রদায় গঠন করার ভার অর্পণ করিতে হইবে। তাহারা ই তত্ত্বা হানের শাসন-সংরক্ষণের কার্য সম্পন্ন করিবে। এইরূপ সীমার মধ্যে থাকিয়া, অন্তান্ত দেশের জমিদারবৃন্দের ভার ভারতীয় জমিদারগণও সাধারণের মতের অনুগমন করিতে বাধ্য হইবেন (এতৎসম্বন্ধে কতকগুলি কথাব্য সম্ভব্য সম্বন্ধে লেকটনার্ট কর্ণেল রিমাণ প্রণীত, “ভারতীয় কর্ণচারী পূর্ববৃত্তি এবং অসম্বন্ধ সম্বন্ধ” নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা ট্রটব্য;—See Lieutenant Colonel Sleeman's Rambles and Recollections of an Indian Official, ii 313 &c.)

৬৩। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সাধারণ রাজস্ব হিসাবে নিম্নলিখিত অনুপাত অনুসারে ভূমির রাজস্ব পরিমাপ নির্ধারিত হইয়াছে;—

বঙ্গদেশ— $\frac{১}{২}$; বোম্বাই— $\frac{১}{৩}$; মাদ্রাজ— $\frac{১}{৪}$; আন্ধ্রা— $\frac{১}{৪}$ । গড় হিসাব—নোটের উপর— $\frac{১}{৪}$ ।

ইউরোপের কতকগুলি রাজ্যে নিম্নলিখিত অনুপাত অনুসারে রাজস্ব নির্দিষ্ট আছে;—

ইংলও— $\frac{১}{১০}$; ফ্রান্স— $\frac{১}{১০}$; স্পেন— $\frac{১}{১০}$ (হয়তো এই গণনার কতকটা ভ্রম থাকিতে পারে)

বেলজিয়াম— $\frac{১}{১০}$; প্রুশিয়া— $\frac{১}{১০}$; নেপলস— $\frac{১}{১০}$; অস্ট্রিয়া— $\frac{১}{১০}$ ।

প্রতি তাহাদের কোনরূপ সহানুভূতি রহিল না। ভ্রমলোক সম্প্রদায় অন্তরে অন্তরে বিবেচ্যভাব পোষণ করিতে আরম্ভ করিলেন; ভারতীয় রাজত্বব্দ ক্রোধপরবশ হইয়া বড়বস্ত্রে লিপ্ত হইতে লাগিলেন; কেহ কেহ বা রাজপরিবর্তনের উদ্দেশ্য সাধনের আশায়

মুক্তরাজ্যের (ইউনাইটেড স্টেট্‌স্‌) রাজত্বের অধিকাংশই প্রধানতঃ বাণিজ্য-শুল্ক হইতে সংকুলান হইয়া থাকে।

এ হলে হিন্দুদিগের পুরাতন আইন-পদ্ধতির পুনরুৎপত্তি নিশ্চয়োজন। কিংবা মুসলমানদিগের আধুনিক বিধি-ব্যবস্থা পুনরায় আলোচনা করারও কোন আবশ্যক নাই। অপিচ ব্রিগস্‌, মনরো, সাইক্‌স্‌, হ্যালহেড এবং গালওয়ে প্রভৃতি মহাজনগণ নিজ নিজ অধ্যয়নায়, পরিশ্রম ও গবেষণার ফলে, যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা হইতে বক্ষ্যমান প্রসঙ্গের অধিকাংশ বিষয়ই সীমাংসিত হইয়াছে। ভারতবাসী কৃষকসম্প্রদায় পারিভাষিক অর্থে 'রাজস্ব' (Rent) প্রদান করে, কি 'কর' (Tax) প্রদান করিয়া থাকে তাহাও আলোচনারও কোন প্রয়োজন নাই। কেননা, প্রকৃতপ্রস্তাবে নিশ্চিত জানা যাইতেছে যে—(১) গবর্ণমেন্ট (বা ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, জায়গীরদার বা এজিণ্টিবি) দ্বারা অধিকাংশ ফসলি, উৎপন্ন শস্যের উদ্ভূত অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন; এবং (২) যে স্থানে গবর্ণমেন্টই মালিক অর্থাৎ খাসমহালে, মূলধন দ্বারা কৃষক খনন কি অল্প কোন স্থিতি প্রদান করিয়া, গবর্ণমেন্ট আপন কর্তব্য পালন করেন না; ইংলণ্ডে শস্যাগার এবং পরঃপ্রণালী বর্তমান থাকায়, সঙ্কট সময়ে তত্রত্য কৃষকসম্প্রদায় বিশেষ উপকৃত হইয়া থাকে; ভারতে সেরূপ প্রথা আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। কতিপয় স্বদেশ-পরায়ণ প্রাচীন জমিদার ব্যতীত ভারতের অনেকেই জমির উৎকর্ষ সাধনে অর্থ ব্যয় করিতে ইচ্ছা করেন না। পুনশ্চ, অধিক পরিমাণ অর্থলাভের আশায়, অল্পসংখ্যক সঙ্গতিপন্ন অধিকেন এবং শরীর বাবদ্যাদী জমির উৎকর্ষ সাধনে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। গ্রামের প্রধান ব্যক্তি অথবা দরিদ্র প্রজা প্রকাশ্যতঃ গবর্ণমেন্টের নিকট, কিংবা রাজস্ব-সংগ্রহকারীর হস্তে কর প্রদান করিয়া থাকে; যে পরিমাণ শস্যে বীজ সংগ্রহ হইতে পারে, মোটামুটি আহার্য সংস্থান হয়, এবং ভূমিকর্ষণের নিমিত্ত সাধারণ আবশ্যকীয় বস্তাদি সংগ্রহ করিতে পারা যায়, রাজস্ব পরিশোধান্তে অত্যেচ গৃহস্থই সেই পরিমাণ উদ্ভূত শস্য প্রাপ্ত হয়। এইরূপে কোন উপায় নাই থাকায় তাহার। কেউই জমির উন্নতি বিধানে ব্যয়-বাহুল্য ক্রিতে সমর্থ হয় না।

সুতরাং ইংলণ্ডের কর্তব্য,—(১) পরিবর্তিত হারে কর সংস্থাপন করা, (২) জমির রাজস্ব পরিমাণ হ্রাস করা, এবং (৩) প্রজাবর্গের চিরস্থায়ী স্বত্ব প্রদান করা। এই কৃষক-সম্প্রদায় প্রকৃতপক্ষে গবর্ণমেন্টের কোম্বা প্রজা স্বরূপ। বস্তুতঃ, ইংলণ্ডের প্রজাকুল পূর্বোক্ত সমুদায় স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ অত্যেচ সম্পত্তি কোন নির্দিষ্ট নিয়মে বিভক্ত হওয়া আবশ্যক, এবং তাহার নির্দিষ্ট সীমা নিরূপণ করা কর্তব্য। এইরূপ পদ্ধতিতে অতি সহজেই উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে। অত্যেচ ভূম্যধিকারীকে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তি প্রদান করিতে হইবে; সেই ভূম্যধিকারী আপনার ইচ্ছামুসারে তাহা বিলি করিতে পারিবেন; কিন্তু তাঁহাকে সে সম্পত্তি বিক্রয়ের কোনই ক্ষমতা প্রদান করা হইবে না; তিনি কেবল উৎপন্ন শস্যের বিক্রীত মূল্যই ব্যয় করিতে পারিবেন।

ভারতবর্ষের ভূম্যধিকারী স্বত্ব বিষয়ে কতকগুলি ন্যায়দল্লত মুক্তিতর্ক ও মন্তব্য সম্বন্ধে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল স্লিমান কৃত "ভারতীয় কর্মচারীর পূর্বস্মৃতি এবং অনবদ্য মন্তব্য" নামক গ্রন্থের অধ্যায় ৭০, ৮০ পৃষ্ঠা প্রভৃতি এবং দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৪৭ পৃষ্ঠা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। (See Lieutenant-Colonel Sleeman's "Rambles and Recollections of an Indian Official" i. 80 etc.; and ii, 346 etc.) উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বর্তমান সময়ে যে হস্তান্তর বা পরিবর্তন প্রথা প্রচলিত আছে, সেই হস্তান্তর বা পরিবর্তন প্রথায় রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয় সম্বন্ধে বর্তমান লেফটেন্যান্ট-গবর্ণরের 'সেটলমেন্ট' কর্মচারীগণের প্রতি আদেশ এবং রাজস্ব-প্রথা সম্বন্ধে তাহার মন্তব্য দ্রষ্টব্য। (Lieutenant-Governor's "Directions for Settlement Officers" and his "Remarks on the Revenue System."

উৎফুল্ল হইলেন। বসন্তঃ, তাঁহাদের এইরূপ কামনার অজ্ঞতারই পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। একমাত্র বশিক-সম্প্রদায়ই আপনাদিগের ধন-সম্পত্তির বিষয় চিন্তা করিয়া অল্পপম স্থখ লাভ করিয়া থাকে।^{৩৪} তাহার মনে করে,—যদি গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে কর্মচারী নিযুক্ত না করেন, অথবা উপাধি-ভূষণে ভূষিত করিয়া সম্মানিত না করেন, তাহা হইলেই তাহাদের ধনাগমের পথ উন্মুক্ত; এবং মহাশুখে নির্বিঘ্নে ধনসম্পত্তি ভোগদখল করিতে সমর্থ।

ভারতীয় রাজা, জমিদার, কৃষক সম্প্রদায়কে পুরুষাভুক্রমে অধীনভূতপাশে আবদ্ধ রাখিতে হইলে, বিপুল অর্থ-সামর্থের আবশ্যক। বর্তমান সময়ের সামরিক প্রচারও উন্নতি বিধান করিতে হইবে। অসংখ্য দুর্গ এবং গড় নির্মিত করা কর্তব্য; সময় সময় তথায় সৈন্যদল অবস্থিত করিবে।^{৩৫} ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও বংশসমষ্টির সংমিশ্রণে স্বতন্ত্র-

৩৪। লেফটানেন্ট কর্ণেল রাম্বল মনে করেন,—(Rambles of an Indian Official, ii. 175) ইংরাজগণ জনসাধারণের সহায়ত্বীতি প্রাপ্ত হন নাই। দেশের কৃষক-সম্প্রদায় এবং জমিদারবর্গ ভারতীয় অস্ত্রাস্ত্র শাসনকর্তার প্রতিও সন্তুষ্ট ছিল না; এক্ষণে তাহারা ইংরাজদিগের প্রতিও সন্তুষ্ট নহে।

ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের অথবা অস্ত্র কোন শাসনকর্তার পদ-সামর্থের বিষয় ভাবিতে গেলে, একটি বিষয় সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত। শিখ সম্প্রদায় এবং কতকাংশে পশ্চিম ভূভাগের রাজপুত ব্যতীত কোন কৃষক সম্প্রদায়, মুসলমান জাতি এবং কতকাংশে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অস্ত্র কোন জাতি, দেশের শাসন-কার্যে যোগদান করিত না; কিংবা একতাহুয়ে আবদ্ধ হইয়া প্রভুত্ব বিস্তার করিতে উৎসাহ হইত না। নগর ও জনপদসমূহের অধিবাসীগণের অধিকাংশই স্বদেশী কিংবা বিদেশী শাসনকর্তার অধীনতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল। বাহারা ইংলণ্ডের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ, তাহাদের অধিকাংশই করদাতা; তাহাদের দ্বারা ইংলণ্ডের শক্তি-সামর্থ কিছুই বৃদ্ধি হয় নাই। উৎপন্ন শস্যের যে পরিমাণ অংশ গবর্ণমেন্ট রাজস্ব স্বরূপে প্রাপ্ত হন, কোন বিদ্রোহের সময় অথবা রাজ্যভ্রমের পর, অন্য কোন শক্তিকে সেই রাজস্ব তাত্কালিক রাজদণ্ডপরিচালনাকারিকে বা শাসনকর্তাকে প্রদান করিয়া অধীনস্থ প্রজাবর্গ আপনাদিগকে অস্ত্রাস্ত্র কর্তব্য, ধর্মবন্ধন এবং দারিদ্রের হস্ত হইতে মুক্ত বলিয়া মনে করে। এই সমুদায় ভীক প্রভৃতিপুঞ্জের প্রতি স্ত্রায়ণ এবং কৃপাগ্রবণ হওয়া ইংলণ্ডের একান্ত কর্তব্য। কিন্তু কলহ-শ্রির সৈনিক জাতিকেই প্রধানতঃ কার্যে নিযুক্ত করিতে হইবে; কখনও বা তাহাদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে। এই সমস্ত বোদ্ধ জাতি বিদ্রোহ-বহিঃ প্রচ্ছলিত করিতে, এবং প্রভুত্বনাতে সর্বদাই বহুবান হইয়া থাকে।

৩৫। বসন্তঃ, ইংরাজদিগের বল প্রকাশের হান অতি অল্পসংখ্যক। সৈন্য হ্রাসনের জন্য তাঁহাদের গড়ের সংখ্যা অতি কম। এমন কি, সামান্য নিরাপন্ন হান,—অস্ত্র-শস্ত্রাগার এবং যুদ্ধোপকরণ আহরণের বা রাখার অস্ত্র হ্রাসিত হান ইংরাজদিগের নাই বলিলেও বোধ হয় অতুক্তি হয় না। ভারতে ইংরাজদিগের সামরিক প্রচার এই একটি প্রকৃত মৌলিক দোষ। যন্ত্রবশত কিংবা সামরিক প্রক্রিয়া বা যুদ্ধ সময়ে সাধারণ জ্ঞানে বিহীন শস্যগারের অভাব বিশেষরূপে অনুভূত হয়; অধিকন্তু যে দেশে ধনী ব্যক্তির নিকট গবর্ণমেন্ট কোন সাহায্য প্রাপ্ত হন না, কিংবা সেই ধনবান সম্প্রদায় সাধারণের মহামুখ প্রাঘাত করেন না, এবং যে দেশে অনাড়ম্বর এবং দুর্ভিক্ষ সচরাচর ঘটয়া থাকে, সে দেশে শস্যগার থাকিলে এইরূপ সঙ্কটকালে শস্যবিধি মুদ্রা বৃদ্ধি হওয়ার পক্ষেও অনেকটা বাধা প্রদান করিতে পারে। ভারতীয় রাজ্যদণ্ডের মধ্যে এইরূপ প্রথা প্রচলিত; কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেক নিয়ম-প্রণালীর কোন না কোন বেহু বর্তমান রহিয়াছে।

রূপে বহুসংখ্যক সৈন্তদল গঠন করাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ৬৬ এইরূপ অসংখ্য দুর্গ, গড় এবং বহুসংখ্যক সৈন্তদল গঠনেই ইংলণ্ডের প্রাধাত্য বহুকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে; এবং তাঁহাদের আক্রমণকারী শত্রুগণক সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইবে। সমাজ ও ধর্মে উত্তরোত্তর যে পরিবর্তন সংসাধিত হইতেছে, এবং শিখধর্মই যে পরিবর্তনের মূল আদর্শ, সেই ধর্ম-সংস্কার এবং সমাজ পরিবর্তন সম্বন্ধে ইংলণ্ডের সর্বদা সতর্ক থাকা কর্তব্য,—অভিনিবেশ সহকারে তাহা নিরীক্ষণ করা বিধেয়। সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই অধুনা এক নূতন ভাব-প্রবাহ প্রবাহিত। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বা মুসলমান ধর্মের পূর্বতন রীতি-পদ্ধতি সকলেই পরিহার করিতে চেষ্টাশ্রিত। সকলেই ভবিষ্যতের সুখ এবং বর্তমানের শান্তির আশায় নূতন ধর্মমতের প্রতীক্ষা করিতেছে; কোন এক স্বর্গীয় শক্তির করুণা লাভের জন্ত সকলেই ব্যগ্র হইয়া আছে। দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ মতাবলম্বী নীতির মধ্যে সেই নূতন ভাব-প্রবাহ এক্ষণে বিদ্বুতি লাভ করিয়াছে। শিখদিগের বাহুবল প্রভাবে নানক এবং গুরু গোবিন্দের ধর্ম সর্বত্র সম্মানিত হইবে; তাহাতে মানুষের চির-আকাঙ্ক্ষিত সুখ-ভূষণ

৬৬। শিক্ষিত সৈন্যদলের স্বতন্ত্র একটি জাতি অথবা কোন একটি শাখা-সম্প্রদায় গঠন করিতে ইংরাজগণ কখনও সমর্থ হন নাই। একমাত্র মাত্রাজ প্রেসিডেন্সিতেই তাহারা এ বিষয়ে কতকটা কৃতকার্য হইয়াছিলেন;—তথায় সিপাহী সৈন্য আপনাপন দল মধ্যেই কালবাণন করিত। একদিকে যখন সৈন্যদলের মধ্যে প্রথম ‘কোম্পানী’ গঠনের পদ্ধতি প্রবর্তিত হইল, এবং অন্যদিকে যেমন বৈদেশিক শক্তির অভ্যুদয় হইতে লাগিল তখন সিপাহীদিগের যেরূপ সামরিক শক্তিসামর্থ্য ছিল, এক্ষণে ভারতীয় সিপাহীগণের আর সেরূপ শক্তি সামর্থ্য নাই।—তখন সিপাহীদিগের মনে যেমন যুদ্ধ-লালসা স্বতঃই জাগিয়া উঠিত, অধুনা তাহাদের সে সামরিক তেজঃশক্তি অন্তর্হিত হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে প্রধানতঃ দুইটি কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে;—প্রথমতঃ, এক্ষণে দেশের সর্বত্র শান্তি বিরাজমান; দ্বিতীয়তঃ এক্ষণে বহুসংখ্যক ইতর জাতীয় ভীক ব্যক্তিদিকে সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত করা হইতেছে; হয়তো তাহারা সযাযহারেই সন্তুষ্ট। কোন কোন হলে বা খুর্দ ব্রাহ্মণদিগকে সৈন্যদলভুক্ত করার প্রথা বর্তমান রহিয়াছে; কারণ ব্রাহ্মণগণ সহজেই অধীনতা স্বীকার করে; তাহারা বিদ্যান এবং বিচক্ষণ। তৃতীয়তঃ, একাধিপত্য এবং একইরূপ শাসন-প্রণালী দেশের সর্বত্রই প্রচলিত; এবং সেইরূপ শাসন-প্রথা অক্ষুণ্ণ রাখিতেই সর্বদা চেষ্টা হইয়া থাকে। ভারতবাসী সকলেই কোনও না কোনও দলের গণ্যপাণ্ডী। অব্যবহিত অধিনায়কের প্রতি তাহারা বাহাতে অমুরক্ত হয়, তৎপক্ষে ভারতবাসীকে উৎসাহিত করা কর্তব্য। ইংরাজ-সেনারক যেরূপ গবর্নমেণ্টের প্রতি অমুরক্ত, ভারতবাসীকেও তেমনই গবর্নমেণ্টের প্রতি অমুরক্ত রাখিতে হইবে। বাহারা কোনও জাতি বা বংশের অধীন ব্যক্তিই অমুরক্ত, অথবা বাহারা জারনায়দার কিংবা বেতনভোগী দলশ্রুতিদিগের প্রতি আসক্ত, তাহারা কখনও রাজনীতির গূঢ় উদ্দেশ্যে, বিজ্ঞতম বিশ্বাস বলে পরিচালিত হয় না; সেই সৈন্তদলের ইংরাজ-পরিচালক-গণের উপর যথেষ্ট ক্ষমতা স্তম্ভ থাকা উচিত। ভিন্ন ভিন্ন বোদ্ধদাত্তিকে লইয়া, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে সৈন্তদল গঠিত হইলে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ সম্ভাবনা। তাহাতে পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটতে পারে। সে ক্ষেত্রে তাহাদের অন্তরে উচ্চ সামরিক আদর্শ বিস্তার করিতে হইবে। ইহাদের বসি-বিরাজেশ্বর বোদ্ধদাত্তির সহিত মিলিতে না চায়, অথবা ধর্মসংস্কাররূপে তাহাদের মধ্যে স্বকীয় ধর্ম সঞ্চার করিতে না পারে, তাহা হইলে দেশের মধ্যে যে চিন্তা-শ্রোত প্রবাহিত, তদ্ব্যবহারী শাসনপ্রণালী প্রবর্তিত করিয়া অধিকৃত রাজ্য রক্ষা করিবে।

পরিভূষ্ট হইবে,—ভারতের সর্বত্রই সেই ভাব পরিষ্কৃত। কিন্তু এক্ষণে শিখগণ পার্শ্বিক শক্তির কঠোর হস্তে সংহত হইল; নূতন জাতির অত্যাগ্রে সর্বত্র নূতন ভাবে পরিব্যপ্ত হইয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা লোপ পাইতে লাগিল। কিছুকাল পর্যন্ত এই বিশৃঙ্খলাশ্রোত বর্ধিত রহিল। নূতন নূতন উচ্ছ্বাসে মনে নূতন নূতন চিন্তা স্থান লাভ করিল। তাহাতে বোধ হইতে লাগিল, হয়তো কোন সময়ে কোন অজ্ঞাত-নামা অবতার জয়গ্রহণ করিয়া, নূতন ধর্মনীতি প্রচার করিবেন; তাহাতে জেদ্দাতেন্ত এবং সিবিলাইন লিভস্-এর অভল-ভলে বিশ্বাস-মাগরে বেদ এবং কোরাণ প্রবর্তিত ধর্মকে নিক্ষেপ করিবে। কিন্তু তাহাতে জ্ঞান এবং সমীতির একটি আলোক-রেখা সম্ভবতঃ বিলীন হইবে না; যে বিশ্বাস বলে খৃষ্টধর্মাবলম্বী শাসনকর্তৃগণের সভ্যতা সমলঙ্ঘত, সেই জ্ঞাননীতিই তাহার প্রবর্তক। আশাকরি, ইংলণ্ডের শাসন প্রণালী নিফল হইবে না। যে কারণে ভারতে অসংখ্য প্রজার প্রাণে ব্যাধার সঞ্চার হয়, তাহার নিগূঢ় তথ্য অল্পসন্ধান করিয়া, সেই ব্যথা নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিলে, ইংলণ্ডের যশোগৌরবের নবীন জ্যোতি উদ্ভাসিত হইবে;—ইংলণ্ড বংশপরম্পরার নিকট ক্লান্ততা লাভ করিবে। যাহাতে দেশের প্রকৃত উপকার সাধিত হয়, তদ্রূপ বিধি-বিধানের প্রবর্তনায় লোকের উদ্বিগ্ন-অশান্তি দূর করিতে পারিলে, নূতন উদ্দীপনায় নূতন পথে পরিচালিত হইয়া, জনসাধারণ নিঃসঙ্কোচে সভ্য-ধর্মের প্রাধিকার স্বীকার করিবে; এবং স্বাধীনতা ও উন্নতিবিধায়ক সভ্য গবর্ণমেন্টের অঙ্গগত হইবে, সন্দেহ নাই।

উপসংহার

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের কারণ।

১৮৪৭—৪৮।

[পূর্বস্রুতি ;—মুলরাজের দেওয়ানী পদ পরিত্যাগে সঙ্কর ;—পদত্যাগের কারণ ;—রেসিডেন্ট লরেঞ্জের প্রতিজ্ঞা ;—ইংরেজের বিশ্বাস-ঘাতকতা ;—ব্রিটিশ সৈন্য সাহায্যে খাঁ সিংহের দেওয়ানী পদ লাভের চেষ্টা ; আহত ব্রিটিশ কর্তৃচািরিয় ;—ইদগায় ব্রিটিশ পক্ষের অবস্থান ;—মুলরাজকে আশ্রয়মর্পণের আদেশ ;—মুলরাজের অস্বীকৃতি ও দলপুষ্টি ; শিখগণের ব্রিটিশ-পক্ষ পরিত্যাগ ;—বিভীষিকায় ব্রিটিশ-পক্ষের আশ্রয়কার চেষ্টা ;—উন্নত জনসাধারণ কর্তৃক ইদগা আক্রমণ ;—ইংরেজ কর্তৃচািরিয়ের হত্যা ও খাঁ সিংহের বন্দিত্ব ;—দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের ঘটনা ;—কার্যক্রমের কি পরিণাম ।]

দিনমণি সাক্ষ্যগগনে ঢলিয়া পড়িলেন ; সন্ধার আঁধার ধীরে ধীরে সংসার গ্রাস করিবার জন্ত অগ্রসর হইল। পঞ্জাবের গৌরব-মর্য্য রণজিৎ সিংহের লোকান্তরে গমন করিলেন ; পঞ্জাব ধীরে ধীরে অধীনতার আঁধারে আচ্ছন্ন হইল। প্রথম শিখযুদ্ধের অবসানে, সোত্রাওনে শিখ-সৈন্তের পরাজয়ে, এবং ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারীর সন্ধিসর্তে, সেই আঁধার ঘনীভূত হইয়া আসিল। যে ষড়যন্ত্রের প্রভাবে দৃষতীর অনন্ত-সলিল-প্রবাহে হিন্দু-গৌরব নিমজ্জিত হইয়াছে ; যে ষড়যন্ত্রে দিরাজের বন্ধ-সিংহাসন অনায়াসে ইংরেজের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইয়াছে ; সেই ষড়যন্ত্রই শিখ-সাম্রাজ্যকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। শিখ-কুল-কলঙ্ক লাল সিংহ ও তেজ সিংহ ইংরেজের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াই জয়ভূমিকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিল। সেই গৃহ-বিভীষণ-গণের চক্রান্তেই মুদকি, ফিরুসহর, আলিওয়াল, সোত্রাওন প্রভৃতির সংগ্রামে শিখগণ পরাজিত হইল। সেই ষড়যন্ত্রের কলেই গোলাপ সিংহ প্রমুখ শিখ সর্দাররা ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্ট সমীপে অবনত মস্তকে সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। একদিন রণজিৎ সিংহের প্রবল প্রতাপের সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়া, গবর্ণর জেনারেল লর্ড মিণ্টো, সহকারী মেটকাফ্কে পাঠাইয়া, পঞ্জাবের সহিত সখ্যতা-স্থাপনে কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন ; আর আজ সেই পঞ্জাব, চক্রীর চক্রান্তে পড়িয়া ব্রিটিশের দ্বারে সন্ধি-প্রার্থী হইয়া তাহার পদানত হইল। কালের কি বিচিত্র গতি ! সোত্রাওনের যুদ্ধের পর, সন্ধিসর্তে বন্দোবস্ত হইল, —দলীপ সিংহ নামে রাজ্যের শাসনকর্তা রহিলেন ; তাঁহার জননী রাণী বিন্দান বা চন্দ্রাবতী অভিভাবিকা নিযুক্ত হইলেন ; ব্রিটিশ রেসিডেন্ট সার হেনরি লরেঞ্জের পরামর্শ অনুসারে রাজকার্য্য নির্বাহিত হইবে। এই সন্ধির কলে, ‘জলন্ধর দোয়াব’ (শতদ্রু এবং বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশদ্বয়) ইংরেজগণ অধিকার করিয়া বসিলেন ; ইংরেজের

যুদ্ধের ব্যয়ভার, দেড় কোটি টাকা, পঞ্জাবকে বহন করিতে হইল ; লাহোরে একদল ব্রিটিশ-সৈন্য অবস্থিতি করিয়া শিখ-উন্নতির গতিরোধ করিল। একটা মন্ত্রিসভার (Regent Council) পরামর্শ অনুসারে পঞ্জাবের রাজ-কার্য নির্বাহ হইতে লাগিল। ব্রিটিশ-রেসিডেন্ট তাহার কর্তৃত্ব অধিকার করিয়া রহিলেন। শিখ-সৈন্যগণ, ইংরেজের অধীনতা স্বীকার করিয়া, ইংরেজের নিকট রণ-কৌশল শিক্ষায় নিযুক্ত হইল। যাহারা পিছু মত প্রকাশ করিতে লাগিল, তাহাদিগকে পঞ্জাব হইতে স্থানান্তরিত করা হইল। এইরূপে প্রকারান্তরে ইংরেজের শাসনকার্য চলিত লাগিল। ইংরেজের আশ্রয়ে লালিত পালিত ও বর্ধিত হইয়া দয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, দলীপ সিংহ পঞ্জাবের স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবেন, —এই মাত্র প্রচার রহিল। ফলতঃ, প্রথম শিখ-যুদ্ধের পর পঞ্জাব নামে মাত্র স্বাধীন রাজ্য বলিয়া পরিচিত হইল। ৩৭, উহার অস্তঃগৌরব সম্যক্রূপে বিধ্বস্ত হইয়া গেল।

অতঃপর ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে গবর্নর-জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলেন ; লর্ড ডালহৌসি ভারতের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। পঞ্জাবে সে সময়ে কোনই অশান্তির লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই। প্রবল ঝড়াবাতের পূর্বে প্রকৃতি যেরূপ প্রশান্তভাবে ধারণ করে তখন পঞ্জাবে যেন সেই প্রশান্তভাবে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু রাজ্যলোলুপ ডালহৌসির পদার্পণে, পঞ্জাবের সাক্ষ্য-গগনে সহসা একখণ্ড গাঢ় মেঘের সঞ্চার হইল। সোহান মলের পুত্র মুলরাজ, ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মুলতানের দেওয়ান-পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। পিতার জায় মুলরাজ উচ্চাভিলাষী ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। তাঁহাকে দেওয়ান-পদে অভিষিক্ত করিবার সময় লাহোরের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহার নিকট এক লক্ষ টাকা ‘নজরানা’ চাহিলেন। সে সময় লাহোরে দারুণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত। সুতরাং মুলরাজ ‘নজরানা’ পরিশোধ করিলেন না ; অধিকন্তু জায়া রাজস্ব প্রেরণেও পরাধীন হইলেন। এইবার তাঁহার প্রতি লাহোরের কর্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি পড়িল ; তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য তাত্ক্ষণিক প্রধান মন্ত্রী লাল সিংহ একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মুলরাজও তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। উভয় পক্ষে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। সেই সংঘর্ষে লাহোরের সৈন্যদলের পরাজয় হয়। অবশেষে ইংরেজগণ সেই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করায়, মুলরাজের সহিত এক নতুন বন্দোবস্ত স্থির হইল। মুলরাজ বতকগুলি সম্পত্তি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন ; বাকী রাজস্ব প্রদানে স্বীকার করিলেন। এতদিন মুলরাজ যে পরিমাণ রাজ্য অধিকার করিয়া, যে পরিমাণ রাজস্ব প্রদান করিতেন নতুন ব্যবস্থায় তাহার বহু ব্যত্যয় সংঘটিত হইল ; রাজ্যের পরিমাণ কমিয়া গেল ; কিন্তু রাজস্বের হার বৃদ্ধি পাইল। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে শস্তোৎপত্তির সময় হইতে তিন বৎসর পর্যন্ত শেখোক্ত বন্দোবস্ত প্রবল রহিল ; ঐ সময় পর্যন্ত মুলরাজ নতুন হারে রাজস্ব প্রদানে বাধ্য হইলেন। এইরূপ কঠোর সর্তে বাধ্য হওয়ার অব্যবহিত পরেই কিন্তু মুলরাজের দারুণ অসুস্থতা উপস্থিত হইল। অতঃপর ১৮৪৭ নবেম্বর মাসে লাহোরে উপস্থিত হইয়া, মুলরাজ মুলতান প্রদেশের দেওয়ানী-পদ পরিত্যাগ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। তখন সার হেনরি লরেন্সের পরিবর্তে, তাঁহার জাভা মিঃ জন লরেন্স লাহোরে রেসিডেন্ট পদে

প্রতিষ্ঠিত। তিনি মূলরাজকে পদত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন,—পুনর্বিবেচনা করিয়া দেখিতে কহিলেন। কিন্তু মূলরাজ তাহা শুনিলেন না; তিনি বখারীতি লাহোর দরবারে পদত্যাগ-পত্র প্রেরণ করিলেন। রেসিডেন্ট লরেন্স সে পদত্যাগ-পত্র মঞ্জুর সম্বন্ধে বাধা দিলেন; মূলরাজের কয়েকটি সর্তে কোন-ক্রমেই স্বীকার হওয়া যায় না বলিয়া, তিনি আপত্তি তুলিলেন। এইরূপে কিছু দিন কাটিয়া গেল অতঃপর পুনরায় মূলরাজ রেসিডেন্টের নিকট আর এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিলেন; এবং তিনি যে কি জ্ঞাত দেখেনা পদ পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছেন, পত্রে তাহার দুইটা প্রধান কারণ উল্লেখ করিলেন। সে কারণ দুইটা এই;—প্রথমতঃ পঞ্জাবে নতুন বাণিজ্য শুদ্ধ স্থাপিত হওয়ায়, তাঁহার রাজস্ব আদায়ে সমুহ বিঘ্ন ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সংপ্রতি প্রজাবর্গ লাহোর-দরবারের নিকট পুনর্বিচার প্রার্থনার স্বত্ব লাভ করিয়াছে; তাহার ফলে, তাঁহার ক্ষমতা বিশেষ কমিয়া গিয়াছে; রাজস্ব সংগ্রহে তিনি আর কাহারও প্রতি কোনরূপ পীড়ন করিতে পারিতেছেন না। প্রধানতঃ শেখোক্ত কারণেই মূলরাজ পদত্যাগ করিতে প্রস্তুত। যেহেতু, পূর্বে তাঁহার আয়ের পথ বিস্তৃত ছিল; কিন্তু এক্ষণে পুনর্বিচারের ক্ষমতা-হেতু সে পথ সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সে ক্ষেত্রে মূলতান প্রদেশের কোনও অভিযোগে দরবার যদি আর কর্ণপাত না করেন, তাহা হইলে মূলরাজ পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করিতে প্রস্তুত আছেন। বাহা হউক, তাঁহার এ প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল না। সুতরাং তিনি পদত্যাগেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। পরন্তু এই সময়ে রেসিডেন্টের নিকট তিনি দুইটা প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন;—প্রথমতঃ, তাঁহাকে একটি ‘জায়গীর’ দেওয়ায় বিষয় স্বীকার করা হউক; দ্বিতীয়তঃ, তদ্বিষয়ে কোনও শেষ মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত, তাঁহার পদত্যাগ-পত্রের বিষয় গোপন রাখা হউক। ‘জায়গীর’ দেওয়া সম্বন্ধে রেসিডেন্ট অবশ্য পাকাপাকি কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না; পরন্তু ঐ প্রার্থনার বিষয় বিশেষরূপ বিবেচনা করা হইবে, এইমাত্র আশ্বাস দিলেন। তবে মূলরাজের পদত্যাগ-পত্রের বিষয় যে গোপন রাখা হইবে, তৎসম্বন্ধে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। ঐ পদত্যাগ-পত্রের বিষয় রেসিডেন্টের অধীনস্থ রাজনৈতিক বিভাগের কর্মচারিগণ এবং ব্রিটিশ-গবর্নমেন্ট মাত্র জানিতে পারিবেন, লাহোর দরবারকে ঐ বিষয় কদাচ জ্ঞান হইবে না,—তখন ইহাই স্থির হইয়া গেল।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ সার ফ্রেডারিক কারি লাহোরের রেসিডেন্ট পদ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার আগমনের পূর্বে মিঃ লরেন্স পুনরায় মূলরাজকে এক পত্র লিখিলেন; মূলরাজ এখনও যদি পদত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন, তিনি অনায়াসে আপন পদত্যাগ-পত্র ফিরাইয়া লইতে পারেন,—লরেন্সের পত্রের ইহাই মর্ম। কিন্তু মূলরাজের মানসিক দৃঢ়তা তখনও অক্ষুণ্ণ রহিল; তিনি পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করিতে স্বীকৃত হইলেন না। অতঃপর নতুন রেসিডেন্ট সার ফ্রেডারিক কারি মূলরাজের পদত্যাগ-পত্রের বিষয় আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন; তিনি দরবারের সহিত ঐ সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে চাহিলেন। মিঃ লরেন্স কিন্তু তদ্বিষয়ে ষোড় আপত্তি উত্থাপন করিলেন; দরবারের নিকট ঐ পত্র গোপন রাখা হইবে বলিয়া তিনি যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু

ফ্রেডারিক সে আপত্তি শুনিলেন না। মুলরাজ পুনঃপুনঃ পদত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন বলিয়া তাঁহার পদত্যাগ-পত্র সার ফ্রেডারিক দরবারে উপস্থিত করিলেন। দরবারে সে পদত্যাগ-পত্র মঞ্জুর হইল। তখন থা সিংহ মুলতানের নতন দেওয়ান নির্বাচিত হইলেন। মুলতান যাত্রায় তাঁহার সাহায্যের জন্য দুইজন ব্রিটিশ-কর্মচারী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। সেই সঙ্গে কতকগুলি সৈন্য-সামন্ত ও তাঁহার প্রহরারূপে প্রেরিত হইল। দুই জন ব্রিটিশ কর্মচারীর একজন,—সিভিল সাভিসের মি: পি. এ. ভ্যানস্ এগ্নিউ, অল্পজন,—‘প্রথম বোম্বে ফুসিলিয়ার’ সৈন্যদলের লেফটেন্যান্ট ডব্লিউ এ এণ্ডারসন। লেফটেন্যান্ট এগ্নিউ একদল গুর্খা সৈন্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন; সেই সৈন্যদলে ছয় শত পদাতিক, পাঁচ ছয় শত অশ্বরোহী এবং এক দল গোলন্দাজ সৈন্য প্রস্তুত হইল। তৎকালে মুলতানে যে সমস্ত সৈন্য অবস্থিত করিতেছিল, তাহাদিগকে লাহোরে আনয়ন করিয়া তৎপরিবর্তে সৈন্যদল প্রেরিত করাই এই সৈন্যদল-প্রেরণের গৃহ উদ্দেশ্য। সৈন্যদল স্থলপথে অগ্রসর হইতে লাগিল, এণ্ডারসন এবং এগ্নিউ জলপথে যাত্রা করিলেন। ১৮ই এপ্রিল তারিখে মুলতানের সমীপবর্তী ‘ইদগা’ নামক একটা প্রশস্ত অট্টালিকায় সৈন্যদলের সহিত তাঁহাদের সন্মিলন হইল। ইদগা অট্টালিকা মুসলমানদিগের নির্মিত; দুর্গের উত্তরাংশ হইতে গোলা বর্ষণ করিলে অন্যায়সে সে গোলা অট্টালিকায় পৌঁছিতে পারে—মুলতানের এতই নিকটে ঐ অট্টালিকা অবস্থিত ছিল। নতন দেওয়ান ও ইংরেজ-সৈন্য সহসা সেই অট্টালিকায় আশ্রয় গ্রহণ করায়, মুলরাজ বড়ই বিস্মিত হইলেন। ইংরেজ রেসিডেন্ট তাঁহার পদত্যাগ-পত্র গোপন রাখিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন; অথচ সসৈন্য নতন দেওয়ান মুলতান দখল করিতে আসিলেন;—ইংরেজের এ বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি মর্মে মর্মে আহত হইলেন। যাহা হউক, ঐ দিন (১৮ই এপ্রিল) দুই বার ইদগায় আসিয়া তিনি নতন দেওয়ান ও ইংরেজকর্মচারিদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার আবেদন প্রভৃতি সম্পর্কেও নানা কথাবার্তা চলিল। অতঃপর সে প্রসঙ্গে আর কোনই ফললাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, মুলরাজ অন্তরে দারুণ ব্যথিত হইলেন। কিন্তু তখন আর উপায় কি? অগত্যা নতন দেওয়ানের হস্তে মুলতান-দুর্গ সমর্পণ করাই স্থির হইল।

পরদিন ১৯ই এপ্রিল প্রত্যুষে সর্দার থা সিংহ এবং ব্রিটিশ-কর্মচারিদ্বয় মুলরাজের নিকট হইতে মুলতান দুর্গের স্বত্বাধিকার গ্রহণ করিলেন। দুর্গের সমস্ত চাবি তাঁহাদের হস্তগত হইল। দুই দল গুর্খা-সৈন্য দুর্গ অধিকার করিয়া বসিল। নতন শাহিদুল দুর্গের প্রহরা-কার্যে নিযুক্ত হইল। সহসা এবং বিধি পরিবর্তনাদি সাধিত হওয়ায়, মুলতান-দুর্গের সৈনিকগণের মধ্যে দারুণ উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ পাইল; তাহার দারুণ অপমানিত হইল বলিয়া মনে করিতে লাগিল। অতঃপর, ইংরেজ-কর্মচারিদ্বয়, বাকচাতুর্যের বিকাশে, মুলতানের সৈন্যগণকে নতন আশায় আত্মাসিত করিয়া, প্রত্যাগমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু সে অপমানের সময়, বুধা লুন্-আধাসে সৈন্যগণের উত্তেজনা নিবারণিত হইবে কেন? মুলরাজের সৈন্যগণ অনেকেই কেপিয়া দাঁড়াইল। কটক পার হইয়া মি: এগ্নিউ খালের শাঁকোর উপর দিয়া ষোড়া চালাইয়াছেন;—অমনি মুলরাজের একজন সৈন্য তাঁহাকে

আক্রমণ করিল। প্রথমেই বল্লমের আঘাতে তাঁহাকে ঘোড়া হইতে কেলিয়া দিল, পরক্ষণেই তরবারি দ্বারা তাঁহাকে গুরুতররূপে আহত করিল। আর দুই একটা আঘাত প্রাপ্ত হইলে, তখনই এগনিউএর প্রাণবায়ু বহির্গত হইত ; ইত্যবসরে এগনিউ-এর শরীররক্ষকগণ অগ্রসর হইল। তাহাদের কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হওয়ায়, নৃশংস সৈনিক-পুরুষ ঝালের মধ্যে পড়িয়া গেল। নিদারুণ আহত হইয়া এগনিউ প্রাণে রক্ষা পাইলেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ বলেন,—মূলরাজ এ ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন ; কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে কোনই হস্তক্ষেপ করেন নাই ; বরং এই হত্যাকাণ্ডের সময় জনসংখ্যার মধ্য দিয়া বেগে ঘোড়া চালাইয়া তিনি দুর্গের বাহিরে আপন “আম থাস” প্রাসাদে পালয়ন করিয়াছিলেন। যাঁহা হউক, এ ক্ষেত্রে কেবল যে এগনিউ আহত হইলেন, তাঁহা নহে। লেক্টেনান্ট এণ্ডারসন এ সময় অগ্র পথ দিয়া পলায়ন করিতেছিলেন। মূলরাজের কয়েকজন শরীর-রক্ষক, তাঁহাকেও আক্রমণ করিয়া গুরুতর-রূপে আহত করিল ; তিনি মৃতবৎ অচৈতন্যভাবে পথিমধ্যে পড়িয়া রহিলেন। অচৈতন্য অবস্থায়, কতকগুলি গুর্খা-সৈন্য শিবিকায় করিয়া তাঁহাকে ইদগায় লইয়া আসে। এই সময় থা সিং এবং মূলরাজের সখ্যদ্বী রং রাম কর্তৃক এগনিউও ইদগায় সংবাহিত হন। প্রধানতঃ রং রামের চেষ্টায় একটা হাতীর উপর করিয়া এগনিউকে ইদগায় আনা হইয়াছিল ; এবং তাঁহার ক্ষতস্থানসমূহে তখনকার মত যেমন-তেমন করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এগনিউ অপেক্ষাকৃত সবল ছিলেন ; কিন্তু এণ্ডারসন আর উঠিতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য, এই বিপর্যয়ের সময় ব্রিটিশ-পক্ষের সৈন্যগণ দুর্গাধিকার ত্যাগ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিল।

আহত অবস্থাতেই এগনিউ সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া লাহোরের রেসিডেন্টের নিকট এক পত্র লিখিলেন, এবং লেয়-প্রদেশে রাজস্ব-সংগ্রহের ও শান্তি স্থাপনের জন্য লেক্টেনান্ট এড্‌ওয়ার্ডসের অধীনে যে একদল সৈন্য ছিল, তাহাদিগকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন। অধিকন্তু তিনি মূলরাজকেও এক পত্র লিখিলেন। মূলরাজ যদি আপন নির্দোষিতা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, তাঁহা হইলে অপরাধীদিগকে ধরিয়া লইয়া স্বয়ং ইদগায় আসিয়া উপস্থিত হউন,—সেই পত্রে তাঁহার প্রতি সেইরূপ আদেশ জারি হইল। মূলরাজ কি ভাবিলেন, তাঁহা বলা যায় না ; হয় তো তিনি মনে করিলেন, যাহারা একবার তাঁহার সহিত বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়াছে, তাঁহারা আবারও যে বিশ্বাস-ঘাতকতা না করিতে পারিবে, তাঁহারই বা কারণ কি ? যাহা হউক, এগনিউর প্রস্তাবে মূলরাজ স্বীকৃত হইলেন। প্রস্তাবিত বিষয়ে আপনার অক্ষমতার বিষয় জানাইয়া তিনি বলিয়া পাঠাইলেন,—“মূলতানের হিন্দু ও মুসলমান সমস্ত সৈন্যদল একত্রে বিজ্রোহী হইয়াছে ; ব্রিটিশ কমান্ডারিগণ আপনাদের নিরাপদ-পথ আপনারা অন্বেষণ করুন। যৎকালে মূলরাজ এই উত্তর প্রদান করিলেন, সে সময়ে মূলতানের প্রধান প্রধান হিন্দু, মুসলমান এবং শিখ সামন্তগণ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত ; সকলেই স্ব স্ব ধর্মের নামে প্রতিজ্ঞা করিয়া মূলরাজের পক্ষাবলম্বনে স্বীকৃত হইতেছে ;—এই অবস্থা দেখিয়া, এই সংবাদ লইয়া, দুই ব্রিটিশ-শিবিরে প্রত্যাগমন

করিল। তখন মুলরাজ ও ব্রিটিশ-পক্ষের মধ্যে যে কি বিষয় ভাব-প্রবাহ প্রবাহিত হইল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

মুলরাজের পূর্ব অভিসন্ধি বাহাই থাকুক, এক্ষণে তিনি প্রকাশ্য বিদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ইতিমধ্যে ১২এ এপ্রিল সন্ধ্যার সময় ব্রিটিশ-সৈন্তের ভারবহনকারী পশুপাল লুণ্ঠিত হইল। তখন আর তাঁহাদের পলায়নের পথ রহিল না; অগত্যা ‘ইদগা’ অট্টালিকায় ব্রিটিশ-সৈন্যগণ যথাসম্ভব আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। তখন তাঁহাদের সমস্ত সৈন্য এবং ভূত্যাগণ প্রাচীরের গভীর মধ্যে প্রবেশ করিল; এবং লাহোর হইতে যে ছয়টি কামান আনা হইয়াছিল, প্রাচীরপার্শ্বে সেই কামান-শ্রেণী সজ্জিত হইল। সেই অবস্থায় অতি নৈরাত্তের মধ্যে ব্রিটিশ-পক্ষ কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মনে হইল, আর তিন চারি দিন কাল যদি তাঁহারা এইভাবে আত্মরক্ষা করিতে পারেন তাহা হইলে, তাঁহাদের সাহায্যার্থ সৈন্যদল আসিয়া পড়িবে; তাহা হইলে, আর কোনই আশঙ্কার কারণ থাকিবে না। কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহাদের সকল ভরসাই লোপ পাইল। দুর্গের কামান-সকল ইদগার দিকে অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু ইদগার ছয়টি কামানের একটির অধিক তোপ দাগিবার সুবিধা হইল না। অধিকন্তু, ইংরেজের সহরে লাহোরের গোলন্দাজগণ তোপ দাগিতে অস্বীকৃত হইল; তাহারা দলে দলে পদত্যাগ করিতে লাগিল। শেষ এমন হইল, খাঁ সিংহ এবং আট দশটি সৈন্য ও ব্রিটিশ কর্মচারিগণের কয়েকটি ভূত্যা ব্যতীত আর কেহই তাঁহাদের সাহায্য করিবার রহিল না। তখন, বিপক্ষগণকে বাধা দেওয়ার সকল আশা-ভরসা লোপ পাইল দেখিয়া, ব্রিটিশ-কর্মচারীরা মুলরাজের নিকট এক পত্র পাঠাইলেন; মুলরাজ তাঁহাদিগের প্রতি আত্ম-সমর্পণকারী বন্দীর ন্যায় ব্যবহার করেন,—পক্ষে ইহাই জানান হইল। মুলরাজ তাহাতে বলিয়া পাঠাইলেন,—ব্রিটিশ-কর্মচারিগণ দেশ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করুন; তাঁহাদের প্রতি কেহই কোনরূপ অত্যাচার করিবে না। অর্থাৎ, প্রকারান্তরে তিনি জানাইলেন, সৈন্যগণ তখন এতদূর উন্নত ও উচ্ছ্বল যে, তাহাদিগকে ধামাইয়া রাখিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই; সে অবস্থায়, ব্রিটিশ-কর্মচারিগণের পক্ষে মূলতান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। মুলরাজ বাহা আশঙ্কা করিলেন, কার্ণাভঃ তাহাই সংঘটিত হইল। উন্নত জনসাধারণ এবং সৈনিক পুরুষগণ বিকট হুকার করিয়া ইদগা আক্রমণ করিল। সেই আক্রমণে খাঁ সিংহ বন্দী এবং দুই জন ইংরেজ-কর্মচারী নৃশংসভাবে নিহত হইলেন। কোনও কোনও ইংরেজ ঐতিহাসিক বলেন,—ইদগা আক্রমণ-ব্যাপারে মুলরাজের যোগাযোগ ছিল, এবং এই ব্যাপারের নেতৃগণকে তিনি পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। একান্তিযোগ সম্পর্কে মুলরাজের যদি কোনও বক্তব্য থাকে, এখন আর তাহা বলিবেই বা কে, এখন আর তাহা শুনিবেই বা কে? তবে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য ব্রিটিশ-গবর্নমেন্টই যে প্রকাশ্যে দায়ী, তাহা নিঃসন্দোহে বলা যাইতে পারে। প্রথম শিখ-যুদ্ধের অবসানের পর, সন্ধিসর্তাভুসারে শিখ-রাজ্যে শান্তি-সংরক্ষণের ভার তাঁহারাই তো আপন হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। সে ক্ষেত্রে, পুনরায় শান্তিভঙ্গ হইলে, তাঁহারাই

কি তজ্জন্য দায়ী নহেন ? হৃৎশূল্যায় কার্য সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়া যদি কেহ তাহা সম্পন্ন করিতে অক্ষম হয়, তজ্জন্য কি কখনও অন্য দায়ী হইয়া থাকে ? অতএব, ইংরেজ রাজপুরুষদ্বয়ের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে মূলরাজ বা তাঁহার অধীনস্থ শিখ-সৈন্যগণ যতই কেন দায়ী হউক না, সে দায়িত্ব ইংরেজের স্বক্ষেণ্ডে বড় অন্ন আসিতেছে না। কিন্তু ইংরেজ প্রবল-প্রতাপশালী ; ইংরেজের প্রতি দোষারোপ করিবে, কাহার সাধ্য ? শিখগণের মন্দভাগা ; তাহাদের গৌরবের তটে ভাঙ্গন ধরিয়াছে ; হৃদয়ঃ ইংরেজের বুদ্ধির দোষে,—তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফল-স্বরূপে,—যে দুর্ঘটনা সংঘটিত হইল ; তাহার একমাত্র ফলভোগী হইতে চলিল কিনা,—শিখ সম্প্রদায় ! মূলভানে এই ইংরেজ কর্মচারিদ্বয়ের হত্যার ফলেই দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের সূচনা হইল ; পঞ্জাবের স্বাধীনতা-স্বৰ্ণ চিরতরে অন্তহুড়ায় শায়িত হইলেন। কাহার দোষে, কাহার ক্রটিতে, পঞ্জাবের ভাগ্যে কি ফল ফলিল, সাহস করিয়া কে আর বলিতে পারিবে ?

দ্বিতীয় পর্বচ্ছেদ

দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের সূত্রপাত

[রেসিডেন্টের নিকট মূলতান দুর্ঘটনার সংবাদ ;—তৎকর্তৃক সৈন্ত-প্রেরণের ব্যবস্থা ;—শিখসৈন্তের প্রতি অবিশ্বাস ;—প্রধান সেনাপতির নিকট সৈন্তসাহায্য প্রার্থনা ;—যুদ্ধারম্ভে তাঁহার অনভিমত ;—গভর্ণর জেনারেলের সম্মতি-প্রাপ্তি ;—লেকটেন্যান্ট এডওয়ার্ডসের অভিযান ;—লেও অধিকার ;—সদৈন্ত মূলরাজ কর্তৃক বাধা প্রদানের সংবাদে এডওয়ার্ডসের জিরান্স দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ ;—কটলাওয়ার সৈন্তদলের সহিত তাঁহার সম্মিলন ;—লেকটেন্যান্ট এডওয়ার্ডসের কৃতকার্যতা ;—ডেরা গাজি থাঁ আক্রমণ ;—ভাওয়াল-পুরের থাঁ কর্তৃক অতিরিক্ত সৈন্ত-সাহায্য ;—উভয় পক্ষের সৈন্যবল ;—কিনারীর যুদ্ধ ;—ভাওয়ালপুরের সেনাপতির অকর্ষণতা ;—একদল বিদ্রোহীর পরাজয় ;—স্বহুসাম যুদ্ধে জয়লাভ ।]

ইদগার দুর্ঘটনার দুই দিন পরে সেই দুঃসংবাদ লাহোরে ব্রিটিশ-রেসিডেন্টের নিকট উপস্থিত হইল। তিনি মনে করিলেন,—বিদ্রোহী শিখদিগের উচ্ছৃঙ্খলায় ঐক্যপট্টাচ্ছে ; ঐ বিদ্রোহে মূলরাজ যে কোনরূপ লিপ্ত আছেন, তাঁহার বিশ্বাস হইল না। স্বতরাং বিদ্রোহিগণের দমনের জন্য তিনি নানাদিক হইতে মূলতানে সৈন্ত প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। সাত দল পদাতিক, দুই দল স্থায়ী অশ্বারোহী এবং তিন দল গোলামদাজ সৈন্ত ও বহু গোলাগুলি প্রেরিত হইল ; অতিরিক্ত ১২ শত অশ্বারোহী সৈন্তে এক নতুন দল সংগঠন করিয়াও ঐ অভিযানে পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। এইরূপ ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের পর, ২৩এ এপ্রিল রেসিডেন্ট মূলতানের বিদ্রোহের আত্মপ্রবিক বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। তখন তিনি বৃত্তিতে পারিলেন,—মূলতান-বিদ্রোহ দমন জগ্ন যে শিখসৈন্ত পাঠান হইতেছে, বিদ্রোহের গুরুত্ব পরিমাণে তাহা পর্যাপ্ত নহে। সংখ্যার অল্পতা অপেক্ষাও তাহাদের সততার বিষয়ে তাঁহার ষোর সন্দেহ উপস্থিত হইল। এই সঙ্কট সমস্তার সময়, প্রথমতঃ, রেসিডেন্ট ব্রিটিশপক্ষের স্থানান্তরযোগ্য কামানসমূহ লাহোর হইতে মূলতানে পাঠাইবেন মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই দেশীয় সৈন্তদলের বিশ্বাসঘাতকতা এবং ব্রিটিশ-কর্মচারিণীদের হত্যাকাণ্ডের নৃশংসতা উপলব্ধি করিয়া, তিনি সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার মনে হইল,—‘লাহোর হইতে ব্রিটিশ-সৈন্ত স্থানান্তরিত করিলে, লাহোরেও বিপত্তির সম্ভাবনা আছে ; লাহোর দরবারের অধীনস্থ শিখ-সৈন্তগণও যে সেরূপ বিশ্বাসঘাতকতা না করিতে পারে, তাহাই বা কে বলিল ? সে অবস্থায়, মূলতান আক্রমণের জন্য ব্রিটিশ-সৈন্ত প্রেরিত হইলে, যাহাদিগকে মিত্র বলিষ্ঠ মনে করিতেছি, তাহারাই হয় তো শত্রু-সৈন্তের সহিত যোগদান করিয়া বিষম অনর্থ ঘটাইতে পারে।’ এইরূপ সিদ্ধান্তের পর, তিনি পত্র লিখিলেন,—“এক্ষণে লাহোর হইতে ব্রিটিশ-সৈন্তদলকে মূলতানে পাঠাইয়া দিলে, শিখ-গবরমেণ্টের স্বাধিক্ষ-সম্বন্ধে কি কল কলিবে, বলিতে পারি না ; স্বতরাং এই অভিযানে আমি কোন প্রকারে ব্রিটিশ সৈন্তদলকে মূলতানে পাঠাইতে পারিলাম না।” রেসিডেন্টের এই স্পষ্ট উত্তর

পাইয়াও ব্রিটিশপক্ষভুক্ত শিখ-শাসনকর্তৃগণ কিন্তু নিরস্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহারা জানাইলেন যে,—ব্রিটিশ-সৈন্যের সহায়তা ব্যতীত মুলরাজকে দমন করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত; যাহারা ব্রিটিশ কর্মচারিহয়কে মূলতানে হত্যা করিয়াছিল, তাহাদিগকেও দণ্ডবিধানের আশা সুদূরপরাহত। শিখ-সম্প্রদায়ের এবংবিধ উত্তরে অগত্যা রেসিডেন্টকে একটু বিচলিত হইতে হইল; তিনি সে সকল পরিত্যাগ করিয়া, তাৎকালিক প্রধান সেনাপতি লর্ড গাককে সিমলাশৈলে এক পত্র লিখিলেন। পত্রে লিখিত হইল,—“রাজনৈতিক পদ্ধতি-ক্রমে বিচার করিতে গেলে, এবং ব্রিটিশ-ভারতের হিত কামনা করিলে, মূলতানের দিকে সৈন্ত-প্রেরণ আবশ্যক। সে হিণাবে, লাহোর দরবারের অধীনস্থ সৈন্তগণের সাহায্য না লইয়া, মূলতান দুর্গ জয় এবং নগর অধিকার করাই শ্রেয়ঃ। সেখানে শত্রুপক্ষের সহায়তায় যাহারা বাধা প্রদান করিবে, তাহাদিগকে দমন করিতে হইবে। বর্তমান অবস্থায় সেরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে, সামরিক নীতি অনুসারে আপনিই বিচার করিবেন।” রেসিডেন্ট, মূলতানে যুদ্ধ বাধা সম্ভব বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু সেনাপতি লর্ড গাক অগ্রমত প্রকাশ করিলেন। তিনি উত্তর দিলেন,—“যদিও মূলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় বৎসরের এরূপ সময়ে জয়লাভের নিশ্চয়তা নাই, তথাপি জয়লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়াও মনে করি না। এই যুদ্ধ যদি অধিক কাল স্থায়ী হয়,—আমাদিগের অভীষ্ট-লাভে যদি বিলম্ব ঘটে,—তাহা হইলে, আমাদের বহুসংখ্যক সৈন্তের প্রাণনাশ সম্ভাবনা। তাহাতে বহু নৈতিক ক্ষতিরও সম্ভাবনা; ভবিষ্যতে আমরা যে সকল যুদ্ধব্যাপারে প্রবৃত্ত হইব মনস্থ করিয়াছি, আমি আশঙ্কা করি, ইহাতে তৎপক্ষে বিপরীত ফল বলিতে পারে।” সেনাপতির এই মতের সহিত গবর্নর জেনারেলেরও মতানৈক্য ঘটিল না। স্তত্রাং প্রস্তাবিত যুদ্ধ কিছুকালের জন্য স্থগিত রহিল।

সিদ্ধু নদের পূর্ব তীরে ডেরা ফতে খাঁ নামক স্থানে লেকটেন্যান্ট এডওয়ার্ডস্ অবস্থিতি করিতেছিলেন। ২২ এপ্রিল সন্ধ্যার সময় মিঃ এগনিউএর প্রেরিত সাহায্য-প্রার্থনা-পত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। সে পত্র পাইয়া, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ডেরা-ফতে খাঁ হইতে মূলতান ১০৫ মাইল দূরে অবস্থিত; মধ্যে লেও নদী পার হইতে হয়। এডওয়ার্ডস্ সস্তর মূলতান অভিমুখে সৈন্য-পরিচালনার বন্দোবস্ত করিলেন। ১২ দল পদাতিক, ৩৫০ জন অশ্বারোহী, দুইটি বৃহৎ কামান এবং ২৫টি “জাম্বুরক” বা ক্ষুদ্র কামান সেই অভিযানে বৃহৎ যাত্রা করিল। জেনারেল ড্যান কটল্যাও বাহু নামক স্থানে শিখ-দরবারের অধীনে সেনাপতিপদে নিযুক্ত ছিলেন। সেখানে লেকটেন্যান্ট টেলারের নিকট একদল পদাতিক-সৈন্য এবং ৪টি কামান পাঠাইবার জন্য পত্র লেখা হইল। ২৪শে এপ্রিল তারিখে লেকটেন্যান্ট এডওয়ার্ডস্ সসৈন্যে নদী উত্তীর্ণ হইয়া ‘লেও’ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আগমনের সংবাদে, মুলরাজের অধীনস্থ শাসনকর্তা, ‘লেও’ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন; বিনা বাধা-বিপত্তিতে এডওয়ার্ডস্ সেই স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। অন্তঃপর এডওয়ার্ডস্ তথায় সৈন্য-

নিবাস স্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য চন্দ্রভাগা নদী পার হইয়া মুলরাজ সৈন্যে অগ্রসর হইতেছেন,—এই সময় সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মুলরাজের প্রতিরোধে এডওয়ার্ডস উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একটি প্রয়োজনীয় বিজ্ঞাপন-পত্র তাঁহার হস্তগত হইল। যে সকল শিখ-সৈন্য দল পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এডওয়ার্ডসের অধীনস্থ শিখ-সৈন্যগণ তাহাদের আদর্শ অনুসরণ করিয়া তাহাদের সহিত যোগদান করে,—ইহাই সেই বিজ্ঞাপনের মর্ম। এই বিজ্ঞাপন-পত্র প্রাপ্ত হইয়া, এবং তাঁহার নিকট সেই বিজ্ঞাপন-পত্র উপস্থিত হইবার পূর্বে সম্ভবতঃ প্রত্যেক শিখ-সৈন্য তাহা দেখিয়াছে মনে করিয়া, শিখ-সৈন্যগণের প্রতি লেকটেন্যান্ট এডওয়ার্ডসের বিশ্বাস অন্তর্হিত হইল। তখন আর অগ্রসর হওয়া নিরাপদ নহে মনে করিয়া সৈন্যে সেনাপতি কটলাগের আগমন-প্রতীক্ষায় তিনি বিলম্ব করিতে লাগিলেন। এই অবসরে তিনি আরও এক কোণল-জাল বিস্তার করিলেন; শিখদিগের সহিত বাহাদুরের আদৌ সহানুভূতি নাই, বাছিয়া বাছিয়া সেই শ্রেণীর কতকগুলি আক্ষানকে তিনি আগুন সৈন্যদলে তুলিয়া লইলেন। এমন সময় সংবাদ আসিল,—সত্য সত্যই পাঁচ সহস্র সৈন্য এবং আটটি বৃহৎ কামান সহ চন্দ্রভাগা নদী পার হইয়া মুলরাজ অগ্রসর হইতেছেন; ১লা মে তারিখে লেও নামক স্থানে তাঁহার পৌঁছিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। আপনার অধীনস্থ দুই-তৃতীয়াংশ সৈন্যের প্রতি সন্দেহ প্রযুক্ত লেকটেন্যান্ট এডওয়ার্ডস বিপক্ষ সৈন্যের সম্মুখীন না হওয়াই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিলেন। অতঃপর সিঙ্কুনদ পুনরতিক্রম করিয়া, তিনি জিরান্দ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই স্থানে ৪ঠা মে তারিখে স্ববদান খাঁর পরিচালিত কতকগুলি মুসলমান পদাতিক সৈন্য এবং বৃহৎ কামান লইয়া জেনারেল কটলাও আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন।

১১ মে তারিখ পর্যন্ত যে সকল বৃটিশ-সৈন্য সমবেত হইল, তন্মধ্যে চারি সহস্র সৈন্যকে বিখাসী বলিয়া বুঝা গেল; এবং ৮ শত শিখ-সৈন্য অবিখাসী বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। এই সময়ে দশটি বৃহৎ কামান এবং ২১টি “জাম্বুরক” নামক ক্ষুদ্র কামান বৃটিশ-পক্ষে আসিয়া দৃষ্টিগোচর। কিন্তু তখনও বিপক্ষ দলের সৈন্যসংখ্যা বৃটিশ-সৈন্যের অপেক্ষা অনেক অধিক; সুতরাং অগ্রসর হওয়া সম্বন্ধে এডওয়ার্ডস ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভাওয়ালপুরের নবাব বহুসংখ্যক সৈন্য-সহ ইংরাজদিগের সাহায্য করিতে আসিলেন; শতদ্রু নদী পার হইয়া মুলতান আক্রমণ করিবেন, তাঁহার এই সঙ্কল্প হইল। সেই সংবাদে লেকটেন্যান্ট এডওয়ার্ডসের আর আনন্দের অবশিষ্ট রহিল না। ২০শে মে তারিখে তিনি লাহোরে রেসিডেন্টকে পত্র লিখিলেন,—“এখন আমি মুলতান অবরোধে প্রস্তুত হইয়াছি; আপনার সম্মতি পাইলে এবং ভাওয়াল থাকে আমার সাহায্য করিবার জন্য আদেশ দিলে, গ্রীষ্মের অবশিষ্ট সময় এবং বর্ষাকাল পর্যন্ত, বিদ্রোহী মুলরাজকে আমি আবদ্ধ রাখিতে পারিব।” এই উদ্দেশ্যে এক্ষণে ডেরাপাজি থা আক্রমণ করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। মুলরাজের অধীনস্থ জুলাল খাঁ নামক

একব্যক্তি ডেরাগাজি খাঁ এবং তদন্তগত প্রদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাহার সহিত খয়রা খাঁ নামক একজন ক্ষমতাশালী সর্দারের মনোমালিন্য ছিল। এইবার ব্রিটিশ-পক্ষ খয়রা খাঁর সহায়তা-গ্রহণে কৌশল-জাল বিস্তার করিলেন। “কন্টকে নৈব কন্টকঃ”—এই কূটনীতির প্রভাবেই ভারতে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা; ডেরাগাজি খাঁ আক্রমণেও তাহারাই সেই নীতি অবলম্বন করিলেন। খয়রা খাঁকে হস্তগত করায়, তাহার পুত্র গোলাম হায়দার খাঁ কটলাগের সৈন্যদলে মিলিত হইল; এবং ২০শে মে তারিখে, বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া, গোলাম হায়দার নিজেই লুকা মল্লকে সিদ্ধনদের পরপারে বিতাড়িত করিল। অতঃপর ডেরাগাজি-খাঁয় ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল; এবং ব্রিটিশ পক্ষের কিছুমাত্র সাহায্য গ্রহণ না করিয়া, গোলাম হায়দার একাই আপনার সৈন্যদল লইয়া সে যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। ২০শে মে রাজিযোগে এবং পরদিন প্রাতঃকাল পর্যন্ত ঘোর যুদ্ধ চলিল। এই যুদ্ধে মুলরাজের পক্ষীয় জুলাল খাঁ এবং তাহার সহচর লুলামল্ল ও চৈতন্য মল্ল পরাজিত হইলেন। এই যুদ্ধেই লুকা মল্ল বন্দী, এবং চৈতন্য মল্ল নিহত হন। অবশেষে, আর কোন বাধা প্রদান না করিয়া, গোলাম হায়দারের হস্তে ডেরা গাজি খাঁ সমর্পণ পূর্বক বন্দী শিখ-সৈন্যগণ মুক্তিলাভ করে। গোলাম হায়দার নগর অবিকার করিয়া বসিলে, পরাজিত শিখ-সৈন্যগণ নদী পার হইয়া চলিয়া যাইবার অহুমতি প্রাপ্ত হয়।

ডেরা গাজি খাঁর যুদ্ধে পরাজয়ের পর মুলরাজের সৈন্যদল সিদ্ধনদের পূর্ব ভীরে “কোরিসি” নামক গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিল; তাহার আর অধিক দূর অগ্রসর হইজে সাহসী হইল না। এই সময়ে ভাওয়াল খাঁর সৈন্যদল শতক্রু পার হইয়া সূজাবাদ আক্রমণের জন্ত অগ্রসর হইতে লাগিল। মুলতান হইতে সূজাবাদ পঁচিশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ভাওয়াল খাঁর সৈন্যদল সূজাবাদের দিকে অগ্রসর হইলে, মুলরাজের সৈন্যদল তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইল। মুলরাজ আদেশ প্রচার করিলেন,—ব্রিটিশ-সৈন্য আসিয়া ভাওয়াল খাঁকে সাহায্য করিবার পূর্বই যেন ভাওয়াল খাঁর সৈন্যদের গতিরোধ করা হয়।

প্রকারান্তরে এক্ষণে তিন দল সৈন্য তিন দিকে সমবেত হইল। মুলরাজের সৈন্য মুলরাজের সম্বন্ধী রজ রাহের অধীনে পরিচালিত হইতে লাগিল; সেই দলে ৮ সহস্র হইতে ১০ সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য এবং ১০ টি কামান সজ্জিত হইল। ভাওয়ালপুরের সৈন্যদলে ৮ সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক, ১১টা বৃহৎ কামান, এবং ৩০টা ‘জাম্বুরক’ বা ক্ষুদ্র কামান ছিল; ঐ দল চন্দ্রভাগা নদীর পূর্ব তীরে কতে মহম্মদ খাঁ বোরীর অধিনায়কত্বে পরিচালিত হইতে লাগিল। সেনাপতি এডওয়ার্ডসের সৈন্যদল দুই ভাগে বিভক্ত হইল। তাহার এক ভাগ জেনারেল কটলাগের অধীনে, এবং অন্য ভাগ এডওয়ার্ডসের অধীনে পরিচালিত হইতে লাগিল। প্রথমোক্ত দলে ১৫ শত সূক্ষ্ম বিহ্বল পদাতিক শিখ গোলামজা ও দশটি কামান, এবং শেষোক্ত দলে ৫ সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক-সৈন্য এবং ৩০টা ‘জাম্বুরক’ কামান রহিল। এডওয়ার্ডসের এবং কটলাগের

পরিচালিত সৈন্যদল চণ্ডীগা নদীর পশ্চিম পারে অবস্থিত করিতে লাগিল। ফলতঃ, তিন দলে বিভক্ত প্রায় দ্বিগুণ সৈন্য মুলারাজের সৈন্যগণকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল। মুলারাজের সেনাপতি রজ রাম সূজাবাদের তিন মাইল দক্ষিণে মুলতানের পথে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। ফতে মহম্মদের সৈন্যদল, ১৫ মাইল দক্ষিণে গোয়েন নামক স্থানে অবস্থিত করিতে লাগিল; এবং ইংরাজ সেনাপতিদ্বয়ের পরিচালিত সৈন্যগণ খাগড় হইতে প্রায় ১২ মাইল দক্ষিণে গালিয়ানওয়ালার পার-ঘাটের নিকট শিবির স্থাপন করিল। তিনটি সৈন্যদলে যেন একটি ত্রিভুজ গঠিত হইল। তাহার এক কোণে মুলারাজের সৈন্যদল, এক কোণে ভাওয়ালপুরের (দাউদপুরজদিগের) সৈন্যদল এবং অপর কোণে ইংরাজ সেনাপতিদ্বয়ের পরিচালিত সৈন্যদল অবস্থিত করিতে লাগিল। সেই বন্দোবস্তে ভাওয়ালপুর সৈন্যদল যেন মধ্যস্থলে অবস্থিত হইল; মুলারাজের এবং বৃটিশ-পক্ষের সৈন্যদল তাহার দুই পার্শ্বে বিদ্যমান রহিল। ভাওয়ালপুরের পশ্চাতে থাকিয়া বৃটিশসৈন্যগণ প্রকারান্তরে আত্মরক্ষার পথ পরিকার করিয়া রাখিল। যদি পরাজয়ই হয়, তবে যা 'শত্রু পরে পরে'।

এই সময়ে ক্ষিপ্ৰকারিতার সহিত রজ রাম যদি ভাওয়ালপুরের সৈন্যদলকে আক্রমণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে, এই ক্ষেত্রেই তাঁহার জয়লাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। যদিও তাঁহার সৈন্য সংখ্যা ভাওয়ালপুরের সৈন্য-সমষ্টির সমান ছিল না, কিন্তু তাঁহার সৈন্যদল সুশিক্ষিত এবং স্বদেশপ্ৰাণ; সুতরাং এ ক্ষেত্রে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, তাঁহার বিজয়-লাভ-পক্ষে সংশয়ের কোনই সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ স্থাগিত রাখিয়া, তিনি এই ভুল-সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, —‘কিনারীর’ নিকট বৃটিশ-সৈন্য নদী পার হইবে; সুতরাং আপন শিবির হইতে ৮ মাইল দূরে ‘বুকরি’ গ্রামাভিমুখে সৈন্যপরিচালনা করিয়া, বৃটিশ সৈন্যগণের নদী পারে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। আগে পারাপারের সময় বৃটিশ-সৈন্যগণকে বিধ্বস্ত করিয়া পরিশেষে নিঃসহায় ভাওয়াল-পুরের সৈন্যদলকে পরাজিত করিবেন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইল। কিন্তু তাঁহার এই উদ্দেশ্য বৃষ্টিতে কাহারও বাকী রহিল না; উদ্দেশ্য বৃষ্টিতে পারিয়া, ভাওয়ালপুরের সৈন্যদল ভাড়াভাড়ি কিনারী অভিমুখে অগ্রসর হইল। সেখানে কৌজদার খাঁর অধীনে, বৃটিশ-পক্ষের তিন হাজার পাঠান-সৈন্য নদী পার হইয়া তাহাদের দলে যোগদান করিল। যে পথে রজ রামের সৈন্যদল অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা ছিল, ভাওয়ালপুরের এবং কৌজদার খাঁর সমন্বিত সৈন্যগণ সেই পথ আটকাইয়া রহিল। এই সময় ১৮ই জুন প্রত্যুষে, আরও কতকগুলি সৈন্য লইয়া, লেকটুনাণ্ট এডওয়ার্ডস চন্ডীগা নদী পার হইলেন। জেনারেল কটলাণ্ডও অবশিষ্ট সৈন্যদল সঙ্গে লইয়া পশ্চাদ্ভ্রমণ করিবেন — স্থির রহিল। নদী পার হইয়াই এডওয়ার্ডস ঘন ঘন কামান গর্জন শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তিনি বৃষ্টিতে পারিলেন, — যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। রজরাম অতি প্রত্যাঘেই বুকরি হইতে দ্রুত-গতিতে পার ঘাট আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু সেখানে উপস্থিত হইয়াই দেখিলেন, বিপক্ষগণ কর্তৃক পূর্বেই পার-ঘাট অধিকৃত হইয়াছে। তখন

অবিলম্বে প্রত্যাগত হইয়া, তিনি স্থানবাসী পাহাড়ে সেনানিবাস স্থাপন করিলেন, এবং সেই পাহাড়ের উপর হইতে গোলা চালাইতে লাগিলেন । সেই গোলাবর্ষণে, ভাওয়ালপুরের সৈন্যদল বিধ্বস্ত হইতে লাগিল ; তাহারা হতাশ্বাস হইয়া পলায়নের পথ অন্বেষণ করিতে লাগিল । ইত্যবসরে সৈন্য লেফটেন্যান্ট এডওয়ার্ডস আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তিনি পুনঃপুনঃ ভাওয়ালপুরের সৈন্যদলকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন । কিন্তু তাহাদের সাধ্য কি যে, তাহারা মূলতানের সৈন্যের গতিরোধ করিবে ? ছয় ঘণ্টা কাল, ঘোরতর যুদ্ধ চলিল । মনে হইল,—বুঝি বা বিজয়লক্ষ্মী আবার আসিয়া শিখ-শোর্থের অঙ্কণায়িনী হইলেন । ক্ষণকালের জন্য রণক্ষেত্র নিবাত-নিরুপস্থ ভাব ধারণ করিল । “খালসা” সৈন্য বুঝিল,—বিপক্ষগণ পরাজিত হইয়াছে, আর তাহাদের ভয়ের কারণ কিছুই নাই । বহুদিনের পর, আবার গুরু নামের জয়ধ্বনিতে শিখ-শিবির বিকম্পিত হইল ।

শিখ-শিবিরে এবস্থি আনন্দের সময়ে বৃটিশ-পক্ষের আর ছয়টি নতুন কামান আসিয়া সহস্রা সমরক্ষেত্রে প্রতিধ্বনিত করিল । দুই দল পদাতিক সৈন্যও নতুন আসিয়া বৃটিশ-পক্ষে যোগ দিল । এই অভাবনীয় পরিবর্তনে শিখগণ চমকিয়া উঠিল । সে ক্ষেত্রেও তাহারা শত্রুসৈন্যের গতিরোধের চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু আর তাহার কৃতকার্য হইতে পারিল না । বহুক্ষণ যুদ্ধের পর, শিখগণ পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইল । তখন, বৃটিশ-পক্ষের নতুন সৈন্য সোৎসাহে ধাবমান হইয়া, শিখসৈন্যের শিবির অধিকার করিয়া বসিল । শিখ-দিগের বহু যুদ্ধোপকরণ, আটটি কামান, এবং গোলাবারুদ, বৃটিশ-পক্ষের হস্তগত হইল । এই যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে ৩০০ সৈন্য হত ও আহত হইয়াছিল ; এবং ৫০০ শত শিখ-সৈন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিল । অতঃপর শিখগণ পথিমধ্যে আর কোথাও বৃটিশ-পক্ষকে বাধা দিবার চেষ্টা না করিয়া, মূলতান অভিমুখে অগ্রসর হইল । মূলতানে শিখ-ইংরেজে ঘোর যুদ্ধের আয়োজন চলিতে লাগিল ।

এইরূপ কিনারীর যুদ্ধে বৃটিশ-পক্ষের জয়লাভ হইলে, স্বজাতিবাদের ‘কেজাধার’ (তুর্গাধিপতি) অতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইংরেজের বক্তৃতা স্বীকার করিল । অন্যান্য আরও অনেকে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণে কৃতকৃতার্থ হইল । সংসারের বিচিত্র গতি । যখনই যে পক্ষের জয়লাভ হয়, সকলেই তখন সেই পক্ষ অবলম্বন করে । স্বতরাং কিনারীর যুদ্ধে ইংরেজের জয়লাভের পর বহুলোক যে ইংরেজের পক্ষ অবলম্বন করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি । এইবার অধিকতর উৎসাহিত হইয়া, লেফটেন্যান্ট এডওয়ার্ডস পুনরায় ২২শে জুন লাহোরের রেসিডেন্টকে এক পত্র লিখিলেন । অবিলম্বে মূলতান অক্রমণে আর ইত্তস্ততঃ করা কর্তব্য নহে,—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় । সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি কামান, এবং দুর্গক্ষেত্রের উপযোগী সরঞ্জামাদিও চাহিয়া পাঠাইলেন । মেজর নেপিয়র লাহোর হইতে আসিয়া তাঁহার সাহায্যার্থ বোগদান করেন, তাহাও এডওয়ার্ডসের প্রার্থনা ছিল । এডওয়ার্ডস মনে করিয়াছিলেন,—আর কোথাও বাধা পাইবেন না ; একেবারেই দুর্গ আক্রমণ করিবেন ।

কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার সে বিশ্বাস ব্যর্থ হইল ; এবার মুলরাজ স্বয়ং তাহাতে প্রভিবাটী হইলেন , দুর্গ আক্রান্ত হইবার পূর্ব তিনি পুনরায় এক যুদ্ধের জন্য আয়োজন করিলেন । সাদুশাম নামক গ্রামের নিকটে ১লা জুলাই ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল । মুলরাজ স্বয়ং সৈন্য পরিচালনায় প্রবৃত্ত হইলেন ; প্রায় দ্বাদশ সহস্র সৈন্য তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়া দৃঢ়তা সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিল । অন্যান্য অষ্টাদশ সহস্র সুশিক্ষিত মুসলমান-সৈন্য এই সময়ে ইংরাজ পক্ষে যোগদান করিল । কামান এবং যুদ্ধোপকরণের প্রাচুর্যেও ইংরেজপক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষিত হইল । বৃটিশ-পক্ষে ২২টি কামান, এবং শিখদিগের ১০টি কামান ; তথাপি অনেক ক্ষণ যুদ্ধ চলিল । অবশেষে এ যুদ্ধে অধিক লোকক্ষয়ের সম্ভাবনা মনে করিয়া, মুলরাজ প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ; তাঁহার সৈন্যদল সকলেই মূলভানের দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইল । সাদুশামের যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া, অধিকতর উদ্যমের সহিত ইংরেজ মূলভান আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন ।

তৃতীয় পত্রিচ্ছেদ

মুলতান অধিকার

১৮৪৮—১৮৪৯

[মুলতানের বিবরণ ;—মুলতান আক্রমণের আয়োজন ;—সেনাপতি হুইশের ঘোষণা-প্রচার ;—শের সিংহের ভাব-বিপর্যায় ও ইংরেজের প্রত্যাঘর্ষন ;—শের সিংহের ইংরাজগণক পরিভাষা ;—মুলরাজের সহিত শের সিংহের সন্ধিলন ;—শের সিংহ কতৃক হাজারে নামক স্থানে নুতন শিখ-যুদ্ধের আয়োজন ;—প্রায় তিন মাস কাল মুলতান অবরোধ স্থগিত থাকায়, উভয়পক্ষের বলসংগ্রহ ;—ডিসেম্বর মাসে ইংরাজ কতৃক মুলতান পুনরাক্রমণ ;—২৭ দিন ব্যাপী দারুণ সংঘর্ষ ;—৩০শে ডিসেম্বর হঠাৎ ইংরেজের গোলার আগুনে মুলরাজের বাকুৎখানা ভগ্নীভূত ;—মুলরাজের বিচার এবং নির্বাসন ।]

চন্দ্রভাগা নদীর পূর্বতীরে, নদীর কিনারা হইতে তিন মাইল দূরে, মুলতান সহর অবস্থিত। নদীতে বস্তা উপস্থিত হইলে, নদীর জল সহরের নিকট পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। মনোহর উত্থানসমূহে এবং খজুর প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষশ্রেণীতে মুলতান সহর পরিবেষ্টিত। প্রথর গ্রীষ্মের উত্তাপে মুলতান সহর ইংরেজদিগের বসবাসের বড়ই অসুপযোগী। মুলতান সহর সম্বন্ধে ইংরেজগণ ব্যাক করিয়া সময়ে সময়ে একটি কবিতা উচ্চারণ করিয়া থাকেন। সেই কবিতাটির মর্ম,—

ধূলা, তাপ, ভিক্ষাজীবী, আর গোরস্থান,
এই চারি দ্রব্যে হয় সেরা মুলতান।

মুলতান অতি প্রাচীন নগর। মুলতানের উপর দিয়া কতই পরিবর্তনের বস্তা বহিয়া গিয়াছে। যে উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর মুলতান প্রতিষ্ঠিত, প্রাচীন কালের কত নগরের কত ধ্বংসাবশেষ সেই ভূখণ্ডে সঞ্চিত আছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। মুলতানের সন্নিকটে সাহুশামের যুদ্ধে ইংরেজের যখন জয়লাভ হইল, তখন মুলতানের চতুর্দর্শ ইষ্টকপ্রাচীরে বেষ্টিত ছিল। কিন্তু সে প্রাচীর হৃদয় নহে বিবেচনা করিয়া, অশেষ আয়াসে মুলরাজ তাহার উপর আর এক মুস্তিকার প্রাচীর প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার সৈন্যদল মুলতানে প্রবেশ করিলে, সেই প্রাচীর দুর্ভেদ্য দুর্গ-প্রাকারে পরিণত হইল। পূর্বে যে প্রাচীর ছিল, মুলরাজের পিতা বহু অর্থ ব্যয়ে সে প্রাচীর প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আর একবার লাহোরের রাজস্ব বন্ধ করিয়া মুলতান স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিয়াছিল ; সেই সময় বিপক্ষ-পক্ষের বহু আক্রমণেও ঐ প্রাচীর অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু মুলরাজ সে দৃঢ়তায়ও আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। তিনি দৃঢ়তার উপর নুতন দৃঢ়তা সম্পাদন করিলেন। এইরূপে ভারতীয় দুর্গসমূহের মধ্যে মুলতান দুর্গ সর্বাপেক্ষা দৃঢ় এবং স্বরক্ষিত হইয়া দাঁড়াইল। ভারতীয় শিল্পিগণের শিল্পনৈপুণ্য-বলে, কিরূপ হৃদয় দুর্গ প্রস্তুত হইতে পারে,—মুলতান তাহারই আদর্শস্থানীয়। মুলতান দুর্গের চারি ধারে বিস্তৃত স্বগভীর পরিধা ; পরিধার সম্মুখেই

চল্লিশ কিট উচ্চ দুর্ভেদ্য হুদুদু হুর্গ প্রকার ; সেই হুর্গ-প্রাকারের উপরে ত্রিশটি উচ্চুড়ায় কামানসমূহ স্থাপিত। হুর্গের অভ্যন্তরে হুর্গরক্ষার বিপুল আয়োজন। যদি বহুদিন পর্যন্ত সেই হুর্গ শত্রু হস্তে অপরুদ্ধ থাকে, অনায়াসে তাঁহারা আত্মরক্ষায় সমর্থ হইবেন,—এবমিধ যুদ্ধোপকরণ এবং রসদাদি সংগ্রহ করিয়া লইয়া, সসৈন্তে মুলরাজ মুলতানের হুর্গমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মুলরাজ সসৈন্যে মুলতানে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলে, মুলতান আক্রমণ সম্বন্ধে নানাবিধ আয়োজন চলিতে লাগিল। ইংরেজ বুঝিলেন, মুলতান অধিকার দুরূহ-ব্যাপার সত্য ; কিন্তু মুলতান অধিকার করিতে না পারিলে, তাঁহাদের সকল গর্বই খর্ব হইবে। অগত্যা অনেক পরামর্শের পর, পঞ্জাব সৈন্তের অধিনায়ক জেনারেল হুইশ মুলতান অভিযুগে যাত্রার জন্য আদিষ্ট হইলেন। অন্যান্য নানা স্থান হইতে মুলতান-অভিযানে সৈন্য-সমাবেশ আরম্ভ হইল। ২৪শে জুলাই জেনারেল হুইশ, ৮০,৭২ জন সৈন্য, হুর্গ-অবরোধোপযোগী ১২টি কামান এবং অশ্ববাহিত ১২টি কামান লইয়া অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সৈন্যদল দুই ভাগে বিভক্ত হইল। একদল লাহোর হইতে যাত্রা করিয়া ইরাকদী নদীর পূর্ব পার্শ্ব দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল ; অপর দল ফিরোজপুর হইতে যাত্রা করিয়া শতদ্রু নদীর পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া ব্রাইগেডিয়র সান্টারের অধিনায়কত্বে পরিচালিত হইল। ইতিপূর্বে ইংরেজের অধীনস্থ দেশীয় সৈন্যদলের ৮,৪১৫ জন অশ্বারোহী, ১৪,৩২৭ জন পদাতিক, মুলতান অবরোধের জন্য সমবেত হইয়াছিল ; তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অশ্ববাহিত ৪৫টি কামান আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। লেক্টন্যান্ট এডওয়ার্ডস কর্তৃক ৭,৭৮ জন পদাতিক এবং ৪,০৩৩ জন অশ্বারোহী-সৈন্য পরিচালিত হইতেছিল ; ভাওয়ালপুর সৈন্যের অন্তর্গত ৫,৭০৩ পদাতিক-সৈন্য এবং ১,১০০ অশ্বারোহী সৈন্য লেক্টন্যান্ট লেক পরিচালনা করিতেছিলেন। ১০১ জন পদাতিক এবং ৩৩৮ জন অশ্বারোহী শিখ-সৈন্য, রাজা শের সিংহের আজ্ঞাধীনে অবস্থিত ছিল। ফলতঃ ইরাজপক্ষের প্রায় ৩২ সহস্র, সৈন্য, মুলরাজের ১২ সহস্র সৈন্যের বিরুদ্ধে সজ্জিত হইয়াছিল। সেই অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়াও, হুর্গ-প্রাকারের সহায়তায়, মুলরাজ বিপুল ব্রিটিশ-বাহিনীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

ব্রিটিশ-পক্ষের সকল সৈন্য আসিয়া একত্র সমবেত হইলে, ৪ঠা সেপ্টেম্বর জেনারেল হুইশ এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। অবরুদ্ধ মুলতানের "অধিবাগিনগ আত্মসমর্পণ করুক,—ইহাই সেই ঘোষণাপত্রের উদ্দেশ্য। তিনি জানাইলেন,—“আগামী কল্যা (৫ই সেপ্টেম্বর) সূর্যোদয়ের পূর্বে রাজকীয় কামান ধ্বনিত হইবে ; সেই কামানের শব্দ শুনিবার ২৪ ঘণ্টা মধ্যে বিনা সর্তে সকলকে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে। গ্রেট ব্রিটেনের মহারাজী এবং তাঁহার মিত্র মহারাজ দলীপ সিংহের সম্মানার্থ এই আত্ম-সমর্পণ প্রয়োজন। তাহারা অন্যথা করিবেন, তাঁহারা শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইবেন।” কিন্তু এই ঘোষণাপত্রে কেহই আত্মসমর্পণ করিল না। মুলরাজের পক্ষাবলম্বী শিখগণ তখন এতই উত্তেজিত হইল, তাহারা কোন ক্রমেই বশতা স্বীকার করিতে চাহিল না। পরন্তু দুই মাইল দূরস্থিত

নগর-প্রাকার হইতে এক ভোপধ্বনিতে হইশের ঘোষণা প্রচারের প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইল। রেসিডেন্ট বিশ্বাস করিয়াছিলেন, মূলতান আক্রান্ত হইলেই মুলরাজ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু এক্ষণে তাঁহাকে সে আশায় নিরাশ হইতে হইল। অধিকন্তু ইংরেজের দল হইতেও কতক কতক শিখ-সৈন্য পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। শের সিংহ তুলুঘায় অপেক্ষা করিবার জন্য ইংরেজ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও আর সে আদেশ মানিলেন না; তাঁহার পিতা ছত্রসিংহ হাজারে প্রদেশে ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন শুনিয়া, তিনিও ইংরেজের প্রতি বিমুখ হইলেন।

৭ই সেপ্টেম্বর দিবাভাগে ইংরাজ পক্ষ মূলতান আক্রমণ করিলেন। ১১ই সেপ্টেম্বর রাত্রিযোগে মুলরাজের সৈন্যগণকে সম্মুখস্থ বাগান এবং বাটী হইতে বিদূরিত করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। কিন্তু রজনীর গাঢ় অন্ধকারে এবং নানারূপ বিশৃঙ্খলায় ইংরেজের সে আক্রমণ ব্যর্থ হইল। পরন্তু, আক্রমণ করিতে গিয়া বৃটিশ-পক্ষ বিতাড়িত হইলেন; মুলরাজের ভরসা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল। অতঃপর ইংরেজ-পক্ষ হইতে দুই দিন কাল ক্রমাগত গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল; কিন্তু তাহাতেও কোন সফল ফলিল না। ১২ই তারিখে দুর্গ-প্রাচীরের বহির্ভাগে আসিয়া মুলরাজ যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। অনেককাল উভয় পক্ষে বোরতর সংগ্রাম চলিল। কিন্তু সেই সংঘর্ষে মুলরাজ পরাজিত হইলেন। তাঁহার ৫০০ শত সৈন্য যুদ্ধে নিহত হইল; আক্রমণকারী ইংরেজপক্ষ নগর-প্রাকারের দিকে ৮০০ শত গজ অগ্রসর হইবার স্বেচ্ছা পাইল। এইবার ইংরাজ-পক্ষ যেখানে উপস্থিত হইল, সেখান হইতে গোলা চালাইলে অনায়াসেই সে গোলা নগর-প্রাচীর ভেদ করিতে পারে।

নগর-ধ্বংসের পথ সূচ্য হইয়া আসিল বটে; কিন্তু আর এক বিপত্তি উপস্থিত হইল। দুই দিনের যুদ্ধে যাহারা অগ্রসর হইয়াছিল, এইবার তাহারা কিরিয়া দাঁড়াইল। বোধ হয়, কতকগুলি শিখ-সৈন্যের প্রাণে এইবার আত্ম-প্রাণি উপস্থিত হইল,—তাহাদের মনে স্বদেশ-প্রীতি জাগিয়া উঠিল। ইংরেজ, কন্টাকের দ্বারা কন্টাক উপাটনের চেষ্টা করিতেছেন, বোধ হয় এইবার তাহারা বুঝিতে পারিল। হাজারে-প্রদেশে শের সিংহের পিতা ছত্র সিংহ ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করায়, ইংরেজ পক্ষাবলম্বী তাঁহার পুত্র শের সিংহের প্রাণ ইতিপূর্বেই বিচলিত হইয়াছিল। ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে মূলতানের দিকে অগ্রসর হইবার সময়, তাঁহার মন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইল। তিনি মনে মনে ভাবিয়া দেখিলেন,—“আমি এ কি করিতেছি। বিদেশী বিধর্মীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া, স্বদেশী, স্বজাতি, স্বধর্মীর বক্ষে শেলাঘাত করিতে বসিয়াছি।” সম্ভবতঃ এই অল্পশোচনীয় তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি আপন সৈন্যদলের মধ্যে আদেশ প্রচার করিলেন,—“ধরম খে দোসা” “অর্থাৎ ‘খালসার’ নামে ধর্মের বাঘ, বাজান হউক। যখন এই সংবাদ ইংরেজ সেনাপতির নিকট উপস্থিত হইল, তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল। ‘খালসার’ নামে মূলতান আক্রমণকারী সৈন্যদল সত্য সত্যই যদি ক্ষেপিয়া উঠে, তাহা হইলে দারুণ বিপত্তির সম্ভাবনা। তিনি প্রধান প্রধান সৈনিক কর্মচারীদিগকে আহ্বান করিয়া, কর্তব্য

অবধারণের জন্ম ব্যস্ত হইলেন। তখন সকলেই এক বাক্যে অভিযত প্রকাশ করিলেন,— এ অবস্থায় মূলতান অবরোধ সম্ভবপর নহে। সুতরাং আক্রমণকারী সৈন্যদল নগর-প্রাকারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াও প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদিষ্ট হইল। হয় তো অল্পকণ মধ্যেই নগর ধ্বংস হইত; কিন্তু সে আশা এক্ষণে স্বদূরপর্যন্ত হইয়া পড়িল। অতঃপর, সেনাপতির নিকট হইতে পুনরায় সাহায্যার্থ সৈন্যদল আসিয়া উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত, ইংরেজ-পক্ষ ‘ভিকি’ নামক স্থানে সেনানিবাস স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেন।

এদিকে শের সিংহ সর্বসৈন্যে মূলতানে উপস্থিত হইয়া মুলরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দলপুষ্টি হইল বলিয়া, মুলরাজের আনন্দের আর অবধি রহিল না। তবে মুলরাজ কিন্তু শের সিংহের উপর সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস-স্থাপন করিতে পারিলেন না। দুর্গে শের সিংহের আশ্রয় হইল না; দুর্গের বাহিরে সহরের মধ্যে তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র আবাস নির্দিষ্ট হইল। অধিকন্তু নগরের বহিঃভাগে এক মন্দির-মধ্যে লইয়া গিয়া মুলরাজ শের সিংহকে এবং তাঁহার কর্মচারীগণকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন। এইরূপ নানাকারণে শের সিংহ এবং মুলরাজের মধ্যে মিলন হইল না। তখন, মূলতানে আর অবস্থিতি করা মুক্তিযুক্ত নহে মনে করিয়া, শের সিংহ তাঁহার পিতার সাহায্যার্থ হাজেরা প্রদেশে যাইতে চাহিলেন; জানাইলেন,—মুলরাজ যদি তাঁহার সৈন্যগণের কিছুদিনের বেতন অগ্রিম প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে, নূতন দেশে গিয়া তিনি এক নূতন শিখ-যুদ্ধের অবতারণা করেন। এ প্রস্তাব মুলরাজের নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হইল। নূতন সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্ম, ১ই অক্টোবর শেষ সিংহ পিতার নিকট যাত্রা করিলেন।

১৪ই সেপ্টেম্বর মূলতান হইতে ইংরেজ-সৈন্য প্রত্যাবৃত্ত হয়। ১৭ই ডিসেম্বর পুনরায় তাহার মূলতান আক্রমণে অগ্রসর হইল। মধ্যে প্রায় তিন মাস কাল উভয় পক্ষই আপনাপন দলপুষ্টির এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের আয়োজনে উद्यোগী ছিলেন। ইংরেজের পক্ষে অনেক নূতন সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল,—কামান বন্দুক চালাইবার অনেক নূতন পথ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মুলরাজও সে পক্ষে উদাসীন ছিলেন না। নগর এবং উপনগরের দৃঢ়তা সম্পাদনে তিনি বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। অধিকন্তু তাঁহার কতকগুলি সৈন্য শের সিংহের সঙ্গে হাজেরায় চলিয়া যাওয়ায়, নূতন সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়া সেই সৈন্যদলের অভাব পূরণকল্পেও তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। এই সময়ে পারিপার্শ্বিক মিত্র রাজত্ববর্গের নিকট হইতে অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা চলিয়াছিল। রাজ-নৈতিক তীক্ষ্ণবুদ্ধির ফলে এই সময়ে মুলরাজ কানুলের দোস্ত মহম্মদ এবং কান্দাহারের সদায়দিগকেও বশীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নিকট প্রস্তাব করিয়া পার্শ্বহইয়াছিলেন,—“আপনারা আহুন; আমার সহায় হউন; আমরা সমবেত চেষ্টায় কিরিকীদিগকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিই। যদি তাহাদিগকে দূর করিতে পারি, তাহা হইলে সিদ্ধ নদের উভয় পার্শ্বে উভয়ের সীমানা নির্দিষ্ট থাকিবে।” বলা বাহুল্য, মুলরাজের এ উদ্দীপনা ব্যর্থ হয় নাই। তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইতে না পারিলেও,

আক্ষগানগণের কেহ কেহ যে এই সময়ে ইংরেজের বিরুদ্ধতাচরণ করিয়াছিল, পরবর্তী ঘটনা-পরস্পরায় তাহা প্রতীয়মান হয়। অল্প পক্ষে, মূলরাজের বা শিখ আধিপত্য-বিস্তারের বিরুদ্ধেও যে চক্রান্তের অভাব ছিল না,—সে চক্রান্ত, সে ষড়যন্ত্রও যে অনেক-শুণে প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। যে ষড়যন্ত্রে, যে চক্রান্তে, ভারতের সকল শক্তিই বিপর্যস্ত হইয়াছে, সেই ষড়যন্ত্রই এ ক্ষেত্রেও পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

ষষ্ঠীয়বার মূলতান আক্রমণে অগ্রসর হইয়া, ইংরেজ সৈন্য প্রথমে দুর্গ-অধিকারে আকিঞ্চন প্রকাশ করিল না। প্রথমতঃ তাহার নগর-প্রাকারের উত্তর-পূর্ব কোণে উপস্থিত হইয়া, সহরভলীর প্রতি গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। সেই সহরভলীর অন্তর্গত উজীরাবাদ নামক স্থানে মূলরাজের পিতা সোহান মল্লের সমাধি বিস্তারিত। মূলরাজের প্রাসাদ ‘আম খাসও’ সেই পল্লীর অন্তর্গত। সহসা সেই পল্লী আক্রান্ত হইবে, মূলরাজ তাহা মনে করেন নাই। সুতরাং অলম্ব্যাসে এক দিনের মধ্যেই সেই পল্লী বিপর্যস্ত হইল। সেই আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে, নগর-প্রাকারের অতি সম্মুখে ইংরাজ-পক্ষ সৈন্য স্থাপন করিলেন। ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ভাবে কাটিয়া গেল। ঐ দিন ঠাণ্ড ইংরেজ-পক্ষের একটি গোলা দুর্গের অভ্যন্তরে বারুদ-ঘরে গিয়া পতিত হইল। বারুদ-ঘরে গোলা পতিত হওয়ায় কি সর্বনাশ উপস্থিত হইল, তাহা বর্ণনার বিষয় নহে। সেই বারুদ-ঘরে চারি লক্ষ পাউণ্ড বারুদ মজুত ছিল। গোলা পতিত হওয়ায়, বারুদখানা ধু ধু জ্বলিয়া উঠিল; ভীষণ অগ্নিস্রাবে দুর্গরক্ষী পাঁচ শত শিখ-সৈন্য নিহত হইল; দুর্গ-মধ্যে ঘোর আতঁনাদ উত্থিত হইল। এইবার মূলরাজ বুঝিলেন—বিধি বাম! বুঝিলেন,—শিখের ভাবগুরু অন্ধকারময়। বুঝিলেন—বিধাতার ইচ্ছা নয় যে, আবার শিখ জাতি জাগিয়া উঠে। তাহা না হইলে, এমন দিনে এমন বিপদ কি কখনও উপস্থিত হয়। এই দুর্ঘটনায় শিখ-সৈন্য হতাশ-সাগরে নিমগ্ন হইল; কে যেন তাহাদের প্রাণের ভিতর সঞ্জীবনী শক্তি অপহরণ করিয়া লইল;—কে যেন তাহাদের অন্তর্ভূত উদ্দীপনার অনল নিবাইয়া দিল।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী নূতন বৎসরের প্রারম্ভে নগরের একটি প্রাচীর ভঙ্গ হইল। আক্রমণকারী সৈন্যগণ মনে করিয়াছিল,—ঐ প্রাচীর ভাঙিতে পারিলেই তাহার নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে; কিন্তু কার্যকালে বিপরীত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিল। দেখিল, সেই প্রাচীরের পার্শ্বে আর একটি নূতন প্রাচীর অবস্থিত; সে প্রাচীরের উচ্চতা ত্রিশ ফিটের কম নহে। সুতরাং একটি প্রাচীর ভঙ্গ করিয়াও, সৈন্যদল সে ব্যতীত প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইল। অবশেষে প্রাচীরের অপর এক অংশ ভঙ্গ হইলে, নগর প্রবেশের পথ স্ফূর্ণ হইয়া আসিল। কিন্তু ইংরেজ পক্ষ তখনও দেখিলেন, দুর্গ-প্রকার সমভাবে অবস্থিত; ঘোর যুদ্ধ ব্যতীত দুর্গ অধিকার কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। যাহা-হউক, নগর বিপক্ষ-হস্তে পতিত হইল দেখিয়া, অপরাপর সৈন্যগণকে পলায়ন করিবার অজ্ঞপতি প্রদান করিয়া প্রায় তিন সহস্র সৈন্যসহ মূলরাজ সেই দুর্গ মধ্যে অবস্থান

করিতে লাগিলেন। দুর্গের দ্বার বন্ধ রহিল; ইংরেজ পক্ষ দুর্গ-প্রবেশের পক্ষে বিধিযুক্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ৪ঠা জাম্বয়ারী, দুর্গের উত্তর প্রান্তে বোম্বাই বিভাগের সৈন্যদল শিবির স্থাপন করিল; দুর্গের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে বঙ্গদেশীয় সৈন্যদল অবস্থান করিতে লাগিল; পশ্চিম দিকে অপর কতকগুলি সৈন্য পথ রোধ করিয়া রহিল। এইরূপে চতুর্দিক হইতে দুর্গ অবরুদ্ধ হইলে, মুলরাজ হতাশ হইয়া পড়িলেন। তখন আত্ম-সমর্পণ ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই,—মনে করিয়া, মেজর এডওয়ার্ডসের নিকট তিনি সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু এডওয়ার্ডস সে প্রস্তাব মঞ্জুর করিতে পারিলেন না; সন্ধি সম্বন্ধে তিনি জেনারেল হইশের মতামত গ্রহণের উপদেশ দিলেন। সেনাপতি হইশ কিন্তু মুলরাজের কোন কথাই শুনিতে চাহিলেন না। মুলরাজ যদি বিনা সর্তে আত্ম-সমর্পণ করেন ভালই; না করেন জোর করিয়া দুর্গ দখল করা হইবে,—হইশ স্পষ্টতঃ সেই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। মুলরাজ আর কি করিবেন? অগত্যা আরও কয়েক দিন ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ৮ই জাম্বয়ারী ইংরেজ সেনাপতির নিকট মুলরাজ এক দূত পাঠাইলেন। সে দূতের নিকটও ইংরেজ সেনাপতি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন,—বিনা সর্তে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে। মুলরাজ তখনও স্বীকৃত হইতে পারিলেন না। আবার কয়েকদিন ক্রমাগত গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। ইতিমধ্যে চারিদিকের প্রাচীর কতক কতক ভগ্ন হওয়ায়, ২২শে জাম্বয়ারী প্রত্যুষে দুর্গাভ্যন্তরে ইংরেজ সৈন্যদল প্রবেশ করিবে—স্থির হইল। কিন্তু তাহার আর আবশ্যক হইল না। শেষ মুহূর্তে মুলরাজ আত্ম-সমর্পণ করিলেন; বিনা বাধায় দুর্গ ইংরেজের অধিকৃত হইল; মুলরাজ ইংরেজের নিকট বন্দী হইলেন। মুলতান ২৭ দিন কাল অবরুদ্ধ ছিল। সেই অবরোধের সময় ২১০ জন বৃটিশ সৈন্য নিহত এবং ১১০ জন আহত হয়। শিখ-পক্ষের হতাহতের পরিমাণ কে আর নির্দেশ করিবে? যাহা হউক, পরিশেষে লাহোরে মুলরাজের বিচার আরম্ভ হইল। বিচারে মুলরাজ দোষী সাব্যস্ত হইলেন; তাঁহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। বিচারকলে মুলরাজ ফাঁসী-কাঠেই লম্বিত হইতেন; মুলরাজের পক্ষেও তাহাই শ্রেয়ঃ ছিল। কিন্তু বিচারপতিগণ শেষে তাঁহার প্রতি দয়া-প্রকাশ করিলেন। অবস্থার গতিতে মুলরাজ অপব্যর্থ করিয়াছেন, সুতরাং প্রাণদণ্ড না হইয়া সমুদ্র-পারে তাঁহাকে নির্বাসন করা হউক,—পরিশেষে ইহাই দার্য হইল। জানি-না, মুলরাজের প্রতি এ দয়া কেন হইয়াছিল। কিন্তু মুলরাজের পক্ষে এ দয়া কি যম-যন্ত্রণা, তাহা মুলরাজই জানেন, আর তাঁহার অন্তর্মমীই জানেন। আমরা আর তাহার কি ব্যাখ্যা করিতে পারি।

চতুর্থ অধ্যায়

রামনগর এবং চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ

১৮৪৮ খ্রী: অক্টোবর—১৮৪৯ খ্রী: জানুয়ারী

[ছত্র সিংহের বিদ্রোহ ;—মেজর জর্জ লরেন্স প্রভৃতির কোহাটে পলায়ন ;—কোহাটের শাসনকর্তা সুলতান মহম্মদ খাঁ কর্তৃক লরেন্স প্রভৃতিকৈ ছত্র সিংহের নিকট বিক্রয় ;—রামনগরে শের সিংহের সহিত ইংরেজপক্ষের ঘোর যুদ্ধ ;—কিওরটন, হ্যাভেলক প্রভৃতির মৃত্যু ;—শের সিংহের সৈন্যদল কর্তৃক রামনগর পরিত্যাগ ;—ছত্র সিংহের সহিত শের সিংহের সন্ধিলন ;—চিলিয়ানওয়ালায় ইংরাজ পক্ষের সহিত শিখপক্ষের ঘোর সময় ;—চিলিয়ানওয়ালার ইংরাজ-পক্ষের পরাজয় ;—এ যুদ্ধে জয়-পরাজয় সম্বন্ধে মত-পার্থক্য ।]

হাজারে প্রদেশে ছত্র সিংহ বিদ্রোহের অনল প্রধুমিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই বিদ্রোহানল বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাঁহার সহিত আফগানজাতি যোগদান করায়, ছত্র সিংহের বিশেষ বলবৃদ্ধি হইল। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর পেশওয়ারের সমস্ত শিখ-সৈন্য বিদ্রোহে যোগদান করিল। তাহাদিগকে পুনরায় কার্যে প্রবৃত্ত করার চেষ্টায় মেজর জর্জ লরেন্স অক্লান্তকার্য্য হইলেন। অতঃপর তিনি আপনাকে বাচাইবার জন্য আপন সহকারী লেফটেন্যান্ট বাউইর সহিত কোহাটে পলায়ন করিলেন। কোহাট, পেশওয়ার হইতে ৩৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। কাবুলের আমীর দোস্ত মহম্মদের জাভা সুলতান মহম্মদ খাঁ এই সময়ে কোহাটের শাসনকর্তা ছিলেন। আফগান-যুদ্ধের সময় ইংরেজগণ তাঁহার নৃশংসতার বহু পরিচয় পাইয়াছিলেন। তথাপি অনন্তোপায় হইয়া লরেন্স সেখানেই আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। ইতিপূর্বে লাহোরে বিদ্রোহ উপস্থিত হইবার সময়, লরেন্সের পত্নী লাহোর হইতে পলায়ন করিয়া কোহাটে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সে কারণেও লরেন্স এবং তাঁহার সহকারীগণ কোহাটে গমন করিতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু তাহাদের কোহাট-গমনের ফল বড়ই বিষময় হইয়া দাঁড়াইল। কোহাটের শাসনকর্তা সুলতান মহম্মদ, ইংরেজ অতিথিগণের প্রতি সদ্যবহার করিবেন বলিয়া, ইংরেজগণ আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু সদ্যবহারের পরিবর্তে, সুলতান মহম্মদ তাহাদিগকে ছত্র সিংহের নিকট বিক্রয় করিলেন। ছত্র সিংহ, সুলতান মহম্মদকে পেশওয়ার জেলায় অংশ প্রদান করিয়া, ইংরেজগণকে বন্দিরূপে প্রাপ্ত হইলেন। ছত্র সিংহের বিদ্রোহ এবং শের সিংহের ইংরাজ পক্ষ পরিত্যাগ, উভয় কারণেই গবর্নর জেনারেল বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বুরি বা শিখগণ আবার এক নূতন উদ্বীপনায় উদ্বীপিত হইয়া, আবার এক নূতন সমরানল প্রজ্জলিত করিল, এই চিন্তা তখন অনেকেই মনে উদয় হইল। অতঃপর প্রধান সেনাপতি লর্ড গাফের উপর ফিরোজপুরে সৈন্য সমাবেশের আদেশ প্রদান করিয়া, গবর্নর জেনারেল উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশাভিমুখে অগ্রসর

হইলেন। সেনাপতি লর্ড গাক্ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া চন্দ্রভাগা নদীর দিকে সৈন্ত পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

শতদ্রু নদীর পূর্বতীরে দেড় মাইল অন্তরে রামনগর পল্লীর সন্নিকটে শের সিংহ শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। নদীর বক্রগতি নিবন্ধন এই স্থানটি একটি দ্বীপরূপে পরিণত হইয়াছিল। দুই দিক দিয়া নদীর জল-প্রবাহ প্রবাহিত লইয়া যেখানে সম্মিলিত হয়, তাহারই মধ্যস্থলে শিখ সৈন্ত অবস্থান করিতেছিল। বর্ষার সময় উহার চারিদিকেই জলরাশি বিস্তৃত থাকিত; অল্পসময়ে পূর্বদিকের জলশ্রোত শুকাইয়া গিয়া স্থানে স্থানে বালুকাস্তূপ সজ্জিত হইত। পশ্চিম পার্শ্বের প্রধান জলপ্রবাহ গভীর এবং বিস্তৃত। শিখগণ প্রধানতঃ নদীর পশ্চিমকূল এবং পূর্বোক্ত দ্বীপটি অধিকার করিয়া অবস্থিত ছিল। পূর্বতীরেও শিখদিগের সৈন্ত এবং কামান ছিল বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া লর্ড গাক্ প্রথমেই শিখদিগকে আক্রমণ বা স্থানচ্যুত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। একদল পদাতিক সৈন্ত সহ ব্রিগেডিয়ার ক্যাম্বেলকে (লর্ড ক্লাইড) অগ্রসর হইবার জন্য আদেশ করা হইল। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে একদল অশ্বারোহী সৈন্ত এবং অশ্ববাহিত কামানসহ তিন দল গোলান্দাজ সৈন্ত ব্রিগেডিয়ার কিওরটনের অধীনে পরিচালিত হইতে লাগিল। কিন্তু রামনগরে উপস্থিত হইয়া ইংরেজগণ দেখিলেন, শিখ সৈন্ত সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাঁহারা নদীর দিকে আরও অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শিখ সৈন্তের, প্রকৃত সন্ধান না লইয়া অথবা তদ্বিষয়ে উপযুক্তরূপ অনুসন্ধিৎসু না হইয়া, অগ্রসর হইতে গিয়া, ইংরেজ-পক্ষ বিপদে পতিত হইলেন। তাঁহাদের সম্মুখেই শিখগণের আটশটি কামান জেীবদ্ভাব্যে সজ্জিত ছিল; ইংরেজপক্ষ অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, শিখগণ গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। অগ্রসর হইতে গিয়া, ইংরেজ-পক্ষের গোলান্দাজগণের গতি রুদ্ধ হইল। ইংরেজের একটি কামান শিখগণ কাড়িয়া লইল। ইংরেজ-সৈন্ত পশ্চাৎ হটিয়া আসিতে বাধ্য হইল। এই সময় ইংরাজদিগের যুদ্ধোপকরণপূর্ণ দুইখানি গাড়ি উল্টাইয়া নদীর জলে পড়িয়া গেল। এইবার নবোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া তিন হাজার হইতে চারি হাজার অশ্বারোহী শিখ-সৈন্ত ইংরাজ-পক্ষকে আক্রমণ করিবার জন্য ধাবমান হইল। কিন্তু সে আক্রমণে বিপরীত ফল কলিল; কর্ণেল হ্যাভলক্ পরিচালিত সৈন্যদলের গুলির আঘাতে শিখগণকে সে যাত্রা পবুর্দন্ত হইতে হইল। কিন্তু তাহাতেও শিখগণ নিরস্ত হইল কি? তাহারা দ্বিতীয় বার ও তৃতীয় বার আক্রমণ করিল। সে আক্রমণে ইংরেজপক্ষ আবার বিচলিত হইয়া পড়িলেন। লর্ড গাক্ ইংরাজ পক্ষকে প্রত্যাবৃত্ত হইবার জন্য আদেশ করিলেন। ব্রিগেডিয়ার কিওরটন সৈন্যগণের মধ্যে সেই আদেশ প্রচার করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন; কচিং তাঁহার মুখ হইতে আদেশ-বাক্য নিঃসারিত হইয়াছে;—ইতিমধ্যে সহসা শিখ-সৈন্যের নিকিপ্ত গুলিতে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে, বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে কর্ণেল হ্যাভলকেরও মৃত্যু হইল। ক্যাপ্টেন ফিজ্জেরাড সাংঘাতিক রূপে আহত হইলেন। ইংরেজ-শিবির বিষাদের ঘনছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইল।

শের সিংহ চন্দ্রভাগা নদীর পশ্চিম-তীরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া সৰ্বপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রামনগরের যুদ্ধে ইংরেজ-পক্ষ তাঁহাকে অণুমান বিচলিত করিতে পারিল না। তাঁহার অধিনায়কত্বে এখন প্রায় পঁয়ত্রিশ সহস্র শিখ-সৈন্য পরিচালিত হইতে লাগিল। পূর্বোক্ত সংঘর্ষে পরাজিত হওয়ায়, ব্রিটিশ পক্ষ আর সম্মুখ-সমরে সমর্থ হইলেন না। এইবার ব্রিটিশ-পক্ষ শের সিংহের বাম পার্শ্ব হইতে আক্রমণের ব্যবস্থা করিলেন। সেনাপতি সার জোসেফ থ্যাকওয়েল একপে ইংরেজ-পক্ষের অঝারোহী সৈন্যদলের পরিচালনা করিতেছিলেন; তিনি দল অঝারোহী সৈন্য এবং তরুণযুক্ত কামান প্রভৃতি লইয়া তিনি নদীর দিকে ধাবমান হইলেন। ২রা ডিসেম্বর তাঁহার সৈন্যদল ওয়াজিরাবাদ পল্লিত্যাগ করিয়া শিখ-শিবিরের নিকটস্থ হইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু শের সিংহ সে ক্ষেত্রেও তাঁহার গতিরোধ করিলেন; অগণিত শিখ-সৈন্য, সার জোসেফের পরিচালিত সৈন্যমণ্ডলীর উপর নিপতিত হইল। এই ব্যাপারের প্রথমেই সার জোসেফ বিচলিত হইয়াছিলেন; বিপক্ষ-পক্ষকে আক্রমণ করিবেন কি না, তাহা বিবেচনা করিতেছিলেন। শিখগণকে সম্মুখ হইতে আক্রমণ করিবার জন্য তাঁহার উপর আদেশ ছিল না; শিখগণ প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময়, তাহাদিগকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমে সেই অভিপ্রায়েই তিনি সৈন্যগণকে ধামাইয়া রাখিয়া-ছিলেন। শিখগণ তাহাতে মনে করিল, ইংরেজ-পক্ষ ভয় পাইয়াছে। সুতরাং তাহারা যথেষ্টভাবে গোলা চালাইতে আরম্ভ করিল। ইংরেজ শিবির হইতে তাঁহার কোন প্রত্যুত্তর আসিল না; সুতরাং শিখগণের পূর্ববিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধমূল হইল। তখন জয়লাভ হইল মনে করিয়া, শিখগণ অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সময়েই ইংরেজ-পক্ষের গোলন্দাজগণ কামান দাগিলেন। সম্মুখের দিক হইতে লর্ড গাক্-ভিগণ গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। পার্শ্ব দিয়া জোসেফ থ্যাকওয়েলের সৈন্যদল এবং ব্রিগেডিয়ার গডবীর পরিচালিত পদাতিক সৈন্যদল শের সিংহের শিবির আক্রমণ করিল। শিখগণের ভ্রম-বিশ্বাসের ফলে দারুণ বিপত্তি উপস্থিত হইল। শের সিংহ দেখিলেন,—আর রামনগরের নিকট অবস্থান নিরাপদ নহে; সুতরাং ৩রা ডিসেম্বর রাত্রিভাগে তিনি শিখপ্রকারিতার সহিত বিতস্তা-নদীর দিকে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এতই বিশৃঙ্খল এবং ঘুরিত গতিতে এই প্রত্যাবর্তন-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল যে, ইংরেজ পক্ষ বিশ্বাস করিলেন,—এইবার বুঝি সমস্ত শিখ-সৈন্য বিপর্যস্ত হইল।

কিন্তু ইংরেজ-পক্ষ ভুল বুঝিলেন। শের সিংহ এখনও সমান বলে বলীয়ান। উত্তরের দিকে অগ্রসর হইয়া, পিতার সহিত যোগদান করাই এখন তাঁহার একমাত্র অভিপ্রায়। রামনগর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া, তিনি সেই উদ্দেশ্য-সাধনই অগ্রসর হইলেন। এখন তাঁহার সৈন্যদল বৃদ্ধি পাইল; প্রায় চল্লিশ সহস্র সৈন্য এবং ৬২টি কামান লইয়া তিনি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিলেন। অভঃপর শের সিংহের অগ্রসরণে সেনাপতি লর্ড গাক্-সমস্ত সৈন্য সহ চন্দ্রভাগা নদী পার হইয়া পশ্চিম-তীরে উপনীত হইলেন। শের সিংহ যে দিকে গমন করিয়াছেন, সেই পথে উত্তরাভিমুখে লর্ড গাকের সৈন্যদল

পরিচালিত হইতে লাগিল। কিন্তু কিয়দূর অগ্রসর হইয়াই, তাঁহার পূর্বের বিশ্বাস দূর হইল। তিনি পূর্বে অস্বাস্থ্য করিয়াছিলেন,—শের সিংহ ছত্রভঙ্গ হইয়া, পলায়ন করিয়াছেন; অনায়াসেই তাঁহাকে বিপর্যস্ত করা যাইবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাহার বিপরীত ব্যাপার প্রত্যক্ষীভূত হইল। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জাছুয়ারী ডিকী নামক স্থানে উপনীত হইয়া, লর্ড গাফ্ জাতিতে পারিলেন, শের সিংহ সমস্ত সৈন্য সহ সেই প্রদেশেই অবস্থিতি করিতেছেন। লোসিয়ানওয়ালা গ্রামে শের সিংহের প্রধান সৈন্যদল শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল; তাঁহার প্রধান সৈন্যদল দক্ষিণ পার্শ্বে লক্ষীওয়ালা এবং ক্ষেতসাকচক গ্রামদ্বয়ে কতক সৈন্য, এবং বামপার্শ্বে বিতস্তা নদীর তীরে রহুল নামক স্থানে আরও কতকগুলি সৈন্য অবস্থান করিতেছিল। এই ভাবে একটি গিরিসঙ্কটের দক্ষিণ সীমান্ত অধিকার করিয়া, দৃঢ়তার সহিত শের সিংহ সৈন্য সমাবেশ করিয়া ছিলেন। লর্ড গাফ্ দেখিলেন, সে অবস্থায় শের সিংহের সৈন্যদলকে আক্রমণ করা দুর্লভ ব্যাপার; সেরূপ উপায় অবলম্বন করিতে গেলে, সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। সুতরাং তিনি মনস্থ করিলেন,—রহুলের দিকে অগ্রসর হইয়া প্রথমতঃ বিপক্ষ সৈন্যের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিবেন। এই অবস্থায় ১৩ই জাছুয়ারী রাজিকালে ঘোর সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইল। ইংরেজ-পক্ষ শিবির স্থাপন করিয়া কোণে শের সিংহের সৈন্যদলকে পরাজিত করিবার উপায় অন্বেষণ করিতেছিলেন; ইতিমধ্যে শিখগণ গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিল। বলা বাহুল্য, ইংরেজপক্ষও সে ক্ষেত্রে হীনবল ছিলেন না। সুতরাং শিখগণকে গোলা চালাইতে দেখিয়া, প্রধান সেনাপতি লর্ড গাফ্ ইংরেজ পক্ষকেও যুদ্ধারম্ভ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। ব্রিগেডিয়ার পোপের অধ্বারোহী সৈন্যদলের সহিত সার ওয়ান্টার গিলবার্টের সৈন্যদল মিলিত হইয়া দক্ষিণ দিক হইতে শিখগণকে আক্রমণের চেষ্টা করিল। লেকটেন্যান্ট কর্ণেল গ্রাণ্টের পরিচালিত তিনদল গোলন্দাজ সৈন্য অন্য দিক দিয়া অগ্রসর হইল। ব্রিগেডিয়ার হোয়াইটের অধ্বারোহী সৈন্যদল, লেকটেন্যান্ট-কর্ণেল ব্রায়েরের তিন দল গোলন্দাজ সৈন্য এবং বিগ্রেডিয়ার জেনারেল ক্যাথেলের সৈন্যদল একত্র সম্মিলিত হইয়া বামপার্শ্ব দিয়া প্রধাবিত হইল। মধ্যস্থলে কতকগুলি স্বহস্ত কামান সজ্জিত রহিল।

১৩ই জাছুয়ারী ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রথম এক ঘণ্টা কাল গোলাবর্ষণে ইংরেজগণ মনে করিলেন, বুঝি বা শের সিংহের সৈন্যদল নিমূল হইল। কিন্তু সে বিশ্বাস ভ্রমসম্বল। শিখগণ এরূপ-দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিল যে, বিপুল বৃষ্টি-বাহিনী অল্পক্ষণ মধ্যেই বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল; ইংরেজ সেনানায়ক লেকটেন্যান্ট কর্ণেল ড্রক্স শিখ-সৈন্যের গোলার আঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহার পর, একদল শিখ পদাতিক আসিয়া, ইংরেজ-পক্ষের উপর ভীষণ গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। সে আক্রমণ বড়ই সাংঘাতিক মনে হওয়ায়, ইংরেজপক্ষ পৃষ্ঠ-প্রদর্শনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ইংরেজ সেনানায়ক ব্রিগেডিয়ার পেনিকুইক এবং অপর তিন জন প্রধান সৈনিক পুরুষ নিহত হইলেন। যুদ্ধ যতই চলিতে লাগিল, ইংরেজ-পক্ষ ততই বিপর্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

ইংরেজের বহু সৈন্য এই যুদ্ধে নিহত হইল ; অবশেষে সত্য সত্যই ইংরেজপক্ষ পৃষ্ঠ প্রদর্শনে বাধ্য হইলেন । এই যুদ্ধে শিখগণ ইংরেজের চারিটি কামান এবং বহু যুদ্ধোপকরণ কড়িয়া লইল । পূর্ব পূর্ব যুদ্ধে শিখগণের নিকট হইতে ইংরেজগণ যে সকল কামান কড়িয়া লইয়াছিল, এই যুদ্ধে শিখপক্ষ সেই সকল কামানেরও অনেকগুলি উদ্ধার করিল । এই যুদ্ধ ইতিহাসে “চিলিয়ানওয়ালার” যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ । শিখগণ যেক্রপ দৃঢ়তা ও সাহসের সহিত চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ করিয়াছিল, ভারতের ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া আছে । এই যুদ্ধে ইংরেজের যে বিষম ক্ষতি হইয়াছিল, ভারতের কোন যুদ্ধে আর কখনও ইংরেজ তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই । এই যুদ্ধে ইংরেজের ২৪০০ জন অফিসার সৈন্য, এবং তিনটি সৈন্যদলের বহু সৈন্য নিহত হইয়াছিল । বুঝি বা এমন বিপর্যয় ইংরেজের ভাগ্যে আর কখনও ঘটে নাই । শিখগণও যে এই যুদ্ধে কিয়ৎ পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়াছিল, তাহা নহে । তবে ইংরেজের তুলনায় তাহাদের ক্ষতি যে অতি অল্পই হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য । কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ বলেন, চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে কোনও পক্ষের জয়-পরাজয় নির্ণীত হয় নাই ; শিখগণই বরং এই যুদ্ধে পরাজয়-স্বীকার করিয়াছিল । ইংরেজগণ যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন ; তাঁহাদের প্রধান প্রধান সেনানায়কগণ এবং প্রায় অর্দ্ধেক সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিল ; ইংরেজের কামানগুলি শিখগণ কড়িয়া লইল ; অথচ, ইংরেজ বলেন, এ যুদ্ধে জয়-পরাজয় নির্ণয় হয় নাই ! কিম্বাশ্চর্য্যমতঃপরম্ ! ফলতঃ ইংরেজ এখন চিলিয়ানওয়ালার পরাজয়-কাহিনী যতই ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করুন, ইংরেজের এ পরাজয় ঢাকিবার নহে । চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্য বিপর্য্যস্ত হইলে, ইংলণ্ডে যে কি ঘোর আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল, ইতিহাস পাঠক অনেকেরই তাহা অবগত আছেন । এমন কি, প্রধান সেনাপতি লর্ড গাঙ্কে স্থানান্তরিত করিরা সার চার্লস নেপিয়রকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থাও ইংলণ্ডের কতৃপক্ষগণ এই সময় স্থির করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । এ সকল কথা ইংরেজের ইতিহাসেই বর্ণিত আছে ; যুদ্ধের যে বর্ণনা ইংরেজের ইতিহাসে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহারই সার মর্ম উপরে প্রকাশিত হইল । জয়-পরাজয়ের পরিচয়, বিচক্ষণ পাঠক, ইংরেজের বর্ণনা হইতেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন । কথায় বলে,—‘সব ভাল, যার শেষ ভাল ।’ শেষ-যুদ্ধে ইংরেজ-পক্ষ জয়লাভ করিয়াছিলেন ; হুত্তরং পূর্ববর্তী যুদ্ধে তাঁহাদের জয়-পরাজয় যাহাই হউক, সকলই তাঁহাদের ‘জয়লাভ’ মধ্যে গণ্য হইয়া গিয়াছে ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পঞ্জাবের পরিণাম

১৮৪৯—মার্চ

[চিলিয়ানওয়াল যুদ্ধের পরিণাম ;—গুজরাটে শিখ-সৈন্য-সমাবেশ ;—ইংরেজ-পক্ষের বিপুল আরোজন ;—শের সিংহের পরাজয় ;—গুজরাট যুদ্ধের ফলাফল ;—মেজর লরেলের মুক্তি ;—শের সিংহের সন্ধির প্রস্তাব ;—শিখ-সম্প্রদায়ের পরিণতি ;—সন্ধিপত্র ,—পঞ্জাবে ব্রিটিশ অধিকার ও ইংরেজের কোহিনুর লাভ ,—গবর্ণর-জেনারেলের ঘোষণা ,—দলীপ সিংহের নির্বাসন ও বৃত্তির ব্যবস্থা .—তাঁহার খৃষ্টধর্ম গ্রহণ ও পরিণাম ,—মন্তব্য ।]

শের সিংহের সৈন্যদল প্রায় এক মাস পর্যন্ত চিলিয়ানওয়াল অধিকার করিয়া রহিল । সেই সৈন্যদলকে বিতস্তা নদীর পরপারে বিতাড়িত করিবার জন্য লর্ড গফ্ নানারূপ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন ; কিন্তু তৎপক্ষে কোনক্রমেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না । ইতিমধ্যে শিখ-সৈন্যও ইংরেজ-পক্ষকে আক্রমণ করিবার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিল না । এই সময়ে মূলভানের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিজয়ী সৈন্যদল সহ জেনারেল হুইশ চিলিয়ানওয়াল অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন,—সংবাদ আসিল । এ সংবাদে লর্ড গাফ্ উৎসাহিত ও আশ্বস্ত হইলেন । হুইশ আসিয়া উপস্থিত হইলেই পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করা যাইবে,—এই প্রতীক্ষায় লর্ড গাফ্ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । এইবার ইংরেজের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ! পথে আর কোন বাধা-বিলম্ব না পাইয়া, যথাসময়ে জেনারেল হুইশ আসিয়া লর্ড গাফের নিকট উপনীত হইলেন । দ্বিগুণ বল বৃদ্ধি হওয়ায়, দ্বিগুণ উত্তমে, লর্ড গাফ্ শিখ-শিবির আক্রমণের জন্য ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন ।

একদিকে ইংরেজ-পক্ষ বিপুল বলে বলীয়ান হইয়া আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইল ; অন্যদিকে শিখ-শিবিরে রসদাদি সংগ্রহের অসুবিধা ঘটিতে লাগিল । স্বতরাং শিখগণ আর চিলিয়ানওয়ালায় অবস্থান নিরাপদ বলিয়া মনে করিল না । অতঃপর তাহারা চন্দ্রভাগা নদীর গতি অমুসরণ করিয়া, গুজরাট নগর অভিমুখে অগ্রসর হইল । তাহাদের উদ্দেশ্য রহিল—“রেনা দোয়াব” পার হইয়া তৎপ্রদেশ লুণ্ঠনপূর্বক লাহোরে গমন করিবে । ইংরেজপক্ষ শের সিংহের সে উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন ; অথবা, চক্কীর চক্রান্তে সে সংবাদ তাঁহাদের অবিলম্বিত রহিল না । স্বতরাং শের সিংহের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার অভিপ্রায়ে জেনারেল হুইশ উজীরাবাদের সন্ধিকটে সৈন্য-সমাবেশ করিলেন । সঙ্গে সঙ্গে নৌকার সেতু নির্মাণ করিয়া প্রধান সেনাপতির সহিত হুইশের সৈন্যদলের সম্মিলনেরও ব্যবস্থা হইয়া গেল । এই সময়ে ইংরেজ-সৈন্যের সংখ্যা, পঁচিশ হাজারের অধিক হইয়া দাঁড়াইল । শিখ-সৈন্যের সংখ্যাও, ইংরেজগণ অহুমান : করেন, প্রায় ৬০ হাজারে দাঁড়াইয়াছিল । কাবুলের আর্মীর দোস্ত মহম্মদের পুত্র একরাম খাঁ, পেশোয়ারে স্বাধিকার

প্রাপ্ত হইয়া, ইতিপূর্বে প্রাকান্তভাবে শিখপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১৫ শত আশ্বিনা অখারোহী সৈন্য সহ, এই সময়ে তিনিও আসিয়া শের সিংহের সহায়তায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে শিখগণের সৈন্যসংখ্যা ইংরেজের অপেক্ষা অধিক হইলেও, ইংরেজপক্ষ কিন্তু বিচলিত হইলেন না। ইংরেজপক্ষের সৈন্যগণ সকলেই হুশিক্ষিত এবং ইংরেজের কামান-বন্দুক প্রভৃতিও প্রচুর। সে তুলনায়, শিখগণ ইংরেজের নিকট কতক্ষণ দাঁড়াইতে পারিবে? তাহাদের সৈন্যসংখ্যা অধিক হইলেও, ইংরেজের কামান, বন্দুকের প্রবল প্রবাহে তাহা ভাসিয়া যাইবে না কি? বিশেষতঃ ইংরেজের ষড়যন্ত্রে শিখ-শিবিরে গৃহ-শত্রুও কমি ছিল না। সৈন্যদলের মধ্যেও কত জন যে ইংরেজের গুপ্তচররূপে অবস্থান করিতেছিল, তাহাই বা কে বলিতে পারে? ফলতঃ এইবার শের সিংহের ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষার দিন উপস্থিত হইল। বোধ হয় শের সিংহও ব্রূহিতে পারিলেন, বোধ হয় ইংরেজও উপলব্ধি করিলেন,—এইবার শিখ-শৌর্য্যের অবসানের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে!

চিলিয়ানওয়ালা হইতে দক্ষিণ-পূর্বে লাহোরের পথে গুজরাট নগর অবস্থিত। ২১শে ফেব্রুয়ারী শের সিংহের সৈন্যদল গুজরাটে আসিয়া শিবির স্থাপন করিল। সেই সৈন্যদলের দক্ষিণপার্শ্বে একটি নালা ছিল; শের সিংহ সেই নালায় পার্শ্বে কামান সজ্জিত করিলেন। তাঁহাদিগের বাম পার্শ্বে নগরের পূর্বদ্বারে একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত; সেই নদীটি উজ্জীরাবাদের দিকে চন্দ্রভাগার সহিত মিলিত হইয়াছে। সৈন্যদলের দুই পার্শ্বে দুইটি জলপ্রবাহ বিद्यমান থাকায়, তদ্বারা যেন শের সিংহের সৈন্যদলের পরিধার কার্য সাধিত হইতে লাগিল। ইংরেজ সেনাপতি লর্ড গাফ্‌ ইতিপূর্বেই শের সিংহের অহুসরণ বরিয়া আসিতেছিলেন; নিকটস্থ হইয়া, তিনি আক্রমণের সুযোগ অহুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দুই পার্শ্বে দুইটি জলপ্রবাহ শের সিংহের পরিধার কার্য করিলেও, লর্ড গাফ্‌ দেখিলেন, দুই জলপ্রবাহের মধ্যস্থলে তিন মাইল পরিমিত এক বিস্তৃত প্রান্তর বিद्यমান। সেই প্রান্তরের পথে কোনই স্বাভাবিক বাধা-বিঘ্ন নাই। সেই পথে অগ্রসর হইলে, অনায়াসেই শের সিংহের সৈন্যদল বিপর্য্যস্ত হইতে পারে। এই মনে করিয়া, লর্ড গাফ্‌ তদভিমুখে সৈন্য পরিচালনার ব্যবস্থা করিলেন। এ সময় তিনি বহু বলে বলীয়ান; তাঁহাকে সাহায্যের জন্য নানা স্থান হইতে নানা সৈন্যদল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেনাপতি এইচ ডুগ্লাজ, বোম্বের সৈন্যদল পরিচালনা করিতেছেন; তাঁহার সঙ্গে সিক্কিমার অখারোহী সৈন্য লইয়া জোসেফ থাকওয়েল এবং একদল অখারোহী সহ ব্রাইগেডিয়ার হোয়াইট যোগদান করিয়াছেন। তাঁহারা শিখসৈন্তের বামপার্শ্বে বেটন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। মেজর ব্লডের অধীনে কাপ্তেন ডানকান এবং হাঙ্গের অখারোহী সৈন্যদল, পূর্বোক্ত ব্রিটিশ-সৈন্যদলের সাহায্যার্থ পরিচালিত হইতে লাগিল। এদিকে দক্ষিণ পার্শ্বেও প্রবলরূপে আক্রমণের ব্যবস্থা চলিল। ব্রাইগেডিয়ার-জেনারেল ক্যাথলের পরিচালিত পদাতিক সৈন্যদল, মেজর লাডলো ও লেকটেন্যান্ট রবার্টসন পরিচালিত গোলান্দাজ সৈন্যগণ এবং অন্যান্য বহু সৈন্য, শিখসৈন্তের দক্ষিণ-পার্শ্বে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। নালায় পশ্চিম পার্শ্বে

মেজর জেনারেল জিলবার্টের অধীনে পদাতিক সৈন্যদল এবং ১৮টি বৃহৎ কামান সহ মেজর ডে ও হর্সফোর্ড অগ্রসর হইলেন। মেজর জেনারেল হুইশ, ব্রিগেডিয়ার মাথাম প্রভৃতির পরিচালিত সৈন্যদল তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রধাবিত হইল। মেজর করবেস, কাপ্তেন মেকাজি এবং এণ্ডারসনের সৈন্যদল, কাপ্তেন ডসের অধীনে পরিচালিত হইতে লাগিল। লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ব্রায়াও এবং মারসার প্রভৃতি আরও বহু সেনাপতির পরিচালিত বহু সৈন্যদল, বহু দিক হইতে সমবেত হইল। সকল দলের আর কত নাম করিব ?— যেন সপ্তরথীতে অভিমুখ্যকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। কলতঃ, ভারতে ইংরেজের যেখানে যত সৈন্যদল ছিল, সকলেই যেন এই ক্ষেত্রে সমবেত হইল। শিখগণের ৫৯টি মাত্র কামান ছিল ; ইংরেজ পক্ষে শতাধিক বৃহৎ কামান এবং অসংখ্য ক্ষুদ্র কামান আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

২২শে ফেব্রুয়ারী সাড়ে সাতটার সময় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শিখগণ প্রথমে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিল ; কিন্তু পরিশেষে তাহাদের শক্তিতে আর কুলাইতে পারিল না। তাহাদের গোলাবারুদ ফুরাইয়া আসিল ; এদিকে ইংরেজ-পক্ষ প্রবল বেগে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইল। তখন আর উপায়ান্তর নাই দেখিয়া, শিখ-সৈন্য পলায়নের পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ইংরেজ-পক্ষের পদাতিক সৈন্যগণ দ্রুতবেগে শিখ-শিবিরের উপর পতিত হইল। এইবার আর পারিল না ; শিখগণ আর আত্মরক্ষায় সমর্থ হইল না। ইংরেজপক্ষ এইবার শিখদিগের কামানগুলি কাড়িয়া লইল ; শিখ-শিবির লুণ্ঠন করিল ; শিখদিগের যে কেহ সম্মুখে পড়িল, সেই অস্ত্রাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এই যুদ্ধের গোলাবষণে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহও বিধ্বস্ত হইয়া গেল। পলায়নের সময়ে, শিখসৈন্যের পশ্চাদ্ভ্রমস্বরূপ করিয়া, পূর্বে দিকে ব্রিগেডিয়ায় জেনারেল ক্যাম্বেলের সৈন্যদল এবং পশ্চিমের দিকে বোম্বের সৈন্যদল প্রধাবিত হইল। এইরূপে প্রায় ১২ মাইল পথ ইংরেজ সৈন্য শিখদিগের ভ্রমস্বরূপে উদ্যত হইয়া ছুটিল। সমস্ত পথ হতাহতের পরিপূর্ণ ; চারিদিকে অস্ত্র-শস্ত্র বিক্ষিপ্ত ; যদিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই যেন আশানের বিকট দৃশ্য প্রতিফলিত। এই যুদ্ধের পরিণামে, অনেক নির্দোষ নিরীহ প্রাণীও যে বিপন্ন হইল, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহাদের হস্তে অস্ত্র-শস্ত্র ছিল না, তাহারাও অস্ত্র-শস্ত্র লুকাইয়া রাখিয়াছে বলিয়া সন্দেহে দণ্ডিত হইতে লাগিল। এই যুদ্ধে শিখদিগের ৫০টি কামান ইংরেজদিগের হস্তগত হয়। হতাহতের সংখ্যা,—সে আর কে নির্ণয় করিবে। এই যুদ্ধে ধরণী নরশোণিতভাবে প্রাবিতা হইয়াছিলেন। ইংরেজের ইতিহাসেই প্রকাশ,— এই যুদ্ধে শিখপক্ষের ক্ষতির অবধি ছিল না ; কিন্তু ইংরেজ পক্ষের মাত্র ১২ জন নিহত এবং ৬৮২ জন আহত হইয়াছিল। হুভরাং ইংরেজের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। স্বয়ং গবর্নর-জেনারেল লর্ড ডালহাউসি এই যুদ্ধ-জয়ে যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে আনন্দের প্রতিধ্বনি আজিও যেন কর্ণে কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে। ভারত-ইতিহাসে এমন যুদ্ধ ইংরেজকে আর কখনও করিতে হয় নাই ; ভারতবর্ষে ইংরেজের যত কিছু শক্তি-সামর্থ ছিল, সকলই এই যুদ্ধে নিয়োজিত হইয়াছিল ;—স্বয়ং গবর্নর-জেনারেল লর্ড ডালহাউসির মুখেই এই কথা প্রকাশ।

গুজরাটের যুদ্ধে ইংরেজের এই জয়লাভের পর, শের সিংহ আর যুদ্ধ চালাইতে ইচ্ছা করিলেন না। শের সিংহের পিতার নিকট আকগানগণ কর্তৃক মেজর লরেন্স বিক্রীত হইয়াছিলেন; এ সংবাদ পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে। মেজর লরেন্স এক্ষণে শের সিংহের আশ্রয়ধীন। গুজরাটের যুদ্ধের পর মেজর লরেন্সকে মুক্তি-প্রদান করিয়া, শের সিংহ তাঁহাকে ইংরেজ-শিবিরে প্রেরণ করিলেন। শের সিংহের পক্ষ হইয়া মেজর লরেন্স ইংরেজের সহিত সন্ধির ব্যবস্থা করেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। কিন্তু ইংরেজ তখন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন; ইংরেজ তখন অহঙ্কারে বক্ষ ফীত করিয়া সগর্বে দণ্ডায়মান; সুতরাং সন্ধির প্রস্তাব তাঁহারা শুনিবেন কেন? লরেন্স মুক্তি পাইলেন বটে; কিন্তু শের সিংহের উদ্দেশ্য সফল হইল না। ইংরেজ, শের সিংহের সহিত সন্ধি-স্থাপনের স্বীকৃত হইলেন না।

শের সিংহের সহিত সন্ধি তো হইলই না; অধিকন্তু পঞ্জাবের অদৃষ্টচক্র একেবারে পরিবর্তিত হইল। গবর্নর জেনারেল লর্ড ডালহাউসি পঞ্জাব গ্রাস করিবার জন্যই যে পঞ্জাবে এই সময়ানল প্রজ্জলিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, শিখগণ প্রথমে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। পঞ্জাবের নাবালক রাজা দলীপ সিংহই বা তাহার কি প্রকার বুঝিবেন? তাঁহারই সাহায্যার্থ, তাঁহারই রাজ্যের স্বশৃঙ্খলা-বিধানের জন্য, ইংরেজ ভাল ব্যবস্থা-বন্দোবস্তই করিতেছেন,—বালকের কোমল প্রাণ ইহা ব্যতীত আর কি বুঝিতে পারে? বোধ হয়, লাহোর-দরবারের অনেক সর্দারও এ সম্বন্ধে অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিলেন। কিন্তু যখন গুজরাটের যুদ্ধে ইংরেজ-পক্ষের জয়লাভ হইল, তখন সকল আঁধার অপসৃত হইল;—লাহোর দরবারের চমক ভাঙ্গিল;—শিখ-সর্দারগণ বুঝিতে পারিলেন,—ফুরাইল—তাঁহাদের সকল আশা-ভরসা চিরতরে ফুরাইল। কিন্তু দরবারের সদস্তগণ যখন লর্ড ডালহাউসির নিগূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন, তখন আর উপায় নাই। সৈন্যবল, সমস্তই ইংরেজের করতলগত; শিখদিগের ধন-সম্পদ, সমস্তই ইংরেজের অধিকৃত; শিখ সর্দারগণ ইংরেজের ক্রীড়নক-রূপে বিরাজমান; সুতরাং তাঁহারা আর কি করিবেন? অতঃপর সর্দারগণ স্ববিধাজনক সন্ধির প্রার্থী হইলেন। কিন্তু স্ববিধা আর কি হইতে পারে? ইংরেজ বলিলেন,—যাহারা বিক্রোহে যোগদান করিয়াছিল, তাহারা উপযুক্তরূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে; যাহারা কোনরূপ বিক্রোহিতাচরণ করেন নাই, তাঁহারা মিত্র বলিয়া গণ্য হইবেন। কিন্তু পঞ্জাবের দশা কি হইবে? প্রশ্ন উঠিল,—পঞ্জাবের দশা কি হইবে? ইংরেজ এক সন্ধি-পত্র প্রস্তুত করিলেন। সর্দারগণ সকলেই সেই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন; রণজিৎ সিংহের পুত্র একাদশবর্ষীয় বালক দলীপ সিংহকেও সেই সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করান হইল। সন্ধিপত্রে পাঁচটি মর্দ লিখিত হইল। প্রথম মর্দে,—মহারাজ দলীপ সিংহকে চিরতরে পঞ্জাবের স্ব-স্বামিত্ব ইংরেজের হস্তে অর্পণ করিতে হইল; শিখের বড় সাধের, বড় গৌরবের পঞ্জাব, বৃটিশের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল। দ্বিতীয় মর্দে,—পৃথিবীর সারস্বত কোহিনুর-মণি দলীপ সিংহ ইংলণ্ডেশ্বরী মহারানী ভিক্টোরিয়া-কে প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। এক দিন আকগনিস্থানের ভূতপূর্ব আর্মীর সা-স্বজা-

উলমুলুকের নিকট হইতে পঞ্জাব-কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহ অশেষ আয়াসে যে মহামণি অধিকার করিয়া লইয়া ছিলেন, এই সন্ধি-সর্তে পুরাণপ্রসিদ্ধ সেই অমূল্য মণি সাগর পারে ব্রিটিশ দ্বীপে চলিয়া গেল। তৃতীয় সর্তে,—মহারাজ দলীপ সিংহ পঞ্জাব হইতে নির্বাসিত হইলেন ; গবর্নর-জেনারেল লর্ড ডালহাউসির অভিপ্রায়-মত যে-কোন স্থানে তাঁহাকে অবস্থান করিতে হইবে, স্থির হইল। সম্মানের মধ্যে তাঁহার চূড়ান্ত হইল,—তিনি ভূয়া ‘মহারাজা বাহাদুর’ উপাধি উপভোগ করিতে পারিবেন ; আর তাঁহার প্রয়োজন-মত বৎসরে চারি লক্ষ হইতে পাঁচ লক্ষ পর্যন্ত টাকা তিনি পেন্সন বা বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন। আর যে সর্ত, সে সকলের উল্লেখ করা নিম্নয়োজন। ফলতঃ, এই সন্ধি-সর্তে শিখের পঞ্জাব, ইংরেজের পঞ্জাব বলিয়া গণ্য হইল।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ, গবর্নর জেনারেল লর্ড ডালহাউসীর স্বাক্ষরিত এক ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল। গবর্নর-জেনারেল ঘোষণা-প্রচার করিলেন,—“আজি হইতে পঞ্জাব-রাজ্যের অবসান, আজি হইতে মহারাজ দলীপ সিংহের সমস্ত রাজ্য ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।” স্থলতঃ কারণ দেখান হইল,—‘শিখগণ বড়ই দুর্দ্বন্দ্ব জাতি ; তাহারা কাহারও বশ্বতা স্বীকার করিতে চাহে না ; সময় সময় লাহোর গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে তাহারা অস্ত্রধারণ করিতে কুষ্ঠিত নহে। শিখদিগকে হুশ্জালায় পরিপালন করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার ; উচ্ছৃঙ্খলায়, আত্মকলহে শিখজাতির অবসান অবশ্যজ্ঞাবী। লাহোর গবর্নমেন্ট এখন আর তাহাদিগকে দমন করিতে পারিতেছেন না ; এদিকে শিখ-জাতিকে দমন রাখিতে না পারিলে,—তাহাদিগকে হুশ্জালায় পরিচালিত করিতে না পারিলে, ব্রিটিশ-গবর্নমেন্টেরও প্রতিপদেই বিপত্তির সম্ভবনা। ইংরেজের আত্মরক্ষার জ্ঞা এবং শিখদিগের পরিজ্ঞাণ-হেতু, ইংরেজগণ শুভ অল্পস্থানে প্রবৃত্ত। বহাদিন হইতে ইংরেজগণ শিখদিগের শুভাকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিতেছেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহ, ইংরেজের পরম মিত্র ছিলেন ; তাঁহার বড় সাধের শিখজাতি নিম্নলি না হয়, এই জগাই তাঁহাদের প্রতি এই করুণার শাস্তি-বারি বর্ষিত হইল।’ ফলতঃ, শিখ-জাতির প্রতি দয়া-পরবশ হইয়াই ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট পঞ্জাব অধিকার করিয়া লইলেন ;—গবর্নর জেনারেলের ঘোষণাপত্রে প্রকারান্তরে এই কথাই ব্যক্ত হইল।

এইরূপে পঞ্জাব ব্রিটিশ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলে, পঞ্জাবের আরও নানা পরিবর্তন সাধিত হইল ; কমিশনার এবং ডেপুটি কমিশনারগণের অধীনে পঞ্জাবের শাসনকার্য নির্বাহিত হইতে লাগিল। ইংরেজগণ বাছিয়া বাছিয়া শিখ-সৈন্যগণকে আপনাদের সৈন্যদলে ভুক্ত করিয়া লইলেন। দেশের সমস্ত লোকের অস্ত্র-শস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হইল। বাহারা ইংরেজের একান্ত বিশ্বাসভাজন হইল, তাহারাও সৈন্যদলে চাকরী পাইল ; অবশিষ্ট শিখগণ কৃষিকার্যে জীবিকা-নির্বাহ করিতে বাধ্য হইল। ইংরেজের প্রভাবে পঞ্জাবে যেন দারুণ বিভীষিকা রাজত্ব বিস্তার করিল। অধিক বলিব কি, সেই বিভীষিকার কলে, পরবর্তীকালে সিপাহী-বিদ্রোহের সময়, পঞ্জাব আদৌ মস্তক উত্তোলন করিতে পারে নাই ;—পঞ্জাবের দুর্দ্বন্দ্ব শিখগণ, তখন শাস্তিপ্ৰিয় জাতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।

একশ্রেণী পঞ্জাবের শাসন-ব্যবস্থা আরও পরিবর্তিত। আমাদের এই বাক্যলা দেশের জায়, পঞ্জাব একশ্রেণী একজন লেক্টেন্যান্ট গবর্নরের শাসনাধীন।

দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের পর পঞ্জাব ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলে, আরও কি হইয়াছিল, বলিতে হইবে কি? বালক দলীপ সিংহ খৃষ্টধর্ম দীক্ষিত হইলেন। তাঁহাকে সমুদ্র-পারে ইংলণ্ডে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইল। ইংলণ্ডে গমন করিয়া, দলীপ সিংহের কি দুর্দশা ঘটিয়াছিল, সে কথা আজিও সকলেরই হৃদয়ে জাগরুক আছে। সেখানে গিয়া, পাশ্চাত্য বিলাস-মদিরায় বালকের কোমল প্রাণ ক্রমেই বিষাক্ত হইয়া আসিল। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই বিষে তিনি জর্জরিত হইয়া পড়িলেন। শেষ এমন হইয়া দাঁড়াইল যে, ঘে-টাকা তিনি বৃত্তি পাইতে লাগিলেন, তাহাতে আর তাঁহার কুলান হইল না;—দিন দিন ঋণজালে বিজড়িত হইতে লাগিলেন। ঋণজালে বিজড়িত হইয়া, ইংলণ্ডের নরনারীর নিকট তিনি যেক্রপ ঘৃণিত ও অপদস্থ হইয়াছিলেন, সে সকল কথা স্মরণ করিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের পুত্র মহারাজ দলীপ সিংহের সে দশা দেখিতে হইবে,—স্বপ্নেও কেহ চিন্তা করিতে পারেন নাই। এমনি দুর্বাস্য, এমনি হতজ্ঞাকায়, এমনি দৈন্ত্য-দারিদ্রে, দলীপ সিংহের জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। দলীপ সিংহের বংশধরগণ একশ্রেণী বিলাতেই বসবাস করিতেছেন। তাঁহাদের আর সে শিখত্ব নাই; তাঁহারা এখন সাহেব বনিয়া গিয়াছেন। হায় হায়!—পঞ্জাব-কেশরীর বংশের এই পরিণাম লিখিত ছিল! দলীপ সিংহের জননী রিন্দন বা চন্দ্রাবতীর দশা কি হইয়াছিল, সে কথা স্মরণ করিলেও পাষাণ বিদীর্ণ হইয়া জলধারা নির্গত হয়। পুত্রের মঙ্গল-কামনায় শিখগণকে উত্তেজিত করিতে গিয়া, তিনি নানারূপে নিধাতন-গ্রস্ত হন। পরিশেষে, যখন ধর্মাস্তর গ্রহণ করিয়া পুত্র দলীপ সিংহ সাগরপারে প্রস্থান করেন, সেই সময়ে শোকে, তাপে, মনোভঞ্জে অভাগিনীর ইহ-লীলা সাক্ষ হয়। সে সকল লোমহর্ষণ দৃষ্ট,—আপনিই যেন চক্ষের উপর প্রতিকলিত হইতেছে। অথচ, শিখজাতি সে সকল স্মৃতি বিশ্বস্তি-সাগরে ভাসাইয়া দিয়া নিয়তই কৃত্রিম হৃৎ-শান্তির অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। যে শিখজাতিকে কেহ কখনও দমন করিতে পারে নাই; পরাধীনতা কাহাকে বলে, যে শিখজাতি কখনও জানিত না, পূর্ব-স্মৃতি বিশ্বস্তি হইয়া আজ সেই শিখজাতির কি শোচনীয় পরিবর্তন! দাসত্বে, তাহারা এমনই ভাবে আত্ম-বিক্রয় করিতে শিখিয়াছে,—নিমকের চাকরগিরিতে এমনই অকপট পরিচয় দিতে শিক্ষা করিয়াছে যে,—তাহাদিগকে আর গুরু গোবিন্দের ‘ধালসা’ শিখ বলিয়া মনেই হয় না।

ভাবিতে গেলে, এইরূপ আরও কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে,—কি যত্নে কি ছিহ্ন অবলম্বন করিয়া, শিখ-যুদ্ধের সূচনা হইল। মনে পড়ে,—কি করিতে গিয়া, কি কার্যে কি ফল লাভ করিল। দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে, পঞ্জাবের শাসনকর্ত্ত্ব প্রকারান্তরে ব্রিটিশ-গবর্নরমেণ্টেই গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহাদেরই পরামর্শ-অনুসারে পঞ্জাবের রাজকার্য নির্বাহিত হইতেছিল। মূলরাজের সহিত বিবাদ-বিসম্বাদের মূল কারণও তাঁহারা। অথচ রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন—দলীপ সিংহ। দলীপ সিংহের রাজত্ব রক্ষার

জতাই সোত্রাওনের যুদ্ধের পর ইংরেজের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল ; পাছে শিখগণের উচ্ছৃঙ্খল্য তাঁহাদের পরম মিত্র রণজিৎ সিংহের পুত্রের পঞ্জাব-রাজ্য ছাড়ে-থারে যায়,— এই আশঙ্কায়, স্বশাসন-স্থপালনের দোহাই দিয়া, ইংরেজ পঞ্জাবের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন ; নাবালক দলীপ সিংহের হিতসাধনের চলা করিয়াই, ইংরেজ লাহোরের কর্তৃত্বাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহারই ফল,—তাহারই পরিণাম, কি এই দাঁড়াইল ? যুদ্ধ বাধাইলেন,—ইংরেজ ; যুদ্ধ করিলেন,—ইংরেজ ; কিন্তু রাজ্য গেল,—দলীপ সিংহের ! বলিহারি—ইংরেজের ভ্রাতৃনিষ্ঠা ! জিজ্ঞাসা করি, দলীপ সিংহ কোন দোষে দোষী ছিলেন ? ইংরেজ এ পর্যন্ত বলিতে পারিলেন না,—দলীপ সিংহের কি অপরাধে তাঁহার রাজ্য ইংরেজ কাড়িয়া লইলেন ? বিদ্রোহী দণ্ড পাউক ; তাহার দণ্ড পাইবার উপযুক্ত। কিন্তু নির্দোষ দলীপ সিংহ কি করিবেন ? অপরের দোষে দলীপ সিংহের রাজ্য যায় !—বলি ইংরেজ, এ তোমার কিরূপ ন্যায় বিচার ? এ সমস্তার মীমাংসা কখনও হইবে না ; ইংরেজের এ ন্যায়পরতার চিত্র ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতেও কখনও স্থলিত হইবে না। যখনই শিখজাতির কথা মনে হইবে, যখনই ডালহাউসির শাসন-নীতির কথা মনে পড়িবে, যখনই পঞ্জাবে ইংরেজ-রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা স্মরণ হইবে, যখনই ভারত-মানচিত্রের উত্তর-পশ্চিম-প্রান্তে দৃষ্ট সঞ্চালিত হইবে ;—তখনই সেই স্মৃতি জাগিয়া উঠিবে, ইংরেজের বন্ধুত্বের পরিণাম চিন্তায় প্রাণ অবসন্ন হইবে।

পরিশিষ্ট

প্রথম পল্লিশিষ্ট

“আদি গ্রন্থ”, কিংবা প্রথম পুস্তক ; অর্থাৎ

শিখদিগের প্রথম গুরু বা শিক্ষক

নানকের ধর্ম-গ্রন্থ ।

দ্রষ্টব্য ।—প্রথম গ্রন্থ ঐতিহাসিক বর্ণনামূলক নহে । ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল, এই গ্রন্থে তাহার কোন পরিষ্কৃত পরিচয় পাওয়া যায় না । কিন্তু তাত্‌কালিক ধর্ম এবং সমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার বর্ণনাও এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় । সর্বাস্তকরণে এবং সত্যভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করা কর্তব্য, এই গ্রন্থের তাহাই প্রধান শিক্ষা । ঈশ্বরের কোন নির্দিষ্ট আকৃতির বিষয় ইহাতে নির্দিষ্ট হয় নাই । মনুষ্যত্ব, সরলতা এবং সংকার্য ব্যতীত কদাচ মুক্তিলাভ হয় না, ‘গ্রন্থে’ ইহাই পরিবর্ণিত ।

‘আদি গ্রন্থে’ প্রথমতঃ নানকের রচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া কথিত হয় । শিখ-দিগের পরবর্তী প্রচারকগণ, অর্থাৎ ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম গুরু ব্যতীত, নবম গুরু তেগ বাহাদুর পর্যন্ত সকলেরই রচনা, এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট । সম্ভবতঃ, গুরু গোবিন্দ-কর্তৃক এই গ্রন্থের কোন বিষয় পরিত্যক্ত এবং কোন কোন বিষয় নূতন সংযোজিত হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দু-মুসলমান কতকগুলি ভক্ত বা যোগী পুরুষের রচনাও এই গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে । সেই সকল ভক্ত বা যোগীর সংখ্যা,—সচরাচর ষোল জন বলিয়া উল্লিখিত হয় । তৃতীয়তঃ, নানক এবং তাহার পরবর্তী গুরুদিগের অচর কতকগুলি ‘ভাট’ বা কবি কর্তৃক কতকগুলি কবিতা এই গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে । ‘গ্রন্থের’ বিভিন্ন প্রতিলিপিতে সেই সকল ভক্ত বা যোগীদিগের ভিন্ন ভিন্ন নাম বা সংখ্যার পরিচয় পাওয়া যায় । অধুনা ষাঁহার ‘গ্রন্থের’ লিপিবদ্ধকারী বা সম্পাদক, তাঁহারা আপনাপন ইচ্ছানুসারে গ্রন্থের কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করিতেছেন ; কোন কোন অংশকে আদি রচনা বলিয়া প্রচার করিতেছেন । ষোল জন ভক্তের মধ্যে দুই জন ‘ডোম’ বা বাঘুরের নাম উল্লেখ হয় ; তাহার ‘অজুর্নের’ নিকট তোড় পাঠ করিয়া কিয়দংশ তাঁহার আত্মার অধিকারী হইয়াছিল । আর একজন ‘রুখাবী’ বা ‘বেহালা-বাদক’ও পূর্বোক্ত প্রকারে ধর্মপ্রাণতা লাভ করিয়াছিল ।

‘গ্রন্থের’ কোন কোন সংস্করণে পরিশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় । তাহাতে যে সকল

রচনা স্থান পাইয়াছে, তৎসমুদায়ের প্রমাণ-পরম্পরা সন্দেহ-মূলক। সেই সকল বিষয় মানিয়া লওয়ার উচিত্য বিষয়েও, বিবিধ কারণে নানা তর্ক-বিতর্ক উঠিতে পারে। পঞ্চম গুরু অর্জুনের প্রথমভঃ এই গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে অর্জুনের স্থলা-ভিষিক্ত পরবর্তী শিখ-গুরুগণ ‘গ্রন্থের’ সহিত অন্যান্য বিষয় সংযোজিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

‘গ্রন্থ’খানি পত্তে লিখিত। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত নানা ছন্দ ও অলঙ্কারযুক্ত অসংখ্য পদ্য তাহাতে সন্নিবিষ্ট। পদ্যগুলি উত্তর ভারতে প্রচলিত হিন্দী ভাষায় রচিত। পঞ্জাবের কোন নির্দিষ্ট ভাষায় সে ‘গ্রন্থ’ লিখিত হয় নাই। কিন্তু ‘গ্রন্থের’ কোন কোন অংশ, প্রধানতঃ শেষ ভাগ, সংস্কৃত ভাষায় মূদ্রিত। অধুনা ভারতবর্ষে প্রচলিত বহু ভাষা ও বর্ণমালায় মধ্যে ‘পঞ্জাবী’ ভাষায় বর্ণমালায়ই ‘গ্রন্থের’ আত্মোপাস্ত মূদ্রিত হইয়াছে। শিখ গুরু বা শিক্ষকগণ সচরাচর সেই ভাষা ব্যবহার করিতেন বলিয়া, সেই ভাষা বা বর্ণমালা সময় সময় ‘গুরুমুখী’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে; পঞ্জাবের প্রচলিত ভাষাও সেই ‘গুরুমুখী’ নামে পরিচিত। আধুনিক শিখগণ মনে করে, লাহোরের দক্ষিণ-পশ্চিমবর্তী প্রদেশ-সমূহে প্রচলিত প্রাদেশিক ভাষা, নানকের রচনায় স্থান পাইয়াছে। তাহাদের মতে, অর্জুন যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাই সম্পূর্ণ বিস্তৃত।

এই গ্রন্থ, (বড় বড় পৃষ্ঠার ৪ পেজি কর্কার) ১২৩২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ! প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ২৫টা করিয়া পংক্তি, এবং প্রত্যেক পংক্তিতে ৩৫টা করিয়া অক্ষর। অতিরিক্ত গ্রন্থ সন্নিবিষ্ট হইয়ায়, এই গ্রন্থের পত্রাক কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে; পরিশিষ্ট সমেত গ্রন্থে ১২৪০ পৃষ্ঠা আছে।

‘আদি গ্রন্থের’ নির্ঘণ্ট।

১ম। ‘জপজি’ বা সাধারণতঃ ‘জপ’,— ইহার অপর নাম ‘গুরু-মন্ত্র’; দীক্ষাকালে এই স্তোত্র পাঠ করিতে হয়। এই অংশ প্রায় সাতটা পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। চল্লিশটা শ্লোক বা “পাউরির” সঙ্কলগুলির পরিমাণ সমান নহে; কতকগুলি দুই লাইনে, কতকগুলি আবার বহু লাইনে সমাপ্ত। ‘জপ’ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ,—স্মরণ করা। প্রকৃত অর্থে, ইহাতে স্মরণ বা উপদেশ বুঝায়। নানকই, ‘জপজি’ বা ‘জপ’ রচয়িতা। সাধারণতঃ কথিত হয়, নানক শিখদিগকে প্রত্যুষে এই স্তোত্র পাঠ করিতে উপদেশ দেন। অধুনা প্রত্যেক ধর্মপরায়ণ শিখ, গুরুর উপদেশানুযায়ী কার্য করিয়া থাকে। এই অংশে একজন প্রব্রক্তা এবং একজন উত্তরদাতা, রচনাপ্রণালী হইতে তাহা সহজেই বুঝা যায়। শিখদিগের বিশ্বাস,—নানকের প্রিয় শিষ্য অতীতই সেই প্রব্রক্তা।

২য়। ‘সোদার রাই রাস’,—শিখদিগের সাক্ষ্য বা সাক্ষ্য স্তোত্র। সাড়ে তিন পৃষ্ঠায় এই অংশ সম্পূর্ণ। এই অংশ নানক বিরচিত; কিন্তু রামদাস ও অর্জুনের রচনাও পরে ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। কথিত হয়, গুরু গোবিন্দও কতকাংশে

ইহার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। ‘রাই রাস’ যখন স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়, তখন গুরু গোবিন্দের রচনাগুলিই সচরাচর তাহাতে সম্মিষিত হইয়া থাকে। ‘সোদার’ অর্থ,—কোন নির্দিষ্ট প্রকারের কবিতা ; ‘রাই’ শব্দের অর্থ,—উপদেশক ; এবং ‘রাস’ শব্দে বৃক্ষলীলা বা ক্রম-গুণকীর্তন বুঝা যায়। পঞ্জাবী ‘রৌ’ (Rowh) শব্দ অল্পসারে কখনও কখনও ইহা ইতর ভাষায় ‘রৌ রাস’ নামে অভিহিত হয়।

৩য়। “কীরিত সোহিলা”।—বিজ্ঞানের বা শয়নের পূর্বে এই স্তোত্র পঠিত হইয়া থাকে। এক পৃষ্ঠায় এবং দুই এক বা ততোধিক পংক্তিতে ইহা সম্বন্ধ। নানক এই স্তোত্র রচনা করেন ; পরে রামদাস এবং অজুর্ন তাহাতে নিজ:নিজ কবিতা সংযোজিত করিয়া-ছিলেন। কথিত হয়, গুরু গোবিন্দের একটি কবিতা এই অংশে স্থান পাইয়াছে। সংস্কৃত ‘কীর্তি’ শব্দ হইতে ‘কীরিত’ শব্দের উৎপত্তি। এই শব্দের অর্থ,—প্রশংসবাদ বা গুণকীর্তন। ‘সোহিলা’ শব্দের অর্থ,—বিবাহ-সঙ্গীত বা আনন্দগীতি।

৪র্থ। গ্রন্থের পরবর্তী অংশ, একত্রিশটি খণ্ডে বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রত্যেক খণ্ড বিশেষ বিশেষ কবিতাচ্ছন্দে বিশেষ বিশেষ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। নিম্নে তাহাদের নাম প্রদত্ত হইল ;—

- | | |
|--------------------------|------------------|
| ১। শ্রী-রাগ। | ১৭। গৌর। |
| ২। মার। | ১৮। রামকালী। |
| ৩। গৌরী। | ১৯। নট নারায়ণ। |
| ৪। আশা। | ২০। মালি গৌরা। |
| ৫। গুজরী (বা গুর্জরী)। | ২১। মার। |
| ৬। দেও গান্ধারি। | ২২। ভো-খারি। |
| ৭। বিহগ্র (বা বিহগরা)। | ২৩। কেদারা। |
| ৮। ওয়াদ হান্স। | ২৪। ভৈরবী। |
| ৯। সোরাধ (বা সুরট)। | ২৫। বসন্ত। |
| ১০। ধানেশ্বরী। | ২৬। সারঙ্গ। |
| ১১। জেইত সারনি। | ২৭। মল্লার। |
| ১২। টোরি। | ২৮। কানাড়া। |
| ১৩। বৈরারী। | ২৯। কল্যাণ। |
| ১৪। ভৈলঙ্গ। | ৩০। প্রভাতি। |
| ১৫। সোধি। | ৩১। জয় জয়ন্তী। |
| ১৬। বিলাওয়াল | |

গ্রন্থের অধিকাংশই বা প্রায় ১১৫৪ পৃষ্ঠা, এই একত্রিশটি খণ্ড সমষ্টিতে পরিপূর্ণ। একজন বা ততোধিক গুরু, প্রত্যেক খণ্ডের রচয়িতা ; কোন কোন অংশে একজন কিংবা

কতিপয় ভক্ত বা সাধুপুরুষ আপনাপন রচনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; কোন কোন স্থলে আবার শিষ্যের বা ভক্তের সহকারিতায় অথবা তাহার সাহায্য ব্যতিরেকে গুরু স্বয়ংই আপনার রচনা সম্মিষ্ট করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত গুরুগণের রচনা এই অংশে সম্মিষ্ট রহিয়াছে;—

- | | |
|--------------|---|
| ১। নানক। | ৫। অর্জুন। |
| ২। অঙ্গদ। | ৬। তেগ বাহাদুর। গুরু গোবিন্দ হয়তো, তেগ |
| ৩। উমার দাস। | বাহাদুরের কোন কোন রচনা সংশোধিত ও |
| ৪। রামদাস। | পরিবর্দ্ধিত রূপে ‘গ্রন্থে’ নিবদ্ধ রাখিয়াছেন। |

যে সকল ভক্ত বা সাধু-পুরুষ এবং অপরাপর ব্যক্তির রচনা গ্রন্থের প্রচলিত প্রাতি-লিপিতে সম্মিষ্ট রহিয়াছে, নিম্নে তাঁহাদের নামোল্লেখ করা গেল;—

- | | |
|---|--|
| ১। কবির,—খ্যাতনামা ধর্মসংস্কারক। | ১৩। রামানন্দ বৈরাগী,—খ্যাতনামা ধর্ম-সংস্কারক। |
| ২। জ্বীলোচন,—ব্রাহ্মণ-বংশীয়। | ১৪। পরমানন্দ বা প্রেমানন্দ। |
| ৩। বেণী। | ১৫। হর দাস,—অঙ্গ। |
| ৪। রাও দাস,—চামার বা চর্ম-বিত্তাসকারী। | ১৬। মিরাগ বাই,—একজন ভক্ত যোগিনী বা পবিত্রাত্মা জীলোক। |
| ৫। নাম দেও,—‘চিপা’ বা বস্ত্র-মুদ্রণ-কারী। | ১৭। বলবন্ত, এবং |
| ৬। ধান্না,—জাঠ জাতীয়। | ১৮। সাতা, উভয়েই ‘ডোম’ বা যাদু-কর; অর্জুনের নিকট ইহারা স্তোত্র পাঠ করিত। |
| ৭। শেখ করিদ,—মুসলমান ফকীর | ১৯। সুল্লর দাস,—‘রুবাণী’ বা বেহালা-বাদক। তাহাকে প্রকৃত পক্ষে ভক্তমধ্যে গণ্য করা যায় না। |
| ৮। জয়দেব,—ব্রাহ্মণ-বংশীয়। | |
| ৯। ভিকন। | |
| ১০। সেন,—ক্ষৌরিকার। | |
| ১১। পিপা,—জৈনিক যোগী। | |
| ১২। সাধন বা সুধা,—কসাই জাতীয়। | |

৫ম। “ভোগ”,—সংস্কৃত ভাষায় এই শব্দের অর্থ,—কোন কিছু উপভোগ করা। পুণ্য-বিষয়ক রচনার উপসংহার, সাধারণতঃ হিন্দু ও শিখ কর্তৃক এই নামে অভিহিত হয়। ভোগ ৬৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। নানক, অর্জুন, কবির, শেখ করিদ প্রভৃতির রচনা ব্যতীত, আরও নয় জন ‘ভাট’ বা স্ততিবাদকের রচনা ইহাতে সম্মিষ্ট রহিয়াছে। উমারদাস, রামদাস এবং অর্জুনের প্রাতি এই সকল ভাট বা স্ততিবাদক বিশেষ অল্পবয়স্ক ছিল।

‘ভোগের’ প্রথমই নানকের রচিত চারিটি সঙ্কত শ্লোক। তৎপরে এক ছন্দে ৬৭টি

অপর আর এক ছন্দে ২৪টি সংস্কৃত শ্লোক সংযোজিত রহিয়াছে ; সকলগুলিই অজু'নের রচনা-প্রস্তুত ।

পঞ্জাবী বা হিন্দী ভাষায় অজু'নের আরও ২৩টি শ্লোক ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে ; সে সকলই অমৃতসরের গুণকাহিনীপূর্ণ । ইহাদের অব্যবহিত পরেই কবির প্রভৃতির ২৪০টি, শেষ ফরিদের ১৩০টি এবং অজু'নের উপদেশপূর্ণ আরও কতকগুলি শ্লোক, এই অংশে দেখিতে পাওয়া যায় । অতঃপর শেষ পর্যন্ত, কাল এবং অগ্রাগ্র ভাটের কতকগুলি রচনা এই অংশে স্থান পাইয়াছে ; সেগুলি অজু'নের কোন কোন অংশের সহিত মিশিয়া গিয়াছে ।

এই 'ভোগ' নামক অংশে যে নয় জন ভাটের রচনা দেখা যায়, তাহাদের নাম নিম্নে উল্লিখিত হইল ;—

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| ১। ভিখা,— অমরদাসের শিষ্য । | ৫। সাল,— অজু'নের শিষ্য । |
| ২। কাল,— রামদাসের শিষ্য । | ৬। নাল । |
| ৩। কাল সাহর । | ৭। মথুরা । |
| ৪। জলাপ,— অজু'নের শিষ্য । | ৮। বল । |
| | ৯। কীরিত বা কীর্তি । |

এই সকল নাম কল্পনাপ্রসূত, হয়তো বা কৃত্রিম । 'গুরু বিলাস' নামক গ্রন্থে কেবল মাত্র আট জন ভাটের নামোল্লেখ আছে । বল নাম ব্যতীত অগ্রাগ্র সকলগুলিই 'গ্রন্থোক্ত' নাম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ।

গ্রন্থের ক্রোড়পত্র ।

৬ষ্ঠ। “ভোগ কা বাণী”;—অথবা উপসংহারের শেষ কবিতা । এই অংশ সাত পৃষ্ঠায় বর্ণিত । ইহার অন্তর্গত,—(১) স্মৃচনায় “শ্লোক মেইল পইলা” বা আদি জীলোক বা ক্রীতদাসীর স্তোত্র নামে কতকগুলি শ্লোক আছে । (২) মল্লার রাজার প্রতি নানকের উপদেশ । (৩) নানকের ‘রত্নমালা’ অর্থাৎ জহরতের জপমালা বা ধর্মপ্রাণ মহাপ্রাণের উপাসনা-পদ্ধতি ; ইহাতে ধর্মপ্রাণ মহাপ্রাণের প্রকৃত বিশেষত্ব বা গুণ বর্ণিত আছে ; এবং (৪) “প্রাণ সিংলি” নামক ‘পোটি’ বা ধর্মগাথা সম্পর্কে, সিংহলের রাজা শিবনবের ‘হাকিকাভ’ বা অবস্থা পরম্পরা । কথিত হয়, গোবিন্দের জীবদ্দশায় ভাই ভাহু নামক জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক এই শেবোক্ত অংশ বিরচিত ।

সাধারণতঃ শুনা যায়, ‘রত্নমালা’ প্রথমতঃ তুর্কী ভাষায় লিখিত হয় । কিংবা এই রত্নমালা, তুর্কী ভাষায় আদি বা মূল গ্রন্থের সার সংগ্রহ মাত্র ।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট ।

“দশম পাদসা কা গ্রন্থ” বা দশম রাজার গ্রন্থ,

কিংবা বাদশাহ-পল্টিক বা প্রধান ধর্মা-

চার্য গুরু গোবিন্দের গ্রন্থ

টীকা।—“আদি গ্রন্থের” ত্রায় গোবিন্দের “দশম পাদসা”কা গ্রন্থ” আত্মোপাস্ত কাব্যে পরিপূর্ণ । কিন্তু উভয় গ্রন্থের মধ্যে ছন্দ বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয় ।

এই গ্রন্থ হিন্দী ভাষায় পঞ্জাবী বর্ণমালায় রচিত । শেষ অংশ পারস্ত ভাষায় লিখিত বটে ; কিন্তু বর্ণমালা সমূহ “গুরুমুখী” । গোবিন্দের হিন্দী ভাষা এবং গান্ধ্য প্রদেশের আধুনিক প্রচলিত ভাষা, উভয়ই এক জাতীয় ; তন্মধ্যে পঞ্জাবী ভাষার কোনই বিশেষত্ব বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায় না ।

“দশম পাদসা কা গ্রন্থ” বা দশম রাজার গ্রন্থের একটি অধ্যায় ঐতিহাসিক বর্ণনামূলক । এই অধ্যায়ের নাম “বিচিত্র নাটুক বা নাটক” । উহা গোবিন্দের রচনা-প্রসূত । কিন্তু রচনার বিশেষত্ব, ঘটনা-বৈচিত্র্য এবং বর্ণনা-চাতুর্ঘ্য হেতু, পারস্ত ভাষায় ‘হিকাউত’ বা গল্পমালা, এই বিচিত্র নাটকে স্থান লাভ করিয়াছে । প্রথম খণ্ড অপেক্ষা অগ্ৰান্ত খণ্ডে অধিক পরিমাণ পৌরাণিক ঘটনাবলী সম্ভবত্ব রহিয়াছে । কিন্তু ইহাতে একেশ্বরবাদিতা, জগৎ-পাতা সৃষ্টি-পালয়িতার মহত্ব ও সত্যতা সম্বন্ধে বহুসংখ্যক আদর্শস্থানীয় উদাহরণ বর্তমান থাকিলেও, ইহার আত্মোপাস্ত জড় জাগতিক বিচিত্র ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ । কথিত হয়, এই গ্রন্থের পাঁচটি অধ্যায় এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম কতকাংশ, গোবিন্দের রচনা-প্রসূত । এই গ্রন্থের অবশিষ্ট ভাগ বা অধিকাংশই গুরুর চারিজন কেরাণী রচনা করিয়াছিলেন । কিন্তু সেগুলি গুরুর আদেশক্রমে লিখিত ; অথবা সেগুলি তাহাদের ঋতিলিপি । এই গ্রন্থের রচয়িতৃগণের মধ্যে রাম এবং শ্রাম নামক দুই ব্যক্তির নামোল্লেখ দেখ যায় । কিন্তু যে অংশের বিষয় বলা হইতেছে, সেই অংশের গ্রন্থকারের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না ।

“দক্ষিণ পাদসা কা গ্রন্থ” (চার পেজি বড় বড় পৃষ্ঠায়) ১০৬৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ২৩ লাইন, এবং প্রত্যেক লাইনে ৬৮ হইতে ৪১টি অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায় ।

“দশম রাজার গ্রন্থের” নির্বন্ধ ।

১ম। “জপজি”,—চলিত ভাষায় ইহা ‘জপ’ নামে অভিহিত । এই অংশ, নানকের “জপজির” ক্রোড়পত্র বা পরিশিষ্ট বিশেষ । প্রতিদিন প্রত্যুষে এই স্তোত্র পাঠ করিতে হয় ; অধুনা প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ শিখ সেই নিয়ম পালন করিয়া থাকে । দ্বি-চরণ বিশিষ্ট ১৯৮টি শ্লোক, ইহাতে সম্ভবত্ব, এবং ইহা সাত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । কোন কবিতার

বা কোন লাইনের শেষ ভাগ পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন । গুরু গোবিন্দ এই ‘অপজি’ রচনা করিয়াছেন ।

২য় । “অকাল স্তব”,—বা ঈশ্বরের স্তুতিবাদ । সাধারণতঃ প্রভাতেই এই স্তোত্র পাঠিত হয় । ইহা ২৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ; প্রধানতঃ দীক্ষা মন্ত্র বা প্রারম্ভিক কবিতা, গুরু গোবিন্দের রচিত ।

৩য় । “বিচিত্র নাটুক বা নাটক”,—অর্থাৎ বিচিত্র বা আশ্চর্য কাহিনী । গোবিন্দ স্বয়ং ইহার রচয়িতা । প্রথমতঃ, ইহাতে গোবিন্দের পরিবার ও বংশের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায় ; দ্বিতীয়তঃ, সংস্কার সম্পর্কে তাঁহার কার্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ, এবং তৃতীয়তঃ, হিমালয়ের পার্বত্য সামন্তগণ এবং বাদসাহ-সৈন্যের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বৃত্তান্ত প্রভৃতি । এই ‘বিচিত্র নাটুক’ ১৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত । প্রথম অধ্যায়ে সর্বশক্তিমানের গুণকীর্তন ; এবং শেষ অধ্যায়েও সেইরূপ ধরনের কতকগুলি কবিতা দেখা যায় । কিন্তু শেষোক্ত অধ্যায়ে আরও কতকগুলি কবিতা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে ; তাহাতে গোবিন্দ বলিয়াছেন, তিনি অতঃপর আপনার অতীত জীবনের স্মৃতি এবং বর্তমান জীবনের অভিজ্ঞতা প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবেন । ‘বিচিত্র নাটকে’, গ্রন্থের ২৪টি পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ ।

৪র্থ । “চণ্ডী চরিত্র”,—দেবী চণ্ডীর অপূর্ব কাহিনী । গ্রন্থে “চণ্ডী চরিত্র” নামে দুইটি অধ্যায় আছে ; তন্মধ্যে এইটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ । চণ্ডী দেবী আটটি ‘টিটান’ বা দৈত্যকে নিহত করেন ; এই অংশে সেই চণ্ডী-মাহাত্ম্য এবং সেই দৈত্য-বিজয়-কাহিনী বিবৃত আছে । গ্রন্থের ২০টি পৃষ্ঠা ইহাতেই পরিপূর্ণ । অল্পমান হয়, এই অংশ সঙ্কট ভাবায় পৌরাণিক ইতিবৃত্তের অল্পবাদ মাত্র । সাধারণ বিশ্বাস এই যে, গোবিন্দ সেই পৌরাণিক কাহিনীর অল্পবাদ করিয়াছিলেন ।

চণ্ডীদেবী কর্তৃক যে সকল দৈত্য নিহত হইয়াছিল, নিম্নে তাহাদের নাম প্রদত্ত হইল ;—

- | | |
|-------------------------|---------------|
| ১ । মধুকৈটভ । | ৬ । রক্তবীজ । |
| ২ । মহিষাসুর । | ৭ । নিমুস্ত । |
| ৩ । ধুম্রলোচন । | ৮ । শুস্ত । |
| ৪, ৫ । চণ্ড এবং মুণ্ড । | |

৫ম । “চণ্ডী চরিত্র”,—অর্থাৎ ক্ষুদ্র চণ্ডীর কাহিনী । বৃহৎ চণ্ডী-চরিত্রে যে পৌরাণিক উপাখ্যান বর্ণিত আছে, ক্ষুদ্র “চণ্ডী চরিত্রে” তাহারই বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু এগুলি বিভিন্ন ছন্দে বর্ণিত । ইহাতে গ্রন্থের প্রায় ১৫টি পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ ।

৬ষ্ঠ । “চণ্ডী কি ভয়”,—চণ্ডী উপাখ্যানের পরিশিষ্ট । ছয় পৃষ্ঠায় ইহা সম্পূর্ণ ।

৭ম । “জ্ঞান প্রিয় বোধ”,—জ্ঞানের প্রার্থন্য । ঈশ্বরের প্রশংসাবাদে এবং প্রাচীন

পরিশিষ্ট

রাজগণের কাহিনীতে এই অংশ পরিপূর্ণ। তাহাদের অধিকাংশই মহাভারত হইতে গৃহীত। ইহা ২১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

৮ম। “চৌপায়ন চৌবিশ অবতারম্ কিম্”,—চৌপদী প্রবন্ধে চব্বিশ অবতারের বিষয় ইহাতে বর্ণিত রহিয়াছে। গ্রন্থের প্রায় ৩৪৮ পৃষ্ঠা এই চৌপদীতে পূর্ণ। সাধারণ লোকের বিশ্বাস,—শ্যাম নামক জনৈক ব্যক্তি সেই চৌপদী কবিতাবলীর রচয়িতা।

চব্বিশ অবতারের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| ১। মৎস্য, বা মাছ। | ১৫। অরহন্ত দেব,—(কথিত হয়, |
| ২। কূর্ম, বা কচ্ছপ। | ইনি জৈন ধর্মাবলম্বী “শিরাওচি” |
| ৩। সিংহ বা নর। | সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা; অথবা |
| ৪। নারায়ণ। | ইনি সেই জৈন ধর্মের প্রবর্তক।) |
| ৫। মোহিনী। | ১৬। মান রাজা। |
| ৬। বরাহ বা শূকর। | ১৭। ধনুস্তরী, (খ্যাতনামা ডাক্তার বা |
| ৭। নরসিংহ বা নরাকৃতি সিংহ। | বৈজ্ঞ।) |
| ৮। বামন বা ধর্মকায়। | ১৮। সূর্য। |
| ৯। পরশুরাম। | ১৯। চন্দ্র বা চন্দ্রমা। |
| ১০। ব্রহ্মা। | ২০। রাম। |
| ১১। ক্রতু। | ২১। কৃষ্ণ। |
| ১২। জলন্ধর। | ২২। নর, অর্থাৎ অজুন। |
| ১৩। বিষ্ণু। | ২৩। বৃদ্ধ। |
| ১৪। নির্দিষ্ট কোন নাম নাই ; | ২৪। কঙ্কী ; কলিযুগের শেষ ভাগে যখন |
| কিন্তু বিষ্ণুর অবতার বলিয়া | পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ হইবে, তখন |
| কথিত হয়। | ভগবান এই অবতার গ্রহণ করি- |
| | বেন। |

৯ম। কোন নির্দিষ্ট নামের উল্লেখ নাই। কিন্তু গ্রন্থে সচরাচর “মেদিমীর” নামে অভিহিত হইয়া থাকে। চব্বিশ অবতারের পরিশিষ্ট বা কোড়পত্র। যখন ভগবান কঙ্কী অবতার গ্রহণ করিয়া, পৃথিবীর পাপভার মোচন করিবেন, তখন ‘মেদী’ প্রকট হইবেন। সচরাচর এইরূপ কথিত হয়,—“সিয়া মতাবলম্বী মুসলমানগণের পদাঙ্ক অল্প-সরণে এই নাম ও ভাব গৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থের এক পৃষ্ঠারও কম অংশে ইহা সন্নি-বিষ্ট।

১০ম। নির্দিষ্ট কোন নাম নাই ; কিন্তু সচরাচর “ব্রহ্মার অবতার” বলিয়া অভি-হিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মার সাভটি অবতারের বিস্তৃত বিবরণ এই অংশে দৃষ্ট হয়। ইহার

অব্যবহিত পরেই অতীতকালের সাতটি রাজার উপাখ্যান ইহাতে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে ।
এই অংশ :৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ।

ব্রহ্মার সাতটি অবতারের নাম যথাক্রমে,—

- | | |
|---------------|--|
| ১ । বাম্মাক । | ৫ । ব্যাস । |
| ২ । কশ্যপ । | ৬ । খাস্ত রিস্মি, (অথবা ছয়জন ঋষি ।) |
| ৩ । শূকর । | ৭ । কুল দাস । |
| ৪ । বাচেস । | |

আটজন রাজার নাম যথাক্রমে,—

- | | |
|--------------|---------------------|
| ১ । মহু । | ৫ । মাস্কাতা । |
| ২ । পৃথিদি । | ৬ । দলীপ বা দৌলিপ । |
| ৩ । সগর । | ৭ । রঘু । |
| ৪ । বাণ । | ৮ । অজ । |

১১শ । কোন নির্দিষ্ট নাম নাই ; কিন্তু সচরাচর “রুদ্র বা শিবের অবতার” নামে পরিচিত । ইহাতে ৫৬টি পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ ; কেবলমাত্র দত্ত এবং পদেশনাথ নামক দুইটি অবতারের বিষয় এই অংশে বর্ণিত আছে ।

১২শ । “শশ্ব নাম মালা”,—বা অশ্ব-শব্দের নামমালা । বিভিন্ন অশ্ব সমূহের নাম, এই অংশে বিবৃত । সেই সমুদায় অশ্ব-শব্দের গুণাবলী বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে । গুরুগোবিন্দ সেই অশ্ব-সমষ্টিকে তাঁহার গুরু বা পরিচালক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । এতৎসত্ত্বেও সাধারণের বিশ্বাস, সেই রচনাসমূহ গোবিন্দের লেখনীপ্রসূত নহে । প্রায় ৬০ পৃষ্ঠায় এই অংশ সম্পূর্ণ ।

১৩শ । “ক্ৰী-মুখ বাক, সাইয়া বাতিস”,—এই অংশের বত্রিশটি কবিতা গুরু (গোবিন্দের) বাক্য নামে পরিচিত । কথিত কবিতাগুলি গোবিন্দ রচনা করিয়াছিলেন । কবিতাগুলি বেদ, পুরাণ এবং কোরাণের নিন্দাবাদে পরিপূর্ণ । প্রায় সাড়ে তিন পৃষ্ঠায় এই অংশ সম্পূর্ণ ।

১৪ । “হাজরে শবদ”,—বা হাজার শব্দ । শকাব্দায় লিখিত সহস্রাধিক কবিতা । প্রায় অধিকাংশ গ্রন্থেই ১০টি কবিতা, দুই পৃষ্ঠায় সমাপ্ত । এস্থলে “হাজার” শব্দ প্রকৃত অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই ; এই অংশে ‘হাজার’ শব্দের অর্থ,—‘অমূল্য’ বা ‘অত্যা-
ন্তম (শ্রেষ্ঠ) । এই কবিতাবলী সৃষ্টিকর্তা এবং সৃষ্টি-চাতুর্ঘ্যের প্রশংসাবাদে পরিপূর্ণ । সৌম্যবাক বা নির্দিষ্ট ক্ষমতা-সম্পন্ন দেবদেবী এবং যোগী-সন্ন্যাসীদিগের উপাসনা বা তৎপ্রতি ভক্তি প্রদর্শন তাহাতে নিষিদ্ধ । গুরু গোবিন্দ এই কবিতাবলী রচনা করিয়া-
ছিলেন ।

১৫ । “ক্ৰী-চরিত”,—ক্ৰী-কাহিনী । ক্ৰীলোকের স্বভাব ও প্রকৃতির বর্ণনা সহজিত

৪৩৪টি গল্প এই অংশে সন্নিবিষ্ট। একটি গল্পে বর্ণিত আছে,— এক সময়ে রাজ্যের উত্তরাধিকারী স্বপত্নী-পুত্রের প্রতি বিমাতা প্রেমাসক্ত হন। কিন্তু রাজপুত্র বিমাতার কামনা পূর্ণ করিতে অসম্মত হওয়ায়, সেই রমণী স্বামীর নিকট বলেন যে, জ্যেষ্ঠপুত্র তাঁহার সন্তীকনষ্টের চেষ্টা করিয়াছেন। তাহা শুনিয়া, রাজা পুত্রকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ইতিমধ্যে মন্ত্রিগণের সাহসনয় প্রার্থনায় বা তাঁহাদের বিরুদ্ধমত প্রকাশে পুত্রের মৃত্যুদণ্ড স্থগিত থাকে। তখন কতকগুলি গল্প-পরম্পরায়, মন্ত্রিগণ জীলোকের চরিত্র বিবৃত করেন। অবশেষে রাজা তাঁহার জ্যৈষ্ঠ দুশ্চরিত্রের বিষয় বৃত্তিতে পারেন, এবং আপনার অবিস্মৃৎকারিতার জন্য অল্পভগ্ন হন। গ্রন্থের প্রায় অর্দ্ধাংশ বা ৪৪৬ পৃষ্ঠা এইরূপ গল্প সমূহে পরিপূর্ণ। এতন্মধ্যে একটি বা ততোধিক গল্পের রচয়িতা বলিয়া, শ্রামের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

১৬৭। “হিকাউত”,—বা গল্প-গাথা। দুই লাইনের ৮৬৬টি শ্লোকে, বারটি গল্প এই অংশে সন্নিবিষ্ট। সেগুলি ‘পারস্ত’ ভাষায় এবং ‘গুরুমুখী’ বর্ণমালায় লিখিত। আওরঙ্গজেবের প্রতি ভৎসনা-মূলক গোবিন্দ বিরচিত এই শ্লোকগুলি, দয়্য সিং এবং অপর চারি জন শিখের হস্তে আওরঙ্গজেবের নিকট প্রেরিত হয়। ভৎসনা বা নিন্দাবাদ-পূর্ণ তীব্র ভাষায় লিখিত একখানি পত্রও তৎসঙ্গে প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু সে পত্রখানি “আদি গ্রন্থে” স্থান প্রাপ্ত হয় নাই।

গুরু গোবিন্দ বিরচিত এই গ্রন্থের উপসংহার, এই ত্রিশ পৃষ্ঠাব্যাপী গল্পমালায় পরিপূর্ণ।

তৃতীয় পরিশিষ্ট

ধর্মোপদেষ্টা শিখ গুরুদিগের প্রচারিত কতকগুলি

আদর্শ ধর্মনীতি বা ধর্মাসুষ্ঠানের

কয়েকটি তত্ত্ব

নানক এবং গোবিন্দ প্রচারিত যে ধর্মমত শিখগণ কর্তৃক সমাদৃত

এবং সম্মানিত, তাহারই কতকগুলি দৃষ্টান্ত এই

অতিরিক্ত পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

১। ঈশ্বর—ঈশ্বরত্ব।

সত্যই ঈশ্বর; তাঁহাতে ভয় নাই, তাঁহাতে শত্রুতা নাই;

তিনি অমর, তিনি জাগকর্তা।

তিনি গুরু এবং তিনি সর্ব মঙ্গলালয়।

সেই আদি সত্য স্মরণ কর;

সৃষ্টির পূর্ব হইতেই সত্য বিরাজমান।

হে নানক ! সত্য চিরকাল বর্তমান,
এবং সত্য চিরদিন বর্তমান থাকিবে ।

অনন্তকাল চিন্তা করিয়াও তর্কে সত্য বোধগম্য হইবে না ।
যতই একাগ্রচিত্ত হও, ধ্যানে সত্য পাওয়া যাইবে না ।
শত বা শত সহস্র জ্ঞান থাকুক, কিছুই মৃত ব্যক্তির সঙ্গে যায় না ।
কেমন করিয়া সত্য বলা যায়, কেমন করিয়া মিথ্যা পরিত্যাগ করা যায় ?

হে নানক ! ঈশ্বর নির্দিষ্ট পথে ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরিচালিত হইলেই
সত্য বলা যায়, এবং মিথ্যা পরিত্যাগ করিতে পারা যায় ।

নানক, ‘আদিগ্রন্থ’,—‘জপজী’ (সূচনা) ।

হে নানক ! তিনিই স্বতঃপ্রকাশ,
তিনিই সৃষ্টকর্তা, তিনিই চিরস্থায়ী,
তিনি ব্যতীত কেহ নাই, এবং কেহ হইবে না ।

“নানক,” “আদি গ্রন্থ”,—‘গৌরো রাগ’ ।

হে ঈশ্বর, তুমি সর্বভূতে এবং সকল স্থানে বর্তমান,
তুমিই একমাত্র অবিনশ্বর ।

রামদাস, “আদি গ্রন্থ”,—‘আশা রাগ’ ।

যিনি আত্মা এবং দেহ প্রদান করিয়াছেন,
আমার মন সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বরে আসক্ত আছে ।

“অজুঁন,” “আদিগ্রন্থ”,—‘শ্রীরাগ’ ।

সময়ই অদ্বিতীয় ঈশ্বর ; তিনিই আদি, তিনিই অন্ত,
তিনিই অনন্ত ; তিনিই সৃষ্টকর্তা, তিনিই সংহারকর্তা ;
সৃষ্টি এবং প্রলয় একমাত্র তাঁহাতেই সম্ভব ।

দেবতা এবং দানব, ঈশ্বরই সৃষ্টি করিয়াছেন ; পূর্ব, পশ্চিম,—
তাঁহারাই সৃষ্টি ; উত্তর, দক্ষিণ, তাঁহারই সৃষ্ট বস্তু ।

বাক্যে তাঁহার মহিমা কীর্তন কিরূপে সম্ভব ?

“গোবিন্দ, “হাজার শব্দ” ।

ঈশ্বরের একই প্রতিকৃতি ; আর কোনও প্রতিকৃতিতে
তাঁহাকে অমুদ্রিত করা সম্ভবপর কি ?

“গোবিন্দ,” “বিচিত্র নাটক” ।

২। অবতার, সিদ্ধ, ভবিষ্যদ্বক্তা ; হিন্দু অবতার । মহম্মদ, সিদ্ধ এবং ককিরগণ ।

বহুসংখ্যক মহম্মদ এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ;
অগণিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবেরও অভাব ছিল না ।
সহস্র সহস্র ককির ও ভবিষ্যদ্বক্তা এবং অযুত সংখ্যক
সিদ্ধ ও যোগী এই পৃথিবীতে আগমন করিয়াছে ;
কিন্তু অধিতীয় পরমেশ্বরই সর্বশ্রেষ্ঠ ; ঈশ্বরের নামই সত্য ।
হে নানক ! ঈশ্বরের গুণ অনন্ত, তাহা গণনার অতীত ;
কে তাহা বুঝিতে সক্ষম হয় ?

নানক,—“রত্নমালা” (গ্রন্থের অতিরিক্ত ।)

ব্রাহ্মগণ বেদপাঠে আস্ত ও ক্লাস্ত ;
কিন্তু তাহাতে এক সর্বপ প্রমাণ ফলও লাভ করিতে পারে নাই ।
সিদ্ধ ও যোগিগণ ব্যগ্রভাবে অমুসন্ধান করিয়াছে ;
কিন্তু তাহারা মায়া মোহে প্রতারিত ও পথভ্রষ্ট ।
দশটি প্রধান অবতার জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন ;
কৃষ্ণসিদ্ধ মহাদেবও এ পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন ।
চিত্তভ্রম মাথিয়া তাঁহারা ক্লাস্ত হইয়াছেন,
কিন্তু হে ঈশ্বর, তাঁহারাও তোমার স্বরূপ নির্ণয়ে সমর্থ হন নাই ।
অজুঁন, “আদিগ্রন্থ”—‘সোধী’ ।

স্বর, সিদ্ধ, এবং শিবের অবতারসমূহ ; শেখ, ককির এবং অসীম প্রভাপখালী ব্যক্তি
এ পৃথিবীতে আসিয়াছিল, এবং পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছে, আরও অসংখ্য আসিতেছে
এবং চলিয়া বাইতেছে ।

অজুঁন—“আদি গ্রন্থ”, শ্রীরাগ ।

● প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণই দৈত্যকুল সংহার করেন । বহু আশ্চর্য ক্রিয়া তৎকর্তৃক সম্পন্ন
হয় ; কৃষ্ণ আপনাকে ব্রহ্মা নামে প্রচার করিয়াছিলেন ; তথাপি তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া
স্বীকার করা যায় না । তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল ; তিনি মরণশীল । সুতরাং কেমন
করিয়া তিনি ভক্তগণকে রক্ষা করিবেন ? কিরূপে উত্তাল ওরফময় অনন্ত সাগরে নিমগ্ন

ব্যক্তি, অপরকে কিরূপে পরিজ্ঞান করিবে? একমাত্র ঈশ্বরই সর্ব-শক্তিমান; তিনিই স্রষ্টাকর্তা, তিনিই সংহারকর্তা। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় একমাত্র অনন্ত ঈশ্বরেই সম্ভবে।

গোবিন্দ,—“হাজার শব্দ।”

যিনি ঈশ্বর, তাঁহার বন্ধু নাই; তাঁহার শত্রুও নাই।

তিনি প্রশংসায় উৎফুল্ল হন না;

অভিশাপ বা নিন্দাবাদেও তিনি বিচলিত নহেন।

তিনি প্রশংসা ও নিন্দার অতীত।

কৃষ্ণরূপে ব্যক্ত হওয়া তাঁহাতে কিরূপে সম্ভবে?

তাঁহার পিতা নাই, মাতা নাই;—

দেবকীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করা,

তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর কি?

গোবিন্দ,—“হাজার শব্দ।”

রাম এবং রহিম, * পরিজ্ঞানকর্তা নহেন।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সূর্য, চন্দ্র সকলেই মৃত্যুর অধীন;

“গোবিন্দ—হাজার শব্দ”

৩। শিখ গুরুগণও পূজ্য নহেন।

যে আমাকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করে,

আমি তাহাকে নরকের তিমির গর্ভে নিক্ষেপ করি।

আমাকে ঈশ্বরের ক্রীতদাস মনে কর;—

তৎপক্ষে কদাচ সম্ভিহান হইও না।

আমি ঈশ্বরের ক্রীতদাস মাত্র,

তাঁহার সৃষ্টি-চাতুর্য দেখিতেই আমি আসিয়াছি।

গোবিন্দ,—“বিচিহ্ন নাটক।”

৪। ঐতিম্মা এবং যোগীগণের উপাসনা।

ঈশ্বর ব্যতীত অল্প কাহাকেও উপাসনা করিবে না;

মৃত ব্যক্তির প্রতি মন্তক অবনত করা উচিত নহে।

নানক,—“আদিগ্রন্থ,” ‘স্বরট রাগিণী’।

মন অপবিজ্ঞ হইলে, প্রতিমা পূজা করা, তীর্থ স্থান বোধে ধর্ম-মন্দিরে উপাসনা করা এবং মরুভূমে পড়িয়া থাকা - সকলই বৃথা । তাহাতে ঈশ্বর তোমাকে গ্রহণ-করিবেন না ; তুমি মুক্তিলাভের অধিকারী নও । যদি পরিজ্ঞান পাইতে চাও, যদি ঈশ্বরে বিলীন হইতে ইচ্ছা কর, এক মাত্র সত্যের (ঈশ্বরের) উপাসনা কর ।

নানক,—“আদিগ্রন্থ”, ‘ভোগ’ ; নানক বলিয়াছেন, তিনি একজন ব্রাহ্মণের বাক্য এস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন ।

মাহুষ পশুর সমান ; সে কখনই ঈশ্বরের

ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমানের ক্ষমতা অল্পভব করিতে পারে না ।

ঈশ্বরের উপাসনা অবশ্য কর্তব্য ;

তাহার উপাসনা দ্বারাই মুক্তি লাভ হয় ।

জগদীশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ কর,

চৈতন্য-হীন প্রস্তরে কখনই ঈশ্বর নাই ।

গোবিন্দ,—“বিচিত্র নাটক ।”

৫। অলৌকিকত্ব ।

ঈশ্বর-জ্ঞান শূন্য হইয়া,

‘সিদ্ধি’ বা আকৃতি পরিবর্তনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়া,

‘ঋদ্ধি’ বা অক্ষয় ধন-সম্পদের দাতৃত্ব ক্ষমতা লাভ করা,

আমার অভিপ্রেত নহে । সে সকলই বৃথা ।

নানক,—“আদিগ্রন্থ”, ‘শ্রীরাগ’ ।

তুমি অগ্নিমধ্যে অক্ষত দেখে বাস কর ।

চির তুষারচ্ছন্ন স্থানে অক্ষত শরীরে কালযাপন কর ;

প্রস্তরখণ্ড তোমার খাণ্ড হউক ;

পদ-সঞ্চালনে বৃহৎ মুক্তিকা-স্তুপ দূরে নিক্ষেপ কর ;

তুমি তুলাদণ্ডে স্বর্ণ পরিমাপ কর ।

তার পর জিজ্ঞাসা করিও, নানক কি কোন অস্বাভাবিক কার্য সম্পন্ন করিতে পারে ?

নানক,—অনৈক অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি ;

“আদিগ্রন্থ”, মাঝ ভর ।

৬। পুনর্জন্ম বা দেহান্তর গ্রহণ

অক্ষহিত বৃন্তের গায় জীবনগতিও নিয়ত পরিবর্তনশীল ;

হে নানক ! জন্ম মৃত্যুর সংখ্যা নাই ।

নানক,—“আদিগ্রন্থ”, ‘আশারাগ’ ।

(নানক এবং তাঁহার পরবর্তী শিখ-গুরুগণের রচনা হইতে এইরূপ আরও অসংখ্য দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে।)

যে ব্যক্তি অধিতীয় ঈশ্বরকে জানে না,

সে অসংখ্য বার জন্মগ্রহণ করিবে।

গোবিন্দ,—“মেদী মীর”।

৭। বিশ্বাস

অশন বসনে সুখী হওয়া যায় ;

কিন্তু ভয় ও বিশ্বাস না থাকিলে মুক্তিলাভ হয় না

নানক,—“আদিগ্রন্থ”, ‘সোহিলা মরু রাগ’।

৮। ঈশ্বর-রূপা।

হে নানক ! জগদীশ্বর বাহার প্রতি স্প্রসন্ন,

সে নিশ্চয়ই ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভ করে।

নানক,—“আদিগ্রন্থ”, ‘আশা রাগ’।

হে নানক ! ঈশ্বর বাহাকে রূপা করেন,

সে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের প্রতি অল্পরক্ত হয়।

উম্মার দাস,—“আদি গ্রন্থ” ‘বিলাওয়াল’।

৯। অদৃষ্ট-পূর্বজন্ম।

প্রত্যেকেই অদৃষ্ট অনুসারে, আপনাপন কর্মকল ভোগ করিয়া থাকে ; নিজ নিজ কর্মকল অনুসারে প্রত্যেকের আশা-যাওয়া,—জন্ম, মৃত্যু নির্ধারিত হয়।

নানক,—“আদিগ্রন্থ”, ‘আশা’।

কিভাবে সত্য বলা যায় ? কিভাবে মিথ্যা পরিহার করা সম্ভব ? হে নানক ! ঈশ্বর-নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হইলে,—তাঁহারাই ইচ্ছা অনুসারে চলিলে, সত্য বলা যায়, এবং মিথ্যা পরিহার করা যায়।

নানক,—‘আদি গ্রন্থ,’ ‘জগজী’।

১০। বেদ, পুরাণ এবং কোরাণ।

যদি ঈশ্বর কর্তৃক অম্ল-প্রবিষ্ট না হইল, তবে গোটি, সিদ্দাত, বেদ এবং পুরাণ,—সকলই মিথ্যা।

“নানক,—আদি গ্রন্থ,” ‘গৌরী রাগ’।

শাস্ত্র, বেদ এবং কোরাণের প্রতি শ্রদ্ধা কর,—

তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী কার্য কর,—

তুমি 'স্বর্গে বা নরকে' পৌছিতে পার,—

স্বর্গ এবং নরক সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান জন্মিতে পারে ;

(জন্ম এবং মৃত্যু সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতা লাভ হওয়া সম্ভব ।)

কিন্তু ঈশ্বর ব্যতীত কেহই মুক্তি প্রদানে সমর্থ হইবে না ।

নানক,—“রত্নমালা” (আদি গ্রন্থের অতিরিক্ত বা পরিশিষ্ট) ।

জগদীশ্বরের চরণে যে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে ;—

তাই এক ঈশ্বর ব্যতীত তার চক্ষে আর অণু

কোন মহাজন দৃষ্টগোচর হয় না ।

রাম, রহিম, পুরাণ এবং কোরাণ প্রভৃতির বহু

উপাসক আছে, সন্দেহ নাই ;—

কিন্তু তাহার নিকট অণু কেহই ভক্তির পাত্র নহে ।

স্বভি, শাস্ত্র এবং বেদ অনেক বিষয়ে পরস্পর মত বিরোধী ;—

কিন্তু সে কিছুতেই কর্ণপাত করে না ।

হে জগদীশ্বর ! আপনার অমুগ্রহেই সকলই সংঘটিত হইয়াছে,—

আমার অমুষ্টিত কিছুই নহে ।

গোবিন্দ,—“রাই রাস” ।

১১। সম্যাস ধর্ম’ ।

যে গৃহী * কোনরূপ অশ্রায় কার্য করে না,

যে সর্বদাই সংস্কারের অমুষ্ঠান করিয়া থাকে,

যে অকাতরে দান-ধর্ম আচরণ করে,

সেই গৃহীই পুত সলিলা গঙ্গার ত্রায় পবিত্রাশ্রা ।

নানক,—“আদিগ্রন্থ”, ‘রামকালী রাগিনী’ ।

একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরকে ডাকিলে, গৃহীই হউক, আর সম্যাসী হউক,—তাহাদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই ।

নানক,—“আদিগ্রন্থ”, “আশা রাগিনী” ।

গৃহস্থার্জনে থাকিয়া, অন্তরে উদাসী হও,—কিছুতেই লিপ্ত হইও না ।

উমার দাস,—“আদিগ্রন্থ”, ত্রীরাগ ।

* অর্থাৎ ইংরাজী ভাষার ধর্মবালক সম্প্রদায় ভিন্ন, সাধারণ জ্ঞেয় জৈনক ব্যক্তি ; যে ব্যক্তি জীবনের সাধারণ কর্তব্য সম্পন্ন করে ।

১২। জাতি।

জাতি বিচার করিও না, বিনয়ানত হও, নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিবে।

নানক,—“আদি গ্রন্থ,” ‘সারক রাগ।’

জগদীশ্বর মানুষের জাতি বংশের বিষয় কিছুই

জিজ্ঞাসা করিবেন না ;—

তিনি মানুষকে জিজ্ঞাসা করিবেন,—তুমি কি করিয়াছ ?

নানক,—“আদি গ্রন্থ,” ‘প্রভাতি রাগিনী।’

উচ্চ বংশ জাত যদি হয় নীচাশয়।

তাহার আদেশ কত পালনীয় নয় ॥

দ্বিগিত অম্পূত্র যদি পুণ্যবান হয়।

পাদপীঠ হয়ে তার নানক সেবয় ॥

নানক,—“আদি গ্রন্থ,” ‘মন্নার রাগ।’

ব্রহ্মা হ’তে সমুৎপন্ন হয় যেই জন।

ধরা মাঝে বরণীয় সেই সে ব্রাহ্মণ ॥

কহয়ে ব্রাহ্মণ সবে আছি চারি জাতি।

সবে কিন্তু হয় এক ব্রহ্মার সন্ততি ॥

“উমার দাস,”—“আদি গ্রন্থ,” ‘ভৈরব’।

মৃত্তিকা দ্বারা এ জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে ;—

সেই মৃত্তিকায় কত মৃৎপাত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

নানক বলেন,—কর্ম অনুসারেই মানুষের বিচার হইবে,

এবং ঈশ্বর-প্রসাদ লাভ না করিতে পারিলে মুক্তিলাভ হইবে না।

মানব দেহ পাঁচটি উপাদানে গঠিত ;

সেই উপাদান সমষ্টির একটি উচ্চ, অপরটি নীচ,—কে বলিতে পারে ?

উমার দাস,—“আদি গ্রন্থ,” ‘ভৈরব’।

আমি চারিটি জাতিকে একটি জাতিতে পরিণত করিব।

আমি তাহাদিগকে “ওয়া গুরু” শব্দ উচ্চারণ করিতে শিক্ষা দিব ॥

“গোবিন্দ”,—“রিহিত নামে”, (এই অংশ

আদি গ্রন্থে অন্তর্নিবিষ্ট হয় নাই।)

১৩। খাড়া।

হে নানক ! তিন ধর্মাবলম্বীদিগের দুইটি অধিকার ;—এক জৈনীর স্নেহ-জাতির

প্রতি ভক্তি প্রদর্শন ; অপর শ্রেণীর,— শূকর জাতির প্রতি জাত-ক্রোধ । কিন্তু বাহারা কোন জীবন্ত প্রাণীর প্রাণহানি করে না, গুরু এবং পণ্ডিতগণ সেই সকল শিষ্যকেই প্রাণসা করিয়া থাকেন ।

নানক,—“আদি গ্রন্থ,” ‘মাঝ’ ।

অকারণে প্রাণীহত্যা করা উচিত নহে ;—

তাহাকে উপযুক্ত খাদ্য বলা যায় না ।

হে নানক ! পাপ হইতে চিরকালই পাপের উৎপত্তি হইয়া থাকে ।

নানক,—“আদি গ্রন্থ,” ‘মাঝ’ ।

১৪ । ব্রাহ্মণ, ধর্মাত্মা প্রভৃতি ।

ঈশ্বরনিষ্ঠা, ঈশ্বরোপাসনা এবং পবিত্রতাচরণই

যে ব্রাহ্মণের কার্য নীতি ;

বিনয় এবং সন্তোষই যাহাদের সার ধর্ম ;—

সেই সকল ব্রাহ্মণই ব্রহ্মার সন্তান ।

নির্দিষ্ট নিয়ম ভঙ্গ করিলেও, তাঁহারা মূক্তির অধিকারী ।

নানক,—“আদিগ্রন্থ,” ‘ভোগ’ ।

কাপাস, *—দয়া ; হৃদ্র,—সন্তোষ ; এবং সাতটি গ্রন্থি ;—

সকলকেই ধর্ম স্বরূপ জ্ঞান করা আবশ্যক ।

অস্তরে এইরূপ জ্ঞান থাকিলে, উহা ধারণ কর ।

ইহা কখনও ছিন্ন হইবে না ; কখনও আশুনে পুড়িবে না ;

ইহার কখনও ধ্বংস নাই, ইহা কখনও অপবিত্র হইবে না ।

হে নানক ! যে এইরূপ হৃদ্র ধারণ করে, সে ব্যক্তি

পবিত্রাত্মাগণের মধ্যে পরিগণিত ।

নানক,—“আদিগ্রন্থ,” ‘আশা’ ।

‘কিন্দা’—জীর্ণ বস্ত্র বা কোঁপিন পরিধান করিলেই ধর্মনিষ্ঠ হওয়া যায় না ; দণ্ড ধারণেও ধর্মপ্রাণতা প্রকাশ পায় না ; তন্ম মাখিলেই ঈশ্বরনিষ্ঠ হয় না ; মস্তক হুণনে কিংবা শিলা বাদনে ঈশ্বরানুরক্তির পরিচয় প্রকাশ পায় না ।

নানক,—“আদিগ্রন্থ,” ‘সোধি’ ।

বর্তমান যুগে ব্রহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণগণের সংখ্যা অতি কম ; বর্তমান যুগে অতি অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণই,—ব্রহ্মার সন্তান । (অর্থাৎ নিষ্ঠাবান এবং পবিত্রাত্মা অতি অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণই অধুনা এতদ্দেশে দেখিতে পাওয়া যায় ।)

উমার দাস,—“আদিগ্রন্থ”, “বিলাওয়ালা” ।

নিবিড় অরণ্যকেই সম্যাসিগণ আপনাদের আবাস স্থান
বলিয়া মনে করিবে ।

পার্শ্বিভ ভোগ লালসা পরিতৃপ্তির জন্ত তাহাদের অন্তর
কখনও লালায়িত হইবে না ।

জ্ঞান (বা সত্যকেই) তাহারা গুরু বলিয়া মনে করিবে ॥

এবং তাহাদিগকে “স্বতঃজুনি”, কিংবা “রজঃজুনি” অথবা “তমো-জুনি” বলিয়া কেহ মনে করিবে না । (অর্থাৎ তাহারা আপনাদিগের স্বার্থ সাধনের জন্ত সং-স্বভাব অবলম্বন করিবে না ; অথবা তাহারা সময় বুঝিয়া তদনুযায়ী সং বা অসং কার্যের অনুষ্ঠান করিবে না ; উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত তাহারা সর্বদা অসতৃপ্য অবলম্বনেও বিরত থাকিবে ।)

গোবিন্দ,—“হাজার শব্দ” ।

১৫। শিশু হত্যা ।

—শিশু কন্যা হস্তাদিগের সহিত বাহাদের সংসর্গ,
আমি তাহাদিগকে ঘৃণা করি,—তাহাদিগকে অভিশাপ দিই ।

পুনশ্চ ;—

শিশু-কন্যা হননকারীর নিকট যে আহার্য গ্রহণ করে,
তাহার কখনও মুক্তিলাভ হয় না ।

গোবিন্দ,—“রেহেং নামে” (গ্রন্থের অতিরিক্ত অংশ) ।

১৬। সতী ।

অগ্নিতে বাহার বিনাশ নাই ;—

কিন্তু অহুতাপনালে যিনি দগ্ধীভূত, তিনিই প্রকৃত সতী ।

পুনশ্চ ;—

পতির প্রাতি অহুত রমণী, পতির সহিত
চিঠাশয্যায় শয়ন করে । কিন্তু তাহার আত্মা ঈশ্বর ভক্তিতে বিগলিত হইলে, তাহার
হৃৎকের কতকটা লাঘব হইতে পারিত ।

উমার দাস,—“আদি গ্রন্থ,” স্থি ॥

আদিগ্রন্থের পরিশিষ্ট ।

ভাই গুরুদাস ভালে কড়'ক নানকের ধর্ম'মত প্রচার-পদ্ধতি ।

এ জগতে হিন্দুদিগের চারিটি জাতি এবং মুসলমানদিগের মধ্যে চারিটি সম্প্রদায়
ন ।*

তাহারা সকলেই ষোর স্বার্থপর, ঈর্ষাপরতন্ত্র এবং আত্মাভিমानी ছিল ।

হিন্দুগণ, বারাণসী ক্ষেত্রে ও গজ্ঞানদীর তীরে এবং মুসলমানগণ কায়াবায় বাস করিত ।

মুসলমানগণ স্ব-ধর্মোক্ত সংস্কার-অনুষ্ঠান অনুযায়ী কার্য করিয়া আপনাদিগের ধর্ম
বজায় রাখিত ; অস্ত্র পক্ষে হিন্দুগণ যজ্ঞোপবীত এবং তিলক ধারণ করিয়া আপনাপন
ধর্ম সমর্থন করিত ।

হিন্দুগণ রামকে উপাসনা করিত ; মুসলমানগণ রহিমের প্রতি অতুলিত ছিল । হিন্দু
ও মুসলমান, রাম এবং রহিমকে অভিন্ন বলিয়া মনে করিত বটে ; কিন্তু উভয় জাতিই
উপাসনা প্রাণালী জানিত না ; তাহারা পথ হারাইয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছিল ।

সেই অস্ত্র বেদ এবং কোরাণ পরিত্যাগ করিয়া, প্রলোভনবশতঃ তাহারা সংসার-
জালে আবদ্ধ হইতে লাগিল ।

এক দিকে সত্য পড়িয়া রহিল, ব্রাহ্মণ এবং মোল্লাগণ অস্ত্র দিকে সত্য-ধর্ম লইয়া
পরস্পর বাদ-প্রতিবাদ,—তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিল ; সুতরাং তাহারা কেহই মুক্তিলাভে
সমর্থ হইল না ।

* * * * *

* * * * *

জগদীশ্বর (সত্য বা ধর্ম সত্ত্বকে) অভিযোগ শুনিতে পাইয়া, নানককে পৃথিবীতে
প্রেরণ করেন ।

নানক পৃথিবীতে আসিয়া এক প্রথা প্রবর্তন করিলেন যে, শিষ্যাগণ গুরুর পদপ্রক্ষালন
করিয়া সেই পাদোদক পান করিবে ।

★ সৈয়দ, শেখ, মোগল এবং পাঠান প্রভৃতি মুসলমানদিগের চারিটি জাতি, এখানে চারিটি সম্প্রদায়
বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ; এবং হিন্দুদিগের চারিটি জাতি বা বংশের সহিত তাহাদের তুলনা করা
হইয়াছে । বস্তুতঃ, সাধারণতঃ কথিত হয়, মুসলমানদিগের চারিটি জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ
তুলনা 'হারাম-ই-চর মাজহাব' স্বরূপ । মুসলমানদিগের মধ্যে এরূপ প্রথা দিবিদ্ধ ।

নানক প্রতিপন্ন করিলেন,—কলি যুগে ‘পর ব্রহ্ম’ এবং ‘পরম ব্রহ্ম’ উভয়ই এক,—

যে প্রাণী এই পৃথিবীকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া আছে, তাহার চারিটি পদ, বিশ্বাস ভিত্তিতে নির্মিত, বা বিশ্বাসই তাহার চারিটি পা। এইরূপে চারিটি জাতি পরস্পর মিলিয়া একত্রিত হইল,—তাহারা জাতি ভেদ তুলিয়া গেল ;

উচ্চ ও নীচ তখন সমান হইল ; শিখদিগের মধ্যে গুরুপদ প্রাক্কালনের এবং গুরুপদে নমস্কারের প্রথা, নানক এ পৃথিবীতে প্রবর্তন করিলেন ।*

মানব প্রকৃতির বিপরীতাচরণে, গুরুপদ শিষ্যের মস্তকোপরি স্থাপিত হইত।

এই কলি যুগে নানকই মানবের মুক্তি বিধান করিয়াছেন ; একমাত্র সত্যনামের ব্যবহারে তিনিই মানুষকে প্রকৃত ঈশ্বর উপাসনা শিক্ষা দিয়াছেন ।

এই কলিযুগে মানুষকে মুক্তিদান করিতেই নানক এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ।

টীকা—গ্রন্থের অন্তর্গত ভাই গুরুদাস প্রণীত উপরোক্ত অংশ এবং আরও অনেকাংশ, ম্যালকম কৃত “শিখদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ” নামক গ্রন্থের ১৫২ এবং তৎপরবর্তী পৃষ্ঠা সমূহে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে । (See Malcolm’s, “Sketch of the Sikhs” p. 152 &c.) এস্থলে সেইগুলির সঠিক অনুবাদ প্রদানের জ্ঞা যেরূপ চেষ্টা করা হইল, মিঃ ম্যালকমের গ্রন্থোক্ত সেই সেই অংশের অনুবাদ এরূপ সঠিক নহে ।

এই গ্রন্থে ৪০টি অধ্যায় আছে । প্রত্যেক অধ্যায় বিভিন্ন কবিতাচ্ছন্দে বিরচিত । এ গ্রন্থখানি, নানকের সম্পর্কীয় বহু গল্পের আধার ; শিখজাতি সেই সকল গল্প পাঠ করিতে অল্পময় আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে । তাহাদের মধ্যে একটি গল্পের বিষয় নিয়ে প্রদত্ত হইল ;—

নানক পুনরায় মক্কা গমন করেন ; তাহার পরিদানে ত্রীকুম্বের বসনের ত্রায় একখানি গীতবসন ছিল ।

তাঁহার হস্তে যষ্টি, এবং পার্শ্বে কতকগুলি গ্রন্থ ছিল ; মৃৎপাত্র, বাটা বা পেয়ালা এবং মাছুরও নানক সঙ্গে লইয়াছিলেন ।

বেখানে তীর্থযাত্রীগণ আপনাপন শেষ তীর্থ-কার্য সম্পন্ন করিতেছিল, নানক সেইখানে উপবেশন করিয়াছিলেন ।

রাত্রিকালে তিনি যখন পা ছুঁখানি ছড়াইয়া নিত্রা যান, তখন তাঁহার পা ছুঁখানি মন্দিরের সম্মুখদিকে যাইয়া পড়ে ।

জিউয়ান তাঁহাকে পদাঘাত করিয়া বলিল,—এ কি ! কোন বিধর্মী কাকের জগদীশ্বরের দিকে পা ছড়াইয়া দিয়া আজ এখানে নিত্রা বাইতেছে ?

* আকালিগণ আজি পর্যন্ত এই প্রথার অনুসরণ করিয়া থাকে ।

—নানক তখন সেই জিউয়ানের পা ধরিয়া তাহাকে এক দিকে নিক্ষেপ করিলেন ; তাহার সঙ্গে সঙ্গে মক্কা সহরও ঘুরিয়া দাঁড়াইল । তখন নানক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া প্রচারিত হইলেন ।

সকলেই বিশ্বাসবিষ্ট হইলেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি ।

গুরু গোবিন্দের ধর্ম-প্রচার-পদ্ধতি

[‘বিচিত্র নাটক’ হইতে এই অংশ সংগৃহীত । চরিত্র অবতারের শেষ অবতার এবং তৎপরবর্তী মেদী মীরের সম্বন্ধে কতকাংশ, চরিত্র অবতারের বর্ণনা হইতে এস্থলে উদ্ধৃত হইল ।]

টাকা—ক্ষত্রিয় জাতির “সোধিও” এবং বেদী” নামক দুইটি শাখা সম্প্রদায়ের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত, এই গ্রন্থের প্রথম চারিটি অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে । এই দুইটি সম্প্রদায় এক সময়ে পঞ্জাবে রাজত্ব করিত ; লাহোর এবং কাশ্মীর তাহাদের রাজধানী ছিল । তাহারা রামের পুত্রদ্বয়, লব এবং কুশের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিত । দশরথ, রঘু, শূর্য এবং অক্সা নরপতিগণের বংশপর্যায় গণনা করিয়া, রামচন্দ্র আপনাকে আদিম রাজা কালসেনের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন । বর্তমান প্রসঙ্গে, এই গ্রন্থ কেবল প্রতিজ্ঞা বা ভবিষ্যদ্বাণী সমূহে পরিপূর্ণ । কলিযুগে নানক অবতার গ্রহণ করিয়া ‘সোধিদিগের’ প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন এবং যখন চতুর্থ বার অবতার গ্রহণ করিয়া মানবদেহ ধারণ করিবেন, তখন ‘সোধি’ বংশে তাঁহার জন্ম হইবে,—এইরূপ বহু গল্প বা ভবিষ্যদ্বাণী এই অংশে সন্নিবিষ্ট আছে ।

“পঞ্চম অধ্যায়” (মর্ম)—ব্রাহ্মণগণ, শূত্রের দ্বারা কদাচারী হইয়া উঠিল ; ক্ষত্রিয়গণ, বৈশ্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিল । শূত্রগণও সেইরূপ ব্রাহ্মণদিগের স্থান অধিকার করিতে লাগিল,—ব্রাহ্মণের দ্বারা কার্যকলাপ আরম্ভ করিল, এবং বৈশ্যগণ, ক্ষত্রিয়দিগের রীতি-পদ্ধতি গ্রহণ করিল । যথাসময়ে নানক অবতার গ্রহণ করিয়া, পৃথিবীতে আপনার একটি ধর্ম সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন । তাঁহার মৃত্যু হইল বটে ; কিন্তু পুনরায় তিনি অঙ্গদ-রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন । দ্বিতীয়বার তাঁহার উমার দাস রূপে দেহ ধারণ এবং পরিশেষে তৃতীয়বার রামদাসরূপে তাঁহার জন্ম পরিগ্রহ,—এ সকল বিষয় তিনি পূর্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন । অতঃপর “সোধি” সম্প্রদায়ের মধ্যেই গুরু-পদ বংশানুগত হইল । এইরূপে নানক আর কোন বেশ বা মানব দেহ ধারণ করেন নাই ; একটি প্রদীপ হইতে যেমন অপর আর একটি প্রদীপের উৎপত্তি ; সেইরূপ নানক হইতেই সকলের উৎপত্তি । প্রকৃততঃ গুরু চারিজনই ছিলেন ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গুরু নানকের আত্মা, প্রত্যেক গুরুদেহে বর্তমান থাকিত । রামদাস পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র

অজুন গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর পর্যায়ক্রমে,—হর গোবিন্দ, হর রায়, হরকিষণ এবং তেগ বাহাদুর, শিখদিগের গুরুপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই ধর্মের জ্ঞান দিল্লীতে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন; মুসলমানগণ তাঁহাদের সকলেরই প্রাণ সংহার করিয়াছে।

“ষষ্ঠ অধ্যায়” (মর্ম)।—যেখানে পাণ্ডুবংশীয়গণ রাক্ষস করিতেন, সেই সপ্ত সুরিকী বা গিরিশৃঙ্গের সরিকটে ‘ভীমকুণ্ড’ নামক স্থানে, গুরু গোবিন্দ সিংহের মুক্ত (অশরীর) আত্মা ঈশ্বরোপাসনায় রত ছিল। পরিশেষে গোবিন্দের সাহুস্র প্রার্থনায়, তাঁহার আত্মা জগদীশ্বরে বলীন হইয়া গেল। (তাঁহার মুক্তিলাভ হইল;—তাঁহাকে আর এ পৃথিবীতে আসিয়া দেহধারণ করিতে হইল না।) গুরুর ছাত্র গুরুর পিতা-মাতাও সদা সর্বদা ঈশ্বরকে উপাসনা করিতেন; ঈশ্বর তাঁহাদের প্রতিও কৃপা-কটাক্ষপাত করিলেন। পরিশেষে জগদীশ্বর সেই সপ্ত গিরিশৃঙ্গ হইতে গোবিন্দের আত্মাকে আনয়ন করিয়া, মানব দেহ ধারণের জ্ঞান আত্মার প্রতি আদেশ করিলেন।

এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না,

ঈশ্বর চরণে আমার মন গভীর ধ্যান মগ্ন ছিল;

কিন্তু জগদীশ্বর পরিশেষে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিলেন।

ঈশ্বর বলিলেন,—“যখন মাহুসের সৃষ্টি হয়, তখন পাণী ব্যক্তিদিগের শান্তি বিধানের জ্ঞান দৈত্যগণ পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু দৈত্যগণ প্রভুত বলশালী হইয়া উঠিয়া, তাহারা ঈশ্বরকে বিশ্বস্ত হইল। অতঃপর দেবতাগণের জন্ম হয়; কিন্তু তাঁহারা, শিব, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু প্রভৃতি দেহ ধারণ করিয়া মানবজাতির মধ্যে আপনাপন পূজার প্রথা প্রবর্তিত করেন। অতঃপর সিদ্ধগণ জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহারা ভিন্ন পথ অন্বেষণ করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিলেন। পরিশেষে গোরক্ষনাথ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন; বহুসংখ্যক রাজা তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এইরূপে তৎকর্তৃক ‘যোগী’ নামে একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। গোরক্ষনাথের পর, রামানন্দের আবির্ভাব। তিনি আপনার প্রথা অল্পসারে “বৈরাগী” নামক একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরপর মহম্মদের জন্ম হয়। তিনি সমগ্র আরবের অধিপতি হইয়াছিলেন। তৎকর্তৃক একটি ধর্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং শিষ্যগণকে তিনি তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে উপদেশ প্রদান করেন। এক্ষণে স্পষ্টই বুঝা গেল, মানবজাতিকে সংগঠিত করার জ্ঞান বাহাদিগকে পৃথিবীতে পাঠান হইল, তাহারা সকলেই কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া, তথায় আপনাপন প্রথা প্রবর্তন করিল, এবং সেই সকল কু-প্রথার অন্বেষণে মানবজাতি কু-পথে পরিচালিত হইতে লাগিল। অজ্ঞ নির্বোধ মাহুসকে কেহই সংগঠিত করিত না,—

কেহই তাহাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করিতে সমর্থ হয় নাই। হে গোবিন্দ! সেই ভক্তই আমি আজ তোমাকে আহ্বান করিতেছি। এক্ষণে তুমি পৃথিবীতে গমন করিয়া, একই সভ্য ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার কর; এবং বাহারা পথভ্রষ্ট হইয়া বিপথগামী হইয়াছে, সেই মানবজাতিকে তুমি সংপথে পরিচালিত কর।” ঈশ্বরের সেই আজ্ঞাহুসারেই আমি পৃথিবীতে আসিয়াছি; তাঁহারই আদেশে একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইল; এবং তাঁহারই অল্পমতিক্রমে আমি এই সম্প্রদায়ের বিধি-বিধান বা প্রচলিত নীতি-প্রথা প্রবর্তন করিলাম। কিন্তু যে আমাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিবে, আমি তাহাকে নরকের ঘোর অন্ধকারে নিক্ষেপ করিব। কারণ আমাতে ও জনসাধারণে কোনই প্রভেদনাই; আমিও যেমন, সাধারণ মনুষ্যও তেমনই। আমি সেই পরম পিতার অত্যাশ্চর্য সৃষ্টিকৌশলের একজন দর্শক মাত্র।

[অতঃপর গোবিন্দ প্রচার করিলেন,—হিন্দু এবং মুসলমানদিগের ধর্ম সকলই অকিঞ্চিৎকর; হিন্দুধর্ম এবং মুসলমান ধর্ম মিথ্যা। যোগিগণ, এবং পুরাণ ও কোরাণ-পাঠক সকলেই প্রতারণক। মূর্তি,—মৃৎ মূর্তি বা প্রস্তর মূর্তির উপাসনায় কিছুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করা কর্তব্য নহে। গোবিন্দ বলিলেন—“সকল ধর্মই কলুষিত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। সন্ন্যাসী এবং বৈরাগী সকলেই সমভাবে অসংপথ প্রদর্শন করিয়াছে; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং অপরাপর জাতির উপাসনা পদ্ধতিও বৃথা ও অকিঞ্চিৎকর। ধর্মগ্রন্থ বা পুঁথিপত্রে ঈশ্বর নাই; বাহারা এ কথা মনে করে, তাহারা নিশ্চয়ই নরকে নিপতিত হইবে। একমাত্র সত্যনিষ্ঠ এবং বিনয়ী হইলেই ঈশ্বর লাভ হয়।”]

ইহার পরবর্তী অধ্যায় সমূহে, ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্যন্ত, গোবিন্দের যুদ্ধাদি সম্বন্ধে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। বাদসাহের সৈন্ত এবং পার্বত্য রাজাদিগের সহিত গোবিন্দ যে সকল যুদ্ধে নিগুস্ত হইয়াছিলেন, এস্থলে প্রধানতঃ তাহারই বিস্তৃত বর্ণনা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।]

“চতুর্দশ অধ্যায়”, (২মর্ষ)।—হে জগদীশ্বর! আপনি সদা সর্বদা উপাসকগণকে অসং পথ হইতে রক্ষা করিয়াছেন,—তাহাদিগকে পাপ পথ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন; আপনি পাপীদিগের প্রতি কঠোর শাস্তি বিধান করিয়া থাকেন। আপনি আমাকে অল্পরক্ত দাস রূপে গ্রহণ করিয়াছেন; আপনি নিজেই আমাকে পালন করিতেছেন। হে কৃপাময় জগদীশ্বর! আমি এ পৃথিবীতে আসিয়া আপনার সৃষ্টীচাতুর্ঘ্য সম্বন্ধে বাহা পরিদর্শন করিলাম এবং আপনার মহিমা সম্বন্ধে বাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সঁে সকলই আমি

আজ আপনার অঙ্গগ্রহে বর্ণনা করিব। ঈশ্বরের করুণাবলে, আমি পূর্ব জন্মে বাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাও এখানে সাধারণের গোচরীভূত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমি যে কার্যেই প্রবৃত্ত হইয়াছি, হে জগদীশ্বর! সর্ব সময়েই আপনি আমার প্রতি করুণা-কণা বর্ষণ করিয়াছেন। ‘লো’ (লৌহই) আমার রক্ষাকর্তা। ঈশ্বরের অঙ্গগ্রহে আমি সবল দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আমি বাহা পরিদর্শন করিয়াছি, সে সকলই আমি ‘গ্রন্থে’ সন্নিবিষ্ট করিব। আমি মানবকে সকল বিষয়ই বুঝাইয়া দিব।

চব্বিশ অবতার হইতে কতকগুলি মর্ম

“কঙ্কী”, (শেষ ভাগ)।—অবশেষে কঙ্কী বিশেষ বলশালী এবং অহঙ্কার, দৃপ্ত হইয়া উঠিল। তাহাতে জগদীশ্বর কুপিত হইয়া, অপর আর একজন প্রাণী সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে প্রবল এবং পরাক্রমশালী মেদী মীরের সৃষ্টি হইল। মেদী মীর, কঙ্কীর ধ্বংস-সাধন করিয়া সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিয়া বসিলেন। সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছায় এবং শক্তিতে সম্পন্ন হইয়া থাকে; তিনিই সর্ব বিষয়ের অধিকারী। এইরূপে চব্বিশ অবতারের অবসান হইল।

“মেদী মীর”।—এইরূপে কঙ্কী ধ্বংসমুখে নিপতিত হইলেন। কিন্তু জগদীশ্বর সর্ব সময়েই অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন; কলিযুগের শেষ ভাগে বা অবসানে সকলই ঈশ্বরে বিলীন হইবে।* যখন মেদী মীরের নিকট পৃথিবী পরাজয় স্বীকার করিল,—মেদী মীর যখন পৃথিবী অধিকার করিয়া বসিলেন, তখন তাঁহার মনে কিছু অভিমানের সঞ্চার হইল। তিনি প্রভুত্ব-ক্ষমতা এবং মহত্বের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিলেন; সকলেই তাঁহার নিকট অবনত মস্তক হইল। তিনি আপনাকে সর্ব শক্তিমান বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন;—তাঁহার মন হইতে ঈশ্বরের স্বভাৱ তিরোহিত হইল। মেদী মীর স্থির করিলেন,—তিনি সর্বভূতে এবং সর্বত্র বিজয়মান রহিয়াছেন। তখন সর্বশক্তিমান জগদীশ্বর সেই নির্বোধকে আক্রমণ করিলেন। জগদীশ্বর অদ্বিতীয়; ঈশ্বর এক, তাঁহার দ্বিতীয় নাই। তিনি সর্বদা সর্বত্র,—জলে, স্থলে, মৃত্তিকাগর্ভে, পাতালে, সকল স্থানেই বিজয়মান। যে ব্যক্তি অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে জানে না, সে অসংখ্যবার এ পৃথিবীতে জন্ম

গ্রহণ করিবে। অবশেষে সর্বশক্তিমান মেদী মীরের সমুদায় শক্তি অপহরণ করিয়া লইয়া,
তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিবেন।

জগদীশ্বর প্রথমে একটি মৃদুগামী কীটাণু সৃষ্টি করেন ;

সেই কীটাণু মেদীর কর্ণে অণুপ্রবিষ্ট হইয়া,

তথায় বাস করিতে থাকে—

মেদী মীরের কর্ণে কীটাণু প্রবিষ্ট হওয়ায়,

মেদী মীর সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিল।



চতুর্থ পত্রিশিষ্ট

কল্পিত বা উপন্যাসোক্ত সজ্ঞাট কেরণের প্রতি নানকের
উপদেশপূর্ণ অথচ তিরস্কার-ব্যঞ্জক পত্র ; এবং
শিখগণকে নির্দ্বারিত পথে পরিচালনার্থ
গোবিন্দ প্রবর্তিত নির্দিষ্ট নিয়মাবলী ।

টাকা।—কেরণকে যে দুইখানি লিপি লিখিত হয়, তাহা নানক লেখেন, ইহাই সাধারণ সংস্কার। প্রথম পত্রের নাম,—“নাসিয়ুত নামে” অর্থাৎ তিরস্কার ব্যঞ্জক এবং উপদেশ পূর্ণ পত্র। দ্বিতীয় পত্রের নাম,—“নানকের উত্তর ; তাহা নানকের মুখনিহত বলিয়াই ব্যক্ত। কেরণ নাম সম্ভবতঃ এশিয়া এবং ইউরোপের প্রাধিক্রমণ “হাকুন এল রসিদ” নামের অপভ্রংশ। নানক সম্বন্ধে উভয় রচনাই কাল্পনিক এবং ইহা শেষ শতাব্দীর মধ্য ভাগে বিরচিত বলিয়া বোধ হয়।

গোবিন্দের দুই খানি পত্রের নাম,—“রেহেত নামে” অর্থাৎ নিয়মাবলীর পত্র এবং “টান্ননামে” অর্থাৎ দণ্ডবিধি সম্পর্কীয় পত্র। সাধারণকে সংপথে পরিচালনের উপযোগী করিয়া ইহা লিখিত। ব্যক্তিবিশেষের প্রেরণের উত্তর প্রদানের জন্য, অথবা কোন প্রব-জিজ্ঞাসাকারীর সংশয় ছেদকরণ মানসে, ইহা লিখিত বলিয়া অনুমিত হয়। গোবিন্দ স্বয়ং যে ইহার রচনা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু তাহাতে গোবিন্দের মতাবলী অথবা শিখ-ধর্মের নীতি-সমূহ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, তদ্বিশয়ে কোন সংশয় নাই।

১। নাসিয়ুত নামে অর্থাৎ ধনসম্পত্তিপূর্ণ চল্লিশটি রাজধানী সহরের প্রতাপাশ্রিত সজ্ঞাট কেরণের প্রতি নানকের পত্র।

মাহুয একাকী আসে, একাকী যায়।

মাহুয যখন চলিয়া যায়, কিছুই তাহার সঙ্গে যায় না ;—

(কিহা তাহার কোন সাক্ষ্য থাকে না।)

হিসাব নিকাশের সময় সে কি উত্তর দিবে ?

যদি শুধন সে কেবল অহুতাপ করে,

তাহাকে খাতি ভোগ করিতে হইবে।

* * * * *

* * * * *

কেরণ ভক্তি দেখাইতেন না ; তিনি কোন ধর্মে বিশ্বাসও করিতেন না ; ঈশ্বরের প্রতি

তাহার প্রজ্ঞা ছিল না ; তিনি কোন ধর্মও মানিতেন না । গ্রাস্যবান হইয়া তিনি শাসন করেন নাই, ইহা পৃথিবী উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিত ।

তিনি শাসনকর্তা নামে অভিহিত হইতেন ; কিন্তু তিনি স্বেশাসন করিতেন না । তিনি কেবল ইঞ্জিন্ন স্বথভোগে রত থাকিতেন ;—তিনি যেন সেই মোহ-ফাঁদে বিভ্রাডিত হইয়াছিলেন ।

তিনি পৃথিবী লুণ্ঠন করিয়াছিলেন ; নরকায়ি তাঁহাকে ব্যথিত করিবে ।

* * * * *

মাহুষের সংস্কার করা উচিত । তাহা হইলে, তাহাকে লজ্জিত হইতে হইবে না ।

অহুতাপ করিও ; কিন্তু অত্যাচার করিও না !

অগ্রথা, কবরের মধ্যেও নরকায়ি তোমাকে দগ্ধ করিবে ।

ভবিষ্যৎকর্তা, পুণ্যাশ্রা, সা এবং থাঁ, কাহারও কোন নিদর্শন

এ পৃথিবীতে বর্তমান থাকে না ;

কারণ মহত্ত্ব মাত্রেই উদ্ভূতীয়মান বিহ্বলের চঞ্চল ছায়ার গ্রাস নশ্বর ।

* * * * *

চল্লিশটি ধনভাগারের অধিপতি হইয়া তুমি মনে মনে কতই অহঙ্কার কর ;—তুমি কেবল ভোগস্বখেই মত্ত ; কিন্তু তুমি তোমার ধর্ম রক্ষা কর না । হে মানব ! ঐ দেখ, কেরণ সম্পূর্ণরূপে বিধবস্ত হইল ।

হে নানক ! ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর,

এবং এক ঈশ্বরকেই আশ্রয় করিয়া থাক ।

২ । মদিনার অধিপতি কেরণের প্রতি নানকের উত্তর ।

প্রথমতঃ নানক মন্ডায় গমন করেন ;

পরে, তিনি মদিনা দর্শন করিতে যান ।

মন্ডা এবং মদিনার অধিপতি কেরণ,

নানকের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া,

নানকের শিষ্য লাভ করেন ।

যখন নানক প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছিলেন,

তখন সেই ভাগ্যবান কেরণ তাঁহাকে বলিলেন,—

“এক্ষণে আপনি এ স্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যোগী ;

কিন্তু আপনি আবার কবে এখানে ফিরিবেন ?”

তাহাতে গুরু উত্তর করিলেন,—

“যখন আমি দশম বার মানব-দেহ গ্রহণ করিব,
তখন আমি গোবিন্দ নামে পরিচিত হইব;
তখন সিংহগণ কেহই মস্তক মুগুন করিবে না;
তাহারা সকলেই ত্রি-মুখ বিশিষ্ট অস্ত্রের “পহাল” গ্রহণ করিবে।
তখন ‘খালসা’ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইবে,
এবং সকলেই ‘গুরুর জয়’!—এই জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিবে।
তখন জাতিভেদ থাকিবে না,—চারি জাতি এক হইবে;
তখন সকলেরই অঙ্গ পাঁচখানি অস্ত্রে সূক্ষ্মিত থাকিবে।
কলিযুগে তাহারা সকলেই নীলবর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করিবে;
তখন দেখিবে,—‘খালসা’ নাম সর্বত্রই বিরাজমান।
আরজ্জবের রাজত্ব কালে,
সেই খালসার অভ্যুত্থানে সকলেই চমকিত হইবে।
তখন যুদ্ধ বাধিয়া উঠিবে,
অনন্তকাল সেই যুদ্ধ চলিবে; তাহার বিরাম হইবে না।
প্রতি বৎসর সেই যুদ্ধ চলিতে থাকিবে।
তখন সকলেরই অস্ত্রে গোবিন্দ নাম বিরাজ করিবে;
অনেকেই মস্তক উত্তোলন করিয়া উঠিবে,—
তখন ‘খালসা’ সাম্রাজ্যের প্রাধান্ত বিস্তৃত হইবে।
প্রথমতঃ, পঞ্জাবে শিখরাজ্যের প্রতিষ্ঠা;
সমগ্র পঞ্জাব শিখদিগের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইবে;
তখন দেখিবে হিন্দুস্থান এবং উত্তর খণ্ডে
খালসার আধিপত্য বিরাজমান।
পরিশেষে অপরূপর দেশও তাহারা অধিকার করিয়া লইবে।
পশ্চিম প্রদেশ তাহাদের নিকট মস্তক অবনত করিবে।
তদপর শিখগণ ধোয়াসানে প্রবেশ করিলে,
কাবুল এবং কান্দাহার তাহাদের পদানত হইবে।
তারপর যখন ইরান* অধীনতা স্বীকার করিবে,

সেই সময়ে আমি পুনরায় মন্ডায় আসিব,
 এবং তখনই লিখগণ যদি না আক্রমণ করিবে।
 তখন আনন্দের আর অবধি থাকিবে না,
 সকলেই “গুরুর জয় হউক” বলিয়া উচ্চধ্বনি করিয়া উঠিবে।
 সর্বত্র ভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণ পদদলিত হইবে ;
 পবিত্র “খালসা” উন্নতির উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিবে।
 পশু, পক্ষী, সরিসৃপ সকলেই (ঈশ্বর সমক্ষে) কম্পিত হইবে।
 জী, পুরুষ সকলেই তখন অধিতীয় ঈশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবে।
 বর্গ, মর্ত, পাভাল,—সকলেই ঈশ্বরের নিয়ম অমুসরণ করিবে।
 গুরু-কৃপা লাভ করিয়া মনুষ্যমাজেই তখন স্থাী হইবে।
 খালসাতেই তখন সমস্ত ধর্ম বর্তমান থাকিবে ;
 তখন পৃথিবীতে আর কোন ধর্মের প্রভাব বর্তমান রহিবে না।
 তখন সর্বত্র সকলেই ‘ওয়া গুরু’ শব্দ উচ্চারণ করিবে,—
 হৃৎখ যন্ত্রণা সকলেই অন্তর্হিত হইবে।
 ঈশ্বরের নিকট হইতে নানক যে সাম্রাজ্য পাইয়াছেন,
 কলিযুগে সেই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে ॥
 তখন আমি স্পন্দহীন অবস্থায় ঈশ্বরের সমক্ষে নিপতিত হইব ;
 হে ঈশ্বর ! তোমার দাস নানক, তোমার বিধান
 কিছুই হৃদয়লয় করিতে সমর্থ নহে।

৩। গুরু গোবিন্দ প্রণীত ‘রেহেত নামে’।

(কোন কোন অংশের সার সংগ্রহ এবং কোন কোন অংশের
 মর্ম এক্ষণে প্রদত্ত হইল।)

দরিয়াই উপাসীর স্তম্ভ লিখিত ; এবং উপচলনগরে : (গোদাবরী তীরবর্তী নামের নামক স্থানে)
 প্রহ্লাদ সিংহের নিকট বিবৃত।

উপচলনগরে উপবেশন করিয়া প্রহ্লাদ সিংহের নিকট গুরু বলিয়া ছিলেন যে,
 নানকের অমুগ্রাহে এই পৃথিবীতে একটি ধর্ম-সম্প্রদায় বা ধর্ম-মত প্রবর্তিত হইয়াছে ;
 ভক্তস্ব এক্ষণে ‘রেহেত’ (বা বিধি-বিধান) প্রণয়নের আবশ্যক।

যে শিখ মন্তকোপরি পাগড়ী (টুপি) পরিধান করে,

সে জলগও পীড়ায় সাত বার মৃত্যুমুখে পতিত হয় ।

আর যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা গলায় দেয়, সে ব্যক্তি

অনন্ত নরকের পথে প্রধাবিত ।

[আহারের সময় উকীষ পরিত্যাগ করা ; মিনা, মাসান্দি ও কুরিমার (শিশু-হস্তারক) দিগের সংসর্গে থাকা ; এবং স্ত্রীলোকের সহিত সতরঞ্চ খেলা ;—সকলই নিষিদ্ধ । শিখদিগকে এ সমুদায় পরিত্যাগ করিতে হইবে ।

গুরু নাম উচ্চারণ না করিয়া, কোন স্তোত্র পাঠ করিবে না ; যে ব্যক্তি গুরু বাক্য অবহেলা করে, এবং বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত শিষ্যের কার্য করিতে পরাভূত হয়, সে নিশ্চয়ই রেচ্ছপদবাচ্য ।

যে শিখ গুরু 'হুকুম নামে' অর্থাৎ পূজোপহার এবং চাঁদা প্রদান সম্বন্ধে গুরু আদেশ অগ্রাহ্য করে, সে নিশ্চয়ই গুরু-কোপানলে পতিত হইবে ।]

প্রথমে গুরু (গ্রন্থ বা পুঁথি) এবং খালসাকেই*

আমি এ পৃথিবীতে স্থান দিয়াছি,

যে তাহা অস্বীকার করে, অথবা তৎপ্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে,

সে অনন্ত নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে ।

[কৃত্রিম জাকরান পুষ্পের (অর্থাৎ 'স্বাই' রঞ্জের) বা গীত ও রক্ত বর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করা নিষিদ্ধ ; মন্তকোপরি কবচ ধারণ করিবে না ; 'জপ' (অর্থাৎ নানকের স্তোত্র, পাঠ না করিয়া প্রাত্তরাণ করা সর্বথা অবিধেয় । প্রাচ্যে স্তোত্র পাঠে অবহেলা, 'রাই রাস' স্তোত্র পাঠ না করিয়া সায়াহ্নে ভোজন, এবং "অকাল পুরিক" (অনন্ত স্বপ্ন বা জগদীশ্বরকে) পরিত্যাগ করিয়া, অস্ত্রাস্ত্র ঈশ্বরের উপাসনা কিংবা প্রস্তর পূজা করা নিষিদ্ধ । শিখ ভিন্ন অপর কাহাকেও প্রণিপাত করা, 'গ্রন্থকে' বিশ্বস্তি-সাগরে নিমজ্জিত রাখা, এবং 'খালসা'কে প্রভাবিত করা,—সকলই পাপের কার্য,—সকলই নিষিদ্ধ ।

নানক, গোবিন্দ, অঙ্গদ এবং উম্মার দাসের বংশধরগণ যে সমুদায় 'হুকুম নামে'

★ প্রধানতঃ এখানে হিন্দুধর্মাবলম্বী সন্ন্যাসীদিগের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে । হয়তো পূর্বে যে সকল মুসলমান 'করোটি' টুপি ব্যবহার করিত, তাহাদের প্রতিও কতকটা লক্ষ্য আছে । এক্ষণে সেই সকল মুসলমান সেই 'করোটির' স্থায় : কোন বৃত্তাকৃতি আবরণের চতুর্দিকে তাহাদের শিরস্ত্রান জড়াইয়া রাখে । এতদ্ব্যতীত টুপির প্রতি শিখ জাতি যে ঘৃণা প্রকাশ করিত, শিখগণের সে ঘৃণার ভাব এক্ষণে আর নাই । অস্ত্রাস্ত্র ভারতবাসীর ন্যায় তাহারও ইংরাজদিগের টুপির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে বলিয়া শিখ জাতির সে পূর্ব ঘৃণা এক্ষণে অন্ধকারে বিলীন হইয়াছে ।

(কর বা পূজোপকরণ প্রদানের আদেশ) প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সে সকলই নানকের আদেশ-বাণী মনে করিয়া পালন করিতে হইবে। যে কেহ তাহা অমান্য করিবে, তাহার ধ্বংস অনিবার্য।

তিনি (নানক) যে সকল বস্তু (অর্থাৎ “গ্রন্থ” এবং ‘খালসা’) এ পৃথিবীতে প্রবর্তিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের সকলের প্রতিই ভক্তি করিতে হইবে ;—সে সকলকেই পূজা করা আবশ্যিক। অভাবনীয় এবং অভূতপূর্ব ঈশ্বরের প্রতি সন্মান প্রদর্শন নিষিদ্ধ। যে শিখ স্বধর্ম পরিত্যাগ করিবে, সে পরজন্মে তাহার সেই অপরাধের জন্য অশেষ শাস্তি প্রাপ্ত হইবে।

যে ব্যক্তি সমাধিস্থান এবং মৃতের (“গোর” এবং “মরি” ; এস্থলে মুসলমান এবং হিন্দুদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে।) উপাসনা করে, অথবা যে ব্যক্তি মন্দির (মসজিদ) বা প্রস্তর (মূর্তি) পূজা করে, সে ব্যক্তি কদাচ শিখ নহে।

শিরদ্বাণ (টুপি) ধারীর উদ্দেশ্য যে শিখ প্রণিপাত করে, অথবা তাহাকে ভক্তি করে, সে অনন্তকাল নরকে বাস করিবে।]

‘খালসা’কেই গুরু বলিয়া মনে কর ; মনে কর,—খালসাই

গুরুর প্রতিকল্প।

যে গুরু দর্শনে অভিলাষী, খালসা শরীরেই সে

গুরুকে দেখিতে পাইবে।

[যোগী বা তুর্কদিগকে বিশ্বাস করিও না। একমাত্র গুরুর রচনাই বা ‘গ্রন্থ’ স্মরণ কর। ষড়দর্শনে (ধর্ম বা বিজ্ঞান প্রণালীতে) আত্ম স্থাপন করা অবিধেয়। গুরু ব্যতীত, সকল দেবতাই মিথ্যা। অবিদ্যার ‘খালসার’ (অকাল) প্রত্যক্ষ অবয়বই (প্রোগাৎ দে) সর্ব-শক্তিমানের প্রতিমূর্তি। খালসাই সর্ব বিষয়ের আধার। অঙ্গুলির অন্তর্গত পতনশীল বালুকা রাশির দ্বায় অপরাপর সকল দেব-দেবীই ক্ষণভঙ্গুর এবং অকিঞ্চিৎকর। ঈশ্বরের আদেশ অনুসারেই শিখদিগের “পাহা” (বা সম্প্রদায়—জাতি) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শিখমাত্রেই গুরু এবং ‘গ্রন্থ’ বিশ্বাস করিবে। একমাত্র ‘গ্রন্থের’ প্রতিই তাহাদের মস্তক অবনত করা কর্তব্য। গুরু-উপাসনা ব্যতীত বা গুরু-স্তোত্র পাঠ করা ভিন্ন, আর সকল উপাসনা বা স্তোত্র পাঠই বৃথা এবং স্বত্বাহীন।

যে ব্যক্তি অপর আর এক ব্যক্তিকে “পহাল” প্রদান করে, সে অনন্ত স্থখের অধিকারী। যে ব্যক্তি গুরুদিগের স্তোত্র এবং ধর্ম গ্রন্থের সাহায্যে উপদেশ প্রদান করে, সেই ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। যে শিখ, পরিত্রাস্ত, ক্লান্ত শিখ-পরিব্রাজকের হস্ত এবং পদ সেবা করে, সেই ব্যক্তিই গুরু গোবিন্দের আদরনীয় ; গোবিন্দ সেই শিখকেই

সমাদর করিবেন। যে শিখ, তাহার স্বজাতীয় অপর আর একজন শিখকে আহাৰ্য প্রদান করে, তাহার উপরই গুরু চির অমুগ্ধ বর্তমান থাকিবে।

১৭৫২ সন্থতের (১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে) এই মাঘ বৃহস্পতিবার কৃষ্ণপক্ষে এই নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হইল। যে ব্যক্তি এই সকল উপদেশ পালন করিবে, সেই ব্যক্তিই গুরু গোবিন্দ সিংহের শিষ্য—শিখপদবাচ্য। গুরুর আজ্ঞাও গুরুর ত্রায় পালনীয়। ঈশ্বরের উপর নির্ভর কর।]

৪। “টান্ধা নামে”,—দণ্ডনীতি বা দণ্ডবিধি ; অথবা শিখদিগের প্রতি কতকগুলি নিষেধাজ্ঞা।

(সার-মর্ম)

তাই নন্দলাল কোন সময়ে গুরুকে প্রায় জিজ্ঞাসা করেন ; সেই প্রশ্নের উত্তরে এই অংশ লিখিত হয়। তাই নন্দলাল, গুরু গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—শিখজাতির পক্ষে কি কি বিধেয়, এবং কি কি পরিতাজ্য ?

নন্দলাল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—শিখ-জাতির পক্ষে কোন কোন কার্য বিধেয় এবং কোন কোন বিষয় পরিতাজ্য। তখন গুরু তাঁহাকে নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করেন,—শিখদিগের এইরূপ কার্য করা উচিত ;—শিখদিগের মন সর্বদা ঈশ্বরে নিমগ্ন থাকিবে ; তাহার দান-ধর্ম্যাচরণ করিবে এবং পবিত্রাত্মা হইবে (নাম, দান, স্নান)। যে ব্যক্তি প্রত্যহ প্রত্যুষে কোন ধর্মাবিকরণ গমন করে না, কিংবা কোন পবিত্রাত্মা ব্যক্তির সাক্ষাৎকার লাভে বিমুগ্ধ হয়, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই পাপী। নিরাশ্রয় অনাথকে যে (অন্তরে) স্থান দান না করে, তাহার পাপ অনন্তকাল স্থায়ী। জগদীশ্বরের অমুগ্ধ ব্যতীত কোন কার্যই সম্পন্ন হয় না। উপাসনাস্তে, কিংবা স্তোত্র পাঠ সমাপন করিয়া, যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে প্রণিগাত করে (অর্থাৎ বিনয়াবনত হয়), সেই ব্যক্তিই পুণ্যাত্মা। ঐকান্তিকতা সহকারে প্রত্যেক আগন্তুককেই সমভাবে (করপ্রসাদ অর্থাৎ দ্বাধ) দান করিতে হইবে। ময়দা, শর্করা এবং নবনীত তুল্যাংশে মিশ্রিত করিয়া সেই প্রসাদ প্রস্তুত করিবে। প্রসাদ-প্রস্তুতকারী প্রথমে অবগাহন পূর্বক স্নান করিয়া, কৃতজ্ঞিক হইবে ; পরে সেই প্রসাদ রন্ধনকালে সর্বদা “ওয়া গুরু” শব্দ উচ্চারণ করিবে। সেই প্রসাদ প্রস্তুত শেষ হইলে, তাহা একটি গোলাকৃতি পাত্রে রাখিতে হইবে।

যে শিখ, তুর্কদিগের মনোমোহন কবচ ডিলকাদি ধারণ করে, অথবা যাহার চরণ দ্বারা লোহ পৃষ্ঠ হয়, সেই শিখ নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইবে। যে ব্যক্তি (হুহি রন্ধের)

রক্ত এবং পীত বর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করিবে ; কিংবা নস্ত্র (নিশ্বর) গ্রহণ করিবে, তাহার নরক যন্ত্রণা ভোগ অবশ্যস্তাবী ।*

যে ব্যক্তি, প্রতিবেশী ভ্রাতৃগণের মাতা কিংবা ভগ্নীর প্রতি ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়, অথবা কারকটাক্ষপাত করে,—যে ব্যক্তি আপন অবস্থানুযায়ী উপযুক্তরূপে কন্যার বিবাহ না দেয়,—যে ব্যক্তি আপনার ভগ্নী বা কন্যার সম্পত্তি আত্মসাৎ করে,—যে ব্যক্তি দরিদ্রকে পীড়ন করে, অথবা তাহার দ্রব্য অপহরণ করিয়া লয়,—এবং যে তুর্ককে সম্মান করে,—সে ব্যক্তি দণ্ডার্থ ।

শিখগণ তাহাদের কেশ বিচ্ছাদ করিবে ; এবং দিনে দুইবার তাহাদের শিরস্ত্রাণ বা উষ্ণীয় খুন্টিয়া রাখিবে, এবং দুই বার পরিধান করিবে । প্রত্যেক শিখেরই দুইবার মূখ প্রক্ষালন করা কর্তব্য ।

সকল প্রকার দ্রব্যেরই দশমাংশ গুরু নামে সমর্পণ করিতে হইবে । দান-ধর্মাচরণ করা আবশ্যিক ।

প্রত্যেক শিখ নীতল জলে স্নান করিবে । ‘জপ’, পাঠ না করিয়া কোন শিখ আহার করিবে না । প্রাতে ‘জপ’, অপরাহ্নে ‘রাই রাস’ এবং বিপ্রাণ বা শয়নের পূর্বে ‘সেহিলা’ পাঠ, শিখদিগের সর্বথা কর্তব্য ।

কোন শিখই প্রতিবাসীর নিন্দা করিবে না ; প্রতিবাসী স্ব-জাতীর সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচার করা, শিখ জাতির পক্ষে পাপজনক । অস্তি সতর্কতার সহিত প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে হইবে ।

তুর্ক জাতির নিকট হইতে শিখগণ কোন মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না ; শিখ জাতির পক্ষে তাহা অবিধেয় ।

যে ব্যক্তি আপনাকে সাধু (বা পবিত্রাত্মা) বলিয়া পরিচয় প্রদান করে সেই শিখ দূতরূপে আপনার অভিব্যক্তি অনুসারে কার্য করিবে,—সেই অভিব্যক্তি অনুযায়ী আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করিতে যত্ববান হইবে ।

যাত্রাকালে, কার্যারম্ভের পূর্বে এবং ভোজনের সময় প্রথমে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিতে হইবে ; ঈশ্বরোপাসনা না করিয়া কিংবা ঈশ্বরকে না ডাকিয়া, কোথাও গমন করিবে না, কোন কার্যারম্ভ করা উচিত নহে, কিংবা ভোজনে প্রবৃত্ত হইবে না ।

★ তামাক ব্যবহার সম্বন্ধে একমাত্র এই নিষেধাজ্ঞাই বিধিবদ্ধ হইয়াছে । শিখদিগের প্রচলিত নীতি অনুসারে অধুনা সর্বপ্রকার তামাক ব্যবহারেই নিষিদ্ধ । পেশোয়ার এবং কাবুলের কতকগুলি আকগান নস্ত্র ব্যবহার করে ; কিন্তু ভারতবাসীর নিকট আজিও সে প্রথা সম্পূর্ণ নূতন । ভারতবাসী আজ পর্যন্তও কোনরূপ নস্ত্র ব্যবহার করিতে শিখে নাই ।

শিখ মাঝেই আপনাপন ধর্মপন্থীর সংসর্গ উপভোগ করিবে। তাহার কখনও পর-
দ্বী-সংসর্গ করিবে না।

যে ব্যক্তি অনাথ দরিদ্রকে কোনরূপ সাহায্য করে না, সে কখনও ঈশ্বরকে দেখিতে
পাইবে না।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরোপাসনা অবহেলা করে, পবিত্রাত্মা ব্যক্তিগণকে সম্মান করে না ; যে
ব্যক্তি দ্যুতক্রোড়ায় আসক্ত হয়, কিংবা গুরুনিন্দা শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি কদাচ শিখপদ-
বাচ্য নহে।

প্রতিদিন যাহা অর্জন বা সঞ্চয় হয়, তাহার নির্দিষ্ট কতকাংশ ঈশ্বরের নামে দত্ত
করিয়া রাখা কর্তব্য। কিন্তু ঐকান্তিকতা সহকারে এবং সত্য ধর্মে নির্ভর করিয়া সকল
কার্যই সম্পন্ন করিতে হইবে।

নিশ্বাসে বা ফুৎকারে অগ্নি নির্বাপিত করা উচিত নহে ; কিংবা যে জলের কতকাংশ
পান করা হইয়াছে, সে জল সেচন দ্বারাও অগ্নি নির্বাপিত করিবে না।

আহারের পূর্বে গুরু নাম উচ্চারণ করিবে। বারবণিতার সংসর্গ সর্বথা পরিত্যজ্য ;
পরদ্বীর সহিত ব্যভিচার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। গুরুত্যাগী হইয়া কখনও অপরের মতামুবর্তী
হইও না। কোন শিখেরই নগ্ন দেহে থাকা উচিত নহে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া কখনও
কোন শিখ অবগাহন করিবে না। উলঙ্গ অবস্থায় খাণ্ড বিতরণ একেবারে নিষিদ্ধ।*
শিখদিগের মস্তক সর্বদা আবৃত থাকিবে।

যাহার মুখ হইতে কখনও অসত্যবাণী নিঃসৃত হয় না,
চমু মুখে দণ্ডায়মান হইয়া যে ব্যক্তি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়,
দান-ধর্মাচরণই যাহার একমাত্র কার্য,
খাঁ জাতিকে বিনাশ করাই যাহার জীবনের একমাত্র ব্রত,
সেই ব্যক্তি প্রকৃত শিখ পদবাচ্য।

যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়,

“কর্ম” † ভঙ্গীভূত করা যাহার কার্য,

* হিন্দু জাতীয় যোগী পুরুষগণ খাণ্ড বিতরণ সময়ে যে নিয়ম অনুসরণ করিয়া থাকেন, এখানে
তৎপ্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

† অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগের আচার-পদ্ধতি বুণা করে।

যে ব্যক্তি কুসংস্কারের বশবর্তী হয় না, *
 কিবা রাজি, কিবা দিন,—সর্ব সময়েই যে জাগ্রত,
 গুরু বাক্যে যে ব্যক্তি আনন্দ উপভোগ করে,
 পরাজিত হইয়াও যে কখনও ভীত বা নিরুৎসাহিত হয় না,
 সেই ব্যক্তিই প্রকৃত শিখপদবাচ্য ।
 স্থাবর, জঙ্গম সকলই একই ঈশ্বরের সৃষ্টি মনে করিয়া,
 কাহারও প্রাণে ব্যথা দিও না ।
 এ আদেশ অগ্রথা করিলে, ঈশ্বর আপনিই অসম্ভব হইবেন ।
 যে ব্যক্তি দরিদ্রকে পালন করে,
 যে পাপ কার্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়,
 ঈশ্বরই যাহার একমাত্র অবলম্বন,
 যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ অর্জনে যত্ববান, †
 সেই ব্যক্তিই খালসার অস্তিত্ব ।
 ঈশ্বরের প্রতি যাহার ঐকান্তিক ভক্তি,
 এ সংসারে যাহার কোনরূপ বন্ধন নাই,
 যুদ্ধ ঘোটক আরোহণ করাই যার প্রকৃতি,
 যুদ্ধই যাহার একমাত্র ব্যবসায়,
 যাহার দেহ সর্বদা অস্ত্র-শস্ত্রে সুশোভিত থাকে,
 তুর্ক নিধন করাই যাহার জীবনের ব্রত,
 ধর্ম প্রচার করাই যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য,
 যে আপনার সর্বস্ব—মস্তক প্রদানেও কুণ্ঠিত হয় না,
 সেই ব্যক্তিই ‘খালসার’ প্রকৃত সম্ভান ।
 ঈশ্বরের নাম সর্বত্র প্রচার করিতে হইবে ;
 কেহই ঈশ্বরকে নিন্দা করিবে না ;
 পর্বত কন্দর, নদী-গর্ভ, ঈশ্বরের নামে প্রতিধ্বনিত হইবে ।

★ আরবী ভাষায় “আরাব” শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সহিত হিন্দী ভাষার “আরান” শব্দের অনেকাংশে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় । ইহার অর্থ,—যে ব্যক্তি কোন সিদ্ধ পুরুষ বা অস্ত্র কাহারও আশ্রিত বসিয়া সেই ভাব প্রকাশ করে । কোন সামন্ত এবং তাঁহার অনুচরগণের পরস্পরের মধ্যে যে বন্ধুত্বের বা অধীনতার ভাব থাকে, সেই অধীনতার বা বন্ধুত্বের ভাব প্রকাশের জন্তও সেই শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

† পারিভাষিক অর্থে,—যে ব্যক্তি কোন রাজ্যে বাস করে ।

বাহারা ঈশ্বরোপসনা করে, তাহারা সকলেই মুক্তিলাভ করিবে ।

হে নন্দলাল ! বাহা বলা হইতেছে, শ্রবণ কর ;

আমি আমার নিজের অমুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিব,

চারি জাতি পরস্পর মিলিয়া এক জাতি হইবে,

সকলকেই “ওয়া গুরু”,—এই স্তোত্র পাঠ করিতে শিখাইবে ।

গোবিন্দের শিষ্য শিখগণ সকলেই অস্বারোহণে ধাবমান হইবে,

তাহাদের হস্তোপরি সর্বদা বাজ পক্ষী থাকিবে,

(অর্থাৎ তাহাদের সন্ধান অব্যর্থ হইবে ।)

তুর্কগণ তাহাদিগকে দেখিয়া পলায়ন করিবে ।

এক একজন শিখ সহস্র সহস্র শত্রুর সম্মুখীন হইবে ;

এইরূপে বাহার মৃত্যু হইবে, সেই ব্যক্তিই অনন্ত স্থানের অধিকারী ।

প্রত্যেক শিখের সিংহদ্বারে সুসজ্জিত হস্তী

এবং বর্ষা হস্তে অস্বারোহী দণ্ডায়মান রহিবে,

তখন সেই সিংহদ্বারের উপরিভাগে স্তম্ভধর

সজ্জীত ধ্বনি হইতে থাকিবে ।

যখন সহস্র সহস্র বাতি একত্র প্রজ্জলিত হইয়া উঠিবে,

পূর্ব ও পশ্চিম খণ্ডে খালসার আধিপত্য বিস্তৃত হইবে ।

তখন ‘খালসা’ একাধিপত্য শাসন দণ্ড পরিচালনা করিবে,

খালসার গতি কেহই রোধ করিতে সমর্থ হইবে না ।

তখন বিরোধীদিগের ধ্বংস অনিবার্য, এবং বাহারা অমুগত

তাহারা অশেষ অমুহভাজন হইবে ।

পঞ্চম পান্নিশিষ্ট ।

শিখদিগের কতকগুলি সম্প্রদায় বা উপাধির তালিকা ।

(এ স্থলে আরও কতকগুলি নাম বা উপাধি সন্নিবিষ্ট রহিল । বস্তুতঃ সেগুলি কোন কোন সম্প্রদায়ের প্রকৃত পার্থক্যব্যঞ্জক না হইলেও, তাহাদের নামোল্লেখ এস্থলে আবশ্যিক ।)

১ম । “উদাসী”,—নানকের পুত্র, ক্রীচান কর্তৃক এই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত । উদাসিগণ প্রকৃত শিখ-পন্থাব্যচ্য নহে বলিয়া, উমার দাস তাহাদিগকে আপনাদের শিষ্য-সম্প্রদায়ভুক্ত করেন নাই ।

২য়। “বেদী”,—নানকের আর এক পুত্র লক্ষ্মীদাস এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া পরিচিত ।

৩য়। “ভিহন”,—গুরু অজদ ‘ভিহন’ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন ।

৪র্থ। “ভালে”,—গুরু উমার দাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ।

৫য়। “সোধি”,—গুরু রামদাসের প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়, ‘সোধি’ নামে পরিচিত ।

টীকা।—‘বেদী’, ‘ভিহন’, ‘ভালে’ এবং ‘সোধি’ সম্প্রদায়ের শিখগণ ক্ষত্রিয়দিগের কতকগুলি শাখা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত । ইহারা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় নহে । কয়েকজন গুরুর স্ববংশজাত বলিয়া, তাহারা এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ।

৬ষ্ঠ। “রামরায়ী”,—যখন ভোগ বাহাদুর গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন যাহারা নানক প্রবর্তিত ধর্মমত পরিত্যাগ করিয়া, রাম রায়ের মত গ্রহণ-করিয়াছিল, তাহারাই এই ‘রামরায়ী’ নামে পরিচিত । হরিদ্বারের সম্মুখে হিমালয়ের পাদদেশে তাহাদের কয়েকটি ধর্মাদিকরণ দৃষ্ট হয় ।

৭ম। “বান্দা পান্ধী”,—অর্থাৎ বান্দা প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ, এই “বান্দা পান্ধী” নামে অভিহিত । গুরু গোবিন্দের মৃত্যুর পর, বান্দা কিছুকাল শিখদিগের নেতৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ।

৮ম। “মাসান্দি”,—সাধারণতঃ ক্ষত্রিয় জাতির একটি শাখা সম্প্রদায়ের নাম,—‘মাসান্দি’ । যাহারা গোবিন্দের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, তাহাদের অনুচরবর্গই বিশেষতঃ এই ‘মাসান্দি’ নামে অভিহিত হয় । কেহ কেহ বলেন, “মাসান্দিগণ” রাম রায়ের শিষ্য ; আবার কাহারও মতে, যাহারা গুরুপুত্রকে অগ্রদারণ করিবার জন্য উত্তেজিত করিয়াছিল, তাহারাই ‘মাসান্দি’ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । কিন্তু সাধারণতঃ এই সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে শুনা যায় যে, মাসান্দিগণ কয়েকজন গুরুর গৃহে পুরুষানুক্রমে পরিচারকের কার্য করিত ; তৎপরে তাহারা অহঙ্কারোন্মত্ত এবং অমিতব্যয়ী হইয়া উঠে ; তথাপি তাহারা আপনাদিগকেই পবিত্র এবং পুণ্যাত্মা বলিয়া মনে করিত ; এবং যে সকল শিখ তাহাদিগকে সম্মান করিত না, মাসান্দিগণ তাহাদিগের প্রতি অসম্মানবহার করিত । পরিশেষে তাহাদের কার্য-কলাপ দেখিয়া, গুরু গোবিন্দ তাহাদিগকে সংশোধনের অযোগ্য মনে করেন ; এবং তাহাদের দুইজন কি তিন জন ব্যতীত আর সকল-কেই গুরুগোবিন্দ তাঁহার শিষ্য শ্রেণী হইতে তাড়াইয়া দেন ।

৯ম। “রাঙ্-গ্রেথহা”,—মেথর জাতীয় এবং অপরাপর নীচ শ্রেণীর কতকগুলি ব্যক্তি ধর্মাস্তর গ্রহণ করিয়া এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । (এই গ্রন্থের পূর্ববর্তী ৭৮ পৃষ্ঠায় ৫৩ টীকা দ্রষ্টব্য ।)

১০ম। “রামদাসী”, অর্থাৎ ‘রাও বা রায় দাসী’,—“চামার” (বা চর্ম বিজ্ঞান-কারী) শ্রেণীর কতকগুলি শিখ, এই “রামদাসী” সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। তাহারা রাও দাস বা রায় দাসের বংশধর বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয়; গ্রন্থ মধ্যে সেই রাও দাসের রচনা স্থান লাভ করিয়াছে।

১১ম। “মারাবি”,—মুসলমান ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া, যাহারা ধর্মাস্তর গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের সম্প্রদায়,—“মারাবি” নামে পরিচিত।

১২ম। “অকালী”—“অকাল” (বা ঈশ্বরের) উপাসক সম্প্রদায়। ধর্মাস্ত্রগণ বা সন্ন্যাসী দিগের মধ্যে এই সম্প্রদায়ই শ্রেষ্ঠতম।

১৩ম। “নিহাঙ্গ”—নয় বা পবিত্র।

১৪ম। “নির্মাল্য”,—নিষ্পাপ। এই “নির্মাল্য” উপাধিধারী ব্যক্তিই সাধারণতঃ অপর ব্যক্তিকে ‘পহাল’ বা দীক্ষা মন্ত্র প্রদান করিয়া থাকে।

১৫ম। “জ্ঞানী”,—পুণ্যাত্মা বা বিদ্বদ্ভাষা। যাহারা সুপণ্ডিত এবং ধার্মিক, সেই সকল শিখদিগের সম্প্রদায়,—এই নামে অভিহিত হয়।

১৬ম। “সুখ সাহী”,—সত্য বা পবিত্র; সুচা নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কর্তৃক এই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত হয়। (অত্র গ্রন্থের পূর্ববর্তী ৬৭ পৃষ্ঠায় ৩১ টীকা দ্রষ্টব্য।)

১৭ম। “সাক্ষিদারী”,—পূর্বোক্ত সম্প্রদায়ের দ্বায় ইহারাত সত্যনিষ্ঠ এবং পবিত্রাত্মা। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার নাম অজ্ঞাত।

১৮ম। “ভাই”—ইহার প্রকৃত অর্থ ভ্রাতা। সত্য এবং ধর্মনিষ্ঠার জন্য ধ্যাত-নামা পবিত্রাত্মা শিখগণের প্রতিই এই ‘ভাই’ উপাধি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা কদাচ কোন সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যবাক্যক উপাধিরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

যে সকল সম্প্রদায় বা সম্প্রদায়সমষ্টি কোন বিশেষ ধর্মাদিকরণের সংশ্লিষ্ট, অথবা যাহারা কোন প্রাধিকৃত শিষ্যের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রচার করে, কিংবা যাহারা গুরুপ্রদত্ত উপাধিযুক্ত কোন ব্যক্তির শিষ্য বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়, সেই সকল সম্প্রদায় বা সম্প্রদায়সমষ্টিকেও এই অংশের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। কতকগুলি ব্যক্তি আপনাদিগকে নানকের অহুচর রামদাসের প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া মনে করে। তাহারা অর্জুনের সময় পর্যন্ত বর্তমান ছিল; তাহাদের উপাধি,—‘দুখা’ বা প্রাচীন। আর কতকগুলি ব্যক্তি “রুবাবী শিখ” নামে পরিচিত; গীতবাক্ত তাহাদের পৈতৃক ব্যবসায়। “রুবাব” নামক বাস্তবস্ত্র বাদক বলিয়া, তাহারা “রুবাবি শিখ” নামে পরিচিত। তাহাদের বিশ্বাস,—নানকের সহচর মরদানা, এই “রুবাবি শিখ”

সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। আর কতকগুলি ব্যক্তি “দিয়ানা” অথবা সরল উম্মাদ নামে পরিচিত। কথিত হয়, গুরুর বিশ্বাসী জটনৈক ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। সেই ব্যক্তি গুরুর কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া অধ্যবসায় সহকারে পূজোপহার সংগ্রহ করিত। এই কার্যে নিযুক্ত থাকা সময়ে, সেই ব্যক্তি আপন উষ্মীষে ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিত। অপর একটি সম্প্রদায়ের নাম,—“মুংসুদি” (অথবা হয়তো মুচ্ছুদি বা কেরাণী কিংবা লেখক সম্প্রদায়)। যাহারা ধর্মের অমুশাসন রূপে নানকের ‘জপ’ গ্রহণ করিয়াছিল, মুসলমান ধর্মাবলম্বী সেই সকল শিষ্যের সম্মিলনে এই সম্প্রদায় সংগঠিত। কথিত হয়, সিদ্ধু নদের পূর্বতীরবর্তী প্রদেশ সমূহে “মুংসুদি”গণের নির্দিষ্ট বাসস্থান বর্তমান রহিয়াছে।

অষ্ট পরিশিষ্ট।

লাহোর গবর্ণমেন্টের সহিত ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের সন্ধি।

(সর্দার রণজিৎ সিং এবং সর্দার কতে সিংহের সহিত অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর, বন্ধুত্বপূর্ণক ও একতামূলক সন্ধি ১।(১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী।)

সর্দার রণজিৎ সিং এবং সর্দার কতে সিং উভয়েই নিম্নলিখিত সন্ধি সর্তে সম্মত হওয়ায়, গবর্ণর-জেনারেল অনারেবল সার সর্জ হিলারো বার্লো, বার্ট, মহোদয় কর্তৃক সম্পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত, রাইট অনারেবল লর্ড লেকের বিশেষ আদেশ মতে, কোম্পানীর পক্ষ হইতে, লেকটেন্যান্ট-কর্ণেল জন ম্যালকম, সর্দার কতে সিং স্বয়ং, এবং রণজিৎ সিংহের পক্ষ হইতে রাজদূত রূপে সর্দার কতে সিং উপস্থিত থাকিয়া, এই সন্ধি স্বাক্ষরিত এবং বিধিবদ্ধ করিলেন;—

১ম সর্ত। সর্দার রণজিৎ সিং এবং সর্দার কতে সিং আলহুওয়ালিয়া উভয়েই এই সর্ত মতে অঙ্গীকার করিতেছেন যে, বাহাতে যশোবন্ত রাও হোলকার তাঁহার সৈন্য সহ শিখ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, অমৃতসর হইতে জিখ কোশ দূরবর্তী কোন স্থানে যাইতে বাধ্য হন, সর্দারদ্বয় উভয়েই তাহার উপায় বিধান করিবেন। অতঃপর হোলকারের সহিত তাঁহাদের কোনই সম্বন্ধ থাকিবে না; সৈন্য দ্বারা কিংবা অন্ত কোন প্রকারে হোলকারকে কোনরূপ সহায়তা করিতে পারিবেন না। সর্দার রণজিৎ সিং এবং সর্দার কতে সিং আলহুওয়ালিয়া এই সর্তে অরেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছেন যে, যশোবন্ত রাও হোলকারের যে সকল সৈন্য নিরাপত্তে দক্ষিণাপথ অভিমুখে তাহাদের স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত

হইবে, মহারাজ কিংবা সর্দার কতে সিং কেহই তাহাদিগকে কোনরূপে বিপর্যস্ত করিবেন না; অধিকন্তু তাহাদের সেই অভিশ্রুত বাহাতে কার্যে পরিণত হয়, তৎসাধনকালে তাঁহারা হোলকারের সৈন্তদিগকে যথাসাধ্য সহায়তা করিবেন।

২য় সর্ত। এই সর্ত মতে নির্ধারিত হইল যে, যদি বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এবং যশোবন্ত রাও হোলকারের মধ্যে পরস্পর সন্ধি ও শান্তি স্থাপিত না হয়, তাহা হইলে, যশোবন্ত রাও হোলকারের সৈন্তদল অমৃতসর হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরবর্তী স্থানে অগ্রসর হইবা মাত্র, বর্তমান শিবির ভঙ্গ করিয়া বৃটিশ পক্ষের সৈন্তদল বিপাশা-নদী তীরে শিবির সন্নিবেশ করিবে। অতঃপর বৃটিশ-গবর্ণমেন্টের সহিত যশোবন্ত রাও হোলকার যদি কোন সন্ধি স্থাপন করেন, তাহা হইলে- সেই সন্ধিক্রমে নির্ধারিত হইবে যে, সেই সন্ধি নিষ্পন্ন হওয়ার অব্যবহিত পরেই, শিখদিগের অধিকৃত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া হোলকার আপন রাজ্যে গমন করিবেন। প্রত্যাগমন কালে হোলকার যদি কোন শিখ-রাজ্য বা রাজ্যাংশের মধ্য দিয়া গমন করেন, তাহা হইলে হোলকার সেই রাজ্য বা রাজ্যাংশের কোনরূপ ক্ষতি করিতে পারিবেন না; কিংবা তৎকর্তৃক সেই রাজ্যের কোন অংশ ধ্বংস হইবে না। বৃটিশ-গবর্ণমেন্ট এই সন্ধি সর্তে আরও অঙ্গীকার করিতেছেন যে, পূর্বোক্ত সামন্তধর, সর্দার রণজিৎ সিং এবং সর্দার কতে সিং, যতদিন বৃটিশ গবর্ণমেন্টের বিপক্ষগণের সহিত কোনরূপ সংগ্রহ না রাখিবেন, কিংবা তাহাদিগকে কোন সাহায্য প্রদান না করিবেন, এবং যতদিন তাঁহারা বৃটিশ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণ না করিবেন, ততদিন বৃটিশ-সৈন্ত কখনও সেই সামন্তধরের রাজ্যে প্রবেশ করিবে না। তাঁহাদের রাজ্য ও ধন-সম্পত্তি আক্রমণ বা অধিকারের সর্বপ্রকার চেষ্টায় বৃটিশ গবর্ণমেন্ট তত দিন বিরত থাকিবেন।

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ,

তারিখ, ১লা জাহুয়ারী।

সপ্তম পক্ষিগণিত

সার ডেভিড অক্টারলোনি প্রচারিত, ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ঘোষণা পত্র ।

জেনারেল সেন্ট লেজারের মোহারাক্তি এবং কর্ণেল সার ডেভিড অক্টারলোনির স্বাক্ষর এবং মোহরযুক্ত ঘোষণা পত্র বা “ইতিলা নামে”; ১২২৩ হিজেরা অব্দের ২৩শে জি হিজেরা বা ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লিখিত ।

মহারাজ রণজিৎ সিংহের অধিকৃত রাজ্যের সীমান্তে বৃটিশ সৈন্য শিবির সন্নিবেশ করায়, এইরূপ অসুস্থতায় জন্ম মহারাজকে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করা আবশ্যিক । এতদুদ্দেশ্যেই এই ঘোষণা পত্র প্রচারিত হইল । এই ঘোষণা প্রচারে মহারাজের সামন্ত-বৃন্দকে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের মনোভাব জানান যাইতেছে যে, মহারাজের সহিত মিত্রতা-বন্ধন দৃঢ় করাই বৃটিশ গবর্ণমেন্টের প্রধান এবং একমাত্র উদ্দেশ্য । যাহাতে মহারাজের অধিকৃত রাজ্যের কোনরূপ অনিশ্চয় না হয়, তদুপায় বিধানও বৃটিশ গবর্ণমেন্টের অন্ততম সংকল্প । যে যে সর্তে উভয় গবর্ণমেন্টের মধ্যে বন্ধুত্ব চিরদিন বর্তমান থাকিবে এবং উভয় গবর্ণমেন্টের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন যে যে সর্তের অধীন, নিম্নে সেই সর্তসমূহ বিবৃত হইল ;—

শতজ্ঞ নদীর পূর্ববর্তীস্থিত থার, থাপুর এবং অন্যান্য স্থানের দুর্গাভ্যন্তরস্থ যে সকল ‘ধানা’ মহারাজের অধীনস্থ ব্যক্তিবৃন্দের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে, অবিলম্বে সেই সকল ধানা সমূলে উৎপাটিত হইবে ; এবং সেই সকল স্থান তাহাদের পূর্বজন স্বত্বাধিকারিগণের হস্তে সমর্পিত হইবে ।

শতজ্ঞ অতিক্রম করিয়া পূর্ব তীরে যদি কোন অধিরোহী এবং পদাতিক সৈন্যদল আসিয়া থাকে, অবিলম্বে সেই সকল সৈন্যদলকে মহারাজের রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিতে আদেশ প্রদান করা হইবে ।

যে সকল সৈন্যদল ফিলোরের অন্তর্গত ষাট আঙুলিয়া শিবির স্থাপন করিয়া আছে, সেই সকল সৈন্য অবিলম্বে তথা হইতে শতজ্ঞের পশ্চিম তীরে গমন করিবে । শতজ্ঞের পূর্বতীরবর্তী যে সকল সামন্ত আপনাপন অধিকৃত ধানা সমূহের নিরাপদের জন্ত বৃটিশ-গবর্ণমেন্টের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, ভবিষ্যতে মহারাজের সৈন্যগণ কখনও সেই সকল সামন্তের অধিকৃত রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না ; কিংবা মহারাজ সেই সকল রাজ্য কখনও আক্রমণ করিতে প্রয়াসী হইবেন না ; যে নিয়ম অল্পসারে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট শতজ্ঞের

পূর্বতরে অল্প কয়েকটি মাত্র “থানা” সংস্থাপিত করিয়াছেন, সেই নিয়ম অনুসারে, থানা হিসাবে, কিলোরের ঘাটে যদি কখনও কোনও সেনানিবাস স্থাপিত হয়, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট তাহাতেও আপত্তি করিবেন।

মি. মের্চফোর্ডের সমক্ষে মহারাজ পুনঃপুনঃ যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, মহারাজ যদি সেইরূপ অনুরাগের সহিত উপরোক্ত সর্ত মত কার্য করিতে চেষ্টা করেন, তবেই উভয় গবর্ণমেন্টের মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। মহারাজ যদি উপরোক্ত সর্ত অনুসারে কার্যাহুষ্ঠানে অসম্মত হন, তাহা হইলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত মিত্রতা বন্ধন, মহারাজ গ্রাহ্য করেন না; অধিকন্তু তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের শত্রুতাচরণে কৃতসংকল্প। এরূপ ক্ষেত্রে বিজয়ী ব্রিটিশ-সৈন্য আত্মরক্ষার সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বনে যত্ববান হইবে।

ইংরাজদিগের মনোভাব ব্যক্ত করাই এই ঘোষণা প্রচারের প্রধান এবং একমাত্র উদ্দেশ্য। অপিচ মহারাজের অভিপ্রায় অবগত হওয়াও ইহার অত্যন্তম সংকল্প। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অবিচলিত বিশ্বাস এই যে, মহারাজ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন,—এই ঘোষণায় উল্লিখিত সমস্ত বিষয়ই প্রকৃতপক্ষে মহারাজের স্ববিধাজনক; ইহাতে মহারাজের প্রচুর মঙ্গল সাধিত হইবে,—মহারাজ তাহাই মনে করিবেন। মহারাজের সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব,—এই ঘোষণা প্রচারে মহারাজের মনে তাহাই দৃঢ়বদ্ধ হইবে। যুদ্ধের উপযোগী সর্বপ্রকার ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সন্ধি ও মিত্রতা বাঞ্ছা করেন, সে কথা মনে করিতেও মহারাজ কুষ্ঠা বোধ করিবেন না;—ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের তাহাই বিশ্বাস।

টীকা—এই ঘোষণা পত্রের একটি অনুবাদ গবর্ণমেন্টের নিকট আছে; কিন্তু তাহার অনেক স্থলে ছন্দ-বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়।

অষ্টম পল্লিশিষ্ট

লাহোরের সহিত ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি।

ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত লাহোর রাজ্যের সন্ধি।

(তারিখ ২৩ এপ্রিল, ১৮০৯)

ইতিপূর্বে লাহোরের রাজার সহিত কয়েকটি বিষয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের মনোমালিন্য জন্মিয়াছিল; সৌভাগ্যক্রমে সেই সকল বিরোধীয় বিষয় নির্বিবাদে মিটিয়া গিয়াছে। এক্ষণে উভয় পক্ষই পরস্পরের মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব এবং শান্তি স্থাপনের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। এই সমস্ত কারণে নিম্নলিখিত সন্ধি সর্ত বিধিবদ্ধ হইল; উভয় পক্ষের

উত্তরাধিকারী এবং স্থলাভিষিক্তগণ এই সন্ধি সর্তে বাধ্য থাকিবেন। মহারাজ রণজিৎ সিং স্বয়ং, এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি মিষ্টার সি, টি, মেটকাফ কর্তৃক এই সন্ধি নিম্পন্ন হইল।

প্রথম সর্ত। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এবং লাহোর গবর্ণমেন্ট পরস্পর চিরবন্ধুত্ব যুজ্জে আবদ্ধ থাকিবে; ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সম্পর্কে লাহোর গবর্ণমেন্ট একটি বিশেষ শ্রেষ্ঠ ক্ষমতাপ্রাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। শতাব্দীর উত্তরার্ধ রাজ্য কিংবা তত্ত্বাত্ত্য প্রজাদিগের সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের কোনই সন্ধি থাকিবে না।

দ্বিতীয় সর্ত। শতাব্দীর পূর্বভীর্বে মহারাজের যে সকল রাজ্য আছে, তাহার আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ নির্বাহের জন্ত তদুপযুক্ত সৈন্য ব্যতীত, মহারাজ সেই সকল রাজ্যে অতিরিক্ত সৈন্য রাখিতে পারিবেন না। মহারাজের সেই সকল রাজ্যের সন্নিকটে, অপরাপর সামন্তের যে রাজ্য আছে, মহারাজ অত্যাচারে সেই রাজ্য আক্রমণ করিবেন না; কিংবা সেই সকল সামন্তও মহারাজের রাজ্যে কখনও অনধিকার প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

তৃতীয় সর্ত। পূর্বোক্তিত সর্ত সমূহের কোনরূপ অগ্রথাচরণ হইলে, সেই সকল সর্তের কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে, কিংবা মিত্রতার কোন নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলে, এই সন্ধি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

চতুর্থ সর্ত। এই সন্ধিতে চারিটি সর্ত রহিল। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল তারিখে এই চারি-সর্ত-সম্বলিত সন্ধি নিম্পন্ন হইল; মিঃ সি, টি, মেটকাফের স্বাক্ষরিত এবং মোহরযুক্ত, পারস্ত এবং ইংরাজী ভাষায় লিখিত, এই সন্ধির প্রতিলিপি লাহোর রাজ্যের হস্তে প্রদান করা হইল। আপন স্বাক্ষর এবং মোহর অঙ্কিত করিয়া, রাজাও সেই সন্ধির একখানি প্রতিলিপি মিঃ মেটকাফকে প্রদান করিলেন। অতঃপর কোম্বিলের অল্পমতি ক্রমে, রাইট অনারেবল গবর্ণর জেনারেলের অল্পমোদিত আর একখানি প্রতিলিপি দুই মাসের মধ্যে মহারাজকে প্রদান করিতে, মিষ্টার সি, টি, মেটকাফ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রহিলেন। লাহোর-রাজ সেই প্রতিলিপি পাইলে, এই সন্ধি দৃঢ় হইয়াছে বলিয়া মনে হইবে। তখন উভয় পক্ষই এই সন্ধি সর্তে বাধ্য থাকিবেন; মহারাজকে এক্ষণে যে প্রতিলিপি প্রদান করা গেল, সেই প্রতিলিপি পাইলে, মহারাজ এই নবল ক্ষেত্রত দিবেন।

নবম পল্লিশিষ্ট

শতাব্দীর পূর্ব তীরবর্তী রাজ্যসমূহকে লাহোরের বিরুদ্ধে
যে আশ্রয় প্রদান করা হয়, তাহার ঘোষণা পত্র ।
(১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ)

শতাব্দীর পূর্ব তীরবর্তী মালোয়া এবং সারহিন্দের সামন্তগণের
বরাবর যে ‘ইতিলা নামা’ প্রেরণ করা হয়, তাহারই
অনুবাদ এখানে প্রদত্ত হইল ।
(১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে ।)

শতাব্দীর পূর্ব তীরবর্তী কতিপয় সামন্তের আবেদন অনুসারে এবং তাঁহাদের
ঐকান্তিক প্রার্থনায়, শতাব্দীর পূর্ব তীরভিমুখে এক দল বৃটিশ সৈন্য প্রেরিত
হইয়াছিল । সেই সামন্তগণকে আপনাপন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে এবং যাহাতে
তাঁহাদের স্বাধীনতা নষ্ট না হয়, সেই উদ্দেশ্যে, বন্ধুত্বের নিয়মানুসারে, বৃটিশ গবর্ণমেন্ট সেই
অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ;—তাহা সত্য । অর্যোদয় অপেক্ষাও ইহা ধ্রুব সত্য এবং গত
কল্যের স্থায়ীত্ব অপেক্ষাও ইহা অধিকতর স্থম্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে । গবর্ণর জেনারেল
এবং তাঁহার কোমিসলের আদেশক্রমে, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল তারিখে মিষ্টার
মেটকাল্ফের প্রতিনিধিত্বে, বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত মহারাজ রণজিৎ সিংহের এক সন্ধি
স্থাপিত হইয়াছে । এক্ষণে আমি, মালোয়া এবং সার হিন্দের সামন্তগণের সন্তোষের
জন্য বৃটিশ গবর্ণমেন্টের অভিপ্রায় এবং মন্তব্য ব্যক্ত করিতেছি ; নিম্নলিখিত সাতটি সর্তে
উহা পরিদৃষ্ট হইবে ।

প্রথম সর্ত । মালোয়া এবং সারহিন্দের সামন্তগণের রাজ্য এক্ষণে ইংরাজদিগের
আশ্রয়ধীন । ভবিষ্যতে মহারাজের প্রভুত্ব-প্রভাব এবং আধিপত্য যাহাতে সেই সকল
দেশে বিস্তৃত হইতে না পারে, পূর্ব সন্ধির সর্ত অনুসারে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট তত্ত্বাবধান
চেষ্টা করিবেন ।

দ্বিতীয় সর্ত । সামন্তগণের যে সকল রাজ্য বৃটিশ গবর্ণমেন্ট রক্ষা করিবেন বলিয়া
স্বীকৃত হইলেন, বৃটিশ-গবর্ণমেন্ট সেই সকল রাজ্য হইতে রাজস্ব স্বরূপ কোন অর্থ গ্রহণ
করিবেন না ।

তৃতীয় সর্ত । ইংরাজদিগের আশ্রয়ধীন হইবার পূর্বে, সামন্তগণ স্ব স্ব রাজ্যে যেরূপ
স্ব উপভোগ করিতেন, এবং যেরূপ প্রভুত্ব-ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন, এক্ষণেও তাঁহারা

সেই সেই স্বত্ব এবং প্রভুত্ব ক্ষমতার সম্পূর্ণ অধিকারী রহিলেন। বৃটিশ গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের সে স্বাধীনতায় কখনও হস্তক্ষেপ করিবেন না।

চতুর্থ সর্ত। সাধারণের মঙ্গলবিধানার্থ যদি কখনও কোন বৃটিশ-সৈন্য পূর্বোক্ত সামন্তগণের রাজ্যের মধ্য দিয়া গমন করে, তাহা হইলে, প্রত্যেক সামন্ত আপনাপন অধিকৃত রাজ্যের মধ্যে সেই সৈন্যদলকে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান করিবেন। যদি সেই সৈন্যদল তাঁহাদের নিকট রসদাদি কিংবা অন্য কোন আবশ্যকীয় দ্রব্য পাইবার প্রার্থনা জানায়, তাহা হইলে, সামন্তগণ সেই সৈন্যদলের অভাব পূরণ করিতে বাধ্য হইবেন। সামন্তগণের মনে রাখা উচিত যে, ইহা তাঁহাদের কর্তব্য এবং তাঁহাদের পক্ষে ইহা অপরিহার্য।

পঞ্চম সর্ত। যদি কোন দিক হইতে কোন শত্রু আসিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্য আক্রমণ করে, তাহা হইলে, বন্ধুত্বের পরিচয় স্বরূপ এবং পরস্পর স্বার্থানীতি অনুসারে, প্রত্যেক সামন্তই আপনাপন সৈন্যসহ বৃটিশ সৈন্যের সহিত যোগদান করিবেন। তাঁহারা যখন শত্রুকে বিভাড়িত করার জন্য অশেষ চেষ্টা করিবেন, তখন তাঁহাদিগকে স্থনিয়ম এবং রীতিমত আত্মগত্যের বশবর্তী হইতে হইবে।

ষষ্ঠ সর্ত। পূর্বদেশীয় স্থানসমূহ হইতে সৈন্যদলের ব্যবহারের জন্য যে সকল ইউরোপীয় পণ্যজাত আনীত হইবে, তাহার কোনরূপ ক্ষতি না করিয়া, বা কোন প্রকার স্তব্ধ না চাহিয়া, সামন্তগণের থানাদার এবং সর্দারগণ অবোধে সেই সকল দ্রব্যজাত ছাড়িয়া দিবেন।

সপ্তম সর্ত। অস্বারোহী সৈন্যদলের ব্যবহারের জন্য সারহিন্দ অথবা অন্য কোন স্থানে যে সকল অশ্ব খরিদ করা হইবে, সেই অশ্ব আনয়নকারিগণের নিকট দিল্লীর রেসিডেন্ট অথবা সারহিন্দের প্রধান কর্মচারীর মোহরাক্ষিত “রাহাদারী” থাকিলে, উপরোক্ত সামন্তগণ, তাঁহাদিগের রাজ্যমধ্যে, সেই সকল ব্যক্তিগণকে কোনরূপে বাধা প্রদান করিতে পারিবেন না, তাহাদিগের প্রতি সর্বপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়নে বিরত থাকিবেন এবং সামন্তগণ তাহাদিগের নিকট হইতে কোনরূপ বাণিজ্য স্তব্ধ আদায় করিতে পারিবেন না।

দশম পত্রিশিষ্ট

শতাব্দের পূর্ব তীরবর্তী রাজ্য সমূহকে পরস্পর পরস্পরের
বিরুদ্ধে সাহায্য প্রদানের ঘোষণা পত্র ।
(১৮১১ খ্রীষ্টাব্দ ।)

শতাব্দের এবং যমুনার মধ্যবর্তী সমতল ভূমির আশ্রিত
সামন্তগণের অবগতি এবং নিশ্চয়তার জন্ত ।
(২২ শে আগষ্ট, ১৮১১ খ্রীঃ ।)

বিগত ৩রা মে তারিখে, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের আদেশ মতে, গত ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে
সাতটি সর্ভযুক্ত একখানি ‘এতালানামা’ প্রচারিত হইয়াছে। তাহাতে উল্লিখিত আছে
যে, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তারিখের সন্ধি সর্ভক্রমে মালোয়া এবং সারহিন্দের
সামন্তগণের সমুদায় রাজ্য, ইংরাজদিগের আশ্রয়ধীনে স্থাপিত হওয়ায়, উপরোক্ত সামন্ত-
গণের রাজ্যের সহিত রাজা রণজিৎ সিংহের কোনই সম্বন্ধ নাই। ‘বকাসিস’ বা ‘নজ-
রাণা’ দাবী করা, ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য নহে ; অপিচ সেই সকল সামন্ত আপনাপন
রাজ্যে পূর্বতন অধিকার-স্বত্ব উপভোগ করিবেন, এবং সেই সকল রাজ্য সামন্তগণের
সম্পূর্ণ শাসনাধীনে থাকিবে। সর্দারদিগের মনে সর্বপ্রকার বিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়াই
উপরোক্ত এতালানামা প্রচারের উদ্দেশ্য ; ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের আরও উদ্দেশ্য,—তাঁহাদের
রাজ্য রক্ষা করা। সেই সকল রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অভিপ্রেত
নহে। সামন্তগণ আপনাদের রাজ্যে, যাহাতে স্বত্বে স্বচ্ছন্দে পূর্বতন স্বত্বাধিকার এবং
প্রভুত্ব-ক্ষমতা বজায় রাখিয়া, শাসনদণ্ড পরিচালিত করিতে সমর্থ হন, তাহাদিগকেও
ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট তখন অল্পপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

একণে কতকগুলি জমিদার এবং অত্র প্রদেশের সামন্তগণের প্রজাপুঞ্জ ব্রিটিশ গবর্ণ-
মেন্টের কর্মচারিগণের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। সেই সকল সামন্ত
উপরোক্ত ‘এতালানামার’ মর্ম অবগত হইয়াও তদনুযায়ী কার্য করেন নাই ; ভবিষ্যতে
যে তাঁহারা তৎপ্রতি কোনরূপ মনোযোগ দিবেন, তাহারও কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না।
দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি অভিযোগের বিষয় এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল ;—(১) ১৮১৭
খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন সামনার দেলওয়ার আলি খাঁ, কতকগুলি জহরত এবং অপরূপ
অস্বাবর সম্পত্তি জোর-জবরদস্তী করিয়া অপহরণ করার অপরাধে, রাজা সাহেব সিংহের

কতকগুলি কর্মচারীর বিরুদ্ধে দিল্লীর রেসিডেন্টের নিকট এক অভিযোগ উপস্থিত করেন। উত্তরে দেলওয়ার আলি খাঁকে জানান হয় যে, সামান্য কাসবা, রাজা সাহেব সিংহের আমীলদারীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া, এসবক্ষে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না; হুতরাং দেলওয়ার আলি খাঁ, রাজা সাহেব সিংহের নিকট যেন এই অভিযোগে উপস্থিত করেন। (২) কতকগুলি সম্পত্তির স্বত্ব-স্বামিত্ব লইয়া সর্দার ছুরত সিংহের সহিত দশোন্দা সিং এবং গুরুমুখ সিংহের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। পরে ১৮১১ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই জুলাই তারিখে গবর্ণর-জেনারেলের এজেন্ট, সার ডেভিড অষ্টারল্যানির নিকট দশোন্দা সিং এবং গুরুমুখ সিং সেই সকল সম্পত্তির অংশের জন্ম সর্দার ছুরত সিংহের নামে এক অভিযোগ উপস্থিত করেন। এই অভিযোগের উত্তরে, আজির পৃষ্ঠে লিখিত হয়—ছুরত সিংহের কোন ভ্রাতাই এই তিন বৎসরের মধ্যে কোন সম্পত্তির জন্ম ছুরত সিংহের নামে অভিযোগ উপস্থিত করেন নাই; অথবা এ পর্যন্ত কোন অংশীদারের নাম পর্যন্ত উল্লেখ হয় নাই। ইতিপূর্বে সর্দারদিগকে যে “এতালানা মা” প্রদান করা হইয়াছে, তাহাতে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক সর্দার শাস্ত্রভাবে অবস্থান করিবেন এবং তাঁহাদের আপনাপন সম্পত্তিতে পূর্বে যে স্বত্বাধিকার ছিল, এখনও তাহাই পুনরপি বিদ্যমান থাকিবে। এই সকল কারণে তাঁহাদের আবেদন পত্র গৃহীত হইবে না। অভিযোগের এই উত্তরে যেন সাধারণকে একটি দৃষ্টান্ত দেখানোর চেষ্টা করা হইয়াছিল; প্রত্যেক জমিদার এবং প্রজাবর্গের প্রাণেও এই আদর্শ অঙ্কিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই আপনাপন সামন্তের নিকট স্ববিচার প্রাপ্তির আশা করিবে; কখনও কিয়ৎপরিমাণেও সে অধীনতা ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিবে না। এক্ষণে শতদ্রু নদীর পূর্বতীরবর্তী অগ্রাগ্র সর্দার এবং রাজস্ববর্গের কর্তব্য এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের পরস্পরের প্রজাবর্গকে এই বিষয় বুঝাইয়া দিয়া, তাহাদের বিশ্বাসভাজন হইবেন। তাঁহাদের প্রজাবর্গ যেন বুঝিতে পারে যে, বৃটিশ গবর্ণমেন্টের কর্মচারীর নিকট অভিযোগ উপস্থিত করায় কোন ফল নাই; পরস্পরের সর্দারগণই স্ববিচারের কর্তা; সর্দারগণের অধীন ইচ্ছা এবং অভিপ্রায় অনুসারে প্রজাগণ সকলই যেন সমভাবে তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করে।

প্রথম ঘোষণাপত্র অনুসারে, অত্র প্রদেশস্থ সর্দারগণের অধিকৃত রাজ্যের সহিত কোন-রূপে সংশ্লিষ্ট রাধিতে, কিংবা তাঁহাদের অধিকার-স্বত্বে হস্তক্ষেপ করিতে, বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করেন না। বৃটিশ গবর্ণমেন্টের অভিপ্রায় নহে যে, তাঁহারা সর্দারগণের প্রতি-কূলতাচরণ করেন। একমাত্র তাঁহাদের অবস্থার উন্নতি বিধান করে, এই ঘোষণাপত্র প্রচারে সর্বসাধারণকে জানান হাইতেছে যে, রাজা রণজিৎ সিংহের শেষ আক্রমণের সময়

হইতে কতকগুলি সর্দার অপরাপর সর্দারগণের রাজ্য অগ্রায়শ্বৰ্ভক অধিকার করায়, সেই অগ্রায়শ্বৰ্ভগণের কলে, সর্দারগণ আপনাপন অধিকার-স্বৰ্ব্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন ; সেই সকল রাজ্য উক্ত সর্দারগণকে পুনঃ প্রত্যাপনের জন্য বৃটিশ সৈন্য প্রেরিত না হওয়া পর্যন্ত, অপরাধী সর্দারগণ রাজ্যগুলি গ্রায্য অধিকারীদিগকে ফিরাইয়া দিতে অথবা বিলম্ব করিয়াছেন ; টেরার রানী, চোগিয়ানের শিখগণ, কারোলির এবং চেলাউদীর তালুকসমূহ এবং চিবা পল্লী তাহাতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। স্বল্পকাল মাত্র তত্ত্বৎপ্রদেশের রাজস্ব উপভোগের প্রলোভনই এই বিলম্বের এবং উপেক্ষার একমাত্র কারণ। তাহাতে সেই সকল স্থানের প্রকৃত স্বত্বাধিকারিগণের যে অশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অপ্রতিশোধনীয় ;—এই সকল হেতুবাদে বৃটিশ গবৰ্ণমেণ্টের অস্থমতি ক্রমে, এক্ষণে এই ঘোষণা পত্র প্রচারে সৰ্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, যদি কোন সর্দার বা অপর যে কোন ব্যক্তি অগ্রায়শ্বৰ্ভক অপর কাহারও রাজ্য বা সম্পত্তি অপহরণ বা অধিকার করিয়া থাকেন কিংবা অথ কোন উপায়ে যদি গ্রায্য অধিকারীকে কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, কোন অভিযোগ আনয়নের পূর্বেই, সর্দারগণ সেই রাজ্য বা সম্পত্তি তাহাদের গ্রায্য অধিকারিগণকে প্রত্যাপণ করিবেন ; তাঁহারা কোন মতে সেই সকল রাজ্য বা সম্পত্তি প্রত্যাপণ করিতে দ্বিধামত করিবেন না। এই ঘোষণা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যদি তদনুযায়ী কার্য সমাহিত না হয়,—যদি সর্দারগণের শৈথিল্য হেতু ইংরাজ কর্তৃপক্ষ সৈন্য প্রেরণ করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলে, গ্রায্য অধিকারীর উচ্ছেদের তারিখ হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত, সেই সকল সম্পত্তির বা রাজ্যের রাজস্ব, অপরাধী পক্ষগণের নিকট হইতে দাবী করা হইবে ; সৈন্য প্রেরিত হইলে, তাহাদের যাত্রাকালে যদি তত্ত্বৎপ্রদেশের অধিবাসিগণের কোনরূপ ক্ষতি হয়, সে ক্ষতিও সর্দারগণ নিরাপত্তে পূরণ করিতে বাধ্য হইবেন। এই সকল আদেশ অগ্রথা করিলে অপরাধিগণের অবস্থা এবং কুক্রিয়া অস্থসারে, ব্রিটিশ গবৰ্ণমেণ্টের বিচারে, সর্দারগণ যে দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, তাহাও তাঁহাদিগকে বিনা আগন্তিতে গ্রহণ করিতে হইবে।

একাদশ পল্লিশিষ্ট
সিঙ্গুনদে বাণিজ্যপোত পরিচালনার্থ
১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি ।

সিঙ্গুনদ এবং শতদ্রু নদীতে বাণিজ্যপোত পরিচালনার্থ, পঞ্জাবের শাসনকর্তা, মান-নীয় মহারাজ রণজিৎ সিংহের সহিত অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে সন্ধি হয়, সেই নিয়ম-পত্রের সত' ।

(১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে ডিসেম্বরের লিখিত প্রথম পাণ্ডুলিপি ।)

ঈশ্বরের অমুগ্রহে এক্ষণে মাননীয় মহারাজ রণজিৎ সিংহের সহিত অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অকপট ও স্থায়ী মিত্রতা এবং চিরবন্ধুত্ব-বন্ধন বিद्यমান । মিঃ, টি, সি, মেটকাফ, বার্ট, মহারাজের সহিত পূর্বে যে সন্ধি নিষ্পন্ন করিয়াছেন, এই মিত্রতা এবং বন্ধুত্ব-বন্ধন তাহারই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । বৃটিশ ইণ্ডিয়ার গবর্নর জেনারেল, রাইট অনারেবল লর্ড, ডব্লিউ, জি, বোর্নটন, জি, সি, বি, এবং জি, সি, এইচ মহোদয়ও রূপারের সম্মিলনে, অকপট বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ একখানি লিখিত জামিনপত্র প্রদানে, সেই সন্ধি এবং মিত্রতা-বন্ধন আরও দৃঢ়বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন । সেই অকপট মিত্রতা এবং চিরবন্ধুত্ব-বন্ধনের বিষয় মধ্যাহ্ন সূর্যের ত্রায় এ জগতে বিद्यমান ; পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীই স্পষ্টরূপে তদ্বিষয় অবগত আছে ; সেই মিত্রতা ও চিরবন্ধুত্ব বন্ধন চিরকাল অটুট থাকিবে ; এমন কি পুরুষামুজ্জ্বল সেই বন্ধুত্ব-বন্ধন দিন দিন দৃঢ়তর ভাব ধারণ করিবে ;—দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত এই সকল বন্ধুত্ব-বন্ধনের স্থায়িত্ব বলে, বাণিজ্য-ব্যবসায় সাধারণের হিত-সাধনকল্পে সিঙ্গুনদ (পঞ্চনদের সঙ্কম স্থলের দক্ষিণ দিকে) এবং শতদ্রু নদীতে বাণিজ্য-পোত পরিচালনার জগ্ৰ উভয় গবর্নমেন্টের (লাহোর এবং বৃটিশ গবর্নমেন্টের) অভিশ্রম অমুসারে, অনারেবল গবর্নর-জেনারেল, লুইসিয়ানার পোলিটিক্যাল এজেন্ট, কাশ্মের সি, এম, ওয়েডকে তদুদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন ; সম্ভ্রতি কাশ্মের ওয়েডের স্বকোশলে সিঙ্গুনদে বাণিজ্য পোত পরিচালনার ব্যৱস্থা-বন্দোবস্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে । কর্মচারী নির্বাচন সম্পর্কে, বাণিজ্য-শুল্ক আদায়ের জগ্ৰ এবং অভীক্ষিত জলপথে বাণিজ্য-ব্যবসায় রক্ষা-কল্পে, যে সকল নিয়ম-প্রণালী বিধিবদ্ধ হইয়াছে, যে যে সত' বাণিজ্যপোত পরিচালনা নিয়ন্ত্রাধীন হইল এবং যে যে নিয়মামুসারে উভয় রাজ্যের কর্মচারিগণ আপনাপন কত'ব্য পালনে নিযুক্ত হইবেন, সেই সকল সত' এবং নিয়ম-প্রণালী নিম্নলিখিত মতে নির্দ্ধারিত হইল ;—

১ম সত' । শতদ্রু নদীর পশ্চিম তীর সম্বন্ধে অত্র সন্ধির সমস্ত বন্দোবস্তে এবং

সমুদায় সত্তে এবং পূর্বোন্নিখিত সন্ধিপত্রের অন্তর্গত সমুদায় সত্ত-ব্যবস্থায় উভয় পক্ষ বাধ্য থাকিবেন। যাহাতে উভয় গবর্ণমেন্টের মধ্যে বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে, উভয় গবর্ণ-মেন্টই তদন্তব্যায়ী কার্য করিবেন,—তাঁহাদের শাসন-প্রণালীর তাহাই একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে। সেই সন্ধির সত্ত অমুসারে, শতদ্রু নদীর পশ্চিমতীরস্থিত মহারাজের রাজ্যের সহিত অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোনই সম্বন্ধ-সংশ্রব থাকিবে না।

২য় সত্ত। এই বাণিজ্য-পোত পরিচালনার পথ সংক্রান্ত যে নির্দিষ্ট শুদ্ধ বা মাস্তলের তালিকা প্রস্তুত হইবে, সেই মূল্য-তালিকা একমাত্র সেই পথের পণ্যদ্রব্য সম্বন্ধেই নিয়োজিত হইবে; নদীর এক পার হইতে অপর পারে পণ্যদ্রব্য চলাচলের জন্য যে নির্দিষ্ট শুদ্ধ নির্ধারিত আছে, তৎসঙ্গে এই মূল্য-তালিকার কোনই সম্পর্ক থাকিবে না; সেই সমস্ত শুদ্ধ আদায় পক্ষে ইহাতে কোনই বাধা জন্মাইবে না; অথবা যে সকল স্থান হইতে পণ্যদ্রব্যের শুদ্ধ সংগৃহীত হইয়া থাকে তাহার সহিত বর্তমান শুদ্ধ-তালিকার কোন সম্পর্ক রহিবে না। সেই সকল বিধি-ব্যবস্থা পূর্বমত অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

৩য় সত্ত। এই পথে যে সকল বাণিজ্য-ব্যবসায়ী সচরাচর গত্যাত্য করিবে, মহা-রাজের গবর্ণমেন্টের সীমানা মধ্যে থাকা সময়ে প্রচলিত রীতি অমুসারে তাহাদিগকে মহারাজের প্রভুত্ব-ক্ষমতার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে; শিখদিগের সামাজিক কিংবা ধর্মসম্পর্কীয় বিধিব্যবস্থার প্রতি তাহারা কোন মতে অসম্মান প্রকাশ করিতে পারিবে না; কিংবা তাহাদের দ্বারা শিখজাতির অপ্রীতিকর কোন কার্য অমু-ষ্টিত হইবে না।

৪র্থ সত্ত। যে কেহ উপরোক্ত বাণিজ্য পথে গমনাগমন করিতে ইচ্ছা করিবে, তাহাকে উভয় রাজ্যের এজেন্ট বা প্রতিনিধির নিকট আপনার অভিপ্রায় পূর্বে জানানাইতে হইবে; অন্তঃপর যে রীতি-প্রণালী বা “কারম” বিধিবদ্ধ হইবে, তদমুসারে সেই ব্যক্তিকে উক্ত পথে যাতায়াতের ‘দস্তক’ বা পাশ-পত্রের জন্য পূর্বে তাহাকে আবেদন করিতে হইবে; সেই “দস্তক” বা পাশ-পত্র পাইলে, সেই ব্যক্তি উপরোক্ত পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। শতদ্রু নদীর পশ্চিম তীরের কোন স্থান কিংবা অমৃতসর হইতে, যদি কোন ব্যবসায়ী সেই পথে গত্যাত্য করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে, হারিকি কিংবা অন্ত কোন নির্দিষ্ট স্থানে নিয়োজিত মহারাজের এজেন্ট বা প্রতিনিধির নিকট আপন উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া, সেই প্রতিনিধির মধ্যবর্তিতায় প্রথমে সেই ব্যবসায়ীকে ‘দস্তক’ বা পাশ-পত্র লইতে হইবে। বৈদেশিক, হিন্দুস্থানী, আশ্রিত রাজ্য এবং অন্যান্য স্থানের শিখ-গণ সকলেই এ পর্যন্ত মহারাজের কর্মচারিগণের নিকট ‘দস্তক’ বা পাশ-পত্র না লইয়া শতদ্রু নদী অতিক্রম করিয়া থাকেন। এক্ষণে আশা করা যায়, এখন হইতে সেই সকল

ব্যক্তি এই সর্তের নিয়মে বাধ্য হইবেন ; এবং রীতিমত দস্তক বা পাশ-পত্র ব্যক্তিরকে শতক্র নদী অতিক্রম করিবেন না ।

৫ম সর্ত । কোন্ পণ্য দ্রব্যের উপর কি হারে শুদ্ধ ধার্য করা আবশ্যক, তৎসংক্রান্ত একখানি শুদ্ধ বা মাণ্ডলের তালিকা প্রস্তুত করা হইবে ; তাহাতে বিভিন্ন প্রকারের পণ্য-দ্রব্যের নির্দিষ্ট শুদ্ধ-হার নির্ধারিত থাকিবে । তৎপরে উভয় গবর্ণমেন্ট সেই তালিকা অল্পমোদন করিলে, তাহাই আদর্শরূপে পরিগণিত হইবে । বাণিজ্য-শুদ্ধ-তত্ত্বাবধায়কগণ এবং সংগ্রহকারী সকলেই সেই নিয়মে কার্য করিবেন ; তদনুসারেই তাঁহারা পরিচালিত হইবেন ।

৬ষ্ঠ সর্ত । এক্ষণে বাণিজ্য-ব্যবসায়ীদিগকে এই নূতন বাণিজ্য-পথ অবলম্বনের জন্ত আহ্বান করা যাইতেছে ; তাঁহারা অকপট বিশ্বাসে নিঃসন্দেহে এই বাণিজ্য-পথে গমন-গমন করিতে পারিবেন । কেহই তাঁহাদিগকে বিপন্ন করিবে না, কিম্বা অনর্থক তাঁহাদের গতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে না । তবে নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে প্রতিষ্ঠিত স্টেশনে বা শুদ্ধ-সংগ্রহের কার্যস্থানে, বাণিজ্য-শুদ্ধ আদায়ের জন্ত অযথারূপে নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত কাল পর্যন্ত আবদ্ধ না থাকেন, তৎপক্ষে সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বিত হইবে ।

৭ম সর্ত । বাণিজ্য-শুদ্ধ সংগ্রহের জন্ত এবং পণ্যদ্রব্য যথানিয়মে পরীক্ষার্থ যে সকল কর্মচারী কার্যভার গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগকে শতক্রর পশ্চিমতীরবর্তী মিথেন-কোটে এবং হারিকিতে থাকিতে হইবে ; উপরোক্ত দুইটি স্থান ব্যতীত অপর কোন স্থানে, নদী-গর্ভস্থিত বাণিজ্য-পোতগুলি আবদ্ধ হইবে না, কিম্বা তাহাদের পণ্যদ্রব্য পরীক্ষিত হইতে পারিবে না । মাল বোঝাই কিংবা মাল খালাসের জন্ত যদি পোতবাহী বা পণ্যজাভের রক্ষণাবেক্ষণে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ, স্বেচ্ছাক্রমে কোন স্থানে পোতের গতিরোধ করেন, তাহা হইলে অত্র সন্ধি-পত্রের দ্বিতীয় সর্ত অনুসারে পণ্যদ্রব্য নামাইবার পূর্বে স্থানীয় পণ্যশুদ্ধের হারে মহারাজের গবর্ণমেন্টকে শুদ্ধ প্রদান করিতে হইবে । মিথেনকোটে কোটে যে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বা তত্ত্বাবধায়ক থাকিবেন, তিনি পণ্য-দ্রব্যসমূহ পরীক্ষা করিয়া তাহার উপর শুদ্ধ ধার্য করিবেন ; দস্তক বা পাশ-পত্রও তাঁহাকেই প্রদান করিতে হইবে । সেই পাশ-পত্রে পণ্যদ্রব্য এবং তাহার উপর ধার্য শুদ্ধের সমস্ত বিবরণ সন্নিবদ্ধ থাকিবে । সেই বাণিজ্যপোত হারিকিতে পৌঁছিলে, তত্রতা সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বা তত্ত্বাবধায়ক, পণ্য-দ্রব্যের সহিত সেই দস্তক বা পাশ-পত্র মিলাইয়া দেখিবেন ; তথায় কোন অতিরিক্ত পণ্য দৃষ্ট হইলে, তিনিই সেই অতিরিক্ত পণ্যের জন্ত নির্দিষ্ট হারে অতিরিক্ত শুদ্ধ আদায় করিবেন ; অবশিষ্ট পণ্যের শুদ্ধ পূর্বেই মিথেনকোটে সংগৃহীত হওয়ায়, সে গুলি বিনা

মান্ডলে বাইতে পারিবে। হারিকী হইতে জলপথে সিদ্ধমেশ অভিমুখে যে সকল পণ্য-জাত প্রেরিত হইবে, সেই সকল পণ্যজাত সম্পর্কেও এই নিয়ম প্রযুক্ত হইবে; মহারাজের অধিকৃত রাজ্যে, অথবা তাঁহার মিত্র-রাজ্যসমূহে, শতদ্রু নদীর পশ্চিম তীরবর্তী স্থানে, মহারাজ বাণিজ্য সঙ্কেত যে অংশ পাইবেন, নির্দিষ্ট স্থান হইতে মহারাজের কর্মচারিগণ সেই বাণিজ্য-সঙ্কেত সংগ্রহ করিবেন। যে সকল বাণিজ্য-ব্যবসায়ী সম্ভবতঃ এই বাণিজ্য-পথ অনুসরণ করিবে, মহারাজের কর্মচারিগণ তাহাদের নিরাপদ এবং রক্ষার জন্ত সাধা-মত সমুদায় উপায় বিধানে যত্নবান হইবেন; শতদ্রু নদীর উভয় তীরস্থিত যে কোন স্থানে যদি কোন পণ্য-ব্যবসায়ী রাজি-যাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, উভয় গবর্নমেন্টের মধ্যে স্থাপিত বন্ধুত্ব-বাজক সন্ধি-সর্ত্ত অনুসারে, সেই ব্যবসায়ী, থানাদার বা তত্রত্য স্থানের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে পূর্ব হইতেই আপনার অভিপ্রায় জানাইতে বাধ্য থাকিবেন; ব্যবসায়ীগণ আপনাপন 'দস্তক' বা হকুমনামা দেখাইয়া সেই থানাদার বা ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিবেন। এইরূপ সতর্কতা সত্ত্বেও, যদি কখনও কোন সময়ে কোন সওদাগর কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হন, তাহা হইলে তৎপক্ষে বিশেষ অনুসন্ধান করা হইবে; এবং অপরাধী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে তাহার ক্ষতি পূরণের জন্ত সর্বপ্রকার উপায়ানুষ্ঠান অবলম্বিত হইতে পারিবে। পূর্ব বন্ধুত্বের নিয়মানুসারে, রাইট অনারেবল গবর্নর জেনারেল পূর্বোক্ত নদ-নদীসমূহে বাণিজ্যপোত পরিচালনার্থ বর্ত্তমান সন্ধির সর্ত্ত অনুমোদন করায়, তাহার আদেশ অনুসারে এই সন্ধি-সর্ত্ত মতে অধুনা কার্য চলিতে থাকিবে।

লাহোর,

২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৩২

স্বাক্ষর এবং মোহর

শীর্ষস্থানে রহিল।

দ্বাদশ পদ্বিশিষ্ট

সিঙ্গুনদে বাগিজ্য-পোত পরিচালনার্থ ১৮৩৪

খ্রীষ্টাব্দের অতিরিক্ত সন্ধি।

সিঙ্গুনদে বাগিজ্য-শুল্ক স্থাপনার্থ মহারাজ রণজিৎ সিংহের

সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অতিরিক্ত সন্ধি।

(১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে নবেম্বর।)

পূর্ব পূর্ব সন্ধি-সর্ত অমুসারে হিজ হাইনেস মহারাজ রণজিৎ সিংহের সহিত অনা-
রেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছে, এবং মিত্রতা-মূলক কার্য-পরম্পরায়
তাহা দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে লাহোরে যে
সন্ধি হইয়াছিল, তাহার ৫ম সর্ত অমুসারে তৎকালে নির্ধারিত হয় যে, উভয় গবর্ণমেন্টে
পরম্পর একমত হইয়া, সিঙ্গুনদ এবং শতদ্রু নদীর উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে যে সকল
বাগিজ্য-পোত গমনাগমন করে, সেই সকল বাগিজ্য-পোতের পণ্যদ্রব্যের উপর নির্দিষ্ট
হারে নিয়মিতরূপে কর সংস্থাপন করিবেন। এক্ষণে সেই গবর্ণমেন্টেই এই সিদ্ধান্তে
উপনীত হইয়াছেন যে, বাগিজ্য-ব্যাপারে এবং এইরূপ ব্যবস্থা-বন্দোবস্তে ভারতীয় জন-
সাধারণ সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। মূল্য এবং পরিমাণ অমুসারে পণ্য-দ্রব্যের উপর শুল্ক নির্ধা-
রণের যে নিয়ম তৎকালে প্রবর্তিত হইয়াছিল, সেই নিয়মে অধুনা কার্য নির্বাহিত হইতে
থাকিলে, জনসাধারণের সেই অনভিজ্ঞতা হেতু উভয় পক্ষের মধ্যে পরম্পর মনোমালিন্য
জন্মবার সম্ভাবনাই অধিক ; তাহাতে অনেক স্থলে বিস্তর ক্ষতিপূরণ করারও আবশ্যক
হইয়া উঠিবে ; এই সমস্ত বিষয় পরিণামের প্রতিকারার্থ, লাহোর গবর্ণমেন্ট এবং ব্রিটিশ-
গবর্ণমেন্ট উভয়েই পূর্ব নিয়মের পরিবর্তে এক “টোল” বা নির্দিষ্ট পরিমাণে শুল্ক স্থাপনের
অভিপ্রায় করিয়াছেন ; বাগিজ্য তরগীতে যে কোন প্রকারের পণ্যই বোঝাই থাকুক না
কেন, সেই কর সর্ব প্রকার বাগিজ্য-তরগী হইতেই সংগৃহীত হইবে। সুতরাং পূর্ব সন্ধি-
পত্রের অতিরিক্ত সন্ধিমতে প্রত্যেক গবর্ণমেন্টই অঙ্গীকার করিতেছেন যে, এই সন্ধি
অমুসারে নির্দিষ্ট হারে সেই নির্দিষ্ট ‘টোল’ বা বাগিজ্য-শুল্ক নির্ধারিত হইবে ; পরস্পরের
সম্মতি ব্যতিরেকে কোন গবর্ণমেন্টেই তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে বা কমাইতে
পারিবেন না।

প্রথম সর্ত। সিঙ্গুনদ এবং শতদ্রু নদীর উপর দিয়া, সমুদ্র এবং রোপারের মধ্যে
পণ্যজাত বোঝাই যে সকল পোত বা নৌকা গমনাগমন করিবে, তাহাদের আকার কিংবা

বোঝাই মালের পরিমাণ বা মূল্যের কোনরূপ উল্লেখ না করিয়া, সেই সকল পোত এবং নৌকার উপর ৫৭০ টাকা “টোল” বা বাণিজ্য-শুল্ক নির্ধারিত হইবে। শতক্রুর উভয় তীরে ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণমেন্টের যে সকল স্বতন্ত্র রাজ্য আছে, সেই সকল রাজ্যের পরিমাণ অল্পসারে, উপরোক্ত শুল্ক তাঁহাদিগকে নিজ নিজ অংশমত বিভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

দ্বিতীয় সর্ত। শতক্রুর উভয় তীরে লাহোর মহারাজের যে সকল রাজ্য আছে, সেই রাজ্যের স্বাধিকার অমুয্যারী উপরোক্ত শুল্কের যে অংশ মহারাজ পাইবেন, তাহা নিম্নলিখিত তালিকামতে নির্ধারিত হইল। সমুদ্র হইতে রোপার অভিমুখে, মিথেনকোটের বিপরীত দিকে, যে সকল বাণিজ্যপোত আসিবে, তাহাদের উপর নির্ধারিত শুল্কের কতকাংশ মহারাজ পাইবেন ; এবং রোপার হইতে সমুদ্রাভিমুখে যে সকল পোত গমন করিবে, হারিকী পেটেনের সন্নিকটে সেই সকল পোতের উপর মহারাজ সেই কর ধার্য করিতে পারিবেন ; অথ কোন স্থান হইতে মহারাজ শুল্ক গ্রহণ করিতে পারিবেন না ;—

শতক্রু এবং সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে সিন্ধুনদ এবং শতক্রু নদীর পূর্ব তীরে মহারাজের যে সকল রাজ্য আছে, তাহার মহারাজের যে রাজ্য আছে, সেই সকল অধিকার স্বত্বে মহারাজ, একশত পঞ্চান্ন রাজ্যের অধিকার স্বত্ব হেতু মহারাজের টাকা চারি আনা পাইবেন। বাণিজ্য-শুল্কের অংশ,—সাতষষ্টি টাকা পনের আনা নয় পাই মাত্র।

তৃতীয় সর্ত। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বাণিজ্য-শুল্ক আদায়ের সুবিধার জন্ত বাণিজ্য-সংক্রান্ত কোন বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে, তদ্বিষয়ে সত্বর ও সন্তোষজনক মীমাংসার অভিপ্রায়ে এবং নূতন পথে বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্ত, মিথেনকোটের পরপারে একজন বৃটিশ কর্মচারী অবস্থিতি করিবেন ; এবং হারিকীপেটেনের পরপারে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে, একজন দেশীয় এজেন্ট বা প্রতিনিধি নিযুক্ত হইবেন। লুধিয়ানার বৃটিশ এজেন্টের আজ্ঞামুসারে তাঁহাদিগকে কার্য নির্বাহ করিতে হইবে। অত্যাগত রাজ্যের পক্ষ হইতে বাণিজ্যপোত পরিচালনা-সংক্রান্ত কার্যাবলী পর্যবেক্ষণের জন্ত যে সকল এজেন্ট নিযুক্ত হইবেন, তর্ধ্যাং ভাওয়ালপুর, সিন্ধুপ্রদেশ এবং লাহোর প্রদেশের এজেন্টগণ, পূর্বোক্ত কর্মচারিগণের সহিত একযোগে কার্য করিবেন।

চতুর্থ সর্ত। বণিকগণ সময়ে সময়ে তাহাদের পণ্যদ্রব্য লুপ্তিত হইয়াছে বলিয়া মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করে ; অথচ সেই সকল দ্রব্য কখনও তাহাদের চালানী মালের অন্তর্গত ছিল না। তাহাদের সেই প্রত্যারণা নিবারণ করিবার জন্ত, এক্ষণে এইরূপ ব্যবস্থা হইল যে, তাহারা যে সকল চালানী মাল লইয়া বাইবে, ‘দস্তক’ বা পাশপত্র (Pass port) লইবার সময় তাহাদের চালানী মালের মধ্যে যে যে জিনিষ ছিল,

তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইবে, এবং দস্তকের সহিত সেই প্রমাণের প্রতিলিপি সংযুক্ত থাকিবে। রাজ্যিকালে যেখানে তাহাদের বাগিচাপোত রক্ষিত হইবে, তত্রত্য জমাদারের কিম্বা ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে সেই বিষয় জানানিতে হইবে; ইতিপূর্বে মিথেনকোট বা হারিকীতে তাহারা যে ‘দস্তক’ বা পাশ-পত্র পাইয়াছিল, এই সময়ে খানাদারদিগকে তাহা দেখাইয়া, বাগিচাপোতের নিরাপদের জন্ত খানাদারের সাহায্যপ্রার্থী হইবে।

পঞ্চম সর্ত। পণ্যক্রবোর পরিমাণ এবং মূল্যের উপর কর নির্ধারণ এবং কর আদায় সম্বন্ধে, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর যে সন্ধি সর্ত দ্বারা হয়, সেই সন্ধিসর্তের পঞ্চম, ষষ্ঠ, নবম এবং দশম সর্ত এতদ্বারা রহিত হইল। তাহাদের পরিবর্তে পূর্বোক্ত সর্তগুলি নির্ধারিত হওয়ায়, সেই সকল সর্ত অহুসারে অতঃপর বাগিচা শুদ্ধ আদায় করা হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—শতাব্দী নদীর পূর্বতীরস্থ প্রদেশের জন্ত, মহারাজের করদ সামন্তগণকে এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের আশ্রিত রাজস্ববর্গকে যে পরিমাণে অংশ প্রদত্ত হইবে, তদ্বিষয় পরে স্থির করা যাইবে।

ত্রয়োদশ পরিশিষ্ট

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহ এবং সা-সুজার
সহিত ত্রিপক্ষীয় সন্ধি।

ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহকারিতায় এবং সম্মতিক্রমে মহারাজ রণজিৎ সিংহ

এবং সা-সুজা-উল্-মূলকের সহিত মিত্রতা স্থাপনের সন্ধিপত্র।

(১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন লাহোরে এই সন্ধিপত্র প্রচারিত, এবং

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুন শিমলা শৈলে স্বাক্ষরিত হয়।)

ইতিপূর্বে মহারাজ রণজিৎ সিংহ এবং সা-সুজা-উল্-মূলকের মধ্যে একটি সন্ধি স্থাপিত হয়। সূচনা এবং উপসংহার ব্যতীত সেই সন্ধিপত্রে চৌদ্দটি সর্ত ছিল। কতকগুলি বিশিষ্ট কারণ বশতঃ সেই সন্ধির সর্তগুলি পরিপালিত হয় নাই। এক্ষণে ভারতের গবর্ণর জেনারেল রাইট অনারেবল জর্জ লর্ড অকলাণ্ড, জি, সি, বি মহোদয়, সন্ধি-স্থাপনের সর্ববিধ ক্ষমতা প্রদান করিয়া, মিষ্টার ডব্লিউ, এইচ, ম্যাকনাটেন সাহেবকে মহারাজ রণজিৎ সিংহের দরবারে প্রেরণ করিয়াছেন; দুই রাজ্যের মধ্যে যে বন্ধুত্ব-সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, সেই সম্বন্ধ অনুগত রাখিবার জন্তই পূর্বোক্ত সন্ধির কতকগুলি সর্ত পরিবর্তিত এবং তৎসহ চারিটি নূতন সর্ত সংযোজিত হইল। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহকারিতায় এবং

সম্মতিক্রমে ১৮টি সর্বযুক্ত এই সন্ধিপত্র অতঃপর যথানিয়মে এবং ধর্মতঃ প্রতিপালিত হইবে ;—

প্রথম সর্ত । সা-সুজা-উল-মূলক্ স্বয়ং, তাঁহার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্তগণের এবং সমস্ত ‘সাদোজিজ’দিগের পক্ষ হইতে স্বীকার করিতেছেন যে, সিদ্ধুনদের উভয় পার্শ্বস্থিত যে সমস্ত প্রদেশ মহারাজ রণজিৎ সিংহের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছে, তৎসমুদয়ে সা সুজা-উল-মূলক্ বা তাঁহার উত্তরাধিকারি, স্থলাভিষিক্ত এবং সাদোজিজগণের কোনই দাবী দাওয়া রহিল না । অর্থাৎ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, এই চতুঃসীমার অন্তর্গত কাশ্মীর প্রদেশ এবং তদন্তর্গত আটক দুর্গ, কচ-হাজরা বাবাল, আষ প্রভৃতি স্থানের দুর্গে, এবং সিদ্ধুনদের পূর্ব পারে কাশ্মীরের যে সকল আশ্রিত এবং অধীনস্থ রাজ্য আছে, তৎসমুদয়ে, রণজিৎ সিংহের আধিপত্য বিস্তৃত হইল । সিদ্ধুনদের পশ্চিম পারে পেশোয়ার এবং খাটুক ও ইউসফজারীদিগের অধিকৃত রাজ্য, হাসত নগর, মিচনী, কোহাট, হাংগু এবং পেশোয়ারের আশ্রিত ও অধীনস্থ অগাছ প্রদেশ-সমূহও রণজিৎ সিংহের অধিকারে আসিল । এই সন্ধি সর্ত খাইবার পাশ, বায়ু, উজীরী রাজ্য, দোয়ার-টাক, গারঙ্গ, কালাবাগ, খুসালনগর এবং তৎসমুদায়ের অধীনস্থ প্রদেশ—রণজিৎ সিংহের রাজ্যভুক্ত হইল । ডেরা-ইসাইল-খাঁ ও তাহার অধীনস্থ প্রদেশ ; কোট মিথেন, উমার কোট এবং তাহাদের অধীনস্থ রাজ্য ; সাংঘার, হারাউন্দ-দাজাল, হাজিপুর, রাজেনপুর, তিনটি কচ্ছ প্রদেশ ; মানথেরা এবং তদধীনস্থ জেলাসমূহ ; এবং সিদ্ধুনদের পূর্বতীরে অবস্থিত মূলতান প্রদেশ,—রণজিৎ সিংহের রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইল । এই সকল দেশ এবং স্থানসমূহ মহারাজ রণজিৎ সিংহের সম্পত্তি এবং রাজ্য বলিয়া গণ্য হইবে ; তদ্বিষয়ে সা-সুজার কোনসম্বন্ধ রহিল না এবং থাকিবে না । মহারাজ পুরুষাভ্যুত্থানে তৎসমুদায় ভোগ দখল করিতে পারিবেন ।

দুই সর্ত । খাইবার পাশের অপর পার্শ্বস্থিত ব্যক্তিগণ এই সকল রাজ্যে আসিয়া দহ্যাতা, অযথা আক্রমণ বা প্রজাবর্গকে উৎপীড়ন করিতে পারিবে না । রাজস্ব অপরহরণকারী অপরাদী ব্যক্তি এক রাজ্য হইতে পলাইয়া আসিয়া অপর রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, উক্ত রাজ্যই সেই ব্যক্তিকে ধরিয়া দিতে বাধ্য হইবে । খাইবার গিরিসঙ্কট হইতে যে নদী প্রবাহিত, কোন পক্ষই তাহার গতিরোধ করিতে পারিবে না ; এবং পূর্বতন প্রথা অনুযায়ী ফতেগড় দুর্গ সেই নদীর জল প্রাপ্ত হইবে ।

তৃতীয় সর্ত । মহারাজের সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের যে সন্ধি সর্ত স্থাপিত হইয়াছে, তদনুসারে মহারাজের প্রদত্ত পাশ-পত্র ব্যতীত, শতজনদীর পূর্ব পার হইতে কেহই পশ্চিম

পারে যাইতে পারিবে না ; সিদ্ধনর সম্বন্ধেও এই নিয়ম অব্যাহত থাকিবে ; মহারাজের অল্পমতি ব্যতীত কেহই সিদ্ধনর অতিক্রম করিতে পারিবে না ।

চতুর্থ সর্ত । সিদ্ধনদের পশ্চিম তীরস্থিত সিদ্ধুরাজ্য এবং শিকার-পুর সম্বন্ধে যাহা কিছু গ্রামসম্ভত ব্যবস্থা হইবে, ক্যাপ্টেন ওয়েডের মধ্যস্থতায় ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এবং মহারাজ রণজিৎ সিংহের যে পবিত্র বন্ধুত্ব-বন্ধন স্থাপিত হইয়াছে, তদনুসারে সা-সুজা-সমস্তই মানিতে বাধ্য হইবেন ।

পঞ্চম সর্ত । কাবুল এবং কান্দাহারে সা-সুজার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, তিনি বৎসর বৎসর মহারাজ রণজিৎ সিংহকে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন ;—(১) মহারাজের অনুমোদিত বর্ণ বিশিষ্ট এবং মনোহর-গতি সম্পন্ন, ৫৫টি স্জাত ঘোটক ; (২) ১১টি পারশ্বদেশীয় 'সিমিটার' তরবারি ; (৩) ৭টি পারশ্ব দেশীয় তীক্ষ্ণধার অস্ত্র ; (৪) ২৫টি উৎকৃষ্ট অশ্বতর ; (৫) নানাবিধ উপাদেয় ফলমূল ; (৬) 'সারদাস' বা সুস্বাদু সদগন্ধযুক্ত তরমুজ, প্রতি বৎসর, বৎসরের প্রথম হইতে সর্বদাই কাবুল নদীর পথে পেশোয়ারে পাঠাইতে হইবে ; (৭) আঙ্গুর, দাড়িম, আপেল ফল, কিসমিস, বাদাম, ড্রাক্স, পেস্তা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে ; (৮) নানা রঙ্গের সাটিন ; (৯) লোমের চোগা ; (১০) স্বর্ণ এবং রৌপ্য খচিত কিংখাব ; (১১) পারশ্ব দেশীয় কার্পেট ;—একুনে ১০১ দফার দ্রব্যাদি সা-সুজা প্রতিবৎসর মহারাজকে পাঠাইতে বাধ্য থাকিবেন ।

ষষ্ঠ সর্ত । প্রত্যেক পক্ষ পরস্পরকে সমভাবে তুল্য জ্ঞানে সম্বোধন করিবেন ।

সপ্তম সর্ত । আফগানিস্থানের যে সকল বশিক, লাহোর, অমৃতসর কিংবা মহারাজের অধিকৃত অগ্র কোন স্থানে বাণিজ্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিবে, তাহাদিগকে কোনরূপে বাধা দেওয়া কিংবা উৎপীড়ন করা হইবে না ; অগ্র পক্ষে, তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার পক্ষে, সর্বত্র আদেশ প্রচার করা হইবে । মহারাজের রাজ্য হইতেও যে সকল ব্যবসায়ী আফগানিস্থানে বাণিজ্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিবে, তাহাদের প্রতিও পূর্বোক্তরূপ সম্ভাব্যব্যহার করা হয় কিনা, মহারাজ তাহা লক্ষ্য করিবেন ।

অষ্টম সর্ত । সা-সুজার সহিত মিত্রতা বন্ধনের পরিচয় স্বরূপ মহারাজও তাহাকে প্রতি বৎসর নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি পাঠাবেন ;—(১) ৫৫ খানি শাল ; (২) ২৫ খানি মছলিন ; (৩) ১১ খানি দোপাট্টা ; (৪) ৫খানি কিংখাব ; (৫) ৫ খানি গলাবন্ধ ; (৬) ৫টি পাগড়ী ; (৭) ৫৫ খানি গাড়ী বোকাই 'বারে' চাউল (এই চাউল পেশোয়ার প্রদেশের অভ্যন্তর সামগ্রী) ।

নবম সর্ত। মহারাজের কোন কর্মচারী যদি আকগানিস্থানে ঘোটক ক্রয় করিতে যায়, কিংবা সা-সুজার কোন কর্মচারী পজাবে বস্ত্রাদি বা শাল প্রভৃতি ক্রয় করিতে আসে, এবং তাহার যদি ১১ এগার হাজার টাকা পর্যন্ত সেই উদ্দেশ্যে লইয়া যায়, তাহা হইলে, মহারাজ কিংবা সা-সুজা উভয়েই পরস্পরের প্রেরিত ক্রেতাদিগের সুবিধা প্রভৃতির প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রাখিবেন; যাহাতে তাহাদের কার্য স্চাৎরূপে নির্বাহিত হয়, মহারাজ এবং সা-সুজা উভয়েই তাহারও বিহিত উপায় বিধান করিবেন।

দশম সর্ত। কখনও কোন সময়ে উভয় রাজ্যের সৈন্য-দল এক স্থানে সমবেত হইলে, সেখানে যাহাতে কোন ক্রমে গো-হত্যা করিতে দেওয়া না হয়, তাহারও বিহিত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

একাদশ সর্ত। সা-সুজা যদি মহারাজের নিকট হইতে অতিরিক্ত সৈন্য সাহায্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে, বারুকজায়ীদিগের নিকট হইতে যে সকল দ্রব্য,—জ্বরভ, ঘোটক, স্বল্প-বিস্তার অস্ত্রাদি,—লুণ্ঠিত হইবে, তাহা উভয় পক্ষ সমভাগে বিভাগ করিয়া লইবেন। মহারাজের সৈন্যদলের সাহায্য বতীত, সা-সুজা যদি বারুকজায়ীদিগের ধন-সম্পত্তি অধিকারে সমর্থ হন, তাহা হইলে, মিত্রতা-বন্ধনের নিদর্শন স্বরূপ, তাহার কতকাংশ আপন প্রতিনিধি দ্বারা সা-সুজা মহারাজের নিকট প্রেরণ করিবেন।

দ্বাদশ সর্ত। পত্র এবং উপঢৌকনাদি লইয়া পরস্পরের দূত পরস্পরের রাজ্যে সর্বদা গতিবিধি করিবে।

ত্রয়োদশ সর্ত। এই সন্ধির সর্ত অনুসারে যদি মহারাজের কখনও সা-সুজার অধীনস্থ সৈন্যদলের কোনরূপ সাহায্য আবশ্যক হয়, এক জন প্রধান কর্মচারীর অধিনায়কত্বে সা-সুজা একদল সৈন্য পাঠাইতে বাধ্য থাকিবেন; অত্র পক্ষে, মহারাজও তদ্রূপ সা-সুজার প্রয়োজনানুসারে, এই সন্ধির সর্ত মতে, একদল মুসলমান সৈন্য জনৈক প্রধান কর্মচারীর অধিনায়কত্বে কাবুলে পাঠাইতে স্বীকৃত রহিলেন। মহারাজ যখন পেশোয়ারে গমন করিবেন, তাহার অভিযানের জন্ত সা-সুজা জনৈক সাহাজাদাকে প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন, সে ক্ষেত্রে মহারাজও যথাযোগ্য সম্মান ও সমাদরের সহিত সাহাজাদাকে অভিযান করিবেন এবং বিদায় দিবেন।

চতুর্দশ সর্ত। ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্টের, শিখ-গবর্ণমেন্টের এবং সা-সুজা উল-মুলকের— এই তিন পক্ষের পরস্পরের শত্রু বা মিত্র সকলেরই শত্রু বা মিত্র মধ্যে গণ্য হইবে।

পঞ্চদশ সর্ত। আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে, সা-সুজা-উল-মুলক, বিনা আপত্তিতে ‘নানকসাহী’ বা ‘কাল্দার’ মূজার দুই লক্ষ টাকা মহারাজকে প্রদান করিবেন; সা-সুজাকে কাবুলের সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, যে তারিখে মহারাজ শিখ-সৈন্য

কাবুলে প্রেরণ করিবেন, সেই তারিখ হইতেই সা-সুজা-উল-মুল্ক ঐ টাকা দিতে বাধ্য হইবেন ; সা-সুজার পক্ষ সমর্থনের জন্য, মহারাজ নানাধিক পাঁচ সহস্র মুসলমান-ধর্মাবলম্বী অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য পেশোয়ার রাজ্যের মধ্যে সজ্জিত রাখিবেন ; যখন মহারাজের সহিত একমত হইয়া ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্ট সেই সৈন্যদল, সা-সুজার সাহায্যার্থ প্রেরণ করা উচিত বলিয়া মনে করিবেন, সেই সময় ঐ সকল সৈন্য কাবুলাভিমুখে যাত্রা করিবে ! পশ্চিম প্রদেশে যখনই কোন গোলযোগ উপস্থিত হইবে, ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্ট এবং শিখ-গবর্ণমেন্টের মতে আবশ্যক এবং উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলে, সৈন্যদল তদভিমুখে প্রেরিত হইবে। মহারাজের যদি কখনও সা-সুজার সৈন্যদলের সাহায্য আবশ্যক হয়, তাহা হইলে যতদিন পর্যন্ত যে পরিমাণ সাহায্য প্রদত্ত হইবে, সৈন্যদলের ব্যয় নির্বাহের জন্য মহারাজের প্রাপ্য টাকা হইতে তাহার কিয়দংশ বাদ যাইবে ; যে পর্যন্ত এই সন্ধির সর্ব অব্যাহত থাকিবে, মহারাজ সা-সুজা-উল-মুল্কের নিকট হইতে নিয়মিতরূপে যাহাতে বৎসর বৎসর নির্দিষ্ট টাকা প্রাপ্ত হন, ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্টও তৎপক্ষে দায়ী রহিলেন।

ষোড়শ সর্ত সা-সুজা-উল-মুল্ক এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্তগণ, সিদ্ধ প্রদেশের আমীরগণের নিকট হইতে প্রাপ্য বাকী রাজস্বের সমস্ত দাবী দাওয়া এবং তৎপ্রদেশের অধিকার-সম্ব পৱিত্যাগ করিতেছেন ; (সেই রাজ্য এক্ষণে আমীরগণ এবং তাঁহাদের বংশধরগণ পুরুষাভ্যুত্থানে ভোগ-দখল করিতে অধিকারী হইলেন।) তৎপরিবর্তে ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্টের মধ্যস্থতায় আমীরগণ সা-সুজাকে যে পরিমাণ টাকা দিতে বাধ্য হইবেন, সা-সুজা তাহাই লইতে সম্মত রহিলেন। সেই টাকা হইতে মহারাজ রণজিৎ সিংহকে দেড় লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে। এই টাকা প্রদত্ত হইলে, ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ যে সন্ধি হইয়াছিল, * সেই সন্ধির ৪র্থ সর্ত রহিত হইবে ; মহারাজ রণজিৎ সিংহ এবং সিদ্ধ প্রদেশের আমীরগণের মধ্যে যে উপচৌকন এবং পজাদি আদান-প্রদানের ব্যবস্থা আছে, তাহা পূর্বাগত অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

সপ্তদশ সর্ত। সা-সুজা উলমুল্ক আফগানিস্থানে আধিপত্য বিস্তারে কৃতকার্য হইলে, তাঁহার গবর্ণমেন্টের অধীনস্থ, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হিরোটের শাসনকর্তার অধিকৃত প্রদেশ-সমূহে সা-সুজা কোনরূপ আক্রমণ বা অত্যাচার করিতে পারিবেন না।

অষ্টাদশ সর্ত। ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্ট এবং শিখ-গবর্ণমেন্টের সম্মতি এবং অভিপ্রায় ব্যতীত সা-সুজা-উল-মুল্ক স্বয়ং, কিংবা তাঁহার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্তগণ, কোন বৈদেশিক

রাজ্যের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করিতে পারিবেন না ; যদি কেহ অস্ত্র-শস্ত্র সাহায্যে ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্টের বা শিখ-গবর্ণমেন্টের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হয়, সা-সুজা যথাসম্ভব তাহার প্রতিরোধ করিবেন ।

এই সন্ধি-সংশ্লিষ্ট শক্তিদ্বয় অর্থাৎ ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্ট, মহারাজ রণজিৎ সিংহ এবং সা-সুজা-উল্-মূলক্, পূর্বোক্ত সর্তসমূহে অস্ত্রের সহিত সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছেন । কদাচ এই সন্ধি-সর্তসমূহের ব্যত্যয় ঘটবে না , সেক্ষেত্রে বর্তমান সন্ধিপত্রের সর্তে সকলেই চিরকাল বাধ্য থাকিবেন ; যে দিন হইতে শক্তিদ্বয় এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর ও শিল-মোহর অঙ্কিত করিবেন, সেই দিন হইতেই এই সন্ধি অমুসারে কার্য চলিতে থাকিবে ।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুন অর্থাৎ ১৮১৫ বিক্রমজিৎ অব্দের ১৫ই আষাঢ় লাহোরে এই সন্ধিপত্র সম্পন্ন হইল ।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই, শিমলা-শৈলে রাইট অনারেবল গবর্ণর জেনারেল কর্তৃক উহা অমুমোদিত এবং সমর্থিত হইল ।

(স্বাক্ষর ।) অকল্যাণ । রণজিৎ সিং । সুজা-উল্-মূলক্ ।

চতুর্দশ পন্নিশিষ্ট ।

সিঙ্গুনদ এবং শতদ্রুতে বাণিজ্য-শুল্ক সম্বন্ধে

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তিপত্র ।

শতদ্রু এবং সিঙ্গুনদে পণ্যদ্রব্য গমনাগমনের জন্য যে শুল্ক গৃহীত হইত, তৎসম্বন্ধে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে এক অতিরিক্ত সন্ধি হয় ; সেই সন্ধি-সর্তের পরিবর্তনে লাহোর-গবর্ণমেন্টের সহিত যে চুক্তিপত্র নির্দিষ্ট হইল, তাহারই বিবরণ ।

(১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১শে মে ।)

এ যাবৎ ক্ষুদ্র ও বৃহদাকার সর্ব প্রকার বাণিজ্য-ভরণী উপরই একই হারে বাণিজ্য-শুল্ক আদায় করা হইতেছে । তাহাতে অনেক স্থলে নানাপ্রকার অভিযোগ এবং আপত্তি উত্থাপিত হয় । সওদাগরগণের প্রার্থনা,—বোকাই মালের মণ হিসাবে, প্রতি মণে, কিংবা বাণিজ্য-পোতের আকৃতি হিসাবে প্রতি পোতের উপর, শুল্ক নির্দ্ধারিত হউক । অতএব এক্ষণে স্থিরীকৃত হইল যে, অতঃপর লুধিয়ানা, ফিরোজপুর অথবা মিথেনকোট ;—এই তিনটি নগরের কোন এক নির্দিষ্ট স্থান হইতে, একই নগরে, সমস্ত

বাগিচা-শুষ্ক সংগৃহীত হইবে ; এবং বাগিচা-পোতের উপর শুষ্ক ধার্য না হইয়া, পণ্য-জাতের উপর নিম্নলিখিত হারে সেই শুষ্ক নির্ধারিত হইবে ;—

পুষ্মিনা	—	প্রতিমণ	—	দশ টাকা ।
অহিফেন	—			সাড়ে সাত টাকা ।
নীল	—			আড়াই টাকা ।
ফল-মুলাদি	—			এক টাকা ।

অত্যুৎকৃষ্ট রেশম, মসলিন,

চওড়া কাপড় ইত্যাদি ছয় আনা ।

নিম্নকৃষ্ট রেশম, তুলা, ছিটের কাপড় চারি আনা ।

পঞ্জাব হইতে রপ্তানি দ্রব্যের উপর ।

শর্করা, ঘৃত, তৈল, মাদক দ্রব্য,

জিঞ্জার, জাফ্রান এবং তুলা — প্রতিমণ — চারি আনা ।

রঙ — „ — আট আনা ।

শস্ত্রাদি — „ — দুই আনা ।

বোম্বাই হইতে আমদানি দ্রব্যের উপর ।

যে কোন প্রকারের দ্রব্যই বোম্বাই হইতে আমদানি হইবে, সর্ব প্রকার দ্রব্যের প্রতিমণের উপর চারি আনা হিসাবে বাগিচা-শুষ্ক গৃহীত হইবে ।

পঞ্চদশ পরিশিষ্ট ।

সিঙ্কুনদ ও শতদ্রুতে বাগিচা-শুষ্ক সম্বন্ধে

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তিপত্র ।

শতদ্রু এবং সিঙ্কুনদের বাগিচা তরগীর উপর শুষ্ক নির্ধারণ সম্বন্ধে

ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্ট ও লাহোর-গবর্ণমেন্টের মধ্যে সন্ধি ।

(১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুন)

১৮৮১ সনের ১৪ই পৌষ (১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে), কর্ণেল ওয়েডের (তৎকালে তিনি কাপ্তেন ছিলেন ।) মধ্যবর্তিতায় উভয় গবর্ণমেন্টের সম্মতিক্রমে, মিত্রতার নিদর্শন স্বরূপ, খালসা রাজ্যের অন্তর্গত শতদ্রু ও সিঙ্কুনদে বাগিচা-পোত পরিচালনা স্ববিধার জন্য, ভারতের গবর্ণর জেনারেল, রাইট অনারেবল লর্ড উইলিয়ম ক্যাভেন্ডিস বৈটিক

মহোদয় কর্তৃক ইতিপূর্বে এক সন্ধি স্থাপিত হয় । তদ্বিষয়ে ১৮১১ সন্থতে (১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে), উক্ত কর্ণেল ওয়েডের মধ্যস্থতায়, আর এক সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল ; পণ্য-দ্রব্যের পরিমাণ এবং প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ে বিচার না করিয়া প্রত্যেক বাণিজ্য-পোতের উপর কর নির্ধারণ করাই, সেই সন্ধি-পত্রের উদ্দেশ্য । ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে, গবর্নর-জেনারেলের এজেন্ট, মিষ্টার ক্লার্ক, লাহোর-দরবারে উপনীত হন ; সেই সময় উভয় গবর্নমেন্টের অভিপ্রায় অনুসারে ঐ বিষয়ে আর এক তৃতীয় সন্ধি নিষ্পন্ন হয় ; পণ্য-দ্রব্যের পরিমাণ এবং প্রকৃতি অনুসারে কর নির্ধারণই এই তৃতীয় সন্ধির উদ্দেশ্য । এই সন্ধি-সর্তে আরও নির্দিষ্ট হয়, উভয় গবর্নমেন্টের মধ্যে সেই শুকের হার কমাইবার জন্ত কেহই পুনরায় আর কোন প্রস্তাব করিতে পারিবেন না । ১৮১৭ সন্থতের জ্যৈষ্ঠ মাসে (১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে) উক্ত এজেন্ট মিষ্টার ক্লার্ক, অমৃতসরের খালসা দরবারে পুনরায় উপস্থিত হন ; এই সময় গত বৎসরের প্রস্তাবিত পদ্ধতিক্রমে বাণিজ্য বিষয়ে নানা অসুবিধার কথা উল্লিখিত হইয়াছিল । বাণিজ্য-পোত সকল অনুসন্ধানের জন্ত তাহাদিগকে আবদ্ধ করা হয় ; বাণিজ্য পোতে বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য বাহিত হওয়ায়, তাহার শুদ্ধ নির্দেশের অসুবিধার এবং ব্যবসায়িগণের অনভিজ্ঞতা বশতঃ, নানা গোলযোগ ঘটয়া থাকে । সুতরাং এজেন্ট উক্ত প্রথার সংস্কার সাধনের প্রস্তাব করিলেন । তিনি জানাইলেন—যদি উভয় গবর্নমেন্টের অনুমোদিত হয়, তাহা হইলে, বাণিজ্য দ্রব্যের প্রকৃতি অনুসারে শুদ্ধ স্থির না করিয়া বাণিজ্য-পোতের আকারের অনুপাত অনুসারে কর নিদ্ধারিত হউক । ব্রিটিশ-গবর্নমেন্টকে সকল অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া অবশেষে এজেন্ট, সিদ্ধু এবং শতদ্রু নদীর উপর বাণিজ্য পোত পরিচালনা সম্বন্ধে, পোতের আকৃতি অনুসারে, একটি শুকের হার নির্দেশ করিয়া অমৃতসরে দরবারের বিবেচনার জন্ত সেই শুদ্ধ-হার নির্দেশের একখণ্ড প্রতিলিপি প্রেরণ করিলেন । প্রতিষ্ঠিত মিত্রতার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন পূর্বক, পূর্ব সন্ধি-পত্রের সর্ত অনুসারে, কয়েকটি ছত্র যোগ করিয়া, দরবার সেই প্রতিলিপিতে শিল মোহর অঙ্কন এবং স্বাক্ষর করিলেন । উভয় গবর্নমেন্টের সম্মতি এবং ঐক্যমত ব্যতীত, পরস্পরের স্বার্থ ও সুবিধা বিবেচনায়, কখনও এই সন্ধি-পত্রের আর কোনরূপ প্রতিবাদ, পরিবর্তন বা পার্থক্য সাধিত হইবে না । অমৃতসর, লাহোর এবং অন্যান্য স্থানে কিংবা খালসা রাজ্যের অন্যান্য নদী সম্বন্ধে যে বাণিজ্য-শুদ্ধ নিদ্ধারিত আছে, এই সন্ধি-সর্ত অনুসারে তাহার কোন অগ্রথা হইবে না ।

১ম সর্ত । শত, কাঠ, পাথুরিয়া চূর্ণ সম্বন্ধে কোনই কর লওয়া হইবে না ।

২য় সর্ত । প্রথম সর্তের লিখিত দ্রব্যগুলি ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যের শুদ্ধ, বাণিজ্য পোতের পরিমাণ অনুসারেই গৃহীত হইবে ।

৩য় সত্ত্ব। যে সকল বাণিজ্যপোতা পর্বতের নিম্ন প্রদেশে, রূপার বা লুধিয়ানা হইতে মিথেনকোট কিংবা রোজান পর্যন্ত, অথবা রোজান বা মিথেনকোট হইতে পর্বতের নিম্ন প্রদেশে, রূপার কিংবা লুধিয়ানা পর্যন্ত যাতায়াত করিবে, ৫০ মণের অনধিক ওজনযুক্ত সেইরূপ বাণিজ্য-পোতের শুদ্ধ ধার্য হইবে,—পঞ্চাশ টাকা।

যথা,—

পর্বতের নিম্ন প্রদেশ হইতে কিরোজপুর পর্যন্ত গমন অথবা প্রত্যাগমনের

জন্ত

কুড়ি টাকা।

কিরোজপুর হইতে ভাওয়ালপুর পর্যন্ত গমন অথবা প্রত্যাগমনের জন্ত পনের টাকা।

ভাওয়ালপুর হইতে মিথেনকোট বা রোজান পর্যন্ত গমন বা

প্রত্যাগমনের জন্ত

পনের টাকা।

সমস্ত পথ গমন এবং প্রত্যাগমনের জন্ত

পঞ্চাশ টাকা।

২৫০ মণের অধিক, কিন্তু ৫০০ শত মণের অনধিক, বোঝাই যুক্ত বাণিজ্যপোতের উপর শুদ্ধের হার ;—পর্বতের নিম্নপ্রদেশ, রূপার কিংবা লুধিয়ানা হইতে মিথেনকোট কিংবা রোজান পর্যন্ত ; অথবা রোজান কিংবা মিথেনকোট হইতে পর্বতের নিম্নপ্রদেশ, রূপার কিংবা লুধিয়ানা পর্যন্ত, বাণিজ্য শুদ্ধের হার এক শত টাকা। যথা,—

পর্বতের নিম্ন প্রদেশ হইতে কিরোজপুর পর্যন্ত গমন

অথবা প্রত্যাগমনের জন্ত

চল্লিশ টাকা।

কিরোজপুর হইতে ভাওয়ালপুর পর্যন্ত গমন অথবা প্রত্যাগমনের জন্য ত্রিশ টাকা।

ভাওয়ালপুর হইতে মিথেনকোট কিংবা রোজান পর্যন্ত গমন অথবা

প্রত্যাগমনের জন্য

ত্রিশ টাকা।

সমস্ত পথ গমন এবং প্রত্যাগমনের জন্য

পঞ্চাশ টাকা।

৫০০ পাঁচ শত মণের অধিক বোঝাই যুক্ত বাণিজ্য পোতের শুদ্ধ এক শত পঞ্চাশ টাকা নির্দ্ধারিত হইবে। যথা—

পর্বতের নিম্নপ্রদেশ হইতে কিরোজপুর পর্যন্ত গমন অথবা

প্রত্যাগমনের জন্ত

ষাট টাকা।

কিরোজপুর হইতে ভাওয়ালপুর পর্যন্ত গমন অথবা

প্রত্যাগমনের জন্ত

পঁয়তাল্লিশ টাকা।

ভাওয়ালপুর হইতে মিথেনকোট বা রোজান পর্যন্ত

গমন অথবা প্রত্যাগমনের জন্য

পঁয়তাল্লিশ টাকা।

সমস্ত পথ গমনের অথবা প্রত্যাগমনের জন্য

এক শত পঞ্চাশ টাকা।

৪র্থ সর্ত। প্রথম, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় নিয়মের অন্তর্ভুক্ত বাণিজ্য-পোত সমূহে পরিচয়াক্রম চিহ্ন লিখিত থাকিবে; এবং প্রত্যেক বাণিজ্য-পোত রেজেষ্ট্রি করা হইবে।

৫ম সর্ত। শতদ্রু এবং সিঙ্গুনদের উপর দিয়া বাণিজ্যপোত গমনাগমন সম্বন্ধে যে প্রণালীতে বাণিজ্য-শুল্ক ধার্য হইল, অন্যান্য নদী সম্পর্কে, অথবা খালস। রাজ্যের স্থলপথের কোন বাণিজ্য-শুল্ক গ্রহণ বিষয়ে, ইহার কোনই সংশ্রব থাকিবে না। সে সকল যেকোন নিয়মে চলিতেছে, সেইরূপ নিয়মেই চলিবে।

১৮২৭ সন্বতের ১৩ই আষাঢ় তারিখে (১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুন) এই চুক্তিপত্র স্থিরীকৃত হইল।

শ্রোডুশ পল্লিশিষ্ট।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধ ঘোষণা।

ভারতের গবর্ণর জেনারেল কর্তৃক ঘোষণা প্রচার।

ক্যাম্প, লক্ষ্মী থা কা সরাই,

১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ।

এ পর্যন্ত পঞ্জাব গবর্ণমেন্টের সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের মিত্রতা ছিল। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গীয় মহারাজ রণজিৎ সিংহ এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের মধ্যে মিত্রতা ও একতাব্যঞ্জক এক সন্ধি স্থাপিত হয়। সেই সন্ধির সর্ত সমূহ বিখ্যাততার সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট পালন করিয়া আসিতেছিলেন; স্বর্গীয় মহারাজও সেই সন্ধির সর্তসমূহ বিচক্ষণতার সহিত রক্ষা করিয়াছিলেন।

মহারাজ রণজিৎ সিংহের উত্তরাধিকারিগণের সহিতও এ কাল পর্যন্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সমভাবে সেই মিত্রতা সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

ভূতপূর্ব মহারাজ শের সিংহের মৃত্যুর পর, লাহোর-গবর্ণমেন্টের বিশৃঙ্খলা হেতু, ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্টের সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার জন্ত, সর্কোন্সিল গবর্ণর জেনারেল আত্মরক্ষণোপযোগী উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছেন; যে সকল কারণে যেকোন উপায়াবলী অবলম্বিত হইবে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ ইতিপূর্বে লাহোর-গবর্ণমেন্টকে জানান হইয়াছে।

বিগত দুই বৎসর হইতে লাহোর গবর্ণমেন্টের ঘোর বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও, এবং লাহোর দরবারের নানাবিধ অসমব্যহারমূলক কার্য্য-কলাপেও, উভয় পক্ষের হুবিধা ও হুধের প্রতি

লক্ষ্য রাখিয়া, উভয় গবর্ণমেন্টের মধ্যে পূর্বরূপ মিত্রতা ও একত্ব সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সর্কৌন্সিল গবর্ণর-জেনারেল বারবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন । ভূতপূর্ব মহারাজ শের সিংহের উত্তরাধিকারিরূপে শিশু দলৌপ সিংহকে বৃটিশ-গবর্ণমেন্ট মহারাজ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ; সেই শিশু মহারাজের নিঃসহায় অবস্থার বিষয় স্মরণ করিয়া, এ পর্য্যন্ত গবর্ণর জেনারেল প্রতি বিষয়েই অত্যধিক পরিমাণে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া আসিতেছেন ।

পঞ্জাবের প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবার, এবং পঞ্জাবের সৈন্তগণকে শাসনে রাখিবার উপযোগী দৃঢ় শিখ-গবর্ণমেন্ট পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, সর্কৌন্সিল গবর্ণর-জেনারেলের ইহাই আন্তরিক ইচ্ছা । সর্দারগণের এবং জনসাধারণের স্বদেশ-প্রাণতার গুণে এখনও যে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, গবর্ণর-জেনারেল সে আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই ।

বৃটিশ রাজ্য আক্রমণের উদ্দেশ্যে, সম্প্রতি শিখ-সৈন্তগণ লাহোর হইতে বৃটিশ সীমান্তে উপনীত হইয়াছিল ; কথিত হয়, দরবারের আদেশক্রমেই ঐরূপ কার্য অল্পস্থিত হইয়াছে ।

গবর্ণর-জেনারেলের উপদেশ অনুসারে, গবর্ণর-জেনারেলের এজেন্ট, শিখ-সৈন্যগণের পূর্বোক্ত আচরণ সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন । কিন্তু যথাসময়ে তাহার কোন প্রত্যুত্তর না পাওয়ায়, পুনরায় কৈফিয়ৎ চাওয়া হইয়াছিল । উত্তেজনার কোন কারণ নাই ; অথচ অস্বাভাবিক শিখ-গবর্ণমেন্ট, বৃটিশ-গবর্ণমেন্টের সহিত শত্রুতাচরণ করিবেন, গবর্ণর-জেনারেল সহসা ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই । সুতরাং উভয় গবর্ণমেন্টের মধ্যে কোনরূপ সংঘর্ষ উপস্থিত না হয়, কিংবা মহারাজের গবর্ণমেন্ট কোনরূপে বিপন্ন না হন, এই উদ্দেশ্যে গবর্ণর-জেনারেল এ পর্য্যন্ত কোন প্রতিকার-উপায় গ্রহণ করেন নাই ।

পুনঃপুনঃ কৈফিয়ৎ চাহিয়াও যখন কোন উত্তর পাওয়া যাইল না, অথচ লাহোরে সমর-সজ্জার বিপুল আয়োজনের সংবাদ পাওয়া গেল, তখন অগত্যা সীমান্ত প্রদেশের দৃঢ়তা সম্পাদন জন্য গবর্ণর-জেনারেল তদভিমুখে সৈন্য প্রেরণের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিলেন ।

উত্তেজনার অল্পমাত্র সম্ভাবনা নাই, অথচ শিখ-সৈন্যদল সম্প্রতি বৃটিশ-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে ।

বৃটিশ-রাজ্যের রক্ষা-বিধান জন্য, বৃটিশ-গবর্ণমেন্টের প্রত্যাপ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, সন্ধি-সর্ব-উচ্ছেদক, জনসাধারণের শান্তিভঙ্গকারী, দুর্বৃত্তদিগকে শাস্তি দিবার জন্য গবর্ণর-জেনারেল এক্ষণে কঠোর উপায় অবলম্বনে বাধ্য হইলেন ।

এতদ্বারা গবর্ণর জেনারেল ঘোষণা করিতেছেন যে, শতদ্রু নদীর পূর্ব তীরস্থিত বৃটিশ

অধিকারের সন্নিহিত মহারাজ দলীপ সিংহের অধিকৃত সমুদায় রাজ্য আজি হইতে বাজেয়াপ্ত এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

ঐ সমস্ত প্রদেশের যে সকল জায়গীরদার, জমিদার এবং প্রজাবর্গ, বৃটিশ গবর্ণমেন্টের প্রতি বিশ্বাস ও অমুরাগের পরিচয় প্রদান করিবে, গবর্ণর জেনারেল তাহাদের সমস্ত স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।

সর্বসাধারণের শত্রুদিগকে দমনের জন্য এবং দেশে শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে, এতদ্বারা বৃটিশ গবর্ণমেন্ট আশ্রিত রাজ্যের সর্দার ও সামন্তবর্গকে অকণ্ঠভাবে সাহায্যের জন্য আহ্বান করিতেছেন। আশ্রয়দাতার প্রতি আশ্রিত রাজন্যবর্গের যে কতব্য পালন আবশ্যক, তদনুযায়ী বিশ্বাস ও অমুরাগের সহিত, সর্দার ও সামন্তগণ যদি এ ক্ষেত্রে আপনাপন কতব্য পালন করেন, তাহা হইলে, তদ্বারা তাঁহারা সমূহ লাভবান হইবেন। যাহারা বিপরীতাচরণ করিবে, তাহারা বৃটিশ-গবর্ণমেন্টের শত্রু বলিয়া গণ্য হইবে, এবং যথাযোগ্য শাস্তি পাইবে।

শতদ্রু নদীর পূর্বতীরস্থিত প্রদেশের অধিবাসিবর্গ আপনাপন গ্রামে শান্তি-স্থখে কালযাপন করিবে,—এতদ্বারা তাহাদিগকে তদ্রূপ অনুমতি করা হইতেছে; সেক্ষেপে তাহা ভাবে অবস্থান করিলে, তাহারা বৃটিশ-গবর্ণমেন্টের নিকট উপযুক্তরূপ আশ্রয় প্রাপ্ত হইবে। সম্ভাব্যজনক কারণ প্রদর্শন করিতে না পারিলে, অস্ত্রধারী দলবদ্ধ ব্যক্তিগণ শাস্তিভঙ্গকারী বলিয়া, তদনুরূপ শাস্তি প্রাপ্ত হইবে।

বৃটিশ-গবর্ণমেন্টের প্রজাপুঞ্জ এবং শতদ্রুনদীর উভয় পার্শ্বে যাহাদের সম্পত্তি আছে, তাঁহারা যদি বৃটিশ-গবর্ণমেন্টের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তির পরিচয় প্রদান করেন, তাঁহাদের কোন ক্ষতি হইলে বৃটিশ-গবর্ণমেন্ট সে ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেন; সেই সকল ব্যক্তির প্রকৃত স্বত্ব ও অধিকার যাহাতে সুরক্ষিত হয়, তৎপক্ষে বৃটিশ-গবর্ণমেন্ট চেষ্টা করিবেন।

অন্য পক্ষে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের যে সকল প্রজা, লাহোর-গবর্ণমেন্টের কার্ণে নিযুক্ত আছে, এই বোষণা যদি তাঁহারা অমান্য করে, এবং অবিলম্বে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বৃটিশ-গবর্ণমেন্টের আশ্রয়-প্রার্থী না হয়, শতদ্রু নদীর তীরবর্তী তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে, এবং তাঁহারা বৃটিশ-গবর্ণমেন্টের শত্রু ও বিরুদ্ধাচারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

সপ্তদশ পান্ডিশিষ্ট

লাহোরের সহিত ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম সন্ধি ।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ই মার্চ, ব্রিটিশগবর্ণমেন্ট এবং লাহোর-
গবর্ণমেন্টের মধ্যে, লাহোরে এই সন্ধি নিষ্পন্ন হয় ।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের শাসনকর্তা স্বর্গীয় মহারাজ রণজিৎ সিংহের এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের মধ্যে মিত্রতা-স্থাপন উদ্দেশ্যে যে সন্ধি হয়, বিগত ডিসেম্বর মাসে শিখ-সৈন্য-গণ কর্তৃক বিনা কারণে ব্রিটিশ-রাজ্য আক্রান্ত হওয়ায়, সেই সন্ধি-সত্ত্ব ভঙ্গ হয় ; সেই হেতু ১৩ই ডিসেম্বরের ঘোষণা প্রচার দ্বারা, শতদ্রু নদীর তীরস্থিত ব্রিটিশ-সীমানার সন্নিহিত লাহোর-মহারাজের অধিকৃত প্রদেশসমূহ বাজেয়াপ্ত এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ; তদবধি উভয় গবর্ণমেন্টের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহচলিতে থাকে ; এবং সেই যুদ্ধবিগ্রহের ফলে, ব্রিটিশ-সৈন্য লাহোর অধিকার করিয়াছে। সেই হেতু কতকগুলি সত্ত্ব এক্ষণে উভয় গবর্ণমেন্টের মধ্যে পুনরায় সন্ধি স্থাপন স্থিরীকৃত হওয়ায়, অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং মহারাজ দলীপ সিংহ বাহাদুর, তাঁহার পুত্র, বংশধর, উত্তরাধিকারী এবং স্থলাভিষিক্তগণের সহিত, নিম্নলিখিত সত্ত্ব এই সন্ধি স্থাপিত হইল ; ইষ্ট ইণ্ডিজ (ভারতবর্ষ এবং তৎসংলগ্ন স্থানসমূহ) সমস্ত কার্যভার নির্বাহের জন্য অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক সম্পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত, ব্রিটেন্সেরী মহারানী ভিক্টোরিয়ার অনারেবল প্রিন্সিপ্যালের সদস্ত, গবর্ণর জেনারেল রাইট অনারেবল সার হেনরি হার্ডিঞ্জ জি, সি, বি, কর্তৃক নিযুক্ত এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত ফ্রেডারিক কারি, এবং ব্রেভেট মেজর হেনরি মন্টগোমারি লরেন্স সাহেব, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে সন্ধি-সত্ত্ব নিৰ্দ্ধারিত করিবার জন্য নিযুক্ত হইলেন ; এবং হিজ হাইনেস মহারাজ দলীপ সিংহের পক্ষে সন্ধি-সত্ত্ব নির্বাহ করিবার সমস্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, তাই রাম সিং, রাজা লাল সিং, সর্দার ভেজ সিং, সর্দার ছজ সিং আতারিওয়াল, সর্দার রঞ্জোর সিং মজিথিয়া, দেওয়ান দীননাথ এবং ফকির হুরউদ্দীন নিযুক্ত হইলেন ।

১ম সত্ত্ব। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এবং মহারাজ দলীপ সিংহ এবং তাঁহার বংশধরগণ, উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্তগণের মধ্যে চিরকাল শান্তি ও বন্ধুত্ব রক্ষিত হইবে ।

২য় সত্ত্ব। শতদ্রু নদীর দক্ষিণ প্রদেশে মহারাজের যে সকল সম্পত্তি আছে, মহারাজ স্বয়ং, তাঁহার বংশধরগণ, উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্তগণ তৎসংক্রান্ত সমস্ত

দাবী দাওয়া বা সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতেছেন ; কখনও তাঁহার সেই সকল সম্পত্তির উপর বা তৎপ্রদেশের অধিবাসীর উপর কোন দাবী দাওয়া করিবেন না ।

৩য় সর্ত । দেওয়ানের অথবা শতাব্দী এবং বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী দেশে, পর্বতে এবং সমভল ক্ষেত্রের তাঁহার সমস্ত দুর্গ, সম্পত্তি এবং স্বত্ব, অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদান করিলেন ; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চিরকাল তৎসমুদায়ে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিবেন ।

৪র্থ সর্ত । তৃতীয় সর্তে' লিখিত সম্পত্তিসমূহে অধিকার প্রাপ্তি ব্যতীত, যুদ্ধের বায় নির্বাহের জন্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টে, লাহোর গবর্ণমেন্টের নিকট আরও দেড় কোটি টাকা দাবী করিলেন ; ঐ সমস্ত টাকা লাহোর গবর্ণমেন্ট এক কালে প্রদান করিতে অপারগ ; এবং তৎসম্বন্ধে সম্ভাবজনক জামীন দিতে পারিলেন না ; সেই হেতু মহারাজ সিদ্ধনন্দ এবং বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী পার্বত্য প্রদেশ এবং কান্দীর ও হাজারা প্রদেশ প্রভৃতির সমস্ত দুর্গ, সম্পত্তি, স্বত্ব এবং তাহার আয়, অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদান করিলেন ; অর্থাৎ মহারাজের প্রায় এক ক্রোড় টাকা আয়ের সম্পত্তিতে অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চিরকালের জন্য আধিপত্য লাভ করিলেন ।

৫ম সর্ত । সন্ধিপত্র নিষ্পন্ন হইবার পূর্বে বা সময়ে, মহারাজ, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে অবশিষ্ট ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন ।

৬ষ্ঠ সর্ত । লাহোর সৈন্যদলের মধ্যে হইতে বিদ্রোহী সেনাদিগের অস্ত্র-শস্ত্র কাড়িয়া লইয়া মহারাজ তাহাদিগকে দলচ্যুত করিতে প্রতিশ্রুত রহিলেন ; ভূতপূর্ব মহারাজ রণজিৎ সিংহের সময়ে যে প্রকার বিধি-বিধান প্রবর্তিত ছিল, 'রেগুলার' বা 'আইন' পদ্ধতিক সৈন্যদলকে যে প্রকার বেতন ও ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, এক্ষণে মহারাজ সেই সকল নিয়ম পুনঃপ্রবর্তনায় স্বীকৃত হইলেন । এই সর্তের বিধানমতে যে সকল সৈন্যদলকে পদচ্যুত করা হইবে, তাহাদিগের বাকী প্রাপ্য মহারাজ পরিশোধ করিতে বাধ্য রহিলেন ।

৭ম সর্ত । অতঃপর লাহোর গবর্ণমেন্টের নির্দিষ্ট সৈন্যদলের সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইল ; —২৫টা পদাতিক সৈন্য দলের প্রত্যেক দলে ৮ শত বন্দুকধারী সৈন্য থাকিবে ; তদ্ব্যতীত ১২ হাজার অশ্বরোহী সৈন্য লাহোর গবর্ণমেন্ট রাখিতে পারিবেন । ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সম্মতি ব্যতীত, লাহোর গবর্ণমেন্ট কখনও এই সৈন্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না । যদি কখনও কোন বিশেষ কারণ বশতঃ সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে, তাহার কারণ পরস্পরা বিদ্বত্তরূপে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে জানাইতে হইবে । বিশেষ কোন কারণে সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইলে, সেই কারণ দূর হইলে, এই সর্তের প্রথমাংশে লিখিত নিয়মানুসারে, সৈন্যসংখ্যা কমাইতে হইবে ।

৮ম সর্ত। মহারাজের যে ৩৬টা কামান আছে, তাহার সকলগুলি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে; যেহেতু ঐ সকল কামান ব্রিটিশ সৈন্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইয়াছিল, এবং শতদ্রু নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল বলিয়া সোত্রাওনের যুদ্ধে ব্রিটিশ-সৈন্য তাহা অধিকার করিতে সমর্থ হয়।

৯ম সর্ত। বিপাশা ও শতদ্রু নদী এবং গার ও পঞ্চনদ নামক শতদ্রু নদীর যে দুইটা শাখা মিথেনকোট নামক স্থানে সিদ্ধনদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে, সেই সকল নদীর উপর ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট আধিপত্য করিবেন; মিথেনকোট হইতে বেলুচিস্থানের সীমানা পর্যন্ত সিদ্ধনদের উপরেও ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। ঐ সকল নদীর পারাপারের আয় এবং বাণিজ্য-শুল্ক ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টে প্রাপ্ত হইবেন। তবে ঐ সকল নদীতে লাহোর গবর্ণমেন্টের নিজের কোন বাণিজ্য-পোত বা লোকজন যাতায়াত করিলে, তদ্বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করা হইবে না। দুই রাজ্যের মধ্যবর্তী পূর্বোক্ত নদী সমূহের ভিন্ন ভিন্ন পারঘাট সম্বন্ধে এইরূপ বন্দোবস্ত হইল যে, ঐ সকল পারঘাটের তত্ত্বাবধানের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করিয়া, উদ্বৃত্ত আয়ের অর্দ্ধেক অংশ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট, লাহোর গবর্ণমেন্টকে প্রদান করিবেন। শতদ্রু নদীর যে অংশ লাহোর এবং ভাওয়ালপুর রাজ্যের সীমানার অন্তর্গত, সেই সকল স্থানের পারঘাট সম্বন্ধে এই সত্যের কোন সংশয় রহিল না।

১০ম সর্ত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বা তাহার কোন মিত্ররাজ্যের রক্ষার জন্য, মহারাজের রাজ্য মধ্য দিয়া কোন সময়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের কোন সৈন্যদল প্রেরণের আবশ্যক হয়, সেক্ষেপে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় মহারাজকে তাহা যথারীতি জানান হইবে, এবং ব্রিটিশ-সৈন্যদল লাহোর রাজ্যের মধ্য দিয়া যথাস্থানে গমনাগমন করিতে পারিবে। সেক্ষেপে অবস্থায় সৈন্যদলের গমনাগমনের সুবিধার জন্য লাহোর-গবর্ণমেন্টের কর্মচারিগণ নদীতে পারাপারের জন্য নৌকার এবং রসদাদি সংগ্রহের সুবিধা করিয়া দিবেন, নৌকা এবং রসদাদি সংগ্রহের যে ব্যয় পড়িবে, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট তাহার সম্পূর্ণরূপ মূল্য প্রদান করিবেন, এবং সৈন্যদলের গতিবিধি ক্ষেত্রে কাহারো কোন ক্ষতি হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সে ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। যে প্রদেশ দিয়া সৈন্যদল পরিচালিত হইবে, সেই প্রদেশের অধিবাসিবর্গের ধর্মাবিস্বাসের প্রতি কখনও কোনরূপে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না।

১১শ সর্ত। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সম্মতি ব্যতীত কখনও কোনও ব্রিটিশ প্রজা, কিংবা কোন ইউরোপীয় বা মার্কিন রাজ্যের লোক, মহারাজের কোন কার্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে না।

১২শ সর্ত। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এবং লাহোর গবর্ণমেন্টের মধ্যে পুনরায় মিত্রতা স্থাপন সম্পর্কে জাম্মুর রাজা গোলাপ সিং, লাহোর রাজ্যের যে হিতসাধন করিয়াছেন, তাহারই

পুরস্কার স্বরূপ কতকগুলি রাজ্য প্রদান করিয়া মহারাজ, রাজা গোলাপ সিংহকে স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করিবেন ; স্বর্গীয় মহারাজ খজা সিংহের সময় যে সকল প্রদেশে রাজা গোলাপ সিংহের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল তৎসমুদায়, এবং যে পার্বত্য প্রদেশ ও রাজ্য অতঃপর স্বতন্ত্র চুক্তিপত্রে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট, রাজা গোলাপ সিংহকে প্রদান করিবেন, তৎসমুদায় মহারাজ স্বাধীন বলিয়া মনে করিলেন । রাজা গোলাপ সিংহের সন্ধ্যাবহারের পুরস্কার স্বরূপ ঐ সকল প্রদেশে, বৃটিশগবর্ণমেন্টও রাজা গোলাপ সিংহকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিলেন ; তাঁহার সহিত বৃটিশ গবর্ণমেন্টের স্বতন্ত্র সন্ধিসর্তে সেই সকল বিষয় নির্ধারিত হইবে ।

১৩শ সর্ত । রাজা গোলাপ সিংহ এবং লাহোর রাজ্যের মধ্যে যদি কখনও কোনও বিবাদ উপস্থিত হয়, বৃটিশ গবর্ণমেন্ট তাহার মধ্যস্থতা করিবেন ; এবং মহারাজ তাহা মানিতে বাধ্য হইবেন ।

১৪শ সর্ত । বৃটিশ-গবর্ণমেন্টের সম্মতি ব্যতীত লাহোর রাজ্যের সীমা কখনও পরিবর্তিত হইতে পারিবে না ।

১৫শ সর্ত । লাহোর রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন সম্বন্ধে বৃটিশ-গবর্ণমেন্ট কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না ; কিন্তু কখনও কোন প্রকারে মীমাংসা সম্বন্ধে বৃটিশ-গবর্ণমেন্টের মতামত জিজ্ঞাসা করিলে, লাহোর গবর্ণমেন্টের শুভকল্পনায়, গবর্ণর জেনারেল তদ্বিষয়ে সচুপদেশ প্রদান করিয়া যথোচিত সাহায্য করিবেন ।

১৬শ সর্ত । উভয় রাজ্যের কোন একটি রাজ্যের প্রজা যদি অপর রাজ্যে গমন করে, তাহা হইলে, তাহাদিগের প্রতি আপনার রাজ্যের প্রজার ত্রায় সন্ধ্যাবহার করিতে হইবে ।

গবর্ণর জেনারেল, রাইট অনারেবল সার হেনরী হাডিঞ্জ, জি, সি, বি, মহোদয় কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত, বৃটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষীয় ফ্রেডরিক কারি, এক্সেয়ায়ার, এবং ব্রেভেট মেজর হেনরী মণ্টগোমরী লয়েন্স, কর্তৃক ষোলটি সত্বেয়ুক্ত এই সন্ধিপত্র অণু স্থিরীকৃত হয় ; মহারাজ দলীপ সিংহের পক্ষে, ভাই রাম সিং, সর্দার তেজ সিং, সর্দার ছত্র সিং আভরি-ওয়াল্লা, সর্দার রঞ্জোর সিং মজিথিয়া, দেওয়ান দীননাথ এবং ককীর ছরউদ্দীন উপস্থিত থাকিয়া এই সন্ধিসর্ত্ ধার্য করেন । গবর্ণর জেনারেল রাইট অনারেবল সার হাডিঞ্জ, জি, সি, বি, মহোদয় এবং হিজ হাইনেস মহারাজ দলীপ সিং কর্তৃক এই সন্ধিপত্র মোহরাস্থিত হইয়া অল্পমোদিত হইল ।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ই মার্চ, (১২৬২ হিজরী ১০ রবিয়ুলওয়াল দিবসে) লাহোরে এই সন্ধিপত্র সম্পন্ন, এবং সেই দিনই উহা অল্পমোদিত হয় ।

অষ্টাদশ পল্লিশিষ্ট।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের সহিত যে প্রথম সন্ধি
হয়, তাহারই কয়েকটি অতিরিক্ত সর্ভ।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্ট এবং লাহোর
দরবারের মধ্যে এই চুক্তি-সর্ভ ধার্য হয়।

৯ই মার্চে লাহোরের যে সন্ধি হয়, সেই সন্ধির ষষ্ঠ সর্ভ অল্পসারে লাহোর-সৈন্তের
সংস্কার সাধন না হওয়া পর্যন্ত, মহারাজের শরীর এবং রাজধানী রক্ষার জন্ত, লাহোর-
গবর্ণমেন্ট, গবর্ণর জেনারেলের নিকট, লাহোরে একদল ব্রিটিশ সৈন্ত স্থাপনের প্রার্থনা
করেন; কয়েকটি নির্দিষ্ট সর্ভে গবর্ণর জেনারেল, এই ব্যাপারে স্বীকৃত হন; পূর্বোক্ত
সন্ধির তৃতীয় এবং চতুর্থ সর্ভ অল্পসারে মহারাজ, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে যে সকল প্রদেশের
সম্বাদিকার প্রদান করিয়াছেন, তৎসংক্রান্ত কতকগুলি বিশেষ নিয়ম ধার্য করা আবশ্যক।
এই সকল কারণে নিম্নলিখিত আটটি সর্ভযুক্ত এই চুক্তিপত্র অল্প পূর্বোক্ত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে
সম্পন্ন হইল;—

১ম সর্ভ। লাহোর সন্ধির ষষ্ঠ সর্ভ অল্পসারে শিখ সৈন্তের পুনঃ-সংস্কার সাধন না
হওয়া পর্যন্ত, লাহোর সহরের অধিবাসিগণের এবং স্বয়ং মহারাজের রক্ষার জন্ত, গবর্ণর-
জেনারেল যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, তদনুযায়ী কতকগুলি ব্রিটিশ সৈন্ত, বর্তমান
১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিন পর্যন্ত, লাহোরে অবস্থিতি করিবে; যে উদ্দেশ্যে ঐ সৈন্তদল
লাহোরে স্থাপিত হইবে, লাহোর দরবার যদি সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে বলিয়া মনে
করেন, তাহা হইলে, বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই, সুবিধা মত সময়ে, সৈন্তদলকে লাহোর
হইতে ফিরাইয়া আনা হইবে। কিন্তু বর্তমান বৎসর অতীত হওয়ার পর লাহোরে আর
সৈন্তদল অপেক্ষা করিবে না।

২য় সর্ভ। পূর্বোক্ত সর্ভের উদ্দেশ্য সাধন কল্পে, লাহোর গবর্ণমেন্ট স্বীকৃত হইলেন
যে, উল্লিখিত ব্রিটিশ-সৈন্তদল সম্পূর্ণরূপে লাহোরদুর্গ এবং লাহোর নগরের অধিকার প্রাপ্ত
হইবে; এবং লাহোরের সৈন্তদলকে নগর হইতে স্থানান্তরিত করা হইবে। লাহোর
গবর্ণমেন্ট আরও স্বীকৃত হইলেন যে, ঐ সকল ব্রিটিশ-সৈন্যের অন্তর্গত 'অফিসার'
কর্মচারিগণের জন্য, তাঁহাদের আবশ্যক মত সুবিধাজনক বাসস্থান প্রদত্ত হইবে। ঐ
সকল সৈন্য ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্টের আপন সেনা নিবাস হইতে বৈদেশিক রাজ্যে স্থানান্তরিত

হইয়া, অপরের কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার, ঐ সকল সৈন্য পোষণের জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের যে অতিরিক্ত ব্যয় হইবে, লাহোর গবর্ণমেন্ট সে ব্যয়ভার বহন করিবেন।

৩য় সত্ৰ। যথালিখিত সত্ৰ অনুসারে শিখ সৈন্যদলের সংস্থার সাধনকল্পে লাহোর গবর্ণমেন্ট অবিলম্বে একান্ত মনে চেষ্টা করিবেন। সৈন্য সংস্থার এবং সৈন্যদিগের অবস্থান সম্বন্ধে, লাহোর-গবর্ণমেন্ট কতদূর অগ্রসর হন, লাহোরে যে সকল ব্রিটিশ-কর্মচারী থাকিবেন, তাঁহাদিগকে তৎসমুদায় বিবরণ জ্ঞাপন করা হইবে।

৪র্থ সত্ৰ। পূর্বোক্ত সত্ৰের কোন বিধান যদি লাহোর গবর্ণমেন্ট পালন করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে, প্রথম সত্ৰে লিখিত নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পূর্বেই, যে কোন সময়ে, ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্ট লাহোর হইতে সৈন্যদল উঠাইয়া লইতে পারিবেন।

৫ম সত্ৰ। ১ই মার্চের সন্ধি-পত্রের তৃতীয় এবং চতুর্থ সত্ৰক্রমে, মহারাজের নিকট হইতে প্রাপ্ত ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্টের রাজ্যের মধ্যে যে সকল জায়গীরদার, স্বর্গীয় মহারাজ রণজিৎ সিং, খজা সিং এবং শের সিংহের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, তাঁহাদের ন্যায় স্বয়ং ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্টে সর্বদা সসম্মানে স্বীকার করিবেন; সেই সকল জায়গীরদার তাঁহাদের জীবন কাল পর্যন্ত সকল সত্বে স্বত্ববান থাকিবেন, এবং ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের সেই ন্যায় স্বত্ব রক্ষার জন্য চেষ্টা করিবেন।

৬ষ্ঠ সত্ৰ। লাহোর সন্ধির তৃতীয় ও চতুর্থ সত্ৰ অনুসারে ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্ট যে সকল রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সকল রাজ্যের করদার এবং ম্যানেজারদিগের নিকট লাহোর গবর্ণমেন্টের যে বাকী খাজনা পাওনা আছে, বর্তমান বর্ষের (অর্থাৎ ১৯০২ বিক্রমজিৎ সম্বতের) 'ধারিক' শব্দ উৎপত্তির সময় পর্যন্ত, সেই রাজস্ব আদায় পক্ষে স্থানীয় ব্রিটিশ কর্মচারিগণ লাহোর-গবর্ণমেন্টকে যথাসাধ্য সহায়তা করিবেন।

৭ম সত্ৰ। পূর্বোক্ত সত্ৰের লিখিত প্রদেশের দুর্গসমূহ হইতে কামান ব্যতীত আর সর্বপ্রকার ধনসম্পত্তি লাহোর গবর্ণমেন্ট স্বেচ্ছাক্রমে স্থানান্তরিত করিতে পারিবেন। সেই সকল সম্পত্তির কোন অংশ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট যদি দখলে রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে, তাহার উচিত মূল্য লাহোর গবর্ণমেন্ট প্রাপ্ত হইবেন; যে সকল সম্পত্তি লাহোর গবর্ণমেন্ট স্থানান্তরিত করিতে ইচ্ছুক নহেন, অথচ ব্রিটিশ কর্মচারিগণেরও তাহা দখল করার আবশ্যক নাই, তদ্রূপ সম্পত্তির ব্যবস্থার জন্য, ব্রিটিশ কর্মচারিগণ লাহোর গবর্ণমেন্টকে যথাসাধ্য সহায়তা করিবেন।

৮ম সত্ৰ। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ই মার্চ লাহোর সন্ধির চতুর্থ সত্ৰ অনুসারে উভয় রাজ্যের সীমা নির্দেশ জন্য, উভয় গবর্ণমেন্ট কর্তৃক অবিলম্বে কমিশনার নিযুক্ত হইবে।

উনবিংশ পরিশিষ্ট

রাজা গোলাপ সিংহের সহিত ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি ।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ অমৃতসরে মহারাজ গোলাপ সিং

এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের মধ্যে এই

সন্ধি নিষ্পন্ন হয় ।

এক পক্ষে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এবং অন্য পক্ষে জাম্মুর মহারাজ গোলাপ সিংহ, —উভয়ের মধ্যে এই সন্ধি ধার্য হয় । ইষ্ট ইণ্ডিজে (ভারতবর্ষ এবং তৎসংলগ্ন স্থান সমূহে) সমস্ত কার্যভার নির্বাহের জন্য অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক সম্পূর্ণ ক্ষমতা-প্রাপ্ত, ব্রিটেনেশ্বরী মহারানী ভিক্টোরিয়ার অনারেবল প্রিন্সি কোমিলের সদস্ত, গবর্ণর জেনারেল রাইট, অনারেবল সার হেনরি হাডিঞ্জ, জি, সি, বি কর্তৃক নিযুক্ত এবং ক্ষমতা প্রাপ্ত, ফ্রেডারিক কারি এক্সোয়ার, এবং ব্রেভেট মেজর হেনরী মণ্টগোমরি লরেন্স সাহেব, অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে এবং মহারাজ গোলাপ সিং স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া এই সন্ধি নিষ্পন্ন করিলেন ;—

১ম সর্ত । ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ লাহোরে যে সন্ধি হয়, সেই সন্ধির চতুর্থ সর্ত অমৃতসরে ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্ট যে রাজ্য প্রাপ্ত হন, সেই রাজ্যের কিয়দংশ মহারাজ গোলাপ সিংহ, এবং তাঁহার পুত্রসন্তানগণ পুরুষানুক্রমে স্বাধীনভাবে ভোগদখল করিতে পারিবেন ; শতদ্রু নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত এবং ইরাবতী নদীর পশ্চিম তীরস্থিত, সমস্ত পার্বত্য প্রদেশ ও তাহার অন্তর্গত আশ্রিত ও অধীনস্থ লাহল ব্যতীত সমস্ত দেশ এবং চাষা মহারাজের অধিকারভুক্ত হইল ।

২য় সর্ত । পূর্বোক্ত সর্তানুসারে মহারাজ গোলাপ সিং যে সকল প্রদেশে অধিকার লাভ করিবেন, তৎসমুদয়ের পূর্ব সীমা নির্ধারণের জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এবং মহারাজ গোলাপ সিং কর্তৃক কমিশনার নিযুক্ত হইবেন ; জরীপ কার্য সম্পন্ন হওয়ার পর স্বতন্ত্র-পত্রে তদ্বিষয় বিশেষরূপে উল্লিখিত হইবে ।

৩য় সর্ত । পূর্বোক্ত সর্ত অমৃতসরে মহারাজ গোলাপ সিং এবং তাঁহার উত্তরাধিকারি-গণকে যে সম্পত্তি প্রদান করা হইতেছে, তাহার দরুন মহারাজ গোলাপ সিং ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্ট কে ৭৫ পঁচাত্তর লক্ষ ‘নানকসাহী’ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন ; এই সন্ধি অমুমোদিত হইবার সময়ই তিনি ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন, এবং বর্তমান ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর অবশিষ্ট ২৫ লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য রহিলেন ।

গবর্ণর জেনারেল রাইট অনারেবল সার হেনরী হাডিঞ্জ জি, সি, বি, মহোদয় কর্তৃক ক্ষমতা-প্রাপ্ত, বৃটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষীয় ফ্রেডারিক কারি এক্সোয়ার, এবং ব্রেভেট মেজর হেনরি মন্টেগোমরি লয়েল কর্তৃক দশটি সত্বেয়ুক্ত এই সন্ধিপত্র স্বয়ং মহারাজ গোলাপ সিংহের সহিত অত্ত নিষ্পন্ন হইল। গবর্ণর-জেনারেল রাইট অনারেবল সার হেনরী হাডিঞ্জ জি, সি, বি, মহোদয় কর্তৃক উক্ত সন্ধিপত্র অত্তই মোহরাক্ষিত এবং অমুমোদিত হইল।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ ১২৪৬ হিজরী, ১৭ রবিয়লওয়াল দিবসে এই সন্ধি পত্র অমৃতসরে সম্পন্ন হইল।

বিংশ পান্নিশিষ্টে

লাহোরের সহিত ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় সন্ধি।

করেন ডিপার্টমেন্টে, বিপাশার নদীর পূর্ব-
তীরস্থিত ভাইরোয়াল ঘাট ক্যাম্প,
২২শে ডিসেম্বর, ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ।

যখন মহারাজ গোলাপ সিং কাশ্মীর প্রদেশ অধিকার করিতে যান; তখন কাশ্মীরের ভূতপূর্ব শাসনকর্তা শেখ ইমাম উদ্দীন লাহোর-গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে অস্ত্র-শস্ত্র সৈন্যবল সাহায্যে তাঁহাকে বাধা দিয়াছিলেন; ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ লাহোর-গবর্ণমেন্টের সহিত যে সন্ধি হয়, সেই সন্ধি-সর্ত অমুসারে বিজ্রোহী প্রজাদিগকে দমন করিয়া, বৃটিশ গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধির হস্তে ঐ প্রদেশের ভার প্রদানের জন্য লাহোর-গবর্ণমেন্টকে আদেশ করা হইয়াছিল।

সেই কার্যের জন্য মহারাজ গোলাপ সিংহের এবং লাহোর ষ্টেটের যুক্ত সৈন্যদলকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্য, একদল বৃটিশ-সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছিল; আবশ্যকমতে ঐ সৈন্যদল সাহায্যের জন্য প্রস্তুত ছিল।

লাহোর দরবারের আদেশ অমুসারে শেখ ইমাম উদ্দীন মহারাজ গোলাপ সিংহকে বাধা প্রদান করিয়াছেন, এই কথা তিনি বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে জানাইয়াছিলেন; তিনি আরও জানাইয়াছিলেন যে, উজীর রাজা লাল সিংহের লিখিত উপদেশ অমুসারেই এই বিজ্রোহর উদ্ভেজন হইয়াছে।

শেখ ইমাম উদ্দীন, বৃটিশ এজেন্টের নিকট আত্মসমর্পণ করেন; তাঁহার সহিত সর্ত হয় যে, তিনি যদি প্রামাণ্য করিতে পারেন যে লাহোর দরবারের মন্ত্রী উত্তরনাম মহারাজ গোলাপ সিংহের রাজ্যাধিকারে বাধা প্রদান করা হইয়াছে, তাহা হইলে, তাঁহার শরীর বা সম্পত্তির প্রতি লাহোর দরবার কোন শাস্তি বিধান করিবেন না, বৃটিশ এজেন্ট তখিষয়ে.

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছেন। বাহাতে এ বিষয়ের গুচ্ছাশুপ্ত নিরপেক্ষ অমুসন্ধান হয়, ব্রিটিশ এক্সেপ্টে ডিবিয় গবর্ণমেন্টকে অঙ্গীকার করাইয়া লইয়াছিলেন।

শেখ ইমাম উদ্দীন যে অভিযোগ উপস্থিত করেন, প্রকান্তভাবে তাহার অমুসন্ধান হইয়াছিল। অমুসন্ধান সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হয়, — মহারাজ গোলাপ সিংহ কান্দীর প্রদেশ অধিকার করিতে যাইলে, শেখ ইমাম উদ্দীন তাঁহাকে যে বাধা দিয়াছিলেন, রাজা লাল সিংহের গুপ্ত উত্তেজনাই তাহার মূলীভূত।

অতঃপর অবিলম্বে উজীর রাজা লাল সিংহকে পদচ্যুত করিয়া ব্রিটিশ প্রদেশে নির্বাসিত করিবার জন্য, গবর্ণর জেনারেল লাহোর-ষ্টেটের সামন্তগণের প্রতি আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন।

উজীর লাল সিং গুপ্ত ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করিয়া সন্ধির সত্য ভঙ্গ করিয়াছেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ রাজা লাল সিং পদচ্যুত হইলে, গবর্ণর জেনারেল তাহাতে স্বীকৃত ছিলেন। উজীর লাল সিংহের কার্যে দরবারের অন্যান্য সদস্যদিগের যে যোগাযোগ ছিল না, তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই; কান্দীরের বিদ্রোহদমন করিলে এবং সন্ধিসত্য পরিপালনের বাধা দূর করিতে, শিখ-সৈন্যদলের এবং সর্দারগণের ব্যবহারে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, উজীর লাল সিংহের অপকর্মের সহিত সমস্ত শিখ-জাতি লিপ্ত নহে।

মন্ত্রিগণ এবং সামন্তগণ একবাক্যে উজীর লাল সিংহের পদচ্যুতি বিষয়ে সম্মত হইয়াছিলেন এবং অবিলম্বে তাহা কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন।

লাহোরের শাসন সংক্রান্ত বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে দরবারের অবশিষ্ট সদস্যগণ সমস্ত সর্দার এবং সামন্তগণের সহিত একমত হইয়া, কয়েক দিনের পরামর্শের পর স্থির করিয়াছেন যে, মহারাজ দলীপ সিংহের অপ্রাপ্ত ব্যবহারকালে তাঁহার রক্ষার জন্ত এবং রাজ্যের সুশাসন করিলে ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্টের সাহায্য এবং মধ্যস্থতা প্রার্থনীয়।

দরবারের এবং সামন্তগণের সেই প্রার্থনা অমুসারে বর্তমান বর্ষের ১৫ মার্চ তারিখে লাহোরে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত লাহোর গবর্ণমেন্টর যে সন্ধি হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার কিছু সাময়িক পরিবর্তন আবশ্যক হইয়াছে।

সেই পরিবর্তনের নিয়ম এবং সত্য নিম্নলিখিত চুক্তিপত্রে লিখিত হইল।

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এবং

লাহোর-দরবারের মধ্যে এই চুক্তিপত্রের

সর্তসমুহ ধার্য হয়।

লাহোর দরবার এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান সামন্তগণ ও সর্দারগণ স্পষ্ট ভাষায় ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে জানাইয়াছেন যে, মহারাজ দলীপ সিংহের অপ্রাপ্ত ব্যবহারকালে, লাহোর রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণের সুব্যবস্থার জন্য, তাঁহার গবর্ণর জেনারেলের সহায়তা ও

সুপারামর্শের প্রার্থী। তাঁহাদের মতে লাহোর-গবর্ণমেন্টের রক্ষাকল্পে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহাদের সেই প্রার্থনা অনুসারে, কডকগুলি সর্ভের অধীনে, গবর্ণর জেনারেল নিয়ন্ত্রিত চুক্তিপত্র, বিগত ১১ই মার্চ তারিখে লাহোরে যে চুক্তিপত্র ধার্য হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধন করিতেছেন। গবর্ণর জেনারেল রাইট অনারেবল ভাইকাউন্ট হার্ডিঞ্জ, জি, সি, বি, কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, গবর্ণর-জেনারেলের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের এজেন্ট, লেক্টনাণ্টকর্ণেল হেনরি মণ্টগোমরি লরেন্স, সি, বি, এবং ভারত গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী, ফ্রেডারিক কারি এম্বোয়ার, এতদ্বারা বৃটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষে এই সন্ধিসর্তে স্থিরীকরণে নিযুক্ত হইয়াছেন। সর্দার তেজ সিং, সর্দার শের সিং দেওয়ান দীননাথ, ফকীর জুরউদ্দীন, রায় কিষণ চাঁদ, সর্দার রজোর সিং মজিথিয়া উত্তর সিং কালীওয়াল, ভাই নিধান সিং, সর্দার খাঁ সিং মজিথিয়া, সর্দার শমসের সিং, সর্দার লাল সিং, মোরারিয়া, সর্দার খের সিং সিদ্ধানওয়াল, সর্দার অর্জুন সিং রাওবাডুগিয়া, লাহোরে সমবেত সমস্ত, সর্দারগণের সম্মতিক্রমে একমত হইয়া মহারাজ দলীপ সিংহের পক্ষে এই সন্ধিসর্তে সামন্ত ও সর্দারদিগের সম্মতিক্রমে একমত হইয়। হিজ হাইনেস মহারাজ দলীপ সিংহের পক্ষে সন্ধিসর্তে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

১ম সর্ত। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এবং লাহোর ষ্টেটের মধ্যে যে সন্ধি ধার্য হয়, সেই সন্ধির অন্তর্গত পঞ্চদশ ধারা ব্যতীত অপরগণের ধারা বিষয়ে উভয় গবর্ণমেন্ট সমভাবে বাধ্য থাকিবেন; উক্ত পঞ্চদশ ধারা সম্বন্ধে আপাততঃ কিছুদিনের জন্য কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধিত হইল।

২য় সর্ত। উপযুক্তরূপে সহকারিগণের সাহিত একজন বৃটিশ কর্মচারী গবর্ণর জেনারেল কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া লাহোরে অবস্থিত করিবেন। রাজ্যের সমস্ত বিভাগের কার্যাবলীর উপর তাঁহার আধিপত্য থাকিবে; তাঁহার আদেশমত সমস্ত সৈন্য পরিচালিত হইবে।

৩য় সর্ত। জনসাধারণের প্রকৃতি এবং মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, জাতীয় আচার ব্যবহার, শিক্ষা-পদ্ধতি ও ধর্মকর্ম রক্ষা করিয়া এবং সকল সম্প্রদায়ের ন্যায্য স্বত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ না করিয়া শাসন কার্য পরিচালিত হইবে।

৪র্থ সর্ত। শাসনের প্রণালী এবং বিভাগ সম্বন্ধে কোন পরিবর্তন সাধিত হইবে না। তবে লাহোর গবর্ণমেন্টের ন্যায্য স্বত্ব রক্ষার জন্য, এবং পূর্ববর্তী সর্তের উদ্দেশ্যসমূহ পালন জন্য, শাসন প্রণালীর কোন পরিবর্তন আবশ্যক হইলে তাহা করা হইবে। আপাততঃ দেশীয় কর্মচারীদিগের দ্বারাই রাজকীয় সদস্ত-সভার তত্ত্বাবধানে সকল কার্য সম্পন্ন হইবে; প্রধান প্রধান সামন্ত এবং সর্দারগণকে লইয়া বৃটিশ রেসিডেন্টের পরিচালনে এবং শাসনাধীনে সদস্ত-সভা গঠিত হইবে।

৫ম সর্ত। আপাততঃ নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে লইয়া রাজকীয় সদস্ত সভা (Council of Regency) গঠিত হইবে;—যথা, সর্দার তেজ সিংহ, সর্দার শের সিং আত্মবি-

ওয়ালা, দেওয়ান দীননাথ, ককীর ছুর উদ্দীন, সর্দার রঞ্জোর সিং মজিথিয়া, ভাই নিধান সিং, সর্দার উত্তর সিং কালীওয়ালা, সর্দার শমসের সিং সিদ্ধানওয়ালা। গবর্নরের আদেশ এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্রিটিশ রেসিডেন্টের সম্মতি ব্যতীত সদস্যগণের কোনই পরিবর্তন হইতে পারিবে না।

৬ষ্ঠ সর্ত। রাজকীয় সদস্য-সভার দ্বারা দেশের শাসনকার্য নির্বাহিত হইবে ; কিন্তু ব্রিটিশ রেসিডেন্টের অভিপ্রায় মত তাঁহাদিগকে কার্য করিতে হইবে। সকল বিভাগের সকল কার্যেই ব্রিটিশ রেসিডেন্টের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও আধিপত্য বিদ্যমান থাকিবে।

৭ম সর্ত। দেশের শান্তি রক্ষার জন্য এবং মহারাজের শরীর রক্ষা কল্পে গবর্নর জেনারেল যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, তদনুসারে ব্রিটিশ সৈন্য লাহোরে অবস্থিতি করিবে, সৈন্যদলের সংখ্যা, অবস্থান এবং শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে গবর্নর জেনারেলই স্থির করিবেন।

৮ম সর্ত। দেশের শান্তি রক্ষার জন্য এবং রাজধানী নিরাপদ বিধান কল্পে, গবর্নর জেনারেল ইচ্ছানুসারে লাহোর রাজ্যের অন্তর্গত যে কোন দুর্গ বা সেনা-নিবাস ব্রিটিশ সৈন্য দ্বারা অধিকার করিয়া লইতে পারিবেন।

৯ম সর্ত। এই সকল সৈন্য রক্ষার জন্য ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের যে ব্যয় হইবে, তাহা নির্বাহকল্পে, লাহোর-ষ্টেট প্রতি বৎসর ব্রিটিশ গবর্নমেন্টকে পূর্ণ ওজনের ২২লক্ষ তুতন 'নানকসাহী' টাকা প্রদান করিবেন। দুই কিস্তিতে, অর্থাৎ ১৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা প্রতিবৎসর মে ও জুন মাসের মধ্যে, এবং ৯লক্ষ ৮০ হাজার টাকা নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে প্রত্যেক বৎসর দিতে হইবে।

১০ সর্ত। মহারাজ দলীপ সিংহের জননী, হার হাই-নস মহারানীর নিজের এবং তাঁহার অধীনস্থগণের ভরণ-পোষণের জন্য, প্রতিবৎসর তাঁহাকে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে হইবে ; সেই টাকা মহারাজ যথেষ্টক্রমে ব্যয় করিতে পারিবেন।

১১শ সর্ত। এই সন্ধির সর্ত সমূহ মহারাজ দলীপ সিংহের অপ্রাপ্ত ব্যবহারকাল পর্যন্ত অনুল্ল থাকিবে। মহারাজের ষোল বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে, ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর হইতে, এ সকল সর্ত রহিত হইবে। মহারাজের গবর্নমেন্টের রক্ষার জন্য ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের সহায়তার যখন আর আবশ্যক হইবে না, গবর্নর জেনারেল এবং লাহোর দরবার যখন তাহা বুঝিতে পারিবেন, সেই সময় গবর্নর জেনারেল ইচ্ছা করিলে, মহারাজের সাবালক অবস্থা প্রাপ্তির পূর্বেই, এই সন্ধির ব্যবস্থা রহিত করিতে পারিবেন।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর উল্লিখিত কর্মচারিগণ এবং সর্দার ও সামন্তগণ উপস্থিত থাকিয়া এগারটা সর্তযুক্ত এই সন্ধিপত্র লাহোর সহরে নিষ্পন্ন করিলেন।

একবিংশ পান্নিশিষ্ট

১৮৪৪খৃষ্টাব্দের গণনা অনুসারে পঞ্জাবের রাজস্ব পরিমাণ।

করদ রাজ্য।	ঢাকা	ঢাকা
বিলাসপুর, রাজস্ব ১০,০০০ লেহনা সিংহের		
শাসনাধীন —	৭০,০০০	
স্বক্কেত ঐ ১৫,০০০ ঐ —	৭০,০০০	
চাম্বা, অজ্ঞাত, গোলাপ সিংহের		
শাসনাধীনে —	২,০০,০০০	
রাজওরি ঐ ঐ —	১,০০,০০০	
লুদাক, রাজস্ব ৪২,০০০, ঐ —	১,০০,০০০	
ইসকাদো, ঐ ৭,০০০ ঐ —	২৫,০০০	
		৫,৬৫,০০০

— এই সকল রাজ্যের মধ্যে
বিলাসপুর ব্যতীত অগ্র সকলগুলি,
তদ্রত্য শাসকভূগণের ইজারা স্বরূপ বলা
বাইতে পারে; করদ রাজ্য বলিয়া মনে
না করিলেও কোন ক্ষতি হয় না। জন-
সাধারণের প্রতিনিধিগণ তদ্রত্য শাসন
নির্বাহ করিয়া থাকেন; সাধারণতঃ সেই
সকল রাজ্যের ঐর্ঘ্য-সম্পদ, প্রতিনিধি
পরিচালিত গবর্ণমেন্টের আদেশ অনুসারে
ব্যয়িত হইয়া থাকে। আর্থিক ব্যয়-বাহুল্য
উল্লেখের পরিবর্তে, সেই সেই রাজ্যের
রাজস্ব যতদূর সম্ভব সঠিক ভাবে গ্রহণে
সম্মিষ্ট হইল।

রাজস্ব	টাকা	টাকা
('কারুম' বা ইজারা ।)		
জের — — —	—	৫,৬৫,০০০
মাগী ।—মাগীর রাজা ইহার ইজারাদার ; তাঁহার আয় চারি লক্ষ টাকা ; কিন্তু তিনি কেবল এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে সমর্থ । —	৪,০০,০০০	
কুলু ।—ভজ্জ্য স্থানের রাজ-পরিবার বিস্ত- ভোগী । — —	১,২০,০০০	
জাসোয়ান ।—রাজ-পরিবারের একটি জায়- গীর ভূমি ছিল । —	১,২৫,০০০	
কাকড়া — ঐ ; ইজারা সম্বন্ধে অন্তর্ভুক্ত নহে । —	৬,০০,০০০	
কোটলের ।—রাজ-পরিবারের একটি জায়- — —	২৫,০০০	
শিবা ।—ভজ্জ্য রাজ-পরিবারকে সমস্ত সম্পত্তির জায়গীরদার বলা যাইতে পারে ; তাহারা অথ ও সৈন্ত সাহায্য প্রদান করিত । —	২০,০০০	
নুরপুর ।—অজ্জ্য রাজ-পরিবারের জায়- গীর ছিল । — —	৩,০০,০০০	
হরিপুর ।— ঐ —	১,০০,০০০	
দাভারপুর ।— ঐ —	৫০,০০০	
কোটালী ।— ঐ —	২০,০০০	
	১৭,৬০,০০০	৫,৬৫,০০০

টিগ্গী ।—উপরোক্ত রাজ্যগুলি, লেহনা
সিং রাজধিরা শাসন করিতেন ।

	টাকা	টাকা
জের — — ১৭,৬০,০০০		৫,৬৫,০০০
বিশৌলি।—সমস্ত পরিবারের সমন্বয়।		
রাজা হরি সিং ইহার অধিনায়ী — ৭৫,০০০		
কান্দীর।—শেখ গোলাম মহিউদ্দীনের শাসনাধীন।		
চুক্তি — ২১,০০,০০০		
সৈন্য — ৫,০০,০০০		
গচ্ছিত — ৪,০০,০০০		
মজঃকরাবাদ, (কান্দীরের অধীন বা অন্তর্গত) ৩০,০০,০০০		
মজঃকরাবাদের শাসনকর্তা,		
একজন জায়গীরদার ছিলেন। — ১,০০,০০০		
রাজা গোলাপ সিংহের অধীন। গান্ধার এবং		
কচ হাজারা তারনৌলির সর্দারগণের এবং কতকগুলি জায়গীর ১,৫০,০০০		
পাখলি আছে, কিন্তু তাহারা ধামতৌর একরূপ স্বাধীন ভাবে লুণ্ঠনাদি কার্যে ব্যাপৃত থাকে।		
রাওলপিণ্ডী—দেওয়ান হাকিম রায়ের অধীন। — ১,০০,০০০		
দেওয়ান মুলরাজের হাসান আব- অধীন। কিছু দিন দাল, খাতির পূর্বে কচ হাজারা ১,১০,০০০		
এবং ঘেপি। তাহার অধীন ছিল।		
পেশওয়ার।—সর্দার ভেজ সিং এই স্থানের শাসনকর্তা 'বারক'জারী-দিগের কতকগুলি জায়গীর আছে — ১০,০০,০০০		
	৬২,৮৫,০০০	৫,৬৫,০০০

	টাকা	টাকা
জের —	৬২,৫৮,০০০	৫,৬৫,০০০
টাক বান্ধু।—দেওয়ান দৌলত রায়ের অধীন। অত্রত্য সমস্ত সর্দার পলায়ন করেন ; অধুনা সেই সমস্ত সর্দারের এক জন ভ্রাতা জায়- গীরদার —	২,৫০,০০০	
ডেরা-ইম্মাইল খাঁ।—দেওয়ান দৌলত রায়ের অধিকারভুক্ত ; তত্রত্য সর্দার একজন জায়গীরদার —	৪,৫০,০০০	
মুলতান, ডেরা গাজী দেওয়ান সাওয়ান খাঁ, মানথেরা। মল্ল		
চুক্তি —	৩৬,০০,০০০	
সৈন্ত —	৭,০০,০০০	
গচ্ছিত ইত্যাদি	২,০০,০০০	৪৫,০০,০০০
রামনগর, প্রভৃতি।—দেওয়ান সাওয়ান মল্ল —	৩,০০,০০০	
মিট্টা তাওয়ান।— মৃত বীওয়ান সিংহ—	১,০০,০০০	
বেরে খুসাব।— রাজা গোলাপ সিং —	১,০০,০০০	
পিণ্ড দাদল খাঁ।— ঐ —	৫০,০০০	
জুজরাট।— ঐ —	৩,০০,০০০	
উজ্জিরাবাদ প্রভৃতি।—মৃত সুরচেন সিং	১,০০,০০০	
শিয়ালকোট।— রাজা গোলাপ সিং —	৫০,০০০	
জলন্ধর দোয়াব।—শেখ ইমামউদ্দীন—	২২,০০,০০০	
শেখপুরা প্রভৃতি।—শেখ ইমামউদ্দীন	২,৫০,০০০	
শতজর পূর্ববর্তী ইজারা ভূমি সমূহ।—	৬,৫০,০০০	
পঞ্জাবের অন্তর্গত বিবিধ ইজারা ভূমি		১,৭২,৮৫,০০০
—	১৫,০০,০০০	১,৮৮,৮৫,০০০

দেবোত্তর ভূমি ।	টাকা	টাকা
জের — —	১,৭১,৮৫,০০০	১,৮৫,৫০,০০০
‘সোধি’ সম্প্রদায়ের অধীনস্থ দেবোত্তর —	৫,০০,০০০	
‘বেদী’ সম্প্রদায়ের অধীনস্থ দেবোত্তর —	৪,৫০,০০০	
‘আকালি’, ‘ফকীর’, ‘ব্রাহ্মণ’, এবং অমৃতসরের সংলগ্ন স্থান সমূহ ইত্যাদি —	<u>১১,০০,০০০</u>	
জাম্বুরাজগণের পার্বত্য জায়গীর সমূহ ।		২০,০০,০০০
জ্যেষ্ঠোত্তা প্রভৃতি ।—হীরা সিং ; অজ্ঞাত শাসনকর্তার একক জায়গীর আছে—	১,২৫,০০০	
পাদের, এবং চাষার অন্তর্গত অজ্ঞাত গোলাপ সিং —	১,০০,০০০	
জেলা সমূহ ।		
বাদারোয়া ।—গোলাপ সিং (চাষারাজের পিতৃব্যের সহিত জায়গীর ভোগ করেন ।)	৫০,০০০	
মানকোট ।—মৃত সুরেন্দ্র সিং ; পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের জায়গীর আছে । —	৫০,০০০	
ভাট ।—ঐ ঐ ঐ —	৫০,০০০	
বাল্লালতা ।—ঐ ঐ ঐ —	১,২৫,০০০	
চানিনী (রামনগর) ।—গোলাপ সিং	৩০,০০০	
জাম্বু গোলাপ সিং ; পরিবারবর্গের এবং প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তিই	<u>৪,০০,০০০</u>	
রিয়াসি রাজ্যভাগী ।	১,৩০,০০০	২,০৫,৫০,০০০

জের	—	টাকা	টাকা
		১,১৫,০০০	২,০৫,৫০,০০০
চাখা।—মৃত হুচেং সিং ; পরিবারবর্গ হয় মৃত ; না হয়, পলায়ন করি- য়াছে।		৪০,০০০	
কিটোয়ার।—গোলাপ সিং ; পরিবারবর্গ রাজ্যভাগী।		১,৫০,০০০	
উখল্লর ; কেরী			
সিংহের পরিবার-	গোলাপ সিং ;		
বর্গের অধিকার-	পরিবারবর্গের	৫০,০০০	
ভুক্ত চাকানা	জায়গীর আছে।	৫০,০০০	
ইহার অন্তর্ভুক্ত।			
জীখার,—মৃত ধীয়ান সিং ; পরিবারস্থ কয়েক জনের জায়গীর আছে ; অস্তান্ত সকলে দেশভাগী।		১,৫০,০০০	
চিব্-ভো'জাতিসমূহ।—মৃত ধীয়ান সিং পরিবারবর্গের অধীন একটি জায়গীর আছে।		<u>১,০০,০০০</u>	
রাজস্ব—জায়গীর।			১৪,২০,০০০
কোটালী।—মৃত ধীয়ান সিং ; জায়গীর— স্বনাচ।—ঐ হয়ত পরি- বারবর্গ দেশভাগী।		৩০,০০০	
		৭০,০০০	
দজালি, খানপুর প্রভৃতি।—গোলাপ সিং ; পরিবারস্থ কয়েকজন জায়গীর ভোগ করেন ; কয়েক জন বন্দী ; এবং অবশিষ্ট কয়েক জন দেশভাগী		<u>১,০০,০০০</u>	
জাম্বুয়াজগণের অধীনস্থ বহুসংখ্যক জায়- গীর (সম্ভবত ভূমির অন্তর্ভুক্ত।) —		৭,০০,০০০	২,১২,৭০,০০০

	টাকা	টাকা
জের — —	১০,০০,০০০	
কাঙড়ার রাজগণ (রণবীর প্রভৃতি) —	১,০০,০০০	
সর্দার লেহনা সিং মজিথিয়া —	৩,৫০,০০০	
সর্দার নিহাল সিং আলহুওয়ালিয়া —	২,০০,০০০	
সর্দার কিশোর সিং (জমাদার খুসাল সিংহের পুত্র) —	১,২০,০০০	
সর্দার ভেজ সিং —	৬০,০০০	
সর্দার শাম সিং, এবং ছত্র সিং আতারি- ওয়াল —	১,২০,০০০	
সর্দার খমসের সিং সিদ্ধানওয়াল —	১৫,০০০	
সর্দার অর্জুন সিং, এবং হরি সিংহের অপরাপর পুত্র —	১৫,০০০	
কুমার পেশোয়ারা সিং —	৫,০০০	
কুমার তারা সিং —	২০,০০০	
সর্দার জোয়াহির সিং (দলীপ সিংহের পিতৃব্য।) —	৫০,০০০	
সর্দার মন্বল সিং —	৫০,০০০	
সর্দার কতে সিং মান —	৫০,০০০	
সর্দার উত্তর সিং কালিয়ানওয়াল —	৫০,০০০	
সর্দার হকুম সিং মালওয়াই —	৫০,০০০	
সর্দার বেলা সিং মোকাল —	৫০,০০০	
সর্দার নুলতান মহম্মদ, সৈয়দ মহম্মদ এবং শির মহম্মদ খাঁ —	১,৫০,০০০	
সর্দার জামাল-উদ্দীন খাঁ —	১,০০,০০০	
শেখ গোলাম মহিউদ্দীন —	৩০,০০০	
সর্দার উজ্জ্বল-উদ্দীন, তাঁহার আত্মগণ —	১,০০,০০০	
	<u>৪৫,১৫,০০০</u>	২,১২,১০,০০০

	টাকা	টাকা
জের	— ৪৫,১৫,০০০	২,১১,৭০,০০০
দেওয়ান সওয়ান মল্ল	— ২০,০০০	
বিবিধ প্রকার	— <u>৫০,০০,০০০</u>	
বাণিজ্য শুদ্ধ প্রভৃতি		১৫,২৫,০০০
লবণের খনি।—রাজা গোলাপ সিং,	— ৪,০০,০০০	
সহরের রাজস্ব।—অমৃতসর ;		
নৃত ধীমান সিং	— ৫,৫০,০০০	
ঐ।—লাহোর ঐ	— ১,৫০,০০০	
সহরের বিবিধ প্রকার রাজস্ব	— ১,০০,০০০	
‘আবকারী’ (‘একসাইজ’) ইত্যাদি	— ৫০,০০০	
মালামাল চালানের শুদ্ধ ; লুধিয়ানা		
হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত	— ৫,০০,০০০	
‘মোহরানা’ (‘স্ট্যাম্প’)	— <u>২,৫০,০০০</u>	২৪,০০,০০০
মোট	—	৩,২৪,৭৫,০০০

খতিয়ান।

রাজস্ব ;—	টাকা
করম রাজ্য	— ৫,৬৫,০০০
ইজারা ভূমি	— ১,৭১,৮৫,০০০
দান	— ২০,০০,০০০
	— ১৫,২৫,০০০
বাণিজ্য শুদ্ধ প্রভৃতি	— <u>২৪,০০,০০০</u>
	৩,২৪,৭৫,০০০

দ্বাবিংশ পান্নিশিষ্ট

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের হিসাব অনুসারে লাহোরের সৈন্ত পরিমাণ।

প্রত্যেক সৈন্তদলের আধিনায়ক।		স্থায়ী সৈন্তদল। জাতি।		বৃহৎ কামান পদাতিক অশ্বারোহী ক্ষুদ্র কামান মুক অবরোধ কামান কামান		
তেজ সিং	শিখ	৪	১	১০	০	০
জেনারেল প্রতাপ সিং	শিখ	৩	০	০	০	০
পাতিওয়াল	শিখ	৩	০	০	০	০
জেনারেল জোরাল সিং	শিখ পদাতিক ; শিখ এবং মুসলমান গোল- ন্দাজ সৈন্ত	২	০	৪	০	০
শেখ ইমান উদ্দীন	মুসলমান	৩	০	৪	০	০
লেহনা সিং মজিখিয়া	শিখ পদাতিক ; অল্প সংখ্যক শিখ সৈন্ত	২	০	১০	৩	২
জেনারেল বিবেণ সিং	মুসলমান ; কয়েক জন মাত্র শিখ সৈন্ত	২	০	৩	০	০
জেনারেল গোলাপ সিং	তিনটি মুসলমান সৈন্ত দল ; কামান পরিচালক	৩	০	১৪	০	০
গোহুভিন্দিয়া	শিখ এবং মুসলমান সৈন্ত	৩	০	১৪	০	০
জেনারেল মহাতাব সিং	পদাতিক শিখ সৈন্ত ;					
মজিখিয়া	শিখ এবং মুসলমান গোলন্দাজ	৪	১	১২	০	০
জেনারেল গুরদত্ত সিং	প্রধানতঃ শিখ পদাতিক সৈন্ত	৩	০	০	০	০
মজিখিয়া	গোলন্দাজ সৈন্ত,—শিখ এবং মুসলমান। পূর্বে					
কর্ণেল, জন হলমস্						

এই সৈন্তদল জেনারেল কোর্টের অধিনায়কত্বে পরিচালিত হইত।		১	০	১০	০	০
জেনারেল দৌল সিং হিন্দুস্থানী সৈন্ত ; অন্ন সংখ্যক শিখ		২	০	০	০	০
কর্ণেল কোর্টলাও পদাতিক সৈন্ত—শিখ এবং (ইহাকে কার্য হিন্দু ; গোলন্দাজ সৈন্ত— হইতে জবাব দেওয়া শিখ এবং মুসল- হয়) মান		২	০	১০	০	০
শেখ গোলাম মহী পদাতিক সৈন্ত।—শিখ ? উদ্ভীন গোলন্দাজ সৈন্ত—শিখ এবং মুসলমান		১	০	৬	৮	০
দেওয়ান অষোষণা পদাতিক,—শিখ ; গোল- প্রসাদ ; জেনারেল দাজ,—শিখ এবং ইলাহী বকেসর মুসলমান (জেনা- অধীনে কামান রেল ভেটুদুরা) পরিচালক সৈন্ত		৪	২	১২	২২	০
জেনারেল গোলাপ সিং শিখ সৈন্ত		৪	১	১৬	০	০
ক্যালকাটাওয়াল শিখ, মুসলমান এবং পার্শ্বত্ব (মৃত) জাতি (জেনারেল এভিটেবাইল)						
দেওয়ান যোধরাম		৪	১	১২	০	০
জেনারেল খাঁ সিং মান শিখ এবং মুসলমান		৪	০	১০	০	০
সর্দার নেহাল সিং পদাতিক সৈন্ত,—শিখ আলহুওয়ালিয়া এবং মুসলমান ; গোল- দাজ, প্রধানত মুসল- মান		১	০	৪	১১	০
দেওয়ান সোহান মজ মুসলমান এবং পতিপয় শিখ				৬	০	৪০

রাজা হীরা সিং	পার্বত্য জাতি, কতিপয়					
	মুসলমান	২	১	০	৩	৫
রাজা গোলাপ সিং	" " "	৩	০	১৫	০	৪০
রাজা সুরচং সিং (মৃত)	" " "	২	১	৪	০	১০
কাস্তেন কুলদীন সিং	গুর্খা সৈন্ত	১	০	০	০	০
সেনাপতি ভাগ সিং	শিখ এবং মুসলমান	০	০	৬	০	০
সেনাপতি সিও প্রসাদ	" "	০	০	৮	০	০
মিহির লাল সিং	" "	০	০	১০	০	০
সর্দার কিশোর সিং	মুসলমান এবং হিন্দুস্থানী	০	০	০	০	০
জেনারেল কিশোর সিং	শিখ এবং মুসলমান	০	০	২২	০	০
সর্দার স্ত্রাম সিং						
আতারিওয়াল	" "	০	০	০	১০	০
মিয়ান পৃথি সিং	প্রধানতঃ মুসলমান	০	০	০	৫৬	০
জেনারেল সেওয়া সিং	শিখ এবং মুসলমান	০	০	১০	১০	০
কর্ণেল আমীর চাঁদ	প্রধানতঃ মুসলমান	০	০	০	১০	০
সেনাপতি মোজাহর	মুসলমান এবং হিন্দুস্থানী					
আলি		০	০	১০	০	০
জোয়াহির মল্ল মিস্ত্রী	মুসলমান ; কতিপয়					
(লাহোর)	শিখ	০	০	০	২০	১২
সেনাপতি সুরু সিং	শিখ এবং মুসলমান					
(অমৃতসর)		০	০	০	০	১০
বিবিধ প্রকারের অবরোধ কামান		০	০	০	০	৫০
		৬০	৮	২২৮	১৫৬	১৭১

সমগ্র সৈন্তের খতিয়ান।

প্রত্যেক দলে ৭০০ খত হিসাবে ৬০টি পদাভিক সৈন্তদল	৪২,০০০
“মুঘোল” এবং “আকালি”	৫,০০০
স্থায়ী সৈন্তদল এবং অবরোধকারী সৈন্ত	<u>৪৭,০০০</u>
	৪৭,০০০
পদাভিক সৈন্ত	
প্রত্যেক দলে ৬০০ খত হিসাবে, ৮টি অস্থায়ী সৈন্তদল	৪,৮০০

ঘোড় শোয়ার (অঝারোহী)

১২,০০০

জাহাজদারী অঝারোহী সৈন্ত

১৫,০০০

অঝারোহী সৈন্ত ৩১,০০০

কামান

৬৮৪টি কামান

অস্বোবিংশ পদ্যশ্লোক

৩০৬ পৃষ্ঠার নোট উদ্ধৃত সেক্সপিয়রের 'পঞ্চম হেনরি' (Henry v) নাটকের
চতুর্থ অঙ্কের অন্তর্গত ধ্রুবকের (Chorus) মর্মাহুবাদ,—

কণতরে সেই স্থতি কর উন্মেষণ ;—

বিশ্বের বিশাল গর্ভ ঘেরিয়াছে যবে

সূচীভেদ্য গাঢ় অন্ধকারে ; উঠিয়াছে

আর্তনাদ,—অফুরন্ত নৈরাশ্রবাজক ;

নৈশ নীরবতা মাঝে, শিবিরে শিবিরে

মর্মস্তম যন্ত্রণার অক্ষুট সে ধ্বনি ।

প্রহরার পরিচয় পাইছে প্রহরী ;

কে যেন কাণের কাছে কহে চুপি চুপি ।

অগ্নিমুখে প্রত্যাশার বরষে অনল ।

সৈনিকের পরিজ্ঞান বদন মণ্ডল,

প্রতিভাত অনলের স্নান রশ্মি মাঝে ।

অশ্বের সে হ্রেবা রব বিকট, ভীষণ,—

নিশার বধির কর্ণে বাজে শেল সম,—

অশ্বের করিছে তাহে ভীতি উৎপাদন ।

যোদ্ধাবেশে স্তম্ভিত বর্মধারিগণ,

ক্ষিপ্ৰহস্তে অস্ত্র-শস্ত্র করিয়া ধারণ,

ধাইছে হুকার ছাড়ি শিবির, ত্যজিয়া ;

সে হুকারে জানাইছে সমর ঘোষণা ।

—Shakespeare, Henry v
Act iv. Chorus.

সম্পূর্ণ

